প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ১৯৭১

বা, এ, ৫৬৭

প্রকাশনায়
ফজলে রাব্বি

পরিচালক
প্রকাশন মুদ্রণ বিক্রয় বিভাগদপ্তর
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ সরকারের
মুদ্রণালয়, ঢাকা

প্রচ্ছদ : কাযী শামসুল আহসান

উৎসর্গ

বাঙলা ভাষার জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন
সেই অমর শহীদদের স্মরণে

# প্রসঙ্গ-কথা

মধ্যযুগে এক শ্রেণীর কাহিনীকাব্যের সাক্ষাত পাওয়া যায় যেগুলোর আখ্যানভাগে রয়েছে নাথ উপাধীধারী যোগী বা যুগী সম্প্রদায়ের গুরুদের জীবনালেখ্য এবং জীবনদর্শন। এই কাব্যগুলোকে মঙ্গলকাব্যের মতই ধর্মের পটভূমিকায় রচিত আখ্যানকাব্য বলা যায়। পার্থক্য শুধু এই যে, মঙ্গলকাব্যে যেখানে আছেন দেবদেবী, এখানে তাঁদের পরিবর্তে স্থান গ্রহণ করেছেন মীননাথ, গোর্খনাথ, হাড়িপা, ময়নামতী প্রমুখ বিচিত্র চরিত্র। এঁরা সবাই সিদ্ধাচার্য। মানব মানবী হয়েও দেবদেবীর চেয়ে এঁদের ক্ষমতা কম নয়। মঙ্গলকাব্যে যেমন, নাথ সাহিত্যেও তেমনি এই সব মূল চরিত্র অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এবং এঁরা অতিমানবীয় অন্ধ শক্তির প্রতীক।

সিদ্ধাচার্যদের জীবনকাহিনী বর্ণনা ও স্তুতিবাদের মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যও এই সব কাব্যে জাজ্জল্যমান। সংসারধর্মের চেয়ে সন্ন্যাস গ্রহণের মধ্যেই যে শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান এবং হিন্দু দেবদেবীর তুলনায় নাথগুরুদের মহিমা যে অনেক উজ্জ্বল, নাথধর্মী কাব্যের কবিরা তা প্রমাণে বিশেষ সচেতন। যোগীসিদ্ধ সম্পর্কিত কাহিনীগুলোকে মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে বর্ণিত সিদ্ধাচার্যদের ইতিহাস এবং শিষ্য গোর্খনাথ কর্তৃক গুরু মীননাথকে কদলীরাজ্য থেকে উদ্ধারের কাহিনী; দ্বিতীয় ভাগে চিত্রিত মাতা ময়নামতী, পুত্র গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের কাহিনী। শিষ্য হয়ে গুরুকে জ্ঞানদান করা এবং মাতা হয়ে পুত্রের জ্ঞান উৎপাদন করে তাকে সন্ন্যাসধর্মে উদ্বুদ্ধ করা নাথ-সিদ্ধ কাহিনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

যোগী সাধক গোষ্ঠীর ধর্মগ্রন্থ হিসাবে গোর্খবিজয়কে আমরা চিহ্নিত করতে পারি।

একারণেই, বোধ করি, আদি এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষের যে বিচিত্র চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়েছে, নাথ সাহিত্যে তা বিরল। আদি ও মধ্যযুগে সমাজের রুচি ও পরিবেশ অনুযায়ী সাধারণ মানুষ সাহিত্যে এসেছে কখনো ঘটনার পশ্চাৎ-পটভূমিকায়, কখনো বা দাঁড়িয়েছে মুখোমুখি সম্মুখবর্তী আখ্যানভাগে। কিন্তু গোর্খবিজয়ে সাধারণ মানুষ একান্ত দুর্লভদর্শন। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয় --তবে তা ব্যতিক্রম হিসাবেই বিচার্য। গোর্খনাথের সামনে যে মেয়েটি দাঁড়ায় সে সাধারণ ঘরের বলিষ্ঠ যৌবনা যুবতী--কবির বর্ণনায় সে পাঠকের সামনেও জীবন্ত হয়--পাঠক তার শরীর যেন স্পর্শ করতে পারেঃ

চাহিতে চাহিতে নারী নিকটে আইল,
আপনার গুণ কথা কহিতে লাগিল।
নয়নের ধার দিয়া কথা কহে ছলে
বক্ষেত নাহিক বস্ত্র রত্নহার দুলে।

[গোপীচন্দ্রের গান—শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সংকলিত শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত--কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২২, পৃঃ ৩৬।]

এই জাতীয় আরো কিছু নিদর্শন নাথ সাহিত্য থেকে উদ্ধার করা সম্ভব। বস্তুত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছিল সর্বজনীন সাহিত্য। সাধারণ মানুষের জীবনচিত্রই যে সাহিত্যের প্রধান সম্পদ। জনসাহিত্য বলেই তা কলাকৌশলহীন, তবে আন্তরিকতার অভাব এই সাহিত্যে কোনদিন ঘটেনি।

মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে সাধারণ মানুষের জীবন-চিত্র উদ্ধার করার ব্যাপারে আমাদের গবেষকগণ সন্তোষজনক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, একথা বলতে পারি না। বিষয়টি একটি মহৎ গবেষণার বিষয়বস্তু হতে পারে।

এই জাতীয় এবং অন্যবিধ গবেষণার এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্যভাণ্ডারে লুকিয়ে রয়েছে। সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ব, জাতিতত্ব, ভাষাতত্ব, ইতিহাসবিজ্ঞান, ফোকলোর-বিজ্ঞান, সাহিত্যতত্ব ইত্যাদি নানাবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যযুগের বিচার-বিশ্লেষণ ও পঠন পাঠন হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন তথ্যের। মধ্যযুগের যাবতীয় কবির পাণ্ডুলিপিসমূহ সুসম্পাদিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশ পেলে তথ্যের অভাব পূরণ হবে এবং গবেষকগণকেও আর অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে হবে না। অবশ্য মধ্যযুগের কোন গবেষণায়ই তথ্যের অভাব এখন আর হবার কথা নয়—কিন্তু তবু অসম্পাদিত পুঁথির সংখ্যা এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে বিরাজমান কবির সংখ্যা কম একথাও তো বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি না।

এই অভাব পূরণের জন্যই কবি শুকুর মাহমুদ বিরচিত 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস' পুঁথিটি সুধী সমাজের হাতে তুলে ধরা যাচ্ছে। যিনি সম্পাদনা করেছেন তিনি যোগ্য ব্যক্তি শুধু একথা বললে ঠিক বলা হয় না। তাঁর নিষ্ঠা, অধ্যবসায়, পাণ্ডিত্য ও গবেষণার কৃতিত্ব সত্যি আমাকে মুগ্ধ করেছে। গ্রন্থটি আদ্যন্ত পাঠ করলে সুধী পাঠক আমার সাথে একমত হবেন বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

নাথ সাহিত্যে একসময় আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল। শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য-সংকলিত, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ও শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত 'গোপীচন্দ্রের গান' আমি উৎসাহের সাথে পাঠ করেছিলাম। ডক্টর ভট্টশালী সম্পাদিত 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' আমি পড়েছি। আমার উদ্দেশ্য ছিল নাথ সাহিত্যে সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র সন্ধান করা। বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদক এই দিকটির সন্ধানে তাঁর দৃষ্টি সজাগ রেখেছেন, একথা আমি বলবো না। কিন্তু তিনি বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ও ভট্টশালী উভয়ের পাঠ কেন্দ্র করে যে একটি পূর্ণাঙ্গ গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস বাঙালী পাঠক সমাজকে দান করেছেন, এখানেই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

এছাড়া তুলনামূলক আলোচনায়, কবির কাল নির্ণয়ে, ঘটনার ইতিহাস বিশ্লেষণে, নাথ ধর্মের রহস্য উদ্ঘাটনে, পাদটীকা বিন্যাসে ও সর্বোপরী পরিশিষ্টে শব্দসূচী প্রণয়নে এই গ্রন্থের সম্পাদক জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি যদিও একজন প্রশাসনিক কর্মী হিসাবে বারবার উল্লেখ করেছেন যে এমন একটি কাজে হাত দেয়া তাঁর পক্ষে অনধিকার চর্চার সামিল, তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও একাগ্র নিষ্ঠাই প্রমাণ করেছে যে তাঁর এই উক্তি বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

গ্রন্থটি সুধীসমাজে সমাদৃত হবে বলে আমি আশা রাখি।

—মযহারুল ইসলাম।

## মুখবন্ধ

নাথ সম্প্রদায় ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন সম্প্রদায়। ব্রহ্মানন্দ রচিত 'হঠযোগ প্রদীপিকা কী টীকা' গ্রন্থে এ-সম্প্রদায়ের প্রথম পুরুষ আদিনাথকে স্বয়ং শিব বলে উল্লেখ করা হয়েছে ('হঠযোগ প্রদীপিকা': পাণিনি আফিস, ইলাহাবাদ ১৯১৪)। বিভিন্ন লেখক কোনও আদর্শ ও নীতি-ভাষণ উল্লেখসূত্রে 'নাথোক্ত' কথাটি ব্যবহার করেছেন যার অর্থ নাথ দ্বারা কথিত। এ-সম্প্রদায়ের পরিচয়সূত্রে সিদ্ধ-মত, সিদ্ধমার্গ, যোগমার্গ, যোগসম্প্রদায়, অবধূত-মত, অবধূত-সম্প্রদায় ইত্যাদি পদ ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু এ-সম্প্রদায়ের মুখ্য ধর্মীয় সাধন-পদ্ধতি যোগাভ্যাস, সুতরাং শুধুমাত্র যোগ-সম্প্রদায় বলে এদের উল্লেখ করলেও অন্যায় হয় না। এ'রা এ'দের ধর্মীয় মার্গকে সিদ্ধ-মত বা সিদ্ধ-মার্গ এ-কারণে বলেন যে এ-পথেই আকাঙ্ক্ষিত সাধনার সিদ্ধি অনিবার্য। আঠারো শতকের শেষে কাশীর বলভদ্র পণ্ডিত কর্তৃক সংগৃহীত ও সম্পাদিত 'সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত সংগ্রহ' গ্রন্থ থেকে অনুমান করা যায় যে, বহু প্রাচীন কাল থেকেই নাথ-সম্প্রদায়ের সাধন-মার্গ 'সিদ্ধ-মত' বলে পরিচিত ছিলো। 'সিদ্ধান্ত' শব্দের অর্থ, সিদ্ধাদের দ্বারা নির্ণীত বা ব্যাখ্যাত তত্ত্ব। এ-সমস্ত সিদ্ধাগণ আবার 'অবধূত' বলেও পরিচিত হয়েছেন। হিন্দী ভক্তিভাবের কবি কবীর সিদ্ধাগণকে 'অবধূ' বলে উল্লেখ করে বলছেন, "কচ্চে সিদ্ধন মায়া প্যারী"। কবি তুলসীদাসও সিদ্ধাগণকে অবহেলাভবে উল্লেখ করে তাদের মতকে 'ভক্তি-হীন' মত বলেছেন। কবির এবং তুলসীদাসের উল্লেখ করলাম তাঁদের মন্তব্যের জন্য নয়; কিন্তু সিদ্ধ-মতের বহুল প্রসারতা প্রমাণ করবার জন্য।

ভারতবর্ষে এক সময় নাথ-সম্প্রদায় বিপুল বিস্তার লাভ করেছিলো। বৌদ্ধ, শাক্ত এমনকি মুসলমানদের মধ্যেও তাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিলো। শাক্তমত অনুসারে হিন্দু সমাজে চারটি প্রধান আচার আছে—বৈদিক, বৈষ্ণব, শৈব এবং শাক্ত। যেহেতু সাধারণ বিশ্বাস অনুসারে আদিনাথ স্বয়ং শিব, সুতরাং প্রথম নাথ-সম্প্রদায় শৈব সমাজভুক্ত। আবার শাক্ত আচারের চারিটি প্রকারভেদ আছে—বামাচার, দক্ষিণাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার। এর মধ্যে বামাচার নাথ-সম্প্রদায়ের প্রচলিত উপাসনা পদ্ধতির অঙ্গ। চর্যাগীতিকায় বামাচারী তান্ত্রিক বৌদ্ধ সিদ্ধাদের চিন্তা, ধ্যান ও আচরণের পরিচয় আছে। ১৯২১ সালের ভারতের আদমশুমারীতে নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত যোগীদের সংখ্যা গণনায় আমরা পাই যে এদের মধ্যে যোগী হিন্দুর সংখ্যা ৬,২৯,৯৭৮, যোগী মুসলমানের সংখ্যা ৩১,১৪৮। দেখা যায় নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যেও নাথ-সম্প্রদায়ের প্রভাব আছে।

বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যেও নাথ-সম্প্রদায় যে প্রভাব বিস্তার করেছিলো তার প্রমান পাই মুসলমান কবি রচিত 'গোরক্ষ বিজয়', 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' ইত্যাদি কাব্য-কাহিনীর মধ্যে।

বৈদান্তিক যেখানে অনবরত তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন, আবার একদল যেখানে কর্ম-ফল নির্ণয়ে পরিশ্রান্ত আবার যখন কেউ কেউ হোম এবং যজ্ঞের মধ্যে পরিত্রাণ খুঁজছেন, আবার কেউ কেউ যেখানে দুঃখ-মোচনের জন্য তীর্থে তীর্থে পুণ্যসঞ্চয়ে ব্যাকুল, তখন সিদ্ধ-মতের মধ্যেই নিশ্চিন্ততা আসতে পারে বলে নাথ-পন্থীরা দাবী করেন। সিদ্ধমতকে লোকায়ত মতও বলা যায় এ-অর্থে যে সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে, বিপাকে ও অভীপ্সায়, গ্লানি ও উপভোগে যে-বোধকে নির্মাণ করেছে সে-বোধ তাদের জীবনচেতনা থেকেই উদ্ভূত বোধ, কোনও প্রকার আরোপিত বোধ নয়।

বাংলা মধ্যযুগের কবি শুকুর মাহমুদের 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস' সম্পাদনা প্রসঙ্গে জনাব এ. কে. এম. যাকারিয়া সাহেব বিস্তৃতভাবে নাথ-সম্প্রদায় এবং নাথ-পন্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তথ্য-নির্ণয়, বিশ্লেষণ এবং ইতিহাস-অনুসন্ধানে তিনি যে নিষ্ঠা, সততা এবং প্রগাঢ় উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন তা' সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। প্রশাসনিক কর্মে নিযুক্ত থেকে গুরুতর গবেষণাকে আয়াসসিদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, এখানে সে-অসম্ভব শুধু যে সম্ভব হয়েছে তাই নয়, তা একটি স্পষ্ট চিত্র-কল্পে সুচারুভাবে চিহ্নিত হয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়,
সাভার, ঢাকা।

—সৈয়দ আলী আহসান—

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ব্যাপারে সর্বপ্রথমে যাঁদের নাম সর্বাগ্রে করতে হয় তাঁরা হচ্ছেন জনাব নইমউদ্দীন সরকার ও তাঁর মামাতো ভাই জনাব তৈয়ব আলী সরকার। জনাব নইমউদ্দীন সরকার ঘোড়াঘাট ডাক বাঙলার চৌকিদার। তাঁরই সাহায্যে পাণ্ডুলিপিখানা আমার হস্তগত হয়। লিপিকর পুত্র জনাব তৈয়ব আলী সরকার হচ্ছেন এ পাণ্ডুলিপির মালিক। তিনি এ পাণ্ডুলিপিখানা দিয়েছিলেন বলেই আমার পক্ষে এ গ্রন্থ সম্পাদনা সম্ভবপর হয়েছে।

দিনাজপুরের এডভোকেট শ্রীবরদাভূষণ চক্রবর্তী মহাশয় একখানা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও কাহিনী সম্পর্কে বহু মূল্যবান উপদেশ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। এই বিদগ্ধ ও সাহিত্য-রসিক উৎসাহদাতা অযাচিতভাবে আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। নাথধর্ম সম্পর্কে তাঁর একটি অতি মূল্যবান আলোচনা ভূমিকায় তুলে ধরা হয়েছে।

চট্টগ্রাম উন্নয়ন সংস্থার ক্লিয়ারিং অফিসার আমার পরম স্নেহাস্পদ অধ্যাপক এ, এম, এম, খালেদ সমুদয় পাণ্ডুলিপিখানা অসীম ধৈর্যসহকারে পাঠ করে অনেক ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে দিয়েছেন। কবি শুকুর মাহমুদের কাব্য প্রতিভা পরিচ্ছেদটি লিখতে তিনি আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।

চট্টগ্রাম উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যানের প্রাইভেট সেক্রেটারী জনাব লুৎফল কবীর সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা স্মরণ করতেই হয়। তিনি সমুদয় লালমাই-ময়নামতী-চান্দিনা-বড়কান্তা অঞ্চল পদব্রজে ভ্রমণ করে এ অঞ্চলের তথ্য ও জনপ্রবাদ সংগ্রহ করে আনেন। তাঁর সংগৃহীত তথ্য গ্রন্থে বর্ণিত কুমিল্লা জিলার বিভিন্ন স্থানের বর্ণনায় আমার বেশ সাহায্য করেছে।

চট্টগ্রামস্থ আজাদের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব নুরুল ইসলাম চৌধুরী বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও সেই সঙ্গে বহু মূল্যবান উপদেশ দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন।

পুঁথি সাহিত্যের নিরলস সাধক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক জনাব আলী আহমদ সাহেব তাঁর অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে। তিনি শুধু উৎসাহই দেননি সেই সঙ্গে দিয়েছেন বহু দুরূহ সমস্যার সমাধান।

পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের কাছে পেয়েছি এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা।

পাণ্ডুলিপি নকলের ব্যাপারে আমার স্ত্রী মাহমুদা বেগম আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। শব্দ-সূচী তৈরী ও পাণ্ডুলিপির সর্বশেষ কপি তৈরীর ব্যাপারে আমার কন্যা যাকিয়া আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

এই পুস্তক প্রকাশনা ও মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আমি বাঙলা একাডেমির কাছে কৃতজ্ঞ। একাডেমির প্রাক্তন পরিচালক জনাব কবীর চৌধুরী ও বর্তমান মহাপরিচালক ডক্টর মযহারুল ইসলাম ব্যক্তিগত উৎসাহ সহকারে এ কাজটির ভার নিয়েছেন। ডক্টর মযহারুল ইসলাম পুস্তক প্রকাশনার বিষয়ে যে সক্রিয় সহানুভূতি দেখিয়েছেন এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাকে যে উৎসাহ দিয়েছেন তা ভুলবার নয়।

বাঙলাদেশ মুদ্রণালয়ে (বি, জি, প্রেস) এই পুস্তক মুদ্রিত হয়েছে। মুদ্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মচারিগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদেরই প্রাক্তন এক সহকর্মীর এই পুস্তক মুদ্রণের ব্যাপারে। ডিপুটি সুপারিনটেনডেন্ট জনাব সিদ্দিকুর রহমান, ডিপুটি সুপারিনটেনডেন্ট জনাব ওবায়দুল মুক্তাদির খন্দকার, এসিস্টেন্ট সুপারিন-টেনডেন্ট জনাব হাফিজ আহামদ খান ও বিশেষ করিয়া সেকশন হোল্ডার জনাব বেলায়েত হুসেন মোল্লা যে পরিশ্রম করেছেন তা স্মরণ করার মত। উক্ত প্রেসের শিল্পী জনাব কাযী শামসুল আহসান প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছেন।

জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জনাব সৈয়দ আলী আহসান সাহেব এ গ্রন্থ সম্পাদনার ব্যাপারে আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছেন এবং অনুগ্রহ করে গ্রন্থের মুখবন্ধও লিখে দিয়েছেন।

আ. কা. মো. যাকারিয়া।

# সূচীপত্র

# ভূমিকা

## পাণ্ডুলিপি ও কবি পরিচিতি

পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তি

১৯৬৮ খৃষ্টাব্দেব প্রথম ভাগ। আমি তখন দিনাজপুব জেলায় প্রশাসনিক কার্যে নিযুক্ত। এই জেলাব ইতিহাস প্রসিদ্ধ নওযাবগঞ্জ থানায় অবস্থিত সীতাকুট বিহারের বেসরকারী খনন কার্য সবেমাত্র শুরু হযেছে। খনন কার্যেব তদাবক কবে সবকারী কাজেব ফাঁকে কিছুটা ফাকিব সংযোগ কবে নওযাবগঞ্জ ঘোড়াঘাট অঞ্চলেব প্রাচীন কালেব ইট-পাথবেব সন্ধানে বেব হয়ে দিনান্তে ঘোড়াঘাট ডাক বাঙলায় আশ্রয় নিলাম। সঙ্গে ছিলেন দিনাজপুবেব ইতিহাস প্রণেতা এবং এই কার্যে আমাব সহযোগী অনুজপ্রতীম জনাব মেহবাব আলী সাহেব।

ডাক বাঙলার বৃদ্ধ তত্ত্বাবধাযক জনাব নইমউদ্দিন সবকাব চৌকিদার হলেও পণ্ডিত লোক। ঘোড়াঘাট[১] অঞ্চলেব অনেক প্রাচীন তথ্যেব খবব তাঁব জানা আছে। আমার প্রশ্নেব উত্তবে তিনি এমন সব মূল্যবান খবর দিলেন যে আমি চমৎকৃত না হযে পারলাম না। অনেক প্রাচীন পুঁথির পাঠ তিনি অনগল মুখস্থ বলে গেলেন। তাঁবই কাছ থেকে আলোচ্য পুঁথিব সন্ধান পেলাম।

অন্যান্য পাণ্ডুলিপি

পবদিন বিবাটনগর যাবাব পথে বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে বংপুর জেলাব গোবিন্দ গঞ্জ থানাব 'চক নওয়া' গ্রামে হাযীব হলাম। পুঁথিব লিপিকব মবহুম খয়ের-জ্জামান সবকাব বৃদ্ধের মামা। তিনি গত হযেছেন অনেক আগে। তাঁব-ছেলে তৈযব আলী সবকাবেব হেফাজতে পাঁচখানা হস্তলিখিত পুঁথি পেলাম।

আলোচ্য পুঁথি উক্ত পাঁচখানা পুথিব একটি। বাকী চাবখানা পুঁথি হচ্ছেঃ শেখ খোদা বখ্শ বচিত 'গাযী কালু চম্পাবতী', কবি জগজ্জীবন ঘোষাল বচিত 'বিষ হবাব পুঁথি' (দ্বিতীয় খণ্ড), কৃষ্ণ হবিদাস বচিত 'সত্যপীরের পুঁথি' ও দ্বীজপশুপতি রচিত 'বিশ্বকেতু'। অষ্টাদশ শতকেব কবি শেখ খোদা বখ্শেব পবিচিতি আজও সুধী সমাজে হযনি। জগজ্জীবন ঘোষালের পুঁথি ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

---

[১] দিনাজপুব ও রংপুব জেলার মিলনস্থল ঘোড়াঘাট। বগুড়া জেলাব মহাস্থানও খুব দূরে [illegible]। [illegible] বাজার বাড়ী নাকি ছিল বিরাট নগরে' এবং তাঁর অশ্বশালা নাকি ছিল ঘোড়াঘাটে অশ্বঘাট)। [illegible] পনেব দক্ষিণে 'বিরাট নগর' নামে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে পবিপূর্ণ একটি প্রাচীন স্থান [illegible] গোবিন্দগঞ্জ থানায় দেখতে পাওয়া যায়। 'বিরাট রাজা', গ্রীক ইতিহাসে বর্ণিত 'পেণ্টা [illegible] ও [illegible]', বখতিয়ার খিলযী কর্তৃক নির্মিত 'দমদমা' (দুর্গ), 'পল্লবাজ', বেলুয়া তাম্রলিপি, ঋষিঘাট, [illegible], কাজী বদরউদ্দিনেব(?) মাযার ও মসজিদ, ইসমাইল গাযীব মাযাব, বাজা নীলাম্বর রায়, রাজা [illegible] রায়, ঘোড়া-ঘাট দুর্গ, মোঘলদের ঘাটি ইত্যাদি ইত্যাদি নিযে ঘোড়াঘাট অঞ্চলের প্রাচীনত্বের [illegible]। ইদানিং কবি হেয়াত মাহমুদের কাব্যও এ অঞ্চল থেকেই উদ্ধাব কবা হয়েছে।

ঘোড়াঘাটের কাছেই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষেপূণ 'পল্লরাজ' বলে একটি স্থানকে কোন কোন [illegible] গোপালের জয়স্কন্ধবার বলে মনে কবেন। 'পল্লরাজের' নিকটেই বেলুয়া নামে আরও [illegible] স্থান আছে। সেখানে দুখানা তাম্রলিপি পাওয়া গেছে। একখানা মহীপালের এবং [illegible] বিগ্রহপালের।

বিশ্বকেতু পুঁথির পাণ্ডুলিপি (১২৬০ সালে লিপিকৃত) অত্যন্ত জীর্ণ। বহু কষ্ট করে পাঠ উদ্ধার করা হয়েছে। সত্যপীরের পুঁথি খণ্ডিত। সবকটা পুঁথিরই উদ্ধার এবং সম্পাদনার কাজ এগিয়ে চলেছে।

**আমার কৈফিয়ত**

কবি শুকুর মাহমুদ বিরচিত 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস' (আলোচ্য পুঁথি) বিগত পাঁচ বৎসরেরও অধিক কালের চেষ্টায় সম্পাদিত হয়েছে। করি সরকারী চাকুরী। আপনার গৃহকোণে পাঠকের ভূমিকায় নীরবে অভিনয় করে যেতে বিশেষ অসুবিধা হয়না। কিন্তু লেখকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দুনিয়ার শঙ্কা এসে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। যে নিজে কাঙাল অন্যকে দান করার মত সামর্থ্য তার কোথায়? তবু যে মূল্যবান পদার্থখানা ঘটনাক্রমে আমার হাতে এসে পড়েছে, সুধী সমাজের কাছে তাকে তুলে না ধরলে একটা বড় অন্যায় হয়ে যাবে ভেবে এ দুরূহ কাজে হাত দিয়েছি। । কিন্তু বারবার মনে হচেছ এ যেন অনধিকার চর্চা।

**পুঁথির লিপিকর।**

পুঁথির লিপিকর মুন্সী খয়েরজ্জামান সরকার, পিতা খতিবুল্লাহ্ সরকার, সাং চক নওয়া গ্রাম, থানা গোবিন্দগঞ্জ, পরগণা ঘোড়াঘাট, মহকুমা গাইবান্ধা, জিলা রংপুর। প্রায় সমস্ত পুঁথিখানা একই হাতের নকল। ক্বচিৎ এখানে সেখানে লিপিকর-পুত্র সৈওদ আলী সরকারের কাঁচা হাতের লিখা আছে। ১৭½"×১১" ইঞ্চি পরিমিত আধাআধি ভাঁজ করা কাগজের (১৭"×৫½" ইঞ্চি) বাইরের পৃষ্ঠায় লিখা। বেশীর ভাগ পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। কোন কোন পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তিও আছে। প্রতি পৃষ্ঠার নীচে লিপিকর খয়েরজ্জামান সরকার-এর নাম লিখা আছে। কোন কোন পৃষ্ঠায় 'ছৈওদ আলীর'' নামও যোগ করা আছে। লিপিকার্য শেষ হয় বুধবার, ২৯শা মাঘ, ১৩৩১ সাল।

**কবির ভণিতা।**

সমগ্র পুঁথিতে কোথাও কবি শুকুর মাহমুদের নাম নেই। কবির ভণিতায় কবির নামের বদলে "গৌরী পার্ব্বতীর" অর্থহীন নাম আছে। প্রথম পাঠোদ্ধার কালে আমার মনে হয়েছিল যে এ হয়ত কোন অনাবিষ্কৃত কবির রচনা। সৌভাগ্য ক্রমে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সম্পাদিত "গুপীচন্দ্রের সন্ন্যাস" আমার পড়া ছিল। পাঠোদ্ধার শেষে আমার বদ্ধমূল ধারণা হল যে এ পুঁথি কবি শুকর মাহমুদের রচনা। তখন বিশ্বেশ্বর বাবুর পুঁথি ও ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত পুঁথির পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম আমার ধারনাই ঠিক। অবশ্য তিন পুঁথির পাঠের মধ্যে এখানে সেখানে কিছু কিছু গরমিল আছে। কিন্তু সেগুলি মারাত্মক নয় মোটেই। আলোচ্য পুঁথি যে কবি শুকর মাহমুদের রচনা তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

কবির নাম সযত্নে গোপন রেখে কেন 'গৌরী পার্ব্বতীর'' অর্থহীন ভণিতা সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে সে কারণ খুঁজে বের করা কঠিন। যতদূর জানতে পেরেছি লিপিকর খয়েরজ্জামান সরকার, তাঁর পুত্র ছৈওদ আলী সরকার, তৈওব আলী সরকার এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য অধিবাসীদের মধ্যে পুঁথি

পাঠ করার রেওয়াজ ছিল এবং এখনও আছে। তাঁরা বেশীরভাগ হস্তলিখিত পুঁথিই পাঠ করতেন এবং এখনও করেন। লিপিকর খয়েরজ্জামান সরকারের সামান্য কিছু কবিত্ব শক্তি ছিল বলে মনে হয়। গ্রন্থের এখানে ওখানে তিনি নিজস্ব রচনা কিছু কিছু যোগ করে দিয়েছেন। "গৌরী পার্ব্বতীর" ভণিতা তাঁরই কর্ম কিনা বলা কঠিন। আমার মনে হয় এটা তাঁর কাজ নয়। পূর্ব-বর্তী অন্য কোন লিপিকরের কারসাজী হয়ত এটা।

মুসলমান সমাজে হিন্দু ও নাথদের ধর্ম-বিষয় নিয়ে কোন কাহিনী কোন মুসলমান কবিদ্বারা রচিত হওয়াটা সেই লিপিকর অথবা সমাজের অন্য কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিরা হয়ত খুব সুনযরে দেখতে পারেননি। ফলে কবির নাম গায়েব করে "গৌরী পার্ব্বতীকে" টেনে আনা হয়েছে। কোন হিন্দু লিপিকর বা 'গায়েনের' কাজ বোধহয় এটা নয়। সেক্ষেত্রে তাঁর নিজের নাম ব্যবহারে বিশেষ কোন অসুবিধা ছিলনা।

বিশ্বেশ্বর বাবু ও ডক্টর ভট্টশালীর পুঁথি।

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য প্রমুখ সম্পাদিত পুঁথি "গুপীচন্দ্রের সন্ন্যাস" ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন কর্তৃক সংগৃহীত এক দুষ্প্রাপ্য মুদ্রিত পুঁথির নুতন সংস্করণ। এ পুঁথি শেষের দিকে খণ্ডিত। আলোচ্য গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৪ এবং সেই অনুসারে বিশ্বেশ্বর বাবুর পুঁথি ১৫৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গুপিচন্দ্রের সিদ্ধি-লাভের পর গুরু হাড়িপার সঙ্গে যে সমস্ত গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে আছে তার অধিকাংশই বিশ্বেশ্বরবাবুর পুঁথিতে নেই। পরে মা ময়নামতীর প্রশ্নের উত্তরে গুপিচন্দ্র যে আরও জটিল তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তাও যে নেই তা বলাই বাহুল্য।

ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত "গোপীচাঁদের সন্ন্যাস" আদ্যন্ত খণ্ডিত। আলোচ্য পুঁথি অনুসারে ভট্টশালীর পুঁথির আরম্ভ ৯ পৃষ্ঠার ১৬ পঙ্‌ক্তি থেকে এবং ১৪২ পৃষ্ঠায় খণ্ডিত বলা চলে। অবশ্য বর্তমান পুঁথির ১৫০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি থেকে ১৫৩ পৃষ্ঠার পঞ্চম পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত মোট ৩৬ পঙ্‌ক্তির পর পুঁথি সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত। বলা বাহুল্য আলোচ্য পুঁথির শেষের দিকে যে জটিল আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলেচনা আছে তা ভট্টশালীর পুঁথিতে নেই।

বিশ্বেশ্বর বাবুর পুঁথির পাঠ প্রায় আধুনিক কালের বলে মনে হয়। পুঁথির পাঠ দেখে পুঁথিখানা যে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে রচিত হয়েছিল এ ধারণা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তদুপরি পাঠ অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ এবং অনেকস্থলে অর্থহীন এবং গোঁজামিলে পরিপূর্ণ। সম্পাদক মণ্ডলী একই গ্রন্থে প্রকাশিত কবি ভবানীদাস বিরচিত পুঁথির অনেক টীকা দিয়েছেন। অথচ কবি শুকুর মাহমুদ বিরচিত এবং বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ এই পুঁথির টীকা যা দিয়েছেন তা নম নম করে ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধ সারার মত।[১] তাতে দায়মুক্ত হওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু যাঁরা কিছু পেতে চান তাঁদেরকে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়।

১। "অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে' শ্লোক স্মরণীয়।

এদিক দিয়ে ভট্টশালীর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। টীকা এবং দুরূহ পদের অর্থ দিতে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। অনেক স্থলে তাঁর প্রদত্ত টীকা বেশ মূল্যবান বলে মনে হয়। অবশ্য তাঁর পুঁথির পাঠেও যথেষ্ট ত্রুটি আছে। (বর্তমান পুঁথির পাঠেও সে দোষ প্রচুর পরিমানেই বিদ্যমান)। কিন্তু বিশ্বেশ্বর বাবুর দায়সারা গোছের পুঁথির পাঠের তুলনায় ত্রুটির সংখ্যা অনেক কম। ভট্টশালী আদশ পুঁথির সঙ্গে মিল রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

ডক্টর ভট্টশালী তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যাখ্যার ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গেছেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হয়ত তন্ত্র শাস্ত্র সম্বন্ধে বেশ কিছু সন্ধান দিতে পারতেন এবং পরবর্তীদের বোঝা তাতে অনেক লাঘব হত কিন্তু কেন দেননি সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন। বিশ্বেশ্বর বাবু, ডক্টর দীনেশ সেন ও বসন্ত বাবু এ সবের কাছেও ঘেঁষেননি।

আলোচ্য পুঁথির পাঠ।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমি একখানা পাণ্ডলিপিই পেয়েছি। অনেক চেষ্টা করেও আর কোন পাণ্ডলিপি পাইনি। তাই আমি তিন পুঁথির পাঠ মিলিয়ে আলোচ্য পুঁথিখানার সম্পাদনা করেছি। আদর্শ পাঠ যতদুর সম্ভব অপরিবর্তিত রাখতে চেষ্টা করেছি। যেখানে অন্য দুই পুঁথির পাঠে অর্থবোধক মিল আছে এবং আলোচ্য পুঁথির পাঠ অর্থহীন সেখানে পাঠ পরিবর্তন করে পাদটীকায় তা উল্লেখ করে দিয়েছি। যেখানে বর্তমান পুঁথির পাঠের সঙ্গে অন্য একখানা পুঁথির পাঠের মিল আছে সেখানে পরিবর্তন করা অসঙ্গত মনে করেছি। আলোচ্য পুঁথির পাঠের সঙ্গে অন্য দুই পুঁথির পাঠের প্রত্যেক ব্যতিক্রমই পাদটীকায় উল্লেখ করেছি। তাতে পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে সন্দেহ নেই। তবে তা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কোন কাজে লাগলে শ্রম সার্থক মনে করব। স্থানাভাবে সমসাময়িক অন্যান্য গ্রন্থের তুলনামূলক পদ আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্বেও যথেষ্ট পরিমানে দিতে পারিনি। ভবিষ্যতে যদি কোন সংস্করণ হয়, তবে সে আশা পূরণ করার ইচ্ছা রইল।

আমার কৈফিয়ৎ।

ভট্টশালী ও বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য প্রমুখ কর্তৃক দুখানা গ্রন্থ প্রকাশ করার পরও কবি শুকুর মাহমুদ রচিত একই পুস্তক কেন প্রকাশ করলাম তার কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার। উভয় পুঁথিই যে খণ্ডিত তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে আলোচ্য পুঁথিখানা পূর্ণাঙ্গ এবং পুঁথির শেষভাগে এমন সব মূল্যবান রচনা আছে যা অন্য দুই গ্রন্থে নেই এবং যা বাঙ্‌লা ভাষার পাঠকের কাছে তুলে ধরা আমার বিবেচনায় আবশ্যক। মুসলমান স্থফি কবিদের তত্বজ্ঞানের পরিচয় প্রদানকারী গ্রন্থ সৌভাগ্যক্রমে কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে রচিত সে সমস্ত গ্রন্থে হিন্দু এবং বৌদ্ধ ভাবধারায় প্রভাবান্বিত মুসলমান স্থফি মতবাদের প্রাধান্য। বর্তমান গ্রন্থে বৌদ্ধ, হিন্দু নাথ ও মুসলিম ভাবধারার মিলনে যে মিশ্র ভাবধারার সৃষ্টি হয়েছে তার দৃষ্টান্ত বিরল। এ সমস্ত বাদ দিলেও আলোচ্য পুঁথিতে একটি

নূতন জিনিষের সন্ধান পাওয়া যায়। সেটা হচ্ছে এ গ্রন্থের উপর চর্যাগীতির ভাবধারার প্রভাব। চর্যাগীতিকার ভাবধারায় এমনভাবে পরিপুষ্ট কোন রচনা বোধ হয় মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যে আজও মেলেনি। এই বিষয় একটি ভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তন্ত্র-শাস্ত্র।

তন্ত্র-শাস্ত্র সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা দেবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। বৌদ্ধ সহজ-যানের শূন্যতাবাদ, হিন্দু তন্ত্র-শাস্ত্র শূন্য পুরাণ এবং মুসলমানী স্থফিতত্ত্বের সমন্বয়ে যে তন্ত্রশাস্ত্র বা ভেদশাস্ত্র কবি সৃষ্টি করেছেন তাতে প্রবেশ করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। কোন কোন স্থানে একটা অর্থ খাড়া করতে পেরেছি বলে মনে হয়। অনেক স্থলেই পারিনি। না পারার কারণ হচ্ছে যে নাথ-শাস্ত্রের গুহ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোন পুস্তক এ দেশে পাওয়া যায় না। নাথ-সম্প্রদায়ের অনেক পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ করেছি। তাঁরাও এ সমস্ত গূঢ় তত্ত্বের কথা বিশেষ কিছু জানেন না। মনে হয় গুরু পরম্পরায় এ সমস্ত গুহ্য তত্ত্ব প্রচলিত ছিল। কালের আবর্তে সে প্রবাহ হয়ত হারিয়ে গেছে।

পুঁথির নাম।

পাণ্ডুলিপিতে পুঁথির কোন নাম নেই। ভট্টশালী সম্পাদিত পুঁথির নাম গোপীচাঁদের সন্ন্যাস"। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য প্রমুখ সম্পাদিত পুঁথির নাম গুপীচন্দ্রের সন্ন্যাস"। আলোচ্য পুঁথির নাম দিয়েছি "গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস"। 'গুপিচন্দ্র'. 'গুবিচন্দ্র,' 'গুফিচন্দ্র' প্রভৃতি বানান আলোচ্য পুঁথিতে দেখা যায়। তবে 'গুপিচন্দ্র বানানই অধিকাংশস্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। 'গুপীচন্দ্র' বা 'গুপী-চাঁদ' বানান বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে নেই। পাণ্ডুলিপির বানান দৃষ্টে আমি 'গুপিচন্দ্র' বানানই গ্রহণ করলাম। অন্য দুই গ্রন্থে এবং বর্তমান পুঁথিতেও যখন সন্ন্যাস বানান আছে আমি তাই গ্রহণ করেছি।

পুঁথির রচনা কাল ও কবির পরিচয়।

অন্য দুই গ্রন্থের পাঠে কোথাও রচনা কালের উল্লেখ নেই। না থাকারই কথা। সাধারণত: রচনা কাল থাকে শেষের দিকে। দুর্ভাগ্যক্রমে উভয় গ্রন্থই অন্তে খণ্ডিত। ভট্টশালী সম্পাদকীয় মন্তব্যেও রচনা কাল সম্বন্ধে কিছু বলেননি। বিশ্বেশ্বর বাবু রচনা কাল সম্বন্ধে বলেছেন, "স্থকুর মামুদ কোন সময়ের লোক তাহাও জানিতে পারা যায় নাই। খালি এই গ্রন্থ হইতে বিচার করিলে দুই একশত বৎসরের অধিক নহেন এরূপ অনুমান উপেক্ষণীয় নহে"। সৌভাগ্যক্রমে আলোচ্য পুঁথির সঠিক রচনা কাল পুঁথির শেষ ভাগে পাওয়া গেছে। যথা:

> ১১ সও ১২ সালে দিন সাত ষষ্ঠী।
> তখনি যোগাস্ত পুস্তক ভূমে হইল সৃষ্টি॥—১৮৩ পৃষ্ঠা

এতে দেখা যায় পুঁথির রচনা কাল ১১১২ সাল। শকাব্দ হতে পারেনা। দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে অর্থাৎ বখ্‌তিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের আগে কবি শুকুর মাহমুদের বঙ্গদেশে আবির্ভাব কল্পনাও করা যেতে পারেনা। বাঙলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তখনকার দিনে আরও অনেক রকম অব্দের

প্রচলন ছিল। যথাঃ (১) অমলি সন, (২) জমিদারী সন, (৩) ত্রিপুরাব্দ, (৪) দানিশাব্দ, (৫) নগরতশাহী সন, (৬) নেপালী সংবৎ, (৭) পরগণাতি সন, (৮), নৃপশক, (৯) বিশ্বসিংহ শক, (১০) বিষ্ণুপুরি সন, (১১) মঘী সন, (১২) মন্দারণ সন. (১৩) মল্লাব্দ, (১৪) যবন নৃপতে শকাব্দ, (১৫) রত্নপীঠস্য নৃপতে শকাব্দ. (১৬) রাজড়া সন, (১৭) রাজ সন, (১৮) সংবৎ, (১৯) সদর সন ও (২০) হিযরী সন। এইগুলির মধ্যে ত্রিপুরাব্দ, মঘীসন, মল্লাব্দ, হিযরী প্রভৃতি সনগুলি বেশ ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গাব্দের প্রচলন নিয়ে সুধীসমাজে বেশ মতভেদ দেখা যায়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই সনের প্রচলন ঘটে সম্রাট আকবরের সময়ে আর বাবু যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের মত এই সনের প্রচলন ঘটে সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্‌র আমলে। মঘীসন ও ত্রিপুরাব্দের সঙ্গে বঙ্গাব্দের পার্থক্য খুব বেশী নয়, মল্লাব্দ বঙ্গাব্দ থেকে ১০১ বছর পেছনে।

বর্তমান ক্ষেত্রে কবি কোন সনের কথা বলেছেন তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কঠিন। বঙ্গাব্দ বোধ হয় সেই আমলে বেশ ব্যাপক ভাবেই প্রচলিত ছিল। বিকল্প প্রমানের অভাবে এখানে উল্লিখিত 'সালকে' বঙ্গাব্দ বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। বঙ্গাব্দ অনসারে গ্রন্থের রচনা কাল দাঁড়ায় ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে ২৬৮ বৎসর আগে দেওয়ান মুর্শিদ কুলি খাঁর আমলে। দিন সাত ষষ্ঠীর দুটা অর্থ হতে পারে। জ্যৈষ্ঠ মাসে সাধারণত: ষষ্ঠী পূজা হয়। সে হিসাবে জ্যৈষ্ঠ মাসের ৭ তারিখে পুস্তক রচনার সমাপ্তি হতে পারে। অথবা 'ষষ্ঠী' অর্থাৎ ষষ্ঠ মাস অর্থাৎ আশ্বিন মাসের ৭ তারিখেও হতে পারে। এই সাঙ্কেতিক পদের মধ্যে অন্য কোন তারিখ ও লুক্কায়িত থাকতে পারে। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু আসে যায়না। কারণ সঠিক সাল পাওয়া গেছে।

পুঁথির রচনা আরম্ভ সম্বন্ধে প্রথম দিকেই আছে:

প্রথমে বন্দিয়া গাব পাক পরয়ার।
পহেলা কার্তিকে প‍ুথি ধরিলাম লেখিবার॥—২ পৃষ্ঠা।

এখানে সনের উল্লেখ নেই। শুধু মাসের কথা আছে। অতএব নিশ্চয় করে বলা যায়না পুস্তক রচনা কোন সনে শুরু হয়েছিল। এই দুই পঙ্‌ক্তি লিপিকরের কারসাজিও হতে পারে। অন্য দুই গ্রন্থে এ দুই পঙ্‌ক্তি নেই।

কবির নাম সম্বন্ধে অন্য দুই গ্রন্থে আছে:

ভ-প‍ুথিঃ—আবদুল ষকুর নাম পিতাএ রাখিল।
ষকুর মোহাম্মদ নাম কিতাবে ঘুশিল॥—৫১ পৃষ্ঠা।

বি-প‍ুথিঃ—আব্দুল সকুর নাম পিতায় রাখিল।
সকুর মামুদ নাম কুলেতে ঘুশিল॥—৪৮৪ পৃষ্ঠা।

আলোচ্য পুঁথিতে এই দুই পদ নেই। না থাকবারই কথা। কারণ কবির

ভণিতায় যেখানে কবির নাম ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করা হয়েছে সেখানে এই দুই পদ থাকতেই পারেনা।

কবির বাসস্থান সম্বন্ধে আলোচ্য পুঁথিতেও কিছু সন্ধান পাওয়া যায়। লিপিকর সযত্নে কবির নাম এবং পরিচয় গোপন রাখতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোন কারণে কবির বাসস্থানের খবরটি বের হয়ে পড়েছে নিম্নলিখিত দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যে। যথা:

ভাবিয়া আপন মনে শুকুর মামুদে ভণে (গৌরী পর্ব্বতীভুনে)
কুসুম্ব সিন্দুরে বাস।—১২৮ পৃষ্ঠা।

ভট্টশালীর পুঁথিতেও এ দুই পদ আছে, যথা:

ভাবিয়া আপোন মনে আবদুল ষকুরে ভুনে
শেন্দুরে কুষুমিতে জার বাশ।—৫১ পৃষ্ঠা।

বিশ্বেশ্বর বাবুর পুঁথিতে এ পদ নেই। ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে "সুকুর মামুদ রাজশাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়ার ছয় মাইল উত্তর-পূর্ব্বে-স্থিত সিন্দুর কসুমী গ্রামের অধিবাসী"। দীনেশ বাবুর উক্তির সঙ্গে গ্রন্থের ভিতর পাওয়া কবির পরিচয় মিলে যায়।

ভট্টশালী এবং বিশ্বেশ্বর বাবুর পুঁথিতে কবির পিতার নামের কিছুটা সন্ধান পাওয়া যায়। ভট্টশালীর পুথিতে আছে:

শএক আনার নাম ফকির গুণমন্ত।
তাহার তনএ পুশতক রচিল জোগান্ত।।

বিশ্বেশ্বর বাবুর পুঁথিতে আছে:

সায়ের আল্লার নাম ফকির গুণমন্ত।
তাহার তনয়পুঁথি রচিল যোগান্ত॥

আলোচ্য পুঁথিতে এ পদগুলি নেই। ভ-পুঁথির "শএক আনার" স্থলে বি-পুঁথিতে "সায়ের আল্লার" শব্দ দুটি আছে। 'সায়ের আল্লা' নাম সাধারণতঃ হয়না। 'সায়ের আল্লার' তো হতেই পারে না। 'সায়ের' শব্দকে অর্থগতভাবে কবি বলে ধরলে বি-পুঁথির পাঠের অর্থ দাঁড়ায় "আল্লার কবি নাম ফকির গুণমন্ত" অর্থাৎ কবির পিতার নাম 'আল্লার কবি গুণমন্ত ফকির'। এতে কোন অর্থ সঙ্গতি থাকে না। ভ-পুঁথির 'শএক' শব্দ আরবী শএখ বা শেখ শব্দের বিকৃত রূপ বলে মনে হয়। 'আনার' (অর্থাৎ আনোয়ার) কবির পিতার নাম। অর্থাৎ কবির পিতার নাম শেখ আনার ফকির। 'গুণমন্ত' শব্দ ফকীর শব্দের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ভ-পুঁথির পাঠ সঠিক বলে মনে হয়।

কবির পিতা ফকীর বা সাধক ছিলেন। কবি নিজেও যে ফকীর বা সাধক ছিলেন পুঁথিতে সে কথার উল্লেখ আছে, যথা:

ভ-পুঁথি—ফকির যুগি বহমত অতি বড় বুধিয়হত
(আবদুল) যুকুবে জোগ ভাশে।
—আলোচ্য পুঁথির ১২৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা।

বি পুঁথি—কেওবা গোলাপ বাসে, ফকীর যুগীর বেশে,
কবি সুকুর মামুদে ভুণে।—ঐ

উপরের আলোচনা থেকে কবির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হচ্ছেএই রাজশাহী জিলার রামপুর-বোয়ালিয়ার নিকটবর্তী সিন্দুর কুসুমী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন কবি শুকুর মাহমুদ। তার পিতার নাম শেখ আমার ফকির। কবি নিজেও ফকির অর্থাৎ সাধক শ্রেণীর লোক ছিলেন।

কবির জন্মকাল সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা করা সহজ নয়। গ্রন্থে বা অন্য কোথাও এই সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। তবে গ্রন্থের রচনা কাল (১১১২ সাল অর্থাৎ ১৭০৫ খৃষ্টাব্দ) থেকে কবির জন্মকাল সম্বন্ধে একটা আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে। গ্রন্থের মধ্যে যে সমস্ত সুফি মতবাদ এবং আধ্যাত্মিক ভাবধারার সমাবেশ দেখা যায় তাতে গ্রন্থখানা কবির তরুণ বয়সের রচনা বলে মনে করা যেতে পারে না। সাধারণতঃ তরুণ বয়সে মানুষ যা লেখে তাতে ত্যাগের চেয়ে ভোগের দিকে প্রবণতাই থাকে বেশী। অবশ্য ব্যতিক্রম যে হয়না তাও নয়। বর্তমান কাব্যগ্রন্থটি অসাধারণ ত্যাগের আদর্শে পরিপূর্ণ একটি কাহিনী। সাধক ফকির হিসাবে এই ত্যাগের ধর্মের প্রতি কবিরও যে পুরাপুরি সমর্থন রয়েছে, তা পুস্তক পাঠে ধরা পড়ে। তদুপরি যে গভীর তত্ত্বজ্ঞান ও দার্শনিকতার পরিচয় কবি পুস্তকের মধ্যে দিয়েছেন তা মানুষের জীবনে পরিণত বয়সেই আসে, যখন ভোগের স্পৃহা স্তিমিত হয়ে আসে রক্তের উষ্ণতা কমার সঙ্গে। এই হিসাবে পুস্তকের রচনা-কাল কবির চল্লিশ বৎসর বয়সের আগে হওয়া সম্ভবপর বলে মনে হয় না। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে কি তারও পরে পুস্তকের রচণা কাল ধরলে অন্যায় হবে না। সেই হিসাবে কবির জন্মকাল হবে ১০৭২ বঙ্গাব্দ (১৬৬০ খৃষ্টাব্দ) কি তারও আগে।

*পাণ্ডুলিপিতে পঙ্‌ক্তির শেষে কোন দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, ইত্যাদি নেই।* প্রত্যেক পদের শেষে চারটি বিন্দুকে আড়াআড়ি রেখে অথবা কোন কোন স্থানে কোনাকুনিভাবে রেখা দ্বারা যুক্ত করে একটি ফুলের মত করে দেওয়া হয়েছে। যেমন, :: অথবা ꖴ। আমি অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের দৃষ্টান্ত অনুসারে প্রথম পদে এক দাঁড়ি এবং দ্বিতীয় পদে দুই দাঁড়ি ব্যবহার করেছি। ডক্টর ভট্টশালী ও বিশ্বেশ্বর বাবুও তাই করেছেন। ত্রিপদীর বেলায় বিশ্বেশ্বর বাবু প্রথম এবং দ্বিতীয় পদে কমা ব্যবহার করেছেন। এবং তৃতীয় পদের শেষে দাঁড়ি ব্যবহার করেছেন। ভট্টশালী কোন কমা ব্যবহার করেননি।

আমিও কোন কমা ব্যবহার করিনি। কবির সময়ে দাঁড়ির ব্যবহার ছিল। কিন্তু 'কমা' তখন পর্যন্ত বাঙলা ভাষায় প্রচলিত হয়নি।

পাণ্ডুলিপিতে সমগ্র কাহিনীটা একটানাভাবে লিখা। এতে কোন কবিতার স্তবক বা ষ্ট্যান্‌যা (Stanza) নেই। ভট্টশালী কোন স্তবক ভাগ না করে একটানা ভাবেই সমস্তটা পুঁথি মুদ্রিত করেছেন। বিশ্বেশ্বর বাবু এখানে সেখানে কিছু কিছু স্তবকে ভাগ করেছেন। পাণ্ডুলিপিকে অনুসরণ করলে স্তবকের স্থান কোথাও নেই। কিন্তু এতে পাঠককে একঘেয়েমির হাত থেকে রক্ষা করা যায়না। বিশেষ করে সুদীর্ঘ পয়ারের বেলায় পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। আমি অনেক ভেবে চিন্তে ভাবের সামঞ্জস্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন স্তবকে পয়ারগুলিকে ভাগ করেছি। মূল পাঠের সাথে এ 'ব্যতিক্রম আশা করি পাঠক ক্ষমার চোখে দেখবেন।

পুঁথির ভাষা সম্পর্কে কিছু বলার আছে। পুঁথিতে যে রকম বানান ছিল ঠিক সেরকমই প্রথমে লিপিবদ্ধ করেছিলাম। পাঠে বিস্তর ভুল ছিল বিশেষ করে মহাপ্রাণ বর্ণের স্থলে অল্পপ্রাণ বর্ণের অপপ্রয়োগ ছিল বিস্তর এবং আঞ্চলিক প্রভাবের ফলেও বহুসংখ্যক শব্দের বানান ছিল বিকৃত। অনেক পুরাতন পাণ্ডুলিপিতে অবশ্য সেইরকম বানান পদ্ধতি অনেক দেখা যায়। এই সব বিকৃতি কি লিপিকর-প্রমাদে ঘটেছিল না সেই যুগের ভাষাই এরকম ছিল তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। এই সব কারণে "যথা দিষ্টং তথা লিখিতং" নীতি অনুসরণ করে পাণ্ডুলিপির পাঠ হুবহু নকল করেছিলাম। করার পেছনে যুক্তিও ছিল অনেক।

কিন্তু সম্পাদিত পুঁথি পাঠ করে আমার অনেক বন্ধু বিশেষ করে বাঙলা একাডেমীর গবেষণা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী প্রফেসর আলী আহমদের উপদেশে আমার মত পাল্টাতে হলো। তাঁদের যুক্তি অনেক। এসব যুক্তির মধ্যে প্রধান যুক্তি হল যে প্রাচীন পুঁথি যে সমস্ত সুধী ব্যক্তিরা সম্পাদনা করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই বর্তমান সংস্কৃত তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে যুগের প্রচলিত বানান পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। অতএব আমি যদি..........ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং এটাই নাকি প্রচলিত রীতি। একেত সাহিত্য ক্ষেত্রে অনধিকার চর্চার মত একটা অপরাধের ভাব মনের মধ্যে অনুক্ষণ বিরাজমান তদুপরি বকের দলের মধ্যে কাক সেজে অহেতুকভাবে দৃশ্যমান হবার ভয় থেকে রেহাই পাবার জন্য সুবোধ বালকের মত বন্ধুদের পরামর্শ গ্রহণ করে চলতি পথই অনুসরণ করলাম। কবি অথবা লিপিকর শ, ষ, স; জ, য; ণ, ন; ড়, র; ক, খ; প, ফ; দ, ধ; প্রভৃতি বর্ণ প্রয়োগের ব্যাপারে যে স্বাধীনতা ভোগ করেছিলেন তা খর্ব করে ব্যাকরণ ও অভিধান সম্মত উপায়ে সে সমস্ত বর্ণের ব্যবহার করেছি। এই শুদ্ধির কাজটা বেশ একটু বিলম্বে হয়েছে বলে মূল পাঠের সঙ্গে সব ক'টা ব্যতিক্রম পাদটীকায় উল্লেখ করতে পারিনি। সেইজন্য পাঠকের কাছে পূর্বাহ্নেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

## গুপিচন্দ্রের কাহিনী ও তার ব্যাপকতা।

*ভারতের বিভিন্ন স্থানে কাহিনীর প্রচলন।*

বহুকাল ধরে গুপিচন্দ্র, ময়নামতী ও হাড়িপার কাহিনী এই উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, অযোধ্যা, বিহার প্রভৃতি বহুস্থানে তরুণ নৃপতি গুপীচন্দ্রের রাজ সিংহাসন এবং যুবতী পত্নীদের পরিত্যাগ করে গৃহত্যাগী হওয়ার কথিত ও লিখিত কাহিনী জনমনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এক সময়ে হিমালয় পার হয়ে সুদূর তিব্বত পর্যন্ত এই কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল। এই উপমহাদেশের অনেকস্থানে এই কাহিনী অবলম্বনে রচিত গান গেয়ে লোকেরা জীবিকা নির্বাহ পর্যন্ত করত।

*বাঙলাদেশে কাহিনীর প্রচলন।*

বাঙ্‌লাদেশেও এ কাহিনীর কথিত রূপ বহুকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। সপ্তদশ শতকের আগের কোন লিখিত কাহিনী ছিল কিনা বলা কঠিন। থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

*গ্রীয়ারসন সাহেবের সংগৃহ কাহিনী।*

বাঙ্‌লাদেশে সর্বপ্রথম যিনি এ গান ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেন তিনি হচ্ছেন গ্রীয়ারসন সাহেব (G. A. Grierson)। রংপুর জেলায় প্রশাসনিক কার্যে নিযুক্ত থাকা কালীন তিনি এ গান সংগ্রহ করেন এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে "মানিকচন্দ্র রাজার গান" নাম দিয়ে দেবনাগরী অক্ষরে তৎকালীন ইংরেজী কাগজ এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশ করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন কর্তৃক তাঁর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত এ গান তেমন সমাদর লাভ করেনি। পরবর্তী কালে বাবু শিবচন্দ্র শীল দুর্লভ মল্লিক নামক এক কবি বিরচিত এ গান "গোবিন্দ চন্দ্রের গীত" নাম দিয়ে প্রকাশ করে। গ্রীয়ারসন যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তা বিভিন্ন ভাবে গীত বিরাট এক কথিত কাহিনীরই অংশবিশেষ। এ গানের সঙ্গে দুর্লভ মল্লিকের গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীর অনেক মিল আছে। দুর্লভ মল্লিকের গ্রন্থের গোবিন্দ চন্দ্র ও অন্যান্য কাহিনীর 'গুপিচন্দ্র', গোপীচন্দ্র, বা 'গোপীচাঁদ একই ব্যক্তি।

*বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য প্রমুখদের সংকলিত কাহিনী।*

বাবু বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য রংপুর জিলার নীলফামারীতে মহকুমা হাকিম থাকা কালীন যোগী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোকের মুখ থেকে এ কাহিনী সংগ্রহ করেন এবং ১৩১৫ বঙ্গাব্দে "গোপীচন্দ্রের গান" নাম দিয়ে তা প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে কুমিল্লা জিলার ভবানীদাস নামক কবির এক লিখিত কাহিনী এবং রাজশাহী জিলার শুকুর মাহমুদ (আলোচ্য পুঁথির কবি) নামক আর এক কবির লিখিত এ কাহিনী আবিস্কৃত হয়। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন ও বসন্ত রঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় এ দুই পুঁথি এবং বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য কর্তৃক সংগৃহীত "গোপীচন্দ্রের গান" ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে ভবানীদাস বিরচিত যে কাহিনী বিশ্বেশ্বর বাবুরা "গোপীচন্দ্রের পাঁচালী" নাম দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থে প্রকাশ করেন, তার পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন পুঁথি সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক এবং বাঙ্লার গৌরব আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সাহেব। তিনি চারখানা দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুঁথির পাঠ মিলিয়ে এ পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন। অবশ্য বিশ্বেশ্বর বাবুদের এ বিষয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ব্যাপারে তুলনা নেই। ভূমিকার একটি ছত্র এ ব্যাপারে ব্যয়িত হয়েছে।

ডক্টর ভট্টশালী কর্তৃক সম্পাদিত কাহিনী।

ইতি মধ্যে ঢাকা মিউজিয়ামের তদানীন্তন কিউরেটর ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী কবি ভবানীদাস বিরচিত এ কাহিনী "ময়নামতীর গান" নাম দিয়ে সম্পাদনা করে ১৩২১ সালে (১৯১৪ খৃষ্টাব্দে) প্রকাশ করেন। কুমিল্লা জিলায় প্রাপ্ত দু'খানা হস্তালিখিত পুঁথি অবলম্বন করে তিনি এ গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। অতঃপর অবিভক্ত দিনাজপুর জিলার বালুরঘাটে প্রাপ্ত একখানা হস্তলিখিত পুঁথি অবলম্বন করে তিনি কবি আবদুল শুকুর (আলোচ্য গ্রন্থের কবি) বিরচিত এ কাহিনী ১৩৩২ বঙ্গাব্দে (১৯২৫ খৃষ্টাব্দে) ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মারফতে প্রকাশ করেন।

ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র অভিমত।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে কবি ভবানীদাস কর্তৃক বিরচিত যে কাহিনী ভট্টশালী এবং বিশ্বেশ্বর বাবুরা প্রকাশ করেন তার প্রকৃত রচয়িতা সম্বন্ধে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ তাঁর "বাংলা সাহিত্যের কথা" গ্রন্থে একটি অতি জ্ঞান গর্ভ আলোচনা করেন। তাঁর মতে কবি ভবানীদাসের রচনা বলে পরিচিত এ কাহিনীর রচয়িতা আদতে একজন নাম-না-জানা মুসলমান কবি। ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র এই অভিমতের পেছনে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য যুক্তি আছে।[1]

গোরক্ষ বিজয়।

ফয়যুল্লাহ্ নামক এক কবি নাথ সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু গোরক্ষনাথ ও আদিগুরু মীননাথের কাহিনী নিয়ে "গোরক্ষ বিজয়" নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ এ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনী অবলম্বনে শ্যাম দাস সেন নামক এক কবির রচিত "মীনচেতন" নামক গ্রন্থ ডক্টর ভট্টশালী ১৩২২ সালে (১৯১৫ খৃষ্টাব্দে) ঢাকা থেকে প্রকাশ করেন। "গোরক্ষ বিজয়" এবং "মীনচেতনের" রচনার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। "গোরক্ষ বিজয়ের" রচয়িতা নিয়ে সুধী সমাজে যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান। কোন কোন সমালোচকের মতে গোরক্ষ বিজয়ের রচয়িতা ভীমদাস সেন, কবীন্দ্র, শ্যামদাস প্রভৃতি। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ তাঁর "বাংলা সাহিত্যের কথা" নামক গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করে শেখ ফয়যুল্লাই যে এ গ্রন্থের রচয়িতা তা প্রমাণ করে দিয়েছেন।[2]

---

১। বাংলা সাহিত্যের কথা—দ্বিতীয় খণ্ড ১০০ পৃষ্ঠা।

২। ঐ , ১০৫ ,,।

সাধন মাহাত্ম্য।

[illegible]সেদ আলী নামক এক কবি "সাধন মাহাত্ম" নামে এক গ্রন্থ গুপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের কাহিনীকে নিয়ে রচনা করেন এবং ১৩২৫ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় জনাব নাগর আলী তা প্রকাশ করেন। দয়াল নামক আর এক কবি গোরক্ষ বিজয় রচনা করেন। ডক্টর আহমদ শরীফের পুঁথি 'পরিচিতি' নামক গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে।

নাথধর্মের বিভিন্ন কাহিনী।

উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে নাথ ধর্মের অভ্যুত্থানের পর থেকেই নাথ গুরুদের নিয়ে কথিত বা লিখিতভাবে এক বিরাট কাহিনী এদেশে প্রচলিত হয়েছিল। মীনচেতন ও গোরক্ষ বিজয়ে মীননাথ ও গোরক্ষনাথের কাহিনী পাওয়া গেছে। আলোচ্য গ্রন্থ সহ গুপি-চন্দ্রের বিভিন্ন গানে গুরু হাড়িপা বা জলন্ধরের কাহিনীআছে। এ সমস্ত কাহিনীতে কাহ্নপাদ (কানাই), গাভুবসিদ্ধা বা চৌরঙ্গীনাথ, প্রভৃতি নাথগুরুদের সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যদিও এঁদের সম্বন্ধে কোন স্বতন্ত্র কাহিনী আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। মনে হয় এ পর্যন্ত যে সমস্ত কাহিনী পাওয়া গেছে তা ছাড়া আরও অনেক কাহিনী কথিত বা লিখিতভাবে তৎকালীন নাথ-সমাজে প্রচলিত ছিল।

ভবানীর অভিশাপ।

নাথ-সাহিত্যে নাথ-গুরুদেরকে অতিমানব হিসাবে দেখানোর প্রচেষ্টা থাকা সত্বেও তাঁদের যৌন অধঃপতনের অংশটা বাদ পড়েনি। নাথ-সাহিত্যের মতে এই অধঃপতনেব জন্য নাথ-সিদ্ধাগন দায়ী নন। দায়ী হচ্ছেন স্বয়ং দেবী-ভবানী। কথিত আছে যে একদিন পার্বতীর প্রশ্নের উত্তরে মহাদেব বলেন যে মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কাহ্নুপা, গাভুরসিদ্ধা প্রভৃতি মাহাদেবের ভক্ত নাথ-সিদ্ধাগণ জিতেন্দ্রিয়। পার্বতী মহাদেবের এই উক্তিকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে সিদ্ধাগণকে পরীক্ষা করার নিমিত্ত একদিন কৈলাসে তাঁদেরকে এক ভোজে আমন্ত্রণ করে আনেন। সিদ্ধাদের মন ভুলাবার জন্য দেবী ভুবন-মোহিনী রূপ ধারণ করে তাঁদের নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেই অন্ন পরিবেশন করতে থাকেন। দেবীর রূপ দেখে সিদ্ধাগণ অস্থিব হয়ে পড়েন। একমাত্র গোরক্ষনাথ ছাড়া আর সকল সিদ্ধাই দেবীকে মনে মনে কামনা করেন। দেবী তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে সকলকেই অভিশাপ দেন। অভিশাপের ফলে মীননাথ সাধন-ভজন ভুলে গিয়ে কদলী সহরে ষোলশত নারী সম্ভোগে দিন যাপন করতে থাকেন। হাড়িপা অভিশপ্ত হয়ে রাণী ময়নামতীর (গুপিচন্দ্রের মাতা) হাঁড়ী হিসাবে কার্য করে ময়নামতীর সান্নিধ্যলাভ করেন। ডাহুকার গড়ে নারী-প্রেম ঘটিত ব্যাপারে কাহ্নুপার মাথা কাটা যায় এবং পরে শিষ্য বাইল ভাদাই কর্তৃক রক্ষা পান। বিমাতার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার ব্যাপারে গাভুর সিদ্ধার (চৌরঙ্গীনাথ) হাত পা কাটা যায়।

গোরক্ষনাথের উপর অভিশাপ।

একমাত্র গোরক্ষনাথ মনে মনে কামনা করেন যে এমন সুন্দরী রমনী পেলে তিনি তাঁকে মা হিসাবে গ্রহণ করবেন। কিন্তু তবু তাঁর প্রতি অভিশাপ

হয় যে তিনি মাঠে গরু চরাবেন। দেবীর অকারণ অভিশাপের ফলে গোরক্ষ-নাথ মাঠে গরু চরাতে থাকেন। একদিন দেবী সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে জানুদ্বয় প্রসারিত করে গোরক্ষনাথের সামনে হাযীর হন। গোরক্ষনাথ ধ্যানে দেবীর চাতুরী জানতে পেরে বিল্বপত্রদ্বারা দেবীকে ঢেকে দেন। এতে দেবীর আবরণ ও পূজা—এই দুই কাজই সারা হয়। দেবী কিন্তু এতে তুষ্ট হলেন না। আশাহতা দেবী কুপিতা হয়ে মাছিরূপ ধারণ করে গোরক্ষনাথের উদরে প্রবেশ করেন। এবার গোরক্ষনাথ দেবীকে শাস্তি দিবার মানসে "দশ দুয়ার" বন্ধ করে নানাভাবে দেবীকে উৎপীড়ন করতে থাকেন। অবশেষে দেবীর কাকুতি-মিনতিতে গোরক্ষনাথ "গুহ্যদ্বার" দিয়ে দেবীকে বের করে দেন। বের হবার সময় দেবীর কোমর ভেঙ্গে যায় এবং সেখানে তিনি রাক্ষসীরূপ ধারণ করে পড়ে থাকেন। পরে এ ব্যাপার নিয়ে মহাদেবের সঙ্গে গোরক্ষনাথের বচসা হয় এবং প্রকৃত অবস্থা অবগত হয়ে মহাদেব দেবীকে পূর্বরূপে ফিরিয়ে নেন। গোরক্ষনাথের উপর দেবীর আক্রোশ কিন্তু কমেনা। তাঁর অনুরোধে মহাদেবের পাণি প্রার্থিনী এক ষোড়শীকে বিবাহ করার জন্য গোরক্ষনাথ মহাদেব কর্তৃক আদিষ্ট হন। নিরুপায় গোরক্ষনাথ তরুণীকে বিবাহ করতে রাযী হন কিন্তু প্রথম দর্শনেই তিনি শিশুরূপ ধারণ করে কন্যাকে মা মা বলে ডাকতে থাকেন। অবশেষে কন্যার একান্ত অনুরোধে নিজের "কপটি বস্ত্র" কন্যাকে প্রদান করে প্রস্থান করেন। এতে কন্যার এক পুত্র সন্তান হয় এবং তাঁর নাম হয় কপটিনাথ।

**দেবীর অভিশাপের মূল কারণ।**

এই কাহিনী নাথ-সাহিত্যের সমস্ত কাহিনীর গোড়ার কথা। এ কাহিনী কোন গ্রন্থে সংক্ষেপে আবার কোন গ্রন্থে নানা অলঙ্কারে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। মীনচেতনে এ কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং ভবানীর অভিশাপের মূল কারণ সম্বন্ধেও বর্ণনা আছে: একদা হর এক জল-টঙ্গীর উপর বসে গৌরীর সঙ্গে 'সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। জল-টঙ্গীর নীচে মীননাথ মৎস্যরূপ ধারণ করে হর-গৌরীর নিভৃত আলাপ শ্রবণ করতেছিলেন এবং মহাদেবের কথার উত্তরে হুঁ হুঁ করে সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন। গৌরী মহাদেবের কথা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কিন্তু মহাদেব তা টের না পেয়ে মীননাথের হুঁ হুঁ শব্দকেই গৌরীর শব্দ ভেবে এক মনে বলে যাচ্ছিলেন। যখন টের পেলেন তখন ধ্যানে মীননাথকে চিনতে পেরে তাঁকে অভিশাপ দেন এবং সেই অভিশাপের ফলেই মীননাথ দেবীকে কামনা করে কদলী সহরে দুর্গতি ভোগ করেন।

**রংপুরের গাথা।**

রংপুরের গাথা অনুসারে বঙ্গের ধার্মিক রাজা মানিকচন্দ্রের রাজ্যে প্রজারা 'দেড়বুড়ি' খাজানা দিয়ে বিপুল সমৃদ্ধির মধ্যে থাকা কালীন দক্ষিণ দেশ থেকে এক বাঙ্গাল এসে দেওয়ান হয়ে "পনের গণ্ডা' কর ধার্য করাতে প্রজাদের দুর্গতির অবধি থাকেনা। প্রজাদের অভিশাপে রাজার ১৮ বৎসরের পরমায়ু ৬ মাসে পরিণত হলে গোদা যম রাজাকে নিতে আসলে মানিকচন্দ্রের স্ত্রী

জ্ঞানসিদ্ধা ময়নামতী পিত্রালয় ফেরুসা নগর থেকে রাজাকে রক্ষা করতে এসে তাঁকে জ্ঞান দিয়ে অমর করতে চাইলেন। স্ত্রীর নিকট থেকে জ্ঞান নিতে অনিচ্ছুক রাজাকে ময়নামতী নানা ভাবে যমের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেই রাজার পাহাড়াদার নিযুক্ত হলেন। যমেরা একদিন কৌশলে প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে কলসীর জল শূন্য করে রাজার জল-পিপাসার সৃষ্টি করলেন। ময়নামতী জল আনতে গেলে যমেরা রাজার প্রাণ সংহার করে চলে গেলেন। ময়নামতী প্রকৃত অবস্থা অবগত হয়ে যম-পুরীতে উপস্থিত হয়ে যমদের অশেষ নির্যাতন শুরু করে দিলেন। ময়নামতীর গুরু গোরক্ষনাথ এবং নারদ মুনির মধ্যস্থতায় একটা আপোষ হল এই শর্তে যে ময়নামতীর এক পুত্র হবে এবং তার পরমায়ু হবে আঠার বৎসর। অবশ্য গুরু হাড়িপার চরণ সেবা করলে সেই পুত্র অমরত্ব লাভ করবে। বর নিয়ে ময়নামতী ফিরে এসে মৃত স্বামীর পাশে শায়িতা হলে তাঁর গর্ভের সঞ্চার হল। তারপর ময়নামতী স্বামীর চিতায় আরোহণ করলেন কিন্তু মানিকচন্দ্রের দেহ পুড়ে ছাই হলেও অগ্নি ময়নার কেশাগ্রও স্পর্শ করলনা। স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরই গোপীচাঁদ নামে ময়নার এক পুত্র সন্তান হল। পুত্রকে গৃহে আনয়ন কালে পথে একটি শিশু বালক কুড়িয়ে পেলেন এবং তাকে পুত্রবৎ পালন করতে লাগলেন। এই শিশুর নাম খেতুয়া বা খেতু।

৯ বৎসর (মতান্তরে ১২ বৎসর) বয়সের সময় হরি বা হরিশচন্দ্র রাজার দুই মেয়ে অদুনা ও পদুনার সঙ্গে গুপীচন্দ্রের বিবাহ হল। গোপীচাঁদ সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন। ফেরুসা নগর থেকে ময়নামতী এসে রাজাকে হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করতে বলাতে রাজা হাড়িপার প্রতি অবজ্ঞাসূচক বাক্য ব্যবহার করলেন। ময়নামতীর অনুরোধে তাঁর গুরু গোরক্ষনাথ এসে রাজার সন্ন্যাসাবস্থায় নানারূপ ক্লেশ নির্দেশপূর্বক অভিশাপ দিয়ে চলে গেলেন। অতঃপর ময়নামতী স্ত্রীর প্রেমের অসারতা বর্ণনা করে নানাবিধ আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পুত্রকে সন্ন্যাসে যেতে রাযী করালেন। কিন্তু রাণীদের মন্ত্রণায় রাজা ময়নাকে পরীক্ষা করার জন্য ৮০ মণ ফুটন্ত তৈলের মধ্যে "সাত দিন নও রাত্রি" রেখে দিলেন। ময়নামতী এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তুলাদণ্ডে তাঁকে ওজন করা হলো। তিনি পোস্তের দানা ও তুলসীপাতার চেয়েও পাতলা হয়ে গেলেন। অতঃপর তুষের নৌকায় বৈতরণী পার হয়ে তিনি সকল পরীক্ষায় উত্তীণ হলেন। রাজা এবার সন্ন্যাসে যেতে প্রস্তুত হলে রাণীরা শুভ দিন নির্বাচনের ব্যাপারে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে উৎকোচের সাহায্যে বশীভূত করে বিঘ্ন ঘটাতে চাইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন বাধাই টিকলনা। রাজা সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে প্রথমে জননীর এবং পরে স্ত্রীদের নিকট ভিক্ষা করতে গেলে রাণীরা রাজার সঙ্গে যেতে চেয়ে ব্যর্থকাম হয়ে একটি পুত্র সন্তান ভিক্ষা চাইলে রাজা নিজেই রাণীদের পুত্র হতে চাইলেন। রাণীদ্বয় ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করল।

রাজার অনুরোধে গুরু হাড়িপা তাদেরকে জীবন দান করে রাজাকে সঙ্গে নিয়ে সন্ন্যাস যাত্রা করলেন। বার বৎসর ব্যাপী সন্ন্যাসে থাকা কালীন রাজপুরীতে কোন পুরুষ প্রবেশ করতে পারবে না এ ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু রাজার অনুপস্থিতিতে খেতুয়া রাজ প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্য এবং অদুনা এবং পদুনা ছাড়া আর সব রাণীদের হস্তগত করল।

সন্ন্যাস কালে হাড়িপা রাজাকে অনেক কষ্ট দিলেন। পথে অনেক কষ্টের পর হাড়ি নানা দেবদেবী এবং হনুমান প্রভৃতিদের দ্বারা এক সুরম্য পথ এবং উদ্যান নির্মাণ করালেন। প্রত্যাবর্তনের সময় রাণীদের জন্য কিছু ফুল উদ্যান থেকে নিয়ে যাবেন এ অভিমত রাজা ব্যক্ত করলে কুপিত হাড়ি-রাজাকে শিক্ষা দিবার মানসে গাঁজা খাওয়ার জন্য রাজার কাছে 'বার কড়া' কড়ি চাইলেন। গাঁজার নামে বিরক্ত রাজা বার কড়ার স্থলে বার কাহণ কড়ি দিবার গর্ব করলে হাড়ি মন্ত্রবলে রাজার ঝুলিতে রক্ষিত ১২ বুড়ি কড়ি শূন্যে উড়িয়ে দিলেন। শূন্য ঝুলিতে হাত দিয়ে হতবাক রাজা নিজকে বন্ধক রেখে বাক্য রক্ষা করতে প্রস্তাব করলে হাড়িপা হীরা নটী নামক এক রূপবতী বেশ্যার কাছে রাজাকে ১২ কড়া কড়ির বিনিময়ে বন্ধক রেখে গাঁজা খেয়ে পাতালে প্রবেশ করে "চৌদ্দ তাল" জলের নীচে যোগাসনে বসে ধ্যান করতে লাগলেন।

এদিকে রাজা হীরা নটীর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করলে নটী রাজাকে অশেষ নির্যাতন করতে লাগলে মৃত প্রায় রাজা রাণীদ্বয়কে স্মরণ করলে রাজবাড়ীতে রক্ষিত সত্যের পাশা "আউলাইয়া" পড়ল। রাণীগণ ব্যাকুল হয়ে শুক-শারী পক্ষীদ্বয়কে রাজার নিকট পাঠালে পক্ষীদয় এক ঠেঙ্গিয়ার দেশ, কানফাড়ার দেশ, মশা-রাজার দেশ ইত্যাদি ভ্রমণ করে রাজার নিকট উপস্থিত হলে রাজা একখানা পত্র রাণীদ্বয়কে এবং আর একখানা পত্র জননীকে পক্ষী মারফত পাঠালেন। পত্র পাঠ করে ময়নামতী ক্রুদ্ধ হয়ে ধ্যানে বসলেন এবং হাড়িপাকে মন্ত্রবলে বজ্র-চাপড় মারলেন। চমকিত হাড়ি ধ্যানে সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে রাজাকে উদ্ধার করে, হীরাকে শাপ দিয়ে বাদুড়ে পরিণত করে রাজাকে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন।

ফেরার পথে হাড়িপা রাজাকে জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। জ্ঞানের পরীক্ষাও হল। রাজা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। অবশেষ রাজা ছদ্মবেশে রাজধানীতে ফিরে এলেন। জননী ও রাণীরা তাকে চিনতে পারল। তিনি তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

ভবানীদাসের কাহিনী।

ভবানীদাসের গ্রন্থ অনুসারে মেহারকুলের রাজা মানিকচন্দ্র অত্যন্ত ধার্মিক নৃপতি ছিলেন। তার রাজ্যে প্রজারা "কানি খেতের" দেড় বুড়ি খাজান দিয়ে পরম সুখে দিন যাপন করত এবং "ফকীরের গায়ে" ও "খাসা কাপড় জোড়া" থাকত। রাজা মানিকচন্দ্র পরিণত বয়সে তিলকচন্দ্র রাজার কন্যা

শিশুমতীকে তার শৈশবকালে বিবাহ করেন। গুপীচাদ নামে তাদের এক পুত্র হয়। পুত্র জন্মগ্রহণ করার আগে শিশুমতী যখন পিত্রালয়ে, যতি গোরক্ষনাথ শূন্যপথে যাবার সময় দৈবক্রমে শিশুমতীকে দেখে তার সতীত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তার হাতের অন্ন-ব্যঞ্জন গ্রহণ করে তাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে অমর করে ময়নামতী নাম রেখে দিয়ে প্রস্থান করলেন। স্বামীকে ময়নামতী ব্রহ্মজ্ঞান দিতে চাইলে মাণিকচন্দ্র অবজ্ঞাভরে তা প্রত্যাখ্যান করলেন। কিছুকাল পরে তিনজন সন্ন্যাসীকে দান না দিয়ে ফিরিয়ে দিলে কুপিত সন্ন্যাসীগণ রাজার প্রাণ সংহার করেন। তখন আষাঢ় মাস। মানিকচন্দ্রকে দাহ করার জন্য স্থল ভমি না থাকায় ময়নার অনুরোধে গঙ্গাদেবী "তিনপহরের পন্থ" বালুচর সৃষ্টি করে দিলে চিতায় ময়না স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গেলেন। অগ্নিতে রাজার দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল কিন্তু ময়না অক্ষত দেহে ফিরে এলেন।

গুপীচাঁদের বাল্যকালে অদুনার সঙ্গে বিবাহ হল। অদুনার ভগ্নী পদুনাকে যৌতুক স্বরূপ পেলেন। রতনমালা ও কাঞ্চনমালা নামে আরও দুই যুবতীর সঙ্গেও বিবাহ হল। রাজা গুপীচাদ সিংহাসনে আরোহণ করে স্ত্রীদের নিয়ে পরম সুখে দিন কাটাতে লাগলেন। ময়নামতী পুত্রকে সন্ন্যাসী হয়ে সাধন ভজনে রত হতে বললেন। রাজা মায়ের প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাযী হলেন না। মা তখন পুত্রের সীমিত 'প্রমাই' এর কথা পুত্রকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন যে বিশ বৎসর পূর্ণ হলেই পুত্রের মৃত্যু হবে এবং মৃত্যুকে এড়াবার একমাত্র উপায় সন্ন্যাস-ধর্ম অবলম্বন করে সিদ্ধিলাভ করে 'অমর' হওয়া। এ প্রসঙ্গে ময়নামতী সংসারের অসারতা বর্ণনা করে হস্তিনী, পদ্মিনী, শঙ্খিনী, চিত্রানী প্রভৃতি বিভিন্ন নারী চরিত্রের বিশদ বর্ণনা দিয়ে গুপীচাঁদকে নারী এবং সিংহাসন ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে বারবার বলতে লাগলেন। মাতা এবং পুত্রের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক হল। অবশেষে অনেক কথা কাটাকাটির পর রাজা স্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলেন। রাণীগণ রাজাকে অনেক ভাবে বুঝিয়ে সন্ন্যাস-ধর্ম থেকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করল। রাজা রাণীদের যুক্তি গ্রহণ করতে পারলেন না। রাণীগণ ময়নামতীকে এর জন্য দায়ী মনে করে বিষের নাড়ু ভক্ষণ করিয়ে তাকে হত্যা করতে প্রবৃত্ত হলে তিনি ধ্যানে সব কিছু টের পেয়ে অম্লান বদনে বিষের নাড়ু ভক্ষণ করে মিথ্যা মৃত্যুর ভান করে পড়ে রইলেন। রাণীরা ময়নাকে মৃতা ভেবে এক গর্ত খুঁড়ে তাকে পুঁতে রাখতে গেলে তিনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বধূরা তখন পালিয়ে গেল। ময়নার মুখে এ কাহিনী শুনে রাজা রাণীদেরকে হত্যা করতে চাইলেন; কিন্তু ময়নার অনুরোধে নিরস্ত হলেন।

সন্ন্যাসে যাওয়ার আগে জননীর সিদ্ধিলাভের বিষয়টাকে যাচাই করে নিতে গিয়ে রাজা জতুগৃহ নির্মান করে ঘরের মধ্যে ময়নামতীকে রেখে ঘরে অগ্নি সংযোগ করে দিলেন। ময়না "দোত্তাদশদণ্ড" অগ্নির ভিতরে রইলেন

সপ্তের

কিন্তু অগ্নি তার বস্ত্রও স্পর্শ করলনা। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে রাজা ময়নামতীকে "ছালার মধ্যে" ভরে গঙ্গায় নিক্ষেপ করলেন। ময়না সে পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হলেন। অতঃপর চুলের মত সূক্ষ্ম এবং ক্ষুরের মত ধারালো সেতু পার হবার পরীক্ষাতেও ময়না উত্তীর্ণ হলে রাজা মায়ের সাধনার প্রতি নিঃসন্দেহ হয়ে সন্ন্যাসে যেতে রাযী হলেন। কিন্তু হাড়িপার কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করার কথা শুনেই রাজা সে প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। ময়না তখন হাড়িপার অলৌকিক ক্ষমতার কথা বর্ণনা করতে লাগলেন। দেবী ভবানীর শাপে কি করে হাড়িপা বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছেন সে কাহিনী বর্ণনা করে হাড়িপার অসাধারণ শক্তির চাক্ষুষ প্রমাণ গুপীচাঁদকে দেখালেন। মাতা এবং পুত্র লালটঙ্গিতে বসে দেখলেন যে যমের পুত্র এবং বসুমতী প্রভৃতি দেবদেবীগণ হাড়িপার পরিচর্যা করছেন। হাড়িপা ভাঙ্ খেয়ে "পঞ্চ কামিনী" সাথে নিয়ে স্নান করে নারকেল খেতে চাইলে "উনশত" নারকেল হাড়ির মুখে এসে হাযীর হল। উনশত নারকেল, প্রচুর পরিমানে আমকাঁঠাল এবং বার হাযার তাল খাওয়ার পর দেখা গেল ফলগুলি আবার গাছের মধ্যে পূর্বাবস্থায় ফিরে গেছে। জীবন্ত মানুষকে হত্যা করে তাকে হাড়িপা কর্তৃক পুনর্জীবিত করার প্রমাণও ময়না গুপীচাঁদকে দেখালেন। রাজা এবার হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণে সম্মত হলেন। দৈবজ্ঞ এনে দিন-ক্ষণ স্থির করা হল। রাণী অনেক অনুনয়-বিনয় করল; অনেক অঙ্গরাগ করে স্বামীর মন ভুলিয়ে তাঁকে সংকল্পচ্যুত করতে চাইল। কিন্তু রাজা নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন এবং গায়ে ছাই-ভস্ম মেখে গলায় কাঁথা ঝুলিয়ে স্ত্রীদেরকে 'মা' ডেকে হাড়িপার সঙ্গে সন্ন্যাসে চলে গেলেন।

পথে হাড়িপা রাজাকে আড়াই অক্ষর জ্ঞান প্রদান করলেন। সুরিপনগরের কাছে গিয়ে মদের গন্ধ পেয়ে হাড়ি মদ খাওয়ার জন্য রাজার কাছে নয় বুড়ি কড়ি চাইলেন। সন্ন্যাস-যাত্রার কালে মাতা কর্তৃক প্রদত্ত নয় বুড়ি কড়ি রাজার ঝুলিতে ছিল। খুঁজতে গিয়ে রাজা দেখেন ঝুলিতে কড়ি নেই। অগত্যা নিজেকে বন্ধক রেখে গুরুকে কড়ি দেবার প্রস্তাব করলে হাড়ি রাজাকে হীরা নটীর কাছে বন্ধক রেখে সেই কড়িতে মদ খেয়ে মদের নেশায় রাজার প্রতি আর ফিরেও তাকালেন না।

হীরা নটী রাজার প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে রাজার প্রতি আসক্তি প্রকাশ করল। রাজা ঘৃণাভরে হীরা নটীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ক্রুদ্ধা নটী রাজাকে বার বৎসর "ছাগল রাখিতে" আজ্ঞা দিল।

এদিকে চারি রাণী শুক পাখীকে রাজার কাছে পাঠিয়ে দিল। শুক পাখীর মারফত রাজা দু'খানা পত্র দিলেন। মায়ের নিকট লিখিত পত্রে রাজার প্রকৃত অবস্থান বিবরণ ছিল। স্ত্রীদের নিকট রাজা লিখলেন "আনন্দে আছি এ আমি সুরিপুনগরে"। চিঠি পেয়ে মায়ের মনে অনেক দুঃখ হল।

তিনি হা[illegible] কাছে গিয়ে গুপীচাদকে ফিরিয়ে আনতে অনুরোধ করলেন। হাড়ি সুরি[illegible] গিয়ে 'কৌড়ি' ফিরিয়ে দিয়ে রাজাকে উদ্ধার করে আনলেন এবং হীরা [illegible] [illegible] পরিণত হবার অভিশাপ দিলেন। গুরু এবং শিষ্য মিলে মেহের[illegible] ফিরে এলেন এবং গুপীচাদ মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন।

বাড়ীতে গিয়ে রাজা শিঙাতে ফুঁক দিলেন। চার বধু রাজার সামনে এসেও রাজাকে চিনতে পারল না। অবশেষে কপালের তিলক দেখে রাজাকে চিনতে পেরে তাকে গৃহে নিয়ে গেল। অনেক সুখ-দুঃখের কাহিনীর পর "সেই নিশি গোঙাইল আনন্দিত মন"। এখানেই কাহিনীর সমাপ্তি।

শুকুর মাহমুদের পুঁথি।

কবি শুকুর মাহমুদ রচিত পুঁথির (আলোচ্য পুঁথি) কাহিনী ভবানী দাসের পুঁথির কাহিনী থেকে অনেক বিস্তারিত। ধারাবাহিকরূপে পুঁথির কাহিনী নিম্নরূপ: প্রথমে বন্দনা ইত্যাদির পর মূল কাহিনীতে আছে যে 'মিকুল' (মৃকুল, মেহেরকুল) সহর নামক স্থানে মানিকচন্দ্র নামে গন্ধবণিক জাতীয় এক অতি জ্ঞানী রাজা ছিলেন এবং 'মঞেনামতী' (ময়নামতী) নামে এক মহাসিদ্ধা রমণী তাঁর স্ত্রী ছিলেন। স্বামী সম্ভোগ না করেও যতি 'গ্রোখের' (গোরক্ষ-নাথের) বরে গুপিচন্দ্র নামে তার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। গণকগণ কুষ্ঠি লিখতে গিয়ে দেখে যে, বালকের 'প্রমাই' মাত্র আঠার বৎসর কিন্তু গুরু হাড়িপার চরণ সেবা করলে বালক অমরত্বলাভ করবে। পুত্রের জন্মের পর ময়নামতী গুণবতী নামক এক ধাত্রীর হাতে গুপিচন্দ্রকে সমর্পণ করে যুবক-কালে পুত্রকে হাড়িপার কাছে সঁপে দিবার নির্দেশ দিয়ে গুহাতে ধ্যানে মগ্ন থাকেন।

বালকের যখন বার বৎসর বয়স তখন বৃদ্ধ রাজা মানিকচন্দ্র ময়নার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে পুত্রের সঙ্গে পূর্ব দেশের রাজা মহিচন্দ্রের কন্যা চন্দনা, উত্তর দেশের রাজা নিহালচন্দ্রের কন্যা ফন্দনা, এবং পশ্চিম দেশের রাজা হরি বা হরিশচন্দ্রের কন্যা অদুনার সঙ্গে বিবাহ দিলেন। অদুনার মাস্তুত ভগ্নী পদুনা যৌতুক স্বরূপ চতুর্থা স্ত্রী হিসাবে গণ্য হল। অনেক সমারোহের মধ্যে বিবাহ পর্ব অনুষ্ঠিত হবার পর মানিকচন্দ্র পুত্রকে রাজপাটে বসালেন।

ইতিমধ্যে গুরু গোরক্ষনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় পুত্রের বর্তমান অবস্থার খবর পেয়ে ময়নামতী অস্থির হয়ে পড়লেন। কিছুদিনের মধ্যেই মানিক-চন্দ্রের মৃত্যু হল এবং ময়নামতী হৃষ্টচিত্তে স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি করতে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে চিতারোহণ করেন। কিন্তু সপ্ত দিবস ব্যাপী চিতা জ্বলার পর মানিকচন্দ্রের দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও ময়নামতী 'ভিজা বস্ত্রে' চিতা থেকে উঠে আসেন। গৃহে ফিরে এসে ময়না পুত্র গুপিচন্দ্রকে হাড়িপার শিষ্যত্ব

গ্রহণ করে সাধন ভজনে লিপ্ত হতে বললেন। গুপিচন্দ্র এই শর্তে হাড়িপার কাছে জ্ঞান নিতে স্বীকার করলেন যে জ্ঞান যদি মিথ্যা হয় তবে তিনি হাড়িপাকে ঘোড়ার 'পৈঘরে' (অশ্বশালায়) পুঁতে রাখবেন। ময়নার অনুরোধে হাড়িপা রাজাকে জ্ঞান দিলেন কিন্তু রমণীর প্রেমে মত্ত রাজা 'পাপযোগে কুলক্ষণে' সেই জ্ঞান গ্রহণ করলেন এবং তিন দিন নারী সম্ভোগের পর অস্থিরচিত্ত রাজা জ্ঞান পরীক্ষার জন্য শূন্য সরোবরের কূলে গমন করে নাম জপতে লাগলেন। নামের মহিমায় শূন্য পুকুর জলে ভরে যাবার কথা ছিল। কিন্তু অশুদ্ধ এবং বিকৃত নাম জপ করার ফলে কিছুই ঘটলনা। ক্রোধান্ধ রাজা হাড়িপাকে বেঁধে অশ্বশালায় পঁতে রাখলেন।

হাড়িপার এহেন দুর্গতির কারণ দেবী ভবানীর অভিশাপ এবং এ অভিশাপের কাহিনী অন্যান্য নাথ সাহিত্যে বর্ণিত কাহিনীরই অনুরূপ। হাড়িকে 'চৌমুড়া' বেঁধে মাটিতে পুঁতে রাখা হল বটে কিন্তু ধ্যানে নিমগ্ন হাড়ি কোন কিছুই টের পেলেন না। মাটি আপনা আপনি ফাঁক হয়ে গিয়ে হাড়ির আসনের স্থান করে দিল এবং দেহের বন্ধন আপনিই মুক্ত হয়ে গেল। পাচ বৎসর হাড়ি মাটির নীচে যোগাসনে মগ্ন রইলেন।

এদিকে হাড়িপার শিষ্য কানাই (কাহ্নপাদ বা কৃষ্ণাচার্য) গুরুকে না দেখতে পেয়ে অস্থির হয়ে নানা দেশে তাকে খুঁজতে লাগলেন। এক ঠেঙ্গিয়ার দেশ, শ্রীপাটন, কামরূপ, কদলী সহর, উদয় গিরি, অস্তগিরি প্রভৃতি নানাদেশ ঘুরে, অবশেষে এক মাঠে গোরক্ষনাথকে 'ঝুলনাতে' ঝুল খেলতে দেখলেন। পরস্পর অভিবাদনের পর কানাই গোরক্ষনাথের গুরু মীননাথের কদলী সহরে ষোলশত নারী পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখার কাহিনী বর্ণনা করলেন। অতঃপর গোরক্ষনাথ হাড়িপার সঠিক অবস্থানের কথা কানাইকে বলে দিয়ে তার বর-পুত্র গুপিচন্দ্রকে হাড়িপার কোপ থেকে রক্ষা করার জন্য কানাইকে অনুরোধ করলেন। তারপর উভয়ে উভয়ের গুরুর সন্ধানে বের হয়ে পড়লেন।

কানাই ময়নামতীর কাছে এসে সব ঘটনা জানতে পেরে ময়নাকে গুপিচন্দ্রের অবিকল স্বর্ণ-মূর্তি নির্মাণ করে হাড়িপার গুহার সামনে রেখে দিতে বললেন। উদ্ধার প্রাপ্ত হাড়িপাকে সকলে প্রণাম করল। নিশ্চল স্বর্ণমূর্তির প্রণাম না পেয়ে ক্রোধান্ধ হাড়িপা পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে কানাই 'প্রবন্ধ' করে উত্তর দিলেন 'সাক্ষাতে আছেন খাড়া সোনার গুপিচন্দ্র'। উত্তর শুনে কুপিত হাড়িপা 'হুহুঙ্কার' করায় সোনার প্রতিমা ছাই হয়ে গেল। সিদ্ধি খেয়ে শান্ত হলে ময়নামতী হাড়ির পদ বন্দনা করে গুপিচন্দ্রকে হাড়িপার সামনে উপস্থিত করলে হাড়ি প্রকৃত ঘটনা অবগত হয়ে কানাইকে অভিশাপ দিলেন যে, কানাই ডাহুকার গড়ে মারা পড়বে। ময়নামতীর একান্ত অনুরোধ শিষ্য ভাদাই কানাইকে উদ্ধার করবেন এই বলে শাপ 'বিমোচন' করলেন। অতঃপর ময়নার অনুরোধে তিনি গুপিচন্দ্রকে জ্ঞান দিতে স্বীকার করলেন এই শর্তে যে রাজাকে 'নারীপুরী' ছেড়ে সন্ন্যাস-ধর্ম অবলম্বন করতে হবে।

ময়নামতী তখন পুত্রকে সন্ন্যাস-ধর্ম অবলম্বন করতে বললেন। অনেক তর্ক-বিতর্ক হল। রাজা সুখ সম্পদ এবং রাণীদের ছেড়ে যেতে অনিচ্ছুক হওয়ায় ময়না রাজাকে নারী চরিত্রের অসারতা সম্বন্ধে বোঝাতে লাগলেন এবং তিনি নিজে এবং কতিপয় দেবী শ্রেণীর নারী ছাড়া আর সবাই যে দুশ্চরিত্রা এবং পুরুষের ভোগ্যা হবার চেষ্টায় সতত রত তা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন। রাজা তাতেও সম্মত না হওয়ায় ময়না রাজার আসন্ন মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে গুপিচন্দ্র কিছুটা নরম হয়ে গুরুর নাম জিজ্ঞাসা করলেন। হাড়িপার নাম শুনে রাজা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে হাড়িপার সঙ্গে ময়নামতীর অশোভনীয় সম্বন্ধের ইঙ্গিত করে ঘৃণাভরে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ময়না তখন হাড়িপার জন্ম-বৃত্তান্ত বলতে গিয়ে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং কি করে শিব-দেহ থেকে মীননাথ, গোরক্ষনাথ, কাহ্নুপা এবং হাড়িপার জন্ম তা বর্ণনা করেন। দেবীর অভিশাপে কি করে হাড়িপা বর্তমান অবস্থায় পতিত হয়েছেন তা বলে ময়না কি করে গুরু গোরক্ষনাথের কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং স্বামী সম্ভোগ না করেও গুরুর আশীর্বাদে গুপিচন্দ্রকে পুত্র হিসাবে পান তা সিবিস্তারে বর্ণনা করেন। পুত্রের প্রশ্নের উত্তরে স্ত্রীর নিকট থেকে জ্ঞান নিতে অনিচ্ছুক মানিকচন্দ্র রাজার মৃত্যু কাহিনীও বর্ণনা করেন। ময়নার নিকট যোগ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করে গুপীচন্দ্র সন্ন্যাসী হতে সম্মত হয়ে স্ত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিতে গেলেন।

অন্তপুরের প্রধান নফর খেতুয়ার কাছে রাজার আসন্ন সন্ন্যাস যাত্রার কথা শুনে রাণীরা বিলাপ করতে লাগল। কিন্তু খেতুয়ার পরামর্শে রাজাকে ভুলাবার জন্য মোহিনী বেশ ধারণ করে রাজার কাছে গিয়ে তাকে সন্ন্যাস-ধর্ম থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করল। কিন্তু কোন ফল হলনা। রাণীরা তখন স্বামীর অবর্তমানে 'বারমাসে' নারীর দুর্গতির কথা রাজার কাছে করুণভাবে বর্ণনা করে তাঁকে সংকল্পচ্যুত করতে চাইল। রাজা সংসারের অসারতার কথা বলে নিজের সংকল্পে অটল রইলেন। রাজা তাঁর সীমিত আয়ুষ্কালের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে রাণীরা যমের কাছে নিজেদের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে স্বামীর প্রাণ রক্ষা করতে প্রস্তাব করলে তা অসম্ভব জেনে রাজা তাদেরকে নিরস্ত করলেন। অতঃপর রাণীরা একটি পুত্র সন্তান ভিক্ষা চাইলে রাজা সে প্রস্তাবও গ্রহণ করলেন না। রাণীরা দেবতাদের স্ত্রী নিয়ে ঘর করার নযীর দেখিয়ে রাজার সঙ্গে সন্ন্যাসে যেতে চাইলে রাজা দেবতাদের অমরত্বের কাহিনী বলে মানুষ এবং দেবতাদের মধ্যে যে কোন তুলনা চলতে পারেনা তা বুঝিয়ে দিয়ে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এ প্রসঙ্গে রাহুর অমৃতপান, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের কাহিনী এবং নিজের জন্ম বৃত্তান্ত ও সীমিত আয়ুষ্কালের কথা বলে রাজা নিজের সংকল্পে অটল রইলেন।

রাজাকে বাধ্য করতে না পেরে রাণীগণ বিষ প্রয়োগে হাড়িকে বধ করার ষড়যন্ত্র করে খেতুয়া কর্তৃক বিষ আনিয়ে হাড়িকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করে

অন্ন-ব্যঞ্জনের সঙ্গে প্রচুর বিষ মিশিয়ে হাড়িকে ভোজন করতে দিল। হাড়ি ধ্যানে সব কিছু জ্ঞাত হয়েও অম্লান বদনে বিষ-মাখানো অন্ন-ব্যঞ্জনাদি আহার করে মিথ্যা মৃত্যুর ভান করে পড়ে রইলেন। রাণীরা হাড়িকে মৃত ভেবে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তমনে বাড়ী ফিরে এল। পরদিন পদুনা ফুল-বাড়ীতে ফুল তুলতে গিয়ে দেখে হাড়িপা সেখানে ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। পদুনা তখন নিজেদের ভুল বঝতে পেরে রাজাকে কিছুতেই সন্ন্যাস-ধর্ম থেকে বিরত করা যাবেনা জেনে রাজার কাছে গিয়ে নিজের ভবিষ্যতের কথা বলে ক্রন্দন করতে লাগল। রাজা তার ক্রন্দনে অভিভূত হয়ে পদুনাকে রাজ্যের 'ছয় আনা' এবং বাকী তিন রাণীকে অবশিষ্ট 'দশ আনা' অংশ লিখে দিয়ে রাজ্য পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করে হাড়িপার সঙ্গে সন্ন্যাসে রওয়ানা হলেন।

গভীর অরণ্য-পথে তাঁদের যাত্রা শুরু হল। কণ্টকে রাজার দেহ ক্ষত বিক্ষত হল। কিন্তু হাড়ির সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। অবশেষে হাড়ি এক সন্ধ্যায় বিভিন্ন দেব দেবীদের ডেকে এনে এক সুরম্য উদ্যান নির্মাণ করালেন এবং স্বর্গের অপ্সরীগণ কর্তৃক নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করলেন। রাত্রি শেষে আবার পথে চলতে লাগলেন। সাতদিন চলাব পর 'কলঙ্কনগরে' এসে হাড়ি সিদ্ধি খেয়ে কিছু 'নকুল'[১] খেতে চাইলে বাজা গর্বভরে 'নকুল' কেনার পয়সা দিতে চাইলেন। সন্ন্যাস-যাত্রা কালে ময়না রাজার ঝুলিতে ২১ বুড়ি কড়ি দিয়েছিলেন। রাজাব গর্ব-বাক্য শ্রবণ করে হাড়ি মন্ত্র বলে সেই ২১ বুড়ি কড়ি শূন্যে উড়িয়ে দিলেন। শূন্য ঝুলিতে হাত দিয়ে হতবাক রাজা নিজেকে বন্ধক দিয়ে নকুলেব কড়ি দিতে চাইলে হাড়ি সুলোচনী নামক এক অতি সুন্দরী বেশ্যার কাছে রাজাকে বন্ধক রেখে সিদ্ধি খেয়ে 'ফুলবাড়িতে' গিয়ে ধ্যানে নিমগ্ন রইলেন

সুলোচনী বেশ্যা রাজার সঙ্গে 'পাপ কার্য্যে' লিপ্ত হতে চাইলে রাজা ঘৃণায় সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ক্রুদ্ধা বেশ্যা রাজাকে 'জল আনার 'পাপের কড়ি' এবং 'পাপের বিছানা' তোলার কাজে নিযুক্ত করল এবং রাজাকে নানাভাবে পীড়ন করতে লাগল। এক বৎসর পরে একদিন কাজে সামান্য গাফিলতীর জন্য রাজাকে চৈত্রের দুপুর রৌদ্রে সাতমণ পাথর বুকে চাপা দিয়ে উঠানে বেঁধে রাখা হল। রাজা ভীষণ কষ্টে পড়ে গুরু হাড়িপাকে স্মরণ করলে হাড়িপা এসে রাজাকে উদ্ধার করলেন।

উদ্ধারপ্রাপ্ত রাজা গুরুর নিকট জ্ঞান শিক্ষা করে সিদ্ধি লাভ করলেন। সিদ্ধি লাভ করার পর রাজার জ্ঞান-চক্ষু খুলে গেল। তিনি গুরু হাড়িপাকে তন্ত্র-শাস্ত্র সম্পর্কে জটিল প্রশ্ন করতে লাগলেন। সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব সম্পর্কীয় সেই সমস্ত গূঢ় তন্ত্র-শাস্ত্রের জটিল প্রশ্নের উত্তর গুরু শিষ্যকে যথাযথভাবে

---

১ নকুল—সিদ্ধি, মদ ইত্যাদি খাওয়ার পর চাট জাতীয় ভোজ্য দ্রব্য। টীকা দ্রঃ।

দিলেন। এবার গুপিচন্দ্র গুরুর অনুমতি নিয়ে মাতা ময়নামতীর সঙ্গে 'মৃকুলে' এসে দেখা করলেন। গুপিচন্দ্রের সন্যাসী-বেশ দেখে ময়না প্রীতা হলেন। তিনি পুত্রের সিদ্ধি লাভের ব্যাপারটা যাচাই করার নিমিত্ত তাকে তন্ত্র-শাস্ত্র সম্পর্কে জটিল প্রশ্ন করলেন। সৃষ্টিতত্ব, দেহতত্ব, তন্ত্র-শাস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে তাদের মধ্যে আরও গভীর আধ্যাত্মিক আলোচনা হলো। এই সুদীর্ঘ আলোচনার মধ্যে গুপিচন্দ্র এই সমস্ত শাস্ত্রে তার গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিলেন। রাজার জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে ময়নামতী তুষ্ট হয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করলেন।

অবশেষে হাড়িপা শিবের ধ্যানে, ময়নামতী গুরু গোরক্ষনাথের ধ্যানে এবং গুপিচন্দ্র গুরু হাড়িপার ধ্যানে নিমগ্ন রইলেন।

**বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে মূলগত ঐক্য।**

রংপুরের গাথা, ভবানীদাসের পুঁথি এবং আলোচ্য পুঁথিতে বর্ণিত কাহিনীগুলি পাঠে একটি বিষয় ধরা পড়ে যে এগুলিতে মূলগত বিশেষ কোন পার্থক্য নেই, যদিও কাহিনী বিস্তারের সময় শাখা-প্রশাখার মধ্যে কিছু বিভিন্নতা আছে। রাজা মানিকচন্দ্রও তাঁর রাণী ময়নামতীর একমাত্র পুত্র গুপিচন্দ্র বা গোপীচাঁদ যৌবনে রাজসিংহাসন এবং অদুনা, পদুনা প্রভৃতি যুবতী স্ত্রীদের পরিত্যাগ করে গুরু হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সন্যাসী হয়ে যান—এটাই প্রত্যেক কাহিনীর প্রতিপাদ্য বিষয়। মানিকচন্দ্র, ময়নামতী, গুপিচন্দ্র, অদুনা, পদুনা, খেতুয়া, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা প্রভৃতি চরিত্রগুলি প্রত্যেক কাহিনীতেই আছে।

**কাহিনী বিস্তারের মধ্যে বিভিন্নতা।**

বিভিন্নতা যা কিছু আছে তা শাখা-প্রশাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গুপিচন্দ্রের জন্ম প্রসঙ্গে রংপুরের গাথাতে দেখা যায় যে মৃত স্বামীর চিতার পাশে অবস্থান কালে ময়নামতীর গর্ভের সঞ্চার হয় এবং মানিকচন্দ্রের দেহ ভস্মীভূত হবার পরেই গুপিচন্দ্রের জন্ম হয়। ভবানীদাসের পুঁথি অনুসারে গুপিচন্দ্রের জন্ম স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটেছিল। শুকুর মাহমুদের পুঁথি অনুসারে স্বামীর সঙ্গে সংসর্গ ছাড়াই গোরক্ষনাথের বরে ময়নামতী পুত্রবতী হয়েছিলেন। সন্যাসে যাবার আগে ময়নামতীর সিদ্ধিলাভের ব্যাপারটা যাচাই করার জন্য রংপুরের গাথা অনুসারে গুপিচন্দ্র ৮০ মণ ফুটন্ত তৈল পরিপূর্ণ কটাহের মধ্যে ময়নাকে ছেড়ে দেন এবং সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাকে পাল্লায় ওজন করেন এবং তুষের নৌকায় তাঁকে বৈতরণী পার হবার পরীক্ষাও দিতে হয়। ভবানীদাসের পুঁথি অনুসারে ময়নামতীকে জতুগৃহে ভরে দিয়ে অগ্নি সংযোগ করা হয়, বস্তার মধ্যে ভরে তাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করা হয় এবং পরিশেষে চুলের মত সূক্ষ্ম এবং ক্ষুরের মত ধারাল সেতু পার হবার পরীক্ষা দিতে হয়। শুকুর মাহমুদের পুঁথিতে এসব কিছুই নেই। ভবানীদাসের পুঁথি অনুসারে রাণীরা বিষের নাড়ু ভক্ষণ করিয়ে ময়নামতীকে হত্যা করতে চেয়েছিল। শুকুর মাহমুদের পুঁথিতে এবং রংপুরের গাথাতে এ প্রসঙ্গ নেই। শুকুর মাহমুদের পুঁথিতে বিষ প্রয়োগে হাড়িপাকে হত্যা করবার চেষ্টার কথা আছে।

অন্য দুই গ্রন্থে এ প্রসঙ্গ নেই। গুপিচন্দ্রকে বন্ধক রেখে হাড়িপার সিদ্ধির কড়ি সংগ্রহ করার কথা তিন কাহিনীতেই আছে। কিন্তু বেশ্যার নাম এবং ঠিকানা নিয়ে কিছু বিভিন্নতা আছে। রংপুরের গাথা এবং ভবানীদাসের পুঁথিতে বেশ্যার নাম হীরা নটি এবং ভবানীদাসের পুঁথিতে তার বাসস্থান সুবিপু নগরে। শুকুর মাহমুদের পুঁথিতে তার নাম সুলোচনী এবং নিবাস কলঙ্ক নগরে। রাজ বাড়ীতে রক্ষিত সত্যের পাশা 'আওলাইয়া' পড়ার ফলে শুক-সারী পক্ষীদ্বয়ের গুপিচন্দ্রের কাছে আগমনের কথা রংপুরের গাথায় আছে। ভবানীদাসের পুঁথিতে সত্যের পাশার কথা নেই কিন্তু শুক-সারীর প্রসঙ্গ আছে। শুকুর মাহমুদের পুঁথিতে এসব কিছুই নেই। রংপুরের গাথা এবং ভবানীদাসের পুঁথি অনুসারে রাজার সন্ন্যাস-কাল ১২ বৎসর। আলোচ্য পুঁথি অনুসারে সন্ন্যাস-কাল এক বৎসর মাত্র। হাড়িপা কর্তৃক রাজাকে উদ্ধার কালে রংপুরের গাথা এবং ভবানীদাসের পুঁথি অনুসারে হাড়ি শাপ দিয়ে হীরা নটিকে বাদুড়ে পরিণত করেন। আলোচ্য পুঁথিতে এ প্রসঙ্গ নেই। যে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনা আলোচ্য পুঁথির শেষের দিকে আছে রংপুরের গাথা এবং ভবানীদাসের পুঁথিতে সেগুলি নেই। সিদ্ধিলাভের পর অন্য গ্রন্থগুলিতে গুপিচন্দ্রের জননী এবং স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হবার কাহিনী আছে। আলোচ্য গ্রন্থে মাতার সঙ্গে সাক্ষাতের পর ধ্যানে নিমগ্ন হবার কথা আছে।

ভাব ও ভাষার ঐক্য।

উপরে বর্ণিত যে সব বিভিন্নতার কথা বলা হয়েছে এগুলি ছাড়াও অন্যান্য ছোট-খাট বিভিন্নতা কাহিনীগুলির শাখা-প্রশাখার মধ্যে আছে। এসব সত্ত্বেও মূল কাহিনী যে এক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মূল কাহিনীর ঘটনা-মূলক ঐক্য ছাড়াও স্থানে স্থানে ভাষা ও ভাবের যথেষ্ট ঐক্যও দেখা যায়। নিম্নে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা

রংপুরের গাথা—

আশ পর্শি কান্দে তোর জদি গুণ থাকে।
কুক ধন্নি মাও কান্দে জাবত প্রাণ বাচে॥
মাএর কান্দন ওলা ঝোলা বোনের কান্দন সার।
কোলার ত্রি[1] তোর মিছায় কান্দে দেশের ব্যবহার॥

ভবানীদাসের পুঁথি-

ভ্রাতৃ ভৈনে কান্দিব বেইলের আড়াই পহর।
পশ্চাতে চিন্তিব সে আপনা বাড়ী ঘর॥
জননী কান্দিব জান পুরা ছএ মাস।
নারীএ কান্দ জান লোকের আশপাশ॥

*    *    *

মাছে চিনে ওচ খোচ জলে চিনে নাল।
মাএ সে জানে পুত্রের বেদন জার গর্ব্বের শাল॥

---

১ কোলার ত্রি—কুল-স্ত্রী, কুলবধু।

শুকুর মাহমুদের পুঁথি—

সন্ন্যাসী হইলে বাছা কান্দে দিনাচারি।
অন্নজল খাইলে জাএ সকলি পাসরি॥
স্ত্রী পুত্র কান্দে বাছা ঠান্ডা পানি পিএ।
কোক ধরণি মাও কান্দে জাবত প্রাণে জিএ॥
মচ্ছ চিনে গহীন গম্ভীর পঙ্খী চিনে ডাল।
মাএ জানে পুত্রের দয়া প্রাণ পুড়ে যার॥—৬২ পৃষ্ঠা।

রংপুরের গাথা—

বগদুলে চুসিলে কলা ডাঙ্গর নয়॥

ভবানীদাসের পুঁথি—

থোড় কলা বাদুড়ে খাইলে কলা ডাঙ্গর নয়।

শুকুর মাহমুদের পুঁথি—

থোর কলা বাদুরে খাইলে কলা ডাঙগর নয়।
কাঁচা বাঁশে ঘুণ লাগিলে কতই ভর সএ।
মুল থুনিতে ঘুণ লাগিলে ঘর পড়িবার চাএ॥—৬১ পৃষ্ঠা।

[অনুরূপ ভাব এ যুগের অন্যান্য গ্রন্থেওদেখা যায়। যথা —

শেখ খোদা বখশের গাযী কালু চম্পাবতী (অপ্রকাশিত)—

থোর কলা বাদুরে খাইলে কলা ডাঙ্গর লয়।
কাঁচা বাঁশে লাগিলে ঘুণ কতই ভার সএ॥

শ্যামদাসের মীনচেতন—

মাড়লী খাইল ঘুণে খসি পড়ে পালা।
ভাঙ্গা ঘর খানি গুরু পুনি নহে ভালা॥]

রংপুরের গাথা—

এমনি জদি আমার জাহান জাএ যোগ ছাড়িয়া।
তবু মাইয়ার গিয়ান না নিমু শিখিয়া॥
আজি জদি তোমার গিয়ান নেই শিখিয়া।
কাইলকে ডাকাবেন হামাক শিস্য বেটা বলিয়া॥

ভবানীদাসের পুঁথি—

ঘরের রমণী স্হানে জ্ঞান সে সাধিমু।
গুরু বুলি কোন মতে পদধুলি লইমু॥

শুকুর মাহ্মুদের পুঁথি—

> জন্মিলে মরণ আছে সর্ব্ব শাস্ত্রে কএ।
> আমি হইবো স্ত্রীর সেবক মরণের ডএ॥
> তোমার পিতা বলে আমি প্রাণে জদি মরি।
> তবেত স্ত্রীর সেবক হইতে নাহি পারি॥—৭৯ পৃষ্ঠা।

এরকম দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। বিশেষ করে রংপুরের গাথা ও ভবানী দাসের পুঁথির মধ্যে ভাব ও ভাষার ঐক্য যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

**বিভিন্ন কবিদের সময়কাল।**

মূল কাহিনীর ঐক্য এবং স্থানে স্থানে ভাষা ও ভাবের ঐক্য দেখে ধারণা করা যেতে পারে যে হয় এঁদের মধ্যে একজনের রচনা অবলম্বন করে অন্যেরা নিজেদের গ্রন্থ রচনা করেছেন অথবা স্বতন্ত্র কোন মূল কাহিনী থেকে এঁরা সকলেই সাহায্য নিয়েছেন। প্রথমটির প্রমাণ নির্ধারণ করা কঠিন ব্যাপার। একমাত্র কবি শুকুর মাহ্মুদ ছাড়া অন্য কবিদের সময় আজও সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি। কবি ভবানীদাসকে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ৩০০ বৎসর আগেকার লোক বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু যে সমস্ত যুক্তি তিনি দিয়েছেন সেগুলি যে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় ডক্টর শহীদুল্লাহ্ তা প্রমাণ করেছেন।[১] অন্যান্য কাহিনীগুলির সঙ্গে ভবানীদাসের পুঁথির পাঠ তুলনামূলকভাবে দেখলে একটা ধারণা খুব সহজেই হয় যে তিনি কোন এক বৃহৎ কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপ (Summary) দিয়েছেন। অনুকরণ যদি কেউ করে থাকেন তবে, ভবানীদাসই করেছেন এমন একটা ধারণা করা অবান্তর মনে হয়না। কবি দুর্লভ মল্লিকের রচনা কাল আজও সঠিকভাবে জানা যায়নি। আর রংপুরের গাথা-ত লোক মুখে শুনা কাহিনীকে ভিত্তি করে রচিত। সেই লোক গাথা কে কবে রচনা করেছিলেন তা বলা শক্ত। কাজেই আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত কবিদের মধ্যে কে কাকে অনুকরণ করেছেন, একথা নিশ্চিত করে বলা যায়না।

**কাহিনীর মূল সূত্র।**

কোন মূল ভাণ্ডার থেকে সকলে মাল মশলা সংগ্রহ করে নিজেদের কল্পনা শক্তিকে প্রসারিত করে নিজ নিজ ইমারত গড়ে তুলেছেন এমন একটা ধারণা করা খুব অসমীচীন মনে হয়না। এই মূল ভাণ্ডারটি কথিত কাহিনী ছিল বলেও মনে হয়না। খুব সম্ভব এটি ছিল লিখিত কাহিনী। চর্যাগীতি ও শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন যে দেশে সৃষ্টি হয়েছিল সে দেশে যে আরও অনেক লিখিত গ্রন্থ সে যুগেই রচিত হয়েছিল, সে ধারনা করা মোটেই অসঙ্গত নয়। নাথ-ধর্ম এক সময়ে এদেশে এবং এদেশের বাইরে ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হয়ে ভাবের বন্যা এনে দিয়েছিল। সেই ধর্মকে কেন্দ্র করে যে একটা বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তা সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। সেই বিরাট সাহিত্যের একটা বৃহৎ অংশ যে লিখিতরূপেই ছিল এধারণা করাও অসঙ্গত বলে মনে হয়না। পরবর্তী কালে হয়ত নানা কারণে সেই বিরাট সাহিত

---

১ বাংলা সাহিত্যের কথা—২য় খণ্ড ১০৭ পৃষ্ঠা

ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু যে সকল স্থানে নাথ-যোগীদের কেন্দ্রীভূত আস্তানা ছিল সেখানে হয়ত সেই সাহিত্যের কিছু অংশ কথিত বা লিখিতরূপে কোন রকমে টিকে থাকে। রংপুর, কুমিল্লা, রাজশাহী প্রভৃতি স্থান হয়ত সেই সমস্ত কেন্দ্রীভূত আস্তানাগুলির অন্যতম ছিল। জল-বায়ুর আধিক্য, প্রাকৃতিক এবং অন্যান্য নানাবিধ কারণে এদেশে কোন হস্তলিখিত পুঁথি বেশী দিন টিকে থাকতে পারেনা। তদুপরি পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা এদেশে ইংরেজ আমলের আগে ছিলনা। এ সমস্ত কারনে নাথ-সাহিত্যের লিখিত কাহিনীগুলি বোধ হয় লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু যে সমস্ত ক্ষেত্রে ভক্তরা কাহিনীগুলি কণ্ঠস্থ করে রাখে একমাত্র সেখানেই কাহিনীগুলির অস্তিত্ব হয়ত বিকৃতরূপে (নানা হাত বদলের ফলে সাধারণতঃ যেমন হয়ে থাকে) টিকে ছিল। গ্রীযাবসন এবং বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য কর্তৃক রংপুর থেকে কাহিনীগুলির সংগ্রহ, এ ধারণা প্রমাণ করে দেয়। ভক্তরা সেই সমস্ত মুখস্থ কাহিনী যুগ যুগ ধরে নানা ধর্মীয় আসরে গেয়ে বেড়াত।

এ সমস্ত কাহিনীর আদি রচয়িতার কথা হয়ত কেউ জানতনা। জানা খুব সহজও ছিলনা। লিখিত কাহিনীর বেলায় অনেক সময় লিপিকর রচয়িতার নামের বদলে নিজের নাম ঢুকিয়ে দিতেন। কথিত কাহিনীর বেলায় গায়েন সে কৃতিত্বটা নিতে দ্বিধা করতেন না। ফলে আদি পদকর্তা কে ছিলেন, তা উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়ত। কবি দুর্লভমল্লিক, ভবানীদাস এবং শুকুর মাহ্‌মুদ খুব সম্ভব কোন আদি গ্রন্থের লোক মুখে শুনা কাহিনী শ্রবণ করে তাদের পুথি রচনা করেন। তাঁদের রচিত পুঁথি যদি মৌলিক রচনা হত তবে কাহিনীগুলিতে ঘটনার, ভাবের এবং ভাষার এত ঐক্য থাকা সম্ভবপর হত কিনা সন্দেহ।

কোন সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করেও কাহিনীগুলি রচিত হতে পারে।

কোন সত্য ঘটনার কাঠামোকে কেন্দ্র করে এ কাহিনী রচিত হয়েছিল এমন একটা ধারণাও করা যেতে পারে। গুপিচন্দ্র নামক কোন এক রাজার সন্ন্যাস-ধর্ম অবলম্বন করা সত্য ঘটনাও হতে পারে। কিন্তু কাহিনীতে যে সব গাঁজাখুরী এবং অলৌকিক ঘটনা আছে সেগুলিকে সত্য ঘটনা বলে ধরা যাবে কেমন করে। আর সে সমস্ত গাঁজাখুরী গল্পগুলি সব ক'টা কাহিনীতে প্রায় একই রকমে বর্ণিত আছে। শুকুর মাহ্‌মুদ প্রভৃতি কবিদের কাছে যখন কাহিনীটি পৌছে তখন হয়ত মূল কাহিনীর কাঠামোর মধ্যে নানা রকম আধি ভৌতিক এবং আধি দৈবিক কাহিনী জড়িত হয়ে প্রকৃত ঘটনার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। কবিরা সেই সব কাহিনীর সঙ্গে সাধ্যমত আপন আপন বক্তব্যও জুড়ে দিয়েছিলেন। ফলে অসত্যে পরিপূর্ণ তুষের গোলায় সত্যরূপ তণ্ডুলকে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়েছে।

# ইতিহাস ও রাজা গুপিচন্দ্র।

ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালীর পুঁথিমতে রাজা গুপিচন্দ্রের বংশ পরিচয় নিম্নরূপঃ

ধড়াইচন্দ্র—নেপালচন্দ্র—শরূপচন্দ্র—মাণিকচন্দ্র—গোপীচন্দ্র।

বিশেশ্বর ভট্টাচার্যের পুঁথিমতেঃ

বাইলচন্দ্র—পালচন্দ্র—রুকচন্দ্র—মাণিকচন্দ্র—গুপীচন্দ্র।

আলোচ্য পুঁথি অনুসারেঃ

ধাইতচন্দ্র—নেপালচন্দ্র—স্বরূপচন্দ্র—মাণিকচন্দ্র—গুপিচন্দ্র।

বিভিন্ন গ্রন্থ অনুসারে গুপিচন্দ্রের বংশতালিকা।

কবি দুর্লভ মল্লিকের গ্রন্থমতেঃ

সুবর্ণচন্দ্র মহারাজ ধাড়িচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা।

অর্থাৎ, ধাড়িচন্দ্র—সুবর্ণ চন্দ্র—মানিকচন্দ্র—গুপিচন্দ্র।

গ্রীয়ারসন ও বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সম্পাদিত রংপুরের গাথাগুলিতে এবং ভবানী দাসের গ্রন্থে রাজা মানিক চন্দ্রের কোন বংশ পরিচয় নেই। রংপুরের উপাখ্যান অনুসারে ঘটনার স্থান রংপুর জেলায় এবং ভবানী দাস ও শুকুর মাহমুদের গাথা অনুসারে ঘটনার স্থান কুমিল্লা জিলার মুকুল বা মেহেরকুলে।

উড়িষ্যার গাথা অনুসারে গুপিচন্দ্রের বংশ তালিকা নিম্নরূপ:

সুরচন্দ্র—তারাচন্দ্র—ব্রহ্মাচন্দ্র—গোপীচন্দ্র—মেহুচন্দ্র—বিষ্ণুচন্দ্র—রূপচন্দ্র—গোবিন্দচন্দ্র।

মাতার নাম মুক্তা দেবী, গুরু হারিপা এবং প্রধানা পত্নিদ্বয় রোদুমা ও পোদুমা।

মহারাষ্ট্র দেশীয় গাথা অনুসারে গুপিচন্দ্র গৌড়-বঙ্গের রাজধানী কাঞ্চন-নগরের রাজা ও ত্রৈলোক্য চন্দ্র ও মৈনাবতীর পুত্র। জলন্ধর তাঁর গুরু।

হিন্দী উপাখ্যান অনুসারে মহারাজা ভর্তৃহরির ভগনী মৈনাবতীর পুত্র গুপিচন্দ্র এবং কন্যা চন্দ্রাবলী। চন্দ্রাবলী সিংহল দ্বীপের রাজা উগ্র সেনের পত্নী। ভর্তৃহরি এবং মৈনাবতী উভয়েই গোরক্ষনাথের শিষ্য।

লক্ষ্মণদাসের হিন্দী গাথা অনুসারে ধারনগরের রাজা গন্ধর্ব সেনের কন্যা মৈনাবতী। তাঁর স্বামী তিলকচন্দ্র, পুত্র গুপিচন্দ্র ও কন্যা চম্পা দেবী।

কৈলাস চন্দ্র সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত ত্রিপুরা-রাজ বংশের ইতিহাস "রাজমালা" গ্রন্থ অনুসারে গুপিচন্দ্রের স্ত্রীর নাম ময়নামতী এবং কন্যা লালমাই। কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ে রাজা গুপিচন্দ্রের নিবাস।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের তিব্বতের ঐতিহাসিক লামা তারানাথের[১] মতে গুপিচন্দ্রের বংশ তালিকা নিম্নরূপ:

---

১ 'The tibetan historian Lama Taranath was born in 1573 and completed his famous work' "History of Buddhism in India" in 1606 A.D.—H.B. Vol. I page 182.

বৃক্ষচন্দ্র—বিগমচন্দ্র—কামচন্দ্র—সিংহচন্দ্র—বালচন্দ্র—বিমলচন্দ্র—গোবিন্দচন্দ্র—ললিতচন্দ্র।

তারানাথের বর্ণনা।

তারানাথের মতে বিগম চন্দ্র ও কামচন্দ্র সম্রাট হর্ষবর্ধনের সময়কার লোক। সিংহচন্দ্রের রাজত্বকাল হর্ষবর্ধনের পুত্র শিলবর্ধনের সময়ে। বালচন্দ্রের পুত্র এবং গোবিন্দ চন্দ্রের পিতা বিমলচন্দ্র বাঙ্‌লা, ত্রিহুত এবং কামরূপের রাজা ছিলেন এবং তিনি মালবরাজ ভর্তৃহরির ভগিনীকে বিবাহ করেন। তার পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে প্রখ্যাত বৌদ্ধ গুরু ধর্মকীর্তি পরলোক গমন করেন। ললিত চন্দ্র গোবিন্দচন্দ্রের ভ্রাতা এবং পরবর্তী নরপতি। উভয় রাজাই সিদ্ধিলাভ করে পরলোকে গমন করেন। এই চন্দ্রবংশের শেষ নরপতি ললিত চন্দ্রের পরই বাঙ্‌লা, উড়িষ্যা এবং পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য দেশে অরাজকতা আরম্ভ হয়। শতাব্দিব্যাপী এই অরাজকতাকেই "মাৎসন্যায়" যুগ বলা হয় এবং তার অবসান ঘটে প্রথম পাল রাজা গোপাল দেবের রাজ্য-লাভে।

বাঙলাদেশের ইতিহাসের ভিত্তি।

তারানাথের প্রমাদপূর্ণ বিবরণী বাদ দিলেও বাঙ্‌লা দেশের ইতিহাস আজ মোটামুটিভাবে পরিষ্কার ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। বিভিন্ন রাজা ও রাজ-বংশের অসংখ্য উৎকীর্ণ লিপি, মুদ্রা ইত্যাদি প্রাপ্তির ফলে গুপ্ত আমল থেকে আরম্ভ করে মুসলমান আমল পর্যন্ত বাঙ্‌লা দেশের ইতিহাসের একটা পরিচ্ছন্ন রূপ ধরা পড়েছে। মুসলমান আমল থেকে আরম্ভ করে ইংরেজ আমল পর্যন্ত বাঙ্‌লাদেশের ইতিহাস মোটামুটি বেশ পরিষ্কার ভাবেই লিপিবদ্ধ আছে। অবশ্য কাহিনীর নায়ক রাজা গুপিচন্দ্রের অনুসন্ধানের কাজ প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে মুসলমান-বিজয় পর্যন্ত অথবা বড় জোর ত্রয়োদশ-চতুর্দশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখলেই চলে। এর বাইরে যাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়না।

প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ-বিজয় (১২০১ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত গোপচন্দ্র, গোবিন্দ চন্দ্র ও গোবিন্দ পাল দেব নামক তিনজন নরপতির সন্ধান প্রত্ন-প্রমাণ মতে পাওয়া যায়। এছাড়া কোন গ্রহণযোগ্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এ-নামের অন্য কোন রাজার সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

গোপচন্দ্র

এই তিন জনের মধ্যে প্রথম ছিলেন রাজা গোপচন্দ্র। ফরিদপুর জিলার কোটালীপাড়া থানা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকাতে প্রাপ্ত পাচখানা এবং বর্ধমান জেলার মল্লসারুলে প্রাপ্ত একখানা উৎকীর্ণ লিপিতে জানা যায় যে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং নরেন্দ্রাদিত্য সমাচারদেব নামক তিনজন নরপতি প্রায় ৩৫ বৎসর ধরে বাঙ্‌লাদেশের পূর্ব-দক্ষিণ এবং পশ্চিম-দক্ষিণাঞ্চলে রাজত্ব করেন। তাঁদের 'মহারাজাধীরাজ' ইত্যাদি উপাধি দেখে মনে হয় তাঁরা স্বাধীন নরপতি

ছিলেন। তাঁদেব সামান্য কিছুকাল আগের নৃপতি বৈন্যগুপ্তের উপাধি ছিল শুধু 'মহারাজা'। খুব সম্ভব একই অঞ্চলের উপর বৈন্যগুপ্ত ও তাঁর পরবর্তী গোপচন্দ্র প্রভৃতি বাজাদেব আধিপত্য ছিল। বৈন্যগুপ্ত গুপ্ত-সম্রাটদেব সামন্ত রাজা হিসাবে শুধু 'মহাবাজা' উপাধিই ব্যবহার কবতে পাবতেন। আব গোপচন্দ্র প্রভৃতি বাজাদেব স্বাধীন নরপতি হিসাবে স্বাধীনভাবে 'মহাবাজাধীবাজ' উপাধি ব্যবহাবে মনে হয গুপ্ত সাম্রাজ্যেব পতনেব ফলে তাঁদেব এ স্বাধীনতা এসেছিল। এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পাবে যে কুমিল্লা জিলাব গুণাইঘবে প্রাপ্ত মহাবাজা বৈন্যগুপ্ত কর্তৃক প্রদত্ত ভূমিদানেব উৎকীর্ণ লিপিতে দোতক হিসাবে 'মহাপ্রতিহাব, মহাপিলুপতি, পঞ্চাধিকরণ-উপবিকা মহাবাজা শ্রী মহাসামন্ত'' বিজযসেন বলে এক সামন্ত বাজাব পবিচয পাওযা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে 'মহাবাজাধীবাজ' গোপচন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত বর্ধমানেব মল্লসারুলে প্রাপ্ত তাম্র-লিপিতে 'মহারাজা' বিজয় সেন নামেও এক সামন্ত বাজার পবিচয পাওযা যায়। পণ্ডিত মহলেব অভিমত উভয লিপিব বিজয় সেন একই ব্যক্তি অর্থাৎ বিজয় সেন প্রথমে বৈন্যগুপ্তেব অধীনে সামন্ত বাজা ছিলেন এবং বৈন্যগুপ্তের পরে তিনি ''মহাবাজাধীবাজ'' গোপচন্দ্রেব অধীনেও সামন্ত বাজা ছিলেন।[১] গুণাই-ঘব তাম্রলিপিব সময কাল ৫০৭-৮ খৃষ্টাব্দ। এতে মনে হয় গোপচন্দ্র ষষ্ঠ শতকেব প্রথম পাদেব শেষ দিকে অথবা দ্বিতীয় পাদেব প্রথম দিকে সমতট-বঙ্গে বাজত্ব কবেন। পণ্ডিত মহলেব অভিমত এইযে, এ বংশেব প্রথম ও প্রধান নৃপতি ছিলেন গোপচন্দ্র এবং ধর্মাদিত্য এবং নবেন্দ্রাদিত্য সমাচাব দেব ছিলেন গোপচন্দ্রেব অনুবর্তী।

গোবিন্দপাল দেব।

গোবিন্দ পাল দেব নামে যে বাজাব পবিচয পাওযা যায তিনি ছিলেন পাল-বংশেব শেষ নৃপতি। ১১৫৫-৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাব বাজত্বকাল ধবা হয। খুব সম্ভব তিনি বিহাব প্রদেশেব কোন স্থানে নামে মাত্র বাজা ছিলেন। বাঙলা-দেশেব সঙ্গে যে তাঁব বাজত্বেব কোন সম্পর্কই ছিলনা তা বলাই বাহুল্য। দ্বাদশ খৃষ্টাব্দেব সেই সময়টাতে বাঙলাদেশে প্রবল প্রতাপান্বিত গৌডবাজ সেন-বংশেব প্রভাব। সমতট থেকে আবম্ভ ববে গৌড পর্যন্ত যখন সমগ্র বাঙলা দেশটাই সেনদেব কবতলগত তখন গোবিন্দ পালদেবেব এদেশে বাজত্ব কবাব প্রশ্নই উঠেনা।

গোবিন্দ চন্দ্র।

সমতট-বঙ্গেব চন্দ্র-বাজবংশেব সপ্তম ও শেষ নৃপতি গোবিন্দচন্দ্র। দাক্ষি-ণাত্যেব বাজা বাজেন্দ্র চোলেব তিরুমলযে উৎকীর্ণ গিবি-লিপিতে বর্ণিত আছে যে বাজেন্দ্র চোলেব সেনাপতি দণ্ডভুক্তিতে ধর্মপাল, দক্ষিণ বাঢ়ে বণসুব, উত্তব বাঢ়ে মহীপাল এবং বঙ্গাল দেশেব বাজা গোবিন্দ চন্দ্রকে পবাজিত কবেন। এই লিপিব সমযকাল ১০২৪ খৃষ্টাব্দ এবং ঝটিকা বেগে অনুষ্ঠিত যে যুদ্ধেব

১। H. B. Vol. I. page 52.

কথা এতে বর্ণিত আছে তা সংগঠিত হয় ১০২১-২৩ খৃষ্টাব্দে। বাঙলাদেশের বাইরের এ লিপি তৎকালে বাঙ্‌লাদেশে গোবিন্দচন্দ্র বলে যে এক রাজা ছিলেন তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে।

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে "শব্দ প্রদীপ" নামে একখানা সংস্কৃত গ্রন্থের পরিচয় আছে। গ্রন্থকারের নাম সুরেশ্বর। সুরেশ্বর রাজা ভীম পালের অন্তরঙ্গ ভিষক ছিলেন। সুরেশ্বরের পিতা ভদ্রেশ্বর বঙ্গেশ্বর রামপালের রাজ্যে কবিরাজ ছিলেন। ভদ্রেশ্বরের পিতামহ দেবগণ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের বৈদ্য ছিলেন। গ্রন্থে রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের আর কোন পরিচয় নেই। গ্রন্থে বর্ণিত রাজা রামপাল যদি পাল-বংশের রামপাল হন তবে তাঁর সময় দাড়ায় ১০৭৭-১১২০ খৃষ্টাব্দে। কৈবর্ত রাজ ভীম রামপালের প্রায় সমসাময়িক লোক। সুরেশ্বর ও দেবগণের মধ্যে তিন পুরুষের ব্যবধান। এক পুরুষের জন্য ২৫ বৎসর ধরলে দেবগণের সময় দাড়ায় একাদশ শতকের প্রথম দিকে। এ হিসাবে তিরুমলয় গিরি লিপির গোবিন্দচন্দ্র (১০২১-২৩) এবং "শব্দ প্রদীপের" গোবিন্দচন্দ্র একই সময়ের এবং খুব সম্ভব একই লোক হয়ে পড়েন।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চন্দ্ররাজ বংশের ছয় খানা তাম্রলিপি এবং নটেশ শিব মূর্তির পাদমূলে একখানা উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বিক্রমপুর থেকে প্রদত্ত শ্রীচন্দ্রের চারখানা লিপির সাহায্যে সমতট-বঙ্গের চন্দ্র রাজ-বংশের পরিচয় দাড়িয়েছিল নিম্নরূপ :

চন্দ্রবংশের নৃপতি-গন।
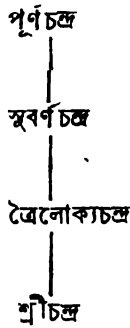
কুমিল্লা জিলায় প্রাপ্ত উপরে উল্লিখিত নটেশ শিব-মূর্তির পাদমূলে উৎকীর্ণ লিপিতে লয়হ বা লড়হ চন্দ্রদেব নামক যে রাজার পরিচয় পাওয়া যায় অন্য কোন প্রমাণের অভাবে চন্দ্ররাজ বংশের সঙ্গে তাঁর কোন সংযোগ স্থাপন করা সম্ভবপর হয়নি যদিও তাঁকে চন্দ্র বংশের একজন রাজা বলেই মনে করা হত।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য এবং কাব্য গ্রন্থের সাহায্যে ভট্টশালী তাঁর সম্পাদিত দুই গ্রন্থে দুটি বংশ তালিকা প্রদান করেন। তাঁর মতে ইতিহাসের

গোবিন্দচন্দ্র এবং পুঁথির গুপীচন্দ্র এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। তাঁর সম্পাদিত ভবানীদাসের গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি গুপীচন্দ্রের নিম্নরূপ পরিচয় দেন :

ভট্টশালীর মতে গোবিন্দচন্দ্রের পরিচয়।
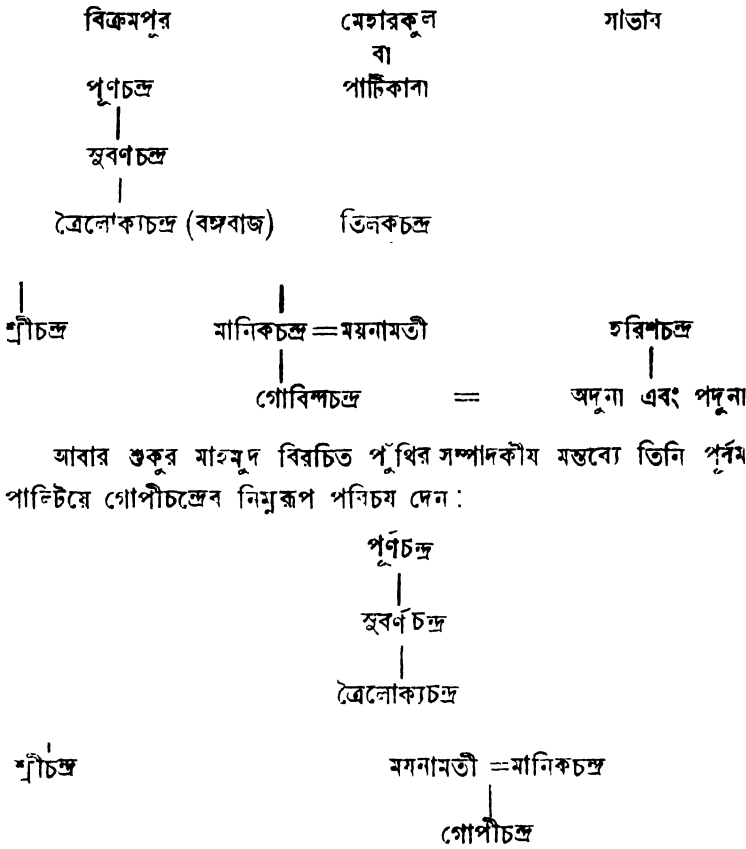
আবার শুকুর মাহমুদ বিরচিত পুঁথির সম্পাদকীয় মন্তব্যে তিনি পূর্বমত পাল্টিয়ে গোপীচন্দ্রের নিম্নরূপ পরিচয় দেন :

শ্রীচন্দ্র ময়নামতী = মানিকচন্দ্র
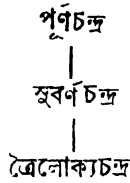
গোপীচন্দ্র

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের পুঁথির 'মুখবন্ধে' ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ইতিহাসের গোবিন্দচন্দ্র এবং পুঁথির গোপীচন্দ্রকে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে মনে করেন। যদিও ভট্টশালীর মত তিনি কোন বংশ-তালিকা দেননি, তবু তিনি গোপীচন্দ্রকে পূর্ণচন্দ্র প্রভৃতি রাজাদের বংশ-সম্ভূত বলে মনে করেন। বিশ্বেশ্বর বাবু নিজেও তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় এই মত পোষণ করেন।

ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ের চাড়পত্র (প্রকৃত নাম চার পত্র) মুড়াতে দৈবক্রমে চারখানা তাম্রলিপি পাওয়া যায়। তিনখানা লিপি চন্দ্র-রাজাদের। চতুর্থ লিপিখানা আরও অনেক পরবর্তীকালের রাজা বীরধরদেবের। দুইখানা তাম্রলিপি হচ্ছে পরম সৌগত মহারাজাধীরাজ শ্রী কল্যাণ চন্দ্রের পুত্র পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধীরাজ শ্রীমান লড়হচন্দ্রদেবের রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে প্রদত্ত লিপি। তৃতীয় লিপি হচ্ছে উপরে বর্ণিত লড়হচন্দ্রদেব এবং তাঁর পত্নী সৌভাগ্য দেবীর পুত্র পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধীরাজ শ্রীমান গোবিন্দচন্দ্র দেবের।

কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে প্রাপ্ত তাম্রলিপি।

ডক্টর আহমদ হাসান দানী কর্তৃক প্রস্তুত চন্দ্রবংশের বংশ তালিকা।

উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে চন্দ্র-রাজবংশের বংশ-তালিকার যে পূর্ণ পরিচয় এতদিন পর্যন্ত দেওয়া সম্ভবপর হয়নি এই তিনখানা তাম্রলিপি আবিষ্কারের পর অধ্যাপক আহম্মদ হাসান দানী তা সমাধা করেন। তিনি চন্দ্র-রাজবংশের একখানা সম্পূর্ণ বংশ-তালিকা প্রস্তুত করে এদেশের ইতিহাসের এক বিরাট শূন্য অংশ পূরণ করেন। এই তিনখানা লিপি এবং এই বংশের অন্যান্য প্রকাশিত লিপির সাহায্যে তিনি যে বংশ-তালিকা নির্ণয় করেন তা হচ্ছে এরূপ: [১]

| রাজার নাম | রাজত্ব কাল | |
|---|---|---|
| ১। পূর্ণচন্দ্র | — | |
| ২। সুবর্ণচন্দ্র | — | |
| ৩। ত্রৈলোক্যচন্দ্র— | ৯০০— ৯২৯ | খৃষ্টাব্দ |
| ৪। শ্রীচন্দ্র—(৪৬ বৎসর রাজত্ব করেন) | ৯২৯— ৯৭৫ | ” |
| ৫। কল্যানচন্দ্র—(কমপক্ষে ২৪ বৎসর রাজত্ব করেন)। | ৯৭৫—১০০০ | ” |
| ৬। লড়হচন্দ্র (কমপক্ষে ১৮ বৎসর রাজত্ব করেন)। | ১০০০—১০২০ | ” |
| ৭। গোবিন্দচন্দ্র (কমপক্ষে ২৩ বৎসর রাজত্ব করেন)। | ১০২০—১০৫০ | ” |

রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের সঠিক পরিচয় এবং পুথির নায়কের সঙ্গে তার সম্পর্ক।

এতদিন পরে রাজা গোবিন্দ চন্দ্রের সঠিক পরিচয় পাওয়া গেল। রাজা রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় গিরিলিপির গোবিন্দচন্দ্র, 'শব্দপ্রদীপের' গোবিন্দচন্দ্র এবং চন্দ্র বংশের সপ্তম ও শেষ নৃপতি (লড়হ চন্দ্র দেব এবং সৌভাগ্যদেবীর পুত্র) রাজা গোবিন্দচন্দ্র যে একই ব্যক্তি তাতে আজ আর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পুঁথির গুপিচন্দ্র বা গোপীচাঁদের সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ? ভট্টশালী, দীনেশ সেন এবং বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য রাজা গোবিন্দ চন্দ্র এবং পুথির গুপিচন্দ্রকে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে প্রমাণ করতে প্রাণপন চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে এই কাহিনী যখন শত শত বৎসর ধরে উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং গোবিন্দ চন্দ্র বলে যখন একজন নৃপতির সন্ধান পাওয়া গেছে তখন কাহিনীর গুপি বা গুবিচন্দ্র নামধারী নায়ক রাজা গোবিন্দচন্দ্র না হয়ে যান কোথায়! অবশ্য রাজা গোবিন্দচন্দ্র এবং সমসাময়িক অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য আবিষ্কার করে তাঁরা, বিশেষ করে ভট্টশালী, বাঙলার ইতিহাসে অমূল্য সম্পদ রেখে গেছেন। কিন্তু এত সব সত্বেও কাহিনীর নায়ক গুপিচন্দ্রের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ তাঁরা দিতে পারেন নি।

---

১ Mainamati Ccppeplates—Prcf. A. H. Dani, Pakistan Archeology, No. 3, 1966.

সম্প্রতি কুমিল্লার কনকস্তূপ বিহারের শ্রীধর্ম রক্ষিত ভিক্ষু মহাশয় "ময়নামতীর ইতিকথা" নামে একখানা গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তিনিও বিশেষ কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ না দিয়েও গুপিচন্দ্র, ময়নামতী প্রভৃতিকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তিনি ভট্টশালীর সঙ্গে একমত হয়ে দুর্লভ মল্লিকের গ্রন্থের,

> "সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ্র পিতা।
> তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা॥"

শ্রী ধর্ম ভিক্ষুর মত।

এই দুই পঙ্‌ক্তির মধ্যে মানিকচন্দ্রের ঐতিহাসিকতা যে বেদ-বাক্যের মত নিহিত আছে, তা বলতে চেয়েছেন। ভট্টশালী বলেছেন, "এই দুই ছত্রে অকৃত্রিম ঐতিহাসিক সত্য নিবদ্ধ আছে বলিয়া মনে করি"। তিনি আরও বলেছেন, "মহারাজা ধাড়িচন্দ্র নাম খুব সম্ভব ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে বুঝাইতেছে। ধাড়ি মানে বড়—শ্রেষ্ঠ। এই উপাধি ত্রৈলোক্যচন্দ্রই পাইবার উপযুক্ত, কারণ তিনিই প্রথম চন্দ্রদ্বীপ ও বঙ্গের রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন।" তাঁর মতে এই ত্রৈলোক্যচন্দ্রের শ্রীচন্দ্র ছাড়া ও মানিকচন্দ্র নামে আর এক পুত্র ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ভট্টশালী পুঁথির পাঠে মস্ত একটা ভুল করে বসেছেন। "সুবর্ণ চন্দ্র মহারাজ ধাড়িচন্দ্র পিতা। তার পুত্র মানিকচন্দ্র শুন তার কথা॥" এ-দুই পদের সহজ অর্থ হল, ধাড়িচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্র এবং সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র মানিক চন্দ্র। ভট্টশালীর মতে সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ধাড়িচন্দ্র এবং ধাড়িচন্দ্রের (ত্রৈলোক্যচন্দ্রের) পুত্র মানিকচন্দ্র। ভিক্ষু মহাশয় সে ভুল সংশোধন করে ধাড়ি শব্দকে বৃহৎ বা পূর্ণ ধরে ধাড়িচন্দ্রকে পূর্ণচন্দ্র বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এবার পদের অর্থ ঠিক হয়েছে কিন্তু সে অর্থ ইতিহাসের সঙ্গে কোন সঙ্গতি রক্ষা করতে পারছে কি? অবশ্য ভিক্ষু মহাশয় ত্রৈলোক্যচন্দ্র ছাড়াও সুবর্ণচন্দ্রের মানিকচন্দ্র নামে আরও একজন পুত্রের অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়েছেন। তাঁর মতে এই মানিকচন্দ্রের পুত্রই গোবিন্দচন্দ্র অর্থাৎ কাহিনীর নায়ক গুপিচন্দ্র বা গোপী চাঁদ। ইতিহাসে না থাকলেও যেহেতু বিভিন্ন কাহিনীতে মানিকচন্দ্রকে গুপিচন্দ্রের পিতা হিসাবে দেখানো হয়েছে তাই মানিকচন্দ্রকে ইতিহাসে স্থান দিতেই হবে! কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভট্টশালীর তালিকামতে মানিকচন্দ্র চন্দ্র-রাজ-বংশের চতুর্থ পুরুষ এবং গুপিচন্দ্র পঞ্চম পুরুষ হয়ে দাঁড়ান। আর ভিক্ষু মহাশয়ের তালিকা মতে মানিকচন্দ্র এ বংশের তৃতীয় পুরুষ এবং গুপিচন্দ্র চতুর্থ পুরুষ হয়ে পড়েন। অথচ তাম্রলিপি অনুসারে রাজা গোবিন্দচন্দ্র চন্দ্র-রাজ বংশের সপ্তম নৃপতি। তাঁর পিতার নাম লড়হ চন্দ্র (মানিক চন্দ্র নয়)। মানিকচন্দ্র বলে কোন রাজা বা ব্যক্তির নাম এবংশের সাতপুরুষের মধ্যে কোথাও নেই।

ভট্টশালীর মত।

শুকুর মাহমুদের পুঁথির সম্পাদকীয় মন্তব্যে ভট্টশালী আর একটা নূতন তথ্য প্রচার করেছেন। তাঁর মতে ত্রৈলোক্য চন্দ্রের এক পুত্র এবং এক কন্যা। পুত্র শ্রীচন্দ্র ও কন্যা ময়নামতী। এই ময়নামতীর সঙ্গে বিয়ে

হয় রাজা মানিকচন্দ্রের এবং মানিকচন্দ্র ছিলেন ঘর-জামাই। মানিকচন্দ্রের আর কোন পরিচয়ই তিনি দেননি। ভট্টশালীর কথা মেনে নিয়ে ময়নামতীকে যদি তিলকচন্দ্র বা ত্রৈলোক্য চন্দ্রের কন্যা হিসাবেই ধরা হয়, তবে ময়নামতীর পুত্র গোবিন্দ চন্দ্র বা গুপিচন্দ্র, চন্দ্র-রাজ বংশের দৌহিত্র হিসাবেই থেকে যান। তাম্রলিপিতে বর্ণিত লড়হ চন্দ্র ও সৌভাগ্য দেবীর পুত্র এবং চন্দ্র বংশের সপ্তম নৃপতি গোবিন্দ চন্দ্রের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই থাকেনা।

এখানে পুনরায় উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাঙলাদেশের সব ক'টা গ্রন্থে গুপিচন্দ্রের পিতার নাম মানিকচন্দ্র এবং মাতার নাম ময়নামতী। একমাত্র 'রাজ মালাতে' ময়নামতীকে গুপিচন্দ্রের পত্নী হিসাবে দেখানো হয়েছে। উড়িষ্যার পুঁথি অনুসারে গুপিচন্দ্রের পিতার নাম রূপ চন্দ্র ও মাতার নাম মুক্তা দেবী। মহারাষ্ট্রীয় গাথা অনুসারে গুপিচন্দ্রের পিতার নাম ত্রৈলোক্যচন্দ্র এবং মাতার নাম মৈনাবতী। লক্ষণ দাসের গাথায় তিলকচন্দ্র ও মৈনাবতীর পুত্র গুপিচন্দ্র। লামা তারা নাথের বর্ণনামতে গুপিচন্দ্রের পিতার নাম বিমল চন্দ্র।

কাব্য ইতিহাস নয়।

বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন চরিত্রের নাম, ধাম, পরিচয় এবং কাহিনীর বিভিন্নতা দেখে কেউ যদি মনে করেন যে এ কাহিনীর পেছনে তেমন কোন ঐতিহাসিক সত্য নেই তবে সেটা খুব অমূলক হবে বলে মনে হয়না। বিশেষ করে বিভিন্ন কাহিনীতে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা আছে সেগুলিকে ঐতিহাসিক সত্য বলে মেনে নেওয়া ত' অসম্ভব ব্যাপার। এ সম্বন্ধে একটা কথা বলা যেতে পারে যে, কোন কাব্য, উপন্যাস বা গল্প পুরাপুরি ইতিহাস নয়। ইতিহাসের কিছুটা কাঠামো হয়ত তাতে থাকতে পারে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে থাকেও; কিন্তু কোনদিনই তা পুরাপুরি ইতিহাস হতে পারে না। এযেন প্রাগ-ঐতিহাসিক আমলের সামান্য কয়েকটা অস্থি অবলম্বন করে একটি পূর্ণাবয় নরমূর্তি গঠন করা। বাস্তবের ছোঁয়া থাকলেও কল্পনার প্রাধান্য তাতে বেশী। বর্তমান ক্ষেত্রে বিষয়-বস্তু যদি কোন ঐতিহাসিক ঘটনা হয়েও থাকে তবে কালের প্রবাহে তা বিভিন্ন কবির কাছে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে। ফলে নাম, ধাম, পরিচয় এবং কাহিনীগুলির মধ্যে এত বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। এরকম বিভিন্নতা যদি কোন ঐতিহাসিক কাহিনীতে ঘটতে পারে, তবে নিছক কল্পনা-প্রসূত কাহিনীতে যে ঘটবে তা বলাই বাহুল্য ! কাজেই কোন বিশেষ কাব্য গ্রন্থে বর্ণিত কোন পঙক্তি ঐতিহাসিক সত্য বলে ধরে নেওয়া মোটেই যুক্তি সঙ্গত নয়।

ময়নামতী ও সৌভাগ্যদেবী।

তাম্রলিপি অনুসারে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের পিতার নাম লয়হ বা লড়হ চন্দ্র এবং মাতার নাম সৌভাগ্য দেবী। (মানিক চন্দ্র নামে কোন রাজা বা রাজ পুরুষের নাম যে চন্দ্র বংশের সাত পুরুষের মধ্যে নেই, সেকথা আগেই বলা হয়েছে)। সৌভাগ্য দেবীর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। পুঁথির ময়নামতীর কুমারী নাম "যুবুদ্ধিতারাই" (ভট্টশালীর পুঁথি), "সুবদনীরাই"

(বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের পুঁথি), "ময়নামতীর গান" ("ময়নাবাঈ") (আলোচ্য পুঁথি) এবং "শিশু মতীরাই" (ভবানীদাসের পুঁথি)। তাম্রলিপির সৌভাগ্যা দেবীর নামের প্রথম দুই অক্ষরের (অর্থাৎ স এবং ভ) সঙ্গে প্রথম তিন নামের প্রথম দুই অক্ষরের কিছুটা উচ্চারণগত মিল আছে। তাছাড়া আর কোথাও কোন মিল নেই। এই অতি সামান্য মিলের বলে ময়নামতীকে সৌভাগ্যা দেবী বলে মনে করার পেছনে কোন যুক্তিই থাকতে পারেনা। এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'ময়নামতী' বলে কোন মহিলার নাম চন্দ্র-রাজবংশের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। যিনি এত ব্যাপকভাবে প্রচারিত একটি কাহিনীর নায়িকা এবং যাঁর নামে একটা বৃহৎ পাহাড়শ্রেণী নামাঙ্কিত, তিনি যদি সত্যই এ রাজবংশের কোন মহিলা হতেন, তবে তাঁর নাম অজানা থাকাটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে হয়না। এতে একটা ধারণা খুব সহজেই করা যায় যে পূর্ণচন্দ্র থেকে গোবিন্দচন্দ্র পর্যন্ত যে সাতজন নৃপতির খবর তাম্রলিপির মধ্যে পাওয়া গেছে তিনি তাঁদের [illegible] কোন প্রভাবশালিনী রাজ অন্তপুরের রমণী হিসাবে সংশ্লিষ্টা ছিলেন না—গোবিন্দ চন্দ্রের মাতা হিসাবে থাকার ত প্রশ্নই উঠে না।

গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্ব কাল।

যদিও ছাড়পত্র নুড়াতে প্রাপ্ত রাজা গোবিন্দচন্দ্রের তাম্রলিপিতে তার রাজত্ব কালের কোন উল্লেখ নেই, কিন্তু রাজার সন্ন্যাস-ধর্ম অবলম্বনের কোন ইঙ্গিতও এতে নেই। কুমিল্লা জিলার ভারেল্লা গ্রামে প্রাপ্ত মূর্তির পাদলিপি এবং বিক্রমপুরে প্রাপ্ত লিপি অনুসারে তিনি যে সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন, তা প্রমাণিত হয়েছে। এ সমস্ত প্রমাণ অবলম্বনে অধ্যাপক দানী খৃষ্টীয় ১০২০ সাল থেকে ১০৫০ সাল পর্যন্ত গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকাল নির্ধারণ করেছেন। তিনি যদি এত বৎসর রাজত্বই করে থাকেন, তবে হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে যোগী হলেন কবে? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন। আলোচ্য পুঁথিতে শুধু এক বৎসরের সন্ন্যাস-ধর্ম পালনের কথা আছে। রংপুরের গাথায় এবং ভবানীদাসের পুঁথিতে বার বৎসরের কথা আছে। কিন্তু আলোচ্য পুঁথিতে এক বৎসর সন্ন্যাস-ধর্ম পালনের পর পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ না করে হাড়িপার ধ্যানে নিমগ্ন হবার কথা আছে। অন্যান্য পুথিতে বার বৎসর সন্ন্যাস ধর্ম পালনের পর গৃহে ফিরে এসে মাতা এবং স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত হবার কথা আছে কিন্তু পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করার কথা নেই। এক বৎসর বা বার বৎসর পরে তিনি যদি রাজ্যভারই গ্রহণ করেন, তবে সন্ন্যাসী হবার সার্থকতা কি? আর কিছুকাল সন্ন্যাস-ধর্ম পালনের পর যদি পুনরায় সিংহাসনে আরোহন করা যায়, তবে কাহিনীর মধ্যে এত করুণ রস সঞ্চারের আবশ্যকতাই বা কি? আবশ্যকতা ছিল হয়ত এই জন্য যে রাজা গুপীচন্দ্র সন্ন্যাসী হয়েছিলেন চির জীবনের মত। সন্ন্যাস-ধর্ম ছেড়ে দিয়ে তিনি আর সংসার-ধর্ম করেন নি।

পুথির নায়ক এবং রাজা গোবিন্দচন্দ্র এক ব্যক্তি নন।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে বিভিন্ন কাহিনীতে বর্ণিত ময়নামতীর পুত্র গুপিচন্দ্রকে চন্দ্র-রাজবংশের আজ পর্যন্ত জানা রাজাদের মধ্যে খুঁজেবের করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। মানিকচন্দ্র-ময়নামতীর পুত্র গুপিচন্দ্র নামধারী এবংশের কোন রাজার সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত পুঁথির গুপি-চন্দ্রকে এবংশের রাজা বলে পরিচয় দেবার কোন অর্থ হয়না। রাজা মানিক-চন্দ্রের কোন চিহ্ন নেই, ময়নামতী বলে রমণীর পরিচয় নেই, শুধু গোবিন্দ-চন্দ্র বলে এক রাজার নাম পেয়ে তাঁকে পুঁথির নায়ক গুপিচন্দ্র বলে ধরে নেবার পেছনে কি যুক্তি থাকতে পারে? গুপিচন্দ্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা, তা প্রমাণ সাপেক্ষ। ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও তিনি চন্দ্র-রাজ-বংশের সপ্তম এবং শেষ নৃপতি গোবিন্দচন্দ্র হতে পারেন না। প্রত্ন-প্রমাণ মতে তিনি পুরাপুরি সংসার-ধর্মী আর কাহিনীর রাজা গুপীচন্দ্র সন্ন্যাস-ধর্মী। এই দুই-এর সমন্বয় প্রত্ন-প্রমাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসে সম্ভব নয়, কল্পনার রাজ্যে সম্ভব হতে পারে যদিও।

ডক্টর শহীদুল্লার মত।

ডক্টর শহীদুল্লাহ কোটালীপাড়া তাম্রলিপির রাজা গোপচন্দ্র এবং পুথির গুপিচন্দ্রকে অভিন্ন মনে করে তাঁকে সপ্তম শতকের লোক বলে ধরে নিয়েছেন এবং সেই হিসাবে বাঙলা সাহিত্যের জন্ম-কালকেও তিনি সপ্তম শতকে পিছিয়ে নিয়ে গেছেন। তারানাথের বিবরণ এবং হিন্দী-সাহিত্যের উপর ভিত্তি করে তিনি অনুমান করেন যে 'গোপীচাঁদের' রাজত্বকাল সপ্তম শতকের শেষ পাদে হতে পারে।

তারানাথের বর্ণনা।

তিব্বতের লামা তারানাথ উপমহাদেশের বৌদ্ধগুরুদের ইতিহাস লিখতে গিয়ে সমসাময়িক নৃপতিদের উল্লেখ করে গেছেন। তারানাথের গ্রন্থের রচনা শেষ হয় ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে। চন্দ্র, পাল প্রভৃতি রাজবংশের যে ইতিহাস তিনি লিখে গেছেন, তাতে কিছু কিছু ঐতিহাসিক সূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর বর্ণনার সঙ্গে সত্যকার ইতিহাসের সঠিক কোন মিল নেই। প্রকৃত ঘটনার বহু শতাব্দি পরে লিখা এসব কাহিনী হয়ত তিনি জনশ্রুতি অবলম্বন করে অথবা জনশ্রুতি অবলম্বনে লিখিত অন্য কোন গ্রন্থ অবলম্বনে লিখেছিলেন। সেই পুঁথির বিবরণীতেও হয়ত অনেক ভুল ছিল। যেকোন কারনেই হোক, প্রত্ন-প্রমাণের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত যে ইতিহাস আজ পর্যন্ত বাঙলা দেশ সম্পর্কে পাওয়া গেছে, তারানাথের বিবরণী সেই ইতিহাসের সঙ্গে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মিলেনা। তার বিবরণী যে প্রমাদে পরিপূর্ণ, তাতে কোন সন্দেহই নেই। তাতে কিছু ঐতিহাসিক সূত্র আছে বটে, কিন্তু বিশেষ কোন সত্য আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কোটালিপাড়ালিপি ও তারানাথের বিবরণী।

তারানাথের বর্ণনার রাজা বিমলচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের বংশ-তালিকার মধ্যে একমাত্র রাজা গোপচন্দ্র (গোবিন্দচন্দ্র নয়) ব্যতীত অন্য ৭ জন নৃপতির কেউ আজ পর্যন্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে পরিচয় লাভ করেন নি। তাঁরা

ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন, একথা যেমন বলা যায়না, কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত শুধু তারানাথের কাহিনীকেই অবলম্বন করে তাঁরা ঐতিহাসিক ব্যক্তি একথাও বলা যায়না। অথচ কোটালী পাড়া লিপির ধর্মাদিত্য এবং নরেন্দ্রাদিত্য সমাচারদেব পুরাপুরি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হয়েও তারানাথের বর্ণনায় স্থান পাননি।

গোবিন্দচন্দ্রের পূর্বতনদের মধ্যে, তাঁর মতে, রাজা বিগমচন্দ্র ও কামচন্দ্র সম্রাট হর্ষবর্ধণের সমসাময়িক। হর্ষবর্ধণের রাজত্ব কাল ৬০৬-৬৪৭ খৃষ্টাব্দ। কামচন্দ্রের পরবর্তী রাজা সিংহচন্দ্রের রাজত্ব কাল হর্ষপুত্র শিলবর্ধণের সময়ে। সিংহচন্দ্রের পরে বালচন্দ্র। বালচন্দ্রের পরে বিমলচন্দ্র এবং বিমলচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র। বিগমচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের মধ্যে পাঁচ পুরুষের ব্যবধান। এক পুরুষের জন্য গড়ে কমপক্ষে ২৫ বৎসর করে ধরলে বিগমচন্দ্র থেকে প্রায় ১২৫ বৎসর পরে গোবিন্দচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে। হর্ষবর্ধনের সময় (৬০৬-৪৭) থেকে হিসাব করলে তারানাথের বর্ণনামতেই গোবিন্দচন্দ্রের সময় দাঁড়ায় অষ্টম শতাব্দির তৃতীয় পাদে। তারানাথের উপর ভিত্তি করে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ 'গোপচন্দ্রের' রাজত্বকালকে যে সপ্তম শতকের শেষ পাদে ঠেলে দিতে চান, তা তারানাথের বর্ণনামতেই টিকেনা।

গুণাইঘর লিপির কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। মহারাজা বৈন্যগুপ্ত কর্তৃক প্রদত্ত গুনাইঘর তাম্রলিপির (৫০৭-৮ খৃষ্টাব্দ) মহারাজা বিজয় সেন এবং মহারাজাধীরাজ গোপচন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত বর্ধমানের মল্লসারুল তাম্রলিপির বিজয় সেন যে একই ব্যক্তি, তা বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেছেন। এই মহারাজ বিজয় সেনের পরিচয় থেকে জানা যায় যে গোপচন্দ্র মহারাজা বৈন্যগুপ্তের অব্যবহিত পরেই কুমিল্লা থেকে আরম্ভ করে বর্ধমান পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিম-দক্ষিণাঞ্চলের রাজপদ লাভ করেন। এই হিসাবে গোপচন্দ্রের রাজত্বকাল দাঁড়ায় ষষ্ঠ শতকের প্রথম পাদের শেষ দিকে অথবা দ্বিতীয় পাদের প্রথম দিকে—সপ্তম বা অষ্টম শতকে নয়।

বাঙলাদেশের সমসাময়িক ইতিহাস।

এই প্রসঙ্গে তৎকালীন বাঙলাদেশের ইতিহাস আলোচনা করা যেতে পারে। গৌড়-বঙ্গে গুপ্তদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও সমতট-বঙ্গে তাঁদের আধিপত্য তেমন সুপ্রতিষ্ঠিত বোধ হয় ছিলনা। মহারাজ বৈন্যগুপ্তের পরে বোধ হয় তাঁদের অধিকার সমতট-বঙ্গ থেকে লোপ পেয়ে যায়। গৌড়-বঙ্গে অবশ্য ৫৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত (দামোদরপুরলিপি) গুপ্ত-অধিকারের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং খুব সম্ভব ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত গুপ্তরা অথবা তাঁদের সঙ্গে সম্পৃক্ত কেউ উত্তর বঙ্গে রাজত্ব করেন। প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ শশাঙ্কের রাজত্ব শুরু হয় ৬০৬-৭ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল আগে এবং তাঁর মৃত্যু ঘটে ৬৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্বে। ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে য়ুয়ান-চোয়াঙ্ যখন বাঙলাদেশে আসেন, তখন এদেশটা কজঙ্গল, কর্ণ-সুবর্ণ, পুণ্ড্রবর্ধন, তাম্রলিপ্তি

এবং সমতট এ পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। এই সমস্ত জনপদের নৃপতিদের সম্বন্ধে তিনি কোন উল্লেখ করেন নি। তবে এটা ধারণা করা যেতে পারে যে এক সমতট ছাড়া বাকী চারটাতেই খুব সম্ভব শশাঙ্কের আধিপত্য ছিল। শশাঙ্কের পর তাঁর রাজ্য হর্ষবর্ধন ও তাঁর মিত্র কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মার অধিকারে আসে। বাঙ্‌লাদেশের জনপদগুলির বেশীর ভাগই বোধ হয় প্রথমে ভাস্কর বর্মার এবং পরে হর্ষবর্ধনের অধিকারে আসে।

সমতটের সমসাময়িক ইতিহাস।

ঢাকা জিলার আশরাফপুরে প্রাপ্ত দু'খানা তাম্রলিপি এবং চীনা পরিব্রাজক ই-ৎসিঙ্‌ ও সেং-চির ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে সপ্তম শতকের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পাদে খড়্গ বংশের নৃপাধিরাজ খড়্গোদ্যম, জাত খড়্গ, দেবখড়্গ এবং রাজা রাজভট্ট নামে চারজন নৃপতি সমতটে রাজত্ব করেন। এই রাজ বংশ বোধ হয় প্রথম দিকে নামে শশাঙ্কের সামন্ত রাজা ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে এঁরা স্বাধীন নরপতি হিসাবেই রাজত্ব করতেন। সপ্তম শতকে সমতটে একজন অধি মহারাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আর একটি রাজ বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। মহা সামন্ত শিবনাথ, শ্রীনাথ, ভবনাথ এবং লোকনাথ এ বংশেরই চারজন নৃপতি। এই শতকে সমতটে রাতবংশ বলে আরও একটি রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁরা নামে সামন্ত কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন রাজা ছিলেন। শ্রীজীবধারণ রাত, শ্রীশ্রীধারণ রাত এবং যুবরাজ বলধারণ রাত এ বংশেরই রাজা ছিলেন। উয়ান-চোয়াঙ্‌-এর বর্ণনা মতে সপ্তম শতকের প্রথম দিকে মহাপণ্ডিত শীলভদ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক ব্রাহ্মণ রাজ বংশের সমতট-বঙ্গে রাজত্ব করার খবর পাওয়া যায়। এই রাজবংশের উপাধি ছিল খুব সম্ভব ভদ্র। এই প্রসঙ্গে ভাস্কর বর্মা কর্তৃক প্রদত্ত নিধানপুর তাম্রলিপিতে উল্লিখিত সামন্ত রাজা জ্যেষ্ঠ ভদ্রর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ব্রাহ্মণ রাজবংশ খুব সম্ভব উপরে বর্ণিত খড়্গ রাজবংশ কর্তৃক পরাজিত হয়েছিল।

মাৎসন্যায় যুগ।

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর (৬৪৭ খৃষ্টাব্দ) পর থেকে প্রায় শত বৎসর ধরে বাঙ্‌লাদেশে যে অরাজকতা বিদ্যমান ছিল তাকে 'মাৎসন্যায়' যুগ বলা হয়ে থাকে। ভদ্র বংশ, খড়্গ বংশ, লোকনাথের বংশ এবং রাত বংশের অধিনায়কত্বের ফলে সপ্তম শতকে সমতট-বঙ্গে বোধ হয় 'মাৎসন্যায়' তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, যদিও গৌড়বঙ্গ সেই রাহুর গ্রাসের মধ্যেই ছিল। এ অরাজকতার পরিসমাপ্তি ঘটে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পাল বংশের প্রথম নৃপতি গোপালদেবের রাজ্যলাভে।[১]

সমসাময়িক ইতিহাস তারানাথের বর্ণনা।

এই হল তৎকালীন বাঙ্‌লাদেশের মোটামুটি ইতিহাস এবং এই ইতিহাস গ্রন্থ-প্রমাণ ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য তথ্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। এখন দেখা

১। ধর্মপালদেবের খালিমপুর লিপি—গৌড় লেখমালা—অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়।

থাক তারানাথ বর্ণিত চন্দ্রবংশের ৮ জন নৃপতিকে এর মধ্যে কোথায় স্থান দেওয়া যায়। তারানাথ বর্ণিত ৮জন নৃপতির রাজত্বকাল অন্যূন দু'শ বৎসর হবে। আরও যদি কমাতে হয় তবে দেড়শ বৎসরের কমতো কিছুতেই হওয়া সম্ভবপর নয়। চতুর্থ-পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতকে গৌড়-বঙ্গে গুপ্তদের অধিকার, সপ্তম শতকের প্রায় আধাআধি কাল পর্যন্ত সেখানে শশাঙ্ক এবং ভাস্করবর্মা-হর্ষবর্ধনের প্রভুত্ব। হর্ষবর্ধনের পরেই সেখানে 'মাৎসন্যায়' যুগ। আর সারাটা সপ্তম শতক ধরে সমতট-বঙ্গে ভদ্র, খড়্গ, লোকনাথের বংশ এবং রাতবংশের অধিকার। গৌড়-বঙ্গ অথবা সমতট-বঙ্গে সপ্তম শতকে তারানাথ বর্ণিত গোবিন্দচন্দ্র-ললিত চন্দ্রের বংশেব স্থান কোথায়?

তারানাথের মতে এই বংশের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাজা বিগমচন্দ্র এবং কামচন্দ্র হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। হর্ষবর্ধনের আগে গৌড়-বঙ্গে শশাঙ্কের রাজত্ব। শশাঙ্কের সময়ে এবং হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে (অর্থাৎ সপ্তম শতকে) তারানাথ বর্ণিত চন্দ্রবংশের আধিপত্য গৌড়-বঙ্গে থাকতে পারেনা। তার আগেওনা। কারণ তখন গৌড়-বঙ্গে গুপ্তদের অধিকার। সমতট-বঙ্গে যে চন্দ্রদের অধিকার সপ্তম শতকে থাকতে পারেনা, সে কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর গৌড়-বঙ্গে মাৎসন্যায় যুগ। তখন চন্দ্রবংশের অধিকার গৌড়-বঙ্গে থাকে কি করে? তারানাথের বর্ণনাকে যদি একটু খতিয়ে দেখা যায়, তবে গোবিন্দচন্দ্র-ললিত চন্দ্রের রাজত্বকাল দাঁড়াবে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি। অর্থাৎ পুরা মাৎসন্যায় যুগটাই পড়বে চন্দ্রবংশের শেষ পাঁচজন রাজার রাজত্বকালে। অথচ তারানাথ নিজেই বলেছেন চন্দ্রবংশের শেষরাজা ললিতচন্দ্রের রাজত্বের অবসানে 'মাৎসন্যায়' যুগ শুরু হয়। তারানাথের বর্ণনা প্রমাণিত ইতিহাসের সঙ্গে মেলেনা। এর পরেও গোবিন্দচন্দ্র তথা গোপচন্দ্রকে কি করে সপ্তম শতকের নৃপতি বলে ধরা যেতে পারে, সেটাই আশ্চর্যের বিষয়।

**গোপচন্দ্র প্রভৃতিদের রাজত্বকাল ষষ্ঠশতকে হতে পারে।**

বৈন্যগুপ্তের পরে, ষষ্ঠ শতকের প্রথম পাদ থেকে আরম্ভ করে এ শতকের তৃতীয় এমনকি শেষ পাদ পর্যন্ত তারানাথ বর্ণিত গোবিন্দচন্দ্রের (অর্থাৎ গোপচন্দ্রের) বংশের রাজত্ব কাল ধরার একটা ফাঁক পাওয়া যায় সমতট-বঙ্গে (গৌড়-বঙ্গে নয়)। গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং নরেন্দ্রাদিত্য প্রায় ৩৫ বৎসর ধরে রাজত্ব করেন। প্রত্ন-প্রমাণে ধারণা করা হয় যে, এ বংশের আরও কয়েকজন নৃপতি ছিলেন। তাই যদি হয় তবে ষষ্ঠ শতকের শেষ পাদ পর্যন্ত বোধহয় তাঁরা সমতট-বঙ্গে রাজত্ব করেন। এরপরে কিছুতেই হতে পারে না এমনও হতে পারে যে নবম-দশম-একাদশ শতকের সমতট-বঙ্গের চন্দ্র বংশীয় রাজাদের কথা ও তারানাথ ভুল করে বলে থাকতে পারেন। আগেই বলা হয়েছে যে তারানাথের বিবরনীর মধ্যে কিছুটা ঐতিহাসিক সুত্র থাকলেও সত্য তেমন কিছু নেই। তিনি যখন তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন, তখন গুপিচন্দ্রের কাহিনী হিমালয় পার হয়ে তিব্বতে গিয়ে পৌঁছেছে এবং কাহিনীর

মধ্যে জগাখিচুড়ী এবং গাঁজাখুরী অনেক কিছুই বোধহয় ছিল। তারানাথ নিজেও অনেক আজগুবি কাহিনী লিখে গেছেন।[১] ঐতিহাসিক পরম্পরা তাঁর কাছে নিখুঁতভাবে হয়ত পৌঁছেনি। ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের সঙ্গে অনেক কল্পিত ব্যক্তির নামও হয়ত তাঁর সংগ্রহের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। ফলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিয়া তিনি একটা বিরাট জগাখিচুড়ী তৈরী করে দিয়েছেন।

**পুঁথির নায়ক ও রাজা গোপচন্দ্রের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।**

আজগুবি কাহিনীতে পরিপূর্ণ তারানাথের এ বর্ণনাকে ধ্রুব সত্য বলে ধরে নিয়ে গোবিন্দচন্দ্রকে সপ্তম শতকে টেনে এনে রাজা গোপচন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে তাঁকে পুঁথির নায়ক গুপিচন্দ্র বলে ধরে নেওয়াটাকে একটা মস্তবড় ভুল ছাড়া আর কিছুই বলা চলেনা।

তর্কের খাতিরে গোবিন্দ তথা গোপচন্দ্রকে সপ্তম শতকের লোক বলে ধরে নিলেও সমস্যার সমাধান হয় কোথায়? পুঁথির নায়ক গুপিচন্দ্রের সঙ্গে মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কাহ্নুপা, বাইলভাদাই, গাভুরসিদ্ধা প্রভৃতি যে সমস্ত নাথ-সিদ্ধাগণ রয়েছেন, তাঁরাতো সপ্তম শতকের লোক হতে পারেন না। বহুদিনের অনুসন্ধানের পর বহু নির্ভরযোগ্য প্রমাণের সাহায্যে তাঁদের সময় মোটামুটিভাবে নির্ধারিত হয়েছে। তাতে দেখাযায় মীননাথ, কাহ্নুপাদ প্রভৃতি সিদ্ধাগণের আবির্ভাবের কাল দশম একাদশ শতাব্দির আগে নয়। এ সম্পর্কে পরে নাথ-সিদ্ধাগণের জীবনী লেখার সময় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নাথধর্মের সৃষ্টি যে সপ্তম-অষ্টম খৃষ্টাব্দে হতে পারেনা তাও পরে আলোচিত হয়েছে।

**কোন কাহিনীর বহুল প্রচারই ঐতিহাসিকতার একমাত্র মাপ কাঠি নয়।**

কোন কাহিনীর বহুল প্রচারই যদি সে কাহিনীর ঐতিহাসিকতার একমাত্র মাপকাঠি হয় তবে হোমারের ইলিয়াড-ওডিসি, রামায়ণ, মহাভারত, আরব্য উপন্যাস, গাযী কালু, চাম্পাবতী ইত্যাদি ইত্যাদি কাহিনীগুলি সবই ঐতিহাসিক ঘটনা এবং ঐতিহাসিক নায়ক নায়িকা দ্বারা সংঘটিত। ময়নামতি, অদুনা, পদুনা প্রভৃতিদের নামে কোন স্থানের নাম করণই যদি ঐতিহাসিকতার পেছনে প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায় তবে সীতাকুণ্ডে সীতার আগমণ ঘটেছিল, পার্বত্য চট্টগ্রামের রাম পাহাড়ে রাম এসেছিলেন, শাহ্পরীর দ্বীপে পরীদের আস্তানা ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি। বৎসর কয়েক আগে পর্যন্ত উত্তর বঙ্গের লোকেরা বিশ্বাস করতেন যে নওয়াবগঞ্জ থানার (দিনাজপুর জিলার) সীতাকুট নামক স্তুপটাতে সীতার দ্বিতীয়বার বনবাস কালে তাঁর বাসস্থান ছিল। কাছেই করতোয়া নদীর তীরে ছিল বাল্মিকী মুনির তর্পন ঘাট। কাছের দুটি টিলাকে বলা হতো লব-কুশের পাঠশালা। প্রতি বৈশাখে লক্ষ লক্ষ নরনারী তর্পনঘাটে পুণ্যাথে স্নান করত। ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে খনন কার্য চালানোর পর দেখা গেল যেটাকে

---

১। H. B. Vol. I, Page 182.

লোকেরা সীতার বাসস্থান বলে শত শত বৎসর ধরে পুজা করত, তা আদতে একটি অতি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ। এমন দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। অন্য কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ না থাকলে শুধু নামকরণ দ্বারাই সেই স্থানের সঙ্গে ইতিহাসকে জুড়ে দেওয়া যুক্তির দিক দিয়ে বিপদসঙ্কুল ব্যাপাব।

কুমিল্লা সহরের পাঁচমাইল পশ্চিমে অবস্থিত পাহাড়শ্রেণীর উত্তরাংশ ময়নামতী পাহাড় নামে আপাতদৃষ্টিতে ময়নামতীর নামের সঙ্গে সংযুক্ত বলে মনে হয়। দক্ষিণাংশের নাম লালমাই পাহাড়। সেখানকার অদুনা এবং পদুনা মুড়া আপাত দৃষ্টিতে অদুনা-পদুনা রাণীদ্বয়ের নামের সঙ্গে বিজড়িত আছে বলে মনে হয়। রংপুর জিলায় 'ময়নামতীর কোট' বলে একটী প্রচীন ধ্বংসাবশেষ আছে। গ্রীয়ারসন সাহেব এবং বিশ্বেশ্বর বাবু সেটা দেখেছেন এবং আমি নিজেও তা দেখেছি। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে রাজা গুপিচন্দ্রের মাতা ময়নামতীর নামের সঙ্গে এটা জড়িত। সৈয়দপুর থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে 'ফেরুসা' বলে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। আমি সেগ্রামে গিয়েছি এবং সেন আমলের একখানা প্রস্তর মূর্তি উদ্ধার করেছি। রংপুরের গাথা অনুসারে ফেরুসানগর ময়নামতীর পিত্রালয়। অদুনা-পদুনা দীঘির অস্তিত্ব আছে রংপুর জিলায়ও। পার্বতীপুরের কাছেই প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ একটি স্থানকে লোকেরা বলে রাজা হরশ্চিন্দ্রের পাট।

**স্থানের নামকরণ ও ইতিহাস।**

এ সমস্ত স্থান যদি সত্যিই ময়নামতী, অদুনা, পদুনা প্রভৃতিদের নাম থেকে উদ্ভব হয়ে থাকে, তবে মেনে নিতে হবে যে কুমিল্লা থেকে আবম্ভ কবে সুদূর রংপুর-দিনাজপুর পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল গোবিন্দচন্দ্র তথা গোপীচন্দ্রেব অধিকারে ছিল। ষষ্ঠ শতকের গোপচন্দ্র অথবা একাদশ শতকেব গোবিন্দ-চন্দ্রের রাজ্য-সীমা গৌড়-বঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এমন প্রমাণ ইতিহাসে নেই। এ নামের অন্য কোন রাজার বাজ্য সীমা এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই প্রমাণও আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বাজ্য সীমার প্রমাণ পাওয়াতো দূরেব কথা এ নামেব অন্য কোন বাজাবও সন্ধান পাওয়া যায়নি। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে এ সমস্ত ব্যক্তিগণের যদি কোন ঐতিহাসিক ভিত্তিই না থাকে তবে তাদের নামের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে স্থানগুলির নামকরণ হলো কি করে? এ সমস্ত নামকরণের পেছনে একটা কারণ অনুমান করা যায়। কুমিল্লা এবং রংপুর এই উভয় অঞ্চলেই বোধহয় কোন এক সময়ে নাথ সম্প্রদাযেব প্রাধান্য ছিল। এবং তা ঘটেছিল গুপিচন্দ্রের কাহিনী প্রচারিত হবাব বেশ কিছুকাল পরে। নাথ-পন্থীরা হয়ত গুপিদচন্দ্রের কাহিনী সত্য বলেই বিশ্বাস করতেন। হয়ত কেন, তাঁরা যে বিশ্বাস করতেন, এ প্রমান বর্তমান কালের নাথ-পন্থীদের বিশ্বাস দেখেই অনুমান করা যায়। এ সমস্ত নাথ-পন্থীরা হয়ত নিজ নিজ এলাকায় কাহিনীর স্থান নির্দেশ করে গিয়েছিলেন আরও একটা সরল বিশ্বাসে।

গুপিচন্দ্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি হতে পারেন।

হয়ত গুপিচন্দ্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি। গুপি, গুফি, গুবি, গোপী, গুপী অথবা গোবিন্দচন্দ্র বলে কোন ছোটখাট সামন্ত রাজা বাঙলাদেশের কোথাও হয়ত রাজত্ব করতেন। তিনি হয়ত পুঁথির বর্ণনা মত রাজ্যপাট ছেড়েদিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যান এবং তাঁর সন্ন্যাসী হওয়াকে কেন্দ্র করে এক করুণ কাহিনী গড়ে উঠে। নাথধর্মের বিস্তারের সঙ্গে সারা উপমহাদেশে সে কাহিনী ছড়িয়ে পড়ে। সত্য হোক মিথ্যা হোক, কোন কাহিনী ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া এদেশে খুব কঠিন ব্যাপার নয়। এ ছড়িয়ে পড়ার সময় মূল কাহিনীর সঙ্গে এমন সব নূতন বস্তুর সংযোজন হয় যাতে করে আসল বস্তুর রূপটার আমূল পরিবর্তন ঘটে। ফলে আসল ঘটনার সঙ্গে নানারকম অলৌকিক এবং অবান্তর ঘটনার সমাবেশ ঘটে এবং গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, ময়নামতী প্রভৃতি চরিত্রগুলি অতিমানুষের রূপে ভক্তদের কাছে ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধার পাত্র হিসাবে পরিগণিত হয়। গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস ধর্মের প্রকৃত ঘটনাটিও যে অবিকৃত অবস্থায় ছিলনা, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই তরুণ নৃপতির এই আত্মত্যাগের কাহিনী উপমহাদেশে সর্বত্র জনমনে গভীর রেখাপাত করেছিল এবং নাথ-ধর্মের প্রতি ভক্তদের ভক্তি-বিশ্বাসের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভক্তরা হয়ত সরলমনেই বিশ্বাস করত যে গুপিচন্দ্র বলে সত্যসত্যই একজন নৃপতি ছিলেন। আজও অনেক নাথ-পন্থীরা সে বিশ্বাসে অটল। পরবর্তীকালে পণ্ডিতেরা এ নামের অন্য কোন নৃপতির সন্ধান না পেয়ে ষষ্ঠশতকের গোপচন্দ্র অথবা একাদশ শতকের গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে একটা সমন্বয় করার চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ প্রচেষ্টা সফলকাম হতে পারেনি। পুঁথির নায়ক আর যে কেউ হোন না কেন, তিনি যে ষষ্ঠ শতকের গোপচন্দ্র অথবা একাদশ শতকের গোবিন্দ চন্দ্র নন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

সমতট-বঙ্গের চন্দ্ররাজবংশের গোবিন্দচন্দ্রের পরে এ বংশের আর কোন নৃপতির সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। হয়ত বর্মন-রাজবংশের অভ্যুত্থানের ফলে এই রাজবংশের বিলুপ্তি ঘটেছিল। বর্মন রাজারা খুব সম্ভব বিক্রমপুরেই তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। সমতট-বঙ্গের পাটিকারা-মেহেরকুল অঞ্চলে হয়ত গুপিচন্দ্র বলে কোন সামন্ত রাজা রাজত্ব করতেন সেন-বর্মন আমলে অথবা কিছুকাল পরে। তাঁর পিতার নাম মানিকচন্দ্র এবং মাতার নাম ময়নামতী হওয়াও বিচিত্র নয়। কুমিল্লার ময়নামতি-লালমাই অঞ্চলে হয়ত তাঁর রাজধানী ছিল। মাতা ময়নামতীর নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে লালমাই (লালম্ভ) পাহাড়ের উত্তারাংশ (সেখানেই বোধহয় গুপিচন্দ্রের রাজধানী ছিল) ময়নামতী পাহাড় নামে অভিহিত হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু সেই গুপিচন্দ্র রাজার প্রকৃত পরিচয় আজও আমাদের কাছে এসে পৌছেনি। তিনি চন্দ্র-বংশের রাজা নন, একথা যেমন বলা যায়না তিনি এ বংশের রাজা তা বলার উপায়ও আমাদের নেই। ময়নামতী-লালমাই পাহাড়ের খনন কার্য শেষ হলে

হয়ত এঁদের সম্বন্ধে কোন প্রত্ন-প্রমাণ পাওয়া যেতেও পারে। যে পর্যন্ত না কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, সে পর্যন্ত পুঁথির নায়ক রাজা 'গুপিচন্দ্রকে' ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে জোর করে প্রমাণ কবাব চেষ্টা থেকে বিরত থাকাই সমীচীন হবে।

উপসংহার।

গুপীচন্দ্রের কাহিনী যদি কোন ঐতিহাসিক ঘটনা ভিত্তিক হয়েও থাকে (এবং তা হওয়ার পক্ষে কিছু কিছু উপকরণও পাওয়া যায়) লামা তারানাথের কাছে যখন প্রকৃত ঘটনার বহু শতাব্দি পরে তা পেঁাছে তখন পলিমাটি পড়া নুতন চবের মত সত্যেব সঙ্গে অসত্যের পরিমাণই তাতে বেশী সঞ্চিত হয়। তারানাথের কাছে আসল ঐতিহাসিক সত্যটাও জানা সহজসাধ্য ছিলনা। তাই গুপীচন্দ্র নামক এক রাজার সন্ধান পেয়ে তিনি হয়ত তাঁকে চন্দ্র বংশের রাজা বলে ধরে নিয়ে ছিলেন। তারানাথেব উপর ভিত্তি কবে আমরাও শতশত বৎসর ধরে পুঁথিব নায়ককে কোন না কোন বাজবংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে তাঁকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে প্রমাণ কবাব জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। আজ যখন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সত্য ধরা পড়েছে তখন পুঁথির নায়ক 'গুপিচন্দ্রকে' ষষ্ঠ শতকে রাজা গোপচন্দ্র অথবা একাদশ শতকেব গোবিন্দচন্দ্র বলে ধবে নেওয়াব পেছনে আব কোন যুক্তিই থাকতে পাবে না।

## কয়েকটি উল্লেখযোগ্য স্থান।

ময়নামতী পাহাড়ের অবস্থান।

**ময়নামতীঃ**—কুমিল্লা সহরের প্রায় পাঁচ মাইল পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি লাল মাটির যে সরু এবং অনুচচ পাহাড় শ্রেণী আছে তার উত্তারংশকে ময়নামতী এবং দক্ষিণাংশকে লালমাই পাহাড় বলা হয়। সমগ্র পাহাড়ী অঞ্চলটা লম্বায় প্রায় ১১ মাইল এবং পাশে আধ মাইল থেকে দেড় মাইল। বিগত মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত সমুদয় পাহাড়ী অঞ্চলটা প্রাচীন ইটে পরিপূণ ছিল। আমি বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পেয়েছি যে মহাযুদ্ধের সময়ে নির্মিত কুমিল্লা বিমান বন্দরের অধিকাংশ ইট লালমাই-ময়নামতী অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়।

কুমিল্লা-দাউদকান্দী সড়কের দক্ষিণ-দিকের কিছু অংশ এবং উত্তব দিকের সমগ্র পাহাড়ী অঞ্চল নিয়ে ময়নামতী পাহাড়। এ পাহাড়ের অনেকগুলি টিলা প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত আছে বলে চমকপ্রদ জন-প্রবাদ আছে। এসব টিলার মধ্যে রাণীর বাঙ্লার পাহাড়, বর্তমান সেনানিবাসের হাসপাতালের পাহাড়, আনন্দরাজার বাড়ী ইত্যাদি টিলাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেক টিলাতে মাটির নীচে প্রাচীন আমলের প্রচুর ইট দেখা যায়। রাণীর বাঙ্লার পাহাড়ে প্রত্ন-তত্ব বিভাগ কর্তৃক সামান্য খনন কার্য করার ফলে দেখা গেছে এই সুবৃহৎ টিলার সর্বত্র প্রাচীন ইটে পরিপূণ। খনন-কার্য সম্পণ হলে হয়ত অনেক রহস্যই উদ্ঘাটিত হবে।

জন-প্রবাদ।

রাণীর বাঙ্লার টিলার সামান্য কিছু দূরে পূর্ব দিকে তিনপাড় বিশিষ্ট একটা বিরাট জলাশয়ের চিহ্ন আছে। লোকে বলে 'দেও' দীঘি। কেউ কেউ বলে 'সাগর' দীঘি। প্রকৃত নাম দেব দীঘি। এ দীঘি নিয়ে একটি চমৎকার লোক-প্রবাদ আছে। প্রবাদ অনুসারে লালমতী ও ময়নামতী নামে এক রাজার দুই কন্যা ছিল। লালমতীর নামানুসারে দক্ষিণাঞ্চলের নাম হয় লালমাই পাহাড় আর উত্তরাঞ্চলের নাম হয় ময়নামতী পাহাড়। যোগ-সিদ্ধা ময়নামতী সাধন-ভজনে লিপ্ত হয়ে চির কুমারী থাকার মনস্থ করেন। কিন্তু এক 'দেও' অর্থাৎ দৈত্য ময়নার অসাধারণ রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলে দৈত্যের ভয়ে ময়না এক কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি দৈত্যকে বলেন যে সে যদি এক রাত্রির মধ্যে 'মুরগের ডাকের আগে' এক মাইল দৈর্ঘ ও প্রস্থ বিশিষ্ট এক দীঘি খনন করে দিতে পারে তবে তিনি 'দেওকে' বিবাহ করবেন। আর সে যদি এ কার্যে বিফল হয় তবে তাকে এ-অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে হবে। শর্ত মেনে নিয়ে দৈত্য কাজ শুরু করে দেয় এবং রাত্রি আড়াই প্রহরের মধ্যে দীঘির কাজ প্রায় সমাপ্ত করে তিন-পাড় বেঁধে ফেলে। আতঙ্কিতা ময়না তখন যোগ সাধনের ফলে মোরগের রূপ ধারণ করে ছলনা করে মোরগের ডাক ডাকতে আরম্ভ করেন। শর্ত ভঙ্গ হয়েছে দেখে দৈত্য হতাশ হয়ে অসামপ্ত কাজ ফেলে রেখে চিরতরে এস্থান ত্যাগ করে চলে যায়। ছলনা করে দৈত্যকে ঠকাবার ফলে অসামাপ্ত চতুর্থ পাড় কেউ আব বাঁধতে পারেনি। তাই 'দেও' দীঘি আজও তিন পাড় বিশিষ্ট।

দেব দিঘী।

দেব দীঘি আজ মরে গিয়েছে। মাঝখানের সামান্য নিম্নভূমি ছাড়া বাকীটা চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে দেব উপাধিধারী অথবা দেব-বংশীয় কোন নৃপতি বোধ হয় এ দীঘি খনন করান। লোক প্রবাদে মুখরিত চতুথ পাড়টি বোধ হয় কোন এক সময়ে গোমতী বা মেঘনার খরস্রোতে হারিয়ে গেছে। ফলে পলিমাটি পড়ে দীঘির অস্তিত্বও নষ্ট হয়ে গেছে। এত বড় দীঘি এ অঞ্চলে আর কোথাও নেই।

পাহাড়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে জন-প্রবাদ।

**লালমাই**-ময়নামতী পাহাড়ের উৎপত্তি নিয়ে একটি মুখরোচক জন-প্রবাদ আছে। রাম-রাবণের যুদ্ধে আহত লক্ষণকে নিরাময় করার একমাত্র ঔষধ বিশল্যকরণী গুল্ম হিমালয় থেকে আনতে গিয়ে পবন-নন্দন হনুমান আস্ত গন্ধ-মাদন পর্বতটাকে কাঁধে করে নিয়ে আসার ফলে লক্ষণ রোগমুক্ত হলেন। গন্ধ-মাদনকে যথাস্থানে ফিরিয়ে নেবার সময় হনুমানের সামান্যতম অসাবধানতার ফলে পথিমধ্যে কণিকাবৎ ছোট এক টুকরা পাহাড় বিচ্যুত হয়ে গেল গন্ধ-মাদন থেকে এবং তা আবর্তিত হতে হতে উত্তর দক্ষিণে এগার-বার মাইল লম্বালম্বি হয়ে পড়ল লম্লম্ সাগরের তীরে। নাম হলো লালমাই পাহাড়।

পাহাড়ের সংলগ্ন নিম্নভূমিকে লোকেরা আজও লম্‌লম্‌ সাগর বলে। দশম খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শ্রীচন্দ্রদেবের পশ্চিমভাগ তাম্রশাসনে সমতটের লালম্ভি বা লালম্বি বনে স্নায়ুবিক দৌর্বল্যে আক্রান্ত রোগীদের অমোঘ ঔষধ পাওয়া যায় বলে এক উক্তি আছে। তাম্রলিপির 'লালম্ভি বন' এবং বর্তমান লালমাই পাহাড় যে অভিন্ন তা ধারণা করা যেতে পারে। পরে এ সম্পর্কে বিস্তাবিত আলোচনা করা হয়েছে। লালম্ভি।

রাণীর বাঙুলা (পার্বত্য ত্রিপুরার কোন রাজ মহিষীর জন্য নির্মিত এক গৃহ) যে পাহাড়ে অবস্থিত তা নিয়েও একটি জন-প্রবাদ আছে। এখানেই নাকি ছিল ময়নামতীর বাসস্থান। প্রবাদ অনুসারে ময়নামতী এক রাজার কন্যা। কোন্‌ রাজার কন্যা কেউ বলতে পারেনা। ভানুমতী তাঁর অপর সহোদরা। ময়নার নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম ময়নামতী আর প্রায় মাইল দেড়েক দূরে গোমতীর অপর পাড়ে ভানুমতীর নামানুসারে ভান্‌তী গ্রাম এবং সেখানেই ভানুমতীর নিবাস। ভগ্নীদ্বয়ের মোলাকাতের সুবিধার জন্য এক বিরাট সড়ক নির্মাণ করা হয়। গোমতীর অপর পাড়ে একটি প্রাচীন সড়কের চিহ্ন আজও বিদ্যমান আছে। লোকে বলে 'দুই সহোদরার সড়ক'। ময়নামতী ও ভানুমতী।

প্রবাদ অনুসারে ময়নামতীর বিয়ে হয় বিদেশী এক বণিকের সঙ্গে এবং উক্ত বণিক খুব সম্ভব গৃহ-জামাতা হিসাবে এখানে অবস্থান করেন। 'গোপী-চাঁদ' নামে তাদের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 'গোপীচাঁদ' প্রথমে বিয়ে করেন মাদ্রাজ অঞ্চলে কিন্তু স্ত্রী পিত্রালয় ত্যাগ করতে নারায হলে মাতৃভক্ত গোপীচাঁদ শ্বশুরালয় ত্যাগ করে স্বগৃহে ফিরে এসে ময়নামতী পাহাড়ের এক মাইল উত্তরে অবস্থিত 'দেবপুরের' দেবরাজের চার সহোদরাকে এক সঙ্গে বিয়ে করেন। শ্বশুরালয়ে গমনাগমনের সুবিধার্থে এক বিরাট সড়কও নির্মাণ করেন। ঐ অঞ্চলে একটি সুবৃহৎ প্রাচীন রাস্তার চিহ্ন আজও দেখা যায়। লোকে বলে 'ষোল ঘোড়ার সড়ক'। দেবপুর গ্রামের পঞ্চবটি নামক স্থানে কিছু প্রাচীন কীর্তির ভগ্নাবশেষ এখনও টিকে আছে। গোপীচাঁদ সম্পর্কে জন-প্রবাদ।

কথিত এবং লিখিত অনেক উপাখ্যান ময়নামতী সম্পর্কে পাওয়া যায়। পরস্পর বিরোধী এসব কাহিনীর সঠিক ঐতিহাসিক মূল্যায়ন কঠিন ব্যাপার। ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে ১২২০ খৃষ্টাব্দের রণবঙ্কমল্ল হরিকেল দেবের তাম্রশাসন অথবা তারও পরের ১২৩৪ খৃষ্টাব্দের রাজা দামোদর দেবের তাম্র-শাসন পর্যন্ত সমতট অঞ্চলের যে সমস্ত প্রত্ন-প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে ময়নামতী বলে কোন মহিলা অথবা ময়নামতী-সুত গুপিচন্দ্র বা গোপীচাঁদ বা গোবিন্দচন্দ্র বলে কোন নৃপতির সন্ধান পাওয়া যায়না। কাহিনীর ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এঁরা যদি ঐতিহাসক ব্যক্তি হন এবং সমতট অঞ্চলই যদি এঁদের আবাস-ভূমি বলে বিবেচিত হয় তবে লড়হ চন্দ্রের পুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্রের পরবর্তী লোক জন-প্রবাদ ও ইতি-হাস।

হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এমত গ্রহণ করলে গোবিন্দচন্দ্রও দামোদর দেব-বীরধর দেবের সময়ের মাঝে কোন এক সময়ে তাঁদের আবির্ভাব হয়ত ঘটে। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়ীপা, কানু পাদ প্রভৃতিদের আবির্ভাবের কাল দেখে মনে হয় (অবশ্য গুপিচন্দ্রের কাহিনীর সঙ্গে এঁদের যোগসূত্রের পেছনে যদি কোন সত্য থাকে) রণবঙ্কমল্লদেব অথবা দামোদর দেবের পরে ময়নামতী এবং গুপিচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটতে পারেনা।

উপসংহার।

ময়নামতী নামক একজন মহিলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। অথচ রাজ মহিষী এবং পরে রাজমাতা হিসাবে তাঁর সম্পর্কে কাহিনীর অন্ত নেই এবং একটা গোটা পাহাড়ী অঞ্চল তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত। সীতাকুণ্ড, সীতাকুট বিহার, শাহপরীর দ্বীপ প্রভৃতি স্থানের নামকরণের মত এই নামকরণও কল্পনা ভিত্তিক হতে পারে। যদি তাই হয় তবে এটা কবে ঘটেছিল, তা'ও বিবেচনার বিষয়। মেহেরকুল নাম বোধ হয় মুসলমান আমলের সৃষ্টি। ময়নামতী নাম মেহেরকুল নামের আগে হযেছিল কি পরে হয়েছিল তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন।

লালমাই পাহাড়ের বর্ণনা।

**লালমাই**ঃ—লালমাই পাহাড়ের আরম্ভ কুমিল্লা-দাউদকান্দি সড়কের কিছু দক্ষিণ থেকে এবং বিস্তৃতি দক্ষিণে সুদূর চণ্ডীমুড়া পর্যন্ত। চার পত্র মুড়া, কুটিলামুড়া, অদুনা-পদুনা মুড়া, খিলামুড়া, পাক্কা মুড়া, বৈরাগী মুড়া, রূপবান কন্যার মুড়া, বলাগাজি মুড়া, আনন্দ রাজার বাড়ী (ময়নামতী পাহাড়েও আনন্দ রাজার বাড়ীর কথা আছে), ভোজ রাজার বাড়ী, রাণীর বাড়ী, শালবান রাজার বাড়ী, কোট বাড়ী (কুটবাড়ী), উজিরপুরা পাহাড়, চণ্ডীমুড়া প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত এবং প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ বহুটিলা লালমাই পাহাড়ে আছে লালমাই পাহাড় এবং সংলগ্ন এলাকায় বহু প্রাচীন দীঘি আছে। দ্বিতীয়ার দীঘি, সঙ্গু দীঘি, নহীর দীঘি, জয়ঠমের দীঘি, হবলুয়া দীঘি, লালদীঘি, ভোজ রাজার দীঘি, আনন্দ রাজার দীঘি, শালবান রাজার দীঘি, পদুয়ার দীঘি, ধৈন্যাখোলার দীঘি এ অঞ্চলের অসংখ্য দীঘি-পুষ্করিণীর মধ্যে কয়েকটি। সঙ্গু দীঘি আয়তনে কুমিল্লা ধর্ম সাগর থেকে অনেক বড় আর ধৈন্যাখোলার দীঘি সঙ্গু দীঘির চেয়েও বড়। রাজার খোলা, ধৈন্যাখোলা, হাতীগাড়া, হাতীলোয়া, জয়কান্তা বা জয়কার্মান্তা, জলম (প্রাচীন জয়লন্ত?) ফুলহরিয়া (প্রাচীন ফুল্লহড়ি?) প্রভৃতি নামগুলি প্রাচীন ঐতিহ্যের নির্দেশক।

শালবান বিহার।

আগেকার দিনে যে টিলাটিকে শালবান রাজার বাড়ী বলে অভিহিত করা হত, খনন কার্যের ফলে সেখানে এক প্রাচীন এবং বিরাট বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। 'শালবান' বিহার পুরাকীর্তি হিসাবে আজ বিশ্বের কাছে সুপরিচিত। চারপত্র মুড়া ও চণ্ডিমুড়াও কম পরিচিত নয়। 'পটিকেরার চুণ্ডা মূর্তিকে' নিয়ে পাশ্চাত্যের বহু পণ্ডিত গবেষণা করেছেন। এ সমস্ত

উদ্ধার প্রাপ্ত কীর্তি ছাড়াও যে সমস্ত অনাবিষ্কৃত কীর্তির ধ্বংসাবশেষ লালমাই অঞ্চলের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, সেগুলির উদ্ধার কার্য সমাপ্ত হলে এদেশের ইতিহাসকে হয়ত নূতন করে লিখতে হবে।

চন্দ্রবংশ ও রুহিত গিরি।

কুমিল্লা অঞ্চলের ছেলে-বুড়া প্রত্যেকের মুখেই একটা জনশ্রুতি শুনা যায় যে ময়নামতী-লালমাই অঞ্চলে একাধিক্রমে উনশত অর্থাৎ নিরানব্বই জন রাজা রাজত্ব করেন। এ জনশ্রুতির পেছনে কতখানি সত্য আছে, তা নির্ধারণ করা কঠিন ব্যাপার। তবে একথা সত্য যে শত শত বৎসর ধরে অসংখ্য রাজন্যবর্গ এখানে রাজত্ব করেছিলেন। ষষ্ঠ শতক থেকে আরম্ভ করে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত অনেক রাজা ও রাজবংশের প্রত্ন-প্রমাণ তো পাওয়াই গেছে। ভবিষ্যতে আরও প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী এস্থান পরিদর্শন করে ধারণা করেন যে প্রাচীন পট্টিকেরা নগরী এখানেই অবস্থিত ছিল। চন্দ্র-রাজ বংশের প্রথম নৃপতি পূর্ণচন্দ্রের পরিচয়ে জানা যায় যে তিনি 'রুহিত গিরিভুজ' অর্থাৎ লালমাটির পাহাড়ের রাজা ছিলেন। ভট্টশালী এই 'রুহিত গিরিকে' লালমাই পাহাড় মনে করে এস্থানকে চন্দ্র-রাজবংশের আদি নিবাসস্থান বলে ধরে নিয়েছিলেন। বিকল্প প্রমাণের অভাবে ভট্টশালীর এ-মতকে অনেকেই মেনে নিয়েছিলেন। ইদানিং অধ্যাপক আহম্মদ হাসান দানী মহারাজ শ্রীচন্দ্রের পশ্চিমভাগ (শ্রীহট্ট জিলার) তাম্রশাসনে বর্ণিত মহারাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্র কর্তৃক সমতটের লালম্বি বা লালম্বি বন অধিকারের বর্ণনার উপর ভিত্তি করে ভট্টশালীর মতের নির্ভুলতা সম্পর্কে আপত্তি তুলেছেন।[১] পশ্চিমভাগ তাম্রলিপিতে আছে:

পশ্চিম ভাগ তাম্র-লিপি।

"In consequence of the strange news of the Kambhoja, the new comers to this illustrious Capital, like the venerable mountain in the waters of Kshirode (sea) were struck with wonders, whose soldiers conquerred Samatata where was situated the forest of Lalamvi traditionally said to have been filled with sure medicinal herbs sought for by hundreds of persons suffering from morbid affection of the nervous system".

অনুবাদ: ক্ষীরোদ সাগরে পবিত্র (মন্দার) পর্বতের অবস্থিতির ন্যায় তাঁর সুবিখ্যাত রাজধানীতে কম্বোজদের নব আগমন এবং তাদের সম্পর্কে আশ্চর্য-জনক বার্তা শ্রবণে (তিনি) আশ্চর্যান্বিত হন; তাঁর সৈন্যগণ সমতট অধিকার করে। সমতটে লালম্বি বনের অবস্থান। লালম্বি বন যুগ-যুগ ধরে স্নায়বিক ব্যাধিতে আক্রান্ত শত শত লোকের কাছে তাদের রোগ উপশমের অমোঘ ঔষধের আধার রূপে পরিচিত ছিল।

1. Mainamati Copper plates—Prof. A. H. Dani—Pakistan Archaeology No. 3, 1966.

রুহিত গিরির অবস্থান।

এই উক্তির উপর ভিত্তি করে অধ্যাপক দানী মনে করেন যে, লালমাই পাহাড়কে 'রুহিত গিরি' বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে না। লালমাই অঞ্চল যদি সত্য সত্যই চন্দ্রদের আদি নিবাস-স্থল হত তবে ত্রৈলোক্যচন্দ্র কর্তৃক এস্থান অধিকারের প্রশ্ন উঠে না। সমতট অঞ্চলের লালম্ভি যে লালমাই তা সহজেই অনুমান করা যায়। অবশ্য কিছুকাল আগে পর্যন্ত পার্বত্য-ত্রিপুরার উদয়পুর শহর 'রাঙ্গামাটি' নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু সেই রাঙ্গামাটি বোধ হয় লালম্ভি নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি সহরে লালমাটির একান্ত অভাব এবং সহরটিও খুব প্রাচীন নয়। খুব সম্ভব সেটিও লালম্ভি নয়। বর্তমান লালমাই-ময়নামতী পাহাড় যদি লালম্ভি হয় তবে রুহিত গিরির সন্ধান অন্যত্র করতে হবে। অধ্যাপক দানী আরও দক্ষিণে এমনকি সুদূর আরাকানের সীমানা পর্যন্ত রুহিত-গিরির সন্ধানে যেতে চান। দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে চন্দ্র-রাজবংশের আদি নিবাস-স্থলের সঙ্গে জড়িত রুহিতগিরির সন্ধান মিলতেও পারে। ঢাকা-ময়মনসিংহ জেলার ভাওয়াল-মধুপুর অঞ্চলও লালমাটির দেশ এবং ছোট-খাট পাহাড়ের অস্তিত্বও এখানে সেখানে আছে। কে জানে সেখানেই চন্দ্রবংশের আদি নিবাস ছিল কি না।

মধুপুর অঞ্চলে অনেক প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গেছে। এক কৃষক বর্ষাকালে ঘাস কাটতে গিয়ে নাকি এক ধ্বসে পড়া টিলা থেকে অনেক প্রাচীন মুদ্রা পায়। ডিষ্ট্রিক্ট গেযেটিয়ারের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ আশরাফ সিদ্দিকী আমাকে এ খবর দিয়েছেন। মুদ্রাগুলির সন্ধান পাওয়া যায়নি। কিন্তু সম্প্রতি সেখানে নাকি জোরালো দাবী উঠেছে যে এ অঞ্চলে প্রাচীন চন্দ্রবংশীয় রাজাদের আদি নিবাস ছিল এবং সেখানে নাকি এই দাবীতে একখানা পুস্তকও লেখা হয়েছে।

শ্রী পট্টিকেরকের অবস্থান।

**পট্টিকেরক বা পাটিকারাঃ**—রুহিতগিরি যেখানেই হোক না কেন, পট্টিকেরক বা পাটিকারার অবস্থানের সঙ্গে এর কোন বিরোধ আছে বলে মনে হয়না। বিভিন্ন তাম্রশাসনে দেখা যায় চন্দ্রবংশীয় নৃপতিদের সদর দফ্তর (জয়স্কন্ধবার) ছিল শ্রীবিক্রমপুরে। শ্রীবিক্রমপুর যে ঢাকা জিলার মুন্সীগঞ্জ শহরের নিকটবর্তী ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে। চারপত্র মুড়াতে প্রাপ্ত শ্রী লড়হচন্দ্র দেবের দুইখানা তাম্রশাসনে প্রদত্ত ভূমির অবস্থান দেখা যায় পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তঃপাতী, সমতট মণ্ডলের অন্তর্গত, পেরণতন বিষয়ের অধীনে শ্রী পট্টিকেরক নামক স্থানে। এতে মনে হয় শ্রীপট্টিকেরক ভুক্তি, মণ্ডল, অথবা বিষয় ছিলনা। খুব সম্ভব পট্টিকেরক ছিল শ্রী মণ্ডিত এক সমৃদ্ধ নগরী এবং তা ছিল সমতটে। ফুল্লহড়, দোল্লবাইক, গুপ্তিনাথন, জয়লন্ত ইত্যাদি নামে বিভিন্ন গ্রাম, ধৃতিপর নামে এক হাট এবং বুড়িগাঙ্গিনী নামক এক নদী শ্রীপট্টিকেরককের কাছাকাছি ছিল। বর্তমান ফুলহারিয়া গ্রামকে প্রাচীন ফুল্লহড়, বর্তমান জলম গ্রামকে প্রাচীন জয়লন্ত বলে ধরা যেতে পারে। এই দুইটি গ্রাম লালমাই

অঞ্চলের নিকটবর্তী। ধিতপুরা হাটকে প্রাচীন ধৃতিপুর হাট বলে ধরা যেতে পারে। এ হাটও লালমাই থেকে খুব বেশী দূরে নয়। ময়নামতী থেকে মাইল পনের দূরে দেবীদ্বারের কাছাকাছি গোমতী নদীথেকে একটি ছোট শাখা নদী উত্তর মুখে প্রবাহিত হয়ে নবীনগরের কাছে তিতাসে মিশে গেছে। এই নদীর নাম বুড়ীগঙ্গা। বুড়ীগঙ্গা নামে আর কোন নদীর নাম কুমিল্লা জেলায় একালে পাওয়া যায়না। খুব সম্ভব রাজা লড়হচন্দ্রের সময় বর্তমান বুড়ীগঙ্গা নদীর প্রবাহ শ্রীপট্টিকেরকের নিকটবর্তী ছিল। প্রায় সহস্র বৎসর আগেকার প্রবাহের ধারা আজিকার জলস্রোত দেখে অনুমান করা কঠিন। উপরে বর্ণিত প্রমাণগুলি থেকে শ্রীপট্টিকেরকের অবস্থান অনুমান করা খুব কঠিন মনে হয়না। খুব সম্ভব পট্টিকেরক বা পাটীকারা বর্তমান ময়নামতী-লালমাই অঞ্চলেই ছিল।

লালমাই-ময়নামতী পাহাড় ও শ্রীপট্টিকেরক।

চান্দিনা-বড়কামতা পর্যন্ত লালমাই পাহাড়ের পশ্চিমাঞ্চল পাইটকারা বা পাটিকারা পরগণা নামে আধুনিক কালে পরিচিত। বাঙলাদেশের পূর্বাঞ্চলে পাটিকারা নামে অন্য কোন উল্লেখযোগ্য স্থান নেই। চট্টগ্রাম জিলায় পটিয়া বলে এক স্থানের নাম আছে। কিন্তু সেখানে এমন কোন প্রাচীনত্বের নিদর্শন নেই যার বলে পটিয়াকে পাটিকারা বলে ধরা যেতে পারে। লালমাই থেকে সুদূর টেকনাফ পর্যন্ত প্রায় সমগ্র অঞ্চলটা আমি বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। কোন কোন স্থানে প্রাচীন কীর্তির কিছুকিছু চিহ্নও দেখতে পেয়েছি। প্রাচীন বৌদ্ধ অথবা হিন্দু আমলের পুরাকীর্তির বিশেষ কোন ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর না হলেও বিরাট বিরাট দীঘি পুষ্করিণী অনেক দেখতে পেয়েছি। কিন্তু সেগুলির বয়স নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। লালমাই-ময়নামতী অঞ্চলের ধ্বংসাবশেষ যে বিরাট ঐতিহ্যের সম্ভাবনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় সে তুলনায় দক্ষিণাঞ্চলের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রাচীন কীর্তির চিহ্নগুলি কিছুই নয়। এ সমস্ত কারণে পট্টিকেরকের অবস্থান দক্ষিণাঞ্চলে খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন বলে মনে হয়। আর সমতট মণ্ডল বা রাজ্যের বাইরে পট্টিকেরক যে থাকতে পারেনা এটা তো তাম্রলিপিরই কথা। কুমিল্লা জিলার দক্ষিণাঞ্চল অথবা বড় জোর ফেনী নদী পর্যন্ত সমতট মণ্ডলের দক্ষিণ সীমাকে ধরা যেতে পারে। এর দক্ষিণে পট্টিকেরকের সন্ধান করতে যাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। অবশ্য চান্দিনা--বড়কামতার একটা দাবী এখানে উঠতে পারে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি যার বলে পট্টিকেরককে সেখানে ঠেলে দেওয়া যায়। উপসংহারে এটুকু বলা যেতে পারে যে ময়নামতী--লালমাই পাহাড়ে পট্টিকেরকের অবস্থান সম্পর্কে ভট্টশালী যে ধারণা করেছিলেন তা রদ করার মত বিকল্প প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি এবং যাবে বলেও মনে হয় না।

**মেহেরকুল বা মকুলঃ-** সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন সেন কর্তৃক সম্পাদিত 'রাজমালাতে' আছে,-

হীবাবন্ত খাঁ নামে বঙ্গেব চৌধুবী।
লুটিল তাহাব বাজ্য বীবধর্ম স্মরি॥
হীবা আদি নববত্ন ভবিয়া নৌকায়।
বৎসবান্তে এক নৌকা গৌড়েতে যোগায়॥
এক নৌকা ভেটি সেযে পায় মেহেরকুল।
লুটিল তাহাব বাজ্য সে হইছে ব্যাকুল॥
এসব বৃত্তান্ত সেযে গৌড়েতে কহিল।
বাঙ্গামাটি যুঝিবাবে গৌড় সৈন্য আইল—৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা।

বাজমালাব বর্ণনা।

উপবেব উদ্ধৃতিব থেকে মনে হয় হীবাবন্ত খাঁ নামে এক জমিদাব বৎসবে এক নৌকা বোঝাই বত্নেব বিনিময়ে গৌড়েশ্বরেব কাছ থেকে মেহেবকুলেব (প্রদেশেব) অধিকাব প্রাপ্ত হন। ত্রিপুবাব মহাবাজা (ছেংথুম ফা) মেহেবকুল লুণ্ঠন কবেন। গৌড়েশ্বরেব সঙ্গে এ নিয়ে যুদ্ধ বাধে। বাজমালাব পরবর্তী বর্ণনায় যুদ্ধে ত্রিপুবা-সৈন্যেব জয়লাভেব কথা আছে।

সম্পাদকেব মতে চতুর্দশ শতকেব ত্রিপুবাব মহাবাজা ধর্ম মানিক্যেব সময় বাজমালা বচিত হয়। এই উক্তি যদি সত্য হয় তবে বলতে হবে মেহের বা মেহারকুল সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ এখানে আছে। এব আগে কোন তাম্র শাসন, গ্রন্থ বা অন্য কোন দলীলে মেহেবকুল সম্পর্কে কোন উক্তি আছে বলে জানা নেই। সমতটেব বিভিন্ন বাজবংশেব কোন কোন তাম্রশাসনে শ্রীপট্টিকেব-কেব উল্লেখ আছে কিন্তু মেহেব বা মেহাবকুলেব উল্লেখ কোথাও নেই।

মুসলমান শক্তিব সঙ্গে ত্রিপুবা বাজেব প্রথম সংঘর্ষ।

বাংলাদেশেব ইতিহাসে সোনাব গাঁয়েব অধিপতি মঘীস উদ্দিন তুঘরলেব (১২৬৮-৮১ খৃঃ) আগে মুসলমান শক্তিব সঙ্গে ত্রিপুবাব মহাবাজাব সংঘর্ষেব কোন প্রমাণ নেই। কোন সম্ভাবনা ছিল বলেও মনে হয়না। লক্ষ্মণ সেন, তাঁব পুত্রদ্বয় কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেন প্রায় ১২৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিক্রমপুরে তথা পূর্ববঙ্গে বাজত্ব কবেন। তাঁদেব বাজত্বকাল পর্যন্ত যে মুসলমান শক্তি বিক্রমপুব পর্যন্ত পৌঁছেনি, তা ঐতিহাসিক সত্য। 'হিষ্ট্রী অব বেঙ্গল'এ বর্ণিত আছে যে সিংহাসন নিয়ে ত্রিপুবাব মহাবাজা বাজাফাব সঙ্গে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বত্নফাব বিবোধেব ফলে বত্নফা তুঘবলেব সাহায্যে রাজাফাকে যুদ্ধে হাবিযে সিংহাসন লাভ কবেন এবং সুলতানকে এক মহামূল্য-মাণিক্য উপহার দেন। খুশী হযে সুলতান তাঁকে বত্ন-মাণিক্য উপাধি প্রদান করেন। এই মাণিক্য উপাধি ত্রিপুবাব বাজবংশে বংশানুক্রমে চলে আসছে। রাজমালাতেও অনরূপ ঘটনাব বিববণ আছে। কিন্তু সম্পাদকের মতে সুলতান সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্‌ব সময়ে সেই ঘটনা ঘটে। ইলিয়াস শাহ্‌ব বাজত্বকাল ১৩৪২-৫৭

খৃষ্টাব্দ। সম্পাদকের মতে কুমিল্লার 'ধর্মসাগর' দীঘি উৎসর্গ উপলক্ষে মহারাজা ধর্মমানিক্য এক তাম্রশাসন দ্বারা ভূমি দান করেন ১৩৭০ শকাব্দে (১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে)। কালী প্রসন্ন সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত 'রাজমালা' গ্রন্থ অনুযায়ী ধর্মমানিক্যের সিংহাসনে আরোহন ১৩২৯ শকাব্দে (১৪০৭ খৃষ্টাব্দে)। চাকলা রোশনাবাদের সেটেলমেণ্ট অফিসার জে, জি, কামিং (Mr. J.G. Cumming) সাহেবও এ ধারনা পোষণ করেন। মহারাজ ধর্মমাণিক্য থেকে উর্ধতন সাত-পুরুষের নিম্নরূপ বর্ণনা রাজমালাতে আছে :

সমতট ও ত্রিপুরা রাজ্য।

ধর্মমানিক্যের রাজত্ব কালের আরম্ভ যদি ১৪০৭ অথবা ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দ ধরা হয়, তবে অনুমানিক পঁচিশ বৎসর করে এক পুরুষ ধরলে তিন পুরুষের ব্যবধানে রত্নফার রাজত্ব কাল শুরু হয় অনুমানিক ১৩৩২ অথবা ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দের দিকে আর ছেংথুমফার রাজত্বকাল দাঁড়ায় ১২৩২ অথবা ১২৭৩ খৃষ্টাব্দের দিকে। আর 'হিষ্টী অব বেঙ্গল' এর মত মেনে নিলে ছেংথুমফার রাজত্ব কাল দাঁড়ায় দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় পাদের প্রথম দিকে। সে সময়ে মুসলমান-শক্তির আগমন বাংলাদেশে ঘটেনি। রাজমালার বর্ণনা যে সঠিক নয় তা মেহেরকুলে গৌড়েশ্বরের সামন্ত হীরাবন্ত খাঁর অধিকার দেখেই অনুমান করা যায়। রাজমালার বর্ণনা মতে দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে কুমিল্লা অঞ্চলে হীরাবন্ত খাঁর অধিকার বুঝায় অথচ বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ-বিজয় ঘটে ১২০১ খৃষ্টাব্দে। ছেংথুম ফা অথবা এবং রত্নফার সঠিক সময়ের সম্বন্ধে বিতর্কের কথা বাদ দিলেও মহারাজা ধর্মমাণিক্যের রাজত্বকালে রচিত রাজ-মালাতে 'মেহেরকুলের' উল্লেখ দেখে মনে হয় অন্ততঃ গ্রন্থ রচনা কালে মেহের-কুলের অস্তিত্ব ছিল। রণবঙ্কমল্ল হরিকেল দেব অথবা ১২৩৪ খৃষ্টাব্দের দামোদর দেবের প্রদত্ত তাম্রশাসনে মেহেরকুলের কোন উল্লেখ না দেখে ধারণা

করা যেতে পারে যে খুব সম্ভব এঁদের রাজত্বের পরে মেহেরকুলের উৎপত্তি ঘটে। এঁদের পরে সমতট অঞ্চলের আর কোন নৃপতির সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। খুব সম্ভব সমতট অঞ্চলের কিছু অংশ বিশেষ করে কুমিল্লা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা তখন পার্বত্য ত্রিপুরার রাজাদের অধিকারভুক্ত হয়ে পড়ে এবং মুসলমান-অধিকার পর্যন্ত এ অঞ্চল তাঁদেরই অধিকারে থাকে।

**জন প্রবাদের মেহের আলী ও রৌশন আলী।**

কুমিল্লা অঞ্চলের জন-প্রবাদমতে গৌড়াধিপতি এ অঞ্চল জয় করে মেহের আলী নামক এক ব্যক্তিকে ফৌজদার নিযুক্ত করেন। তিনি এখানে একটি দুর্গ নির্মান করেন এবং নিজ নামানুসারে দুর্গের নাম রাখেন 'মেহেরকুল'। পরবর্তীকালে রৌশন আলী নামে অন্য এক ফৌজদার এ-অঞ্চলের নাম 'রৌশানাবাদ' রাখেন।

**রৌশনাবাদ নামের ঐতিহাসিক হিসাবে ভিত্তি।**

জন-প্রবাদের দ্বিতীয় অংশ যে নিছক গাঁজাখুরি গল্প তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃত ঘটনা অন্যরকম। বাঙলার নবাব মুর্শিদ কুলিখাঁর সময়ে তাঁর জামাতা মীর লুৎফুল্লাহ্ ছিলেন ঢাকার নায়েব নাযীম। মীর হাবিব নামে তাঁর এক ভাগ্যান্বেষী ইরাণী অনুচর প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হন। আগা সাদিক নামে এক জমিদারের সহায়তায় ত্রিপুরা রাজ্যে আত্ম-কলহের সুযোগ নিয়ে মীর হাবীব অরণ্য সমাকীর্ণ পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য জয় করে এস্থানের নাম রাখেন 'রৌশনাবাদ'।[১]

**হুসেন শাহ্‌র ত্রিপুরা অভিযান।**

জন-প্রবাদের প্রথম অংশের সত্যতা সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন। সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩–১৫১৯) যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তার আগে থেকেই ত্রিপুরার সঙ্গে গৌড়াধিপতির যুদ্ধ লেগেই ছিল। ত্রয়োদশ শতকের তৃতীয়পাদে সুলতান মঘীস্ উদ্দিন তুঘরল কতৃক ত্রিপুরা রাজ্য জয় এবং রত্নফাকে সিংহাসনে বসানোর পর থেকে ত্রিপুরা শক্তি 'বেতস বৃত্তি অবলম্বন করে সুযোগ পেলেই গৌড়াধিপতির অধিকারের বাইরে চলে যেতেন', আবার অবস্থা ভেদে পরাধীনতা স্বীকার করতেও বিলম্ব করতেন না। হুসেন শাহ্ সিংহাসনে বসে ত্রিপুরা শক্তিকে খর্ব করার জন্য চার বার ত্রিপুরা অভিযানে সৈন্য পাঠান এবং তা ঘটে খুব সম্ভব ১৫১৩ খৃষ্টাব্দের পরে। দ্বিতীয় অভিযানের সেনাপতি গৌড় মল্লিক কুমিল্লার নিকটবর্তী অঞ্চলে সাময়িকভাবে জয়লাভ করে 'মেহেরকুল' নামে এক আভ্যন্তরীণ দুর্গ অধিকার করেন।[২]

**মধ্যে যুগে মেহের কুলের উল্লেখ।**

এতে দেখা যায় হুসেন শাহর আমলে অর্থাৎ ষোড়শ শতকের প্রথম পাদে মেহের বা মেহারকুল নামক একটি স্থান বা দুর্গের অবস্থিতি ছিল। এর পরে দুর্গ হিসাবে মেহের কুলের উল্লেখ পাওয়া যায় ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে মোঘল সুবাদার ইব্রাহিম

---

১। এফ. বি. ব্রাডলি, বার্ট কর্তৃক রচিত এবং রহিমউদ্দিন সিদ্দিকী কর্তৃক অনুদিত "প্রাচ্যের রহস্য নগরী" ১৭৩ পৃষ্ঠা। ২। H.B. Vol. II Page 149.

খাঁনের ত্রিপুরা অভিযানের সময়। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত ভান ডেন ব্রুক (Von Den Broucke) এর মানচিত্রে দেখা যায় যে বর্তমান ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া সহরের কিছু পশ্চিম দিকে থেকে সোজাসুজি দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত 'মেঘনা' নদী লালমাই পাহাড়ের পশ্চিম দিক ঘেঁসে দক্ষিণে সেটিগাঁ (Xetiga) চট্টগ্রামের নিকট বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। লালমাই-ময়নামতী পাহাড় যেখানে অবস্থিত থাকাব কথা সেখানে 'মারা' ( mara ) বলে একটি নৌবন্দরের উল্লেখ আছে। লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ের পূর্ব এবং পশ্চিম পাশে নিম্নভূমির অস্তিত্ব দেখে ধারণা করা যায় যে এককালে সেখানে নদী ছিল। পশ্চিম পাশের নিম্নভূমিকে স্থানীয় বৃদ্ধ লোকেরা 'লমলম সাগব', 'ক্ষীর নদী' এবং 'মেঘনা নদীব' খাত বলে অভিহিত কবে।

ব্রুক সাহেবের 'মারা' নৌবন্দব খুব সম্ভব মেহেবকুল। তা যদি হয় তবে সপ্তদশ শতকের তৃতীয পাদেও মেহেবকুলের অস্তিত্ব ধবে নেওয়া যেতে পাবে।

'মেহের' নামধারী স্থানের নাম।

কুমিল্লা জিলায় 'মেহের' নামধাবী বেশ কয়েকটা স্থানেব নাম আছে। নবী-নগব থানার 'মেহের কালসর' বা 'মেহের কাল্লর', 'মেহারী', 'মেবকুটা বা 'মেহের-কুটা' (অর্থাৎ মেহের কুট) নামে কয়েকটা গ্রাম আছে। নিম্নভূমিতে অবস্থিত এদের কোনটাই বোধ হয় মেহেবেকুলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। হাজীগঞ্জ থানার মেহের-কালীবাড়ী নামে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। যদিও মেহেবকুল বলে কোন স্থান বিশেষের নাম কুমিল্লা অঞ্চলে নেই কিন্তু কুমিল্লা সহর, পার্শবর্তী এলাকা, ময়নামতী পাহাড় ও স্থানীয এলাকা পরগনাযে মেহেরকুলের মধ্যে অবস্থিত। মেহের কালীবাড়ী যেখানে অবস্থিত সেই এলাকাটার নামও মেহের পরগনা। এ সমস্ত মেহাব খুব সম্ভব উপবে বর্ণিত মেহেব নামধারী কোন এক ব্যক্তিব সঙ্গে জড়িত।

মেহেরকুল ও রৌশনাবাদ।

কবি ভবানীদাস এবং কবি শুকুব মাহমুদ যখন তাঁদের কাব্য রচনা করেন, তখন পর্যন্ত মেহেরকুলেব অস্তিত্বের কথা ধাবণা করা যেতে পারে। কবি-শুকুব মাহমুদের রচনা ১৭০৫ খৃষ্টাব্দের। ভবানীদাসের রচনা কিছুকাল পরেব বোধ হয়। অতএব অষ্টাদশ শতকে মেহেরকুলের অস্তিত্বের কথা ধারণা করা যেতে পারে। তখন নবাব মুর্শিদ কুলীখাঁর আমল। এব পবেই বোধ হয় পূর্বে বর্ণিত রৌশনাবাদের নামকরণ হয়।

মেহেরকুল মুসলমান আমলের নাম।

মেহেবকুলের উৎপত্তি যে মুসলমান আমলেই হয়েছিল এধারণা অমূলক মনে হয়না। হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলে যে মেহেরকুল নামের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায়না তা আগেই বলা হয়েছে। প্রাচীন কালেবা ছিল শ্রীপট্টিকেরক

১। H.B. Vol. II. page 301

বা পাটিকার। মুসলমান আমলে তা'ই বোধ হয় মেহেরকুল নামে পরিচিত হয়। 'মেহের' শব্দটা ও মুসলমানী। সংস্কৃত 'মিহির' (সূর্য) থেকে উৎপন্ন না হলে আরবী 'মেহের' (প্রেম, দয়া) শব্দ থেকেই মেহেরকুলের উদ্ভব হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে।

'মেহেরকুল' মুসলমান আমলের নামকরণ হলে মেহের আলী সম্পর্কে জন-প্রবাদটি খুব অমূলক নাও হতে পারে। কুমিল্লা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 'মেহের' নাম-সংযুক্ত অনেকগুলি স্থানের নাম দেখে একটা ধারণা করা যেতে পারে যে 'মেহের' শব্দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রধান্য বোধ হয় মুসলমান আমলে এই অঞ্চলে ছিল। এবং সেই ব্যক্তির ইতিহাস বোধ হয় হারিয়ে গেছে।

এখন যেখানে ময়নামতী পাহাড় সেখানেই বোধ হয় মেহেরকুল ছিল। হুসেন শাহ্‌র সেনাপতি গৌড় মল্লিক কর্তৃক অধিকৃত আভ্যন্তরীণ দুর্গ, রাণীর বাংলা অথবা পার্শ্ববর্তী পাহাড়গুলির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে মেহেরকুলকে হয়ত খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

**কলংকনগর ঃ** আলোচ্য কাহিনীর মতে এই নগরে সুলোচনী বেশ্যার নিবাস। ভট্টশালী সম্পাদিত পুঁথিতে এই নগরের নাম কলিঙ্গনগর এবং বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সম্পাদিত পুঁথি অনুসারে কনকনগর। কুমিল্লার মেহের-কুলকে রাজা গুপিচন্দ্রের রাজধানী ধরে ভট্টশালী, কুমিল্লা জিলার নবীনগর থানার 'কনিকারা' নামক গ্রামকে কলিঙ্গনগর বলে সন্দেহ করেছেন। এর পেছনে কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। বুড়ীগঙ্গা, তিতাস এবং মেঘনা নদী ত্রয়ের অববাহিকার নিম্নভূমির মধ্যে অবস্থিত এই অঞ্চল এবং গ্রাম যে কোন প্রাচীনত্বের কৌলিন্য বহন করে না তা বলাই বাহুল্য। এই স্থানে সেই সময়ে কোন নগর বা বন্দর থাকার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।

বর্তমান কাহিনীর যদি কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকে এবং কাহিনীর নায়কের রাজধানী যদি মেহেরকুলে হয় তবে কলঙ্ক, কলিঙ্গ বা কনকনগর মেহেরকুল থেকে খুব দূরে ছিল বলে মনে হয়না। কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে যদিও রাজা সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেছিলেন সুলোচনী বেশ্যা প্রথম দর্শনেই রাজাকে চিনতে পেরেছিল। (১৩২ পৃঃ দ্রঃ)। রাজধানীর খুব কাছাকাছি স্থানের লোক না হলে সুলোচনীর পক্ষে রাজাকে প্রথম দর্শনেই চেনা এত সহজ হতোনা। এই নগর, নিছক কল্পনাপ্রসূত একটি স্থানের নামও হতে পারে।

**সানন্দনগর ঃ** ময়নামতীর পিত্রালয় বলে কথিত এই স্থানের নাম ভ-পুঁথিতে শানন্দনগর এবং বি-পুঁথিতে সান্তনা নগর। রংপুরের গাথায় বর্ণিত ময়নামতীর পিত্রালয়ের নাম ফেরুসানগর। রংপুর জেলার সৈয়দপুর রেল

ষ্টেশন থেকে মাইল পাঁচেক পশ্চিমে 'ফেরুসা' বলে একটি গ্রাম আছে। গ্রামটি বেশ প্রাচীন বলে মনে হয়। সেখানে এক প্রাচীন পুকুরে সেন আমলের একখানা প্রস্তর মূর্তি পাওয়া যায় ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে। ফেরুসার কয়েক মাইল দক্ষিণে অসংখ্য প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ বেলাই চণ্ডীপুর গ্রাম। ময়নামতীর কুট ও ফেরুসা থেকে খুব বেশী দূরে নয়। বড জোড় দশ-বার মাইল দূরে। কিন্তু আলোচ্য কাহিনীর মতে ফেরুসা ময়নার পিত্রালয় নয়। তাঁর পিত্রালয় সানন্দনগর। এই নগরের সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি। হয়ত কলঙ্ক নগরের মত এটিও একটি কল্পিত নাম।

কান্তাপুর: এইখানে হাড়িপা রাজা গুপিচন্দ্রকে নিয়ে রাত্রি বাস করে ছিলেন। হয়ত এটিও একটি কল্পিত স্থানের নাম।

## কয়েকজন ব্যক্তির পরিচয়।

মীননাথের জন্মস্থান।

**মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ**—মীননাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, মচ্ছিন্দ্রনাথ, মীনপাদ, মৎস্যনাথ, মৎস্যেন্দ্রপাদ, মচ্ছেন্দ্রপাদ মোচন্দর, মচ্ছন্দি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে তিনি পরিচিত। 'কৌলজ্ঞান নির্ণয়' নামক পুস্তকে তাঁকে 'চন্দ্রদ্বীপবিনির্গত' অর্থাৎ চন্দ্রদ্বীপে তাঁর জন্মস্থান বলা হয়েছে। চতুর্দশ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে রচিত 'নিত্যাহ্নিকতিলক' নামক গ্রন্থে লিখা আছে তাঁর জন্ম 'বরণা বঙ্গ-দেশে'। চন্দ্রদ্বীপ বাখরগঞ্জ জিলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রাচীন নাম। 'বরণা বঙ্গদেশ' বলতে ও বাঙ্‌লাদেশকেই বুঝায়। তারানাথের বর্ণনা অনুযায়ী মীননাথ কামরূপ অঞ্চলের অধিবাসী এবং জাতিতে ধীবর ছিলেন। প্রচলিত মত অনুসারে তিনি নাথ ধর্মের প্রবর্তক এবং আদিগুরু। গুরু গোরক্ষনাথ তাঁর শিষ্য। হাড়িপা বা জলন্ধর গোরক্ষনাথের শিষ্য এবং কানুপাদ বা কানাই হাড়িপার শিষ্য। মীননাথকে অনেক সময় আদিনাথও বলা হয়ে থাকে। অবশ্য হিন্দু-শাস্ত্র অনুসারে শিবেরই অপরনাম আদিনাথ।

ভিন্ন গ্রন্থে মীনের উল্লেখ।

শ্যামদাসের 'মীনচেতন' ফয়যুল্লাহ্‌র 'গোরক্ষবিজয়', বিভিন্ন কবি রচিত গুপিচন্দ্রের কাহিনী প্রভৃতি প্রায় সকল নাথ-গ্রন্থেই মীননাথের কাহিনী বর্ণিত আছে। মীননাথের জন্ম সম্বন্ধে 'গোরক্ষবিজয়ে' আছে

'বদনে জন্মিল শিব যোগীরূপ ধরি।
শিরেতে উত্তম জটা শ্রবণেতে কড়ি॥
নাভিতে জন্মিল মীন গুরু ধন্বন্তরী।
সাক্ষাতে সিদ্ধার ভেস অনন্তমুরারী॥''—৬ পৃষ্ঠা।

'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাসে' আছে,:

অচেতন পাইল শিব তাতে হইল চারি জীব
গোর্খনাথ হইল শিবের মুণ্ডে।
কানে কানেফা হইল হাড়ে হাড়িফা জন্মিল
মীননাথ জন্মিল নাভিকুণ্ডে॥—৬৯ পৃষ্ঠা।

ভবানীর অভিশাপ।

নাথদের মতে শিব-দেহ থেকে প্রধান চার নাথ-গুরু মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা ও কাহ্নুপাদের জন্ম এবং মীননাথের জন্ম শিবের নাভিমূলে। সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা কালে পরে এ-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মীননাথের অধঃপতনের কারণ হিসাবে ভবানীর অভিশাপকে যে দায়ী করা হয়েছে, তা আগেই আলোচনা কবা হয়েছে। সংক্ষেপে তা' আবার বলছি। একবার গৌরী মহাদেবেকে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে মহাদেব ক্ষীরোদ সাগরের উপর এক টঙ্গিতে বসে তত্ত্ব কথা শুনাবার সময় গৌরী নিদ্রিতা হয়ে পড়েন। মীননাথ মাছেব রূপ ধারণ করে টাঙ্গর নীচে অবস্থান করে তত্ত্বকথা শুনতে থাকেন এবং হুঁ হুঁ বলে সায় দিতে থাকেন। দেবীর নিদ্রাভঙ্গের পর মীননাথেব উপস্থিতি টেব পাওয়া গেলে তাঁকে শাপ দেওয়া হল, "শাপ দিলা এক কালে হৌক বিস্মরণ"। পরবর্তী কালে কৈলাসে নিমন্ত্রন রক্ষা করতে গেলে দেবীব রূপে মুগ্ধ হয়ে মীননাথ দেবীকে মনে মনে কামনা করলে দেব মীননাথেব মনোভাব টের পেযে তাকে শাপ দিলেন যে তিনি সাধন ভজন ভুলে গিয়ে কদলী সহরে রমণী বেষ্টিত হয়ে থাকবে।

আপনি বাড়ে চণ্ডী আপনি পরশে।
টলিল সিদ্ধাব মন ভবানীব বেশে।।
টলিল সিদ্ধার মন জানিল ভবানী।
চারি জনে শাপ দিল অসুব ঘাতিনী।।
নটীলয়া মীননাথ থাকিবে কদলীতে।
গোর্খেব হইল শাপ গরু চরাইতে।।—৩২ পৃষ্ঠা।

পরে কাহ্নুপাদেব কাছে খবর পেযে গোবক্ষনাথ গুরু মীননাথকে কদলী সহর থেকে উদ্ধাব কবেন।

মীননাথের সময়-কাল সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতের অভিমত।

মীননাথেব সঠিক সময নির্ধাবণ করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌ব মতে তিনি সপ্তম শতকেব মধ্যভাগেব লোক এবং তিনিও লুইসিদ্ধা ভিন্ন ব্যক্তি। তাঁব মতে লুই গুরুভজা সহজিযা সিদ্ধাদের আদি সিদ্ধা আর মীননাথ নাথ-ধর্মের প্রবর্তক এবং আদি গুরু। ডক্টব সুকুমার সেনের মতে মীননাথ দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের লোক। ডক্টর সুশীল কুমার দেব মতে মীননাথের আবির্ভাব দশম শতকেব শেষে অথবা একাদশ শতকেব প্রারম্ভে। অধ্যাপক নলিনীনাথ দাশগুপ্তেব মতে তাঁর আবির্ভাব ঘটে নাথ সাহিত্যের গুপিচন্দ্রের কিছু কাল আগে এবং দশম শতকের শেষ ভাগে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালীব মতে মীননাথ এবং লুইপাদ দশম-একাদশ শতকের লোক। ফরাসী পণ্ডিত সিলভ্যা লেভীর (Sylvain Levi) মতে রাজা নরেন্দ্র দেবের রাজত্বকালে ৬৫৭ খৃষ্টাব্দে মৎসেন্দ্রনাথ নেপালে গমন করেন।[১] তারা নাথের মতে লুই এবং আচার্য অসঙ্গ (পঞ্চম খৃষ্টাব্দ) সম সাময়িক।

১। 'Le Nepal.' Vol. I page 347.

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে মীননাথ-মৎসেন্দ্রনাথ দ্বাদশ শতকের লোক হতে পারেন। আবার মীননাথ-মৎসেন্দ্রনাথ যে কাল্পনিক ব্যক্তিও হতে পারেন তিনি এ-সন্দেহও করেন। তিনি বলেন,

"We may, however, remark in passing that it is very likely that Matseyendranath was created as a Guru of Gorakhnath, the great saint and preacher of twelfth century and that Luyi-pa may after all have been a different person from the mythical Matseyendranath."

**অনুবাদ**: প্রসঙ্গক্রমে আমরা এ-রকম একটা ধারণাও করতে পারি যে দ্বাদশ শতকের মহাসিদ্ধা এবং ধর্মপ্রচারক গোরক্ষনাথের গুরু হিসাবে মৎসেন্দ্রনাথকে (কাল্পনিক ভাবে) সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং হয়ত লুইসিদ্ধা এই কাল্পনিক মৎসেন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্কহীন এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি।"[১]

লুইপা ও মৎসেন্দ্রনাথ।

ডক্টর ভট্টশালীর মতে মীননাথ-মৎসেন্দ্রনাথ এবং লুইপা অভিন্ন ব্যক্তি এবং তিনি এবং গোরক্ষনাথ দশম-একাদশ শতকের লোক। রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস কর্তৃক সঙ্কলিত গ্রন্থে[২] অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গেছে। দীপঙ্কর ৯৮০ খৃষ্টাব্দে বাঙলাদেশের বিক্রমণিপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং সাধনার ফলে তিনি বৌদ্ধ জগতে বিশেষ ভাবে পরিচিতি লাভ করেন এবং ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি সুবর্ণদ্বীপে গমন করেন। ১০২২ খৃষ্টাব্দে যখন সুবর্ণদ্বীপ থেকে ফিরে আসেন তখন তিনি শান্তি, নরোপন্ত, কুশল অবধূতি, তৌম্বি প্রভৃতি আচার্যগণের সাহচর্য লাভ করেন। ১০৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তিব্বতে গমন করেন এবং ১০৫১ খৃষ্টাব্দে সেখানেই দেহত্যাগ করেন। তেঙ্গুর গ্রন্থমালার উক্তি মতে তিনি লুইসিদ্ধাকে তাঁর "অভিসময-বিভঙ্গ" গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করেন। এসমস্ত উক্তির উপর নির্ভর করে ভট্টশালী লুইপার জীবন-কাল মোটামুটিভাবে ৯৬০ থেকে ১০৩৫ খৃষ্টাব্দ বলে ধরে নিয়েছেন। লুই এবং মীননাথের অভিন্নতা সম্পর্কে তিনি বেশ কয়েকটা যুক্তি খাড়া করেছেন। তাঁর মতে চর্যাগীতির টীকা অনুসারে লুই আদি সিদ্ধাচার্য। আর 'বর্ণন রত্নাকরের' মতে মীননাথ আদি সিদ্ধা। 'কাজেই দুইই এক।' লুইপার অপর নাম মৎসান্ত্রাদ এবং মীননাথের অপর নাম মৎসেন্দ্রনাথ। তাঁর মতে, এ ধ্বনিগত সাদৃশ্যের এক মাত্র কারণ ছিল যে উভয়েই অভিন্ন এবং লিপিকর-প্রমাদে পরবর্তী কালে দুই ভিন্ন নাম ধারণ করেছিলেন। অতএব উভয়ে

১। H.B. Vol. I, page 387.
২। The Indian Pundits in the Land of snow.

এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। "মীননাথ নেপালী বৌদ্ধদের দ্বারা পূজিত এবং এবং অবলোকিতেশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকৃত। বৌদ্ধদের নিকট নাথ-পন্থীর এ সম্মানের ব্যাখ্যা পাওয়া কঠিন। আদি সিদ্ধা লুই এবং আদিনাথ মীননাথের অভিন্নত্ব ধরিয়া লইলে মীননাথের বৌদ্ধদিগের নিকট সম্মানের হেতু বুঝা যায়।" ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় এবং ডক্টর প্রবোধ কুমার বাগ্‌চির মতেও লুই এবং মীননাথ অভিন্ন ব্যক্তি।

উভয়ের অভিন্নতা সম্বন্ধে মতানৈক্য।

করদিয়ের ( Cordier ) মতে লুই এবং মীননাথ ভিন্ন ব্যক্তি। কর্দিয়ের-এর তেঙ্গুর গ্রন্থমালা এবং চর্যাগীতির টীকায় মীননাথের একটি কবিতার উল্লেখ করে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ দু'জনের অভিন্নতার বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি দিয়েছেন, তা সহজে ঠেলে ফেলা যায় না। চর্যাপদের টীকায় 'পরদর্শন' উক্তি হিসাবে কোন কোন পণ্ডিতের বাক্য উদ্ধৃত আছে। মীননাথের নিম্নে উদ্ধৃত চার পঙ্‌তি কবিতা চর্যাগীতির টীকায় আছে:

> কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট।
> কর্মকু রঙ্গ সমাধির পাট।।
> কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা।
> কমল মধু পিবিবি ধোকই ন ভমরা।।

টীকাকার লুইকে আদি সিদ্ধা বলে অভিহিত করেছেন। অথচ 'তথাচ পরদর্শনে। মীননাথ:' বলে মীননাথের (উপরে উল্লিখিত) চার পঙ্‌ক্তি কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। লুই এবং মীননাথ যদি অভিন্নই হতেন তবে মীননাথ রচিত কবিতা 'পরদর্শন বা বহিশাস্ত্রকারের' উক্তি হিসাবে উদ্ধৃত করার অর্থ কি? এতে তাঁদের দু'জনের ভিন্নতাই প্রমাণ করে।

ভিন্ন হলেও সময়ের ব্যবধানটা খুব বেশী বলে মনে হয়না। টীকা রচিত হবার সময় লুই-এর মত মীননাথের রচনা ও জনপ্রিয় ছিল। তেঙ্গুর মতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান লুইসিদ্ধাকে তাঁর 'অভিসময়-বিভঙ্গ' গ্রন্থ রচনায় সাহায্য করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও এমত গ্রহণ করেন। কিন্তু ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র মতে "প্রকৃত প্রস্তাবে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান লুইপার এই পুস্তকের একটি টীকা করেন।" গ্রন্থকার ও সাহায্যকারী এক সময়ের লোক একথা বলাই বাহুল্য। গ্রন্থকার ও টীকাকার এক সময়ের অথবা বিভিন্ন সময়ের লোক হতে পারেন। লুইকে দীপঙ্করের সমসাময়িক মনে করে ভট্টশালী তাঁর জীবন-কাল ৯৬০-১০৩৫ খৃষ্টাব্দ বলে ধরে নিয়েছেন। আর তারানাথের উপর নির্ভর করে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ লুইকে সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ের এবং মীননাথ-মৎসেন্দ্রনাথের সমসাময়িক লোক বলে ধরে নিয়েছেন।

মীননাথ মৎসেন্দ্র নাথের সময় কাল।

আমি পরে কানুপার জীবনী আলোচনা কালে দেখিয়েছি যে তারানাথের মত গ্রহণ করলেও কানুপা নবম দশক শতকের আগের লোক হতে পারেন না। আর তাঁর গুরুর গুরুর গুরু এবং সমসাময়িক মীননাথ ও নবম শতকের অথবা

১। ভট্টশালী সম্পাদিত "গোপীচাঁদের সন্ন্যাস"—৬৪ পৃষ্ঠা।

অষ্টম শতকের শেষ পাদের আগের লোক হতে পারেন না। আর ডক্টর শহীদুল্লাহ্ যে 'কৌলজ্ঞান নির্ণয়' নামক পুস্তকে মীননাথের উল্লেখের উপর নির্ভর করে তাঁকে সপ্তম শতকে পিছিয়ে নিয়ে যেতে চান, সেই পুস্তকের রচনা-কাল বিতর্ক মূলক। হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয়ের মতে তা নবম শতকে লিখা আর প্রবোধ বাগচির মতে এ-পুস্তকের রচনা-কাল ১০৫০ খৃষ্টাব্দ। এই গ্রন্থে বর্ণিত গুরু পরম্পরা : মচ্ছন্দ—সুমতিনাথ—সোমদেব—শম্ভুনাথ—অভিনব গুপ্ত। অভিনব গুপ্তের জন্ম ৯৫০ থেকে ৯৬০ খৃষ্টাব্দে ধরা হয়। মচ্ছন্দ অর্থাৎ মৎসেন্দ্রনাথ এবং অভিনব গুপ্তের মধ্যে চার পুরুষের ব্যবধান। তাতে মচ্ছন্দের জন্ম-কাল দাঁড়ায় ৮৫০ খৃষ্টাব্দের দিকে অর্থাৎ নবম খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি—সপ্তম খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি নয়।

সপ্তম শতকে নাথ-ধর্মের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি।

মীননাথকে সপ্তম খৃষ্টাব্দের লোক এবং নাথ-ধর্মের প্রবর্তক হিসাবে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ ধরে নিয়েছেন। খুব সম্ভব তিনি নাথ ধর্মের প্রবর্তক এবং এ-সম্পর্কে কোন বিকল্প প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি। কিন্তু নাথ ধর্মকি এতই প্রাচীন? ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে হিন্দু ধর্মালম্বী গুপ্তদের পতনের পর হিন্দু শশাঙ্ক গৌড় বঙ্গের আধিপত্য লাভ করেন। বৌদ্ধদের প্রতি শশাঙ্কের অত্যাচারের কাহিনী সুবিদিত। শশাঙ্কের মৃত্যু (৬৩৭—৩৮ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে) এবং সম্রাট হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর (৬৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে) পরে প্রায় শতবর্ষ ব্যাপী বাঙ্‌লা-দেশে "মাৎসন্যায যুগ"। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি প্রথম পাল নৃপতি গোপালদেবের রাজ্যলাভ। তারপরে প্রায় চারশ বছর ধরে বৌদ্ধ পাল নৃপতিদের রাজত্বকাল। সপ্তম শতকে বৌদ্ধ ধর্ম-বিদ্বেষী শশঙ্কের সময়ে যদি নাথ ধর্মের অভ্যুত্থান হয়ে থাকে, তবে পরবর্তী শত বর্ষের 'মাৎসন্যায়' রূপ অরাজকতার সময়ে এ-ধর্মের বহুল প্রচার আদৌ সম্ভবপর ছিল কিনা, তা-ভাল করে বিবেচনা করা দরকার। নাথ-ধর্মের কাহিনী এবং সারা উপ' মহাদেশে এ-ধর্মের ব্যাপক বিস্তৃতি দেখে মনে হয় বাঙ্‌লাদেশের ভৌগলিক সীমা পার হয়ে এক সময়ে তা উপ-মহাদেশের সর্বত্র প্রায় সংক্রামক ব্যাধিরমত ছড়িয়ে পড়েছিল। এবং বাঙ্‌লাদেশেও এ-ধর্মের ডাকে সাড়া দিয়েছিল সারাটা দেশ।

তখনকার দিনে আজকের মত যানবাহনের প্রচলন ছিল না। সাধারণ লোকের ভ্রমণের একমাত্র সম্বল ছিল পদযুগল। অবশ্য রাজা, রাজপুরুষ এবং অতিশয় ধনাঢ্য ব্যক্তিদের স্থলপথে বাহন ছিল হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি পশু এবং জলপথে নৌকা। কিন্তু সাধারণ লোকের ভাগ্যে যে তা জুটত না তা বলাই বাহুল্য। তার উপর ছিল সারাদেশে অরাজকতা। 'মাৎসন্যায় যুগের' এই অরাজকতায় যখন বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন বিপন্ন, মানুষের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা বিপর্যস্ত, তখন সেই আদিম এবং অন্ধকার যুগে একটি নূতন ধর্মের এমন ব্যাপকভাবে বিস্তৃতিলাভ করা কি বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব? মীননাথকে সপ্তম খৃষ্টাব্দে টেনে নেবার আগে এ-প্রশ্নটির সমাধান করা আবশ্যক নয় কি?

## গোপিচন্দ্রের সন্ন্যাস.

নবম-দশক শতকে মীননাথের আবির্ভাব কাল।

খৃষ্টীয় দশম-শতকের দিকে নাথ ধর্মের প্রবর্তন ঘটেছিল এমন একটি অনুমান যুক্তি সহ বলে মনে হয়। সেই হিসাবে এই ধর্মের প্রবর্তক মৎসেন্দ্র-নাথ-মীননাথের জন্ম কাল নবম শতকের শেষ পাদে অথবা দশম শতকের প্রথম পাদে ধরা যেতে পারে। এই ধরার পেছনে যুক্তিও আছে। নাথ-ধর্ম যে বৌদ্ধধর্ম-সম্ভূত এবং আদিতে নাথধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের সহজযান পন্থীদের মধ্যে মূলগত বিশেষ কোন পার্থক্য ছিলনা সে সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ খুব কম। প্রাক্-গুপ্ত আমলে বৌদ্ধ ধর্ম এদেশে আসলেও সেই ধর্মের মধ্যে এত শাখা-প্রশাখা বোধ হয় ছিলনা। গুপ্ত আমলে এই ধর্মের তেমন ব্যাপক-ভাবে প্রচারের কথা শুনা যায় না। মহারাজা শশাঙ্কের আমলে তো বৌদ্ধদের চরম সঙ্কটকাল। তারপরে প্রায় শতবৎসর ধরে দেশে 'মাৎসন্যায়' নামক চরম অরাজকতা। সেই সময়ে নূতন ধর্ম তো দূরের কথা পুরাণ ধর্মের অস্তিত্ব বজায় রাখাই দুষ্কর। সেই সময়ে (সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত) কোন নতন ধর্ম বা মতবাদপ্রচারিত হবার কথা কল্পনাও করা যায় না।

অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত পাল রাজাদের সময়ে তাঁদের সুশাসনের ফলে দেশে যে শান্তিময় অবস্থা বিরাজমান ছিল তখন কোন এক সময়ে এই নব প্রবর্তিত নাথ ধর্মের আবির্ভাবের কথা চিন্তা করা যায়। পাল রাজারা ধর্মের ব্যাপারে যে উদার ছিলেন তা প্রত্ন-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের উদার নীতির ফলে ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে নূতন পদক্ষেপ বা চিন্তাধারার প্রবর্তন স্বাভাবিক ঘটনা বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

যে সহজযানী মতবাদ সম্ভূত বলে নাথ ধর্মকে ধরা হয় সেই মতবাদের উল্লেখ পাল রাজাদের কোন উৎকীর্ণ লিপিতে পাওয়া যায়না। অথচ এই সহজযানী মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম পাদে সমতটের সামন্ত রাজা রণবঙ্কহরিকেল দেবের (১২২০ খৃষ্টাব্দ) তাম্রশাসনে। পাল রাজাদের কোন তাম্রশাসনে উল্লেখ না থাকলেও সহজযাণী মতবাদের অস্তিত্বের ধারণা করা যায় পাল আমলেই। তার পরেতো হতেই পারেনা। বর্মন-সেন আমলে তো বৌদ্ধ-ধর্মের বিলুপ্তি পর্ব।

সব দিক বিবেচনা করে পাল আমলের মাঝামাঝি সময়ে মোটামুটিভাবে (দশম শতকে) বৌদ্ধ সহজযান মতবাদ এবং তদ্‌সম্ভূত নাথ ধর্মের আবির্ভাব কাল ধরা যায়। এই দশম শতককে টানাটানি করে একাদশ শতক পর্যন্তও নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার পরে নয়। তখন বর্মন-সেনদের রাজত্বকাল।

এই হিসাবে মীননাথকে দশম-একাদশ শতকের লোক বলে ধরা যেতে পারে।

**গোরক্ষনাথঃ** গোরক্ষনাথের জন্ম সম্বন্ধে নাথ-সাহিত্যে আছে যে শিবের মস্তকদেশ থেকে গোরক্ষনাথের জন্ম। মীননাথ প্রভৃতি নাথ-সিদ্ধাগণ ভবানীর রূপে মুগ্ধ হলেও গোরক্ষনাথ দেবীকে জননীরূপে কামনা করেন। কিন্তু দেবী তবু গোবক্ষকে মাঠে 'গরু চরাইতে' অভিশাপ দেন। একদিন দেবী সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা অবস্থায় মাঠে গিয়ে গোরক্ষকে কামনা করেন। গোরক্ষ বিল্বপত্রদ্বারা দেবীর পূজা এবং আচছাদনের কাজ সেরে ফেললেও দেবী তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে গোরক্ষের উদরে মাছিরূপে প্ররেশ কবেন। গোবক্ষ তাঁকে উৎপীড়ন করে গুহ্যপথে বের করে দেন। পরে দেবীর নির্দেশে মহাদেব কর্তৃক এক কুমারীকে পাণি গ্রহণ করতে আদিষ্ট হলে প্রথম দর্শনেই গোরক্ষনাথ কন্যাকে মা, মা, বলে ডাকতে থাকেন। 'মীন চেতনে' আছে,—

স্তন খাইতে চাহে শিশু কান্দে হোয়া হোয়া।
তা দেখিয়া রাজকন্যাএ বলে আচাভুয়া।।
ভাল স্বামী পাইল আমি দুগ্ধ খাইতে চায়।
শুনিয়া কি বলিব মোর বাপ আর মায়।।

গ্রীয়ারসন সাহেবের উল্লিখিত এক নেপালী প্রবাদমতে পঞ্চ পাণ্ডবের মহাপ্রস্থান কালে এক ভীম সেন ব্যতীত আর সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হলে গোরক্ষনাথ ভীম সেনকে নেপালের রাজা করে দেন। "পশ্চিম ভারতের প্রবাদ অনুসারে গোরক্ষনাথ সত্যযুগে পাঞ্জাবে, ত্রেতায় গোরখপুরে, দ্বাপরে হরমুজে এবং কলিতে কাটিয়াগড়ে অবস্থিত।" নেপালের ইতিহাস প্রণেতা রাইট সাহেবের মতে পঞ্চম খৃষ্টাব্দে রাজা ববদেবের সময়ে নেপালে গোরক্ষনাথের প্রাদুর্ভাব। সিলভ্যা লেভি (Sylvian Levi) তাঁর 'লিনেপাল' (Le Nepal) গ্রন্থে সপ্তম খৃষ্টাব্দে রাজা নরেন্দ্র দেবের সময়ে গোরক্ষনাথের নেপালে বিদ্যমান থাকার কথা বলেছেন।

কচছ প্রদেশের প্রবাদ অনুসারে দ্বাদশ শতকের সাধু পুরুষ ধরমনাথের সতীর্থ ছিলেন গোরক্ষনাথ। মতান্তরে[১] ধরমনাথ চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের লোক বলে বিবেচিত হন। সেই হিসাবে গোরক্ষনাথও ঐ সময়কার লোক হয়ে পড়েন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে কবীরের সঙ্গে গোরক্ষনাথের তর্ক-যুদ্ধের কথা উত্তর ভাবতে প্রচলিত আছে।

সাধু যোগী পুরুষ হিসাবে গোরক্ষনাথের খ্যাতি উপমহাদেশের সর্বত্র বিদ্যমান। উত্তর ভারতের গোরখপুর সহর তাঁর নামের সঙ্গে সংযুক্ত। পাঞ্জাব এবং রাজপুতনার প্রভাবশালী কানফাঁটা যোগীরা তাঁরই প্রবর্তিত ধর্মের মতাবলম্বী। তিব্বতের তেঙ্গুর গ্রন্থমালায় 'বায়ুতত্ত্ব ভাবনোপদেশ' নামক এক গ্রন্থ গোরক্ষনাথ কর্তৃক রচিত হবাব খবর পাওয়া যায়। সংস্কৃত 'গোরক্ষ সংহিতা' 'গোরক্ষসিদ্ধান্ত' প্রভৃতি গ্রন্থে নাকি তাঁর উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ আছে। অবশ্য নেপালে এবং তিব্বতে গোরক্ষনাথকে ধর্মত্যাগী এবং শৈব ধর্মালম্বী বলে অভিহিত করা হয়।

বাঙলাদেশেও গোরক্ষনাথের প্রভাব এবং খ্যাতি যথেষ্ট আছে। মীননাথ আদি গুরু হলেও গোরক্ষনাথ এদেশের যোগী সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু এবং নাথ ধর্ম যে প্রকৃত পক্ষে গোরক্ষ-

১। দলপতরাম প্রাণ জীবন খক্করের প্রকাশিত উৎকৃণ্ণ লিপি।

নাথেরই ধর্ম, তা এদেশের নাথ-সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মহলও স্বীকার করেন। বাঙ্‌লাদেশে প্রচলিত সমুদয় নাথ-সাহিত্যের কেন্দ্র পুরুষ গোরক্ষনাথ—মীননাথ নয়। গোরক্ষ বিজয়, মীন-চেতন প্রভৃতি গ্রন্থের একচ্ছত্র নায়ক গোরক্ষনাথ। গুপিচন্দ্রের বিভিন্ন কাহিনীতে গোরক্ষ-নাথেরই জয় জয়কার।

আলোচ্য পুঁথিতে যদিও হাড়িপার গুণকীর্তনই কাহিনীর অন্যতম প্রধান বক্তব্য বিষয়, তথাপি গোরক্ষনাথের প্রধান্য এখানেও ক্ষুন্ন হয়নি। এখানে গোরক্ষনাথের অপর নাম হরিহর এবং গোরক্ষনাথ ও শিব অভিন্ন। তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে আলোচ্য পুঁথিতে বলা হয়েছে যে অনাদ্যের ঘাম থেকে চণ্ডিকার জন্ম এবং অনাদ্য ও চণ্ডিকার মিলনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উৎপত্তি। অনাদ্য সংসার সৃষ্টি করার মানসে এঁদের একজনেব কাছে চণ্ডিকাকে সমর্পন করবেন মনস্থ করে তাঁদের মন পরীক্ষার জন্য তিনজনকে তিন ঘাটে বসিয়ে রেখে নিজে গলিত শবরূপে ভেসে আসেন। প্রথম ঘাটে ব্রহ্মা এবং দ্বিতীয় ঘাটে বিষ্ণু গলিত শব দেখে মুখ ফিরিয়ে নেন। শেষ ঘাটে মহাদেব নিরঞ্জনকে চিনতে পেরে তাঁর গলিত দেহ বুকে ধরে রাখেন। তখন নিরঞ্জন নিজরূপ ধারণ করে দেবীকে শিবের হস্তে সমর্পন করেন। এতে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কুপিত হয়ে শিবকে হত্যা করাব উদ্দেশ্যে এক গভীর জঙ্গলে ডেকে নিয়ে তাঁকে মস্তকে প্রহার করতে থাকেন। শিব অচেতন হয়ে পড়েন কিন্তু তাঁর অচেতন দেহের নাভীমূল থেকে মীননাথ, কান থেকে কাহ্নুপাদ, হাড় থেকে হাড়িপা এবং মস্তক দেশ থেকে গোরক্ষনাথের জন্ম হয়ে 'পঞ্চজনে' মিলে শিবকে রক্ষা করেন। শিবের মস্তক থেকে জন্ম হওয়ার কাহিনীতে এখানেও গোরক্ষনাথের প্রাধান্যই বুঝা যাচ্ছে। এদেশেব নাথ-সম্প্রদায়ের মধ্যেও এইমত প্রচলিত আছে।

উত্তর বঙ্গের নানাস্থানে গোরক্ষনাথের কাহিনী বিজড়িত অনেক মন্দিরাদি বর্তমান কালেও বিদ্যমান আছে। দিনাজপুর জিলাব রাণীশঙ্কইল থানার 'গোরকুই' নামক স্থানে প্রস্তর নির্মিত একটি অতি প্রাচীন কূপ আছে। কূপের ব্যাস প্রায় আড়াই ফুট। গভীরতা দশ ফুটের বেশী নয়। সংলগ্ন উঁচু ভূমি থেকে প্রায় চারফুট-সাড়ে চারফুট নীচে কূপটি অবস্থিত এবং চার পাশের দেয়াল ইট পাথর দ্বারা বাঁধানো। দক্ষিণের দেয়ালে মসৃন কাল পাথরের এক সারি পদ্ম ফুলের মত খোদিত আছে। কূপের চার পাশের মেঝে (আয়তনে অনুমানিক ১৮´ × ১০´ ফুট) পাথর দ্বারা বাঁধানো। দক্ষিণ-দেয়াল ঘেসে উপরে একটি ছোট মন্দির। মন্দির গাত্রে প্লাষ্টারের উপরে নানা পৌরাণিক ছবি খোদিত। মন্দিরে নাকি গোরক্ষ-নাথ সমাহিত আছেন। ধারে কাছে আরও চার খানা ছোট মন্দির। একটিতে শিব-লিঙ্গ এবং অপরটিতে অতি ছোট একটি কালি মূর্তি।

মন্দিরগুলি দেড়শ-দুশ বছরের বেশী পুরানো বলে মনে হয়না। অবশ্য শিব-লিঙ্গ এবং কালি মূর্তি যে বহু পুরাতন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই সব মন্দিরের কাছেই নাকি একটি অতি প্রাচীন মন্দির ছিল। আজ তার চিহ্নও নেই। কূপটি কিন্তু বেশ প্রাচীন বলে মনে হয়। পুরাপুরি পাথবে নির্মিত কূপ বাংলাদেশে আর কোথাও আছে বলে জানা নেই।

এখানে একটি শিলালিপি পাওয়া গেছে।[১] বেলে পাথরের উপর বাঙলা ভাষায় অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং খুব সম্ভব আনাড়ি হাতে উৎকীর্ণ এই শিলালিপির সঠিক পাঠোদ্ধার আজ পর্যন্ত সম্ভবপর হয়নি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলার অধ্যাপক আবু তালিব দুটি পরস্পর বিরোধী পাঠ আবিষ্কার করেছেন এবং দাবী করেছেন যে ৯২০ শকের এই শিলালিপি বাঙলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। কিন্তু তাঁর পাঠ আদৌ গ্রহণ যোগ্য হয়েছে বলে মনে হয়না। আমি বিগত চার বৎসর ধরে শিলালিপির পাঠ উদ্ধার কার্যে ব্যাপৃত থেকেও কোন সুফল পাইনি। অধুনা আমার অনুরোধে এবং আংশিক সাহায্যে বাঙলাদেশ পুরাকীর্তি বিভাগের শ্রী রনজিৎ শর্মা বহু চেষ্টার পরে একটি পাঠ খাড়া করেছেন সেই পাঠও সঠিক হয়েছে বলে মনে হয়না। শিলালিপির ছবি নিম্নে দেওয়া হলো ঃ[২]

---
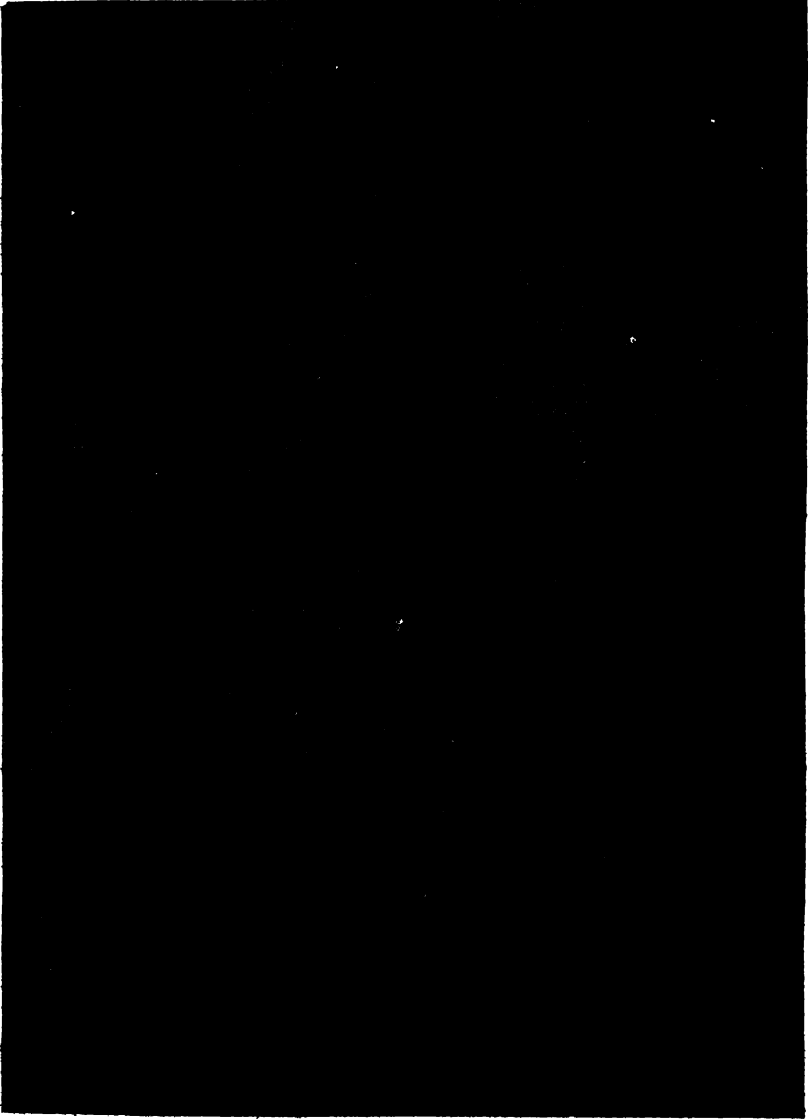
১ ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে আমি শিলালিপিটি উদ্ধার করি। এটি বর্তমানে দিনাজপুর মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

২ শ্রী শর্মার পাঠ ও অধ্যাপক আবু তালিবের পাঠ উপরের ছবিসহ পুস্তকের পরিশিষ্টের অংশে দেওয়া গেল

পরবর্তী

কোন পাঠই সঠিক হয়েছে বলে মনে হয় না। শ্রী শর্মার পাঠের একটি সম্ভাব্য অর্থ তিনি দিয়েছেন। যথা: "দানপত্র' ১০। ৯২০ সালের ১৭ই মাঘ তারিখে উদ্যমশীল (?) পৌণ্ড্র রাজা উখর গ্রামে বিচিত্র বর্ণের-রমার বাসস্থান স্বরূপ বৃহৎ (?) মঠ প্রদান করিয়া ছিলেন। টীকা: প্রাচীন বাংলা লিপিতে লেখা এই শিলালিপির ভাষা সংস্কৃতজ বাংলা। এতে একটি মাত্র আরবী শব্দের ব্যবহার ও হয়েছে। তবে সংস্কৃতজাত প্রাচীন বাংলা শব্দের বহুল ব্যবহার রয়েছে। ৯২০ সালকে প্রচলিত বাংলা সন ধরে নিলে খৃষ্টীয় ১৫১৩ সালে অর্থাৎ ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এটা লিখিত হয়।" জনাব আবু তালেব কোন অর্থ দেননি।

শিলালিপির দ্বিতীয়, অষ্টম, নবম এবং দশম পঙ্‌ক্তির পাঠ আমি প্রথম দর্শনে যা বের করেছিলাম তা ছিল যথাক্রমে (২) খরগাম, (৮) রমাব সক, (৯) ৯২০ তারখ, (১০) ১৭ মাঘ। এই পাঠ মোটামুটি গৃহীত হয়েছে। বাকী পঙ্‌তিগুলির পাঠ নিয়ে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে তা সহজে মিটবে বলে মনে হয় না। দুর্বোধ্য অক্ষবে অত্যন্ত অপরিপক্ক হাতে লিখা এই পাঠ আদৌ উদ্ধার হবে কিনা বলা কঠিন। এই সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার আকাঙ্খা আছে।[১]

মুশকিল হয়েছে ৯২০ (সক?) এবং তারখ বা তরিখ শব্দটি নিয়ে। তারখ বা তবিখ শব্দটি আরবী তারিখ শব্দের স্থলে ভুল প্রয়োগ বলে ধরা যেতে পাবে। ৯২০ যদি শকাব্দ হয় তবে তা হয় ৯৯৮ খৃষ্টাব্দ। তখন বাঙ্‌লাদেশে প্রথম মহীপাল দেবের রাজত্ব কাল। সে সময়ে আরবী 'তাবখ' শব্দ বাঙ্‌লা ভাষায় স্থান পাবে কি করে? সে সময় থেকে আবও ২০২ বছর পবে বাঙলা দেশে মুসলমানদের আগমন ঘটেছে। আল বেরুণীর দোহাই দিয়ে অধ্যাপক আবু তালিব বলতে চান যে জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদ ক্ষেত্রে নাকি ভারতীয় এবং আরব পণ্ডিতদেব মধ্যে গভীর সংযোগ ছিল এবং সেই সংযোগেব ফলে আরবী তাবিখ শব্দটি বাঙ্‌লা তথা ভারতীয় ভাষায় অঙ্গীভূত হযেছিল। জনাব আবু তালিবের যুক্তি মৌলিকতার দাবী রাখলেও গ্রহণ যোগ্যতাব মূল্য এতে নেই।

৯২০ যদি বঙ্গাব্দ হয় তবে লিপকাল দাঁড়ায় ১৫১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্‌র সময়ে। বঙ্গাব্দ প্রচলনের সময় নিয়ে সুধী সমাজে, মতভেদ আছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই অব্দের প্রচলন হয় সম্রাট আকববের (১৫৫৬-১৬০৫) সময়ে। তাই যদি হয় তবে ৯২০ কে বঙ্গাব্দ ধবার ব্যাপারে বিরাট বাধা আছে। বাবু যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্যের মতে বঙ্গাব্দ প্রচলিত হয় সুলতান হুসেন শাহ্‌র আমলে (১৪৯৩—১৫১৯) সময়ে। তা যদি হয় তবে ৯২০ সালকে বঙ্গাব্দ ধরতে তেমন কোন বাধা থাকে না। হুসেন শাহ্ যদি এই অব্দ প্রচলন করেই থাকেন তবে তা তাঁব রাজত্বেব শেষের দিকে না করে প্রথম দিকেই করে থাকবেন এমন একটা আশা করা অসঙ্গত নাও হতে পারে।

কিন্তু হুসেন শাহ্‌র আমলে মালদহ পুর্ণিয়া-দিনাজপুর অঞ্চলে তেমন প্রসিদ্ধ কোন হিন্দু রাজার (স্বাধীন বা সামন্ত) সন্ধান পাওয়া যায় না। সুবুদ্ধি রায় বলে একজন সামন্ত রাজার সন্ধান পাওয়া যায় হুসেন শাহ্‌র কিছু কাল আগে। তাঁর রাজ্য এই অঞ্চলে ছিল বলে মনে হয় না।

এই শিলালিপির সত্যকার ঐতিহাসিক মূল্য কি তা বলা কঠিন। কূপের সঙ্গে এই লিপির কোন সংযোগ আছে বলেও মনে হয় না। কূপ এবং তদসংলগ্ন স্থানে যে সমস্ত পাথর ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলির তুলনায় শিলালিপির পাথরকে অনেক নিকৃষ্ট বলা যায়। কূপ এবং

---

১ ইতিহাস পরিষদের 'ইতিহাস' পত্রিকার বৈশাখ ১৩৮০ সংখ্যায় 'গোরকই শিলালিপি' শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

পার্শ্ববর্তী এলাকার নির্মাণ কার্যে যে নিপুন শিল্প কৌশল দেখা যায় লিপির বেলায় তা সম্পূর্ণ বিপরীত। মনে হয একটি অতি নিকৃষ্ট পাথরের যেন তেন প্রকাবে দাগ সাবা গোছেব কাজের মত লিপির কাজ করা হয়েছে। কূপ নির্মাতাব যদি ফলক দেবাব ইচ্ছা থাকত তবে কাজটা ভাল পাথরে ভাল ভাবেই কবা হতো। তদুপবি কূপ বা পার্শ্বস্থ এলাকায় পাথবটি সংলগ্ন ছিল না। কোন শিলালিপি সংলগ্ন থাকাব চিহ্ন ও সেখানে নেই। এটি অনাদৃতভাবে পড়ে ছিল কাছেই একটি অফিস ঘবেব সিঁড়ী হিসাবে। সেখান থেকেই আমি এটিকে উদ্ধাব করি।

কূপটি যে অতি প্রাচীন (হিন্দু-বৌদ্ধ আমলেব পবেব নয়) তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরবর্তী কালে হযত কূপেব কাছে কেউ মন্দিব তৈবী কবেছিলেন। সেই মন্দিবেব জন্য খুব সম্ভব এই শিলালিপি।

কূপেব পানি উত্তব বঙ্গেব হিন্দুদেব কাছে অত্যন্ত পবিত্র এবং এই পানি নাকি অফুবন্ত। বৎসবে এখানে একবাব মেলা বসে এবং অসংখ্য নবনাবী ছোট এক পাত্র পানি দ্বাবা স্নান কবে। তাতে নাকি দুবাবোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ কবা যায়। বহুকাল থেকে প্রচুব ভূসম্পত্তি (কযেক শ একব নাল জমি, কযেকটা বড বড পুকুব, ইত্যাদি) এ-কূপ এবং মন্দিবাদি বক্ষণাবেক্ষণেব জন্য দেবোত্তব সম্পত্তি হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল। মাত্র বছর কয়েক আগে পশ্চিম দেশীয এক ভণ্ড মহন্ত সেই সব সম্পত্তি বিনিময কবে ভাবতে চলে গেছে।

গোবক্ষনাথেব নামজডিত (গোবকুই ∠ গোবকূপ ∠ গোবখকপ ∠ গোবক্ষকূপ) এস্থান যোগী সম্প্রদায, এই জিলাব পলিযা[১] এবং হিন্দু সম্প্রদাযেব কাছে পবিত্র তীর্থভূমি। স্থানীয প্রবাদ অনুসাবে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে আসাব কালে গোবক্ষনাথ যখন নোনা নদী পাব হতে যাচ্ছিলেন তখন মাইল পাঁচেক দূবে অবস্থিত 'কাইছা' নদীব তীবে অবস্থিত 'নেকমব্দ' নামক স্থানে শেখ নাসিব উদ্দিন নেকমব্দ নামক এক মুসলমান ফকীব ধ্যানে সে খবব পান। বুজুবকি দেখাবার জন্য গোবক্ষনাথ পানিব উপব দিযে হেঁটে আসছিলেন। কিন্তু নেকমব্দেব কাবসাজিতে নাথের গামছা পর্যন্ত পানিতে তলিযে গেলে লজ্জিত গোবক্ষনাথ আব অগ্রসব না হযে সেখানেই নদীগর্ভে এক দ্বীপ সৃষ্টি কবে আস্তানা গাডেন। এই প্রবাদেব কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। শেখ নাসিব উদ্দিন নেকমব্দ নামে এক অতি পূত চবিত্রেব মুসলমান দববেশ বাণীশঙ্কইল থানাব নেকমব্দ নামক স্থানে খুব সম্ভব পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক কি তাব কিছু আগে বা পরে আস্তানা গাডেন। সেখানে তাঁব মাযাব আছে। বৃটিশ আমল এবং তাবও অনেক আগে উপমহাদেশেব বৃহত্তম মেলাগুলিব অন্যতম মেলা হিসাবে নেকমব্দেব মেলাকে গণ্য কবা হতো। নেকমরদ্ এবং গোবক্ষনাথ যদি সমসাময়িক লোক হন তবে গোবক্ষনাথ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের লোক হযে পড়েন।

বগুডা জিলাব 'যুগীব ভবন' নামক স্থান গোবক্ষনাথেব নামেব সঙ্গে জডিত। সেখানে মন্দিবাদি আছে এবং উত্তব বঙ্গেব যোগীদেব কাছে তা পবিত্র স্থান। বাজশাহী জিলাব পত্নীতলা থানায 'যুগীব ঘোপা' বলে একটি স্থান গোবক্ষনাথেব নামেব সঙ্গে জডিত এবং তাও উত্তব বঙ্গেব যোগীদেব পবিত্র তীর্থভূমি। সেখানে গোবক্ষ মহাবাজেব মূর্তি এবং মাটির তৈরী ব্যামলা-ব্যামলীর মূর্তি আছে।

---

১ পলিয়া রাজবংশী বা পলিয়াগণ ভগ্ন ক্ষত্রিয় বলে দাবী করেন। প্রকৃত পক্ষে এরা মঙ্গোলিয়ান নরগুষ্টির একটি শাখা। এখন হিন্দু বলে দাবী করলেও প্রকৃত পক্ষে এরা হিন্দু ছিলনা।

প্রকৃতপক্ষে গোরক্ষনাথ নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন না, একাধিক সাধু পুরুষ এই নামে পরিচিত ছিলেন, তা বিবেচনার বিষয়। উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কালে গোরক্ষ-নাথের নাম বিজড়িত একাধিক ধর্ম্মমত এবং কাহিনী দেখে একাধিক গোরক্ষনাথের অস্তিত্ব সম্পর্কে সহজেই ধারণা করা যেতে পারে। গাভী অর্থাৎ গো এই দেশের হিন্দুদের কাছে অতি পবিত্র এবং পূজ্য প্রাণী। বহু প্রাচীন কাল থেকেই এই দেশে গো-মাতার পূজার প্রথা চলে আসছে। গোস্বামী (গো-স্বামী, অপ-প্রা-গো স মি উ) শব্দের অর্থ গো সমূহের স্বামী বা প্রভু অর্থাৎ রক্ষক। গোস্বামী শব্দ থেকে গোসাঁঞি বা গোসাঁই শব্দের উৎপত্তি। আদিতে গোধনকে যিনি বা যে গুরু রক্ষা করতেন তাঁকেই বোধ হয় গোস্বামী বলা হতো। কালক্রমে সকল গুরুগণই বোধ হয় এই উপধিধারী হয়ে পড়েন। অনুরূপভাবে গোরক্ষ শব্দেরও উৎপত্তি হতে পারে। (গোরক্ষ—গো-রক্ষক) শব্দের অর্থ থেকে অনুমিত হয় যে কোন সিদ্ধ পুরুষ যদি গোধনের রক্ষা কার্যে ব্যাপৃত থাকতেন তবে তাঁকেই গোরক্ষ বলা হতো।

রায় বাহাদুর শরচচন্দ্র দাঁস তিব্বতী 'পাগ সাম জান যেং' (Pag Sam Jan Zang) গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিষয়-সূচীতে বলেন :

"Gauruksha, a cowherd, who being initiated in Tantric Buddhism became the well-known sage gauraksha whose religious school survives in the Jogee sect which goes under the designation of Natha."

অনুবাদ : "গৌরক্ষ, একজন রাখাল যিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গোরক্ষনামে সুপ্রসিদ্ধ হন। তাঁহার (প্রবর্তিত) ধর্মমত নাথ নামে পরিচিত যোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান আছে।"[1] এই প্রসঙ্গে ভট্টশালী বলেছেন" "স্থান বিশেষে গোরক্ষনাথ গাভীগণের ভাগ্যবিধাতা গ্রাম্য দেবতার আকার ধারণ করিয়াছেন এবং এমনকি মুসলমানগণও গাভীর সুপ্রসবের পরে গোর্ক্ষের লাড়ু দেওয়া কর্তব্য মনে করে।"[2]

সত্যযুগ থেকে আরম্ভ করে পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হাযার হাযার বৎসর ধরে গোরক্ষনাথের অস্তিত্বের কাহিনী পাওয়া যায়। (অবশ্য, বর্তমান কালে অর্থাৎ ইদানিং কয়েকশ' বছর ধরে তাঁর অস্তিত্বের কথা আর কেউ বলেন না।) এ-সমস্ত কাহিনীর যদি কোন ঐতি-হাসিক মূল্য থাকে এবং কোন সিদ্ধ পুরুষের আয়ু যদি এত সুদীর্ঘ হওয়া বাস্তব জীবনে অলীক কল্পনা বলে মেনে নেওয়া হয় তবে একাধিক গোরক্ষনাথের অস্তিত্ব ছাড়া এ-সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। গোসাঁই শব্দের মত গোরক্ষ শব্দটাও বোধ হয় বিভিন্ন নাথ-গুরুদের উপর আরোপিত হয়েছিল। ফলে গোরক্ষনাথ এত দীর্ঘজীবি হয়ে পড়েছেন।

নাথ-ধর্মের প্রবর্তক মীননাথের শিষ্য হিসাবে একজন গোরক্ষনাথ হয়ত ছিলেন। হর-প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে গোরক্ষনাথও এক সময়ে বৌদ্ধ ছিলেন এবং তখন তাঁর নাম ছিল রমণবজ্র। তবে এই রমণ-বজ্র গোরক্ষনাথই মীননাথের শিষ্য ছিলেন কিনা বলা কঠিন। এক গোরক্ষনাথ নাথ-ধর্ম্মের আমূল সংস্কার এবং পরিবর্তন সাধন করেন। এই প্রসঙ্গ পরে নাথ-ধর্ম্ম আলোচনার সময় আলোচিত হয়েছে। এই গোরক্ষনাথই যদি সংস্কার কর্তা হয়ে থাকেন পরবর্তী কালে বোধ হয় আরও গোরক্ষনাথের আবির্ভাব ঘটে ছিল। অতএব গোরক্ষ-নাথের সঠিক সময় নির্ধারণ করতে না যাওয়াই নিরাপদ।

---

১ বংলা সহিত্যের কথা প্রথম খণ্ড—ডক্টর শহিদুল্লাহ্।
২ ভট্টশালী সম্পাদিত শ্যামদাশের মীনচেতনের ভূমিকা।

**হাড়িপা :** হাড়িপা, হাড়িফা, হাড়ি, জালন্ধরী পাদ, জলন্ধর, জলন্দর প্রভৃতি নামে তিনি পরিচিত। প্রচলিত মত অনুসারে তিনি গোরক্ষনাথের শিষ্য। কিন্তু আলোচ্য পুঁথির মতে তিনি খোদ মহেশ্বরের শিষ্য। নাথ-ধর্ম্ম এবং সাহিত্যের প্রধান চারজন সিদ্ধার মধ্যে হাড়িপা একজন 'ভাজন'। শিবের হাড় থেকে জন্ম বলে তাঁর নাম হাড়িপা বা হাড়িফা। কৃষ্ণাচার্য বা কানাই হাড়িপার প্রধান শিষ্য। কৃষ্ণাচার্য রচিত ৩৬নং চর্যাতে আছে,—

"শাখি করিব জালন্ধরী পাত্র।"
অর্থাৎ গুরু জালন্ধরীকে সাক্ষী করব।

তিব্বতী গ্রন্থ মতে ৮৪ জন মহাসিদ্ধাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। চতুর্দশ শতকে রচিত 'বর্ণন রত্নাকর' গ্রন্থে ৮৪ জন সিদ্ধার কথা বলা হয়েছে। আলোচ্য পুঁথিতে 'নবলাখ চৌরাসি সিদ্ধার' কথা আছে। তাঁদের মধ্যে হাড়িপা একজন 'ভাজন' অর্থাৎ প্রধান সিদ্ধা। 'বর্ণন রত্নাকরের' মতে হাড়িপার ক্রমিক সংখ্যা ১৯ আর ডক্টর শহীদুল্লাহ্ কর্তৃক সংগৃহীত আলবার্ট গ্রুয়েন ওয়েডেলের ( Albert Gruenwedel ) তালিকা মতে জালন্ধরীর ক্রমিক সংখ্যা ৪৬।

তিব্বতী গ্রন্থ থেকে রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস যে বিবরণী সংগ্রহ করেছেন তাতে বালা-পাদ নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। বালাপাদ সিন্ধু দেশের নগরথটে এক বিত্তশালী শূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে উদয়ন প্রদেশে (বর্তমান সোয়াত ও চিত্রল) গিয়ে সাধনা করে জালন্ধর নামক স্থানে কিছুকাল বাস করার পর জালন্ধরের গুরু অর্থাৎ জালন্ধরী নামে অভিহিত হন। তার পরে তিনি নেপাল ও অবন্তী রাজ্যে গমন করেন। অবন্তীতে কৃষ্ণাচার্য তার শিষ্য হয়। সেখান থেকে তিনি বাঙ্গালাদেশে আগমন করেন এবং চট্টগ্রাম ভ্রমণ করেন। বিমল চন্দ্রের পুত্র গুপিচন্দ্র (আলোচ্য পুথির নায়ক) তখন বাঙলা-দেশের নৃপতি। চট্টগ্রামে তার রাজধানী। "উদ্যানে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সিদ্ধা নারিকেল জল পান করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় নারিকেল আপনি তাঁহার মুখের নিকট আসিল ও জলদান করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিল। রাজ মাতা ইহা দেখিতে পাইয়া ছাড়ি বেশী সিদ্ধপুরুষকে আহবান করিতে রাজাকে অনুজ্ঞা করিলেন। রাজা তাহাকে ডাকিলেন তিনিও রাজার কর্ণে মন্ত্র দিলেন। সিদ্ধা শূন্য বাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং রাজা তাহাকে প্রতারক মনে করিয়া জীবিতাবস্থায় ভূপ্রোথিত করিয়া ফেলিল। হস্তী ও অশ্বের বিষ্ঠা সেই স্থানের উপরি-ভাগে নিক্ষিপ্ত হইল এবং তাহার উপর কণ্টকপূর্ণ উদ্ভিদ্ জন্মিতে লাগিল। ইহার পর বার বৎসর পরে কৃষ্ণাচার্য কর্তৃক তাহার উদ্ধার বর্ণিত হইয়াছে।' তারানাথ এবং অন্যান্য তিব্বতী গ্রন্থের বর্ণনা-ভিত্তিক এই কাহিনী। এবং তিব্বতী কাহিনী ও গড়ে উঠে বাঙলাদেশে রাজা গুপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের কাহিনীকে ভিত্তি করেই। গুপিচন্দ্রের কাহিনী যখন তিব্বতে পৌঁছে তখন তার মধ্যে ভেজালের মাত্রা এত বেশী করে ঢুকে যে সেখানে সত্যাসত্য নির্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার।

তেঙ্গুর গ্রন্থমালার তালিকায় এক মহাপণ্ডিতের উল্লেখ আছে। তাঁর নাম মহাচার্য জালন্ধর, আচার্য জালন্ধরী বা সিদ্ধাচার্য জালন্ধরী। তাঁর নামে উক্ত তালিকায় চারখানা বজ্র-যান গ্রন্থের উল্লেখ আছে। এই জালন্ধরী পাদ ও নাথ-সাহিত্যের গুরু জলন্ধর বা হাড়িপা বোধ হয় অভিন্ন ব্যক্তি।

দেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে কামনা করলে কি করে দেবীর শাপে জলন্ধর ময়নামতীর হাঁড়ি হয়ে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন সে কাহিনী আগেই বলা হয়েছে। ময়নামতীর সঙ্গে হাড়িপার অবৈধ প্রণয়ের কথা নাথ সাহিত্যে সুবিদিত।

হাড়িপা জাতিতে ছিলেন বোধ হয় নিম্ন শ্রেণীর শূদ্র। কিন্তু তাতেও তাঁর নাথ-গুরুদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হতে বাধেনি। এতে মনে হয় নাথদের মধ্যে জাতি ভেদ প্রথা ছিলনা। থাকার ও কথা নয়।

**কানুপাদ:** কানুপা, কানাই, কানুহাই, কাহ্নুপা, কাহ্ন-পা, কৃষ্ণ-পাদ, কৃষ্ণাচার্য প্রভৃতি বিভিন্ন নামে তিনি পরিচিত। প্রচলিত মত অনুসারে তিনি জালন্ধী-পাদ বা হাড়িপার শিষ্য। নাথ-মতে ব্রহ্মা-বিষ্ণুর প্রহাবে অচেতন শিব দেহের কর্ণ থেকে কানুপার জন্ম। ভবানীর শাপ বৃত্তান্তে আছে:

"পরম সোন্দরী যদি থাকে মোর ঘর।।
তার সঙ্গে কেলি করি জদি মরি জাই।
তবেহ তাহান সঙ্গে আনন্দে খেলাই।।"—মীনচেতন-১৮ পৃষ্ঠা।

দেবী কানুপার মনের ভাব বুঝতে পেরে শাপ দিলেন যে ডাহুকার গড়ে রমণীর প্রেমে তাঁর প্রাণ যাবে।—

অঙ্গীকার কৈলা দেবী মনে বিমর্সিয়া।
তুরমানে চলিয়া যাও ডাহুকা হইয়া।।
জেমত মাগিলা তবে তেমতে পাইবা বর।
আনন্দ কর গিয়া রমনীর ঘর।।"—ঐ-২০-২১ পৃষ্ঠা।

কানুপা সম্বন্ধে এইটুকু ইঙ্গিত 'মীনচেতন', 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস' প্রভৃতি নাথ-সাহিত্যে আছে। কানুপাকে নিয়ে-কোন স্বতন্ত্র কাহিনী আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। মীননাথের দুর্গতির কথা 'মীনচেতন', 'গোরক্ষ-বিজয়ে' এবং হাড়িপার দুর্গতির কথা গুপিচন্দ্রের বিভিন্ন পুঁথিতে আছে। রমণী ঘটিত প্রেমে কি করে কানুপা ডাহুকারগড়ে প্রাণ হারান এবং তাঁর শিষ্য বাইল ভাদাই কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হন সেই সম্বন্ধে খুব সম্ভব কোন স্বতন্ত্র রচনা ছিল। কিন্তু সেই সব রচনা আজও আমাদের হাতে আসেনি। নাথ-ধর্ম এবং নাথ-গুরুদের নিয়ে যে এক বিরাট সাহিত্য গড়ে উঠেছিল আজ পর্যন্ত পাওয়া বিভিন্ন নাথ সাহিত্য থেকে সে ধারণা সহজেই করা যায়। কালের প্রবাহে সেই সাহিত্যের একটা বিরাট অংশ বোধ হয় হাড়িয়ে গেছে।

তিব্বতে প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী ৮৪ জন সিদ্ধাদের মধ্যে কৃষ্ণ প্রভৃতি নামে কয়েকজন সিদ্ধার খবর পাওয়া যায়। তারানাথ, সুম্‌পা প্রভৃতিদের মতে বিভিন্ন নামে অভিহিত জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ দু-জন কৃষ্ণাচার্য ছিলেন। খুব সম্ভব সোমপুর বিহার নিবাসী এবং হেবজ্র, শম্বর, জামন্তক প্রভৃতি বজ্রযানী দেবতাদের সম্পর্কে গ্রন্থ লিখক এবং দোহা রচয়িতা ব্রাহ্মণ কৃষ্ণাচার্যই ছিলেন তারানাথ বর্ণিত কনিষ্ঠ কৃষ্ণাচার্য। মনে হয় তাঁরই রচিত ১৩ খানা চর্যাপদ চর্যাগীতিতে

স্থান পেয়েছে এবং তিনিই নাথ সাহিত্যের হাড়িপা-শিষ্য কানেফা বা কানাই। এই কাহ্ন-পা-কাহ্নু-পা-কৃষ্ণাচার্য পঞ্চাশ খানারও অধিক গ্রন্থের রচয়িতা। কৃষ্ণাচার্য রচিত একখানা দোহা কোষ মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত এবং প্রকাশিত হয়েছে।

'শ্রীহেবজ্র পঞ্জিকা যোগরত্নমালা' নামক যোগ-শাস্ত্রের যে গ্রন্থখানা ক্যাম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে তার অন্তে আছে: "শ্রীহেবজ্র পঞ্জিকা যোগরত্নমালা সমাপ্তা। কৃতিরিয়ং পণ্ডিতাচার্য শ্রীকাহ্ন পাদানাম ইতি। পরমেশ্বরেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ। শ্রীমদ গোবিন্দপাল দেবানাম সং ৩৯ ভাদ্র দিনে ১৪ লিখিতমিদং পুস্তকং কা শ্রীগয়া করেণ॥" পাল বংশের শেষ নৃপতি গোবিন্দপাল দেবের রাজত্বকাল ১১৫৫ খৃষ্টাব্দে শুরু হয়েছিল বলে পণ্ডিত মহলের ধারণা।১ এই হিসাবে কৃষ্ণাচার্য রচিত এবং 'শ্রীগয়া করেণ' কর্তৃক লিপিকৃত 'হে বজ্র' পুস্তকের লিপিকাল দাঁড়ায় ১১৯৪ খৃষ্টাব্দ (১১৫৫+৩৯)। এই সময়ে কৃষ্ণাচার্য বেঁচে ছিলেন, কি ছিলেন না, তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে কৃষ্ণাচার্যের সময় নির্ধারণের ব্যাপারে এই তারিখটা অত্যন্ত মল্যবান।

তিব্বতী ঐতিহ্য মতে কৃষ্ণাচার্য সোমপুর বিহারে বাস করতেন। সোমপুর (পাহাড়পুর) বিহার স্থাপন করেন দ্বিতীয় পাল নৃপতি ধর্মপালদেব। ৭৭০ খৃষ্টাব্দে ধর্ম পালের রাজত্ব-কাল আরম্ভ বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন এবং তা শেষ হয় ৮১০ খৃষ্টাব্দে। অষ্টম শতকের শেষ পাদে অথবা নবম শতকের প্রথম দশকে সোমপুর বিহার স্থাপনের সময় ধরা যেতে পারে। কৃষ্ণাচার্য যদি সোমপুর বিহারে বসবাস করে থাকেন তবে তা নবম শতকের আগে হতে পারেনা কারণ তার আগে বিহারটিই সৃষ্ট হয়নি। অতএব নবম শতক অথবা অষ্টম শতকের শেষ ভাগের আগে কৃষ্ণাচার্যের আবির্ভাব হওয়া সম্ভবপর নয়। ওদিকে দ্বাদশ শতকের পরে তাঁর আবির্ভাবের কাল টেনে নেওয়ার পেছনে যুক্তি খুব কম॥ 'হে বজ্র পঞ্জিকা' নামক গ্রন্থ রচনা কালে তিনি যদি জীবিত থাকেন তবে ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে তাঁর বেঁচে থাকার কিছুটা সম্ভাবনা থাকতে পারে। কিন্তু চর্যাগীতির যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা ভট্টশালীর মতে ১২০০ খৃষ্টাব্দের পরের নয়। অতএব নবম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত কৃষ্ণাচার্যের আবির্ভাবের কালকে সীমাবদ্ধ রাখলেই চলে। এর বাইরে যাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র মতে মীননাথ সপ্তম শতকের লোক এবং রাজা গুপিচন্দ্রের প্রায় সমসাময়িক। প্রচলিত মত অনুসারে প্রধান চারজন নাথ সিদ্ধাদের গুরু পরম্পরা হচ্ছে: মীননাথ—গোরক্ষনাথ—হাড়িপা—কানুপা। নাথ-সাহিত্যের এই মত ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌ নিজেও মেনে নিয়েছেন। এরা সকলেই যে সমসাময়িক এই কথা নাথ সাহিত্যের সর্বত্রই আছে। অবশ্য বয়সের বেশ-কম থাকা স্বাভাবিক। মীননাথ খুব সম্ভব সর্ব জ্যেষ্ঠ এবং কানুপা সর্ব কনিষ্ঠ। এইসব সমসাময়িক ব্যক্তিদের বয়সের তারতম্য ২৫ থেকে পঞ্চাশের বেশী হওয়া সম্ভবপর নয়। ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌ কানুপার আবির্ভাবের কাল ধরেছেন অষ্টম শতকে।২ যে তিব্বতী প্রমাণ

১ H. B. Vol. I, Page 177.
২ বাংলা সাহিত্যের কথা—প্রথম খণ্ড ৩৬ পৃষ্ঠা।

অনুযায়ী সোমপুর বিহারে অবস্থানকারী কানুপাকে তিনি অষ্টম শতকের লোক বলে ধরেছেন, একই প্রমাণে কানুপা নবম শতকের আগের লোক হতে পারেন না। কারণ সোমপুর বিহার তার আগে নির্মিতই হয়নি। কানুপা যদি নবম শতকের লোক হন তবে বড় জোর পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে মীননাথ অষ্টম শতকের মাঝামাঝির আগের লোক হতে পারেন না। অথচ ডক্টর শহীদুল্লাহ্ মীননাথকে সপ্তম শতকের লোক বলে ধরে নিয়েছেন।

ভট্টশালী বলতে চেয়েছেন 'মোট কথা, কৃষ্ণাচার্য ও তাঁহার গুরু হাড়িপা বা জালন্ধরী পাদের আবির্ভাব-কাল ৯৫০-১০৫০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নিঃসন্দেহে নির্দেশ করা যায়। মীননাথ ও তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথেরও সময় তাহাই।'[১] পুঁথির নায়ককে চন্দ্র বংশীয় রাজা গোবিন্দ-চন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন প্রমাণ করার প্রাণপন চেষ্টা তিনি করেছেন এবং তা প্রমাণ করার জন্য চারজন সিদ্ধাকে যে তিনি এ-সময়ের মধ্যে ফেলতে চেষ্টিত ছিলেন তা সহজেই বুঝা যায়।

পুঁথির নায়ক এবং রাজা গোবিন্দচন্দ্রের অভিন্নতা যে প্রমাণিত হয়নি এবং হতে পারেনা তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তবু ভট্টশালী, মীননাথ প্রভৃতিদের আবির্ভাব-কাল সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি তিনি দিয়েছেন এবং যুক্তিগুলি অগ্রহণ-যোগ্য নয়। দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগে গয়াকরেণ কর্তৃক লিপিকৃত এবং কৃষ্ণাচার্য কর্তৃক রচিত 'হেবজ্র' নামক যে গ্রন্থ খানার পরিচয় ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাওয়া যায়, তা যে সে সময়ে বেশ ভাল ভাবেই প্রচলিত ছিল তা সহজেই ধারণা করা যায়। সেই পুস্তক খানা খুব বেশী দিন আগের রচনা নয়, এমন একটা ধারনা করা খুব অসমীচিন বলে মনে হয়না। এতে ভট্টশালীর ধারণার পেছনে সমর্থন মিলে।

**চৌরঙ্গীনাথ বা গাভুরসিদ্ধাঃ**—আলোচ্য পুঁথি মতে তার নাম চৌরঙ্গা এবং ভট্টশালীর পুঁথিমতে চেরেঙ্গা। আলবার্ট গ্রুয়েনওয়েডের ৮৪ সিদ্ধার তালিকার মধ্যে দশম সিদ্ধার নাম চৌরঙ্গী। 'বর্ণনরত্নাকরের' তালিকার মধ্যে তৃতীয় সিদ্ধার নাম চৌরঙ্গীনাথ। "শূন্য পুরাণে অন্যান্য সিদ্ধাগণের সহিত চৌরঙ্গীনাথের নাম উল্লেখিত হইয়াছে—'আদ্যনাথ মীননাথ সিদ্ধা চরঙ্গনাথ দণ্ডপাণি আর কিন্নরী'।"[২] 'গোরক্ষবিজয়' মতে গোরক্ষনাথ প্রভৃতি সিদ্ধাগণের সঙ্গে চৌরঙ্গীনাথের জন্ম মহাদেবের শরীর থেকে। আলোচ্য পুঁথিতে এ-বর্ণনা নেই। গোরক্ষবিজয় এবং মীনচেতন মতে চৌরঙ্গীনাথ মীননাথের শিষ্য, যথাঃ

> "এক শিষ্য আছে মোর যতি যে গোরক্ষাই।
> আর শিষ্য আছে মোর গাভুর সিদ্ধাই।।"

গোরক্ষবিজয় মতে ভবানীর রূপে মুগ্ধ গাভুরসিদ্ধার প্রতি দেবীর অভিশাপ হয় যে গাভুরসিদ্ধা বিমাতার সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকার ফলে 'পাইবা অপমান'। চৌরঙ্গী বা গাভুর-সিদ্ধা সম্পর্কে কোন স্বতন্ত্র কাহিনী আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। হয়ত ছিল। আলবার্ট গ্রুয়েনওয়েডেল কর্তৃক সংগৃহীত বিবরণী অনুসারে গাভুরসিদ্ধা ভারতের পূর্বদেশের রাজা দেবপালের পুত্র। বার বৎসর বয়সে গাভুর মাতৃহারা হন। তাঁর পিতা আবার বিবাহ করেন। নূতন রাণী রাজার অনুপস্থিতে গাভুরকে প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হয়ে রাজার নিকট রাজপুত্রের নামে মিথ্যা অপবাদ দিলে রাজার আদেশে নগর বাহিরে গাভুরের চার হাত-পা কেটে ফেলা হয়। এইজন্য তাঁর নাম হয় চৌরঙ্গী। মহাযোগী অচিন্ত, যাঁর অপর নাম মীনপাদ, দেশ ভ্রমণকালে তাঁকে দেখতে পেয়ে এক রাখালকে তাঁর সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত করেন। এই রাখালই পরে

---

১ ভট্টশালী সম্পাদিত 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' এর সম্পাদকীয় মন্তব্য—৬৫ পৃষ্ঠা।

২ বাংলা সাহিত্যের কথা—প্রথম খণ্ড—৪২ পৃষ্ঠা—ডক্টর শহীদুল্লাহ।

গোরক্ষনাথ হিসাবে পরিচিত হন। চৌরঙ্গী বার বছর ধরে একই স্থানে সাধনা করেন এবং সিদ্ধি লাভ করার পরে তাঁর হাত-পা পূর্ববৎ হয় এবং তিনি অমরত্ব লাভ করেন।

অপর এক তিব্বতী গ্রন্থমতেও গাভুরসিদ্ধা রাজপুত্র বলে পরিচিত। কিন্তু তাঁর পিতার নাম বা কোন পরিচয় নেই। এখানে তাঁর গুরুর নাম মচ্ছিন্দ্র। গোরক্ষবিজয় মতে গাভুর সাল্বাবান অর্থাৎ সালবান বা শালবাহন রাজার পুত্র। পাঞ্জাবের প্রবাদ অনুযায়ী চৌরঙ্গীনাথের পূর্ব নাম পুরুণ এবং তিনি শিয়ালকোটের রাজা শালবাহনের পুত্র। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ মনে করেন যে পাল বংশের তৃতীয় নরপতি দেবপাল (৮১০—৮৫০ খৃষ্টাব্দ) গাভুরসিদ্ধার পিতা এবং তিনি নবম শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন। ডক্টর ভট্টশালীর মতের উক্তি করে তিনি আরও বলেন যে দেবপালের পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি কোন অপত্য রাজত্ব করেন নাই'। মুঙ্গের তাম্রলিপিতে দেখা যায় দেবপালের ৩৩ রাজ্যাঙ্কে তাঁর পুত্র যুবরাজ রাজ্যপালের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। অথচ তার মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয় সুর পাল রাজ্য লাভ করেন। এতে মনে হয় রাজসিংহাসন প্রাপ্তির আগেই রাজ্যপালের মৃত্যু ঘটে অথবা প্রাসাদ-চক্রান্তের ফলে তিনি সিংহাসন লাভে বঞ্চিত হন। ডক্টর শহীদুল্লার মতানুসারে গাভুরসিদ্ধা যদি দেবপালের পুত্র হন তবে তিনি মৎসেন্দ্রনাম মীননাথের শিষ্য হতে পারেন না। কারণ ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র মতে মীননাথ সপ্তম শতকের লোক আর গাভুরসিদ্ধা নবম শতকের মাঝামাঝি সময়ের লোক হয়ে পড়েন। সাধু পুরুষদের জীবন দীর্ঘ হলেও এত দীর্ঘ ধারণা করা কঠিন।

**বাইলভাদাই বা ভাদেঃ**—আলোচ্য পুঁথিতে তাকে 'বানিজে' বা 'রানিজে ভাদাই' বলা হয়েছে। অন্যান্য পুঁথিমতে তাঁর নাম বাইল ভাদাই। 'বর্ণন রত্নাকরের' তালিকা মতে ভাদে বলে এক সিদ্ধার নাম পাওয়া যায় এবং তাঁর ক্রমিক সংখ্যা ৩৩। আলবার্ট গ্রুয়েন ওয়েডেলের তালিকার চব্বিশ সংখ্যায় 'ভদ্র' বলে একজন এবং ক্রমিক সংখ্যা বত্রিশে 'ভদেপ বা ভাণ্ডারী' বলে আর একজন সিদ্ধার নাম দেখা যায়। ৩৫ নম্বর চর্যাপদের রচয়িতার নাম ভাদে'। ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র মতে তাঁর জন্মস্থান মনিভদ্রে। ডক্টর ভট্টশালী তাঁকে বলিভদ্র বলে অনুমান করেছেন। আলোচ্য পুঁথিতে বা অন্য কোন নাথ গ্রন্থে তাঁর বিশেষ কোন পরিচয় নেই। তবে তিনি যে 'কানেফার' অনুগত শিষ্য তা অনেকস্থানেই বলা হয়েছে।

**খেতুয়াঃ**—আলোচ্য পুঁথিতে খেতুয়া বা খেতুর কোন বংশ পরিচয় নেই। সে রাজ-অন্তপুরের প্রধান চাকর এবং রাণীদের মহলে তার অবাধ গতিবিধি। রংপুরের গাথা অনুসারে শ্মশান থেকে সদ্যোজাত পুত্র গুপিচন্দ্রকে গৃহে আনয়নকালে পথে ময়নামতী একটি শিশুকে কুড়িয়ে পান এবং খেতুয়া নাম দিয়ে তাকে পুত্রবৎ পালন করেন। গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাসে যাওয়ার পরে খেতুয়া সিংহাসন অধিকার করে এবং অদুনা-পদুনা ছাড়া বাকী সব কটা রাণীকে হস্তগত করে। আলোচ্য পুঁথিতেও রাজ্য অধিকারের কিছুটা ইঙ্গিত আছে। বিষ-মাখানো খাদ্যদ্বারা হাড়িকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে রাণীরা খেতুয়াকে হাড়ির কাছে পাঠালে হাড়িপা ধ্যানে সব কিছু টের পেয়ে খেতুকে বলেন যে সে 'মুকুলের রাজাই' পাবে।

'গাযী কালু চম্পাবতী' পুঁথিতে কালুর পরিচয়ও রংপুরের গাথায় বর্ণিত খেতুর পরিচয়ের মত। কিন্তু কিছু গরমিল আছে। কালু গাযীর সঙ্গে সহযাত্রী হয়েছিলেন আর এখানে খেতুয়া রাজবাড়ীতেই থেকে যায়।

**বালা লক্ষ্মীন্দরঃ**—মনসার কাহিনীতে বর্ণিত লক্ষ্মীন্দর বা লখাই চন্দ্রকেতু গন্ধ-বণিকের (চাঁদ সওদাগর) সপ্তম এবং কনিষ্ঠ পুত্র এবং বেহুলার স্বামী। তাকে কেন্দ্র করেই মনসার কাহিনী রচিত হয়েছে। আলোচ্য পুঁথি অনুসারে 'বালা-লক্ষীন্দর' 'গন্ধর্ব বণিক' জাতীয় রাজা গুপিচন্দ্রের সখা। চাঁদ সওদাগর বা লক্ষ্মীন্দর আদৌ ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে যদিও বাংলাদেশের এমন কোন জেলা নেই যেখানে চাঁদ-সওদাগরের কাহিনী-বিজড়িত স্থানের অভাব আছে। লক্ষ্মীন্দর ঐতিহাসিক ব্যক্তি হলেও পুঁথির নায়কের সখা 'বালা লক্ষ্মীন্দরের' সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না।

## চৌরাশি সিদ্ধা।



**চৌরাশি সিদ্ধাঃ**—আলোচ্য পুঁথির প্রায় সর্বত্রই 'নয় লাখ চৌরাশি' সিদ্ধার কথা আছে। 'নয় লাখ চৌরাশি সিদ্ধা আইল সর্বজন'—এ ধরণের উক্তি পুঁথিতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। নাথ-সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থে 'চৌরাশি সিদ্ধার' কথা আছে। এই সম্পর্কে ভট্টশালী বলেছেন, "কথাটি মূলে হয়ত 'নয় নাথ চৌরাশি সিদ্ধা ছিল, লিপিকরের দোষে ক্রমে 'নাথ' 'লাখ'-এ পরিণত হইয়া গিয়াছে। গুজরাট প্রদেশে 'নয় নাথ চৌরাশি সিদ্ধাই' প্রসিদ্ধ। Indian Antiquary, Vol VII, page 49, প্রথম স্তম্ভ দেখুন।" পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর "বৌদ্ধ গান ও দোহার" ভূমিকায় ৮৪ জন সিদ্ধার একটি তালিকা দিয়েছেন। তিনি কবি শেখরাচার্য রচিত (১৩০০—২১ খৃষ্টাব্দ) 'বর্ণন রত্নাকর' নামক গ্রন্থ থেকে এ তালিকা সংগ্রহ করেছেন। জার্মান পণ্ডিত গ্রুয়েন ওয়েডেল তিব্বতী উপকরণের সাহায্যে অনুরূপ ৮৪ জন মহাসিদ্ধার আর একটি তালিকা প্রস্তুত করেন এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংগ্রহ করেন। "তিব্বতী বৌদ্ধমতে 'গ্রুব-ছেন-গ্যবশি' বা ৮৪ জন মহাসিদ্ধা স্বীকার করা হয়।" [১] 'বর্ণন রত্নাকরে' লিখিত ৮৪ জন নাথ সিদ্ধাদেব নামের সংগে তিব্বতের এই ৮৪ জন মহাসিদ্ধার অনেকের নামের মিল পাওয়া যায়।

'চৌরাশি সিদ্ধা' সম্পর্কে ডক্টর আহম্মদ শরীফ তাঁর সম্পাদিত "বাংলার সুফী সাহিত্য" গ্রন্থের টীকায় একটি অভিনব ধরণের মন্তব্য করেছেন। [২] তিনি বলেছেন, "সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞান প্রদীপ' সূত্রে জানা যায় মানুষের দেহ স্ব স্ব আঙ্গুলের পরিমাপে দৈর্ঘ্যে ৮৪ আঙ্গুল পরিমিত" এজন্যে দেহের রূপকার্থক পরিভাষা হচ্ছে চৌরাশি। যিনি এই চৌরাশি আঙ্গুল পরিমিত দেহের তত্ত্বে বা চর্যায় সিদ্ধি লাভ করেছেন তিনিই চৌরাশি সিদ্ধা (কায়া সাধনায় সিদ্ধ)। অতএব 'চৌরাশি সিদ্ধা' শব্দটি সিদ্ধপুরুষের সংখ্যাবাচক নয়—বরং কায়া সাধনার সিদ্ধিজ্ঞাপক। চৌরাশি সিদ্ধাকে সিদ্ধপুরুষের সংখ্যাবাচক ধরেই গত পাঁচশ বছর যাবৎ বিদ্বানেরা চৌরাশিজন সিদ্ধার সন্ধানে ও নামের তালিকা নির্মাণে গোজামিলের আশ্রয় নিয়ছেন।"

সৈয়দ সুলতানের 'জ্ঞান প্রদীপে' বর্ণিত 'চৌরাশি সিদ্ধার' এ-ব্যাখ্যা যদি সঠিক হয় তবে বলতে হবে ঘরে বাইরে পন্ডিত সমাজের এতদিনের সাধনা সত্যিই একটি গোজামিলের সন্ধানে নিয়োজিত ছিল। কিন্তু সৈয়দ সুলতানের এই ব্যাখ্যা কি সত্যই গ্রহণযোগ্য? ডক্টর আহাম্মদ শরীফ এই ব্যাপারে কোন পর্যবেক্ষণ করেছিলেন না সৈয়দ সুলতানের অভিমতের উপর নির্ভর করে এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা জানা নেই। আমি নিজ দেহ এবং আরও অনেক লোকের দেহ (পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়ই) 'স্ব স্ব আঙ্গুলের পরিমাপে' মেপে দেখেছি। তাঁদের মধ্যে হ্রস্ব, দীর্ঘ, মোটা পাতলা প্রভৃতি অনেক রকমের দেহই ছিল। কচিৎ দু-এক ক্ষেত্রে ৮৪ আঙ্গুলের কাছাকাছি (কিন্তু সঠিক নয়) পেয়েছি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেহের দৈর্ঘ্য চৌরাশি অঙ্গুলের ধারে কাছেও নয়। ৭০ আঙ্গুল থেকে ১১০ আঙ্গুল পর্যন্ত দৈর্ঘ দেখা গেছে। ক্ষীণদেহী লম্বা লোকের বেলায় আঙ্গুলের পরিমাপে দেহের দৈর্ঘ ১১০ আঙ্গুলের পরিমাপকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই পর্যবেক্ষণের পরও সৈয়দ সুলতানের অভিমতকে কি করে মেনে নেওয়া যায় তা ভেবে পাচ্ছিনা। মনে হয় সৈয়দ সুলতানের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

১ বাংলা সাহিত্যের কথা, প্রথম খণ্ড ১৭ পৃষ্ঠা—ডক্টর শহীদুল্লাহ।

২ বাংলা সুফী সাহিত্য ডক্টর আহাম্মদ শরীফ ২১ পৃষ্ঠা। ইদানীং আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ 'কবরেমরেণন' নামক গ্রন্থে তিনি এ সম্পর্কে কবি সৈয়দ সুলতানের উক্তি উদ্ধৃত করে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

## চৌরাশি সিদ্ধা

আলবার্ট গ্রুয়েন ওয়েডেলের তালিকা এবং 'বর্ণ রত্নাকরে' বর্ণিত তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

### প্রথম তালিকা।

(আলবার্টগ্রুয়েন ওয়েডেলের তালিকা।)[1]

১। লুহিপা, লুইপা লুয়িপা, মৎসেন্দ্র বা মৎস্যান্দ্রাদ।
২। লীলাপাদ।
৩। বিরূপা।
৪। ডোম্বিহেরুক।
৫। শাবব।
৬। শবহ বা রাহুলভদ্র।
৭। কঙ্কালিপাদ।
৮। মীনপাদ বা বজ্রপাদ।
৯। গোবক্ষ।
১০। চৌবঙ্গী।
১১। বীণাপাদ।
১২। রত্নাকব শান্তি।
১৩। তন্তিপাদ।
১৪। চর্ম্মাক
১৫। খড়্গপাদ।
১৬। নাগার্জ্জুন।
১৭। কৃষ্ণাচাবী, কানহপাদ বা কনপ।
১৮। কানেব, কাণাবী বা আর্য্যদেব।
১৯। স্থগন।
২০। নাড়পাদ বা যশোভদ্র।
২১। শৃগালপাদ।
২২। তৈলিকপাদ।
২৩। ছত্রপাদ।
২৪। ভদ্র।
২৫। দ্বিখণ্ডী।
২৬। অজোগী বা যোগীপাদ
২৭। কড়পাদ।
২৮। ধোবী।
২৯। কঙ্কণ।
৩০। কম্বল।
৩১। টেঙ্কি।
৩২। ভন্দেপা বা ভাণ্ডাবী
৩৩। তন্ধী।
৩৪। কুক্কুবীপাদ।
৩৫। কুব্জিপাদ।
৩৬। ধর্ম্ম।
৩৭। মহী
৩৮। অচিন্ত বা অচিন্ত্য।
৩৯। বভহি।
৪০। নলিন।
৪১। শান্তিদেব বা ভুসুকু।
৪২। ইন্দ্রভূতি।
৪৩। মেঘপাদ।
৪৪। কুঠাবী।
৪৫। কর্ম্মাবপাদ।
৪৬। জালন্ধবী।
৪৭। রাহুল।
৪৮। ধর্ম্ম পাদ।
৪৯। টোক্‌বী।
৫০। মেদিণীপাদ।
৫১।
৫২। ঘণ্টাপাদ বা বজ্রঘণ্ট
৫৩। যোগী।
৫৪। চলুক।
৫৫। বাগুবী।
৫৬ লঙ্কক।
৫৭। নিগুর্ণশ্রী।
৫৮। জয়ানন্দ।
৫৯। পচরী বা পাচল।
৬০। চম্পক।
৬১। বিষাণ।
৬২। তেলী বা তৈলী,।
৬৩। কুম্ভকার।
৬৪। চর্পটি।
৬৫। মনিভদ্রা।
৬৬। মেখল।
৬৭। কঙখলা।
৬৮। কলকলপাদ।
৬৯। কম্বড়ি।
৭০। দৌডী।
৭১। উডডীয়।
৭২। কপালপাদ।
৭৩। কিলপাদ।
৭৪। পুহকর।
৭৫। সাভিক্ষ।
৭৬। নাগবোধি।
৭৭। দারিকপাদ।
৭৮। পুত্তলী।
৭৯। উপনাহী।
৮০। কোকিলী।
৮১। অনঙ্গ।
৮২। লক্ষীঙ্করা।
৮৩। সামুদ্র।
৮৪। ব্যাড়ি।

---

১ ডক্টর শহিদুল্লাহ্‌র বাংলা সাহিত্যের কথা প্রথম খণ্ড ১৭-১৮ পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত।

## দ্বিতীয় তালিকা
### (বর্ণন রত্নাকরের তালিকা।)[1]

১। মীননাথ।
২। গোরক্ষনাথ।
৩। চৌরঙ্গীনাথ।
৪। চামারীনাথ বা চামরী নাথ।
৫। তন্তিপা।
৬। হালিপা।
৭। কেদারিপা।
৮। ধোঙ্গপা বা ঢোঙ্গপা।
৯। দারিপা।
১০। বিরূপা।
১১। কপালী।
১২। কমারী।
১৩। কাহ্ন।
১৪। কনখল।
১৫। মেখল।
১৬। উন্নন।
১৭। কান্তলি।
১৮। ধোবী।
১৯। জালন্ধর।
২০। টোঙ্গী বা ডোঙ্গী।
২১। মবহ (সবহ)
২২। নাগার্জ্জুন।
২৩। দৌলী।
২৪। ভিষণি বা ভিষাল।
২৫। অচিতি।
২৬। চম্পক।
২৭। মেদিনি
২৮। ঢেণ্টস বা চেণ্টস।
২৯। ভুসুরী বা ডুম্বরী।
৩০। বাকলী বা ধাকলী।
৩১। কুজী বা তুজী।
৩২। চর্পটি।
৩৩। ভাদে।
৩৪। চান্দন।
৩৫। কামবী।
৩৬। করবত।
৩৭। ধর্মপাপতঙ্গ বা ধর্মপা।
৩৮। পতঙ্গভদ্র বা ভদ্র।
৩৯। পাতলিভদ্র।
৪০। পালিহিহ।
৪১। ভাণ্ড বা ভানু।
৪২। গীনো বা জীন।
৪৩। নির্দয়।
৪৪। সবব বা শবর।
৪৫। সান্তি বা শান্তি।
৪৬। ভূর্তৃহবি।
৪৭। ভীষণ বা ভীসন।
৪৮। ভটী।
৪৯। গগনপা।
৫০। গমাব।
৫১। মেনবা।
৫২। কুমারী।
৫৩। জীবন।
৫৪। অঘোসাধব।
৫৫। গিরিবর।
৫৬। সীয়ারী।
৫৭। নাগবালি।
৫৮। বিভবৎ বা বিভরহ।
৫৯। সারঙ্গ।
৬০। বিবিকিধ্বজ।
৬১। মগরধ্বজ।
৬২। অচিত।
৬৩। বিচিত।
৬৪। নেচক।
৬৫। চাটল।
৬৬। নাচন।
৬৭। ভীলো।
৬৮। পাহিল।
৬৯। পাসল।
৭০। কমল।
৭১। কঙ্গারী।
৭২। চিপিল।
৭৩। গোবিন্দ।
৭৪। ভীম।
৭৫। ভৈবব।
৭৬। ভদ্র।
৭৭। ভমবী।
৭৮। ভুরুকাটি।

পূর্ব পৃষ্ঠার তালিকা সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের এবং বর্তমান পৃষ্ঠার তালিকা নাথ-সিদ্ধাগণের। ভট্টশালী কতৃক সংগৃহীত তালিকায় সর্বমোট ৭৬টি নাম আছে। আর ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌ কর্তৃক সংগৃহীত তালিকায় নাম সংখ্যা ৭৮। বর্তমান পৃষ্ঠার তালিকার ২৭ নম্বর 'মেদিনি' নাম ভট্টশালীর তালিকায় নেই এবং ৭০ নম্বর 'কমল' এবং ৭১ নম্বর কঙ্গারী নামদ্বয় 'কমল কঙ্গারী' হিসাবে এক নামেই আছে। ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌ কর্তৃক সংগৃহীত তালিকা সম্পর্কে তিনি মনে করেন যে সম্ভবতঃ ৫৮ নম্বরের পূর্বে একটি নাম পড়িয়া গিয়াছে এবং ৫৪ নম্বরের অঘোসাধব দুইটি নাম হইবে।

---

১ ডক্টর শহিদুল্লাহ্‌র বংলা সাহিত্যের কথা প্রথম খণ্ড ১৭-১৮ পৃষ্ঠা এবং ডক্টর ভট্টশালী সম্পাদিত "গোপীচাঁদের সন্ন্যাস" গ্রন্থের সম্পাদকীয় মন্তব্য থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

সর্বমোট ২৯টি নাম উভয় তালিকায় আছে। যথাঃ

| প্রথম তালিকা। | দ্বিতীয় তালিকা। |
|---|---|
| ১। মীনপাদ (৮) | ১। মীননাথ (১) |
| ২। গোরক্ষ (৯) | ২। গোরক্ষনাথ (২) |
| ৩। চৌরঙ্গী (১০) | ৩। চৌরঙ্গীনাথ (৩) |
| ৪। চর্ম্মারি (১৪) | ৪। চামরীনাথ (৪) |
| ৫। তন্তীপাদ (১৩) | ৫। তান্তিপা (৫) |
| ৬। দারিকপাদ (৭৭) | ৬। দারিপা (৯) |
| ৭। বিরূপা (৩) | ৭। বিরূপা (১০) |
| ৮। কপালপাদ (৭২) | ৮। কপালী (১১) |
| ৯। কৃষ্ণচারী, কানহপাদ বা কনপ (১৭) | ৯। কাহ্ন (১৩) |
| ১০। মেখল (৬৬) | ১০। মেখল (১৫) |
| ১১। ধোবী (২৮) | ১১। ধোবী (১৮) |
| ১২। জলন্ধরী (৪৬) | ১২। জালন্ধর (১৯) |
| ১৩। নাগার্জুন (১৬) | ১৩। নাগার্জুন (২২) |
| ১৪। দৌড়ী (৭০) | ১৪। দৌলী (২৩) |
| ১৫। বিষাণ (৬১) | ১৫। ভিষনি (২৪) |
| ১৬। অচিন্ত বা অচিন্ত্য (৩৮) | ১৬। অচিতি (২৫) |
| ১৭। চম্পক (৬০) | ১৭। চম্পক (২৬) |
| ১৮। মেদিণীপাদ (৫০) | ১৮। মেদিনি (২৭) |
| ১৯। বাগুরী (৫৫) | ১৯। বাকলী (৩০) |
| ২০। কুঞ্জীপাদ (৩৫) | ২০। কুঞ্জী বা তুঞ্জী (৩১) |
| ২১। চর্পটি (৬৪) | ২১। চর্পটি (৩২) |
| ২২। ভদ্র (২৪) অথবা ভদ্রেপা (৩২) | ২২। ভাদে (৩৩) |
| ২৩। কড়পাদ (২৭) | ২৩। করবত (৩৬) |
| ২৪। ধর্ম্মপাদ (৪৮) | ২৪। ধর্মপা বা ধর্ম্মপাপতঙ্গ (৩৭) |
| ২৫। শাবর (৫) | ২৫। শবর (৪৪) |
| ২৬। শান্তিদেব বা ভুসুকু (৪১) | ২৬। শান্তি (৪৫) |
| ২৭। পাচল বা পাচরী (৫৯) | ২৭। পাসল (৬৯) |
| ২৮। নাগবোধি (৭৬) | ২৮। নাগবালি (৫৬) |
| ২৯। কম্বল (৩০) | ২৯। কমারী (১২) অথবা কামরী (৩৫) |

উভয় তালিকার মধ্যে ১, ৪, ৫, ৮, ১৪, ১৫, ১৬, ১৯, ২২, ২৩, ২৭ এবং ২৮—এই ১২টি নামের মধ্যে বানানের কিছু ব্যতিক্রম আছে। এই ব্যতিক্রম সত্ত্বেও এদের অভিন্নতা বোধ হয় সন্দেহাতীত। এক মাত্র মীনপাদ (১) সম্বন্ধে মতভেদ হতে পারে।

চর্য্যাগীতির পদ-কর্তাদের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে ১০ জনের নাম দ্বিতীয় তালিকার (বর্ণনরত্নাকর) মধ্যে পাওয়া যায়। যথা:

| চর্যাপদের ক্রমিক সংখ্যা। | | পদকর্তার নাম। | প্রথম তালিকার (আর গ্রুয়েন) সিদ্ধাচার্য ও ক্রমিক সংখ্যা। | দ্বিতীয় তালিকার (বর্ণন রত্নাকর) নাথসিদ্ধা ও ক্রমিক সংখ্যা। |
|---|---|---|---|---|
| ১। | ৩ | বিরূপা | বিরূপা (৩) | বিরূপা (১০)। |
| ২। | ৫ | চাটিল্ল | — | চাটল (৬৫)। |
| ৩। | ৭ | কাহ্ন | কানহপাদ, কৃষ্ণচারী বা কনপ (১৭)। | কাহ্ন (১৩)। |
| ৪। | ৮ | কম্বলাম্বর বা কামলি। | কম্বল (৩০) | কমারী (১২) অথবা কামরী (৩৫)। |
| ৫। | ১৫ | শান্তি | শান্তিদেব বা ভুসুকু (৪১) | শান্তি (৪৫)। |
| ৬। | ২২ | সরহ | শরহ বা রাহুলভদ্র (৬) | মবহ (সরহ) (২১)। |
| ৭। | ২৮ | শবর | শাবর (৫) | শবর বা সবর (৪৪)। |
| ৮। | ৩৩ | ঢেণ্টণ | — | ঢেণ্টস (২৮)। |
| ৯। | ৩৪ | দারিক | দারিকপাদ (৭৭) | দারিপা (৯)। |
| ১০। | ৩৫ | ভাদে | ভদ্র (২৪) অথবা ভন্দেপা (৩২)। | ভাদে (৩৩)। |

ভট্টশালীর মতে এই সংখ্যা ১৩। তিনি চর্যাপদ-কর্তা গুণ্ডরিকে কাণ্ডালি (১৭), ডোম্বীকে ধোবী (১৮) অথবা টোঙ্গী (২০) এবং গুঞ্জরীকে ধর্মপাপতঙ্গ (৩৭) বলে ধরে নিয়েছেন। এই ধরে নিবার পেছনে যে যুক্তি নেই এই কথা বলা চলে না। বিতর্কমূলক এই তিনটি নাম বাদ দিলেও উভয় তালিকায় সাধারণ (common) নামের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০। এই দশটি নামের মধ্যে প্রথম তালিকায় ৮টি নাম পাওয়া যায়। ৫নং চর্যার রচয়িতা চাটিল্ল এবং ৩৩ নং চর্যার পদকর্তা ঢেন্টন পাদের নাম প্রথম তালিকায় নেই।

তিন তালিকার মধ্যে এতগুলি সাধারণ (common) নামের অবস্থিতি নিছক ঘটনাক্রম বলে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে না। বিশেষ করে মীননাথ, গোরক্ষনাথ, জলন্ধর, কাহ্ন, চৌরঙ্গী, ভাদে, শান্তি, চর্পটি প্রভৃতি নাম উভয় তালিকার মধ্যে থাকা অত্যন্ত গুরুত্বব্যাঞ্জক বলে মনে হয়। কাহ্নপা-কৃষ্ণাচার্যের নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। কাহ্ন বা কৃষ্ণাচার্যের নামে চর্যাগীতিতে যে ১৩টি চর্যাপদ আছে তা সহজিয়া বৌদ্ধধর্মের শূন্যতাবাদ ইত্যাদি নিয়ে রচিত। আবার কাহ্ন, কাহ্নপা, কানাই বা কানেপা নাথ ধর্মের চার জন প্রধান সিদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম। এতে মনে হয় আদিতে বোধ হয় শূন্যতাবাদী বৌদ্ধ সহজযান এবং নাথধর্মের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মেরই আর একটি রূপ হিসাবে নাথ ধর্ম যে আদিতে বৌদ্ধ ধর্মসম্ভূতই ছিল এই ধারণা করাও অসঙ্গত হবে না। এই প্রসঙ্গ পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

# নাথ ধর্ম

*ধর্মের বিবর্তন।*

স্মরণাতীত কাল থেকে এই উপমহাদেশে ধর্মের প্রবাহ কোনদিনই অবিমিশ্র ধারায় প্রবাহিত হয়নি। একটার পর একটা ভাবধারা এসেছে, নিজের স্বকীয়তা বজায় রেখে নিজের গতিপথে চলতে চেয়েছে। এ-চলার পথে সংঘাত বেধেছে প্রচলিত ভাবধারার সঙ্গে। সংঘাতের পর সমন্বয় ঘটেছে। এমনি করে আর্য-বৈদিক ধর্ম, জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, নাথ-ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম, শিখ-ধর্ম এমন কি ইসলাম ধর্ম পর্যন্ত বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। যে মৌলিক মতবাদের উপর ভিত্তি করে আদিতে সে গড়ে উঠেছিল কালের আবর্তে, সংঘাত এবং সমন্বয়ের ফলে সেই আদিরূপটার উপর অনেক প্রলেপ পড়ে ধর্ম প্রায় ক্ষেত্রেই নূতন অথবা পরিবর্তিত রূপে দেখা দিয়েছে।

*বৈদিক ধর্মের উপর লোকায়ত ধর্মের প্রভাব।*

আর্যরা যখন এ-দেশে আসেন তখন এ-দেশে যারা বসবাস করতেন তাঁদের ধর্মের প্রভাব আর্য বৈদিক ধর্ম এড়াতে পারেনি। ঋক, যজু এবং সাম বেদের কাল পর্যন্ত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বৈদিক ধর্মের নিজস্ব সত্ত্বা হয়ত কোন রকমে টিকে ছিল। কিন্তু অথর্ব বেদের সময়ই দেখা যায় লোকায়ত ধর্মের ছাপ বৈদিক ধর্মের উপর বেশ ভালভাবেই পড়েছে। পুরাণ, রামায়ণ, এবং মহাভারতের যুগেতো লোকায়ত ধর্মেরই জয়জয়কার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শিব বা মহাদেবের কথা ধরা যেতে পারে। বেদে শিব বা মহাদেবের কোন উল্লেখ নেই। সেখানে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর সঙ্গে রুদ্রের কথা আছে। অথচ পুরাণের যুগে রুদ্র অর্থাৎ অগ্নির স্থলে শিব দেবাদিদেবব মহাদেব হিসাবে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর সঙ্গে প্রধান তিন দেবতাদের মধ্যে সৃষ্টির লয়-কর্তা হিসাবে আপনার মহিমময় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছেন। স্থান এবং সময় বিশেষে তিনি ব্রহ্মা-বিষ্ণুসহ সকল দেবতাদের সম্মিলিত শক্তির চেয়েও শক্তিমান। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এবং পালনকর্তা বিষ্ণু তাঁর জামাতা। অথচ মূলতঃ মহাদেব ছিলেন প্রাক-আর্য যুগের মানুষের অর্থাৎ অনার্যদের দেবতা। রাবণসহ সমুদয় অসুরকুল তাঁর পূজারী।

বৈদিক ধর্মের প্রসার যতই বেড়েছে অর্থাৎ এ-দেশের আদিম অধিবাসীরা যতই বৈদিক ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে, ততই তাদের নিজস্ব ধর্মের প্রভাব আর্য ধর্মকে মেনে নিতে হয়েছে। ফলে অসংখ্য অবৈদিক দেবদেবীরা কালক্রমে ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূজিত হয়েছে। চন্ডী, রক্ষা-কালী, শ্মশান-কালী, ভৈবব-ভৈরবী, ষষ্ঠী, শীতলা, ঘট-লক্ষ্মী, শ্মশান-শিব, লিঙ্গ-যোনী, চড়ক, মনসা প্রভৃতি অসংখ্য দেবদেবীর নাম করা যেতে পারে।

বাঙলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ লোক-গাথা বেহুলার কাহিনীর বেলায় এ-কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। উপমহাদেশের সর্প-উপদ্রুত অঞ্চলে বিশেষ করে নদী-বহুল এবং জঙ্গলাকীর্ণ পূর্বাঞ্চলে সাপেব উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার নিমিত্ত যে দেবীর সৃষ্টি হয় তিনিই মনসা দেবী। মূলতঃ তিনি গ্রাম-দেবী। আর্য চন্দ্রকেতু গন্ধবণিক ওরফে চাঁদ সওদাগর মনসার দেবীত্বকে কিছুতেই মেনে নিবেন না। মনসাও তাঁর পূজা পাবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ফলে বাধল সংঘর্ষ। চন্দ্রকেতু তাঁর ছয় পুত্র এবং সমুদয় নৌবহর হারিয়েও তাঁর সংকল্পে অটল রইলেন। অবশেষে তাঁর কনিষ্ঠ এবং শেষ পুত্রকেও মনসা-প্রেরিত সর্পাঘাতে প্রাণ হারাতে হল। তবু চন্দ্রকেতু হার মানলেন না। পুত্রবধূ বেহুলা মৃত স্বামী লখাইকে মনসার বরে পুনর্জীবিত করে চাঁদ সওদাগরকে মনসার পূজা

উপা

দিতে বাধ্য করলেন। এ-ক্ষেত্রে লোকায়ত ধর্মের কাছে আর্য বৈদিক ধর্মের হার মানার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। মনসাকে মহাদেবের মানস-কন্যা অথবা সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্ন ধরে বৈদিক দেবী হিসাবে তাঁর যোগ্যতার দাবীকে আজ ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

বর্তমান কালে হিন্দুদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, পিণ্ডিদান, জন্মজন্মান্তরবাদ, পরলোক সম্বন্ধে ধারণা, আহার-বিহারে ছোঁয়াছুঁয়ি, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচার-অনুষ্ঠানসমূহ; এ-দেশে প্রচলিত অসংখ্য ব্রত-অনুষ্ঠান, পূজা, ভোগ ইত্যাদি; ধান্যদূর্বা, জলভরা কলসী, আমপাতা, কলা, কলা গাছ, পান-সুপারী ইত্যাদি দ্বারা নানাবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান—সবই যে প্রাক-আর্য যুগের লোকায়ত ধর্মের প্রভাব তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

ধর্মের দুই রূপ স্রষ্টিকর্তার আদেশে প্রবর্তিত ধর্ম।

ধর্মকে মোটামুটিভাবে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হচ্ছে সৃষ্টি কর্তার সুনির্দিষ্ট আদেশ নিয়ে তাঁর প্রেরিত পুরুষ (রসুল বা পয়গম্বর) কর্তৃক ধর্ম প্রচার। তৌরিত, যাবুর, ইঞ্জিল (বাইবেল) ও ফোরকান দ্বারা প্রচারিত ধর্ম এ-পর্যায়ে পড়ে। এ-সমস্ত ধর্মে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশের বাইরে যাবার শক্তি তাঁর প্রেরিত পুরুষের নেই। সুস্পষ্ট 'আমর' এবং 'নেহি' (কর এবং করো না) দ্বারা এ-সমস্ত ধর্মের আঁটঘাট বাঁধা। এর বাইরে যাবার উপায় নেই। ফলে এ-সমস্ত ধর্মের বেলায় নিত্য নূতন বস্তুর আমদানী হওয়াটা খুবই কঠিন ব্যাপার—প্রায় অসম্ভব বললেও চলে। ইন্টারপ্রিটেশন (Interpretation) অর্থাৎ ব্যাখ্যার ফলে মতানৈক্য হতে পারে, কিন্তু মূলকে পরিবর্তন করার উপায় নেই।

স্বাভাবিক (Natural) ধর্ম।

দ্বিতীয় রকমের ধর্ম হচ্ছে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সৃষ্টিকর্তা বা কর্তাগণের সম্বন্ধে অবহিত হবার স্বাভাবিক প্রচেষ্টা। দুর্জ্ঞেয় ও বিরাট কোন কিছুর কাছে মাথা নুইয়ে তাঁকে ভয় করে চলা বোধ হয় আদিম মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। তাই প্রভাতে যখন সূর্য উদিত হলো, শক্তি এবং বিরাটত্বের প্রতীক হিসাবে সে তাকে পূজা করল। আবার সন্ধ্যায় যখন চাঁদ উঠল সে তাকেও অবহেলা করতে পারল না। চাঁদের অভাবে আঁধারও তার মনে গভীর রেখাপাত করল। এমনিভাবে অরণ্য, পাহাড়-পর্বত, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি ইত্যাদি যা কিছু তার কাছে দুর্জ্ঞেয় এবং তার চেয়ে শক্তিশালী বলে মনে হলো সে তাকে পূজা করতে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রতি একটা ভীতির ভাব মনে জেগে রইল। কালক্রমে সে যখন বুঝতে পারল যে আর একটি বিরাটতর শক্তি এদের সবাইকে সৃষ্টি করেছে, সে তখন তাঁকে অনুধাবন করার চেষ্টা করল। বুদ্ধিমত্তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে নানা রকম দার্শনিক তত্ত্ব দ্বারা তার সেই অনুধাবনকে বিজড়িত করল। কোন সুনির্দিষ্ট 'আমর' এবং 'নেহির' অবর্তমানে সেই সমস্ত ধর্মের গতিপথ রইল বহুমুখী এবং নূতন নূতন ভাব ধারা এসে আদি ভাবধারার সঙ্গে মিলেমিশে ক্রমাগত এক একটা নূতনত্বের সৃষ্টি করল। এ-উপমহাদেশের আর্য হিন্দু ধর্ম এবং তৎসম্ভূত অন্যান্য ধর্মের বেলায় তা সম্পূর্ণভাবে খাটে।

সমন্বয়।

কোন ধর্ম যখন নিতান্ত গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে অর্থাৎ ধর্মগুরু, ধর্মযাজক ও তাঁদের একান্ত অনুগত ভক্তদের মধ্যে সীমিত থাকে, তখন সেই ধর্মের মৌলিকতা রক্ষা করা ততটা কঠিন হয় না। কিন্তু বাইরের সমাজে অর্থাৎ আপামর জনসাধারণের মধ্যে যখন সেই ধর্ম প্রসারিত হয়, তখন তার স্বকীয়তা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে—বিশেষ করে সেই ধর্ম যখন কোন

কঠিন বাধানিষেধের ডোরে আবদ্ধ না থাকে। মানুষের মন এমন একটা পদার্থ যা থেকে পূর্ব স্মৃতি এবং সংস্কার সম্পূর্ণরূপে ধুয়ে মুছে ফেলে দেওয়া যায় না। মানুষের মন বস্ত্র নয় যে 'নবভাবের' সোডা বা সাবানের সাহায্যে গরম পানিতে সিদ্ধ করে 'ভাটি দিয়ে' পূর্বের ময়লা সাফ্ করে 'ধোপ-দুরস্ত' করা যায়। চেতন মন সব স্মৃতি বিমুক্ত হতে চাইলেও অবচেতন মনের 'গহীন গভীরে' মনেরও অগোচরে তা সঞ্চিত থেকে যায়। আর নবদীক্ষিতদের পূর্ব সংস্কার, ভক্তি-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি রক্ষণশীলতার আবরণেও কিছু না কিছু থেকেই যায়। ফলে পুরাতন (তা যতই নগণ্য হোক না কেন) এবং নূতন বিশ্বাসের সমন্বয়ের ফলে আর একটা স্বতন্ত্র নূতনের সৃষ্টি হয়।

**বৌদ্ধধর্মে সমন্বয়।**

বৌদ্ধ ধর্মের বেলায়ও এ-কথাটি পুরাপুরিভাবেই খাটে। বৈদিক অথবা তদানীন্তন হিন্দু ধর্মের প্রতি বিদ্রোহের অভিব্যক্তি হলেও বৌদ্ধ ধর্ম মূলতঃ আর্য ধর্ম। অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম আর্য ধর্মের ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নয়। শাক্যমুনি জীবনের ২৯টি বছর হিন্দু-গৃহে, হিন্দু-পরিবেশে এবং হিন্দু-শিক্ষায় মানুষ হয়েছিলেন। তাঁর সমস্ত সত্বাকে জুড়ে ছিল এই আর্য হিন্দু-শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাব। এই প্রভাব যে তাঁর নব প্রবর্তিত ধর্মের মূলে ফল্গু ধারার মত প্রবাহিত ছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

**নাথ-ধর্ম।**

নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সংঘাতের ফলে যে সমন্বয় আসে বৌদ্ধ ধর্মের বেলায় সেই সমন্বয় ঘটেছিল বহুদিন ধরে। বুদ্ধদেবের জীবনকালে বৌদ্ধ গুরু দেবদত্তের সময় থেকে আরম্ভ হয়ে হীনযান, স্থবিরবাদ, থেরবাদ, মহাযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান প্রভৃতি মতবাদের ভিতর দিয়ে সেই সমন্বয় যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে। বাঙ্লাদেশে প্রবর্তিত নাথ-ধর্ম সেই সমন্বয়েরই একটি রূপ বলে ধরা যেতে পারে।

**বাঙলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম।**

বাংলাদেশে বুদ্ধদেব এসেছিলেন কি না সে সম্বন্ধে গ্রহণযোগ্য বিশেষ কোন প্রমাণ না থাকলেও এ-কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে মৌর্য সম্রাট অশোকের বাঙ্লাদেশ অধিকারের সময় জৈন ও আজীবিক ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মও এ-দেশে কম-বেশী প্রচলিত ছিল। খৃষ্ট-পূর্ব প্রায় দু'শ বছর আগেকার যে শিলাখন্ড লিপি পুন্ড্র নগরে অর্থাৎ মহাস্থান গড়ে পাওয়া গেছে, তাতে থের বাদী 'ছব্বগীয় বা ষড়বর্গীয়' বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কথা আছে। অবশ্য জৈন ও আজীবিক ধর্ম তখন এ-দেশে বেশ ভালভাবেই প্রচলিত। বৈদিক হিন্দু ধর্ম বোধ হয় তখন পর্যন্ত বাঙ্লাদেশে তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি অথবা এখানে তেমনভাবে এসে পৌঁছায়নি। আর্য বৈদিক ধর্ম না থাকলেও জৈন, আজীবিক এবং লোকায়ত ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা যে বৌদ্ধ ধর্মের পক্ষে সম্ভব হয়নি, তা অনুমান করা যায়। ধর্ম-গ্রন্থে, বিহারে, ধর্মগুরু এবং ভিক্ষুদের মধ্যে হয়ত মৌলিক ধর্মটাই ছিল আদর্শ। কিন্তু এটাও ঠিক যে বাইরের যারা এই ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা নিজ নিজ ভক্তি-বিশ্বাস এবং সংস্কার নিয়েই এ-ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল এবং সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করা তাদের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না।

**গুপ্ত অধিকারের পরে বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা।**

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে গুপ্তদের সঙ্গে অথবা তারও কিছুকাল আগে যখন আর্য বৈদিক ধর্ম এ-দেশে সরকারীভাবে কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে এল, তখন লোকায়ত ধর্মের সঙ্গে জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধ ধর্ম এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত। বৈদিক ধর্ম তখন বেদের যুগ পার হয়ে, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদির কবলে পড়ে নূতন রূপ গ্রহণ করে নূতন কলেবরে প্রকাশিত। লোকায়ত

ধর্মের প্রভাব তার মধ্যে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। শুধু প্রভাব বললে ভুল করা হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে বৈদিক ধর্ম তার মূল প্রবাহকে হারিয়ে ফেলে সম্পূর্ণ নূতন ধারায় চলতে শুরু করেছে। জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ও যে তার মধ্যে কিছু না কিছু এসে পড়েছে. তা বলাই বাহুল্য। এই পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যখন এ-দেশে প্রবর্তিত হলো তখন রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য কারণে তা যে বৌদ্ধ ধর্মকেও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করবে, তা মোটেই বিচিত্র নয়। সপ্তম খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি (৬৩৮ খৃষ্টাব্দ) য়ুয়ান-চোয়াং বাঙলাদেশে আগমন করেন। "কজঙ্গলের উত্তর অংশে গঙ্গার অনতিদূরে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর প্রতিমা সম্বলিত নানা কারুকার্যখচিত ইট-পাথরের তৈরী একটি বৃহৎ মন্দিরের কথা" তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে এ বাহ্যিক সমন্বয় ছাড়াও ভিতেরও যে একটা সমন্বয় ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল তারও ভুরিভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। গৌড়-বঙ্গের পাল রাজারা এবং সমতট-বঙ্গের চন্দ্রবংশীয় রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। সেই পরম সৌগত পাল-চন্দ্র রাজাদের বহু উৎকীর্ণ লিপিতে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে সেই সমন্বয় সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এ-সমন্বয়ের ইতিহাস বাংলাদেশ তথা উপ মহাদেশের সর্বধর্মের বেলায়ই বোধ হয় প্রযোজ্য।

**যোগের ইতিহাস।**

যোগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রাক আর্যযুগে এই উপ-মহাদেশে যোগের প্রথা প্রচলিত ছিল। সিন্ধু-সভ্যতা আবিষ্কারের ফলে পন্ডিতেরা মনে করেন আর্যদের আগমনের বহুকাল আগে থেকেই যোগের প্রথা এ-দেশে বিদ্যমান ছিল। 'অথর্ব বেদের একটি ব্রাত্যস্তোত্রের ব্যাখ্যায় মনে হয়, ব্রাত্য ধর্মের সঙ্গে যোগ ধর্মের সম্বন্ধ বোধ হয় ছিল ঘনিষ্ঠ এবং এই যোগ ধর্মের অভ্যাস ও আচরণ প্রাচীন বাঙলায়ও হয়ত অজ্ঞাত ছিল না।[১] অথর্ব বেদে বর্ণিত এই যোগ ধর্ম বোধ হয় প্রাক-আর্য যুগের লোকায়ত ধর্মেরই প্রভাবের ফল।

**আদি মানুষের ধর্মের রূপ।**

আদিম মানুষের কাছে মন্ত্র. তন্ত্র, ঝাড়, ফুঁক ইত্যাদিই ছিল ধর্মের প্রধান অঙ্গ। এই মন্ত্র, তন্ত্র বোধ হয় পৃথিবীর সকল স্বাভাবিক (Natural religion) ধর্মের মূল কথা। গুহ্য, রহস্যময়, গূঢ়ার্থক মন্ত্র; যন্ত্র, ধারণী, বীজ. মন্ডল প্রভৃতি সমস্তই যে আদিম মানুষের যাদু-শক্তিতে বিশ্বাস থেকেই জন্মলাভ করেছে তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি, স্ত্রী-পুরুষের মিলন ও বিরহ, বৃষ্টিপাত, অনাবৃষ্টি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভাল ফসল হওয়া বা না হওয়া, কোন কাজে কৃতকার্যতা বা অকৃতকার্যতা ইত্যাদি ইত্যাদি মানবিক জীবনের সমুদয় ঘটনাবলী কোন বিশেষ শক্তির প্রভাবে সংঘটিত হত, এই বিশ্বাস আদিম মানুষের মনে প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। এই সমস্ত শক্তির কোনটা ছিল শুভ অর্থাৎ কল্যাণময় আর কোনটা ছিল অশুভ অর্থাৎ অকল্যাণ-কর। কিন্তু উভয়বিধ শক্তিকেই তুষ্ট রাখা আবশ্যক। শুভ শক্তিকে তুষ্ট রাখা আবশ্যক যাতে জীবনে কল্যাণ হয়, কার্যে সফলতা আসে। আর অশুভ শক্তিকে তুষ্ট রাখা প্রয়োজন অকল্যাণের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য। কোন বিশেষ নাম বা মন্ত্র উচ্চারণে অথবা কোন বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা শুভ শক্তির কৃপালাভে সমর্থ এবং অশুভ শক্তির অকৃপা থেকে রেহাই পাওয়া যেত—এই বিশ্বাস আদিম মানুষের মনে প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। এই সঙ্গে পূজা ও ভোগের ব্যবস্থাও গড়ে উঠে। কিন্তু মন্ত্র-তন্ত্র, পূজা-ভোগ—এদের মধ্যে কোনটার অস্তিত্ব আগে তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে এ-কথা সহজেই

১ বাঙালীর ইতিহাস—নীহার রঞ্জন রায়—৫৯৬ পৃষ্ঠা।

বলা যায় যে মন্ত্র-শক্তিকে তারা যাদু-শক্তির মত মনে করত। মন্ত্রের এই যাদু-শক্তির বিশ্বাস পরবর্তীকালে, মন্ত্রযান, তান্ত্রিকতা, নাথধর্ম এমনকি এক শ্রেণীর মুসলমানী সুফি মতবাদকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। প্রকৃত পক্ষে পানি-পড়া, কবচ-ধারণ, ঝাড়-ফুঁক প্রভৃতি যে সমস্ত প্রথা ইসলাম ধর্মের মধ্যেও প্রচলিত সেইগুলিও এই যাদু-শক্তিভিত্তিক বলে মনে হয়।

যোগ, বৌদ্ধধর্ম ও নাথধর্ম।

বৌদ্ধ ধর্মে মন্ত্র-তন্ত্রের প্রভাবের জন্য অনেক সময় আচার্য, অসঙ্গকে (পঞ্চম খৃষ্টাব্দ) দায়ী করা হয়। এর মূলে হয়ত কিছুটা সত্য আছে। কিন্তু তিনি যে এককভাবে দায়ী নন, তা' ঐতিহাসিক সত্য। 'সর্বং অনাত্মম, সর্বং অনিত্যম, নির্বানং শান্তিম' এই মহাবাণীকে ভিত্তি করে বুদ্ধদেব যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তা যখন আপনাব গন্ডি ছাড়িয়ে বৃহত্তর কৌম সমাজের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে শুরু করল তখন নবদীক্ষিতেরা যে তাদের নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা, ভক্তি-বিশ্বাস এবং সংস্কাব ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নেয়নি, তা অনুমেয়। তদুপরি এই নবদীক্ষিতদের সকলেবই শিক্ষা-দীক্ষাও এত উঁচু স্তবেব ছিল না যে বুদ্ধদেব বর্ণিত অতি সূক্ষ্ম ধর্ম-তত্ত্ব তারা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম কবতে সক্ষম হবে। বৌদ্ধ ধর্মকে তারা গ্রহণ করলেও ধ্যান-ধারণাব ব্যাপাবে তাদেব নিজেদেব ধর্ম মতকেও হয়ত একদম ছেঁটে বাদ দেয়নি। নবধর্ম এবং পুরাতন বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যে প্রথমে সংঘর্ষ এবং পবে সমন্বয় ঘটাব ফলে বৌদ্ধ ধর্মেব আদি রূপটার যে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে, তা ধারণা কবা অসঙ্গত নয়। আর্য বৈদিক ধর্মের বেলায় যা ঘটেছিল বৌদ্ধ ধর্মেব বেলায়ও তাব যে বিশেষ ব্যতিক্রম হয়নি তাও ধারণা করা যায়। সে এক বিরাট ইতিহাস। এখানে সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনাব অবকাশ অথবা প্রয়োজনও নেই। এখানে এ-টুকু বললেই চলবে যে বাঙলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মেব ক্রমবিবর্তনেব ফলে এক নূতন ধর্মেব পত্তন হয় এবং সেটাই হচ্ছে মীন নাথ প্রবর্তিত নাথ ধর্ম।

সহজ যান ও নাথধর্ম।

মন্ত্র-তন্ত্র এবং যাদু-শক্তির বিশ্বাসেব উপব প্রতিষ্ঠিত নাথ ধর্ম যে বাংলা-দেশের নিজস্ব ধর্ম তা সর্ববাদী সম্মত মত। এই ধর্ম যে কবে বাঙলাদেশে প্রচলিত হয় তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। মীন নাথ-মৎসেন্দ্র নাথকে নাথ ধর্মের আদি গুরু এবং গোরক্ষ নাথকে প্রধান গুরু বলে ধবা হয়। মীন নাথেব আবির্ভাব কাল নিয়ে পন্ডিত মহলে মতভেদেব অন্ত নেই। মীন নাথেব জীবনী আলোচনা কালে এই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মোটামুটি-ভাবে তাঁকে দশম-একাদশ শতকেব কোন এক সময়ের লোক বলে ধরা যেতে পাবে। পাল-চন্দ্র রাজাদেব সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমবিবর্তনেব ফলে বাংলাদেশে সহজ-যান তন্ত্রেব অভ্যুত্থান ঘটে। খুব সম্ভব নাথ ধর্ম এই সহজ-যান বৌদ্ধ ধর্মের সমকালীন অথবা কিছুকাল পরের ব্যাপাব। আমাব ধাবণা সহজ-যান মতের পরিণতি হিসাবেই নাথ ধর্মের অভ্যুত্থান।

মীননাথ গোরক্ষ নাথ প্রভৃতিরা উভয় ধর্মের গুরু।

নাথ ধর্মকে সহজিয়া শূন্যতাবাদী বৌদ্ধ ধর্ম-সম্ভূত বলে ধারণা করাব পেছনে যথেষ্ট কারণ দেখা যায়। লুই এবং মীন নাথের অভিন্নতা সম্পর্কে বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ বাদ দিলেও মীন নাথ যে তিব্বতী এবং নেপালী বৌদ্ধদেব নিকট একজন অতি পূজনীয় সিদ্ধা এবং গুরু সে প্রমাণ আছে। ৮৪ সিদ্ধার যে দু'টি তালিকা আছে তাব প্রথমটি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের এবং দ্বিতীয় তালিকা নাথ সিদ্ধাগণের। এই উভয় তালিকার মধ্যে সর্বমোট ২৯ জনের নাম উভয় তালিকায় আছে। এর সহজ অর্থ হচ্ছে যে এই ২৯ জন সিদ্ধা উভয় ধর্মেই গুরু বা সিদ্ধা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। এ'দের মধ্যে মীন

নাথ, গোরক্ষ নাথ, জালন্ধর, কাহ্নপা, চৌরঙ্গী নাথ বা গাভুর সিদ্ধা, শান্তিদেব, শবর, বিরূপা, দারিক পা প্রভৃতিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম চারজন নাথ ধর্মের প্রধান চার গুরু। গোরক্ষ নাথ ছাড়া বাকী তিনজন সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মের ও প্রধান গুরুদের মধ্যে স্বীকৃত। কাহ্নপা বা কৃষ্ণাচার্যের নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি যে একজন বিখ্যাত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। কৃষ্ণাচার্য কর্তৃক অসংখ্য পুস্তক রচিত হবার সন্ধানও পাওয়া গেছে। চর্যাগীতিতে তাঁর লেখা ১৩ খানা পদ আছে। অথচ তিনি নাথ-গুরুদের মধ্যে মান-সম্মানে চতুর্থ স্থানীয়। চর্যাপদের অন্যান্য রচয়িতাদের মধ্যে শান্তিদেব, শবর, বিরূপা, দারিক কম্বল, শরহ, ভাদে প্রভৃতিদের নাম বৌদ্ধ এবং নাথ-সিদ্ধদের উভয় তালিকায় আছে। নাথ ধর্মে যে শূন্যতাবাদের কথা আছে তা' সহজযানের শূন্যতাবাদেরই প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। চিত্ত স্থির করে সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করা সহজযানের 'থির করি চাল' অর্থাৎ "বোধি চিত্তং স্থৈর্য্যং কৃত্বা নিস্তরঙ্গ রূপেন চালয়" এরই আর এক রূপ। সর্বোপরি মন্ত্র-শক্তির ('নিজ নামের') মাহাত্ম্য সহজযানেরই মূলগত আদর্শ। আদিতে বোধ হয় সহজযান এবং নাথ ধর্মের মধ্যে বিশেষ কোন বিরোধই ছিল না।

**বৌদ্ধ ধর্মের পরিবর্তিত কলেবরের মধ্যে নাথ ধর্মের বীজ।**

মীন নাথ নাথ ধর্মের প্রবর্তক বলে স্বীকৃত হলেও এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে নাথ ধর্মের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল অনেকদিন আগে থেকেই। বৌদ্ধ ধর্মের পরিবর্তিত কলেবরের মধ্যে নাথ ধর্মের বীজ ঢুকে পড়েছিল বাঙ্‌লাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই। এই ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল বলেই নাথ ধর্মের প্রসার বাঙ্‌লাদেশে এত ব্যাপকভাবে হয়েছিল এবং বাঙ্‌লাদেশের ভৌগলিক সীমাকে অতিক্রম করে উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার পেছনেও অনুরূপ কারণই হয়ত বিদ্যমান ছিল।

**নাথধর্মের পরিবর্তিত রূপে হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য**

নাথ ধর্মের আদিরূপ বৌদ্ধ সহজযানের হলেও পরবর্তীকালে কোন এক সময়ে কোন এক গোরক্ষ নাথের প্রভাবে, বৌদ্ধ, হিন্দু-তন্ত্র এবং লোকায়ত ধর্মের সমন্বয়ে এক পরিবর্তিত নাথ ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বলে মনে হয়। নেপালে গোরক্ষ নাথকে 'ধর্মত্যাগী' বলার পেছনে এ-উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। নাথ ধর্মে হর-গৌরী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু, কার্তিক-গণেশ, লক্ষ্মী-সরস্বতী, বিদ্যাধর-বিদ্যাধরী, ইন্দ, যম, শনি প্রভৃতি অসংখ্য হিন্দু-দেবদেবীর আবির্ভাব বোধ হয় এই গোরক্ষ নাথের সময়েই ঘটেছিল। তাই নেপালী বৌদ্ধদের কাছে গোরক্ষ নাথ ধর্মত্যাগী। 'অনাদ্যের' (নিরঞ্জন) ঘাম থেকে চন্ডিকার সৃষ্টি এবং দুই-এর মিলনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের জন্ম, চন্ডিকার সঙ্গে মহাদেবের বিবাহ ইত্যাদি উপ্যাখ্যান খুব সম্ভব পরিবর্তিত বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু পুরাণ এবং 'শূন্য পুরাণের' প্রভাবের ফল এবং শূন্য পুরাণের প্রভাব বোধ হয় অনেক পরবর্তীকালের। চন্ডিকার সঙ্গে মহাদেবের বিবাহের ফলে কুপিত ব্রহ্মা-বিষ্ণুর প্রহারের দরুণ মহাদেবের মস্তক থেকে গোরক্ষ নাথের, নাভি থেকে মীন নাথের, হাড় থেকে হাড়িপার এবং কান থেকে কানুপার জন্ম-কাহিনী হয়ত এমন এক কালের যখন নাথ ধর্ম বৌদ্ধ সহজযান থেকে অনেক দূরে সরে হিন্দু-পৌরাণিক ধর্ম এবং লোকায়ত ধর্মের অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছে।

**বিবর্তনের সময়।**

এ বিবর্তনের সঠিক কাল নির্ণয় করা কঠিন কাজ। কোন বিবর্তনই একদিনে বা হঠাৎ করে ঘটে না। বর্তমান ক্ষেত্রেও যে বিবর্তন ঘটতে বেশ সময় লেগেছিল তা ধারণা করা যায়। পাল-চন্দ্র নৃপতিদের রাজত্বকালকে

একদিক দিয়ে বাঙ্‌লাদেশে (গৌড়-বঙ্গ ও সমতট-বঙ্গ উভয় অঞ্চলই) বৌদ্ধ ধর্মের সুবর্ণ যুগ বলা যেতে পারে। উভয় বংশের নৃপতিরা সকলেই ছিলেন 'পরম সৌগত'। ফলে তাঁদের রাজ্যে এবং রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার, প্রভাব এবং সমৃদ্ধি ছিল বিস্তর। পাল-বংশের নৃপতিগণ খুব সম্ভব মহাযান পন্থী ছিলেন। এ-সম্পর্কে তাঁদের কোন লিপিতে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত না থাকলেও সুগত (বুদ্ধ) এবং দশবল লোক নাথের প্রশস্তি দেখে তা ধারণা করা যায়। প্রথম মহীপালদেবের একাদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ 'বালাদিত্য প্রস্তর লিপিতে' (নালন্দা-লিপি) বালাদিত্য এবং তাঁর পিতা ও পিতামহের মহাযান পন্থী হবার কথা উল্লেখ আছে। বালাদিত্য একজন মন্দির-সংস্কারক মাত্র। তাঁর সঙ্গে পাল-নৃপতিদের কোন সম্পর্ক আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্য এই লিপিতে এইটুকু প্রমাণিত হয়েছে তৎকালে (৯৯৯ খৃষ্টাব্দে) নালন্দায় মহাযান ধর্ম-মত প্রচলিত ছিল।

বৌদ্ধ পাল-চন্দ্র রাজাদের হিন্দু ধর্ম প্রীতি।

পাল-চন্দ্র রাজাদের সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের 'সুবর্ণ যুগ' হলেও তাঁদের সময়েই এই ধর্মের মৌলিকতাও বেশী করে লোপ পায় বলে মনে হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে তাঁরা যদিও বৌদ্ধ ছিলেন তাঁদের উৎকীর্ণ লিপিতে যে সমস্ত বর্ণনা আছে, তাতে হিন্দু-ধর্মের প্রতি তাঁদের বিশেষ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত বেশীর ভাগ উৎকীর্ণ লিপিতে হিন্দু-মন্দির এবং হিন্দু দেব-দেবী প্রতিষ্ঠার জন্য বিস্তর ভূমিদানের কথা আছে। বৌদ্ধ দেব-দেবী অথবা মন্দির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভূমিদানের সংখ্যা অত্যন্ত কম। চন্দ্র বংশের ষষ্ঠ নৃপতি লড়হ চন্দ্র দেবের তাম্র শাসনে দেখা যায় তিনি বারাণসী এবং প্রয়াগে তীর্থ এবং পুণ্যস্নান করতে গিয়েছিলেন অথচ কাছাকাছি বুদ্ধ-গয়াতে তাঁর যাবার কোন উল্লেখ নেই।[১] হিন্দু-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠাদির ব্যাপারে ভূমিদান ইত্যাদি পাল-চন্দ্র রাজাদের প্রশাসনিক ব্যাপারে ঔদার্য এবং নিরপেক্ষতাব পরিচয় বলে ধরে নিলেও বৌদ্ধ ধর্মের আবরণের অন্তরালে এই দুই বংশের নৃপতিরা যে হিন্দুত্বের দিকেই বেশী ঘেঁষা ছিলেন, এই ধারণাটাও সহজে এড়ানো যায় না।

পাল-চন্দ্র রাজাদের উৎকীর্ণ লিপিতে সহজ যানের উল্লেখ নেই।

এই দুই বংশের বহু উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু কোন লিপিতেই সহজযান বৌদ্ধ ধর্ম অথবা নাথ ধর্মের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। অথচ সমতটের রাজা রণবঙ্ক-মল্ল হরিকেল দেবের ১২২০ খৃষ্টাব্দের এক তাম্র শাসনে সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মের উল্লেখ আছে। পাল-চন্দ্র রাজাদের আমলে নাথ ধর্ম ছিল কি না বলা যায় না। খুব সম্ভব ছিল। কিন্তু সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্ম যে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। চর্যাগীতি ও অন্যান্য বৌদ্ধ দোহা ইত্যাদি থেকে ধারণা করা যায় যে তৎকালে সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্ম বেশ ভালভাবেই বাঙ্‌লাদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। পাল-চন্দ্র রাজাদের কোন উৎকীর্ণ লিপিতে সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্ম এবং নাথ ধর্মের কোন উল্লেখের অভাবে এই ধারণা করা যেতে পারে যে এই দুই ধর্মমতের প্রতি মহাযানী বৌদ্ধ নৃপতিরা হয়ত খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। শ্রদ্ধাশীল না থাকারও হয়ত কারণ ছিল। তাঁদের উপর বৌদ্ধ ধর্মের বাঁধনটাই বোধ হয় ছিল বেশ শিথিল।

নাথ ধর্মের প্রসার লাভের কারণ।

শাসক-সম্প্রদায়ের এহেন শিথিলতা যে শাসিতদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তাতো স্বাভাবিক ব্যাপার। এ-ক্ষেত্রে বোধ হয় অনেকগুলি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। শাসকদের উদারতার সুযোগে একদিকে হিন্দু-ধর্ম পুনর্জীবিত

১ Mainamati Copper plates—A. H. Dani.

হচ্ছিল ধীরে ধীরে। অন্যদিকে বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছিল। ধর্মানুরাগী একদল হয়ত স্বীয় ধর্মকে আরও কঠিন অনুশাসনে বেঁধে রাখতে চেয়েছিল। ফলে সহজযান শূন্যতাবাদের কঠিন সাধন-পদ্ধতির উদ্ভব। অন্য আর একদল (তাদের সংখ্যা হয়ত অনেক বেশী) শাসক সম্প্রদায়ের শিথিলতার অনুকরণ করে বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে হিন্দুয়ানী আমদানী করে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছিল। শেষোক্ত দলের এ সমন্বয়ের বিভিন্ন ফলের মধ্যে নাথ ধর্ম বোধ হয় একটি।

**বর্মন-সেন রাজাদের বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ।**

বৌদ্ধ পাল-চন্দ্র রাজত্বের অবসানে রাজশক্তির আশ্রয় লাভে বঞ্চিত বৌদ্ধ ধর্ম যে স্বকীয় সত্বাকে আগের মত বজায় রাখতে পারবে না, তা অনুমান করা যায়। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী বর্মন-সেন রাজাদের বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ যখন চরম। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাঁদের অত্যাচারের কাহিনী সুবিদিত। সপ্তম খৃষ্টাব্দে শশাঙ্ক বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত করতে চেয়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু আয়ুষ্কালের সীমাবদ্ধতার জন্য কার্য সমাধা করা যেতে পারেননি। বর্মন-সেন রাজারা শশাঙ্কের আরব্ধ কার্য সমাপ্ত করতে বোধ হয় সক্ষম হয়েছিলেন। পূর্বাঞ্চলের সামান্য একটু এলাকা ছাড়া সমগ্র বাঙ্‌লাদেশ থেকে রাতারাতি বৌদ্ধ ধর্মের অবসান যে স্বাভাবিক কারণে ঘটেনি তা ধারণা করতে খুব কষ্ট হয় না। বর্মন রাজের 'বঙ্গাল সৈন্য' কর্তৃক পাহাড়পুর বিহারে অগ্নি-সংযোগ একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে ধবা যেতে পারে।[১]

**দুর্বল বৌদ্ধ ধর্ম ও নবীণ নাথধর্ম।**

হাযার বছরের একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম বা মতবাদ বিনা কারণে হঠাৎ করে গায়েব হয়ে যেতে পাবে না। ম্যাজিকের রাজ্যে তা সম্ভব হলেও বাস্তব জীবনে এমন ঘটনা অসম্ভব ব্যাপার। পাল-চন্দ্র রাজাদের হিন্দু-ধর্মের প্রতি বিশেষ উদারতা এবং অনুরাগ এবং স্বধর্মের প্রতি উদাসীনতা এবং বিরাগ অথবা অন্য যে কোন কাবণেই হোক ভিতরে ভিতরে বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে ভাঙ্গন ধরেছিল এবং এই ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়েব মধ্যে যে প্রবল বিভেদ দানা বেঁধে উঠেছিল তা অনুমান করা যায়। নাথ ধর্ম বোধ হয় তখন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং গোরক্ষ নাথ প্রভৃতি সিদ্ধাদের প্রভাবে নাথ ধর্মে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর আমদানীও ঘটেছে বহুলভাবে। সহজিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ লোক হয়ত নাথ-ধর্মের দিকেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। বৌদ্ধ ধর্মেব এহেন কাহিল অবস্থায় 'মড়ার উপর খাড়ার ঘা' হিসাবে বর্মন-সেন রাজাদের আবির্ভাব এবং বৌদ্ধদের উপর নির্যাতন। মহাযানী এবং সহজিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অনেকে হয়ত তিব্বত, নেপাল এবং বাঙ্‌লাদেশের দুর্গম পূর্বাঞ্চলে 'হিযরত" করেছে। অনেকে হয়ত নির্যাতনের ফলে প্রাণও দিয়েছে। বাকী যাবা টিকে রইল তাদের অনেকে হয়ত নাথ ধর্মের আশ্রয় নিয়েছে। সোজাসুজি হিন্দু-ধর্ম গ্রহণ না করে গোরক্ষ নাথ প্রবর্তিত বৌদ্ধ ও হিন্দু-ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত নাথ ধর্মকেই হয়ত তারা কিছুটা আপন মনে করে আশ্রয় নিয়েছিলং। অবশ্য নাথদের অবস্থাও তখন বেশ কাহিল হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য কারণে তন্তু বায়ী এবং চূণ বিক্রেতা হিসাবে হিন্দু-সমাজে তারা অপাঙ্‌তেয় এবং আস্তাবহ মানুষ।

**বৌদ্ধ-নাথদের চক্রান্তের ফলে লক্ষণ সেনের গৌড় থেকে পলায়ন।**

বৌদ্ধ এবং নাথ সম্প্রদায়ের যখন এহেন অসহায় অবস্থা, তখন বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী বিহার জয় করে সেখানে অবস্থান রত। জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রতি তখনকার দিনের রাজা এবং রাজপুরুষদের দুর্বলতার কাহিনী সুপরিচিত।

---

১ H. B. Vol. I, page 199 (foot note).

লক্ষণ সেনও সে-দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পারদর্শী বৌদ্ধ এবং নাথ সম্প্রদায়ের কোন কোন পণ্ডিতের কিছু সমাদর বোধ হয় তখন পর্যন্ত লক্ষণ সেনের দরবারে ছিল। সেন-রাজাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ বৌদ্ধ-নাথেরা সম্ভবতঃ গোপনে বখতিয়ার খিলজীর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁকে বাঙলা-বিজয়ে প্ররোচিত করে এবং সর্বপ্রকার সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেয়। বৌদ্ধ-নাথ পণ্ডিতেরা পাঁজি-পুঁথি খুলে বখতিয়ারের অবয়বের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে (পূর্বে দেখা মানুষের বিবরণ দেওয়া কঠিন কাজ নয়) পাঁজি-পুঁথির দোহাই দিয়া বলেন যে 'অমুক বর্ণনার এক যবন অমুক তারিখে বাঙলাদেশ অধিকার করবে এবং লক্ষণ সেনের পক্ষে রাজ্য ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে'। লক্ষণ সেন পণ্ডিতদের পুরাপুরি বিশ্বাস না করে আপনার বিশ্বস্ত অনুচর পাঠিয়ে খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে পণ্ডিতগণ কর্তৃক ব্যক্ত বখতিয়ারের অবয়বের বর্ণনা নির্ভুল। আতঙ্কগ্রস্ত বৃদ্ধরাজা গৌড় ছেড়ে সদলবলে বিক্রমপুরে পালিয়ে এলেন। ফলে মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী নিয়ে বখতিয়ার গৌড়ের শূন্য সিংহাসন অধিকার করলেন।

মীনহাযে শিরাজের 'তবকাতে নাসিরি' গ্রন্থ বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ-বিজয়ের (১২০১ খৃষ্টাব্দে) ৪৩ বৎসর পরে একজন বিশ্বস্ত লোকের কাছে শুনে রচিত হয় এবং তাতে লক্ষণ সেনের দরবারে পণ্ডিতদের বখতিয়ারের অবয়ব বর্ণনার কাহিনী বর্ণিত আছে। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের এই আষাঢ়ে গল্প কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। পণ্ডিতগণ কর্তৃক বখতিয়ারের অবয়ব-বর্ণনার কাহিনীর সূত্র ধরে উপরে বর্ণিত ষড়যন্ত্রের কাহিনীটুকু অনুমান করতে বিশেষ কষ্ট হয় না। সামান্য ১৮ জন অশ্বারোহীর ভয়ে যে প্রবল প্রতাপান্বিত গৌড়রাজ 'সোনার থালে বাড়া ভাত' ফেলে দিয়ে খিড়কীর দ্বার দিয়ে পালিয়ে আসবেন তা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। লক্ষণ সেনের দুই ছেলে—বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেন প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে (১২৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন। পিতাকে শত্রুর হাতে ফেলে দিয়ে যুবক পুত্ররা আগেই পালিয়ে আসবেন তখনকার দিনে হিন্দু-ঘরে এমন কু-পুত্রের কল্পনা করাও অসম্ভব ব্যাপার। তাঁরা যে পিতার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিলেন এমন কথারও উল্লেখ নেই। সমস্ত ঘটনাটাই অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। যাহোক বখতিয়ারের কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এখানে নেই। সে-কথা অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। যে-রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বখতিয়ারের বঙ্গ-বিজয় ঘটেছিল, তা বলার জন্য কয়েকটি প্রায় অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করা হয়েছে।

বৌদ্ধ-নাথদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ।

যে কারণেই হোক বর্মণ-সেন, বিশেষ করে লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে বাঙলাদেশের বিশেষ করে উত্তর বঙ্গের অধিকাংশ অধিবাসীরাই বোধ হয় নাথ ধর্মাবলম্বী ছিল। মুসলমানদের বিজয়ের পর মুসলিম পীর ফকিরগণ এদেশে ধর্ম-প্রচার করতে আসেন। তাঁরা প্রায়ই প্রাচীন বৌদ্ধ এবং হিন্দু-মন্দিরাদির ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানে নিজেদের আস্তানা গাড়েন। তাঁদের সংস্পর্শে এসে, তাঁদের পবিত্র জীবনযাপন দেখে এবং ইসলামের সাম্য-মৈত্রীর বাণী শ্রবণ করে এবং দৈনন্দিন জীবনে তার চাক্ষুষ প্রয়োগ দেখে হিন্দু-সমাজে অবহেলিত এবং অপাঙ্ক্তেয় নাথ-সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগ লোক ইসলাম ধর্ম

গ্রহণ করে। উত্তরবঙ্গে এবং বাঙ্লাদেশের অন্যান্য স্থানে 'জোলা' (তন্তুবায়ী) মুসলমান সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে। পরবর্তীকালে মুসলমানদের মধ্যে এক ধরণের 'সুফী' সাধকদের মধ্যে নাথধর্মের 'তান্ত্রিকতা', 'শূন্যতাবাদ', 'নিরঞ্জনবাদ' ইত্যাদির অস্তিত্ব ও এই ধারণার সমর্থন যোগায়। জোলা (ফা. জোলহা) মুসলমানদের আধিক্য দেখা যায় উত্তরবঙ্গে। পূর্ববঙ্গে কোন কোন অঞ্চলে তাদের কিছু কিছু অস্তিত্ব থাকলেও সংখ্যায় তারা খুব বেশী নয় বিশেষ করে উত্তর বঙ্গের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে। মুসলমান অধিকারের প্রথম পর্যায়েই যে নাথ সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল এতে তার সমর্থন মিলে।

**নাথ-গুরুদের যৌন অধঃপতন।**

নাথগুরুদের মধ্যে একমাত্র গোরক্ষনাথ ছাড়া অন্য সকলের প্রায়েরই যৌন-অধঃপতনের মুখরোচক কাহিনী পাওয়া যায়। শ্যামদাসের 'মীনচেতন' ফয়যুল্লাহ্‌র 'গোরক্ষ বিজয়' গুপীচন্দ্রের বিভিন্ন গাথাসহ সমগ্র নাথ-সাহিত্য নাথগুরুদের যৌন-অধঃপতনের কাহিনীতে ভরপুর। আদিগুরু মীননাথ কদলী সহরে ষোলশত নারী-পরিবেষ্টিত হয়ে সাধন-ভজন সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়ে যৌন-সাধনায় মগ্ন ছিলেন। শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত না হলে তাঁর যমালয়ে প্রবিষ্ট হবার আর বিলম্ব ছিল না। সিদ্ধা কানুপার (কৃষ্ণাচার্যের) রমণীর প্রেম-ঘটিত ব্যাপারে প্রাণ-হারাবার ইঙ্গিত আছে। গাভুর সিদ্ধার (চৌরঙ্গীনাথ) সৎ-মায়ের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হবার ফলে হাত-পা কাটা যাবার কাহিনী আছে। হাড়িপার সঙ্গে ময়নামতীর অবৈধ সম্পর্কের কথা নাথ-সাহিত্যে সুবিদিত। অবশ্য দেবীর অভিশাপকেই নাথ-গুরুদের এইসব যৌন-অধঃপতনের কারণ হিসাবে নাথ-সাহিত্যে দেখানো হয়েছে।

**দেবীর অভিশাপের দোহাই দোষস্খালনের প্রচেষ্টা মাত্র।**

এই সমস্ত কাহিনী থেকে স্পষ্টই ধারণা হয় যে দেবীর অভিশাপের দোহাইটা নাথগুরুদের যৌন-ব্যভিচারের দোষ স্খালনের চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। বৌদ্ধ ধর্মের অবসানকালের কিছু আগে বৌদ্ধগুরুদের মধ্যে যে অনাচার এবং ব্যভিচার প্রবেশ করেছিল আদিতে নাথ-গুরুরাও তা থেকে মুক্ত ছিলেন বলে মনে হয় না। কায়াসাধনের সঙ্গে নারীসাধনের রেওয়াজটা বোধ হয় তান্ত্রিকদের মধ্যে গোড়া থেকেই প্রচলিত ছিল। সেন-আমলে 'দেবদাসী' প্রথা প্রবর্তনের ফলে সমাজে ধর্মের নামে যে যৌন-ব্যভিচার প্রবেশ করল তাও বোধ হয় নাথগুরুদের যৌন-অধঃপতনের পথে দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ করে থাকবে। এই প্রসঙ্গে দিনাজপুরের এড্‌ভোকেট বাবু বরদাভূষণ চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার আলোচনা হয়। তিনি নাথগুরু প্রভৃতিদের মধ্যে যৌন-ব্যভিচারের দৃষ্টান্তগুলিকে মাতৃ-তান্ত্রিক (Matriarch) পরিবার প্রথায় প্রচলিত যৌন-মিলনের ব্যাপারে নারী-স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে প্রাক-আর্যযুগ থেকে আরম্ভ করে মাতৃ-তান্ত্রিক পরিবার প্রথা ময়নামতীর সময় পর্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা প্রভৃতি সিদ্ধাগণ এক এক জন নারীর যৌন-মিলনের সাথী ছিলেন। রাজা মানিকচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ময়নামতীর পুত্র গুপীচন্দ্রের জন্ম হয় হাড়িপার ঔরসে এবং এই জারজ পুত্রকে সমাজে সম্মানীয় ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত করাবার মানসে ময়না তাঁকে জোর করে সন্ন্যাসে পাঠান এবং বার বৎসর সন্ন্যাস-ধর্ম প্রতিপালনের পর গুপীচন্দ্রের মান-সম্মান বেড়ে যায় এবং প্রতি ঘরে ঘরে তাঁর কাহিনী প্রচারিত হয়। এই সম্পর্কে তিনি আমাকে যে একখানা পত্র দেন তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি।

"Dear Mr. Zakariah,

মি: বরদাভূষণ চক্র-বর্তীর অভিমত ও চিঠি।

"Long before the advent of Aryans from the North and immediately before the Dravidian civilisation flourished, there were Matriarch families spread out through the length and breadth of Indo-Pak continent. From Kamakshya in Assam to Hingraz in Beluchistan, temples of warring matriarchs could be counted as many as 52 (BAHANNA PITH) in number. The places could be nothing but battlefields where matriarchs were defeated. Near every temple, Siva's phallic symbol was kept to show superior power of the patriarchal invaders. The story that SATI's body was cut into 52 pieces by BISNU CHAKRA from the shoulder of SIVA, while the latter was carrying her dead (body) in rage and fury is nothing but (an) anecdote far from history.

"Movements amidst free matriarchs made the immigrant patriarchs fall to carnal desires. Matriarchs, though defeated, were not vanquished. From KALITARA, etc. to MOINAMATI, there were host of women who practised erotic arts each time requiring a male partner. DOMBI, NOTI, RAJAKI, CHANDI, BRAHMANI, etc., were female SIDDHAS and MOTSA-NAYANA, Gorokhnath, Haripa, etc., were their counter-parts. Tantricmantras, Charyapadas, Hathayogos, Vatsayana and other sex treaties are only instances of embelishments over sexual excesses in vulgar forms.

"Even Buddha was not spared from the erotic influences of the time. Buddha's profiles are often found in holding breast-like BAEL fruit on his palm. In this age Buddha was raised to divinity, but he had, at the same time, a host of Godesses as his consorts in Lochana, Tara, Hebraza, Dhamoki, etc. The entire population was influenced by YUGOL MURTIS. Couples found in terracottas at Karanak and other temples in compromising postures show that free women were still the social forces. Our modern taste may have changed but matriarch way of living did not change at that time remarkably.

"Our Moinamati was a matriarch in all respects. Her husband Manikchandra was imbued with patriarch traditions and cultures. So he did never surrender to Moina in his life. After the death of Manikchand, Gopichand was begotten on Moinamati by Haripa. In conflicting ideas now prevailing in her society, Moina had to face a strong resistance. Gopichand's marriage with Aduna, daughter of Harish Chandra, King of Savar, could not elivate her illegitimate child in the estimation of public at large. Moina thought it wise to make Gopichand

a second Buddha. Moina compelled Gopi to renounce kingship and family ties. Twelve years elapsed and the wondering monk in Bikkshu style now Gopichand is household word everywhere.

"With best wishes.

Yours faithfully,
Barada Bhushan Chakravarty.
Dinajpur, 11-2-71."

ঐ অনুবাদ।

অনুবাদ- "উত্তরদেশ থেকে আর্যদে। আগমণের বহু পূর্বে এবং দ্রাবিড় সভ্যতা বিকাশের অনতিপূর্বে আসামের কামাখ্যা থেকে বেলুচিস্থানের হিংরাজ পর্যন্ত পাক-ভারত উপমহাদেশের সর্বত্র মাতৃ-তান্ত্রিক (Matriarch) পরিবারের প্রথা প্রচলিত ছিল এবং রণোন্মুখী মাতৃ-তান্ত্রিক মন্দিরের সংখ্যা ছিল ৫২ (বায়ান্ন পিঠ)। এই সমস্ত স্থানগুলি মাতৃ-তান্ত্রিক পরিবার প্রথার সমর্থনকারীদের যুদ্ধ-ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই হতে পাবে না এবং এখানে তারা পরাজিত হয়। প্রত্যেকটি মন্দিরের কাছে পিতৃ-তান্ত্রিক পরিবারের সমর্থনকারী বিজয়ী আক্রমণকারীদের অধিক শক্তির পরিচয়ের প্রতীক হিসাবে শিবলিঙ্গ রেখে দেওয়া হয়েছিল। ক্রোধে উন্মত্ত শিবের স্কন্ধদেশে সতীর মৃতদেহকে বয়ে নেবার সময় বিষ্ণুচক্র দ্বারা ৫২ অংশে বিভক্ত করার কাহিনীটি গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। ইতিহাসের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই।

"এই স্বাধীন ম্যাট্রিয়ার্ক্ রমণীদের সঙ্গে মেলামেশাব সময় বহিরাগতদের মধ্যে যৌন-লিপ্সা জাগরিত হয়। ম্যাট্রিয়ার্ক্গণ পরাজিত হলেও বিলুপ্ত হয়নি। কালীতারা থেকে আরম্ভ কবে ময়নামতী পর্যন্ত অসংখ্য নারী রতি-কলার অনুশীলন করত এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একজন পুরুষ সহচরের প্রয়োজন হতো। ডোম্বী, নটী, রজকী, চন্ডী, ব্রাহ্মণী প্রভৃতি সকলেই স্ত্রী-সিদ্ধা ছিল এবং মৎসেন্দ্র, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা প্রভৃতিরা ছিলেন তাদের পুরুষ-সহকারী। তান্ত্রিক মন্ত্র, হটযোগ, চর্যাপদ, বাৎস্যায়ন এবং অন্যান্য যৌন-শাস্ত্রের গ্রন্থগুলি যৌন-অমিতাচাব সম্বন্ধে লিখিত গ্রন্থ-মাত্র।

"যৌন-অমিতাচারের সে-কালের প্রবাহ থেকে বুদ্ধকে পর্যন্ত রেহাই দেওয়া হয়নি। (সেকালের) অনেক মূর্তিতে দেখা যায় যে তিনি স্তনাকৃতি গোলাকার বেল ফল হাতে ধরে আছেন। সে যুগে বুদ্ধকে ভগবানের পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছিল কিন্তু সেই সঙ্গে লোচনা, হেব্রজ, তারা, ধার্মাক প্রভৃতি অসংখ্য স্ত্রী-সঙ্গিনীকেও তাঁর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। যুগল মূর্তি" দ্বারা সমগ্র জাতি প্রভাবান্বিত হয়েছিল। কার্নাক এবং অন্যান্য মন্দিরের টেরাকোটায় অশ্লীল ভঙ্গিতে 'যুগল মূর্তি' দেখে ধারণা হয় যে স্বাধীন মেয়েরা তখন পর্যন্ত সমাজকে পরিচালনা করত। আমাদের বর্তমান রুচির পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু তখন পর্যন্ত মাতৃ-কেন্দ্রিক পরিবার প্রথার বিশেষ পরিবর্তন হয়েছিল বলে মনে হয় না।

"আমাদের ময়নামতী ছিলেন সর্বোতভাবে একজন ম্যাট্রিয়ার্ক্। তাঁর স্বামী মানিকচাঁদ ছিলেন পিতৃ-তান্ত্রিক পরিবার-প্রথার সমর্থক। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি ময়নার কাছে কোনদিন নতি স্বীকার করেননি। মানিক-চাঁদের মৃত্যুর পর ময়নার গর্ভে হাড়িপার ঔরসে গুপিচাঁদ জন্মগ্রহণ করেন। তখনকার দিনের সমাজে পরস্পর বিরোধী মতবাদের মধ্যে ময়নাকে কঠিন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যা

অনুদার সঙ্গে বিবাহ হলেও লোকচক্ষে অবৈধ পুত্র গুপীচাঁদের সম্মান বৃদ্ধি পায়নি। ময়নামতী গুপীচাঁদকে 'দ্বিতীয় বুদ্ধ' বানাতে চাইলেন এবং সেটাই বিজ্ঞতার পরিচায়ক হবে বলে মনে করলেন। ময়না গুপীচাঁদকে সিংহাসন ত্যাগ এবং সংসার-বন্ধন ছিন্ন করতে বাধ্য করলেন। বার বছর পার হয়ে গেল। ভিক্ষু-বেশী গুপীচাঁদ সন্ন্যাসী হয়ে দেশে দেশে ঘুরতে লাগলেন এবং তাঁর কথা ঘরে ঘরে প্রচারিত হলো।

"আমার শুভেচ্ছা রইল।

ভবদীয়,
শ্রী বরদাভূষণ চক্রবর্তী।
দিনাজপুর, ১১-২-৭১ ইং।"

প্রাচীন কালে ম্যাট্রিয়ার্ক প্রথার প্রচলন।

ম্যাট্রিয়ার্ক্ অর্থাৎ মাতৃ-তান্ত্রিক পরিবার-প্রথা সম্বন্ধে বরদা বাবু যে কথা বলেছেন তাতে কিছু অত্যুক্তি থাকলেও তাঁর যুক্তিকে অগ্রাহ্য করা যায় না। মহাভারতের দ্রৌপদী কর্তৃক পঞ্চ পান্ডবকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ, হিন্দু সমাজে নিয়োগ প্রভৃতি আট প্রকারে পুত্র-লাভ প্রথা, ইত্যাদি ইত্যাদি ম্যাট্রিয়ার্ক্ প্রথারই সমর্থক বলে অনুমিত হয়। তিব্বতে এবং হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের কোন কোন স্থানে কিছুকাল আগে পর্যন্ত ম্যাট্রিয়ার্ক্ প্রথার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। হয়ত বহুকাল আগে এই প্রথা এদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে 'মূল্যবোধের' পরিবর্তন হেতু এই প্রথা ধীরে ধীরে লোপ পায় এবং তার স্থলে পিতৃ-তান্ত্রিক পরিবাব-প্রথা গড়ে উঠে। তাই বলে সমাজে যৌন-ব্যভিচার যে খুব একটা কমে গিয়েছিল তা মনে হয় না। আর ধর্মের নামে যৌন-ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত যুগে যুগেই দেখা যায়। অবশ্য এই কাহিনীর সময়ে মাতৃ-তান্ত্রিক প্রথা উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে থাকার কথা নয়। কোন কোন স্থানে ছিটে-ফোঁটা হিসাবে এই প্রথা হয়ত ছিল।

গোরক্ষনাথের নিষ্ঠা ও চরিত্রবল।

এই ম্যাট্রিয়ার্ক্ প্রথাব কথা বাদ দিলেও নাথ-সিদ্ধাদের মধ্যে যৌন-অমিতাচার যে বেশ ভালভাবেই ঢুকেছিল তা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে যৌন-অমিতাচারের কোন কাহিনী বা ইঙ্গিত নাথ-সাহিত্যে পাওয়া যায়নি। রমণী বর্জিত সাধন-পদ্ধতি. সংযম ও নিষ্ঠার যে আদর্শ আলোচ্য পুঁথিসহ প্রায় সমস্ত নাথ-সাহিত্যে দেখা যায় তা বোধ হয় বেশ কিছুকাল পরের ব্যাপার এবং কোন এক গোরক্ষনাথের আমদানী। দেবীর শত চেষ্টা ও প্রলোভনের পরেও গোরক্ষনাথ জিতেন্দ্রিয় রয়ে গেলেন তার অর্থ হচ্ছে যে আপনার চরিত্র বলে তিনিই প্রথম নাথ-ধর্মের মধ্যে নিষ্ঠা ও সংযমের প্রবর্তন করেন। তিনি কোন্ গোরক্ষনাথ এবং কবেকার লোক তা বলা কঠিন। তবে তাঁরই প্রবর্তিত ধর্ম বোধ হয় বাঙলাদেশেব সীমানা পার হয়ে উপ-মহাদেশের সর্বত্র ভাবের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল।'

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও গোরক্ষনাথ।

এই গোরক্ষনাথই সম্ভবতঃ নাথ ধর্মে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর আমদানী বহুল-ভাবে করেছিলেন। প্রধান চারজন নাথ গুরুদের শিবের অঙ্গ-সম্ভূত হবার মতবাদও বোধ হয় তাঁর অথবা তাঁর ভক্তদের প্রচার। এই মতে মীননাথ গোরক্ষ-নাথের গুরু হয়েও শিবের নাভিমূলে সৃষ্ট আর গোরক্ষনাথ শিষ্য হয়েও শিবের মস্তকদেশ অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্থান থেকে সৃষ্ট। নাথদের মতে গোরক্ষনাথ ও শিব যে অভিন্ন (হরিহর)—এই মতবাদও খুব সম্ভব তাঁরই সৃষ্টি। আজও গোরক্ষনাথের পূজা শিব-লিঙ্গ দ্বারাই সাধিত হয়।

নাথ-ধর্মের বর্তমান রূপ।

শিব এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য দেবতা এবং উপদেবতাদের প্রচুর পরিমাণে আমদানীর ফলে এবং আরও অনেক কারণে নাথ-ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম থেকে সরে এসে হিন্দু-ধর্মেরই একটি প্রশাখা হিসাবে পরিণত হয়ে পড়ে। আদিতে নাথ-ধর্মে বোধ হয় শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের রেওয়াজ ছিল না। আজ তা ঢুকে পড়েছে। আগেকার দিনে নাথদের মৃতদেহকে সমাধিস্থ করা হতো। আজও সেই প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দুদের মত মৃতদেহকে 'দাহ'ও করা হয়। নাথেরা এখন প্রায় সব হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে। অবশ্য পুরোহিত আজও নাথদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হয়। কোন ব্রাহ্মণ নাথদের পৌরহিত্য করেন না। নাথেরা আজ নিজেদেরকে হিন্দু বলেই পরিচয় দেয়। এক কালে বৌদ্ধ ধর্মের সংগে যে এই ধর্মের একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল অথবা নাথ-ধর্ম যে বৌদ্ধ ধর্মসম্ভূত ছিল, নাথেরা আজ তা বেমালুম ভুলে গেছে। এবং বৌদ্ধরা নাথদের কথাও শুনতে পারে না।

মুসলমান আমলে নাথ ধর্ম।

সেন আমলের অবসানে মুসলমানদের সময়ে নাথদের অবস্থা বোধ হয় খুব সুবিধাজনক ছিল। নাথদের মধ্যে যে বেশ কিছু সংখ্যক লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তা আগেই বলা হয়েছে। যারা করেনি, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মত তারা যে স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম পালন করত সে সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বাঙলাদেশের সুফি সাহিত্য এবং এক ধরণের 'সুফি' মতবাদকে একটি দৃষ্টান্ত বলে ধরা যেতে পারে। আজ পর্যন্ত এই সম্পর্কে যত গ্রন্থাদি পাওয়া গেছে তাদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হিন্দু এবং নাথ-মতবাদের বেশ প্রভাব দেখা যায়। মুসলমান সাধক এবং কবিগণ যেমন আলেমের কাছে আরবী-ফারসী শিক্ষা করতেন তেমন হিন্দু এবং নাথদের কাছে বাঙলা ভাষাও শিক্ষা করতেন। বেদ-পুরাণ, তন্ত্র-শাস্ত্র ইত্যাদির জ্ঞান লাভ হতো বাঙলা ভাষার মাধ্যমে। হিন্দু এবং নাথ সম্প্রদায়ের লোকদের যদি ধর্মীয় ব্যাপারে স্বাধীনতা না থাকত, তবে তাদের ধর্মের কাহিনী এবং তত্ত্ব মুসলমানদের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারত না।

মুসলমান আমলই বোধ হয় নাথ-সাহিত্যের গৌরবময় যুগ। নাথ-সাহিত্য রচয়িতাদের বেশীর ভাগই মুসলমান। আলোচ্য পুঁথি ছাড়াও 'গোরক্ষ বিজয়' মুসলমান কবিরই রচনা। 'মীনচেতন' এবং ভবানী দাস নামক কবির রচনা বলে প্রচলিত 'ময়নামতীর' গানও যে মুসলমান কবি দ্বারা রচিত, ডক্টর শহীদুল্লাহ্ তা নির্ভরযোগ্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

তথাকথিত সুফি মতবাদ।

কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটি অপ্রিয় কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। হিন্দু ও নাথ ধর্মের প্রভাবের ফলে মুসলমানদের মধ্যে এক ধরণের 'সুফি' মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। এক দল অর্ধ-শিক্ষিত মুসলমান সাধক এবং কবি নাথ ধর্মের নিরঞ্জনবাদ, নাথ-তন্ত্র-শাস্ত্র, হিন্দু-তন্ত্র-শাস্ত্র এবং ইসলামের কিছু ভাবধারার জগাখিচুড়ি বানিয়ে এক ধরণের যে 'সুফি' মতবাদ সৃষ্টি করেছিল, সেটা আদতে যে কি ধর্ম তা বলা কঠিন। তারা যেমন আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে, তেমন নিরঞ্জনকেও বিশ্বাস করে। তন্ত্র-শাস্ত্রের সাধন-প্রণালীর সংগে কোরাণ-হাদিসে বর্ণিত এবাদত প্রণালীর এক অদ্ভূত সমন্বয় করতে তারা প্রাণপন চেষ্টা করেছে। এই তথাকথিত 'সুফি' মতবাদ আজও কোন কোন স্থানে দেখা যায়।

মধ্যযুগের বাঙলাদেশে ইসলাম ধর্মের রূপ।

এই প্রসঙ্গে বাঙলাদেশে মধ্যযুগের ইসলাম ধর্মের একটা সম্ভাব্য রূপের কথা বলা প্রয়োজনীয় মনে করছি। ওহাবী আন্দোলন ও মাওলানা কেরামত আলী সাহেব ও তাঁর অনুগামীদের ইসলাম ধর্ম সংস্কার সাধনের পরে

এদেশে খাঁটি ইসলাম ধর্মের যে রূপটা আমরা দেখতে পাই সেই রূপটা মধ্যযুগের ইসলাম ধর্মের মধ্যে তেমন ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল কিনা তা' বিচার্য বিষয়। বখ্‌তিয়ার খিল্‌জীর বঙ্গ বিজয়ের পর থেকে মোঘল আমলের প্রথম পর্যায় পর্যন্ত—এই কয়েক শতাব্দি ধরে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে ইসলাম ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা কঠিন ব্যাপার। কিন্তু পরবর্তী কালে অর্থাৎ ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ এমনকি ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকের যে সমস্ত তথ্যাদি পাওয়া গেছে এবং যাচ্ছে তাতে মনে হয় বাঙ্‌লাদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত 'সুফি' ভাবধারা কোরাণ এবং সুন্নার ভাবধারা থেকে বহুদূরে সরে পড়েছিল। অবশ্য এই প্রসঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে তখনও খাঁটি ইসলামী ভাবধারা কিছু পরিমাণে বিদ্যমান ছিল এবং এই ভাবধারার কেন্দ্র ছিল বিভিন্ন মাদ্রাসা ও এই ভাবধারার পরিপোষক ছিলেন সেই সব মাদ্রাসা এবং ভারতের অন্যান্য মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ওলেমা সম্প্রদায়। কিন্তু সেই সব মাদ্রাসা ও ওলেমা সম্প্রদায়ের প্রভাব গোটা মুসলমান সমাজের উপর কতখানি ছিল তা বিবেচনার বিষয়।

সুফিদের প্রভাব।

তথাকথিত সুফি সম্প্রদায় আপামর জনসাধারণের মধ্যে যে ধর্মটা প্রচার করতেন তার প্রভাব ছিল অধিক ব্যাপক। হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্র, নাথ মতবাদের শূন্যতাবাদ, হিন্দু-পুরাণ, লোকায়ত ধর্ম ইত্যাদির সঙ্গে ইসলামী ভাবধারায় সমন্বয় সাধন করে এই সমস্ত সুফি সাধক, সুফি কবি ও পীরগণ যে ধর্ম প্রচার করতেন তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

হিন্দু-মুসলমানের যৌথ-উপাসনালয়।

মাওলানা কেরামত আলী সাহেব বা তাঁর সাগরেদদের সঙ্গে যাঁদের দেখা হয়েছিল অথবা যাঁরা তাঁদের আগমনের অনতিকাল পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সমস্ত অতি বৃদ্ধ লোকদের সঙ্গে আমার বাল্যকালে আলাপ হয়েছিল। তাঁরা বলতেন যে সেই সময়ে অধিকাংশ মুসলমান হিন্দুদের পূজা-পার্বণ, ব্রত ইত্যাদি দিবসগুলিকে উৎসব দিবস হিসাবে পালন করত এবং তাহাদের ধর্মীয় ও দৈনন্দিন আচার ব্যবহারে এমন সব জিনিষ ঢুকে পড়েছিল কোরাণ এবং সুন্নার সঙ্গে যাদের কোন সম্পর্ক কল্পনাও করা যায় না।

সমন্বয়।

মাওলানা সাহেব ও তাঁর অনুবর্তীরা বহু চেষ্টার পর এই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান সমাজ থেকে দূরিভূত করে ইসলামী ভাবধারা প্রবর্তন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁদের এ প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু পুরাপুরিভাবে ইসলাম ধর্ম বাঙ্‌লাদেশের সব অঞ্চল থেকে অনঐসলামিক ভাবধারা থেকে মুক্ত হয়েছিল একথা জোর করে বলা চলে না। ধান্যদুর্বা দিয়ে বর-বধূকে বরণ করা, কলাগাছ, ভরা কলসী ও আমপাতা, গায়ে হলুদ প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, পীরপূজা, দরগায় মানত করা, মহররমে ঢোল বাজান প্রভৃতি তথাকথিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান সেকালে টিকেই ছিল। একালেও এদের তৎপরতা কমেনি। তদুপরি এক শ্রেণীর হিন্দুভাবাপন্ন সুফি সম্প্রদায়ের কথা সকলের কাছেই সুবিদিত। তাদের অনেকে কালী-সাধনা পর্যন্ত করত। আমি নিজেও এমন দু-চারজন সাধককে দেখেছি।

আমি উত্তর বঙ্গের অনেক স্থানে এক বিশেষ ধরণের উপাসনালয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেয়েছি। এগুলি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে দশ থেকে বার ফুটের বেশী নয়। স্থানীয় মুসলমানেরা বলে মসজিদ। কিন্তু ভিতরে মেহরাব ও বেদী উভয়ই আছে। পশ্চিম দেয়ালের মাঝামাঝি মেহরাব আর উত্তর দেয়ালের

মাঝামাঝি বেদী। প্রবেশ পথ দুটির মধ্যে একটি পূর্ব দিকে মসজিদের জন্য এবং অন্যটি দক্ষিণ দিকে বেদীর জন্য। বেদীর চারদিকে ছোট ছোট মাটির ঘোড়া এবং অন্যান্য মানত দ্রব্যের চিহ্ন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। অনেকগুলি উপাসনালয়ের চারদিকে অনেক পাকা কবরের চিহ্নও দেখা গেছে।

'মাদার' পীরের আস্তানা।

এই উপাসনালয়ের বয়স আনুমানিক দু'শ কি আড়াই'শ বছর। যেগুলি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে সেগুলির বয়স আরও বেশী হতে পারে। এই সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকের ধারণা এগুলি নাকি ছিল 'মাদার' পীরের আস্তানা এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক এসে এসব আস্তানাতে নিজ নিজ পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা করত। হিন্দুদের পদ্ধতি ছিল 'মাটির ঘোড়া' ইত্যাদি দ্বারা মানত আদায় করা। অনেক সময় মুসলমানেরাও এইসব মানত করত। অবশ্য মুসলমানদের উপাসনার বিশেষ পদ্ধতি ছিল সকালে-বিকালে মেহরাবের সামনে গিয়ে 'টুক করে' সেজদা দিয়ে আসা। কোন নামাজ বা জামায়াত সেখানে হতো না। হবার স্থানও সেখানে ছিল না। এ ধরণের যৌথ উপাসনলয়ের চিহ্ন কিন্তু পূর্ব বঙ্গে মোটেই দেখা যায়নি।

ইসলামের উপর স্থানীয় ধর্মের প্রভাব।

মধ্যযুগের সুফি সাহিত্য, মুসলমান কবিগণ দ্বারা রচিত নাথ-সাহিত্য ইত্যাদির ভাবধারা, উপরে বর্ণিত যৌথ উপাসনালয় ইত্যাদি দেখে যদি ইসলাম ধর্মের উপর অন্যান্য স্থানীয় ধর্মের একটা বিশেষ প্রভাবের কথা ধারণা করা যায় তবে তা' খুব অসঙ্গত হবে বলে মনে হয় না। একে সমন্বয় বলা যাবে কি না বলতে পারি না। কিন্তু বিশেষ প্রভাব হিসাবে আখ্যা দিতে বাধা আছে বলে মনে হয় না। কোন সুদৃঢ় দার্শনিক তত্ত্বভিত্তিক না হলেও পরিব্যাপ্তির দিক দিয়ে তা ছিল খুব সম্ভব ব্যাপক। এই ব্যাপকতার ফলে গোটা মুসলমান সমাজে কোরাণ এবং সুন্নার অনুশাসন ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

অবশ্য খাঁটি ইসলাম ধর্মের পায়রবন্দি যাঁরা করতেন তাঁরা যে ধর্মের এই মিশ্র রূপটার সমর্থক ছিলেন না তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সংখ্যার দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন খুব সম্ভব নগণ্য। আর যাঁরা এর সমর্থক ছিলেন, তাঁরা সাধক, কবি, গুরু বা পীর হিসাবে সংখ্যায় ছিলেন অনেক, অনেক বেশী। তাঁদের অনেকেই গুরু পরম্পরায় এসব মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই যে অন্য ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এমন একটা ধারণা করা খুব অমূলক বলে মনে হয় না। হিন্দু মুসলমান জনসাধারণ যে তাঁদের কাছে ভীড় করত সে প্রমাণের অভাব নেই। মন্ত্র-তন্ত্র প্রভৃতির যাদু শক্তি এবং সুফিবাদের অলৌকিকতার প্রতি এসব ভক্তদের মনে বিশ্বাসও ছিল গভীর ও অটল। ফলে দেশের বেশীর ভাগ মুসলমানের যে ধর্ম ছিল তা নামে ইসলাম হলেও হিন্দু, বৌদ্ধ ও নাথ ধর্মের সঙ্গে একটা সমন্বয়ের ভাব দেখা দিল সেই ধর্মের মধ্যে।

এটাকে প্রকৃত সমন্বয় বলা যাবে কি না জানি না। তবে একথা ঠিক যে ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত যে-সব প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় নানা কারণে মুসলমানদের মধ্যে ভক্তি-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এমন সব বস্তুর সন্নিবেশ ঘটেছিল যাকে ইসলামিক বলা চলে না। অনেক অন-ইসলামিক আচার-অনুষ্ঠান, শুভ-অশুভ যাত্রাক্ষণ, নানারকম মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির অস্তিত্ব আজও

---

১ এই ধরণের একটি উপাসানালয় দিনাজপুর থেকে ১৪ মাইল উত্তরে কান্তনগরের কাছে রাস্তার পূর্ব দিকে আছে। আরও বহু উপাসনালয় ধারে কাছে ছিল এবং এখনও আছে।

সীমাবদ্ধরূপে দেখা যায় যদিও মধ্যযুগে সেগুলির প্রভাব ছিল অধিকতর ব্যাপক।

এই দেশে বৌদ্ধ ধর্মের বর্তমান অবস্থা।

এ-দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় মরে গেছে। বাঙলাদেশের পূর্বাঞ্চলের সামান্য এলাকা ছাড়া বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব তার কোথাও নেই। ধর্ম, সাহিত্য বা কোন মতবাদ আপনার প্রাণ-শক্তিতেই বেঁচে থাকে। জোর করে তাকে অনির্দিষ্ট কাল ধরে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। এ-যেন উদ্ভিদ। যতক্ষণ ভূমিতে জল এবং খাদ্য আছে, আপনার প্রাণশক্তিতে সে বেঁচে থাকবে। ধর্মের বেলায় মানুষের মন হচ্ছে ভূমি। মন-ভূমিতে যতক্ষণ বাঁচবার উপযোগী রস ও রসদ আছে ধর্মরূপ বৃক্ষও ততক্ষণ বেঁচে থাকবে। এ-দেশে বৌদ্ধ ধর্মের বিলুপ্তির একটা প্রধান কারণ যে বর্মণ-সেন রাজাদের নির্যাতন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু নিরস, নির্বাণ বা শূন্যতাবাদী বৌদ্ধ ধর্মের বিলুপ্তির বীজ যে সেই ধর্মের মধ্যেই লুক্কায়িত ছিল এ যুক্তিও ঠেলে ফেলে দেওয়া যায় না। ঝুনা নারকেলের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করে রস ও রসদ সংগ্রহ করা সবার পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

নাথ ধর্মের বেঁচে থাকার কারণ।

নাথ ধর্ম আজও বেঁচে আছে। নিরস বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে যখন মন্ত্রের যাদু-শক্তির সংযোগ ঘটল এবং পৌরাণিক দেবদেবীরা তাদের যৌন রসের কাহিনী নিয়ে আস্তানা গাড়ল তাতে যে রসের আবির্ভাব ঘটল তাতে নাথ ধর্মের বেঁচে থাকার পথ সুগম হলো। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে নিরস বৈদিক ধর্মেরও অবসান ঘটত অনেক আগে যদি না পৌরাণিক পদার্থগুলির রস ভান্ডারে তা পরিপূর্ণ হতো। অন্যান্য যে-সব ধর্ম আজও বেঁচে আছে সেগুলিতে বর্তমানের রসের অপ্রতুলতায় ভবিষ্যত রসের সীমাহীন অপর্যাপ্ততার সম্ভাবনা যে একটা বিরাট শক্তি হিসাবে কাজ করে তা ধারণা করা যায়।

# তন্ত্রশাস্ত্র ও নাথধর্ম

যোগ ও তন্ত্রশাস্ত্র আদিতে কোন দার্শনিক তত্ত্ব ভিত্তিক ছিলনা।

প্রাক-আর্য যুগ থেকে প্রচলিত যোগ, ও তন্ত্রশাস্ত্র আদিতে কোন দার্শনিক-তত্ত্বভিত্তিক ছিল না। মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদির প্রতি আদিম মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাকে সমাধান করার জন্য। মাথার টিকির সংগে বৈদ্যুতিক আকর্ষণের সম্পর্ক থাকার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মত পরবর্তীকালে এই সমস্ত মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ দার্শনিক তত্ত্বভিত্তিক হয়ে পড়ে এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের সংগে সংগে তন্ত্রশাস্ত্র ও এইসব ধর্মের বিভিন্ন মতবাদের বিশেষ অংগ হিসাবে গণ্য হয়।

ডক্টর আহমদ শরীফের মন্তব্য।

এই প্রসঙ্গে ডক্টর আহমদ শরীফ যে জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য করেছেন তা' উদ্ধৃত না করে পারছি না। তিনি বলেছেন, "সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র সুপ্রাচীন দেশী-তত্ত্ব ও শাস্ত্র। Pagan যুগের যাদু বিশ্বাস টোটেম স্তরের মৈথুন তত্ত্ব থেকে এর উদ্ভব। সাংখ্য হচ্ছে তত্ত্ব বা দর্শন আর যোগ ও তন্ত্র—এর দ্বিবিধ আচার শাস্ত্র। এসব তত্ত্ব ও আচারের জড় রয়েছে আদিম মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ব্যবস্থার চিন্তায় ও কর্মে।

"অতএব, মূলত এক অভিন্ন তত্ত্বশাস্ত্রই কালে দুই নামে দুই রূপে বিকশিত হয়েছে। কপিল সাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগ আর নারায়ণী পঞ্চরাত্রের প্রভাব হয়েছিল গভীর, ব্যাপক এবং কালজয়ী।"[১]

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও তন্ত্রশাস্ত্র।

বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তির বহু আগেই তন্ত্রশাস্ত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্মে প্রবেশ করেছিল। ব্রহ্ম নিত্য এবং জগত অনিত্য, অতএব মিথ্যা এই কথা বৌদ্ধ ধর্মের বহু আগেই উপনিষদে প্রচারিত হয়েছিল। এই জাগতিক মোহের কারণ হচ্ছে অবিদ্যা এবং এই অবিদ্যার ধ্বংস সাধনেই মোক্ষ লাভ অর্থাৎ অবিদ্যার বন্ধন থেকে মুক্তি-লাভ। বৌদ্ধ পরিভাষায় এই মোক্ষকে নির্বাণ বলা যেতে পারে। "অতএব জাগতিক দুঃখের হেতুও তাহার প্রশমনের উপায় সম্বন্ধে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বেই আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল। আবার ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তির উপায় নির্ধারণের উদ্দেশ্যেই সাংখ্য শাস্ত্র রচিত হয়েছিল।"[২]

আত্মাই ব্রহ্ম।

বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যে বর্ণিত "আত্মাই ব্রহ্ম" অর্থাৎ যাহা আছে ভাণ্ডে তাহাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে' অর্থাৎ 'ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তিতে তিষ্ঠতি কলেবরে—এই কথাই বোধ হয় সকল তন্ত্র শাস্ত্রের মূলমন্ত্র। ছান্দোগ্যে আরও বর্ণিত আছেঃ "এই পৃথিবীতে দেহেরই পূজা করিবে। দেহেরই পরিচর্যা করিবে। দেহকে মহীয়ান করিলে এবং দেহের পরিচর্যা করিলেই ইহলোক ও পরলোক এই উভয় লোকই লাভ করা যায়।" কায়া-সাধনার এই সুস্পষ্ট উক্তিই তন্ত্র শাস্ত্রের ভিত্তি বলে ধারণা করা যেতে পারে।

পরমাত্মা ও জীবাত্মা।

হিন্দু-তন্ত্র শাস্ত্র মতে মানব দেহ হচ্ছে বিপুল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিমূর্তি। সহজ কথায় বিশ্ব-জগতে যা কিছু আছে মানবদেহে সব কিছুই বিদ্যমান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও শক্তি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত দেবদেবীর অধিষ্ঠান এই মানব দেহে। পরমাত্মা থেকে এই বিশ্ব-জগতের উদ্ভব। মানব দেহে অবস্থানকারী জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ বিশেষ। ইন্দ্রিয়লব্ধ জাগতিক কামনা-বাসনা রূপ অবিদ্যার মোহ জালে আবদ্ধ হয়ে জীবাত্মা পরমাত্মার স্বরূপত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন

---

১। বাংলার সুফি সাহিত্য ভূমিকা। ২। চর্যা পদের ভূমিকা-মনীন্দ্র মোহন বসু—২৩ পৃষ্ঠা।

হয়ে পড়ে। আর এই জাগতিক মোহের কারণ যে অবিদ্যা তাকে ধ্বংস করতে পারলেই জীবাত্মা পরমাত্মার স্বরূপত্ব লাভ করতে পারে। সাধকের এই সিদ্ধি লাভের নামই মোক্ষ।

বৌদ্ধ ধর্মে জীবাত্মা ও পরমাত্মার কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু ধর্মকায় ও বোধিচিত্তের কথা আছে। সুযুকির মতেঃ--

ধর্মকায় ও বোধিচিত্ত।

"The Dharmakaya may be compared in one sense to the God of Christianity, and in another sense to the Brahman or Paramatma of the Vendastists. The Universe is a manifestation of the Dharmukhaya himself, the Bodhichitta is nothing but an expression of the Dharmakaya, though finitely, fragmentarily and imperfectly realised in us...."[1]

**অনুবাদঃ** "এক অর্থে ধর্মকায়কে খৃষ্টান মতের 'গড'-এর সঙ্গে এবং অন্য অর্থে বেদান্তিকদের ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই বিশ্বজগত ধর্মকায়েরই অভিব্যক্তি স্বরূপ। বোধিচিত্ত ধর্মকায়েরই রূপ যদিও সীমাবদ্ধ, আংশিক এবং অপরিপূর্ণভাবে মানুষের কাছে তা উপলব্ধ হয়।"

ধর্মকায়কে হিন্দু-তন্ত্রের পরমাত্মা এবং বোধিচিত্তকে জীবাত্মার সঙ্গে তুলনা করা চলে। ধর্মকায় থেকেই যাবতীয় ধর্ম এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের উৎপত্তি। অর্থাৎ ধর্মকায় থেকেই বিশ্বজগতের উদ্ভব। বোধিচিত্ত ধর্মকায়েরই অংশ বিশেষ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কামনা-বাসনার মোহজালে আবদ্ধ হয়ে বোধিচিত্ত অপরিশুদ্ধ হয়ে ধর্মকায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সাধনার ফলে মোহমুক্ত বোধিচিত্ত পরিশুদ্ধ হয়ে ধর্মকায়ের সঙ্গে মিলিত হতে পারলেই সাধক 'নৈরাত্মারূপ' শূন্যতায় পৌঁছে অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করে অতএব দেখা যাচ্ছে হিন্দু-তন্ত্রের মোক্ষ এবং বৌদ্ধ-তন্ত্রের নির্বাণের মধ্যে মূলগত বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

হিন্দু তন্ত্র শাস্ত্র মতে চক্র ও নাড়ী।

এই মোক্ষ বা নির্বাণ লাভের নানারকম প্রক্রিয়া উভয় ধর্মের তন্ত্র শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। হিন্দু-তন্ত্র শাস্ত্রমতে দেহের মধ্যে অবস্থিত চক্রের সংখ্যা ছয়। মেরুপর্বতরূপ মেরুদন্ডের সর্বোচ্চ অংশ মস্তক-দেশ হচ্ছে সুমেরু। সেই সর্বোচ্চ অংশে অর্থাৎ মস্তক-দেশে 'সহস্রার' এবং মেরুদন্ডের সর্বনিম্ন অংশ কুমেরুতে 'মূলাধার' চক্র। এই মূলাধার চক্র গুহ্য দেশ ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যভাগে অবস্থিত। জননেন্দ্রিয়ের মূলে 'সাধিষ্ঠান' চক্র, নাভিতে 'মণিপুর' চক্র, হৃদয়ে 'অনাহত' চক্র, কন্ঠে 'বিশুদ্ধ' চক্র এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে মতান্তরে মাথার তালুতে 'আজ্ঞাচক্র'। পৃথিবীতে যেমন মহানদী, উপনদী ইত্যাদি আছে দেহের মধ্যেও নাড়ীরূপ মহানদী, উপনদী ইত্যাদি আছে। দেহের মধ্যে নাড়ীর সংখ্যা মোটামুটি হিসাবে ৩২। তাদের মধ্যে প্রধান তিন নাড়ী ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নাকে (গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী) মহানদী ধরলে বাকী নাড়ীগুলিকে উপনদী হিসাবে ধরা যেতে পারে। বাম নাড়ী ইড়া, রজঃ বহনকারী, এবং ডান নাড়ী পিঙ্গলা বিন্দু বহনকারী। দেহের শুক্র অথবা শক্তি থাকে লিঙ্গে। সাধনার দ্বারা ইড়া এবং পিঙ্গলাকে সুষুম্নার সঙ্গে মিলিত করে

1. Mahajan Buddism—by Suzuki, Pp. 46 and 295.

মূলাধার চক্রে সার্ধত্রিবলিত কুন্ডলীর মধ্যে সুসুপ্তা কুলকুন্ডলিনী রূপিনী শক্তিকে (শুক্র) জাগ্রত এবং উর্ধগামী করে দেহের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত ষট্ চক্রকে ভেদ করে 'সহস্রারে' অবস্থিত শিবের সঙ্গে মিলিত করতে পারলেই সাধক অদ্বয় সত্য অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে।

বৌদ্ধতন্ত্র মতে চক্র ও নাড়ী।

বৌদ্ধ-তন্ত্র শাস্ত্রমতে চক্রের সংখ্যা চার। হিন্দু-তন্ত্রের 'মূলাধার', 'স্বাধিষ্ঠান' এবং 'মণিপুর'—এই তিন চক্রস্থলে বৌদ্ধ-তন্ত্র মতে 'নির্মাণ' চক্র নামে একটিমাত্র চক্র বিদ্যমান। নাভিতে অবস্থানরত চক্রের নাম 'ধর্মকায়' বা 'ধর্মচক্র'। হৃদয়ে অবস্থিত চক্রের নাম 'সম্ভোগ' চক্র এবং মস্তক দেশে যে চক্র আছে তার নাম 'সহজকায়', 'মহাসুখকমল', 'উষ্ণীষ কমল' অথবা 'মহাসুখচক্র'। বৌদ্ধ-তন্ত্র মতে ও দেহের নাড়ীর সংখ্যা ৩২। ললনা, রসনা ও অবধূতিকা এই প্রধান তিন নাড়ী হিন্দু-তন্ত্রের ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার সঙ্গে তুলনীয়। ললনা ও রসনাকে অবধূতিকার সঙ্গে নির্মাণচক্রে অর্থাৎ প্রবৃত্তির রাজ্যে মিলিত করে দেহের শুক্রকে জাগ্রত ও উর্ধগামী করে 'ধর্মচক্র' ও 'সম্ভোগ' চক্রকে ভেদ করে উষ্ণীষকমলে নৈরাত্মা দেবীরূপ শূন্যতায় পৌঁছাতে পারলেই সাধক মহাসুখকায় অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করে।

নির্বাণ।

নির্বাণের অর্থ হচ্ছে বাসনার নিবৃত্তি। অর্থাৎ জাগতিক বস্তুসমূহের অনিত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে অবিদ্যার মোহ ধ্বংস করে সকল তৃষ্ণার বিলোপ সাধনের অর্থই হচ্ছে নির্বাণ। সহজযানীদের মতে নির্বাণ আনন্দময় এবং সহজ অর্থাৎ সহজাত। নির্বাণ লাভের পর মহাসুখে নিমজ্জিত হওয়াই সহজ-সাধনার চরম লক্ষ্য। বিভিন্ন চর্যাপদে (যথা -১, ৮, ১৩, ১৮, ২৭, ২৮, ৪৯ এবং ৫০) এই 'মহাসুহব' উল্লেখ আছে।

এই মহাসুখের সঙ্গে শূন্যতার সম্পর্কের কথা আগেই বলা হয়েছে। "সর্বং অনিত্যম, সর্বং অনাত্মম, নির্বাণং শান্তম" বৌদ্ধ ধর্মের এ-মূলতত্ত্ব শূন্যতাবাদের ভিত্তিস্বরূপ। 'সর্বং শূন্যং' - ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বস্তুই চিরস্থায়ী এবং স্ব-ভাববিশিষ্ট নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি অট্টালিকাকে ধরা যেতে পারে। ইষ্টকগুলিকে বিচ্ছিন্ন করলে অট্টালিকার অট্টালিকাত্ব থাকে না। থাকে শুধু ইটগুলি। ইটগুলিকে চূর্ণ করলে ইটের ইটত্ব থাকে না অর্থাৎ মাটি হয়ে যায়। মাটিকে বিচ্ছিন্ন করলে মাটির অস্তিত্ব লোপ পেয়ে ধূলায় পরিণত হয়। ধূলিকে বিচ্ছিন্ন করলে তার অস্তিত্ব আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এতে দেখা যাচ্ছে অট্টালিকা, ইট, মাটি, ধূলিকণা ইত্যাদির কারোর নিজস্ব সত্ত্ব বা অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ তারা সকলেই অনিত্য। আর পার্থিব সকল বস্তুই এরূপ কার্যকারণ সম্বন্ধে উৎপন্ন বলে সবাই অনাত্ম বা স্ব-ভাবহীন। "বস্তু সকলের এই স্ব-ভাবহীনতাই শূন্যতা।" বিশ্বজগতের দৃশ্যাবলীর যে অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই তা বিকল্প (যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম), প্রতিভাস (যেমন মরীচিকা) এবং আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক। অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত সাধনার ফলে যখন শূন্যতার এই জ্ঞানলাভ করে তখন পরিশুদ্ধ অবস্থায় ধর্মকায়ের সঙ্গে মিলিত হতে পারে।

[পাঠকের সুবিধার জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্র শাস্ত্রে বর্ণিত দেহতত্ত্বের একটি চার্ট নিম্নে দেওয়া গেল।]

দেহতত্ত্ব।[১]

| হিন্দু-তন্ত্রমতে। | | বৌদ্ধ তন্ত্রমতে। |
|---|---|---|
| সহস্রার অর্থাৎ সহস্রদল।<br>অ আ, ক, খ, ইত্যাদি ৫০ অক্ষর।<br>প্রতি অক্ষর ২০ বার আবর্তনে<br>৫০ × ২০ = ১০০০ দল। | মস্তিষ্ক | সহজকায়, মাহাসুখকমল, উষ্ণীষকমল<br>বা মহাসুখচক্র। দলের সংখ্যা ৪।<br>সহজানন্দ।<br>তারাদেবীব অধিষ্ঠান। |
| আজ্ঞাচক্র। শশধরবৎ শুভ্র।<br>২ দল—হ, ক্ষ।<br>হাকিনী শক্তির অধিষ্ঠান। | ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল<br>মতান্তরে তালু। | |
| বিশুদ্ধচক্র। ধূম্রবর্ণ। ১৬ দল-<br>অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ,<br>ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং অঃ।<br>শাকিনী শক্তির অধিষ্ঠান। | কণ্ঠ | সম্ভোগচক্র বা সম্ভোগকায়।<br>বিরমানন্দ।<br>পাণ্ডরা দেবীর অধিষ্ঠান।<br>দলের সংখ্যা ১৬। |
| অনাহতচক্র। লোহিতবর্ণ।<br>১২ দল—ক থেকে ঠ পর্য্যন্ত।<br>কাকিনী শক্তির অধিষ্ঠান। | হৃদয়। | ধর্মকায় বা ধর্মচক্র।<br>পরমানন্দ।<br>মামকী দেবীর অধিষ্ঠান।<br>৩২ দল। |
| মণিপুর চক্র। নীলবর্ণ।<br>১০ দল—ড্ থেকে ফ্ পর্য্যন্ত<br>লাকিনী শক্তির অধিষ্ঠান। | নাভি। | |
| স্বাধিষ্ঠান চক্র। রক্তবর্ণ।<br>৬ দল—ব্ থেকে ল্ পর্য্যন্ত।<br>রাকিনী শক্তির অধিষ্ঠান। | জননেন্দ্রিয়েব মূলে<br>সুষুম্নার মধ্যস্থ<br>চিত্রিনী নাড়ী। | নির্মাণকায বা নির্মাণ-চক্র।<br>আনন্দ।<br>লোচনা দেবীর অধিষ্ঠান।<br>৬৪ দল। |
| মূলাধার চক্র। রক্তবর্ণ।<br>৪ দল—ব্, শ্, ষ্, স্।<br>ডাকিনী শক্তির অধিষ্ঠান। | গুহ্যদেশ ও জননেন্দ্রিয়ের<br>মধ্যস্থ। | |

---

১। মুহম্মদ আবদুল হাই এবং আনোয়ার পাশা কর্তৃক সম্পাদিত চর্যাগীতিকার এবং ডক্টর আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত 'বাংলার সুফী সাহিত্যের ভূমিকা এবং অন্যান্য গ্রন্থ অনুসারে।

| বামনাড়ী (রজঃ বহণ করে)— | মধ্যনাড়ী (রজঃ-বিন্দুর মিলিত পদার্থকে বহন করে) | ডান নাড়ী (বিন্দু বহন করে) |
|---|---|---|
| ইড়া, ললনা, গঙ্গা, চন্দ্র, নাদ, শূন্যতা, গ্রাহক, শশী, স্বর, আলি, ধমন, আপান, এ, প্রজ্ঞা ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পবিচিত। | —সুষুম্না, অবধূতি, অবধূতিকা, বোধিচিত্ত, নৈরাত্মা, সবস্বতী, যোগিনী ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পবিচিত। | —পিঙ্গলা, রসনা, যমুনা, সূর্য, বিন্দু, করুণা, গ্রাহ্য, রবি, ব্যঞ্জন, কালি, চমন, প্রাণ, বং উপায় ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত। |

এই প্রসঙেগ 'মহানির্বাণতন্ত্রম্'[১] নামক তন্ত্রশাস্ত্রীয় গ্রন্থে দেহতত্ত্বের যে বর্ণনা আছে তা অনুসন্ধিৎসু পাঠকের গোচরার্থে উদ্ধৃত করছি। "জীবগণের শরীরে ইড়া, পিঙগলা ও সুষুম্না এই তিনটি নারী মূলাধার হইতে ব্রহ্ম রন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইড়া নাড়ী চন্দ্রস্বরূপা; ইহা মনুষ্যের বাম দিকে আছে। পিঙগলা নাড়ী সূর্য্যস্বরূপ; ইহা দক্ষিণ দিকে রহিয়াছে। মধ্যস্হলে অগ্নিস্বরূপা সুষুম্না নাড়ী বিদ্যমান আছে। এই সুষুম্না নাড়ীতেই ষট্চক্র সন্নিবেশিত। মূলাধার পদ্মকে যুক্ত ত্রিবেণী বলা যায়; কারণ ইড়া নাড়ীকে গঙগা, পিঙগলা নাড়ীকে যমুনা ও সুষুম্না নাড়ীকে সরস্বতী নদীও বলা হইয়া থাকে। আজ্ঞা চক্রে এই নদীত্রয় মিলিত থাকিয়া পশ্চাৎ পরস্পব পৃথক প্রবাহিত হইয়া পুনর্বার মূলাধারচক্রে সংযুক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্তই আজ্ঞাচক্রকে যুক্ত-ত্রিবেণী বলা যায়। বামে ইড়া নাড়ী ঈষৎ শুক্লবর্ণা চন্দ্রস্বরূপা ও অমৃতময়ী। দক্ষিণে পিঙগলা নাড়ী রক্তবর্ণা সূর্য্যস্বরূপা বিষস্রাবিনী। মধ্যস্হলে সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে বজ্রিণী নাড়ী, তন্মধ্যে অমৃতস্রাবিণী চিত্রা নাড়ী রহিয়াছে। ইহাকেই ব্রহ্মনাড়ী বলা যায়। চক্রস্হিত সমুদায় পদ্ম এই নাড়ীতে গ্রথিত রহিয়াছে। সমুদায় চক্রই এই নাড়ীর গন্হি-স্বরূপ। এই ব্রহ্মনাড়ীর স্হূলতা একগাছি কেশের সহস্রাংশের একাংশ হইবে। পদ্ম সমুদায়ও এইরূপ সূক্ষ্ম; কিন্তু অতি সূক্ষ্ম ভাবনা হয়না বলিয়া চতুরঙগুলি পরিমিত কল্পনা করিয়া ভাবনা করিতে হয়। পদ্ম সমুদায় যদিও অধোমুখ ও মুদ্রিত আছে, তথাপি ভাবনার সময় কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হইলে তাহারা উর্ধমুখ ও প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। এই জন্য যোগীরা পদ্ম-সমুদায় উর্ধমুখই ভাবনা করেন। এই সমুদায় অধোমুখ পদ্মের নিম্নে উর্ধমুখ আর এক একটি করিয়া পদ্ম আছে। তন্মধ্যে মূলাধার পদ্মেব নিম্নে যে উর্ধমুখ পদ্মটি আছে, উহা তড়িৎপ্রভ-শক্তিগণ-সমন্বিত বক্তবর্ণ ও সহস্রদল।

"গুহ্য ও মেঢ্রের মধ্যস্হলে মূলাধার পদ্ম আছে। এই পদ্ম চতুর্দ্দল; এই পদ্ম পত্রচতুষ্টয় রক্তবর্ণ; এই পত্রচতুষ্টয়ে ব শ ষ স এই চারিটি মাতৃকা বর্ণ আছে। এই চারিটি বর্ণ সুবর্ণবর্ণ। এই পত্রচতুষ্টয়ে ক্রমশ বায়ুকোণস্হিত পত্র হইতে নৈঋত কোণস্হিত পত্র পর্যন্ত ক্রমে যোগানন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ ও বীরানন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পদ্মের মধ্যস্হলে নব পল্লবের ন্যায় বর্ণ স্বয়ম্ভু লিঙগ শোভা পাইতেছেন। তড়িদ্বর্ণা মৃণালতন্ত্র অপেক্ষাও সূক্ষ্মা কুলকুণ্ডলিনী সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকৃতি হইয়া স্বয়ম্ভুলিঙগ বেষ্টনপূর্বক ব্রহ্মদ্বার রোধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। পদ্ম ও স্বয়ম্ভুলিঙগ অধোমুখ থাকাতে সেই ব্রহ্ম বিবরও অধোভাগে আছে। রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডল, এই স্বয়ম্ভুলিঙেগর চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া প্রাচীরের ন্যায় রহিয়াছে। এই ত্রিকোণে রক্তবর্ণ কন্দর্প বায়ু বিদ্যমান আছে। ইহার চতুর্দিকে অষ্টবজ্রবিভূষিত চতুষ্কোণ পীতবর্ণ পৃথিবীমণ্ডল। ইহাতে লংবীজ এবং ঐ বীজের মধ্যে হস্তিবাহন পৃথিবী আছেন। এই পৃথিবীমণ্ডলে প্রথম শিবস্বরূপ ব্রহ্মা ও সাবিত্রী শোভা বিস্তার করিতেছেন। ইহাতে চতুর্ভুজা রক্তবর্ণা ডাকিনী শক্তিও আছেন। এই মূলাধার হইতে ইড়া, পিঙগলা ও সুষুম্না নাড়ী পৃথক হইয়া গিয়াছে।

"মূলাধারের উপরিভাগে নাভির নিম্নে স্বাধিষ্ঠান চক্র। ইহা ষড়্দল। এই পদ্মের কর্ণিকা রক্তবর্ণ ও পত্র সমুদায় বিদ্যুদ্বর্ণ। বং ভং মং যং রং লং এই ছয়টি বর্ণ ষড়দলে আছে। প্রশ্রয়,

১। মহানির্বাণ তন্ত্র—কুলাবধূত শ্রী মদ হরিহরানন্দ ভারতী বিরচিত টীকা এবং শ্রীযুক্ত বৃদ্ধ জগন্মোহন তর্ক লঙ্কার কৃত অনুদিত এবং শ্রীকৃষ্ণ গোপাল ভক্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, মূর্চ্ছা, সর্বনাশ, ক্রূরতা এই ছয়টি বৃত্তিও ছয় দলে রহিয়াছে। ইহার কর্ণিকার মধ্যস্থিত ত্রিকোণ মণ্ডল মধ্যে মহাবিষ্ণু, মহালক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবতা আছেন। বিষ্ণু নীলবর্ণ ও চতুর্ভুজ। তাঁহাদিগের সম্মুখে নীলবর্ণা চতুর্ভুজা রাকিণীশক্তি, ব এই বরুণবীজ, এই বীজের মধ্যে অর্ধচন্দ্রাকার শুভ্রবর্ণ বরুণমণ্ডল ও শুভ্রমকর-বাহন বরুণ রহিয়াছেন।

"ইহার উপরিভাগে নাভিমণ্ডলে মণিপুর নামক মেঘবর্ণ দশদল পদ্ম রহিয়াছে। ডং ঢং নং তং থং দং নং পং ফং এই দশটি বর্ণ ক্রমশ দশদলে আছে। এই বর্ণগুলি নীলবর্ণ। এতদ্ব্যতীত লজ্জা, পিশুনতা, ঈর্ষ্যা, তৃষ্ণা, সুষুপ্তি, বিষাদ, কষায়, মোহ, ঘৃণা, ভয় এই দশটি বৃত্তিও দশদলে আছে। ইহার কর্ণিকার অন্তর্গত ত্রিকোণ মধ্যে রং বীজ এবং ঐ বীজমধ্যে স্বস্তিকত্রয়-বিভূষিত রক্তবর্ণ ত্রিকোণ অগ্নিমণ্ডল এবং মেষবাহন রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ অগ্নি বিদ্যমান আছেন। অগ্নির সম্মুখে রুদ্র ও তাঁহার শক্তি ভদ্রকালী শোভা বিস্তার করিতেছেন। এই রুদ্র বরাভয়-মুদ্রাযুক্ত-দ্বিভুজ-বিভূষিত, সিন্দুরবর্ণ, ত্রিলোচন, বৃদ্ধাকার ও ভস্ম-বিভূষিত শরীর। ইহার সন্নিধানে তপ্ত কাঞ্চন-বর্ণা, পীত-বিভূষণ-বিভূষিতা, পীতবসনা, চতুর্ভুজা, মদমত্তচিতা লাকিণী শক্তি শোভা পাইতেছেন। এই পদ্মের উপরিভাগে ভানুভবন ও সূর্য্যমণ্ডল রহিয়াছে। চন্দ্রমণ্ডল হইতে যে সমুদায় অমৃত ক্ষরণ হয়, এই সূর্য্যমণ্ডলে তাহা গ্রস্ত হইয়া থাকে।

"এই মণিপুরের উপরিভাগে হৃদয় মধ্যে ইষ্ট দেবতার চিন্তার স্থান ঊর্দ্ধমুখ অষ্টাদশ কমল। তাহার উপরি অনাহত চক্র নামে রক্তবর্ণ দ্বাদশদল পদ্ম আছে। কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং এই দ্বাদশ সিন্দুরবর্ণ বর্ণ দ্বাদশ দলে রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আশা, চিন্তা চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিফলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক, অনুতাপ এই দ্বাদশ বৃত্তি যথাক্রমে দ্বাদশ দলে আছে। এই পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন যে ত্রিকোণমণ্ডল আছে, তাহাকে ত্রিকোণশক্তি বলিয়া থাকে। এই ত্রিকোণমণ্ডলের মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ বাণ লিঙ্গ রহিয়াছেন। তাঁহার সন্নিধানে ঈশ্বর ও তাঁহার শক্তি ভুবনেশ্বরী আছেন। এই ঈশ্বরই নারায়ণ ও হিরণ্য গর্ভ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ঈশ্বর তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, দ্বিভুজ এবং বর ও অভয় মুদ্রাধারী। ইঁহার নিকটে কাকিনী শক্তি আছেন। তাঁহার বর্ণ বিদ্যুতের ন্যায় ও তাঁহার চারি হস্তে পাশ, পানপাত্র, বর ও অভয়। তিনি ত্রিনেত্রা, সুধাদ্র-হৃদয়া, মত্তা ও অস্থি-মালা বিভূষিতা। এই স্থানে কালরাত্রি প্রভৃতি আরও অনেকগুলি শক্তি আছেন। এই চক্রে যং এই বায়ুবীজ এবং তন্মধ্যে ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণ মণ্ডল, গোলাকার বায়ুমণ্ডল ও কৃষ্ণসার-বাহন চতুর্ভুজ ধূম্রবর্ণ পবন শোভা পাইতেছেন। এই চক্রের মধ্যে নির্ব্বাত-দীপ কালিকাকার জীবাত্মা রহিয়াছেন।

"ইহার উপরিভাগে কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধ চক্র ও ভারতীস্থান নামক ধূম্রবর্ণ ষোড়শদল কমল আছে। ইহার এক এক দলে অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৯ং ৯ৃং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ এই ষোড়শ বর্ণের এক বর্ণ আছে। এই বর্ণ সমুদয় রক্তবর্ণ। এতদ্ব্যতীত নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার, ষড়জ, মধ্যম, ধৈবত ও পঞ্চম, সপ্তদলে এই সপ্তস্বর, অষ্টমদলে বিষ, তৎপরবর্তী সপ্তদলে হুং, ফট, বৌষট, বষট, স্বধা, স্বাহা ও নমঃ এই সাতটি মন্ত্র এবং শেষ দলে অমৃত আছে। ইহার কর্ণিকার অন্তর্গত ত্রিকোণ মণ্ডল মধ্যে অর্দ্ধনারীশ্বর শিব আছেন। এই স্থানে সকলেরই মূল-মন্ত্র আছে। বিদ্যুদ্বর্ণ প্রণব এবং পূর্ণ শশধর মণ্ডল ও এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। এই চক্রে হং এই আকাশ বীজ, এবং তন্মধ্যে স্বচ্ছ গোলাকার আকাশমণ্ডল ও শ্বেত হস্তীতে আরূঢ় শুক্লবস্ত্র পরিধান আকাশ আছেন। আকাশ চতুর্ভুজ। আকাশের চারিহস্তে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয়। আকাশের ক্রোড়ের নিকট অর্দ্ধনারীশ্বর শিব; ইহাকেই সদাশিব বলা যায়। ইনি শুক্লবর্ণ, পঞ্চবদন, ত্রিণয়ন, দশভূজ ও ব্যাঘ্র চর্ম পরিধান। ইঁহার নিকট শাকিনী শক্তি আছেন। শাকিনী শুক্লবর্ণা ও পীত বসনা। তাঁহার ভুজ চতুষ্টয়ে শব, চাপ, পাশ ও অঙ্কুশ শোভা পাইতেছে।

"এই চক্রের উপরি তালুমূলে একটি গুপ্ত চক্র আছে। ইহার নাম ললনা চক্র। এই পদ্ম রক্তবর্ণ ও দ্বাদশদল। ইহার এক এক দলে শ্রদ্ধা, সন্তোষ, অপরাধ, দম, মান, স্নেহ, শোক, খেদ, শুদ্ধতা, অরতি, সম্ভ্রম ও ঊর্মি, এই দ্বাদশটি বৃত্তির মধ্যে এক একটি বৃত্তি আছে। কোন কোন তন্ত্রে ললনা চক্রের পরিবর্তে কালচক্রের উল্লেখ আছে।

"ইহার উপরি ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্র নামক দ্বিদল কমল। ইহার উপরিগমন করিতে গুরুর আজ্ঞা মাত্র আছে, বিশেষ উপদেশ নাই। এই চক্র ভেদ হইলে সাধক স্বয়ংই ব্রহ্মস্থানে গমন করিতে সমর্থ হয়েন। এই আজ্ঞাচক্রের দ্বিদলে হং, ক্ষং এই দুইটি রক্তবর্ণ বর্ণ আছে। কর্ণিকার মধ্যে লং এই বর্ণও গুপ্ত রহিয়াছে। দুই পত্রেও কর্ণিকায় সত্ত্ব, রজ, তম এই তিন গুণ আছে। কর্ণিকার অন্তর্গত ত্রিকোণমণ্ডল মধ্যে প্রণবাকৃতি তেজোময় ইতর নামক লিঙ্গ আছেন। এই স্থানে হংসরূপ পরশিব ও তাঁহার শক্তি সিদ্ধকালী রহিয়াছেন। ইহা যং বীজ ও বায়ুর আলয়। ত্রিকোণমণ্ডলের তিন কোণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আছেন। এই চক্রে শুক্লবর্ণা ষন্মুখ-সুশোভিতা চতুর্ভুজা হাকিনী শক্তি রহিয়াছেন। তাঁহার চারি হস্তে জ্ঞান মুদ্রা, কপাল ডমরু ও জপমালা। এই চক্রকে পরমকুল বলা যায়। এই চক্রে মন ও হকারার্দ্ধ আছে। এই চক্রকে মুক্তবেণীও বলা যায়; কারণ, এই স্থান হইতে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী-রূপা ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না পৃথক হইয়া মূলাধার পর্যন্ত গমন করিয়াছে।

'ইহার উপরিও একটি গুপ্ত চক্র আছে। তাহার নাম মনশ্চক্র। ইহা ষড়্‌দল পদ্ম। ইহার এক এক দলে শব্দ জ্ঞান স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান আঘ্রাণোপলব্ধি রসোপযোগ ও স্বপ্ন এই কয়েকটি বৃত্তি যথাক্রমে আছে।

'ইহার উপরিভাগে আরও একটি গুপ্ত চক্র আছে। তাহার নাম সোমচক্র। এই সোমচক্র ষোড়শদল। এই ষোড়শ দলকে ষোড়শ কলা বলা যায়। ইহার প্রথম কলার নাম কৃপা, দ্বিতীয় কলার নাম মৃদুতা, তৃতীয় কলার নাম ধৈর্য্য, চতুর্থ কলা বৈরাগ্য, পঞ্চম কলা ধৃতি, ষষ্ঠ কলা সম্পা, সপ্তম কলা হাস্য, অষ্টম কলা রোমাঞ্চ, নবম কলা বিনয়, দশম কলা ধ্যান, একাদশ কলা সুস্থিরতা, দ্বাদশ কলা গাম্ভীর্য্য, ত্রয়োদশ কলা উদ্যম, চতুর্দ্দশ কলা অক্ষোভ, পঞ্চদশ কলা ঔদার্য্য, এবং ষোড়শ কলা একাগ্রতা।

"ইহার উপরি নিরালম্বপুরী। যোগীরা এই নিরালম্বপুরীতে জ্যোতির্ময় ঈশ্বর সাক্ষাৎকার করেন। এই নিরালম্বপুরীর উপরিভাগে দীপ শিখা সদৃশ জ্যোতির্ময় প্রণব রহিয়াছেন। ইহার উপরি শ্বেতবর্ণ নাদ তদুপরি বিন্দু। ইহার উপরি ব্রহ্মরন্ধ্রে অধোমুখ সহস্রদল কমলের নিম্নে একটি ঊর্দ্ধমুখ দ্বাদশ দল পদ্ম রহিয়াছে। এই পদ্ম শ্বেতবর্ণ। এই পদ্মের কর্ণিকাতে বিদ্যুৎ-সদৃশ অ-ক-থাদি ত্রিকোণ রেখা আছে। ইহার মধ্যস্থলে সুষুম্না নাড়ীর শেষ সীমা। ইহার উপরি নানা বর্ণ অধোমুখ সহস্রদল কমল। এই দ্বাদশ দলের উপরি সহস্রদলের ক্রোড়ে পরম শিবের স্থান। কুণ্ডলিনী শক্তিকে উত্থাপিত করিয়া এই পরম শিবের সহিত সংযুক্ত করিতে হয়। পরম শিব মহাকাশরূপী। ইনিই পরমাত্মা—ইনিই অজ্ঞান তিমিরের সূর্য্যস্বরূপ। ইঁহাকে শৈবেরা শিবস্থান, বৈষ্ণবেরা পরম পুরুষ, কেহ কেহ হরিহর স্থান, কেহ কেহ শক্তিস্থান, কেহ কেহ পরম ব্রহ্ম, কেহ কেহ হংস, কেহ কেহ পরম জ্যোতি, শাক্তেরা দেবীস্থান, সাঙ্খ্যমুনিরা প্রকৃতি পুরুষ স্থান বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইহাকে কুলস্থান বলিয়াও নির্দেশ করেন। আবার কেহ কেহ এই পরম শিবকে অকুলও বলেন। উক্ত দ্বাদশ দল কমলের উপরি সহস্রারের ক্রোড়ে সুধাসাগর, মণিদ্বীপ, মণিপীঠ ও ত্রিকোণ অ কথাদি রেখা আছে; তন্মধ্যে নাদবিন্দু। এই নাদবিন্দুরূপ পীঠের উপরি পরমহংস বা হংসপীঠ আছে। এই হংসপীঠের উপরি গুরুপাদুকা। এই স্থানে সকলেরই গুরু আছেন। ইহাই সকলের গুরুচিন্তার স্থান। গুরুর পাদপীঠস্বরূপ হংসের শরীর জ্ঞানময়, পক্ষদ্বয় আগম ও নিগম, চরণযুগল শিবশক্তিময়, চঞ্চুপুট প্রণবস্বরূপ, নেত্র ও কণ্ঠ কামকলাস্বরূপ।

“এই সহস্রদল কমলের ক্রোড়ে অমা-নাম্নী চন্দ্রের ষোড়শী কলা আছে। অমাকলা রক্তবর্ণা, নির্মলা, বিদ্যুৎসদৃশ তেজস্বিনী, পদ্ম মৃণালতন্তুর ন্যায় সূক্ষ্মা ও অধোমুখী। এই অমাকলাই চন্দ্রের অমৃতধারা ধারণ করিয়া থাকে।

“অমাকলার ক্রোড়ে নির্বাণকলা। ইহাও অমাকলার ন্যায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমতী। ইহা কেশের সহস্রাংশ অপেক্ষা ও সূক্ষ্মা। এই নির্বাণকলাই সকলের ইষ্ট দেবতা। এই নির্বাণকলার ক্রোড়ে পরম নির্বাণ শক্তি আছেন। ইহাও সূর্য্যসদৃশ দীপ্তিমতী, অতীব সূক্ষ্মা ও তত্ত্বজ্ঞানজনিকা। ইহার উপরি বিন্দু ও বিসর্গশক্তি আছেন। ইহাই নিত্য-আনন্দ-স্থান নিখিল আনন্দের মূল। এই পর্যন্তই গুরুশিষ্যভাব ও উপদেশ। ইহার উপরি শিবের সপ্তম মুখ অব্যক্ত। ষাড়াম্নায় পর্যন্তই উপদেশ প্রচারিত আছে। সপ্ত মাম্নায়ের উপদেশ সচরাচর প্রকাশিত নাই। এই সহস্রদল কমলের প্রত্যেক পত্রে আকারাদি বর্ণসমুদায় বিন্যস্ত রহিয়াছে। মূলাধার প্রভৃতি চক্র সমুদায়ে অথবা সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডে যে সমুদায় পদার্থ আছে, এখানে তৎসমুদায়ই অব্যক্তভাবে রহিয়াছে।

“এক্ষণে, কিরূপে চক্রসমুদায় ভেদপূর্বক কুলকুণ্ডলীকে সহস্রারে লইয়া গিয়া পরম শিবের সহিত যোগ করিতে হইবে, তাহা যদিও গুরোপদেশ-সাপেক্ষ, তথাপি তৎপ্রণালী বর্ণিত হইতেছে। প্রথমতঃ পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এই সপ্তদশের আধার অপঞ্চীকৃত-ভূত-বিনির্মিত সূক্ষ্মশরীরে অধিষ্ঠিত জীবাত্মাকে কুলকুণ্ডলিনীর সহিত একীভূত করিতে হইবে। পরে যং এই বায়ুবীজ উচ্চারণপূর্বক বাম নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া মূলাধারস্থিত কন্দর্প বায়ু উদ্দীপিত করিবে। পরে রং এই বহ্নিবীজ উচ্চারণপূর্বক দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু আকর্ষণ করিয়া কুণ্ডলিনীর চতুর্দিকস্থিত বহ্নি প্রজ্বালিত করিতে হইবে। পরে উক্ত পবন দ্বারা বহ্নি সমুদ্দীপিত হইলে কুলকুণ্ডলিনী তাহার উত্তাপ দ্বারা এবং হূং এই বীজ উচ্চারণ দ্বারা জাগরিতা হইয়া উঠিবেন। পরে 'হংসঃ' এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক মূলাধার সংকোচন দ্বারা তাঁহাকে উত্থাপিত করিতে হইবে। পূর্বে যিনি সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বেষ্টনপূর্বক ফণা দ্বারা ব্রহ্মদ্বার রোধ করিয়া নিদ্রিত ছিলেন, এক্ষনে তিনি ব্রহ্মবিবরে প্রবেশপূর্বক উত্থিত হইতে আরম্ভ করিবেন। ইন্দ্রিয়াদি সমেত আত্মা কুলকুণ্ডলিনীর সহিত একীভূত হইয়া থাকিবেন। এই সমুদায় ব্যাপার ভাবনা দ্বারা অভ্যস্ত হইলে, যখন কুণ্ডলিনী প্রকৃত প্রস্তাবে উত্থিত হইতে থাকিবেন, তখন সাধক স্পষ্টরূপে তাহা অনুভব ও প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। এস্থলে কিরূপে মূলাধার সঙ্কোচিত করিতে হইবে, কিরূপে প্রাণ ও আপানের যোগ করিয়া ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ করিতে হইবে, কিরূপে বিষ্ণুগ্রন্থি ভেদ করিতে হইবে, কিরূপেই বা অতীব কঠিন রুদ্রগ্রন্থি ভেদ করিয়া কুণ্ডলিনী সহস্রারে উপনীত হইবেন তৎসমুদায়ই গুরু উপদেশ সাপেক্ষ।

“যখন কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া ঊর্দ্ধগমনে উন্মুখী হইবেন, সে সময় ব্রহ্মা, সাবিত্রী, ডাকিনীশক্তি এবং মূলাধারস্থিত সমুদায় দেবতা, মাতৃকাবর্ণ ও বৃত্তি সমুদায় তাঁহার শরীরে লয় প্রাপ্ত হইবেন; এবং মহীমণ্ডলও লয়প্রাপ্ত হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লং বীজে পরিণত হইবে। কুণ্ডলিনী মূলাধার পরিত্যাগ করিবামাত্র শূন্য মূলাধার পদ্ম অধোমুখ ও মুদ্রিত হইয়া যাইবে। সমুদায় চক্রস্থ পদ্মই অধোমুখ ও মুদ্রিত আছে। কুণ্ডলিনী চৈতন্য লাভ করিয়া যখন যে পদ্মে গমন করিবেন, তখন সেই পদ্মই ঊর্দ্ধমুখ ও বিকসিত হইয়া উঠিবে, সুতরাং সমুদায় চক্রস্থ পদ্মই ভাবনার সময় ঊর্দ্ধমুখ ও বিকসিত হয়।

“অনন্তর কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠান চক্রে উপণীত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ উহা ঊর্দ্ধমুখ ও বিকসিত হইবে। মহাবিষ্ণু, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী, রাকিণী শক্তি এবং এতচ্চক্রস্থিত সমুদায় দেবগণ, মাতৃকাবর্ণ ও ক্রুরতা প্রভৃতি 'বৃত্তি সমুদায়' কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। লং এই পৃথিবী বীজ জলে লয়প্রাপ্ত হইলে জল ও বং বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে অবস্থান করিবে। এতৎচক্রস্থিত বৈকুণ্ঠধাম গোলক এবং তত্ত্বস্থান নিবাসী দেবগণও মাতা কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবেন।

"অনন্তর কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠান চক্র পরিত্যাগপূর্বক মণিপুরে উত্থিত হইবেন। তখন এতৎ চক্রস্থিত রুদ্র, ভদ্রকালী, লাকিনী শক্তি, অন্যান্য দেবগণ, রুদ্রলোক, মাতৃকাবর্ণ, ও লজ্জা ভয় প্রভৃতি কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। বং বীজ বহ্নিমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে; বহ্নি এবং বং বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবেন। এই চক্রের নাম ব্রহ্মগ্রন্থি। ইহা ভেদ করিতে সাধকের কিঞ্চিৎ বিশেষ কষ্ট হয়। ইহা প্রথম ভেদ করিবার সময় সাধক কৃশ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার উদারাময়ও হইয়া থাকে।

"অনন্তর কুলকুণ্ডলিনী মণিপুর পরিত্যাগপূর্বক অনাহতচক্রে উপনীত হইবেন। তখন এতৎচক্রস্থিত, ভুবনেশ্বরী, ঈশ্বর, কাকিনী শক্তি, কালরাত্রি প্রভৃতি শক্তি, মাতৃকাবর্ণ এবং অহঙ্কার, কপটতা প্রভৃতি বৃত্তি সমুদায় কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। রং বীজ বায়ুমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে; বায়ুও যংবীজ পরিণত হইয়া কুলকুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। এই চক্রের নাম বিষ্ণু গ্রন্থি। ইহা ভেদ করাও কিঞ্চিৎ দুরূহ।

"অনন্তর কুলকুণ্ডলিনী অনাহত চক্র পরিত্যাগপূর্বক ভারতী স্থান নামক বিশুদ্ধ চক্রে উত্থিত হইবেন। এখানে অর্ধনারীশ্বর শিব, শাকিনী শক্তি, কালরাত্রি প্রভৃতি শক্তি, মাতৃকাবর্ণ, সপ্তস্বর এবং নমঃ স্বাহা প্রভৃতি চক্রস্থ সমুদায় মন্ত্রাদি কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। যং এই বায়ুবীজ আকাশমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে। আকাশ ও হং বীজে পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

"অনন্তর কুলকুণ্ডলিনী ললনা-চক্রনামক গুপ্ত চক্র ভেদপূর্বক যখন আজ্ঞাচক্রে উপনীত হইবেন তখন পরশিব, সিদ্ধকালী, হাকিনীশক্তি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সত্ত্ব, রজ, তমোগুণ ও এতৎ-চক্রস্থিত অন্যান্য সমুদায়ই তাঁহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। পরে হং এই আকাশ বীজ মনশ্চক্রে লয় প্রাপ্ত হইবে। মনও কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন হইবে। এই আজ্ঞা চক্রকেই রুদ্রগ্রন্থি বলা যায়। ইহা ভেদ হইলেই কুণ্ডলিনী স্বয়ং উত্থিত হইয়া পরম শিবে সংযুক্ত হয়েন।

"পরে কুণ্ডলিনী দ্বিদল পদ্ম ভেদপূর্বক যেমন উত্থিত হইতে থাকেন, অমনি ক্রমে ক্রমে নিরালম্বপুরী, প্রণব, নাদ, বিন্দু প্রভৃতি তাঁহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপে কুলকুণ্ডলিনী স্থূলভূত অবধি প্রকৃতি পর্যন্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব লয় করিয়া পরম শিবে সংযুক্ত ও একীভূত হইলে তাঁহার সামরস্য-সম্ভূত অমৃত দ্বারা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ শরীর প্লাবিত হইতে থাকে। এই সময় সাধক সমুদায় জগত বিস্মৃত হইয়া একমাত্র অনির্বচনীয় আনন্দে নিমগ্ন হয়েন।

"অনন্তর সাধক যং এই ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ বাম নাসিকায় ভাবনা করিয়া উহা ষোড়শ বার জপ করিতে করিতে ইড়া দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া নাসাপুটদ্বয় ধারণপূর্বক ঐ বীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিবেন। এই সময় ভাবনা করিতে হইবে যে, ঐ বায়ুদ্বারা বাম কুক্ষিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ পাপ-পুরুষের সহিত সমুদায় দেহ পরিশুষ্ক হইতেছে। পরে ঐরূপ ভাবনা সহকারে উক্ত বীজ দ্বাত্রিংশদ্‌বার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করিতে হইবে। পরে সাধক নাভিমণ্ডলে রং এই রক্তবর্ণ বহ্নিবীজ ভাবনা সহকারে এই বীজ ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বাম নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিবেন। অনন্তর কুম্ভক করিয়া ঐ বহ্নিবীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিবেন। এই সময় ভাবনা করিতে হইবে যে মূলাধার হইতে অগ্নি উত্থিত হইয়া পাপপুরুষের সহিত দেহ দগ্ধ ও ভস্মসাৎ হইতেছে। পরে ঐ বহ্নিবীজ দ্বাত্রিংশদ্‌বার জপ করিতে করিতে বাম নাসিকা দ্বারা বায়ু বিরেচিত করিতে হইবে। পরে ললাটদেশে ঠং এই শুক্লবর্ণ চন্দ্রবীজ ধ্যানপূর্বক ঐ বীজ ষোড়শবার জপ করিতে করিতে বাম নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিবেন। এই সময় ভাবনা করিতে হইবে যে, চন্দ্র হইতে গলিত সুধাধারা দ্বারা নূতন দিব্যশরীর সৃষ্ট হইতেছে। পরে বং এই বরুণ বীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে করিতে কুম্ভকসহকারে ভাবনা করিবেন যে, চন্দ্রমণ্ডল হইতে গলিত মাতৃকা বর্ণময় অমৃত দ্বারা সমগ্র দিব্য শরীর বিরচিত

হইল। পরে লং এই পৃথিবী বীজ দ্বাত্রিংশদবার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ সহকারে চিন্তা করিতে হইবে যে, নূতন দিব্যদেহ সুদৃঢ় হইল। অনন্তর সোহহং এই বীজ উচ্চারণপূর্বক জীবাত্মাকে হৃদয়ে আনয়ন করিতে হইবে।

"এইরূপে কুলকুণ্ডলিনী পরম শিবের সহিত সামরস্য সম্ভোগ করিয়া পুনর্বার প্রত্যাগমনে প্রবৃত্ত হইবেন। তিনি প্রত্যাগমনকালে যে যে স্থানে বা চক্রে উপনীত হইবেন, সেই সেই স্থানের ও চক্রের যে যে দেবতা প্রভৃতি যেভাবে তাঁহার দেহে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিপরীতভাবে তাঁহারা সৃষ্ট হইতে থাকিবেন।

"কুণ্ডলিনী শক্তি, বিন্দু নাদ প্রণব নিরালম্বপুরী প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া যখন আজ্ঞাচক্রে উপনীত হইবেন, তখন তাঁহার শরীর হইতে মন, পরশিব, সিদ্ধকালী, হাকিমী শক্তি, সত্ত্ব রজ তমোগুণ ও অন্যান্য চক্রস্থ দেবতা প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিতে থাকিবেন। মন হইতে হং এই আকাশ-বীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

"অনন্তর কুণ্ডলিনী ক্রমশ সৃষ্টি করিতে করিতে বিশুদ্ধচক্রে উপনীত হইবেন। এই স্থানে তাঁহার শরীর হইতে অর্দ্ধনারীশ্বর শিব, শাকিনী শক্তি, মাতৃকা বর্ণ, সপ্তস্বর, অমৃত প্রভৃতি আবির্ভূত হইতে থাকিবে। হং বীজ হইতে আকাশের সৃষ্টি হইবে। আকাশ হইতে যং এই বায়ুবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

"এইরূপে কুণ্ডলিনী বিশুদ্ধচক্রের দেবতা সৃষ্টিপূর্বক যথাস্থানে স্থাপন করিয়া অনাহত চক্রে প্রতিগমন করিবেন। এই স্থানে ঈশ্বর, ভুবনেশ্বরী, কাকিনী শক্তি, মাতৃকাবর্ণ, আশা চিন্তা প্রভৃতি বৃত্তি সমুদায় তাহার শরীর হইতে আবির্ভূত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবে। যং বীজ হইতে বায়ুর সৃষ্টি হইবে। বায়ু হইতে রং এই বহ্নিবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

"অনন্তর কুণ্ডলিনী মণিপুরে উপনীত হইলে তাঁহার শরীর হইতে রুদ্র, ভদ্রকালী, লাকিনী শক্তি, এতৎচক্রস্থিত বর্ণসমুদায়, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় প্রভৃতি সমুদায়, এবং এতৎচক্রস্থিত অন্যান্য দেবগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবেন। পরে রং বীজ হইতে তেজের উৎপত্তি হইবে। পরে তেজ হইতে বং এই বরুণ বীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

"অনন্তর কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠান চক্রে উপনীত হইলে তাঁহার শরীর হইতে মহালক্ষ্মী, মহাবিষ্ণু, সরস্বতী, রাকিণী শক্তি, বর্ণসমুদায়, ক্রূরতা প্রভৃতি বৃত্তিসমুদায়, বৈকুণ্ঠ, গোলকধাম, এবং এতৎচক্রস্থিত আর আর সমুদায় সৃষ্টি হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবে। ব বীজ হইতে জল উৎপন্ন হইলে ঐ জল হইতে লং এই পৃথিবীবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

"অনন্তর কুণ্ডলিনী মূলাধারে গমন করিলে তাঁহার শরীর হইতে ব্রহ্মা, সাবিত্রী, ডাকিনী শক্তি, মাতৃকাবর্ণ, যোগানন্দ প্রভৃতি সৃষ্টি হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবেন। লং এই বীজ হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইবে। অনন্তর কুণ্ডলিনী সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন করিয়া মুখ দ্বারা ব্রহ্মদ্বার রোধপূর্বক নিদ্রিত থাকিবেন। জীবাত্মা ও পুনর্বার ভ্রান্তিজালে পতিত হইয়া যথা স্থানে অবস্থান করিবেন।"

হিন্দু-তন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র এবং লোকায়ত ধর্মের প্রভাবে গঠিত নাথ-ধর্ম সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের প্রভাবও হয়ত কিছুটা ছিল। অন্ততঃ মুসলমান কবি দ্বারা রচিত নাথ-সাহিত্যে এর কিছু নযীর মিলে। এ হয়ত পরবর্তীকালে মুসলমান আমলের ব্যাপার এবং এই প্রভাবটা সাহিত্যের অঙ্গ হিসাবে যতই থাকুক না কেন, ধর্মের অঙ্গ হিসাবে বিশেষ কিছু ছিল বলে মনে হয় না। আদিতে নাথ ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে

বেশী প্রভাব ছিল বোধ হয় বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার। হিন্দু-তন্ত্র, হিন্দ-পুরাণ, শূণ্য-পুরাণ, ইত্যাদির প্রভাব বোধ হয় বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার চেয়ে কম ছিল। কিন্তু যে নাথ-ধর্মকে পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে বৌদ্ধতন্ত্রের চেয়ে হিন্দু-তন্ত্রের এবং শূণ্য পুরাণের প্রভাবই বেশী।

মীননাথ প্রবর্তিত নাথ ধর্মের আদি রূপটা কি রকম ছিল, তা আজ বলা কঠিন। সে ধর্মের বিশেষ কোন পরিচয় আমাদের কাছে নেই। নাথ-সাহিত্যে বর্ণিত এবং নাথদের মধ্যে প্রচলিত যে ধর্মটার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তা' হচ্ছে খুব গোরক্ষনাথ-প্রবর্তিত নাথ-ধর্ম। এই ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্বে অনাদ্য, নিরাঞ্জন বা নিরঞ্জনকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে ধরা হয়েছে। নিরঞ্জনের সৃষ্টিও খুব সম্ভব শূন্য-পুরাণের প্রভাবে। অবশ্য শূন্য-পুরাণের রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতমহলে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

[১]'শূন্যেপুরাণ' মতে আদিতে সব অন্ধকার এবং 'শূন্য' ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তখন মহাশূন্যের মধ্যে 'প্রভু' দয়া করে 'অনিল' এবং 'মায়া' সৃষ্টি করলেন। অনিল সৃষ্টি করে প্রভু 'বিম্বু' বা বম্বুদের উপর আসন করলেন। বিম্বু ভার সহিতে না পেরে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেলে প্রভু আবার শূন্যে বেড়াতে লাগলেন এবং মনে দয়া উপস্থিত হলে নিজ কায়া থেকে 'ধর্মনিরঞ্জনকে' সৃষ্টি করলেন। নিরঞ্জন চৌদ্দ যুগ ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনে অতিবাহিত করে তাঁর 'হাই' থেকে 'উল্লুক' পাখী সৃষ্টি করে আবার চৌদ্দ যুগ 'ব্রহ্ম-ধ্যানে' উল্লুক পাখীর পিঠের উপর কাটালেন। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর উল্লুককে তিনি নিজ মুখের অমৃত দিলে উল্লুকের মুখ থেকে কিছু অংশ শূন্যে পড়ে জলের সৃষ্টি করলে নিরঞ্জন উল্লুকের পিঠে বসে উপর ভাসতে লাগলেন। উল্লুক ভার সইতে না পারার দরুণ 'রসাতলে' যাবার সময় তার 'বীর পাক' খসে পড়লে তার থেকে 'পরমহংস' জন্মগ্রহণ করল। নিরঞ্জন হংসের পৃষ্ঠে বসে বহু যুগ ধ্যানে মগ্ন রইলেন। হংস ভার সহিতে না পেরে তাঁকে ফেলে উড়ে পালিয়ে গেল। উল্লুক মুনি আচ্ছাদন দিয়ে তাঁর পাশে পাশে ফিরতে লাগলেন। কিন্তু জলে প্রলয় কাণ্ড ঘটতে আরম্ভ করলে জলকে থামাবার জন্য 'স্বরূপনারায়ণ' ধর্ম জলে পদ্ম-হস্ত দিয়ে বলেলেন, 'থাম, থাম'। তাঁর পদ্ম হস্ত থেকে কুর্মের সৃষ্টি হলো। নিরঞ্জন ধর্ম কুর্মের পৃষ্ঠে বসে শত শত যুগ ব্রহ্ম-জ্ঞানে কাটিয়ে দিলেন। এবার কুর্মও তাঁর ভার সইতে না পেরে তাঁকে ফেলে পালিয়ে গেলে তিনি ও উল্লুক আবার জলে ভাসতে লাগলেন। উল্লুকের পরামর্শে সৃষ্টি করার মানসে ধর্ম-নিরঞ্জন নিজের কনক পৈতা জলে ফেলে দিলে সহস্র ফনা বিশিষ্ট বাসুকি নাগের জন্ম হলো এবং বাসুকি তাঁদেরকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হলে পলায়নপর ধর্ম উল্লুকের পরামর্শে কানের কুণ্ডলী জলে ফেলে দিলে তাতে ভেকের জন্ম হলো। বাসুকি সেই ভেক ভক্ষণ করে তুষ্ট হয়ে ধর্মের মাথায় দণ্ড ধরে দাঁড়াল।

তারপর ধর্ম এবং উল্লুক জল ছেড়ে ডাঙগায় উঠে উল্লুকের পিঠে করে ত্রিকোণ পৃথিবী ভ্রমণে নির্গত হলে বসুমতীও বেগে বেড়ে চলল। পৃথিবী ভ্রমণে পরিশ্রান্ত ধর্মের ঘর্ম নির্গত হলে অর্ধাঙ্গের ঘাম তিনি মুছে ফেললে তাতে আচম্বিতে 'আদ্যাশক্তির' জন্ম হলো। তাঁকে ঘরে রেখে ধর্ম এবং উল্লুক বুল্লুকা নদী সৃজন করে জগজ্জনকে সৃষ্টি করার মানসে নদীতীরে ধ্যানে বসে চৌদ্দ যুগ কাটিয়ে দিলেন।

এদিকে যৌবনপ্রাপ্তা আদ্যাশক্তি আপনার যৌবন-ভার সহ্য করতে না পেরে কামদেবকে সৃষ্টি করলে ধর্মের তপস্যা ভঙ্গ হলো। উল্লুক কামদেবকে মৃত্তিকা-ভাণ্ডে লুকিয়ে রাখলে তাতে কালকুট বিষের সৃষ্টি হলো। তপস্যান্তে আদ্যাশক্তির যৌবন সমাগম দেখে তাঁর বরের চেষ্টায় ধর্ম এবং উল্লুক বের হয়ে গেলেন। আদ্যাশক্তি যৌবনভার আর সহ্য করতে না পেরে কালকুট বিষ ভক্ষণ করে ফেললেন। তাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্ম হলে তাঁরা তপস্যা করতে নদীতীরে চলে গেলেন।

১। বাংলা সাহিত্যের কথা—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

ধর্ম তাঁদেরকে পরীক্ষা করার সংকল্প নিয়ে গলিত শব হয়ে তাঁদের কাছে ভেসে আসলেন। ব্রহ্মা তিন অঞ্জলি পানি দিয়ে মড়া ভাসিয়ে দিলেন। বিষ্ণুও তাই করলেন। কিন্তু শিব ধ্যানে সব টের পেয়ে সেই দুর্গন্ধ শব নিয়ে নাচতে লাগলেন। ধর্ম তুষ্ট হলেন। অতঃপর ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করার ভার, বিষ্ণুকে সৃষ্টি পালনের ভার আর শিবকে সৃষ্টি সংহারের ভার দিয়ে আদ্যা-শক্তিকে জন্মজন্মান্তরের তরে শিবের স্ত্রী হিসাবে তাঁর হাতে সমর্পণ করে ধর্মনিরঞ্জন উল্লুকের পিঠে চড়ে শূন্যে বিরাজ করতে লাগলেন।

শূন্যপুরাণে বর্ণিত আদি সৃষ্টিতত্ত্ব যে ঋক বেদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। ঋক্‌বেদে আছে—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্ত দানীং নাসীদ্রহো নো ব্যোমাপরোষত।
কিমা বরিবঃ কহ কস্য শর্মন্নংতঃ কীমাসীদং গহণং গভীরং।।১।।
ন মৃত্যুরাসীদমৃতংন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদ বাতং স্বধয়া তদেকং তস্নাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস।।২।।

**অনুবাদঃ** যখন অস্তিত্বও ছিলনা অনস্তিত্বও ছিলনা, যখন বায়ুও ছিলনা আকাশও ছিলনা; কি গতি তখন ছিল? কোথায় এবং কে তাকে চালনা করত? তখন কি জলের অস্তিত্ব ছিল? গভীর এবং দুর্গম জল?

তখন মৃত্যুও ছিলনা অমরত্বও ছিলনা, তখন রাত্রিও ছিলনা দিনও ছিলনা; শান্ত (সৌম্য) শুধু তিনি একাই নিজের প্রেরণার বলে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করতেন; তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিলনা।

শূন্যপুরাণে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আছেঃ

নহিরেক নাহি রূপ নাহি ছিল বন্নচিন।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কইলাস॥
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল।
দেহার দেউল নহি পরবত সকল॥

* * *

নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর।
বম্ভা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আবর॥

আলোচ্য পুঁথির সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় ঋক্‌বেদ ও শূণ্যপুরাণের ভাবধারাই কিছু পরিবর্তিত-রূপে গৃহীত হচ্ছে। গুপিচন্দ্র গুরু হাড়িপাকে সৃষ্টি-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেনঃ

নাহি ছিল বীর্য বিন্দু সমাসিত্যকায়া।
নাহি ছিল গুরু গোসাঞি ত্রিভুবনের মায়া॥
নাহি ছিল পিণ্ডা প্রাণের উশ্বাষ নিশ্বাস।
কোন হেতু নিরঞ্জন করিল প্রকাশ॥ —১৬২ পৃষ্ঠা।

গুরু হাড়িপা উত্তর দিচ্ছেন—

বিনে বীর্যে বিন্দু বাছা বিনে উৎপতি।
নাদ সঙ্গে ও কুলে পুরুষ শুন্যে উৎপতি॥
শুন্যে মাত্র প্রসবিল আদি মা এর সিলখির।
মাএর উদরে থাকি বাড়িল শরীর॥
বাপের বীর্যের অটল না লইল মা একে না দিল দুঃখভার।
অভরের শুন্যেং ভিতরে পুরুষ শুন্যেং করিল ঘর॥—১৬৩ পৃষ্ঠা।

গোরক্ষ বিজয় ও অন্যান্য সমকালীন সাহিত্যে অনুরূপ ভাবধারার প্রকাশ দেখা যায় (১৬২, ১৬৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। শ্যামদাসের মীনচেতনে একই ভাবধারাই হয়ত ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে পুঁথির প্রথম পাতা নেই। সেখানে খুব সম্ভব সৃষ্টি-তত্ত্ব বর্ণিত ছিল। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় এখানে সেখানে সেই সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আদিপুরাণ' নামে এক পুরাণের উল্লেখ মীনচেতনে আছে। সহদেব চক্রবর্তী তাঁর 'ধর্মমঙ্গলে' আদিপুরাণের উল্লেখ করেছেন। ভট্টশালী বলেন যে সুলতান মাহমুদের সভা-কবি আলবেরুনি (১০৩১ খৃষ্টাব্দ) কর্তৃক উল্লিখিত অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে আদিপুরাণের কথা আছে। এই আদি পুরাণ অবলম্বন করেই বোধ হয় মীনচেতনের সৃষ্টি-তত্ত্ব রচিত হয়েছিল এবং অন্যান্য নাথ-গ্রন্থের সৃষ্টি-তত্ত্বে বোধ হয় এই পুরাণের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। শুন্যপুরাণের প্রাচীনত্ব নিয়ে সুধীসমাজে যথেষ্ট মতবিরোধ দেখা যায়। ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র মতে শুন্যপুরাণের রচয়িতা রামাই পণ্ডিত দ্বাদশ শতকের লোক। বর্তমান গ্রন্থে শুন্যপুরাণের সঙ্গে ভাবের অনেক মিল দেখে একটা ধারণা করা যেতে পারে যে ১৭০৫ খৃষ্টাব্দের (আলোচ্য) পুঁথির রচনা কাল) আগে শুন্যপুরাণ রচিত হয়েছিল। শুন্য-পুরাণে আরবী-ফারসী শব্দের বহুল ব্যবহার এবং ইসলামী ভাবধারার প্রাচুর্য দেখে অনেকেই ধারণা করেন যে তা মুসলমান যুগে রচিত হয়েছিল। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ অনুমান করেন যে মুসলমানী ভাবধারাসহ আরবী-ফারসী শব্দগুলি পরবর্তীকালের সংযোজনা। এই সম্বন্ধে কোন বিতর্ক না তুলেও শুন্যপুরাণের রচনাকাল মোটামুটিভাবে নির্ধারণ করা যায় তার রচনার ভাষা থেকেই। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ চর্যাপদ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার সঙ্গে তুলনা করলে বুঝা যায় যে শুন্যপুরাণের ভাষা চর্যাগীতির ভাষার সমকালীন ত নয়ই বরং তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার চেয়েও অনেক পরবর্তীকালের। শুন্যপুরাণের সৃষ্টি-তত্ত্ব এবং নাথ-সাহিত্যের সৃষ্টি-তত্ত্ব খুব সম্ভব ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত আদিপুরাণ বা এই জাতীয় অন্য কোন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। কালের প্রবাহে সেই গ্রন্থ হারিয়ে গিয়ে থাকবে।

শুন্যপুরাণের যে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা আগে বলা হয়েছে তার সঙ্গে আলোচ্য পুঁথির সৃষ্টিতত্ত্বের অনেক মিল দেখা যায়। কেমন করে অনাদ্যের ঘাম থেকে চণ্ডিকার জন্ম, অনাদ্য ও চণ্ডিকার মিলনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্ম, শিবের সঙ্গে চণ্ডিকার বিবাহ এবং এই বিবাহকে কেন্দ্র করে ব্রহ্মা-বিষ্ণু কর্তৃক শিবকে প্রহারের ফলে শিব-দেহ থেকে গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা ও মীননাথের জন্ম তা বিশদভাবে বলা হয়েছে। আলোচ্য পুঁথিতে আছে—

অনাদ্যের ঘাম হৈতে চণ্ডিকা জন্মিল তাতে
দুর্গা হইল পরম সুন্দর।
চণ্ডিকার রূপ দেখি অনাদ্য হইল সুখী
নাহি ছিল সকল সংসার॥
অনাদ্যের টলিল মএ দেবী বাম হস্তে লএ
তাহাতে জন্মিল চারি জন।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু দুই ভাই ছোট হইল শিবাই
লয়া গেল পাতাল ভুবন॥

অনাদ্যের অংগীকার সংসার সৃষ্টি করিবার
কোন রূপে করিল সৃজন।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর এহি তিন সহোদর
কাকে চণ্ডি করিব সমর্পণ॥
* * * * *
তিন ঘাটে তিন জন পূজে নাম নিরঞ্জন
মৃতরূপে ভাসে নৈরাকার।
*
ব্রহ্মাদেব জানা নাস্তি বিষ্ণু হইল প্রলয় গতি
কিঞ্চিত ধ্যানে জানে মহেশ্বর॥
* * * * *
বুঝিয়া শিবের মতি বিভা দিল পার্বতী
ব্রহ্মা-বিষ্ণু করে কানকানি।
শিবে কর্ল অবিচার ত্রিভুবনে খাকার
বিভা শিবে করিল জননী॥
শিবে কর্ল কুকাজ আমরা পাইব লাজ
কিরূপে বাঁধিব শংকর।
* * * * *
অচৈতন পাইল শিব তাথে হইল চারি জীব
গোর্খনাথ হইল শিবের মুণ্ডে।
কানে কানেফা হইল হাড়ে হাড়িকা জন্মিল
মীননাথ হৈল নাভি কুণ্ডে॥ —৬৬-৭০ পৃষ্ঠা।

এখানে শূন্যপুরাণে বর্ণিত ধর্ম নিরঞ্জনের জন্ম-কাহিনী নেই। অনাদ্য এবং অনাদ্যের ঘাম থেকে চণ্ডিকার জন্ম কাহিনী, শিবের হাতে তাকে সমর্পণ পর্যন্ত সংক্ষেপে শূন্যপুরাণের বর্ণনার সংগে আলোচ্য কাহিনীর ভাবগত অনেক মিল আছে। অবশ্য আলোচ্য পুঁথিতে শূন্যপুরাণের 'আদ্যাশক্তির' স্থলে 'চণ্ডিকাকে বসানো হয়েছে। গোরক্ষনাথ প্রভৃতি চার সিদ্ধাদের শিব দেহ থেকে জন্মাবার কাহিনী শূন্যপুরাণে নেই।· থাকার কথাও নয়। এটা নাথ-ধর্মের নিজস্ব কাহিনী। শিবের সংগে নাথ গুরুদের বিশেষ করে গোরক্ষনাথের অভিন্নতা প্রমাণ করার জন্য এই কাহিনী প্রচার করার প্রয়োজন নাথ-গুরুদের ছিল।

আলোচ্য পুঁথিতে সাধন-তত্ব বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে চার স্থানে। প্রথমে (২১-২২ পৃষ্ঠায়) ময়নামতী গুপিচন্দ্রকে সাধন-তত্ব সম্বন্ধে ইংগিত দিচ্ছেন। একই প্রসংগে আরও বিশদ-ভাবে বর্ণনা দিচ্ছেন পরবর্তীকালে (৮০-৮২ পৃষ্ঠা)। গুরু হাড়িপা এবং শিষ্য গুপিচন্দ্রের মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক আলোচনা হয় (১৪৮—১৬৩ পৃষ্ঠায়)। অবশেষে মাতা-পুত্রের পুনর্মিলনের সময় গুপিচন্দ্র ময়নামতীর প্রশ্নের উত্তরে সাধন-তত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় দেন (১৬৫—১৮২ পৃষ্ঠায়)।

নীচে এইসব আলোচনার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল। যথা—

মনুষ্যকুলে জন্ম গুরু নাহি ভজে।
প্রহার করিয়া তাকে লহে যমরাজে॥ —২১ পৃষ্ঠা।
* *
গুরুর মহিমা গুণ কহন না যাএ।
ভজিলে গুরুর পদ অমর হইবে কাএ॥ —২২ পৃষ্ঠা।

*                    *

মুনি বলে শুন বাছা রাজার কুঙর।
গুরু ভজ জ্ঞান সাধ হইবে অমর॥ —২২ পৃঃ

গুরুভজা সহজিয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিকবাদের কিছু প্রভাব এখানে দেখা যায়। চর্যাগীতিতে সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাদের কথা আছে। চর্যাগীতি সম্বন্ধে পরের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। গুরুকে ভজন করার রেওয়াজ সব তান্ত্রিকদের মধ্যেই আছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মাতা-পুত্রের বৈঠকে সাধন-তত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা ময়নামতীর মুখ থেকে বের হয়েছে সেগুলি পুরাপুরি তন্ত্রশাস্ত্রের বিশেষ করে হিন্দু-তন্ত্রের ভাব ও ভাষা। ময়নামতী বলেছেনঃ

১। শুন বাছা গোপীচন্দ্র যোগের কাহিনী।
২। বাইন শুদ্ধ হইলে নৌকা না লইবে পানি॥
৩। খাকের খুটি নোকার টাটি আবের বেড়া।
৪। পবনে গুণ টানে নৌকার আতসের মোড়া॥ —৮০ পৃষ্ঠা।

*   *   *   *   *

৫। দুই খানি চৌউর নাএর বৈঠা দুইখানি।
৬। ভমরা গোফাতে বৈসে বাছা নৌকার দেয়ানি॥
৭। পাঁচ পণ্ডিত লয়া মনুরাই বৈসে হৃদয়।
৮। জ্ঞান সাধ ধ্যান কর পাইবা পরিচয়॥
৯। কাণ্ডারী থাকিতে কেনে যাএ অন্যঘাটে।
১০। বাছিয়া লাগাও নৌকা নিরঞ্জনের ঘাটে॥ —৮০ পৃষ্ঠা।

*   *   *   *   *

১১। নিরঞ্জনের বদলে বাছা গুরু পুশানি।
১২। গুরুকে চিনিলে বাছা নিরঞ্জনকে চিনি॥
১৩। দেহ মধ্যে গয়া গঙ্গা ত্রিপিনীর ঘাট।
১৪। তাথে স্নান করিয়া করো শ্রীকলার হাট॥
১৫। শ্রীকলার হাটে বাছা করো বিকি কিনি।
১৬। বাছিয়া করোহ খরিদ অজপা নামের ধ্বনি॥ —৮১ পৃষ্ঠা।

*   *   *   *   *

১৭। ধ্যান করিলে দেবগণ হএ আজ্ঞাকারী।
১৮। জ্ঞানীর উপরে নাহি যমের অধিকারি॥
১৯। আব আতস খাক বাত দিবাকর শশী।
২০। তাবত থাকিতে পিণ্ডা ছাড়ে গৃহবাসী॥ —৮২ পৃষ্ঠা।

উপরের বিশ পঙ্‌তিতে যে সমস্ত যোগের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে পাদটীকায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে কিছু ব্যাখ্যা দিচ্ছি। দ্বিতীয় পদের 'বাইন' এবং 'নৌকা' যোগের ভাষায় দেহ-নৌকার বাইন অর্থাৎ বুনানি বা গাঁথুনি। 'পানি' শব্দের অর্থ হচ্ছে কামনা-বাসনা। তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌তিতে ইসলামী ভাবধারার প্রকাশ। আব-আতস-খাক-বাত এই চার চিজে মানবদেহ সৃষ্ট। পঞ্চম পদের "দুইখানি চৌউর" এবং "দুইখানি বৈঠা" যোগের ভাষায় দেহের ইড়া-পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়। ষষ্ঠপদে বৌদ্ধ এবং হিন্দুতন্ত্র উভয়েরই ভাবধারা বিদ্যমান। 'ভমরা গোফা' অর্থে হিন্দু-তন্ত্রের সহস্রার বা বৌদ্ধ তন্ত্রের উষ্ণীষ কমলকে এবং 'দেয়ানি' অর্থে হিন্দু-তন্ত্রের শিব বা বৌদ্ধ-তন্ত্রের ধর্মকায়কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। সপ্তম পদের 'পাঁচ পণ্ডিত' হিন্দু-তন্ত্রের পঞ্চভূত অথবা বৌদ্ধতন্ত্রের পঞ্চস্কন্ধ দুইই হতে পারে।

'মন্দুরাই' মুসলমানী শব্দ—এখানে জীবাত্মা বা বোধচিত্তকে বলা হয়েছে। নবম পদের 'কাণ্ডারী' অর্থে বোধ হয় গুরুকে বলা হয়েছে। দশম পদের 'নৌকা' হচ্ছে দেহ-নৌকা এবং 'নিরঞ্জনের ঘাট' অর্থেও দেহকেই বলা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে তান্ত্রিকদের মতে "আত্মাই ব্রহ্ম" এবং দেহকে সাধন করতে পারলেই মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ হয়। একাদশ এবং দ্বাদশ পদে গুরু মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। ত্রয়োদশ পদের 'গয়া গঙ্গা ত্রিপিনীর ঘাট' হিন্দু-তন্ত্রের ভাষা। গয়াগঙ্গা অর্থে ইড়া-পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়কে এবং 'ত্রিপিনীর ঘাট' অর্থে ইড়া-পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ীত্রয়ের মিলন স্থলকে বলা হয়েছে (৮১ পৃষ্ঠা পাদ টীকা দ্রষ্টব্য)। চতুর্দশ পদের 'শ্রীকলার হাট' হিন্দু-তন্ত্রের ভাষা (৮১ পৃষ্ঠা পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। ষোড়শ পদের 'অজপা' শব্দ হিন্দু-তন্ত্রের 'হংসঃ' মন্ত্র (পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। উনবিংশ পদের 'আব-আতস-খাক-বাত' মুসলমানী শব্দ এবং ভাবধারা। 'দিবাকর শশী' হিন্দু-তন্ত্রের ইড়া-পিঙ্গলা। শেষ পদের 'পিন্ডা' শব্দে প্রাণকে বলা হয়েছে।

গুপিচন্দ্র হাড়িপার কাছে সাধন-মন্ত্রে দীক্ষিত হলে গুরু তাঁকে জ্ঞান দিলেন।

"যোগান্ত ভেদান্ত যত কহিন গুণধাম।
ভেদিল বত্রিশ অক্ষর আর ১৬ নাম॥
নিজ ব্রহ্মজ্ঞান শুনাইল তিন বার।
যে নামে হইল চারি বেদের বিচার॥
এক নামে অনন্ত নাম অনন্ত এক হএ।
হেন যে অজপা নাম গুরুদেবে কএ॥
বীজ মন্ত্র জন্মে রাজা বিধিত সংসারে।
নিজ নাম পাইল উহং সমুদ্র মাঝার॥
এক অক্ষরে তিন নাম নাহিক দোসর।
শুনাইল সোঁহি নাম গুরু জলন্ধর॥—১৪৮-১৪৯ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় পদের 'বত্রিশ অক্ষর আর ১৬ নাম' বৌদ্ধ তন্ত্রের ধর্ম চক্রে অবস্থিত ৩২ দল এবং সম্ভোগ চক্রে অবস্থিত ১৬ দল। তৃতীয় পদের 'নিজ নাম ব্রহ্মজ্ঞান' খুব সম্ভব হিন্দু-তন্ত্রের অদ্বৈতবাদকে বলা হয়েছে। পঞ্চম পদের 'এক নামে অনন্ত নাম' ইত্যাদি দ্বারা হিন্দু-তন্ত্রের পরমাত্মা অথবা বৌদ্ধতন্ত্রের ধর্মকায় উভয়কেই ধরা যেতে পারে। সপ্তম পদের বীজমন্ত্র শব্দ হিন্দু-তন্ত্রের অবদান। অষ্টম পদের 'উহং' শব্দ খুব সম্ভব অহং শব্দের বিকৃত রূপ এবং তা 'সোহম' শব্দের স্থলে অপপ্রয়োগ বলে মনে হয় (পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। 'এক অক্ষরে তিন নাম' অর্থাৎ 'প্রণব' হিন্দু-তন্ত্রের ভাষা।

উপরে উদ্ধৃত অংশের পরবর্তী পদগুলিতে (১৪৮-১৫০ পৃষ্ঠা) 'চতুর দস ভুবন', 'সপ্তচক্র', খিড়কীর দুয়ার, চারি কুন্ডল, তিনেতে (তিন তিহড়ি), অর্ধে উর্ধে, দশমিত, গগন-মন্দিরে, 'ভমরা গোফা', 'পূর্ব পশ্চিম', 'উত্তর দক্ষিণ', 'হেমন্ত বসন্ত', '১২ কলা' '১৬ কলা', 'তিন কোণ', 'পঞ্চজনা', 'কামারিয়া সানে', প্রভৃতি শব্দ আছে। দেহ মধ্যে চতুর্দশ ভুবনের অস্তিত্ব হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয় তন্ত্র শাস্ত্রেই স্বীকৃত। 'সপ্ত চক্র' হিন্দু-তন্ত্রের ভাষা (১৪৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। 'খিড়কীর দুয়ার' উভয় তন্ত্র শাস্ত্রের ভাষাই হতে পারে (১৪৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। 'চারি কুন্ডল' এবং 'তিনেতে' হিন্দু-তন্ত্রের ভাব এবং ভাষা বলে মনে হচ্ছে (১৪৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা)। 'অর্ধে উর্ধে' 'দশমতি' শব্দদ্বয় উভয় তন্ত্র শাস্ত্রেরই ভাষা। 'গগন মন্দির' অর্থাৎ উষ্ণীব কমল (নৈরাত্ম দেবীর আবাসস্থল) বৌদ্ধ তন্ত্রের ভাষা। 'ভমরা গোফা' উভয় তন্ত্রের ভাষা, 'পূর্ব পশ্চিম' 'উত্তর দক্ষিণ' 'হেমন্ত বসন্ত', 'কামারিয়া সানে' উভয় তন্ত্রের ভাষা। '১২ কলা' '১৬ কলা' হিন্দু-তন্ত্রের ভাষা। অনাহত চক্রে ১২টি এবং বিশুদ্ধ চক্রে ১৬টি দল আছে। বৌদ্ধ তন্ত্রমতে সম্ভোগ চক্রেও ১৬টি দল আছে। 'পঞ্চজনা' উভয় শাস্ত্রের ভাষা।

গুপিচন্দ্রের গুরু হাড়িপাকে জীব-সৃষ্টি এবং সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে গুরু উত্তর দেন—

দুই চক্ষু সরোবর অভয় পুরি নিরন্তর
*                     *
তারি কাছে শ্রীকলার হাট তার নীচে ত্রিপিনীর ঘাট
লাহুদে খেলায় ঢেও॥
*                     *
ঘাটে খেমাইর থানা কি করিবে পঞ্চ জনা
প্রহরী পড়িয়া গেল ধন্দ।
*                     *
ভগে লিঙ্গে হইল মেলা তথাএ জীবের খেলা
তাহাতে উপজিল বাই।
বাই ধরিল পাক জন্মিল থাকে থাক
উপস্থিত তথাএ শ্রীবাই॥—১৫৪, ১৫৫ পৃষ্ঠা।

'ঘাটে খেমাইর থানা' বৌদ্ধ তন্ত্রে ভাষা ও ভাব। খেমাই অর্থাৎ ক্ষমা শব্দের অর্থ হচ্ছে বাসনা বা তৃষ্ণার নিবৃত্তি। 'পঞ্চজনা' শব্দকে বৌদ্ধ তন্ত্রের পঞ্চ স্কন্ধ অথবা হিন্দু-তন্ত্রের পঞ্চভূত হিসাবে ধরা যেতে পারে। 'প্রহরী' অর্থে চঞ্চল চিত্ত, সংবৃত বোধিচিত্ত অর্থাৎ প্রবৃত্তি এখানে বৌদ্ধ তন্ত্রের ভাষা। 'লাহুদে খেলায় ঢেও' মুসলমানী ভাবধারা (১৫৪-৫৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। এই কটি পদ ছাড়া বাকী সবগুলি পদেই হিন্দু-তন্ত্রের ভাব ও ভাষা।

গোপীচন্দ্রের পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরে দেহের মধ্যে বিভিন্ন দেবদেবীদের অবস্থান সম্বন্ধে হাড়িপা যে উত্তর দিয়েছেন তা প্রায় পুরাপুরিই হিন্দু পুরাণ এবং হিন্দু তন্ত্রের ধারণা। গুরু বলছেন ঃ

দেহ মধ্যে নিরঞ্জন ভ্রমি ফিরে অকারণ
সর্বদেব শরীরের ভিতর।
উত্তম আত্মা দেও চিনিতে না পারি কেও
ভিন্নদেব পুজেন বরবর॥
হৃদএ বৈসে শ্রীহরি উপরে বক্ষার পুরি
ব্রহ্ম লোক বৈস সব তাত।
উদয়পুরে মুনিগণ তথায় বৈসে নারায়ণ
শূন্যস্থানে বৈসে জগন্নাথ॥
মনসে দেবের স্থিতি কান্ধে বৈসে গণপতি
তাহার উপরে বৈসে পুরান্দর।
কটিতলে বসুমতী জিভ্যাএ বৈসে সরস্বতী
দেহ মধ্যে মনুরাইর ঘর॥
*     *     *     *     *
৭ দিন ১৫ তিথি ললাট পূর্ণিমার স্থিতি
আমাপদ নক্ষের উপর।
*     *     *     *     *
ইহা ছাড়ি পাথর পুজে হতজ্ঞানী নাহি বুঝে
ধন নষ্ট না করে বিচার।
যে খাইতে বলিতে জানে ভজো তাহাক এক মনে
নিসন্দে ভব হইবে পার॥—১৫৭, ১৫৮ পৃষ্ঠা।

এখানে উল্লিখিত সকল দেবদেবীরা যথা 'শ্রীহরী', 'ব্রহ্মা', 'নারায়ণ', 'জগন্নাথ' 'দেবের' (মহাদেবের?), 'গণপতি', 'পুরন্দর' (ইন্দ্র), 'বসুমতী' (পৃথিবী), 'সরস্বতী', প্রভৃতি সকলেই যে হিন্দু-ধর্মের দেব-দেবী তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'দেহ মধ্যে নিরঞ্জন' এবং 'সর্বদেব শরীরের ভিতর', 'ভিন্নদেব পূজেন বরবর' প্রভৃতি কথার মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রের কায়া সাধনের মূল ভাবধারা নিহিত আছে। এটা বৌদ্ধ এবং হিন্দু উভয় তন্ত্রেরই ভাবধারা। '৭ দিন ১৫ তিথি' ইত্যাদি কথার মধ্যে হিন্দু-তন্ত্রের ভাবধারা বিদ্যমান। শেষ চার পংক্তিতে গুরু-ভজা সহজিয়া তান্ত্রিক মতবাদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রতিমা পূজার উপর কটাক্ষ করে গুরুকে ভজন করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য পুঁথির বাকী অংশে (১৫৭ পৃষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে ১৮১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) যে গভীর তন্ত্র শাস্ত্রের আলোচনা আছে (যা ভট্টশালী বা বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের পুঁথিতে খণ্ডিত) তা' বৌদ্ধ তন্ত্র বিশেষ করে চর্যাগীতিতে বর্ণিত সহজ সাধনার শূন্যতাবাদের উপর ভিত্তি করেই রচিত বলে মনে হয়। হিন্দু তন্ত্রের ভাব এবং ভাষা কিছু পরিমাণে আছে। পরবর্তী অধ্যায়ে চর্যাগীতির সঙ্গে তুলন মূলক আলোচনায় বৌদ্ধ তন্ত্রের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

# চর্যাপদ ও গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামক একখানা প্রাচীন গ্রন্থের পান্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থখানাই পরবর্তীকালে চর্যাগীতিকা বা চর্যাপদ নামে পরিচিত হয়ে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি লাভ করে। এই গ্রন্থের রচনাকাল নিয়ে পন্ডিত মহলে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র মতে চর্যাপদের রচনা শুরু হয় সপ্তম শতকে এবং সমাপ্তি ঘটে দ্বাদশ শতকে! ডক্টর সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় প্রভৃতি পন্ডিতদের মতে চর্যাগীতির রচনাকাল দশম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত। পান্ডুলিপির লিপিকাল দ্বাদশ শতকে বলে ভট্টশালী অনুমান করেন। তারানাথের বিতর্কমূলক বিবরণীর উপর নির্ভর করে আলোচ্য পুঁথির নায়ক গুপিচন্দ্রকে সপ্তম শতকের শেষভাগের লোক ধরে শহীদুল্লাহ্‌ সাহেব যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা' যে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় সেই সম্বন্ধে আগেই বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।' [১]তবে চর্যাগীতি যে বাঙলা সাহিত্যের প্রাচীনতম রচনা সে সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোন বিতর্ক উঠেনি।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী প্রমুখদের বাংলাদেশ অধিকারের ফলে আতঙ্কগ্রস্ত বৌদ্ধ গুরুগণ তাঁদের নিজ নিজ শারীরিক সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু কিছু পুঁথি-পত্র নিয়ে নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে পালিয়ে যান। চর্যাগীতি এই সমস্ত গ্রন্থসমূহের একটি নিদর্শন মাত্র। যে সমস্ত ঐতিহাসিকেরা এই মত ব্যক্ত করেছেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত বিদগ্ধ এবং পূজনীয় ব্যক্তি। কিন্তু সত্যের এত বড় অপলাপ তাঁদের কাছে আশা করা যায়নি।

এটা সত্য কথা যে বখ্‌তিয়ার খিল্‌জীর বাঙলাদেশ আক্রমণের কথা শুনে আতঙ্কগ্রস্ত রাজা লক্ষণ সেন তাঁর পরিবারবর্গ, পাত্র-মিত্র, সৈন্য-সামন্ত ইত্যাদি নিয়ে গৌড়ের সিংহাসন পরিত্যাগ করে বিক্রমপুরে পালিয়ে এসে সেখানে আস্তানা গাড়েন এবং তিনি এবং তাঁর পুত্রগণ প্রায় অর্ধ-শতাব্দি পর্যন্ত সেখানে রাজত্ব করেন। বর্ধিষ্ণু হিন্দু প্রজারাও যে অনেকে রাজার অনুগামী হবেন তা'তো স্বাভাবিক কথা। পালিয়ে আসার সময় হিন্দুরা অসংখ্য মূর্তি নদী বা পুকুরে ফেলে আসে। কেউ কেউ অনেক মূর্তি মাটির নীচেও পুঁতে রেখে আসে। আমি নিজে দিনাজপুর জিলার অনেক প্রাচীন পুকুর থেকে সেন আমলের বহু অক্ষত হিন্দু-দেব-দেবীর মূর্তি উদ্ধার করেছি এবং উদ্ধার করার খবরও পেয়েছি। রাণী শংকইল থানার নেকমরদ্ নামক স্থানে মাটির নীচে একটি মাটির হাঁড়িতে সেন আমলের দশটি ব্রোঞ্জ মূর্তি পাই। এই মূর্তি-গুলিও এই পালিয়ে আসার কাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে ধারণা হয়। কালাপাহাড় প্রভৃতি কোন কোন মুসলমানের প্রতি হিন্দু-মূর্তি ধ্বংস করার যে অপবাদ দেওয়া হয়, তাতে কিছু সত্য যে আছে তা' অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু মুসলমানগণ নির্বিচারে বৌদ্ধ এবং হিন্দু-মূর্তি ধ্বংস করেছে, এটা যে হিংসাত্মক অপপ্রচার তা ইতিহাস প্রমাণ করেছে। মুসলমানরা যদি বৌদ্ধ এবং হিন্দু-মূর্তি ধ্বংসই করত তবে বাঙ্‌লাদেশে হাযার হাযার হিন্দু-দেব-দেবীর অক্ষত মূর্তি পাওয়া গেল কি করে? হিন্দু-মূর্তির তুলনায় বৌদ্ধ-মূর্তি যা পাওয়া গেছে তা সংখ্যায় অত্যন্ত নগন্য। অথচ বাঙ্‌লাদেশে বৌদ্ধ রাজাদের রাজত্বকাল এবং তাদের প্রতাপের সঙ্গে হিন্দু রাজাদের রাজত্বকাল এবং প্রতাপের কোন তুলনাই চলে না এবং এদেশে যে অসংখ্য বৌদ্ধ মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল তা ইতিহাস প্রমাণ করেছে। তবু বৌদ্ধ-মূর্তির এত অভাব কেন?

কারণটা খুঁজে বের করা খুব কঠিন নয়। সপ্তম খৃষ্টাব্দের রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধ ধর্মকে নিপাত করতে চেয়েছিলেন। পরমায়ুর সীমাবদ্ধতার জন্য তিনি পূর্ণ সাফল্য লাভ করে যেতে

১। ইতিহাস ও গুপিচন্দ্র—আলোচনা দ্রষ্টব্য।

পারেননি। প্রায় চারশ' বছর পরে হিন্দু বর্মন-সেন রাজারা শশাঙ্কের আরব্ধ কার্য সমাপ্ত করতে সক্ষম হন। বর্মনরাজের মন্ত্রি ও সভাপণ্ডিত ভবদেব ভট্টের বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি ঘৃণার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে আরও স্মরণ করা যেতে পারে বর্মন রাজার 'বঙ্গাল সেন্য' কর্তৃক পাহারপুর বিহারে অগ্নি সংযোগের কথা। বৌদ্ধদের উপর সেন রাজাদের অত্যাচারের কাহিনী ইতিহাসে সুবিদিত।

বর্মন-সেন রাজাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বৌদ্ধ গুরুগণ পার্শ্ববর্তী নেপাল, তিব্বত, সমতট প্রভৃতি রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন বলে ধারণা হয়। এই 'হিযরতের' সময় হয়ত তাঁরা কিছু পুঁথি-পত্র সঙ্গে করে নিয়েছিলেন। 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' খুব সম্ভব সেই সব পুঁথির মধ্যে একটি। এই পলায়ন কার্য খুব সম্ভব সেন আমলের শেষ দিকে ব্যাপকভাবে ঘটে। মুসলমান আমলে বৌদ্ধরা পালিয়ে যাননি। যাবার সম্ভাবনা ছিল খুব কম। বর্মন-সেনদের নির্যাতনের পর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যাও ছিল অত্যন্ত কম; বিশেষ করে উত্তর বঙ্গে। সেখানে বেশীর ভাগ ছিল বৌদ্ধ ধর্মের উত্তরাধিকারী নাথ-ধর্মাবলম্বীরা। মুসলমানরা যদি বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করত অথবা মুসলমানদের আক্রমণের ভয়ে যদি তাদের রাজ্য ছাড়তে হতো তবে লক্ষণ সেনের সঙ্গে পূর্ব বঙ্গে না এসে তারা নেপাল-তিব্বতে যাবে কেন? মুসলমানরা যদি বৌদ্ধ ধর্মই নিপাত করত তবে হিন্দু-ধর্মও বাদ পড়বার কথা নয়। বৌদ্ধ ধর্ম, বৌদ্ধমূর্তি গায়েব হয়ে গেল অথচ হিন্দু ধর্ম কি করে টিকে রইল শত শত বৎসর ধরে পরিপূর্ণ গৌরবে? এবং সঙ্গে সঙ্গে টিকে রইল হাযাব হাযার অক্ষত হিন্দু-মূর্তি? এই প্রশ্নের জওয়াবেই প্রকৃত কারণ বের হতে পাবে।

চর্যাগীতিতে সন্ধ্যা-ভাষার মাধ্যমে যে ভাবধারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা' মূলতঃ বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সাধন-তত্ত্বের ভাবধারা। সন্ধ্যা অর্থাৎ আলো-আঁধাবি ভাষা—কিছু বুঝা যায়, আবার কিছু বুঝা যায় না। ভাষাগত মানে ধরলে প্রায় ক্ষেত্রে কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বলদ বিআএল গাবিআ বাঁঝে' পদের ভাষাগত মানে বলদ প্রসব করল গাই হল বাঁজার'-র কোন অর্থসংগতি থাকে না। টীকাব সাহায্যে 'বলদ' শব্দের অর্থ হয় অপরিশুদ্ধ বা সংবৃত বোধিচিত্ত এবং 'গবী' অর্থাৎ গাভী শব্দের অর্থ হয় নৈরাত্মা-রূপিনী শূন্যতা। এতে পদের অর্থ দাঁড়ায়—অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত (বলদ) কামনা-বাসনার মোহজালে আবদ্ধ হয়ে রূপ-জগতের সৃষ্টি করে বলে সে প্রসব করে আর নৈরাত্মা-রূপিনী শূন্যতা পার্থিব জ্ঞানশূন্য বলে সে বন্ধ্যা (গবিআ বাঁঝে)।. চর্যাগীতিতে এমন সব পদের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। টীকা ছাড়া চর্যাপদের অর্থ উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এই বৌদ্ধ সহজযান-তন্ত্রের সঙ্গে হিন্দু তন্ত্রের ভাবের মিল অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যদিও চক্রসংখ্যা ও নামকরণ ইত্যাদির ব্যাপারে কিছু বিভিন্নতা লক্ষিত হয়।

আলোচ্য পুঁথিতে কাহিনী, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি বাদ দিলে আর যা থাকে তা হচ্ছে প্রধানতঃ সাধন-তত্ত্ব। পুস্তকে বর্ণিত সাধন-তত্ত্বে বৌদ্ধ ও হিন্দু-তন্ত্রের প্রভাবের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। পুঁথির শেষের দিকে কতগুলি আলোচনা দেখে ধারণা হয় যে চর্যাগীতিতে বর্ণিত সহজিয়া বৌদ্ধতন্ত্রের ভাবধারায় তা বিশেষভাবে পরিপুষ্ট। আমাদের ধারণা ছিল যে চর্যাগীতির ভাবধারা হয়ত বাংলাদেশ থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। নাথ-সাহিত্যে বিশেষ করে বর্তমান গ্রন্থের শেষের দিকে অনেকগুলি পদ দেখে মনে হয় আমাদের ধারণা সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল নয়। ৩৩নং চর্যা পদে আছেঃ

টালত মোর ঘর নাহি পরবেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গাস সাপ চড়িল জাই।
দুহিল দুধু কি বাণ্টে সামাই॥

বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে।
পীঢ়া দুহিঅই এ তীনি সাঝে॥
জো সো বুধী সোহি নিবোধী।
জো সো চোর সোহি সাধী॥
নিতি নিতি সিআলা সিহে সম জুঝই।
ঢেন্টণ পাএর গীত বিরলে বুঝাই॥

এই পদগুলিতে কতগুলি অবাস্তব ঘটনার প্রহেলিকা মালাকে "রূপক হিসাবে ব্যবহার করে সহজ সাধনার ও সহজ অনুভূতির আভাস" দান করা হয়েছে। টীকার সাহায্যে যে অর্থ দাঁড়ায় তা হলো এইঃ—

টাল অর্থাৎ টিলা হচ্ছে উষ্ণীব কমল বা মহাসুখচক্র। সেখানে ইন্দ্রিয়-লব্ধ পার্থিব কোন বস্তুর অবস্থান থাকেনা বলে তা প্রতিবেশী (পরবেষী) হীন অর্থাৎ শূন্য। 'হাড়ী' অর্থাৎ হাঁড়ি হচ্ছে দেহ-ভান্ড। দেহ-ভান্ডে কামনা-বাসনা রূপ 'ভাত' নেই বলে তা শূন্য। কিন্তু শূন্যতার আনন্দ আছে এবং তা সর্বদা ('নিতি') পরিবেশিত হচ্ছে ('নিতি আবেশী')। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-বাসনা দ্বারা পরিবেষ্টিত সর্পতুল্য এই সংসার অর্থাৎ অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্তের উপর শূন্যতা রূপ 'ব্যঙ্গ' অর্থাৎ ধর্মকায় বিরাজ করছে। যে সংবৃত বোধিচিত্ত (দুধু) ধর্মকায় (বাট) থেকে নির্গত হয়েছিল কি আশ্চর্য (সাধনার ফলে) তা আবার ধর্মকায়ে (বাটে) পুনঃপ্রবেশ করছে! অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মার সংগে পুনর্মিলিত হচ্ছে। অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত (বলদ) কামনা-বাসনার মোহজালে আবদ্ধ হয়ে রূপজগতের সৃষ্টি করে বলে সে প্রসব করে (বিআএল) আর নৈরাত্মারূপিনী শূন্যতা পার্থিব জ্ঞান-শূন্য বলে সে বন্ধ্যা (গবি আ বাঁঝে) 'কায়বাকচিত্তের আভাসে গঠিত আবিদ্যা-পীঠ আমাদ্বারা ত্রিসন্ধ্যা বা সর্বদা নিঃস্বভাবীকৃত' হচ্ছে। পার্থিব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-লব্ধ বিষয়সমূহের জ্ঞান দ্বারা যে জ্ঞানী (বুধী) সে-ই নির্বোধ অর্থাৎ অজ্ঞান (নিবুধী)। অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত যখন বিষয়-সুখ আহরণ করে তখন সে চোর; আবার যখন সে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-বাসনা পরিহার করে পরিশুদ্ধ হয় তখন সে সাধু (সাধী)। মরণাদি থেকে সদা ভীত সংসার-চিত্তরূপ শৃগাল (সিয়ালা) অর্থাৎ সংবৃতবোধিচিত্ত যখন পরিশুদ্ধ হয় তখন সে সহজানন্দরূপ সিংহকে (সিহে) আয়ত্ত করার স্পর্ধা রাখে। অতি অল্পসংখ্যক লোক ঢেন্টণ পাদের গীত অনুধাবন করতে পারে।

ডক্টর সুকুমার সেন সম্পাদিত চর্যাগীতিতে উল্লিখিত ষোড়শ(?)শতাব্দির কবি কবীরের ভণিতায় অনুরূপ কয়েকটি পদ আছে। যথাঃ

মূষকী নাও বিলাই কাঁড়ারী
শোএ মেড়ুক নাগ পহারী।
বলদ বিয়াএ গাভী বই বাঞ্ঝা
ব্রাছুরি দুহাওএ দিন তিন সাঞ্ঝা
নিতি নিতি শৃগাল সিংহ সনে জুঝে
কহে কবীব বিরল জন বুঝে।

প্রথম দুই পদ চর্যাপদে নেই। বাকী চার পদ ভাব ও ভাষার সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া ৩৩ চর্যার পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম এবং দশম পদেরই পুনরাবৃত্তি বলা যেতে পারে। প্রথম এবং দ্বিতীয় পদের অর্থ হচ্ছেঃ দেহ-নৌকার আরোহী ধর্মকায় বা পরমাত্মা ('মূষকী' অর্থাৎ মূষিক) বিড়াল (বিলাই) রূপ সংবৃত বোধিচিত্তের প্রহরাধীনে আছে। বিড়াল মূষিককে ভক্ষণ করে কিন্তু এ-ক্ষেত্রে বিড়াল মূষিককে রক্ষা করছে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-বাসনা রূপ সংবৃত বোধিচিত্ত

(বিলাই) ধর্মকায়ের কান্ডারী হয়েছে। সর্প (নাগ) বেঙ্কে (মেড়ুক) ভক্ষণ করে। কিন্তু এখানে শায়িত বেঙ্ সর্পের প্রহারাধীন আছে। অর্থাৎ ধর্মকায় (মেড়ুক) বোধিচিত্তের (নাগ) প্রহরাধীনে আছে। এর অর্থ হলো বিষয়-বাসনার প্রতীক সংবৃত বা অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত পরিশুদ্ধ হয়ে ধর্মকায়ের প্রহরীরূপে পরিণত হয়েছে। 'বাছুরি দুহাওএ দিন তিন সাঞ্জা' এই পদের অর্থে চর্যাপদের ষষ্ঠ পদের অর্থ থেকে কিছু ব্যতিক্রম আছে। চর্যাপদে 'পীঢ়া' শব্দ আছে আর এখানে আছে 'বাছুরি'। ধর্মকায়ও পরিশুদ্ধ বোধিচিত্তের (পরমাত্মা ও জীবাত্মা) মিলনে সৃষ্ট 'মহা সুখকায়কে' এখানে বাছুরি বলা হয়েছে এবং তাকে অহরহ দোহন করা হচ্ছে অর্থাৎ সেই আনন্দ ধারা অহরহ বয়ে চলেছে। অবশিষ্ট তিন পদেব অর্থ চর্যাগীতির অর্থেরই অনুরূপ।

শ্যামদাসের 'মীনচেতনে' আছেঃ

বাসাতে নাহিক ডিম্ব ছাও কেনে উড়ে।
পর্খাড়িতে পানি নাহি পাড় কেনে বুড়ে॥
নগরে মনিশ্বর্ নাই ঘর চালে চালে।
অন্দনে দোকান দেএ খরিদ কবে কালে॥ --২৫ পৃষ্ঠা।

আর আলোচ্য গ্রন্থে আছেঃ

বাসাতে ছাও নাই সদাই উড়ে পড়ে।
নগরেতে মনুষ্য নাহি বসতি চালে চালে॥
পৈখরেতে পানি নাহি পাহাড় কেন চোবে।
অন্ধলে দোকান দেএ খরিদ কবে কালে॥
চূড়াএ নূপুর মাঝে কাঁকালে বাঁশি বাএ।
মকর কুন্ডল তিলক আগ্যাএ তার পাএ॥
ক্ষীবোদ মকর মণি কাছে কাছে দোলে।
এহি বড় অপূর্ব চন্দ্রেক রাহু গিলে॥
কি করিতে পারে শ্রীনগরের কোতয়ালে।
মকসের পশব হইল শকুন রাখালে॥
ভরিল এন্দুরে নাও বিড়াল কান্ডাবী।
শুতিয়া আছেন ব্যঙ্গ ভুজঙ্গ প্রহরী॥
বলদ প্রসব হইল গাই হইল বাঞ্জা।
বাছুরেক দোহাএ তাহার দিন তিন সাঞ্জা॥
ছগ্গার পানি ফুটি টুঞি করিয়া ধাএ।
শুয়া পক্ষী বসিয়া বিড়াল ধরিয়া খাএ॥
শৃগাল হইয়া সিংহের সঙ্গে যুঝে।
কুটিকের মধ্যে গুটিকে তাহা বুঝে॥
তবু কোন লোক না বুঝে সন্ধান।
ডুবিল সোনার নৌকা ভাসিয়া গেল জান॥

উপরে উদ্ধৃত ২০ পঙ্ক্তির ব্যাখ্যা পাদটীকায় (১৭৭—১৮১ পৃষ্ঠা) দেওয়া হয়েছে। শ্যামদাসের 'মীনচেতন' থেকে উপরে উদ্ধৃত চার পঙ্ক্তির ব্যাখ্যা যে আলোচ্য পুঁথির উদ্ধৃত অংশের প্রথম

চার পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যা, তা' বলাই বাহুল্য। কতগুলি অবাস্তব এবং বাহ্যতঃ অসম্ভব ঘটনার প্রহেলিকা-মাল্যকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করে ৩৩ চর্যাপদের কবি ঢেন্টণপাদ যে ভাব ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, কবি শুকুর মাহমুদের উদ্ধৃত রচনায় ভাষা এবং উপমার বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও প্রায় অনুরূপ ভাবই ব্যক্ত হয়েছে। পাঠকের সুবিধার্থে এখানে কয়েকটি পদের অর্থ পুনরাবৃত্তি করছি।

'বাসাতে ছাও নাই' অর্থাৎ বাসা শূন্য। কিন্তু শূন্য বাসা থেকে কি উড়ে? বাসা এখানে কায়া। কামনা-বাসনার প্রতীক ললনা-রসনা নাড়ীদ্বয় অবধূতিকা নাড়ীর সঙ্গে মিলিত এবং ঊর্ধগামী হয়ে বোধিচিত্তের অর্থাৎ কামনা-বাসনার নিবৃত্তি সাধন করার পর উষ্ণীষ কমলে উপনীত হয়েছে। ফলে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তাই 'বাসাতে ছাও নাই' অর্থাৎ সব শূন্য। কিন্তু শূন্যতা-রূপ মহাসুখকায়ের আনন্দ আছে এবং তা চারদিকে পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ 'উড়ে পড়ে'।

নগর হচ্ছে বস্তু-জগত, রূপাদি বিষয়সমূহ—ইন্দ্রিয় দ্বারা যাদের অনুভূতি হয়। অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত যখন পরিশুদ্ধ অবস্থায় উষ্ণীষ কমলে উপনীত হয়েছে অর্থাৎ চিত্ত যখন অচিত্ততায় বিলীন হয়েছে, তখন বস্তু জগতে অর্থাৎ অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্তে শূন্যতা বিরাজমান অর্থাৎ 'নগরেতে মনুষ্য নাহি'। কিন্তু শূন্যতা অর্থাৎ মহাসুখকায়ের আনন্দ সর্বত্র বিরাজ করছে অর্থাৎ 'বসতি চালে চালে'।

পৈখর অর্থাৎ পুকুর যোগের ভাষায় দেহ বা কায়া। আর 'পানি' হচ্ছে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য কামনা-বাসনা। অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত অর্থাৎ 'পৈখর' সাধনার ফলে উষ্ণিষ কমলে ধর্মকায়ের সঙ্গে মিলিত হবার ফলে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তৃষ্ণা রূপ 'পানি' নেই। ফলে সব শূন্য। কিন্তু শূন্যতার আনন্দ সর্বত্র বিরাজ করছে অর্থাৎ পাড় চোয়াচ্ছে ('পাহাড় চোবে')।

মহাসুখকায়ের আনন্দ এমনি অনির্বচনীয় যে ভাষায় তা ব্যক্ত করা যায় না। গুরু নিজেও তা অবলোকন করতে পারেন না অর্থাৎ 'অন্দলে দোকান দেএ'। গুরু এখানে অন্ধ। যদিবা গুরু কিছু অনুভব করতে পারেন তা ব্যক্ত করতে গেলে শিষ্যের কাছে তা বোধগম্য হয় না কারণ শিষ্য বধির অর্থাৎ 'খরিদ করে কালে'।

ইন্দ্রিয়-লব্ধ কামনা-বাসনাকে সংযত এবং ঊর্ধগামী করে পরিশুদ্ধ অবস্থায় উষ্ণীষ কমলে নেওয়া হয়েছে। অপরিশুদ্ধ অবস্থায় এদের অবস্থান নিম্নদেশে অর্থাৎ প্রবৃত্তির রাজ্যে। কিন্তু পরিশুদ্ধ অবস্থায় এরা উষ্ণীষ কমলে অর্থাৎ 'চূড়াএ' স্থান পেয়েছে। তাই 'চূড়াএ নূপুর বাজে'। আর বাঁশি যা মুখে (সম্ভোগ বা বিশুদ্ধ চক্রে) বাজে তা 'কাকালে' অর্থাৎ কটিদেশে স্থান পেয়েছে অর্থাৎ সে অকেজো হয়ে পড়েছে।

মকর, কুন্ডল, তিলক প্রভৃতি ঊর্ধদেশের অলঙ্কারসমূহ উষ্ণিষ কমলে যেতে সাহস না পেয়ে নিম্ন অর্থাৎ পাদদেশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে অর্থাৎ তাদের কোন সার্থকতা নেই। বাঁশি, মকর, কুন্ডল, তিলক প্রভৃতি অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত অর্থাৎ কামনা-বাসনার প্রতীক। সুতরাং তারা ঊর্ধগামী হতে পারেনা, নিম্নগামী হয়।

'ক্ষীরোদ মকর মণি' অর্থাৎ ক্ষীরোদ সাগরের মকর মণি। এ পদের অর্থও পূর্ব পদের মতই। রাহু এখানে ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়-বাসনা দ্বারা পরিবেষ্টিত অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত (সংবৃত বোধিচিত্ত)। চন্দ্র এখানে ধর্মকায়। বাসনার প্রভাবে বোধিচিত্ত ধর্মকায়ের সঙ্গে অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে পারে না। বরং বাসনা দ্বারা প্রভাবান্বিত অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত ধর্মকায়ের অস্তিত্ব লোপ করে দেয় অর্থাৎ ("চন্দ্রেক রাহু গিলে")।

বাকী পদগুলির ব্যাখ্যাও অনুরূপ। তাই পুনরাবৃত্তি করে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না।

৩৩ নং চর্যার পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম ও দশম পদের সঙ্গে আলোচ্য পর্ঁথির যথাক্রমে ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ পদের ভাবের এবং অনেকটা ভাষারও মিল আছে। অবশ্য অষ্টাদশ পদের সঙ্গে চর্যাপদের দশম পদের ভাষার মিল নেই। মীনচেতনের চার পঙ্‌ক্তির সঙ্গে আলোচ্য পর্ঁথির প্রথম চার পঙ্‌ক্তির ভাব ও ভাষার মিল দেখে বিচার করা কঠিন কে কাকে অন্‌করণ করেছেন। মীনচেতনের রচনা-কাল জানা নেই। কাজেই দর্টির মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীন তা' বলা সহজসাধ্য নয়। তবে যোড়শ(?) শতকের কবি কবীরের ভনিতার ছ' পঙ্‌তির সব কটা পঙ্‌তিই আলোচ্য পর্ঁথিতে স্থান পেয়েছে দেখে ধারণা করা যেতে পারে যে হয় কবীরের রচনা শর্কুর মাহমর্দ ও শ্যামদাস অন্‌করণ করেছেন অথবা অন্য কোন স্বতন্ত্র এবং আদি রচনা ছিল যা থেকে কবীর, শর্কুর মাহ্‌মর্দ, শ্যামদাস এবং 'গোরক্ষ বিজয়ের' কবি ফয়যর্ল্লাহ্‌ প্রভৃতি সকলেই অন্‌করণ করেছেন।

এই সম্পর্কে আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রাচীনতম রচনা যে ৩৩ নং চর্যাপদ তাতে কোন সন্দেহ নেই। চর্যাপদের পাণ্ডুলিপির লিপিকাল যে ১২০০ খৃষ্টাব্দের পরে নয়, তা আগেই বলা হয়েছে। ৩৩ নং চর্যার ভাব ও ভাষার সঙ্গে উপরে উদ্ধৃত বিভিন্ন কবির রচনার ভাব ও ভাষার যখন এত মিল দেখা যায় তখন এইগর্লিকে চর্যাপদ ভিত্তিক মনে না করার কোন যর্ক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পাবে। ৩৩ নং চর্যার যে চার পদের সঙ্গে আলোচ্য পর্ঁথির চার পদের মিল আছে সেগর্লি না হয় ৩৩ নং চর্যাপদ-ভিত্তিক হতে পারে। কিন্তু এই ধরণের বাকী পদগর্লির ভিত্তি কি? এগর্লি কি কবির মৌলিক রচনা? কবীর, শর্কুর মাহমর্দ এবং শ্যামদাসের গ্রন্থে কতগর্লি সাধারণ (common) পদ দেখে স্বভাবতই ধারণা হয় যে এগর্লি তাঁদের বিশেষ করে শেষ দর্-জনের মৌলিক রচনা নয়। হয় এদের একজনের কাছে (এ-ক্ষেত্রে কবীরের কাছেই হবে) শেষের দর্-জন ধার করেছেন অথবা তাঁরা তিন জন এবং ফয়যর্ল্লাহ্‌ কোন অনাবিষ্কৃত আদি রচনাকে ভিত্তি করে সেগর্লি রচনা করেছেন।

চর্যাগীতির ৫০টি পদের মধ্যে শর্ধর্মাত্র ৩৩ এবং ৪০ নং চর্যা ছাড়া অন্‌রূপ রচনা আর নেই। সর্তরাং চর্যাগীতির অন্‌করণে যে আলোচ্য পর্ঁথির অবশিষ্ট পদগর্লি রচিত হয়নি, তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। চর্যাগীতি একটি সংগ্রহ গ্রন্থ। সর্বমোট ২৩ জন পদ-কর্তার ৫০টি পদ সংগ্রহ করে এই গ্রন্থ সংকলন করা হয়েছিল। পদ-কর্তাগণের যে আরও অনেক রচনা ছিল তা' ধারণা করা যেতে পারে। কাহ্নপাদ-কৃষ্ণাচার্য প্রভৃতিদের যে বহর রচনা ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে। সে সমস্ত রচনায় খর্ব সম্ভব অন্‌রূপ ভাব ও ভাষার আরও অনেক পদ ছিল। আলোচ্য পর্ঁথির বাকী পদগর্লি হয়ত সেই সমস্ত রচনাভিত্তিক এবং সেগর্লি আমাদের কাছে আজও ধরা পড়েনি। পড়বে কিনা কে জানে!

কাহ্নপাদ রচিত ৪০ নং চর্যাতে একটি পদ আছেঃ

গর্রর্ বোব সে সীসাকাল।

এই পদের সাধারণ অর্থ 'গর্রর্ বোবা এবং শিষ্য কালা' এবং মর্মার্থ হচ্ছে যে মহাসর্খকায়ের আনন্দ অতীন্দ্রিয় অন্‌ভূতি জাত। কোন ভাষায় তা' ব্যক্ত করা যায় না এবং তা ব্যক্ত করতে পারেন না বলেই গর্রর্ বোবা। আর গর্রর্ যদি কিছর্ বর্ঝাতেও চান শিষ্য তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তাই শিষ্য কালা বা বধির।

অন্‌রূপ ভাবধারার একটি পদ কবি ফয়যর্ল্লাহ্‌ রচিত 'গোরক্ষবিজয়ে' আছেঃ

কানা ভাইত্র গীদ গাহে বোবা ভাই রহি সর্নে
টর্টা হই মাদল সে বাহে।[১]

১। পুথি পরিচিত, ডক্টর আহম্মদশরীফ—১২৮ পৃষ্ঠা।

ফয়যুল্লাহ রচিত এ পদে ৪০নং চর্যার সঙ্গে ভাষাগত কিছু পার্থক্য থাকলেও ভাবগত কোন পার্থক্য নেই। 'মীনচেতনের' অনুরূপ ভাবের 'অন্দনে দোকান দেএ খরিদ করে কালে' পদের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য পুঁথির পদ 'অন্ধলে দোকান দেএ খরিদ করে কালে'-এর সঙ্গে মীনচেতনের পদের হুবহু মিল আছে। বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত পদগুলির ভাবধারা যে চর্যাগীতির ৪০ নং চর্যার ভাব-ভিত্তিক তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৩নং চর্যাতে দশমী দুয়ারের কথা আছেঃ

দশমি দুআরত চিহ্ন দেখিয়া।
আইল গরাহক অপণে বহিয়া॥

চর্যাগীতির টীকা মতে দশমীদ্বার হচ্ছে নবদ্বারের অতিরিক্ত নির্বাণরূপ অতিরিক্ত দ্বার। ব্রহ্মরন্ধ্রে দশমিদ্বারের স্থিতি।—'গগনং ব্রহ্মরন্ধ্রং দশম দ্বারমিতি যাবৎ'।[১] আলোচ্য পুঁথিতে আছেঃ

অধে উর্ধে দিয়া বন্ধ দশমিত দিল তালি।
গগনের মন্দিরে যুবোকের বাড়ে গাবুর আলি॥ —১৫০ পৃষ্ঠা।

এবং

চতুবদস ভুবন মধ্যে দশমী দুয়ারী।
খিড়কীর দ্বারে সর্ব্বস্ব ঘরে মারে চুরি॥ ১৭৪ পৃষ্ঠা।

১১ নং চর্যার 'রবিশশী' এবং ৪ নং চর্যার 'চান্দসুজ' দেহের মধ্যে অবস্থিত বা কল্পিত ললনা-রসনা নাড়ীদ্বয়ের অপর নাম 'গ্রাহ্যগ্রাহক, 'প্রজ্ঞা-উপায়', 'নাদ-বিন্দু' ইত্যাদি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপ অর্থে আলোচ্য পুঁথিতে 'রবিশশী'-র ব্যবহার দেখা যায়। সিদ্ধি লাভের পরে মাতার কাছে উপস্থিত হলে ময়নামতী 'গুপিচন্দ্রকে' প্রশ্ন করছেনঃ

কোন জন বহে দোলা কেবা ধরে ছাতি।
ঘট মধ্যে পুরুষের কোথাএ বসতি॥ —১৭২ পৃষ্ঠা।

উত্তরে 'গুপিচন্দ্র বলছেনঃ

রবিশশী বহে দোলা ধর্মে ধরে ছাতি।
নিগূঢ় মন্দিরে দোলার পুরুষের বসতি॥ —১৭৩ পৃষ্ঠা।

অন্যত্র,

চন্দ্র সূর্য দুইজন যোগমুখে আসন
গগন মন্দিরে বৈসে তারা। ১৫৮ পৃষ্ঠা।

এই সব পদের অর্থ পাদটীকায় দেওয়া হয়েছে।

১৪ নং চর্যাতে 'গঙ্গা-জউনার' কথা আছেঃ

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাঈ।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী জোইআ লীলে পার করেই॥

এখানে ললনা-রসনা নাড়ীদ্বয়কে গঙ্গা-যমুনা নামে অভিহিত করে তাদের মধ্যদেশে অবস্থিত অবধূতিকা নাড়ীকে 'বুড়িলী মাতঙ্গী' রূপে কল্পনা করা হয়েছে। এই অবধূতি গ্রাহ্য গ্রাহক বর্জিতা এবং ক্লেশ ধ্বংসকারী এবং মহাসুখ সঙ্গমে যাবার প্রকৃষ্ট পন্থা। আলোচ্য পুঁথিতে কিছু পরিবর্তিত রূপে আছেঃ

দেহ মধ্যে গয়া গঙ্গা ত্রিপিনীর ঘাট।
তাথে স্নান করিয়া করো শ্রীকলার হাট॥ ৮১ পৃষ্ঠা।

---

১। কুমার পাল চরিতের টীকা ২৭১ পৃঃ; গ ৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য

ত্রিপিনীর ঘাট অর্থাৎ ত্রিবেনীর ঘাট হচ্ছে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী নদীত্রয়ের মিলন-স্থল যোগের ভাষার ললনা, রসনা ও অবধূতিকার (ইড়া, পিঙ্গল, সুষুম্না) মিলন-স্থল, প্রবৃত্তির রাজ নির্মাণ চক্র (হিন্দু-তন্ত্র মতে মূলাধার চক্র)।

১৯ নং চর্যাতে 'মন পবনের' কথা আছেঃ

ভব নির্বাণে পড়হ মাদলা।
মন পবন বেনি করণ্ডকশালা॥

"শূন্যতা করুণা-অভিন্নরূপিনী মহামুদ্রা ধর্মকরণ্ডকরূপা ধর্মকায়াৎ।" অর্থাৎ শূন্যতা ও করুণার অভিন্নরূপে মিলিত মহামুদ্রাকে ধর্মকরণ্ডক বলা হয়। বুদ্ধ বা পরমার্থ-তত্ত্বের আধাররূপ পাত্র বিশেষ। মন-পবন এখানে অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত। তাকে পরিশুদ্ধ করে ধর্মকরণ্ডকশালা অর্থাৎ ধর্মকায়ের সঙ্গে মিলিত করার কথা বলা হয়েছে। অনুরূপ ভাব এবং কিছুটা ভাষারও প্রকাশ দেখা যাচ্ছে আলোচ্য পুঁথিতে। যথাঃ—

মন পবনের সঙ্গে না করিল মেলা।
তকারণে পরমহংস উড়ি উড়ি গেলা॥
উড়ি উড়ি গেলা হংস নাহি গেলা দূর।
বাহুড়িয়া আইসে হংসা নিরঞ্জনের পুর॥
নিরঞ্জনের পুর বাছা হংসার বিহার।
জ্ঞান মহারস তাতে পবনের আহারা॥— ১৫৮ পৃষ্ঠা।

এখানে 'মন-পবন' হচ্ছে অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত আর 'পরম-হংস' হচ্ছে ধর্মকায়। অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত বিষয়-বাসনার জালে আবদ্ধ হয়ে ধর্মকায়ের সঙ্গে মিলিত হতে পারে না বলে অভিমানে ধর্মকায় দূরে সরে যেতে চায়। কিন্তু আত্মজের টানে (বোধিচিত্ত ধর্মকায়েরই অংশ বিশেষ) ধর্মকায় আবার বেশী দূরে না গিয়ে দেহের মধ্যেই ('নিরঞ্জনের পুর') ফিরে আসে। দেহই ('নিরঞ্জনের পুর') ধর্মকায়ের আবাসস্থল। জ্ঞান-মহারস আহার করে অর্থাৎ সাধনার ফলে পরিশুদ্ধ হলে বোধিচিত্ত ধর্মকায়ের সঙ্গে মিলিত হতে পারে।

গুরু-মাহাত্ম্য সম্পর্কে আগে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। গুরুকে ভজন-করা তন্ত্রশাস্ত্রে প্রচলিত এবং বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিকদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত। বিভিন্ন চর্যাতে এই সম্পর্কে উক্তি আছে। যথাঃ

দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান॥ —১ নং চর্যা।
বাহতু কামলি সদগুরু পুচ্ছি। —৮ নং চর্যা।
সদগুরু পাঅ পসাএ জাইব পুণুঃ জিনউরা। —১৪ নং চর্যা।
তবে সে মুসা উঞ্চল-পাঞ্চল।
সদ্‌গুরু বোহে করহ সো নিচ্চল॥ —২১ নং চর্যা।
গুরুবাক্‌ পচ্‌ছিয়া বিন্ধ নিঅমন বাণে। —২৮ নং চর্যা।
লুইপা অপসাএঁ দারিক দ্বাদশ ভুঅণে লাধা। —৩৪ নং চর্যা।
এবেঁ মই বুঝিল সদ-গুরু বোহে। —৩৫ নং চর্যা।
শাখি করিব জালন্ধরি পাএ। —৩৬ নং চর্যা।
কাঅ ণাবড়ি খাণ্টিমণ কেড়ু আল।
সদগুরু বঅণে ধর পতবাল॥ —৩৮ নং চর্যা।
গুরু বঅর্ণবিহারেঁ রে থাকিবতই ঘুণ্ড কইসে। —৩৯ নং চর্যা।
জই তো মূঢ়া অচ্‌ছসি ভান্তী পুচ্‌ছতু সদ্‌গুরু পাব। —৪১ নং চর্যা।
বরগুরু বঅন-কুঠারেঁ ছিজঅ। —৪৫ নং চর্যা।

**সর্বমোট ৫০টি চর্যার মধ্যে ১২টি চর্যাতে গ্নর্র মহিমার কথা উল্লিখিত আছে। এই গ্নর্-ভজার প্রথা নাথধর্মেও প্রবলভাবে বিদ্যমান।** আলোচ্য প্নথি ছাড়া অন্যান্য নাথ-গ্রন্থেও **গ্নর্কে ভজন করার কথা আছে।** আর আলোচ্য প্নথির প্রায় সমস্তটা কাহিনী জ্নড়েই **গ্নর্-মহিমা কীর্তন করা হয়েছে।** নীচে কয়েকটি দ্নষ্টান্ত দিচ্ছি। যথাঃ

গ্নর্র চরণ ম্নঞিরে করিন্ন বন্দন। —১ প্নষ্ঠা।
গোফেতে আছিল ম্ননি-গ্নর্র সেবনে। —১৫ প্নষ্ঠা।
গ্নর্কে না ভজিলে না দেখি উপাএ। —১৬ প্নষ্ঠা।
সেবিলে গ্নর্র চরণ হইবে অমর। —১৬ প্নষ্ঠা।
মন্নষ্যকুলে জন্ম গ্নর্ন নাহি ভজে।
প্রহার করিয়া তাকে লহে যমরাজে॥ —২১ প্নষ্ঠা।
গ্নর্র মহিমাগ্নণ কহন না জাএ।
ভজিলে গ্নর্র পদ অমর হইবে কাএ॥ —২২ প্নষ্ঠা।
গ্নর্র চরণে যে জন মন নাহি বান্ধে।
পার হইতে নৌকা নাহি মাথে হাতে কান্দে॥ —৩৪ প্নষ্ঠা।
গ্নর্ন ইন্দ্র গ্নর্ন চন্দ্র গ্নর্ন সর্ব্বমএ।
গ্নর্ন বিনে সেবকের নাহিক উপাএ॥
তুমি গ্নর্ন পরম ব্রহ্ম ত্রিভুবনের সার।
তোমার চরণ বিনে গতি নাহি আর॥

*     *     *     *     *

প্রলএ কালেতে তুমি করিবে বিচাব। -৫৩ প্নষ্ঠা।
নিরঞ্জনের বদলে গ্নর্ন স্বর্শনি।
গ্নব্নকে চিনিলে বাছা নিবঞ্জনকে চিনি॥ —৮১ প্নষ্ঠা।
সর্ব্বদেব হইতে বাছা গ্নর্নদেব বড়। —৮১ প্নষ্ঠা।
গ্নব্ন সেবে ধ্যান করে তাকে য্নগী কই। —৯৬ প্নষ্ঠা।
তুমি চন্দ্র তুমি ধর্ম     তুমি সে পবম ব্রহ্ম
    তুমি গ্নব্ন অগতিয়ার গতি।
তুমি জল তুমি স্হল     তুমি গ্নর্ন রসাতল
    তুমি গ্নর্ন সংসারের সাব॥ —১২২ প্নষ্ঠা।
ভব তরিবার পথ নাহি গ্নর্ন বিনে। —১৩৯ প্নষ্ঠা।
গ্নর্ন পরম ব্রহ্ম ত্রিভুবনের সার। —১৪৫ প্নষ্ঠা।
যে খাইতে বলিতে জানে     ভজো তাহাক এক মনে
    নিঃসন্দে ভব হইবে পার। —১৫৮ প্নষ্ঠা।
নিজনাম পাইন্ন মাও গ্নর্নকে সেবনে। —১৬৬ প্নষ্ঠা।
আঁগমেতে দিয়া মন নিগমেতে বসি।
গ্নর্নম্নখে পাইন্ন নাম উহং তপসী॥ —১৬৬ প্নষ্ঠা।
গ্নর্নকে সেবিন্ন মন কবিয়া একান্তর।
ম্নত্যু পথ দ্নরে গেলে হইন্ন অমর॥ —১৬৭ প্নষ্ঠা।
তুমি চন্দ্র তুমি ইন্দ্র তুমি কল্পতর্ন।
কি করিতে পাবে যম তুমি যাহার গ্নর্ন॥

**সহজিয়া বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদের শ্নন্যতাবাদ সম্বন্ধে প্নর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। আটান্ন্নই প্নষ্ঠায় উদ্ধ্নতঃ**

অধে উর্ধে দিয়া বন্ধ দশমিত দিল তালি।
গগনের মন্দিরে য্নবোকের বাড়ে গাব্নর আলি॥ —১৫০ প্নষ্ঠা।

এই পদের অর্থ হচ্ছে এই যে সাধনার ফলে নৈরাত্ম্যরূপ শূন্যতার মন্দিরে ('গগনের মন্দিরে') সাধকের প্রভাব ('গাবুর আলি') বৃদ্ধি পেল। শূন্যতাবাদের উপর ভিতি করেই চর্যাগীতির বেশীর ভাগ পদ রচিত হয়েছে এবং প্রায় সব ক'টা পদেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শূন্যতার উল্লেখ আছে। নীচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। যথাঃ

সুনু পাখ ভিতি লেহুরে পাস। —১ নং চর্যা।
সোনে ভরিতী করুণা নাবী। —৮ নং চর্যা।
বাহতু কমলি গঅন উবেঁসে। —৮ নং চর্যা।
নিঅ দেহ করুণা শূনমে হেরী। —১৩ নং চর্যা।
সুনা পান্তর উহন দিসই ভান্তিন ন বাসসি জান্তে। —১৫ নং চর্যা।
তিনি এঁ পাটে লাগেলিরে অনহ কসণ ঘণ গাজই। —১৬ নং চর্যা।
সুন-তান্তিধনি বিলসই করুণা। —১৭ নং চর্যা।
হাঁউ নিবাসী খমন ভতারী। —২০ নং চর্যা।
চাহন্তে চাহন্তে সুন বি আব। —৩১ নং চর্যা।
সুন করুণারি অভিনচারে কায়বাক চিএ। —৩৪ নং চর্যা।
পেখমি দহদিহ সব্বই শূন। —৩৫ নং চর্যা।
সুনবাহ তথতা পহারী। —৩৬ নং চর্যা।
এ জগ জলবিম্বাকারে সহজেঁ সুন আপনা। —৩৯ নং চর্যা।
চিঅ সহজে শূন সংপুন্না। —৪১ নং চর্যা।
সুনে সুন মিলিযা জবেঁ। ৪৪ নং চর্যা।

ললনা-রসনা (ইড়া-পিঙ্গলা) নাড়ীদ্বয়কে মধ্যনাড়ী অবধূতিকার (সুষুম্না) সঙ্গে 'ত্রিপনীর ঘাটে' অর্থাৎ প্রবৃত্তির রাজ্যে মিলিত এবং ঊর্ধগামী করে দেহের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত বিভিন্ন চক্রকে ভেদ করে শুক্র অর্থাৎ শক্তিকে উষ্ণীষ কমলে (সহস্রারে) নৈরাত্ম্যরূপ শূন্যতার (শিবের) সঙ্গে মিলিত করার অর্থই হচ্ছে সাধকের মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ। আলোচ্য পুঁথিতে বর্ণিত যে সাধন-তত্ত্ব আছে তা যে পূর্বাপরই এই শূন্যতাবাদ-ভিত্তিক তা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বে উদ্ধৃতঃ

বাসাতে ছাও নাই সদাই উড়ে পড়ে।
নগরেতে মনুষ্য নাহি বসতি চালে চালে॥
পৈখরেতে পানি নাহি পাহাড় কেন চোবে।

ইত্যাদি ইত্যাদি পদগুলির (২০টি পদ) প্রায় সব ক'টাই যে শূন্যতা-ভিত্তিক তা আগেই আলোচিত হয়েছে। এ সমস্ত পদ ছাড়াও ও শূন্যতা-ভিত্তিক আরও অনেক পদ বর্তমান গ্রন্থে আছে। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। যথাঃ

একুল অকুল কেবা কহ গুরু পরম দেবা
শূন্যের তিথি কোন ঠাঁই। —১৫১ পৃষ্ঠা।
উদাএ পুরে মুনিগণ তথা বৈসে নারায়ণ
শূন্য স্হানে বৈসে জগতনাথ। —১৫৫ পৃষ্ঠা।

বিনা বিজ্যে বিন্দু বাছা বিনে উৎপতি।
নাদ সঙ্গে পুরুষের শূন্যে উৎপত্তি॥
শূন্যে মাএ প্রসবিল আদি মাএর সিলাখির।
মাএর উদোরে থাকি বাড়িল শরীর॥
বাপের বিজ্যের অটল না লইল মাএকে না দিল দুঃখভার।
অভাবের শূন্যোৎ ভিতরে পুরুষ শূন্যে করিল ঘর॥ —১৬১ পৃষ্ঠা।
শূন্য মনে বসিয়া নাথ ভাল মন্দ শূনে। —১৭১ পৃষ্ঠা।

## চর্যাপদ ও গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস

বৌদ্ধ সহজযানী সম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালীর সঙ্গে নাথ-সিদ্ধাদের সাধন-প্রণালীরও বেশ কিছু মিল দেখতে পাওয়া যায়। চিত্ত স্থির করা, বিন্দু ধারণ করা ইত্যাদি উভয় সম্প্রদায়েরই সাধন-প্রণালী।

চর্যাগীতিকাও আলোচ্য পুঁথির সাধন-তত্ব পাশাপাশি ধরে বিচার করলে সহজেই বুঝা যায় যে বর্তমান গ্রন্হের সাধন-তত্ব চর্যাগীতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভান্বিত হয়েছিল। এটা কি করে সম্ভব হয়েছিল সঠিকভাবে বলা কঠিন। ১২০০ খৃষ্টাব্দের পরে এ-দেশে চর্যাপদ বা অনুরূপ লিখিত গ্রন্হের অস্তিত্বের কথা আমাদের জানা নেই। হয়ত বা ছিল। সে-ক্ষেত্রে কবীর, শুকুর মাহমুদ (বর্তমান গ্রন্হের কবি), ফয়যুল্লাহ্, শ্যামদাস, ভবানীদাস প্রভৃতি কবিগণ যে সে-সব গ্রন্হ থেকে ভাবধারা নিয়েছিলেন তা অনুমান করা যেতে পারে। আর এঁরা যদি কোন লিখিত গ্রন্হের সাহায্য না পেয়ে থাকেন তবে কোন কথিত রচনা বা কাহিনীর সাহায্য যে পেয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ হতে পারে না। সহজ মতবাদ ও নাথ-ধর্মের যে সমন্বয়ের কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে সেই সমন্বয়ের ধারা খুব সম্ভব মুসলমান আমলেও প্রবাহিত ছিল। চর্যাপদ ও অনুরূপ গ্রন্হাদি যে নাথ-সিদ্ধা এবং নাথ-সম্প্রদায়ের কাছে বেশ সম্মানের বস্তু ছিল তাও অনুমান করা যেতে পারে। না হবার কথাই বা উঠবে কেন! মীননাথ, কানুপাদ, গোরখনাথ, হাড়িপা প্রভৃতি নাথ-সিদ্ধাগণ ত উভয় সম্প্রদায়েরই গুরু।

বৌদ্ধ ধর্মের বিলোপ সাধন হয়েছিল সত্য। কিন্তু বাইরের দিক দিয়ে ধর্মটার গতিরোধ হলেও তার ভাবধারাটা একদিনে মরে যায়নি—যেতে পারে না। যোগী বা নাথ-সিদ্ধাদের মাধ্যমে সেই ভাবধারা বোধ হয় বহুদিন ধরে প্রবাহিত ছিল এবং সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দি পর্যন্ত যে তার অস্তিত্ব ছিল আলোচ্য গ্রন্হ এবং অন্যান্য নাথ-সাহিত্য প্রমাণ করে দেয়। বর্তমান গ্রন্হখানা চর্যাগীতির ভাবধারায় বিশেষভাবে পরিপুষ্ঠ হবার পেছনে একই কারণ বিদ্যমান।

# শুকুর মাহমুদের কবি-প্রতিভা

'গোপিচন্দ্রের সন্ন্যাস', 'ময়নামতীর গান' প্রভৃতি গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন এইগুলিকে 'নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর' লোকের রচনা বলে একটা ধারণা করে নিয়েছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু সত্যই কি কবি শুকুর মাহমুদ 'নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর' লোক ছিলেন?

কবির জন্মস্থান কোথায় ছিল সঠিক জানা যায়নি। কিন্তু যখন তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন তখন রামপুর-বোয়ালিয়া (বর্তমান রাজশাহী) থেকে ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে সিন্দুর কুসুমী গ্রামে তিনি বসবাস করতেন এবং খুব সম্ভব সেখানেই তাঁর জন্ম হয়। তাঁর জন্ম হয় খুব সম্ভব ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের দিকে এবং আলোচ্য গ্রন্থ রচিত হয় ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তখন দিল্লীর সম্রাট এবং মুর্শিদ কুলি খাঁর সুশাসনে তখন বাঙলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত। কবির জন্মস্থান থেকে মাইল ছয়েক দূরে রামপুর-বোয়ালিয়াতে উত্তর বঙ্গের সুবিখ্যাত পীর শাহ্ মখদুম রূপোশের মাযার অনেক আগে থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত। এবং নিকটস্থ বাঘাতে হযরত মখদুম শাহ্ মোহাম্মদ ওরফে শাহ্ দৌলা ও হযরত শাহ্ আবদুল হামিদ দানিশমন্দের মাযার। বাঙলার সুলতান নাসিরউদ্দিন নসরত শাহ্ (১৫১৯—১৫৩২ খৃষ্টাব্দ) থেকে আরম্ভ করে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত বিভিন্ন শাসনকর্তাগণ এই উভয় মাযারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রচুর ভূ-সম্পত্তি দান করেন এবং অনেক রাজপুরুষ এই সব মাযার জিয়ারত করেন। এতে প্রমাণ হয় যে, কবির সময়ে অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের শেষভাগে কবির বাসস্থানের সন্নিকটে এই মাযারগুলিকে কেন্দ্র করে এক প্রবল ধর্মীয় ভাবধারা বিদ্যমান ছিল। সাধক কবি হিসাবে তিনিও হয়ত এই ভাবধারার অংশ গ্রহণকারী ছিলেন যদিও তাঁর আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত একমাত্র গ্রন্থের (আলোচ্য পুস্তক) মধ্যে এই মাযারগুলির আউলিয়াদের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই।

এই সময়ে অর্থাৎ ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে আর একটি ধর্মীয় ভাবধারা এদেশে বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। সেটি হচ্ছে তথাকথিত 'সুফি' ভাবধারা। খাঁটি ইসলামী আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করলে এই তথাকথিত 'সুফি' মতবাদের মধ্যে মুসলমানিত্ব কতখানি ছিল তা বলা কঠিন। বৌদ্ধ সহজ যান মতবাদ এবং তার উত্তরাধিকারী শ্রীচৈতন্য কর্তৃক প্রচারিত সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম এবং নাথধর্মের গুরুবাদ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের গুহ্য সাধণ প্রণালী দ্বারা এই তথাকথিত 'সুফি' মতবাদ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। এই যুগের বিভিন্ন মুসলিম 'সুফি' ভাবাপন্ন কবিদের রচনা পাঠ করলে এই ধারণার পুরাপুরি সমর্থন মিলে।[১] হিন্দু ও নাথ ধর্মের বিভিন্ন দেবদেবীর সঙ্গে মুসলমানদের আল্লাহ্ ও রসূলের সঙ্গে একটা অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা তাঁরা প্রাণপণ করে গেছেন।

বর্তমান গ্রন্থের কবি শুকুর মাহমুদও এই প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন বলে মনে হয় না। কোন মুসলমান ওলি বা দরবেশকে নিয়ে তিনি কোন কাব্য রচনা করেছিলেন কিনা সেই খবর আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। কারণ আলোচ্য গ্রন্থ ছাড়া তাঁর আর কোন রচনার সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। হয়ত বা ছিল বা ছিল না। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থখানা যে তিনি অসীম ভক্তি এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে রচনা করেছিলেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গ্রন্থের সর্বত্র তার স্বাক্ষর রয়েছে। হিন্দু ও নাথ-ধর্মে তাঁর জ্ঞান যে অত্যন্ত গভীর ছিল সেই প্রমাণও পুস্তক পাঠে জানা যায়। তিনি নিজেও যে একজন সাধক ফকির ছিলেন সেই পরিচয়ও গ্রন্থের মধ্যেই আছে। যথাঃ

"ফকির যুগি রহমত অতি বড় বুধিহত
[আবদুল] যুকুরে জোগভাশে।"

---

১। বাংলার সুফি সাহিত্য—ডক্টর আহম্মদ শরীফ।

কবি শুকুর মাহমুদ কোন রাজা বা রাজপুরুষের সভা-কবি ছিলেন বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব তিনি ছিলেন গ্রামীণ সভ্যতার কবি। কবি নিজে ছিলেন সাধক পুরুষ। তাঁর পিতা শেখ আনার ছিলেন 'ফকীর গুণমন্ত'। কবি 'গুরু' বা পীরের নিকট বয়েত হয়েছিলেন। সাধক ফকীর হিসাবে তাঁর নিজেরও হয়ত অনেক শিষ্য-সাগরেদ ছিল। অন্ততঃ দুই পুরুষের সাধন ভজনের কেন্দ্রস্থল ছিল তাঁর আস্তানা। তখনকার দিনে সাধক কবিদের কাছে আসর বসত। পুঁথি পাঠের আসর। কবিরা সুর করে ভক্তিসহকারে পুঁথি পাঠ করতেন। কবি বা পাঠকের সঙ্গে থাকত কয়েকজন সহকারী। তারা ধুয়া বা ঘোষা সুর করে গাইত। অসংখ্য লোক সমাগম হতো সেই পুঁথি পাঠের আসরে। পুঁথি পাঠের রেওয়াজ আজও গ্রাম-বাঙলায় প্রচলিত আছে।

সপ্তদশ শতকে কবির নিবাসস্থল রাজশাহী অঞ্চলে খুব সম্ভব নাথ-সম্প্রদায়ের বেশ প্রাধান্য ছিল। কবির আসরে বোধ হয় নাথ-সাধক গুরুদেরও আগমন ঘটত। তিনি নিজে যে এই ধর্মের ভাবধারায় বেশ কিছুটা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তা' আগেই বলা হয়েছে। তখনকার দিনের মুসলমান পীর ফকীরদের আড্ডায় হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বেশ সহজভাবে যাতায়াত করত এবং এই পীর-ফকীরদের প্রতি তাদের ভক্তি-বিশ্বাসও ছিল অসীম। আজও সেই ভক্তি-বিশ্বাসের অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায় হিন্দুদের কোন কোন পীরের মাযারে মানত করার হিড়িক দেখে। পরলোকগত পীরেরা অনিবার্য কারণে হিন্দুদের ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত থাকলেও জীবন্ত পীরদের বেলায় হয়ত এ কার্যটি এত সহজসাধ্য ছিল না। অগনিত ভক্তদের সংস্পর্শে এসে তাদের ভক্তি-বিশ্বাস গ্রহণের দুর্বলতার ফাঁকে তাদের ধর্মীয় প্রভাবও হয়ত এসে পড়ত পীর সাহেবের খোদ সত্তার উপর। এটি হয়ত একটি কারণ। আরও অনেক অপ্রতিরোধ্য কারণেও হয়ত এই 'পীর সাহেবদের' ধর্মমতের উদারতা বৃদ্ধি পেতো।

কবি শুকুর মাহমুদের বেলায়ও এই ব্যাপারে কোন ব্যতিক্রম ঘটেছিল বলে মনে হয় না। যোগ-সাধনার ফলে মানুষ মৃত্যুকে জয় করে অমরত্ব লাভ করতে পারে—এই রকম একটা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে যে তিনি আলোচ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, পুস্তক পাঠে এ ধারণা করা খুব কষ্টসাধ্য নয়। খুব সম্ভব তাঁর অমুসলমান (বিশেষ করে যোগী সম্প্রদায়ের) ভক্ত বা শ্রোতাদের জন্য যে তিনি এই গ্রন্থ বিশেষভাবে রচনা করেছিলেন, তা পুস্তকের এক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। যথাঃ

> শুকুর মামুদে ভণে । শুনি হিন্দুর পুরাণে
> মোসলমানের নয় ইহা বাণি।
> যে কিছু কেতাবে কহে সেকথা য়ন্যথা নহে
> হাদিসেতে জানিও মুসলমানী। —৭০ পৃষ্ঠা।

এই উক্তি মুসলমান কবি শুকুর মোহাম্মদের শুভ বুদ্ধির পরিচায়ক সন্দেহ নেই। এই উক্তি হয়ত মুসলমান ভক্ত বা পাঠকের উদ্দেশ্যে রচিত। কবির নিজস্ব ধর্ম মতের বেলায় এটি হয়ত শেষ কথা নয়। কারণ পরে তিনি বলেছেনঃ

> উহং মন্ত্রের বড় নাম নাহি আর।
> কিবা হিন্দু মুসলমান সেহি নামে পার॥ —১৬৭ পৃষ্ঠা এবং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

প্রসঙ্গক্রমে কবির ধর্ম-মত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে হলো। এই বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ আর না বাড়িয়ে শুধু এটুকু বললেই চলে যে যুগের এক ধরণের 'ভাবধারা' থেকে কবি মুক্ত ছিলেন না। কিন্তু সেই ভাবধারাকে কবি তাঁর রচনার মধ্যে এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে তা সত্যিই অনবদ্য। তাঁর রচনার বিষয়বস্তু এবং প্রতিপাদ্য বিষয় অত্যন্ত নিরস বস্তু। ঝুনা নারকেল ভেঙ্গে স্বাদ গ্রহণ করার মত। বৌদ্ধ সহজিয়া শূন্যতাবাদের উপর ভিত্তি করে

রমণী-বর্জিত সাধন প্রণালীর মধ্য দিয়ে অমরত্ব লাভ করার পন্থা এই গ্রন্থের মূল বিষয়। কিন্তু এহেন রসহীন এবং কঠিন বিষয়কে কেন্দ্র করে যে কাব্য রচিত হয়েছে তাতে কবি শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞান নয়, প্রচুর কাব্য রসেরও আমদানী করেছেন। এদিক দিয়ে গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। এই সম্বন্ধে এখানে আর আলোচনা বাড়িয়ে দীনেশ বাবুর মন্তব্যের কিছু সমালোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে সেগুলির মধ্যে বানান-ভুল এত বেশী যে তাতে কবির ভাষা-জ্ঞানের উপর যদি দীনেশ বাবুদের খরদৃষ্টি পড়ে থাকে তবে তাঁদেরকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু এই সমস্ত ভুলের জন্য কবি নিজে কতখানি দায়ী তা বিচার্য বিষয়। কবির নিজের হাতের লিখা কোন পাণ্ডুলিপি আমাদের কাছে এসে পেঁছায়নি। দীনেশ বাবু-বিশ্বেশ্বর বাবুরা কোন হস্তলিপি পাণ্ডুলিপি পাননি। ডক্টর ভট্টশালী একখানা পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন এবং আমি আর একখানা পেয়েছি। এই দুইখানার বানান-পদ্ধতির মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে। এবং সেই সমস্ত বিভিন্নতা এবং ভুল যে বিভিন্ন লিপিকর-প্রমাদে ঘটেছে তা বলাই বাহুল্য। কাজেই কবির পাণ্ডিত্য বা নিরক্ষরতা এই সব পাণ্ডুলিপি দ্বারা বিচার করা যেতে পারে না।

হিন্দু-শাস্ত্র বিশেষ করে হিন্দু-পুরাণ সম্বন্ধে কবি অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন বলে মনে হয়। আর দশজনের মত রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী যে কবির ভালভাবেই আয়ত্বাধীন ছিল, তা পুঁথিপাঠে ধারণা করা যায়। কিন্তু যে সমস্ত পৌরাণিক কাহিনী সাধারণ শিক্ষিত হিন্দুদের কাছেও সচরাচর জানা থাকে না, কবি সেগুলি সম্বন্ধেও বেশ ওয়াকিবহাল ছিলেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের কাহিনী মোটামুটিভাবে প্রায় সকলেরই জ্ঞাতব্য বিষয়। কিন্তু গঙ্গার জন্ম-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে একথা খাটে না। অথচ কবি অল্প কয়েকটা পদের মধ্যে সে কাহিনী অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যথাঃ

খটক ডমরু বাজে থমকে থমকে নাচে
বিষ্ণুদেব হইল পুলকিত॥
বিষ্ণুর রঙ্গ মনে ব্রহ্মা থুইল কমণ্ডলে
তাতে হইল মকর বাহিনী।
সেহি গঙ্গা ভগীরথে আনিল পৃথিবীতে
হইল গঙ্গা পতিত পাবনী॥ —৬৮-৬৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা।

নারদের সুরহীন সঙ্গীত শ্রবণে বিকলাঙ্গ রাগ রাগিনীদের সংগীতময় করার উদ্দেশে মহাদেব যখন গান করেন তখন তাঁর কণ্ঠ-নিসৃত সুললিত সংগীত শ্রবণ করে বিষ্ণু বিগলিত হয়ে পড়লে ব্রহ্মা বিষ্ণুর সেই বিগলিত অংশকে আপনার কমণ্ডলুতে রক্ষা করেন। বিষ্ণুর সেই বিগলিত অংশই পতিত পাবনী গঙ্গা। এই রকম অনেক কাহিনীর ইঙ্গিত কবির রচনার মধ্যে দেখা যায়। উপাখ্যানগুলির বর্ণনায় মূল কাহিনীর কলেবর অযথা বৃদ্ধি না করে সামান্য কয়েক পঙক্তির মধ্যে সেগুলিকে প্রকাশমান করে তিনি একদিকে যেমন গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন, অপরদিকে পাঠককে অযথা ভারাক্রান্ত হবার হাত থেকে রেহাই দিয়েছেন। যথাঃ

তবে কেন শচীকে না ছাড়ে পুরন্দর॥
ইন্দ্রের গুরু হএ যে গৌতম মহামুনি।
গৌতমে না ছাড়ে কেনে অহল্যা রমণী॥
সর্ব দেবের গুরু হএ দেব বৃহস্পতি।

সেই কেনে না ছাড়ে আপনার যুবতী॥
অগস্ত নামে মুনি মুনির প্রধান।
স্ত্রী ছাড়িয়া কেনে না করে সেই ধ্যান॥
* * * * *

ধর্মরাজ দিননাথ আর দিবাকর।
ছাঞাবতী কন্যা লৈয়া সেহ করে ঘর॥
* * * *

উভরাজ নিশানাথ নাম ধরে শশী।
২৭ শ নক্ষত্রে শুনি তাহার রূপসী॥ —১০১, ১০২ পৃষ্ঠা।

ইন্দ্র ও শচী, গৌতম ও অহল্যা, বৃহস্পতি ও তারা, অগস্ত ও লোপমুদ্রা, সূর্য ও ছায়াবতী, চন্দ্র ও রোহিনী প্রভৃতি ২৭ জন স্ত্রী-র কাহিনীগুলির ইঙ্গিত উপরে উল্লিখিত কয়েকটি পঙক্তির মধ্যে আছে। এইগুলি খুব সাধারণ উপাখ্যান নয়। পৌরাণিক কাহিনী সম্বন্ধে খুব গভীর জ্ঞানের অধিকারী না হলে এগুলি কবির পক্ষে জানার কথা নয়। শুধু এগুলি নয়, গ্রন্থে এই রকম বহু কাহিনীর ইঙ্গিত কবি দিয়েছেন। এই সব দেখে খুব সহজেই ধারণা করা যেতে পারে যে হিন্দু-পুরাণ সম্বন্ধে কবির জ্ঞান ছিল বেশ গভীর।

শুধু হিন্দু-পুরাণ কেন, হিন্দু শাস্ত্রের অনেক জটিল তত্ত্ব সম্বন্ধেও কবির জ্ঞান ছিল গভীর। ঋকবেদের সুপ্রসিদ্ধ "নাস দাসীয়োসদাসীত্তদানীং····" শ্লোকাভিত্তিক জটিল সৃষ্টিতত্ত্বের জ্ঞানও যে কবির ছিল তার প্রমাণ বর্তমান গ্রন্থে পাওয়া যায়। যথাঃ

'নাহি ছিল বীর্য বিন্দু সমাসিত্য কাএয়া।
নাহি ছিল গুরু গোসাঞি ত্রিভুবনের মায়া॥
নাহি ছিল পিণ্ডাপ্রাণের উস্বাষ নিঃশ্বাস।
কোন হেতু নিরঞ্জন করিল প্রকাশ॥ —১৬২ পৃষ্ঠা ও পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

এই সম্পর্কে পাদটীকায় আলোচনা করা হয়েছে। বেদ-উপনিষদের জ্ঞানের সঙ্গে 'আদিপুরাণ' এবং শূন্যপুরাণের কাহিনীও কবির বেশ ভালভাবেই জানা ছিল। এই সম্পর্কে পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মের সহজয়ানী মতবাদ বিশেষ করে চর্যাগীতির ভাবধারার সঙ্গে যে কবির সুগভীর পরিচয় ছিল তা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। বিভিন্ন তন্ত্র-শাস্ত্র সম্বন্ধে কবির গভীর জ্ঞানের পরিচয় পুস্তকের সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কেও পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

মুসলমান কবি শুকুর মাহমুদের ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে যে গভীর জ্ঞান ছিল তার পরিচয়ও এই গ্রন্থে আছে। যথাঃ

আব আতস খাক বাত দিবাকর শশী।
তাবত থাকিতে পিন্ডা ছাড়ে গৃহবাসি॥ —৮২ পৃষ্ঠা।

খাকের খুটি নৌকার টাটি আবের বেড়া।
বনে গুণ টানে নৌকার আতসের মোড়া॥ —৮২ পৃষ্ঠা।

তারি কাছে শ্রীকলার হাট তার নীচে ত্রিপিনির ঘাট
লাহুদে খেলায় ঢেও॥ —১৫৪ পৃষ্ঠা।

চন্দ্র সূর্য দুই দেব একই সমান।
অঙ্গুলির আজ্ঞাএ চন্দ্র হইল খান খান॥
যাহার প্রীতি লাগি রচিল ব্রহ্মাণ্ড।
তাহার আজ্ঞাএ চন্দ্র হইল খণ্ড খণ্ড॥ —১৭১ পৃষ্ঠা ও পাদটীকা।

১৮ চিজে মাতা দোলার পত্তন। —১৭৩ পৃষ্ঠা ও পাদটীকা।

নিজ ধর্মের কথা বাদ দিলেও হিন্দু, বৌদ্ধ, নাথ প্রভৃতি ধর্ম সম্বন্ধে যে-কবির জ্ঞান এত গভীর এবং অসাধারণ তাঁকে 'নিরক্ষর' শ্রেণীর লোক কি করে বলা যায় তা বুঝা কঠিন। কোন বিতর্কমূলক তুলনার আশ্রয় না নিয়েও একথা স্পষ্টভাবেই বলা যায় যে সেই যুগের কবিদের মধ্যে পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধের অধিকারী হিসাবে কবি শুকুর মাহমুদ ছিলেন অন্যতম।

যে দুরূহ আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু নিয়ে কবি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন তা যেমন জটিল তেমনি নিরস এবং শুষ্ক। ঐশ্বর্য, নর-নারীর প্রেমঘটিত আকর্ষণ, বিলাস-ব্যসন, প্রভুত্ব ইত্যাদি ভোগের যাবতীয় সরঞ্জাম যা জীবনকে আনন্দমুখর করে তুলে সেই সব কিছুকে নির্মমভাবে পরিহার করে ত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কঠিন সাধনা দ্বারা আত্মার মুক্তি লাভ—এই হচ্ছে এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। কবির দরবারে আহূত এবং রবাহূত অগণিত ভক্ত শ্রোতার দল তরুণ রাজার এই করুণ কাহিনী শ্রবণ করে করুণা এবং ভক্তি রসে আপ্লুত হতো তা অনুমান করা যায়। ইন্দ্রিয় মাধ্যমে ষড় রিপু কর্তৃক প্রদত্ত ভোগ-বিলাসের সজীব আকর্ষণগুলি তখন সেই সব ভক্ত শ্রোতাদের কাছে নিতান্ত অলীক পদার্থ রূপেই গণ্য হতো। কিন্তু তবু তাদেরই প্রকোপে পড়ে তারা মায়ার প্রায় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বন্দী হয়ে মুক্তির পথ থেকে দূরে সরে থাকত। তরুণ রাজার এই ত্যাগের আদর্শের মধ্যে তারা হয়ত পেত মুক্তির সন্ধান।

ভক্তি এবং করুণ রসে পরিপূর্ণ এ কাহিনী কবি রূপায়ন করেছে নিপুন হাতে। কিন্তু শুধু কাহিনীতেই কাহিনীর শেষ নয়। কাহিনী বিস্তারের সাথে সাথে কবি সংযোজনা করেছেন যোগ ও তন্ত্র শাস্ত্রের গভীর দার্শনিক তত্ত্বভিত্তিক বিষয়সমূহ। মূল কাহিনীর সঙ্গে সেগুলিকে এমন নিপুনভাবে জুড়ে দিয়েছেন যে সাধারণ পাঠকেরও তাতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা কম। অবশ্য শেষের কয়েক পৃষ্ঠায় যে সমস্ত গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা আছে, সেগুলি সাধারণ পাঠকের কাছে তেমন আনন্দদায়ক নাও হতে পারে। সে কারণেই বোধ হয় বিশ্বেশ্বর বাবুর পুঁথির লিপিকর সেই অংশটি বাদই দিয়েছিলেন। এই রকম রসহীন পদার্থ নিয়ে কাব্য রচনা করে সাধারণ পাঠকের কাছে তা আকর্ষণীয় করা খুব সহজ-সাধ্য ব্যাপারে নয়। কিন্তু অসাধারণ সৃজনী শক্তির অধিকারী কবি শুকুর মাহমুদ এই কার্য এমন সুষমভাবে সম্পন্ন করেছেন, যা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির জ্ঞান ছিল অপরিসীম। তাই গভীর তত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে তিনি এমন সব বিষয়ের সংযোগ সাধন করেছেন, যা সাধারণ শ্রোতা বা পাঠকের কাছেও চিত্তাকর্ষক। ভক্তিরস ও করুণ রসের সঙ্গে আদিরসের পরিবেশন করেছেন কাহিনীর প্রায় অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন রস পরিবেশনের ধারাটি বজায় রেখেছেন সংযতভাবে। কতগুলি ভক্তিমূলক হিতোপদেশ ও তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান প্রদানের মধ্যেই যদি গ্রন্থটি সীমাবদ্ধ থাকত তবে গুটিকয়েক ভক্ত শ্রোতা বা পাঠকের মধ্যেই এই গ্রন্থ রচনার সার্থকতা সীমিত থাকত। কবি এই সম্বন্ধে বেশ সচেতন ছিলেন বলে মনে হয়। তাই মানব প্রকৃতির বিভিন্ন দিকের প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। যদিও 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি' গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু, হাসি-কান্না, প্রেম-প্রীতি, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, মিলন-বিরহ প্রভৃতি মানবিক উপাদানগুলিকেও তিনি যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছেন।

এই জাতীয় গ্রন্থে বীর রসের অস্তিত্ব থাকা যে সম্ভব নয় তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু হাস্য-রস থাকা অবান্তর নয়। হাস্য-রস পরিবেশনে কবির যে দৈন্য আছে তা স্বীকার করতেই হবে। অবশ্য 'এক ঠেঙিয়ার' দেশের বিবরণ, কানুফার নারীরূপ ধারণ করে মাথায় 'আউট হাত' কেশ এবং বক্ষদেশে স্তনের আবির্ভাবের কথা বলে, অদুনার বাপের বাড়ীর যোগীদের শুঁড়ির দামড়া বলে অভিহিত করে, লঘু পরিহাসের সৃষ্টি করে কবি যৎকিঞ্চিত হাস্য-রস এখানে সেখানে পরিবেশন করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এইগুলি সারা পুস্তকের মধ্যে অতি সামান্য।

হাস্যরসের প্রাচুর্য না থাকলেও গ্রন্থের গুরু-গম্ভীর বর্ণনাকে একঘেয়েমির হাত থেকে যে বস্তুটি রক্ষা করেছে তা হচ্ছে আদি রস পরিবেশনে কবির অপরিসীম দক্ষতা। নারীর রূপ বর্ণনায় যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা কাব্যিক সৌরভে পরিপূর্ণ ও নিত্য রসপ্রবাহী। রাণীদের প্রসাধন বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেনঃ

দুই দিগে কুঞ্জবন মধ্যে দেব নারায়ণ
চিনিতে না পারে যুবক জন॥
গাঁথিলেক মাথার বেণি যেন হইল নাগের ফণী
মনঝুরে বান্ধিলেক খোঁপা।
তাতে কদম্ব ফুল আগর কস্তুরী তুল
জাদ দিল মানিকের ঝাঁপা॥
ললাট দ্বিতীয়ার চন্দ্র ভুরু যেন মদন কেন্দ্র
সিন্দুরে উদিত দিবাকর।
মৃগমদ চারি পাশে রাহু যেন চন্দ্র গ্রাসে
তাতে তিলক দেখিতে ভ্রমর॥ —৮৫ পৃষ্ঠা।

অদুনার গ্রীবাদেশ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেনঃ

দেখিতে কেন্দেরার নালা সুবর্ণ ঝাড়ির গলা
হংসরাজ গ্রীবার গঠন। —৮৭ পৃষ্ঠা।

রাণীর স্তনযুগলের বর্ণনায় যে ছন্দিত শৈল্পিক রূপের প্রকাশ দেখা যায় তা অপূর্বঃ

কমল কলিকা ফুল সুরঙ্গ যে হিঙ্গুল
তাহা জিনি দুকুচমণ্ডল।
কাঁচুলি তাহার পরে ময়ূরে পেখম ধরে
তাহা দেখি ভুবন বিকল॥ —৮৮ পৃষ্ঠা

হিঙ্গুলের মত রক্তিম কমল কোরককেও রাণীর স্তনযুগল সৌন্দর্যে হার মানায়। সেই অপূর্ব স্তনযুগলের উপরে পরিহিত কাঁচুলি যেন ময়ূরের পেখমের মত শোভা পাচ্ছে এবং তা দেখে পৃথিবী বিকল হয়ে গেছে।

রাণীর কটিদেশ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেনঃ

সিংহ ডমরু জিনি অতি ক্ষীণ মাঞ্জাখানি
তাতে পরে কনক ঘুঙ্গুর।
পরিল লক্ষের সাড়ি বসন্ত কুসুম্ভ বোঁড়
যেন দেখি চন্দ্রের পুতুলী॥ —৮৮ পৃষ্ঠা।

শেষের দুই পঙ্‌ক্তির বর্ণনায় সীমিত শব্দ নিচয়ে যে উপমার সাহায্যে কবি রাণীর সুষমামণ্ডিত দেহের রূপ বর্ণনা করেছেন, তা অতুলনীয়। বসন্তের ফুলের মত যে অপরূপ দেহ তাকে পরিবেষ্টিত করে লক্ষ টাকার সাড়ী পরিধান করার ফলে রাণী চন্দ্র-প্রতিমার মত রূপ ধারণ করেছে। কবি গ্রাম্য কিন্তু রুচিবান ও সুরসিক।

রাণীদের রূপের সাধারণ বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেনঃ

ক্ষীণ মাঞ্জা নারির বাএ হালে গাও।
কুকিলা জিনিঞা যেন নূপুর কাড়ে রাও॥ —৮৯ পৃষ্ঠা।

অন্যত্র,

বার বৎসরের সবে তের নাহি পুরে।
যৌবনের ভারে নাবী হাটিতে না পারে॥ -৯০ পৃষ্ঠা

স্বর্গের অপ্সরাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেনঃ

অধর অরুণ আভা মুখ যেন পুষ্পজবা
হীরা যেন দন্ত মতীচুর॥
নাসিকা মনোহব বাঁশি তিলক শারদ শশী
অধর তাম্বুলে আমোদিত।
মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম না জানি মধুর মর্ম
মধুলোভে [অলি] হইল উপস্থিত॥ —১২৪ পৃষ্ঠা।

অন্যত্র,

অপরূপ কর্মস্থান হৃদএ অতি নির্মাণ
তাহাতে কলি পয়োধর।
হিয়া যেন পদ্মকলি তাতে রত্নের কাঁচুলি
হৃদয়ে লাগিল পঞ্চশর॥
কটিতে পবে কিঙ্কিনি ইন্দ্রসভার নাচনী
যৌবন যেন অমৃত কদলী।
পাএর পঞ্চ অঙ্গুলী যেন চাম্পার কলি
হীরা জড়া কনক পাসলি॥ ১২৫ পৃষ্ঠা।

সুলোচনী বেশ্যার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেনঃ

জোড় ভোঙার মধ্যে পরে তিলকের ফোঁটা।
সিন্দুরিয়া মেঘে যেন বিজলির ছটা॥
নঞানে কাঁজল পরে মেঘের সনে বাদ।
লক্ষের বেসর বেশ্যা পরিল নাসিকাত॥ —১৩৪ পৃষ্ঠা।

অন্যত্র,

চিক্কন মাঞ্জা দিঙ্গল কেশ বাএ হালে গাও।
পুরুষের মন হরে শুনি মুখের রাও॥ --১৩৫ পৃষ্ঠা।

অন্যত্র,

গলেতে পরিল বেশ্যা শতেশ্বরী হার।
সুবর্ণের প্রদীপ যেন জ্বলে অন্ধকার॥
বাহু মৃণাল যেন নক্ষ চাম্পার কলি।
অঙ্গুলে অঙ্গুরি পরে বাহে পরে কলি॥ —১৩৫ পৃষ্ঠা।

অন্যত্র,

গন্ধব চন্দনে অঙ্গ করিল ভূষিত।
মধু লোভে অলিধাএ দেখিলে কিঞ্চিত॥ —১৩৬ পৃষ্ঠা।

অন্যত্র,

অধর শোভিত কর্পূর তাম্বুলে।
দশন ভ্রমর যেন বসিল কমলে॥ —১৩৫ পৃষ্ঠা।

এই রকম দৃষ্টান্ত গ্রন্থের সর্বত্র বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। কবি গ্রাম্য হলেও প্রজ্ঞাশীল, রুচিবান ও সুরসিক।

আদি রসের সঙ্গে করুণ রসের মিশ্রণ এই কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য বলে ধরা যেতে পারে। স্বামীর আসন্ন সন্ন্যাস যাত্রার সংবাদ শুনে রাণীদের মনের অবস্থা কবি ভারী সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। যথাঃ

শুনিঞা ক্ষেতুয়ার তুণ্ডে আকাশ পড়িল মুণ্ডে
স্বামী আমার হয়্যা জাএ যুগী।
* *
ইরূপ যৌবন কালে এহি ছিল কপালে
যুগী হইবে নঞনের কাঁজল।
পতি যাবে যুগী হইয়া ঘরে রব কাবে লৈয়া
চারি রাণী খাইব গরল॥ ৮৪ পৃষ্ঠা।

অন্যত্র,

নারীকুলে জন্ম যার নাহি প্রাণপতি।
চন্দ্র বিনে দেখি যেন অন্ধকার রাতি॥
জল বিনে মৎস্যের জীবার নাহি আশ।
স্বামী বিনে নারীলোকের সকলি বিনাস॥
জিউ বিনে শরীরের নাহিক উপাএ।
স্বামী বিনে নারীলোকের মিথ্যা রূপ হএ॥ ৯০ পৃষ্ঠা।

পতির অবর্তমানে যুবতী নারীর বিরহ-বেদনার কাহিনী বাংলাদেশে অত্যন্ত সুপরিচিত। এই বারমাসী গান বহুকাল থেকে প্রচলিত এবং আজও গ্রাম-বাংলার প্রায় সর্বত্র তা' গীত হয়ে থাকে। বর্তমান গ্রন্থে রাণীদের বিরহ-বেদনার কাহিনী বারমাসী গানের ভিতর দিয়ে কবি প্রকাশ করেছেন। গানটি সুদীর্ঘ নয় কিন্তু বর্ণনা যেমন মৌলিক তেমনি নির্মল, সহজবোধ্য ও স্বচ্ছ-প্রবাহী। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। যথাঃ

অগ্রাণ মাসেতে স্বামী হেমন্তের ধান।
যার স্বামী ঘরে তাহার যৌবনের গুমান॥
* * *
পউষ মাসেতে স্বামী পৌষা অন্ধকারি।
স্বামী বিনে যুবতীর যৌবন মহাভারি॥
* * *
লেপ লেহলি আর যত আভরণ।
স্বামী বিনে নাহি নারীর জাড়ের ওড়ন॥
ফালগুণ মাসেতে স্বামী মঞ্জুরে তরুবর।
স্বামীর কারণে নারী সদাএ ফাপোর॥
পশুপক্ষী আদি যত সেহত মুরুখ।
স্বামী সঙ্গে ক্রীড়া করে নানান কউতুক॥
* * *

বৈশাখ মাসেতে স্বামী ডহ ডহ খরাণি।
নারীর যৌবন জ্বলে বিরহ অগনি॥
জৈষ্ঠি মাসেতে স্বামী কৃষাণে বুনে ধান।
বিনে বরিষণে জমি রহিল শুকান॥

*　　　*　　　*

আষাঢ় মাসেতে স্বামী নিসাড়ে পোহাএ রাতি।
স্বামী কোলে কবে থাকে নারী ভাগ্যবতী॥
ভাগ্যবতী নারী যাহার স্বামী আছে ঘরে।
কমলেতে মধুপান করাএ ভ্রমরে॥
শ্রাবণ মাসেতে স্বামী যমুনার তরঙ্গ।
গঙ্গাএ সাগরে দুহে হএ এক সঙ্গ॥
সংসার ভরিল স্বামী বরিষার জলে।
যুবতী পড়িয়া মরে মদন অনলে॥

*　　　*　　　*

নবীন যৌবন প্রভু বীনদের কালে।
যুগী হইবে প্রাণনাথ এহী ছিল কপালে॥　　১১, ৯২, ৯৩ পৃষ্ঠা।

বিরহিনী যৌবনবতী নারীর এই বেদনার প্রকাশ সত্যই অনুপম। ভাষা সরল ও সহজবোধ্য। উপমাগুলিকেও এই পর্যায়ে ফেলা যায়। বৈশাখের খর রৌদ্র, জৈষ্ঠ মাসে কৃষাণের ধান বুনা, শ্রাবনের নদীর উত্তাল তরঙ্গ গ্রাম-বাংলার চিরন্তন প্রাকৃতিক দৃশ্য। কিন্তু অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির অধিকারী শুকুর মাহমুদ এই অতি সাধারণ এবং সতত দৃশ্যমান উপমাগুলির ভিতর দিয়ে বিরহিনী নারীর মর্মবেদনার যে করুণ ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তা অনন্য ও অসাধারণ এবং তাঁর এই রূপায়ন রুচিশীল ও মার্জিত কবি মনের পরিচায়ক। শিল্পী ছবি আঁকেন তুলি দিয়ে আর কবি এঁকেছেন কাব্যের মাধ্যমে। যেন প্রাণবন্ত ছবি।

এই প্রসঙ্গে যৌতুক হিসাবে প্রাপ্ত বাণী পদুনার মনোবেদনার যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন তা অতুলনীয়। রাজার সন্ন্যাস-যাত্রার প্রাক্কালে পদুনা বলছেঃ

শুন মোর দুঃখের কথা　　প্রসবকালে মৈল মাতা
　　মাসীমাএ করিল পালন॥
আমার যতেক দুঃখ　　কহিতে বিদরে বুক
　　নাহি জানি কি রূপ জননী।

*　　　*　　　*

মরি আমি মনস্তাপে　　বিভা নাহি দিল বাপে
　　পিতা আমাক দিলেন যৌতুক।

*　　　*　　　*

তনু পাথরের প্রায়　　তৃষ্ণায় ফাটিয়া জাএ
　　অন্তরে অন্তরে লাগে ব্যথা॥
যেন চকমকি পাথর　　থাকে অগ্নি নিরন্তর
　　জলে ডুবিলে নাহি যাএ।
যেন অগ্নি দাবানলে　　দিবানিশী তবে জ্বলে
　　জুড়াতে না দেখি উপাএ॥

*　　　*　　　*

না জানি কি অপরাধ　　কিবা জানি বিধির বাধ
　　জুড়াইতে নাহি কোন স্থান॥

পতিহীন গৃহবাস কি তার জীবনের আশ
জল বিনে মৎস্যের মরণ।
দিবসে জুড়এ বাতি জেন অমাবস্যার রাতি
কি করে সহস্র তারাগণ॥

চকমকি পাথর ও দাবানলের উপমাগুলি দ্বারা কবি যে করুণ চিত্রটি তুলে ধরেছেন তা কাব্যিক সৌরভে পরিপূর্ণ। ভাষার দিক দিয়ে তা সহজ, সরল, সংযত ও সংহত ভাষার প্রোজ্জ্বল নিদর্শন।

বিভিন্ন রস পরিবেশনে কবির অপরিসীম দক্ষতার কথা বাদ দিলেও আরও একটি বস্তু গ্রন্থটিকে অপূর্ব কাব্যিক মাধুর্যে পরিপূর্ণ করেছে তা হচ্ছে ভাষার উপর কবির পরিপূর্ণ দখল এবং প্রকাশের অসাধারণ ক্ষমতা। সুষম এবং সংহত ভাষায় এই প্রকাশের ক্ষমতা কাহিনীর প্রতিটি ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

তখনকার দিনের বাংলা কাব্যে সংস্কৃতের প্রভাব বেশ ভালভাবেই পড়েছে। যুগের অতি অল্প সংখ্যক কবিই এই প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন। অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী কবি শুকুর মাহমুদ গ্রামীণ সভ্যতার কবি হলেও সংস্কৃতের প্রভাব এড়াতে পারেননি। সংস্কৃত ভাষা বোধ হয় তিনি জানতেনও কিছু কিছু। গ্রন্থের একস্থানে তিনি একটি সংস্কৃত শ্লোকও উদ্ধৃত করেছেন। যথা ঃ

কুখিল রূপং রূপং নাশ্‌তি নারি রূপং পতিব্রতা।
পুরুশ রূপং গুণবিদ্যাঃ খেমা রূপং তপশ্বা॥ —৪৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা।

এই সংস্কৃত শ্লোকের কথা ছেড়ে দিলেও গ্রন্থের মধ্যে বিভিন্ন অলংকার, উপমা, শব্দ-বিন্যাস এবং বাচনভঙ্গির মধ্যে সংস্কৃত কাব্যের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। মহাকবি আলাওলের (১৫৯৭—১৬৭৩) আবির্ভাব শুকুর মাহমুদের কিছু কাল আগে। আলাওলের কাব্যের মধ্যে সংস্কৃত কাব্যের যে প্রভাব দেখা যায়, শুকুর মাহমুদের বেলায়ও তার বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটেনি। আলাওল কাব্য রচনা করেন আরাকানে এবং সেই কাব্য তখনকার দিনে সুদূর রাজশাহীতে পৌঁছেছিল কিনা বলা কঠিন। আলাওলের কাব্যের কথা বাদ দিলেও সংস্কৃত কাব্যের প্রভাবে বাংলা কাব্য যে বিশেষ-ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল, যুগের অন্যান্য গ্রন্থ পাঠেও তা বুঝা যায়। যুগের এই প্রভাব যে কবি শুকুর মাহমুদও এড়াতে পারেননি তা আগেই বলা হয়েছে।

কবি সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব থেকে মুক্ত না হলেও আপন ভাবধারা প্রকাশের বেলায় তাঁর স্বকীয় সত্তা এবং বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মাত্রায় বজায় রেখেছেন। সংস্কৃত অর্থাৎ সাধু ভাষা এবং প্রচলিত বাংলা ভাষার অপূর্ব সমন্বয়ে তিনি তাঁর ভাবকে প্রকাশ করেছেন। এটাকে মৌলিক বলা যায় কিনা জানি না কিন্তু এটা যে কবির বৈশিষ্ট্য, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তার ভাষা সহজ, সরল, সংযত এবং সংহত। বহুল বক্তব্যকে সীমিত শব্দনিচয়ে প্রকাশমান করে বাচন-ভঙ্গির যে দৃষ্টান্ত তিনি গ্রন্থের সর্বত্র দিয়েছেন, তা মার্জিত কবি-মনের পরিচায়ক। হিমালয়-কন্যা পর্বতীর কথা বলতে গিয়ে তিনি এক স্থানে বলেছেনঃ

'এহিমতে শাপ দিল হেমন্ত দুহিতা।' —৩৩ পৃষ্ঠা।

হিমালয় কন্যা পার্বতীর 'হেমন্তের দুহিতা' পরিচয় ভারী কবিত্বময়!

অন্যত্র পার্বতী সম্বন্ধে তিনি বলেছেনঃ

বসন্‌ পরিল দেবী ভুবন বিসার॥
আপনি বাড়েন চণ্ডি আপনি পরশে।
টলিল সিন্ধার মন ভবানীর বেশে॥ —৩১ পৃষ্ঠা।

সহজ ভাষায় এমন সুন্দর বর্ণনার দৃষ্টান্ত পুঁথির সর্বত্রই আছে। যথাঃ

চরণেতে জল দিয়া বসিল ব্রাহ্মণ। —৯ পৃষ্ঠা।
মকরন্দ লোভে তাথে বেড়িল ভ্রমর।
রাজহংস বহে রথ সারথি পবন॥ —৩৫ পৃষ্ঠা।
চলিল কানেফার রথ অতি খরতর।
দক্ষিণেতে গেল রথ যথাতে সাগর॥ —৩৬ পৃষ্ঠা।
কানেফা কহিল তখন করিয়া মায়াবন্ধ।
সাক্ষাতে আছেন খাড়া সোনার গুপিচন্দ্র॥ ৫১ পৃষ্ঠা।
ক্ষেতু বলেন তোমরা খেলা কর দূর।
যুগী হইয়া যায় তোমার শীষের সিন্দুর॥ —৮৩ পৃষ্ঠা।

একমাত্র হিন্দুঘরের সধবা নারীই মাথায় সিঁদুর পরতে পারে। স্বামীকে 'শীষের সিন্দুর' অর্থাৎ সীমন্তের সিঁদুর বলে পরিচয় দেওয়া অতি সুন্দর উপমা।

দ্বিতীয়া প্রহর বেলা বসন্তের খরা।
তাহাতে রাজার বুকে পাথরের ভরা॥
যাহার শরীরে না সএ পুষ্পের ভর।
সপ্তমণ পাথর তাহার বুকের উপর॥

এই চার পঙ্‌ক্তির ভাষা যেমন সহজবোধ্য তেমনি স্বচ্ছপ্রবাহী। দৃষ্টান্তস্বরূপ সামান্য কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উপরে উদ্ধৃত হলো। গ্রন্থের সর্বত্রই কবির অসাধারণ প্রকাশ-শক্তির নিদর্শন আছে।

অলংকার ব্যবহারে কবি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অনুপ্রাস, উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা অতিশয়োক্তি, ইত্যাদি বিভিন্ন অলংকার গ্রন্থে দেখা যায়। ভাবের বাহন ভাষা। হারেমের সুন্দরীর সুবর্ণ খচিত বাহনের মত ভাষাকে অধিকতর সুসজ্জিত করে ভাবকে তিনি আচ্ছন্ন করে রাখেননি। অথবা 'বিকিনির' স্বল্প পরিসর বস্ত্রখণ্ডে সুন্দরীর দেহকে আবরণমুক্তও করেননি। বরং এই দুই-এর মধ্যে একটি সুষম এবং মার্জিত সমন্বয়ের সফল প্রচেষ্টা গ্রন্থের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কাব্যকে যদি রূপসী তরুণী বলে কল্পনা করা যায় তবে অলংকার হচ্ছে তার আভরণ। অলংকারের অযথা প্রয়োগ দ্বারা কবি কাব্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে ব্যাহত করেননি। কবি গ্রামীণ সভ্যতার লোক। কিন্তু গ্রামের মেয়েদের মত অধিক সংখ্যক মোটা এবং ভারী অলংকারই সৌন্দর্যবৃদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায় মনে না করে কবি এই ব্যাপারে যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। প্রয়োজনবোধে অলংকার তিনি ব্যবহার করেছেন এবং সেখানে অলংকারের ব্যবহার কাব্যের উৎকর্ষতাই বৃদ্ধি করেছে এবং সেই অলংকার সুষমা-মন্ডিত তরুণীর রূপ-লাবণ্যকে শতগুণে বাড়িয়ে দেবার মত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিরহিনী নারীর মর্মবেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে কবি বলেছেনঃ

জৈষ্ঠ মাসেতে স্বামী কৃষাণে বুনে ধান।
বিনে বরিষণে জমি রহিল শুকান॥

*　　*　　*

শ্রাবণ মাসেতে স্বামী যমুনার তরঙ্গ।
গঙ্গাএ সাগরে দুহে হএ এক সঙ্গ॥
সংসার ভরিল স্বামী বরিষার জলে। যুবতী পড়িয়া মরে মদনআনলে॥ —৯২ পৃষ্ঠা।

উত্তরে গুপিচন্দ্র বলছেনঃ

নারীর যৌবন যেন মহাকালের আকার। উপরে চিক্কণ দেখি ভিতরে আঙ্গার॥

*　　*　　*

মুখের ছটা তোমার ঝুরিয়া পড়িবে। সকয়া কাঁকলী মাঙ্গা হালিয়া পড়িবে॥

* * *

আষাঢ় শ্রাবণে গঙ্গা উথলে সাগর। চৈত্র মাসেতে গঙ্গা দেএ বালুর চর॥ —৯৪ পৃষ্ঠা।

শেষ দুই পঙ্‌ক্তিতে অতি সাধারণ উপমার সাহায্যে কবি যে ভাব ব্যক্ত করেছেন তা' অতুলনীয়। নারী-পুরুষের মিলনের পরিণতি সম্বন্ধে কবি বলেছেনঃ

পুরুষের ধন লয়া নারি ব্যাপার করে। মিথ্যা থাকি পুরুষ সব বেগার খাটি মরে॥
আপনার হাল গরু বেগেনার জমি চাষ। আববলের ক্ষয় আর বিছনের বিনাশ॥
লোহা দিয়ে বান্ধে লাঙ্গল মাটিতে করে ক্ষয়। থোর কলা বাঁদুড়ে খাইলে কলা ডাঙ্গর নএ॥
কাঁচা বাঁশে ঘুণ লাগিলে কতই ভার সএ। মুল থুনিতে ঘুণ লাগিলে ঘর পড়িয়া যাএ॥

* * *

সহস্র ফোঁটা রক্তে হএ রতি মহারস। সে ধন ফুরাইলে পুরুষ হএ নারীর বশ॥
—৬২ পৃষ্ঠা।

রমনী-বর্জিত যে সাধন প্রণালী এই পুঁথির প্রতিপাদ্য বিষয় তাতে নারী-পুরুষের মিলনের এই পরিণতির ইঙ্গিত ময়নামতীর মুখে কবি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন উপমা ও রূপকের সাহায্যে। মাতা-পুত্রের আলোচনার মধ্যে একটি মার্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কাব্যিক আভরণের সঙ্গে একটি লৌকিক আবরণও আছে এই সুন্দর বর্ণনার মধ্যে। আবার একই ব্যাপারে গোপিচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে অন্যত্র অদুনার মুখ দিয়ে কবি বলেছেনঃ

পুরুষের স্ত্রী নারী নারী সে জননী। নারী লয়া ঘর করে যত মহামুনি॥
সুর নর নাগ যত পশু পক্ষী কীটে। রাক্ষস অসুর জন্ম নারীর পেটে॥
স্ত্রী পুরুষে সংসার সর্ব শাস্ত্রে কএ। বিনে নারী কাহার জন্ম কহ মহাশয়॥
—১০৩ পৃষ্ঠা।

এই তো গেল কাব্যরস পরিবেশনের দিক। এ ব্যাপারে কবির কৃতিত্ব যে অনস্বীকার্য তা উপরের আলোচনা থেকে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে। তা ছাড়া কবি যে বক্তব্য পেশ করার মানসে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন তাও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে তাঁর অসাধারণ কাব্যপ্রতিভায়। এই কাব্যের বিষয়বস্তু যে অত্যন্ত নীরস তা আগেই বলা হয়েছে। এই নীরস পদার্থগুলির প্রকাশের মধ্যে কবির প্রতিভার ছাপ আছে প্রায় সর্বত্র। অবশ্য এ কথা ঠিক যে তন্ত্র-শাস্ত্রের গুপ্ত কুঠরীতে প্রবেশ করার চাবি-কাঠি না থাকলে এই সমস্ত অর্থ বের করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু ভিতরের এই আধ্যাত্মিক অর্থ ছাড়াও আর একটি সহজবোধ্য অর্থ খাড়া করা তেমন দুরূহ ব্যাপার নয়। এবং সেইখানেই কবির কৃতিত্ব। যেমন。

শুন বাছা গোপিচন্দ্র যোগের কাহিনী। বাইন শুদ্ধ হইলে নৌকা না লইবে পানি॥

* * *

দুই খানি চৌউর নোকার বৈঠা দুই খানি। ভগরা গোফাতে বৈসে আছে নৌকার দেয়ানি॥
—৮০ পৃষ্ঠা।

* * *

মন পবনের সঙ্গে না করিল মেলা। তকারণে পরম হংসা উড়ি উড়ি গেলা॥
উড়ি উড়ি গেল হংসা নাহি গেল দুর। বাহুড়িয়া আইসে হংসা নিরঞ্জনের পুর॥
নিরঞ্জেনর পুর বাছা হংসার বিহার। জ্ঞান মহারস তাতে পবনের আহার॥ —১৬০ পৃষ্ঠা।

* * *

পুস্প মধ্যে গন্ধ যেন দুগ্ধ মধ্যে ননি। শরীর মধ্যে তেমতি আছে চুড়ামণি॥
চতুর দশ ভুবন মধ্যে দশমি দুয়ারী। খিড়কীর দ্বাবে সর্বস্ব ঘরের যাবে চুরি॥
জাগিতে জাগিতে প্রহরী যাইবে নিন্দ। পৈখরের পাড়ে চোবা দিবে গিয়া সিন্দ॥
দ্বারী প্রহরী ছাড়িবে চাকি থানা। পাঁচ পন্ডিত ছাড়িবে ভাঙ্গিবে বারামখানা॥

যখন যাইবে চোরা চুরি করিবার। কপাটের খিল ভাঙ্গি করিবে দুয়ার॥
ছাড়ি যাবে চারি জন বিপর্ত ভুবনে। রহে বহে স্তনের মধ্যে মরে কোন জনে॥

—১৭৫ পৃষ্ঠা।

এ-রকম বহু দৃষ্টান্ত আছে। এগুলিকে চর্যাগীতিকার সংগে তুলনা করা চলে। চর্যাগীতিকায় অনেকস্থলে দেখা যায় ভিতরের অন্তর্নিহিত গূঢ় তত্ত্ব-বিষয়ক অর্থ বাদ দিলেও অনেক চর্যাপদে একটা সাধারণভাবে বোধগম্য অর্থ দাঁড়া করানো যায়। উপরে উল্লিখিত পদ এবং গ্রন্থের অনুরূপ অনেক পদ এই পর্যায়ে পড়ে।

ভাষার দিক দিয়ে বিচার কবতে গেলে পুরান কথাব পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয় সহজ, সরল ভাষার মাধ্যমে যে-কোন প্রকার ভাবকে প্রকাশ করার যে অসাধাবণ ক্ষমতা পুস্তকের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় বর্তমান ক্ষেত্রেও তাব ব্যতিক্রম ঘটেনি।

উপসংহারে এটুকু বলা যেতে পারে যে এই অসাধারণ প্রতিভাশালী কবির সম্যক পরিচয় আজও সুধী সমাজে হয়নি। গুপিচন্দ্রের কাহিনীর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল এবং আজও আছে। অনেকে এই সম্বন্ধে কাব্য রচনা করেছেন। কবি শুকুব মাহমুদকে আমরা তাঁদের মধ্যেই একজন রচয়িতা হিসাবে ধরে নিয়েছি এবং এর বাইরে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ করে তাঁর কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে জানতে চাইনি। আলোচ্য গ্রন্থ যে প্রতিভাব পরিচয বহন করে তাতে কবিব প্রতি সুবিচার করা হয়েছে কিনা সেই বিচাবেব ভাব সুধী সমাজেব হাতেই তুলে দিলাম।

## মধ্যযুগের কবি শুকুর মাহ্‌মুদের স্থান।

বাঙ্‌লাদেশের প্রাচীনতম রচনার নিদর্শন সংস্কৃত ভাষায়। বিভিন্ন উৎকীর্ণ লিপি এবং পুস্তকে সম্রাট অশোকের আমল থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগ পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় রচিত এ সমস্ত নিদর্শন দেখে ধারণা করা হয়েছিল যে মধ্যযুগের আগে বাঙ্‌লা ভাষায় কোন রচনা ছিল না। সেই যুগে বাঙ্‌লা ভাষার কি রূপ ছিল অথবা সেই ভাষা সেকালে আদৌ প্রচলিত ছিল কি না সেই সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করার কোন উপকরণ অনেকদিন পর্যন্ত ছিল না। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মত চর্যাগীতিকার আবিষ্কার হলো ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বদৌলতে এবং এই অসাধারণ আবিষ্কার বাঙলা ভাষার অস্তিত্ব সম্পর্কে এক অভিনব চেতনার সৃষ্টি করল।

চর্যাগীতিকার রচনা কাল নিয়ে পন্ডিত মহলে যে মতভেদ আছে, তা আগেই আলোচিত হয়েছে। সপ্তম থেকে দ্বাদশ অথবা নবম-দশম থেকে দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের যে কোনটাই হোক না কেন, চর্যাগীতি যে বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন এ সম্পর্কে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। থাকতে পারে না। সন্ধ্যা অথবা রূপকের ভাষায় রচিত ধর্মকেন্দ্রিক এই পদগুলি তদানীন্তন বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। একথা ঠিক যে কোন টীকার সাহায্য ছাড়া এই পদগুলিব অন্তর্নিহিত গুহ্য রহস্যময় ভাবধারা উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু সেই সঙ্গে একথা অবশ্যই মানতে হবে যে এ ধরণের ভাষার ব্যবহার শুধু সেই ভাষায়ই সম্ভব যে ভাষা যুগের সাধারণ ভাবধারা সাধারণভাবে প্রকাশে সমর্থ। অর্থাৎ রূপকের ভাষার ব্যবহার সেখানেই সম্ভব যেখানে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত ভাষা সাধারণভাবে বোধগম্য। অতএব এ ধারণা করা যেতে পারে যে চর্যাগীতি যখন রচিত হয়েছিল তখন বাঙ্‌লা ভাষা সেই জনমনের সর্বপ্রকার ভাবধারা প্রকাশের ক্ষমতার অধিকারী ছিল।

চর্যাগীতির ভাষায় আরও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ঠ্য হলো অধিক বাক্য ব্যয় না করে অতি অল্প কথায় বিরাট ভাবকে প্রকাশ করার ক্ষমতা। পববর্তীকালের (মধ্যযুগীয়) বহুল বাক্য প্রয়োগের দৃষ্টান্তগুলিকে পাশাপাশি রাখলে এই সত্যটি সহজেই ধরা পড়ে। ভাষার উপর পরিপূর্ণ দখল থাকলেই এ রকম রচনা সম্ভবপর হতে পারে। তার আগে সীমিত শব্দ নিয়ে বৃহৎ ভাবকে প্রকাশ করার ক্ষমতা ভাষারও থাকা চাই। চর্যাগীতি পাঠে এ ধারণাও করা যায় যে তখনকার দিনের বাঙলা ভাষার এই ক্ষমতা ছিল।

যদিও এক বিশেষ ধর্মীয় ভারধারা (বৌদ্ধ সহজিয়া) প্রকাশের জন্য চর্যাপদগুলি রচিত হয়েছিল, ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য হিসাবেও এইগুলির যে একটি বিশেষ মূল্য আছে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত একটি পদকে ধরা যেতে পারে। যথাঃ

> নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ। ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ॥
> আলো ডোম্বি তোএ সম করিব ম সাঙ্গ। নিঘিন কাহ্ন কাপালি জোই লাংগ॥
> এক সো পাদমা চোষঠ্‌ঠী পাখুড়ী। তঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বি বাপুড়ী॥
> হালো ডোম্বি তো পুছমি সদভাবে। আইসসি জাসি কাহরি নাবেঁ॥
> তান্তি বিকণঅ ডোম্বি অবরণা চাংগেড়া। তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পেড়া॥
> তুলো ডোম্বি হাঁউ কপালী। তোহোর অন্তরে মোএ ঘেণিলি হাড়ের মালী॥
> সরবর ভাঞ্জিঅ ডোম্বিখাঅ মোলাণ। মারমি ডোম্বি লেমি পরাণ॥

এই রকম দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। এই সমস্ত পদে বর্ণিত গুহ্য রহস্যময় তান্ত্রিক ভাবধারা ছাড়াও একটি সহজ ও সরল অর্থ আছে। সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, প্রেম-প্রীতি, বিরহ-মিলন ইত্যাদি মানব জীবনের সাধারণ এবং স্বাভাবিক উপাদানগুলির প্রতিফলন দেখা যায় এই সমস্ত পদে।

শুধু মাত্র ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারা নিয়েই কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ বা রচনা এ যুগে রচিত হয়েছিল কি না সে প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি। সেই যুগটা ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যের যুগ হলেও ধর্ম-নিরপেক্ষ সাহিত্যের অস্তিত্বের কথা একদম উড়িয়ে দেওয়া যায় না। যে ভাষা চর্যাগীতির মত গভীর তত্ত্ববিষয়ক ভাবধারা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশে সমর্থ, সে ভাষা যে দীন নয়, তা স্বীকার করতেই হবে। পরন্তু সেই ভাষা সমৃদ্ধ। এবং তাতে ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য (সংখ্যায় কম হলেও) রচিত হয়েছিল এ অনুমান করা খুব অযৌক্তিক বলে মনে হয় না।

চর্যাগীতি ছাড়া আরও অনেক রচনা হয়ত সেই ভাষায় রচিত হয়েছিল। কিছু সংখ্যক রচনার হদিস পাওয়া গেছে। অন্যগুলি সম্বন্ধে অনুমান করা যেতে পারে আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত রচনাগুলির সহায়তায়। অথচ এই চর্যাগীতি রচনার পরে বেশ কয়েক শ' বছর ধরে বাঙলা ভাষায় রচিত কোন সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে না। তবে কি মুসলমানদের বাঙলাদেশ অধিকারের পরে, দম বন্ধ হয়ে যাওয়া ঘড়ির মত বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য চলতে চলতে থেমে গিয়েছিল? বহুকাল পরে আবার নূতন করে দম পেয়ে সেখান থেকেই চলতে শুরু করেছিল? ১২০১ খৃষ্টাব্দে বখ্তিয়ার খিলজী কর্তৃক বাঙলাদেশের অধিকারের সময় এবং পরে কিছুকাল পর্যন্ত হয়ত রাষ্ট্রীয় ও তদ্‌সংক্রান্ত নানারূপ বিপর্যয়ের দরুণ প্রাথমিক পর্যায়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের পথে কিছুটা বাধা পড়েছিল। কিন্তু তাই বলে এর দ্বার রুদ্ধ হয়েছিল, এ কথা বলা চলে না। পরবর্তীকালের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের নমুনা দেখেও তা মনে হয় না। পরবর্তীকালের প্রথম দিকের যে সমস্ত রচনা পাওয়া গেছে সেগুলি একদিক দিয়ে যেমন সাহিত্য-রসে ভরপুর, অপরদিকে ভাষার উৎকর্ষতায়ও সমৃদ্ধ। তদুপরি চর্যাগীতির ভাবধারা ও ভাষার রেশও তাদের মধ্যে আছে। কবি বড়ু চন্ডীদাসের রচনার মধ্যে কবি জয়দেবের ভাবধারার সঙ্গে চর্যাগীতির ভাবধারাও বিদ্যমান। যথাঃ—

"অহো নিশি যোগ ধেআই। মন পবন গগনে রহাই॥
মূল কমলে করিলে মধু পান। এবে পাইঞাঁ আহ্মে ব্রহ্মগেআন॥
দূরে অনুসর সুন্দরী রাহী। মিছা লোভ কর পায়িতে কাহ্নাঞী॥ ধ্রু॥
ইড়া পিংগলা সুসমনা সন্ধী। মন পবন তাতে বৈল বন্দী॥
দশমি দুয়ারে দিলোঁ কপাট। এবে চড়িলোঁ মোসে যোগবাট॥ ২॥

এই ভাষা ও সাহিত্য থেমে যাওয়া পর্যায় থেকে পুনরারম্ভ নয়; অ, আ, ক, খ থেকে আরম্ভ তো নয়ই। এই ভাষা ও সাহিত্য গতিশীলতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে। অর্থাৎ এই ভাষা ও সাহিত্যের গতি ছিল, অনুশীলন ছিল। হয়ত বিশেষ কারণে মাঝখানের রচনাগুলি আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আদি ও মধ্য যুগের অনেক রচনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট উক্তি থাকা সত্ত্বেও অনেক রচনার সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য বলতে মুসলমান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় অথবা তাঁদের সময়ে রচিত সাহিত্যকেই বুঝায়। খুব সম্ভব বাঙলার সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্‌র (১৩৪২—৫৭ খৃঃ) সময় থেকেই এই সাহিত্যের প্রতি মুসলমান সুলতানদের বিশেষ সুদৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং তাঁদের পরিপোষকতায় এই ভাষা ও সাহিত্য দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই যুগের আদি রচয়িতাকে নিয়ে ইদানীং একটি মত-ভেদের সৃষ্টি হয়েছে। শাহ্ মোহাম্মদ সগীর রচিত 'ইউসুফ যুলায়খা' এবং বড়ু চন্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'-এর রচনাকাল নিয়ে এ বিতর্কের সৃষ্টি।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও ডক্টর এনামুল হক সগীর রচিত 'ইউসুফ যুলায়খা'কে ইলিয়াস শাহ্‌র পৌত্র সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ্‌র (১৩৮৯—১৪১০ খৃঃ) রাজত্বকালে রচিত বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তা যদি হয় তবে মেনে নিতে হবে যে চর্যাগীতির পরেই ইউসুফ যুলায়খা বাঙলা সাহিত্যের আদি রচনা। কিন্তু এই সম্পর্কে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যক্ষ এবং বর্তমানে বাঙলা একাডেমির মহাপরিচালক ডক্টর মযহারুল ইসলাম যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "........অথচ আমরা জানি লিপি ও ভাষার বিচারে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সগীরের ইউসুফ জোলায়খা অপেক্ষা প্রাচীন। অবশ্য জনাব ডাঃ হক যদি

উক্ত চণ্ডীদাসকে পদাবলীর চণ্ডীদাস বলেন তবে বলিবার কিছুই থাকে না। কিন্তু তাহা তিনি বলেন নাই। এমতাবস্থায় বড়ু চণ্ডীদাসকে পরবর্তী এবং সগীরকে পূর্ববর্তী কবি বলিয়া তিনি যে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়াছেন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তা সমর্থন করা যায় না—যদিও সগীর সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা যুক্তিসহ"।[১]

যে কয়েকটি পদের উপর নির্ভর করে তাঁরা সগীরকে গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ্‌র সমসাময়িক মনে করেছেন তা' নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। যথাঃ

"তৃতীয় প্রণাম করো রাজ্যক ঈশ্বর। বাঘে ছাগে পানি খাএ নির্ভয় নির্ভর॥
রাজ রাজেশ্বর মধ্যে ধার্মিক পন্ডিত। দেব অবতার নৃপ জগৎ বিদিত॥
মনুষ্যের মধ্যে জেহ্ ধর্ম অবতার। মহানরপতি গ্যছ পৃথিবীর সার॥
ঠাঁই ঠাঁই ইচ্ছে রাজ্য আপনা বিজয়। পুত্র শিষ্য হন্তে তিঁহ মাগে পরাজয়॥
মহাজন বাক্য ইহ পূরণ করিয়া। লইলেন্ত রাজ্যপাট বঙ্গাল গৌড়িয়া॥

* * * * *

মহাম্মদ ছগীর তান আজ্ঞাক অধীন। তাহান আছুক যশ এ ভুবন তিন॥

"মহানরপতি গ্যছ ' চরণে উল্লিখিত 'গ্যছ' গিয়াসউদ্দীন হতে পারেন। কিন্তু অন্য কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণের অভাবে গিয়াসউদ্দীন নামের অন্য কোন নৃপতি না হয়ে আযম্ শাহ্ই কেন হবেন তা বুঝা যাচ্ছে না। এই নামের আযম শাহ্‌র পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অনেক নৃপতির সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্ববর্তীদের কথা বাদ দেওয়া যায় ভাষাগত কারণে। পরবর্তীকালে এ নামের নিম্নলিখিত চারজন নৃপতি ছিলেন। যথাঃ

১। আবদুল বদর গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ্ (হুসেন শাহ্‌র পুত্র)—১৫৩৩—৩৮ খৃঃ।
২। গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ্—১৫৫৫—৬০ খৃঃ।
৩। গিয়াসউদ্দীন জালাল শাহ্—১৫৬০—৬৩ খৃঃ।
৪। গিয়াসউদ্দীন (তৃতীয়)—১৫৬৩—৬৪ খৃঃ।

শেষোক্ত তিনজনের সম্বন্ধে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ বলেন যে তাঁরা যে কেউ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই। শুধু এই প্রমাণের অভাবকে যুক্তি হিসাবে দাঁড় করিয়ে দিয়ে, তাঁদের কোন এক জনের সময়ে যে এ গ্রন্থ রচিত হতে পাবে না, এই ধারণা যুক্তিসহ বলে মনে হয় না। তাঁদের কথা ছেড়ে দিলেও গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ্‌কে বিদ্যোৎসাহী না হবার অপবাদ দেওয়া যায় না। পিতা হুসেন (১৪৯৩—১৫১৯) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাসিরউদ্দীন নসরত শাহ্ (১৫১৯—১৫৩২), এবং ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ্ (১৫৩২—৩৩) যে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে। তিনি নিজেও যে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন মিথিলায় প্রাপ্ত বিদ্যাপতি নামে এক কবির ভণিতাযুক্ত একটি গানে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথাঃ

"বেকতে ও চৌরি গুপুত কর কত্খন বিদ্যাপতি কবি ভান।
মহলম যুগপতি চিরে' জীবে' জীবথু গ্যাসদীন সুরতান॥"[২]

এই সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ সম্পর্কে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ নীরব। কেন তা' বলা কঠিন। অথচ 'মহাজন বাক্য ইহ পূরণ করিয়া। লইলেন্ত রাজ্যপাট বঙ্গাল গৌড়িয়া' এই চরণ দু'টিতে একটি অতি মূল্যবান ঐতিহাসিক সত্য নিহিত থাকার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নসরত শাহ্ ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে আততায়ীর হস্তে নিহত হবার অনেক আগেই (খুব সম্ভব ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের দিকে) কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল বদর গিয়াসউদ্দীন মাহমুদকে সিংহাসনে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান' প্রমাণ স্বরূপ শাদুল্লাহ্পুরে উৎকীর্ণ লিপি এবং ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে

১। কবি হেয়াত মামুদ—ডক্টর মযহারুল ইসলাম—২৮৩ পৃঃ।
২। ডঃ সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ) —১০৪পৃঃ।

গিয়াসউদ্দীনের নামে প্রবর্তিত মুদ্রার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।[১] কিন্তু নসরত শাহের মৃত্যুর পরে প্রাসাদ চক্রান্তে তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোয শাহ্ মসনদে বসেন। পর বৎসর ফিরোয শাহ্‌কে হত্যা করে গিয়াসউদ্দীন মাহ্‌মুদ সিংহাসন অধিকার করেন। 'মহাজন বাক্য ইহ পূরণ করিয়া......' পদের অর্থ এই ঐতিহাসিক সত্যের ইঙ্গিত বহন করে বলে ধারণা করা যেতে পারে। নতুবা এ পদের বিশেষ কোন অর্থ হয় বলে মনে হয় না। আর গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ্‌র ব্যাপারে এই চরণ মোটেই প্রযোজ্য নয়। যদিও তিনি পিতা সেকান্দর শাহ্‌র অত্যন্ত প্রিয়-পাত্র ছিলেন ১৩৮৮—৮৯ খৃষ্টাব্দে সেই পিতাকেই যুদ্ধে নিহত করে বাঙলার সিংহাসন অধিকার করেন। কাজেই 'মহাজন বাক্য ইহ......' চরণ তাঁর বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে না।

বিখ্যাত পারস্য কবি মোল্লা আবদুর রহমান জামী (১৪১৪—১৪৬২ খৃঃ) তাঁর বিখ্যাত 'ইউসুফ যুলায়খা' কাব্য ফারসী ভাষায় রচনা করেন। মোল্লা জামী ও সগীরের কাহিনীর মধ্যে কিছু গরমিল আছে এবং সগীর কেতাব-কোরাণ পাঠ করে এই কাহিনী রচনা করেছেন বলে প্রচার করেছেন। খুব সম্ভব তিনি মোল্লা জামীর রচনাকে অনুসরণ করেই এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

ভাষার দিক দিয়েও ইউসুফ যুলায়খাকে চতুর্দশ শতকের শেষ পাদের অথবা পঞ্চদশ শতকের প্রথম দশকের রচনা বলে ধরে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন এবং অন্যান্য সমসাময়িক গ্রন্থের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় পাদের (সুলতান গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ্‌র আমলেব) রচনা বলে ধরে নিলে ভাষার দিক দিয়ে ইউসুফ যুলায়খার সঙ্গতি থাকে এবং মোল্লা জামীর কাব্যভিত্তিক রচনা বলে এর উৎসও খুঁজে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ডঃ মযহারুল ইসলাম সম্পাদিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যিকী পত্রিকায় জনাব সুলতান আহামদ ভূঁঞা সাহেব বিস্তারিত এবং জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনা যুক্তিসহ।[২]

বড়ু চন্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ভাষা যে সগীরের ইউসুফ যুলায়খার ভাষা থেকে প্রাচীনতর এ কথা মানতেই হবে। অথচ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন যে পঞ্চদশ শতকের আগের রচনা নয় এবং তা যে গুণরাজ খানের (মালাধর বসুর) 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের' (১৪৮০ খৃঃ) পরবর্তী কালের রচনাও হতে পারে তা অনেক পন্ডিত মনে করেন। অবশ্য ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র মতে 'চন্ডীদাস চতুর্দশ শতকের শেষ পাদ হইতে পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।[৩] কিন্তু ডক্টর সুকুমার সেন বলেন "পুঁথিটিকে ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার লিখিত অভিমত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দের শেষার্ধে"। তিনি আরও বলেন "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পুঁথি প্রাচীন নয় তবে ভাষায় প্রাচীনত্বের ছাপ আছে এবং কাব্যটির শিল্প অবশ্যই প্রাচীন।··· তবে সত্য করিয়া এই মাত্র বলা যায় যে আমরা নিশ্চিতভাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিতে আবদ্ধ ও অশ্মীভূত চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দের সাহিত্যের ভাষা সম্পূর্ণ পাই নাই। পাইয়াছি মোটামুটি মধ্যকালীন বাঙ্গালা ভাষা যাহা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোটামুটি অবিকৃতভাবে আধুনিককাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কাঠামো প্রাচীন, বস্তুও প্রাচীন।"[৪] শ্রীচৈতন্য (১৪৮৬—১৫৩৩) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি জয়ানন্দ বলেছেন যে শ্রীচৈতন্য কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং চন্ডীদাসের কাব্য শুনতে ভাল বাসতেন। বিভিন্ন চৈতন্য সাহিত্যে কৃত্তিবাস, গুণরাজ খাঁন এবং চন্ডীদাস সম্বন্ধে উক্তি পাওয়া যায়। চৈতন্য সাহিত্যের এই চন্ডীদাস খুব সম্ভব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-রচয়িতা বড়ু চন্ডীদাস। এই হিসাবে বড়ু চন্ডিদাস শ্রীচৈতন্যের পূর্ববর্তী লোক। এতে চন্ডীদাসকে পঞ্চদশ শতকের কবি বলে ধরা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যদি ভাষার প্রাচীনত্ব নিয়ে পঞ্চদশ শতকের রচনা বলে

১। H.ᴰ V I. II page 159 and Insc ipt ont of Bengal, Vot. IV, page 240—Shamsuddin A' m·d

২। বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ড—৩১ পৃঃ। ৩। শরৎ ১ম সংখ্যা ১৩৭৬।

৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সুকুমার সেন—প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ—১৩৬-৩৭ পৃঃ।

পরিচিত হয় ভাষার অপেক্ষাকৃত নবীনত্ব নিয়ে সগীরের ইউসুফ যুলায়খা কি করে চতুর্দশ শতকের শেষ পাদের অথবা পঞ্চদশ শতকের প্রথম দশকের রচনা হতে পারে তা ধারণা করা কঠিন।

কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ'-এর রচনাকাল নিয়েও পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌ কবির ভণিতা অবলম্বন করে বলতে চেয়েছেন যে এই গ্রন্থ রাজা গনেশ তনয় যদু ওরফে জেট্‌মল ওরফে জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ্‌র (১৪১৮-৩১) আমলে রচিত হয়েছিল এবং কবির জন্ম হয়েছিল ১৪০০ খৃষ্টাব্দে।[১] ডক্টর সুকুমার সেন সুদীর্ঘ ভণিতাকে পরবর্তী কালের কোন গায়েন বা লিপিকারের প্রক্ষেপ বলে মনে করেন এবং এ ধারণার পেছনে তিনি যে সমস্ত যুক্তি দেখিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তাঁর মতে কৃত্তিবাসের জন্ম ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে এবং 'রামায়ণ' খুব সম্ভব হুসেন শাহ্‌র আমলের কিছু আগের সামন্তরাজা সুবুদ্ধি রায়ের আনুকুল্যে রচিত হয়েছিল।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচয়িতা গুণরাজ খাঁন (মালাধর বসু) যে সুলতান রুকণ্‌উদ্দীন বোরবক্‌ শাহ্‌র (১৪৫৭-১৪৭৪ খৃঃ) এবং তৎপুত্র সুলতান শামস্‌উদ্দীন ইউসুফ শাহ্‌র (১৪৭৪-১৪৮১) আমলের কবি তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি গ্রন্থের এক স্থানে লিখেছেনঃ

'তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভণ
চতুর্দশ দুইশকে হৈল সমাপন।"

এই হিসাবে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দকে গ্রন্থের রচনাকাল বলে ধরা যায়। লোচনদের 'চৈতন্যমঙ্গলে' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃতে' কবি গুণরাজ খানের উল্লেখ আছে। এই সমস্ত প্রমাণের সাহায্যে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে রচনাকালের সঠিক তারিখ সংবলিত প্রাচীনতম গ্রন্থ হচ্ছে এই শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

এই প্রসঙ্গে 'রসুল বিজয়'-এর কবি যয়েনউদ্দীনের প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে। সম্প্রতি দাবী উঠেছে যে তিনি গুণরাজ খাঁনের সমসাময়িক। ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র মতে পঞ্চদশ শতকের নৃপতি সুলতান শামস্‌উদ্দীন ইউসুফ শাহ্‌র রাজত্বকালে (১৪৭৪-৮১ খৃঃ) এই গ্রন্থ রচিত হয়। অধ্যাপক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের মতে "বিজয় কাব্যগুলির মধ্যে 'রসুল বিজয়' প্রাচীনতম বটেই এমনকি চন্ডীদাস হইতে জইনউদ্দীন প্রাচীনতর হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়"। অধ্যাপক আবু তালিবও মনে করেন যে এই গ্রন্থ সুলতান শামস্‌উদ্দীন ইউসুফ শাহ্‌র আমলে রচিত হয়েছিল।[৪] যে সমস্ত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পণ্ডিতগণ এই ধারণা করেছেন তার কয়েকটি উদ্ধৃত করছি। যথাঃ

১। দানে ধর্মে হরিচন্দ্র মান্যগুরু সম ইন্দ্র
রাজ রত্ন মহিমা প্রধান।
শ্রীযুত ইছুপ খান আরতি কারণ জান
বিরচিল পাঞ্চালি সন্ধান॥

২। শ্রীযুত ইছুপ খান জ্ঞানে গুণবন্ত।
রসুল বিজয় বাণী কৌতুক শুনন্ত॥

৩। শ্রীযুত ইছুপ খান রাজেশ্বর গুণবান
সুরুচির সুবুদ্ধি সুঠাম।

গ্রন্থে 'শ্রীযুত ইছুপ খানের' আরও প্রশস্তি আছে। এই সব প্রশস্তির মধ্যে তাঁকে রাজ-রত্ন, রাজেশ্বর, নায়ক, সুনায়ক প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও তাঁকে

---

১। বাংলা সাহিত্যের কথা—২য় খণ্ড—১৫১-১৫২ পৃঃ।

২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন—প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ—১১৭-১১৮ পৃষ্ঠা এবং সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছেদ।

৩। মাহেনও-মার্চ ১৯৫৭ খৃঃ—কবি জইনউদ্দীন। ৪। বাংলা সাহিত্যের ধারা—মুহম্মদ আবুতালিব—৮২ পৃঃ।

বঙ্গেশ্বর বা গৌড়েশ্বর বলা হয়নি। এই সমস্ত কারণে ডক্টর সুকুমার সেন 'শ্রীযুত ইছুপ খানকে' জমিদার বলে মনে করছেন। ডক্টর আহমদ শরীফের মতও খানিকটা তাই। তাঁর মতে "ইউসুফ খান যদি জমিদার হন এবং ভাষার অর্বাচিনতায় যদি গুরুত্ব দেই, তা হলে জয়েনউদ্দীনকে আঠারো শতকের কবি বলে মানতে হয়"।

শামস্‌উদ্দীন ইউসুফ শাহ্ ছাড়া এই নামের জন্য কোন নৃপতির নাম পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ অথবা পরবর্তীকালের বাঙ্‌লার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তেমন কোন প্রসিদ্ধ জমিদারের নামও আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে ষোড়শ শতকে তাজখাঁনের পুত্র ইউসুফ খাঁন নামক এক প্রতাপশালী আমীরের সন্ধান পাওয়া যায় সুলতান দাউদ খাঁর (দাউদ কররানি) দরবারে (১৫৭২-৭৫ খৃঃ)। দাউদ খাঁন তাঁকে হত্যা করেন এবং এই হত্যাকান্ড দাউদ খানের অধপতনের মূল কারণ বলে অভিহিত করা হয়।

তখনকার দিনে কবিরা সাধারণ জমিদার বা ভূস্বামীকে প্রশংসা করে আকাশে তুলে ফেলতে দ্বিধা বোধ করতেন না। বঙ্গেশ্বর বা গৌড়েশ্বর ত ছার স্বয়ং দিল্লীশ্বরও এমন শক্তিধর এবং কীর্তিমান হতে পারতেন কিনা সন্দেহ। কবি যয়েনউদ্দীনের প্রশস্তিতে ইউসুফ খাঁনের রাজ্যের কোন উল্লেখের অভাবে তাঁকে শামস্‌উদ্দীন ইউসুফ শাহ্ বলে ধরে নেওয়া যুক্তিসহ বলে মনে হয় না।

ভাষার দিক দিয়েও রসুল বিজয়কে পঞ্চদশ শতকে টেনে নেওয়া যায় কিনা, তা সন্দেহের ব্যাপার। ভাষার অর্বাচীনতা দেখে ডক্টর আহমদ শরীফ 'রসুল বিজয়কে' অষ্টাদশ শতকের রচনা বলে মনে করেন। তাঁর এই ধারণা খুব অসঙ্গত বলে মনে হয় না। অবশ্য ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের কবিদের রচনায়ও অনুরূপ ভাষা দেখা যায়। অষ্টাদশ শতকেও যে নেই তা'ও নয়। কবির পৃষ্ঠপোষক 'ইছুপ খাঁনের' সঠিক পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত শুধু অনুমানের উপর ভিত্তি করে যয়েনউদ্দীনের সময় নির্ধারণ করা কঠিন ব্যাপার। তবে তিনি যে পঞ্চাশ শতকের কবি তাঁর গদ্যের ভাষাই তাঁকে সেই দাবী থেকে বঞ্চিত করে। তিনি ষোড়শ শতকের শেষ পাদের (আমির ইউসুফ খানের সময়ের) কবি হতে পারেন। আরও পরবর্তীকালেরও হতে পারেন। কিন্তু পূর্ববর্তীকালের হতে পারেন বলে মনে হয় না।

পঞ্চদশ শতক থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বহু বিশিষ্ট কবির রচনা বাঙ্‌লা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। উপরে উল্লিখিত কবিগণ ছাড়া আরও যাঁরা তখনকার দিনের বাঙ্‌লা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন সংখ্যায় তাঁরা বহু। তাঁদের মধ্যে আছেন সংস্কৃত অনুবাদ সাহিত্যেঃ শ্রীকর নন্দী, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, কাশীরাম দাস, চন্দ্রাবতী প্রভৃতি; চৈতন্য ও পদাবলী সাহিত্যেঃ বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ, লোচনদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি; মনসামঙ্গল কাব্যেঃ কানা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস, দ্বিজ বংশী দাস ও চন্দ্রাবতী, ষষ্ঠীবর, জগজ্জীবন ঘোষাল প্রভৃতি; চন্ডীমঙ্গল কাব্যেঃ মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র রায় প্রভৃতি; ধর্মমঙ্গল কাব্যেঃ আদি রূপরাম, খেলারাম, দ্বিজ প্রভুরাম, সহদেব চক্রবর্তী প্রভৃতি; বিদ্যাসুন্দর কাব্যেঃ কবি কঙ্ক, দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ, সাবিরিদ খাঁন, (শাহ্ বরিদ খান?), গোবিন্দ দাস, কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী, কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র রায়, কবীন্দ্র প্রভৃতি; হিন্দি-উর্দু-ফারসীর অনুবাদ কাব্যেঃ দৌলত কাযী, মহাকবি আলাওল, মোহাম্মদ কবীর, মোহাম্মদ জীবন, আবদুল হাকীম; নাথ সাহিত্যেঃ ফয়যুল্লাহ্, শ্যামদাস, দুর্লভ মল্লিক, আবদুস শুকুর মাহমুদ (আলোচ্য কবি), ভবানী দাস প্রভৃতি; ধর্মীয় (ইসলাম) কাব্যেঃ শাহ্ মুহম্মদ সগীর, যয়নউদ্দীন সৈয়দ সুলতান, মোহাম্মদ খাঁন শেখ চাঁদ আলি রেজা ওরফে কানু ফকির, দৌলত উযীর বাহরাম খান, হেয়াত মামুদ প্রভৃতি; অন্যান্য মঙ্গল কাব্যেঃ কবিচন্দ্র মুকুন্দ (বাসুলী মঙ্গলে), নিত্যানন্দ, দৈবকীনন্দন কবিবল্লভ, রামপ্রসাদ, রঘুনাথ দত্ত, কৃষ্ণরাম, দয়াল, দ্বিজ গোপাল প্রভৃতি (শীতলা মঙ্গলে), কৃষ্ণরাম দাস (ষষ্ঠীমঙ্গল ও রায়মঙ্গলে) প্রভৃতি;

---

১। রসুল বিজয় যয়েনউদ্দীন বিরচিত—ডক্টর আহমদ শরীফ—১১ পৃষ্ঠা।

পুঁথি সাহিত্যেঃ শাহ্ গরীবুল্লাহ্, সৈয়দ হামজা, শেখ খোদা বখ্শ্, হালুমীর প্রভৃতি; সত্যপীরের পাচালীতেঃ ভৈরব চন্দ্র ঘটক, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামেশ্বর চক্রবর্তী, ফকিররাম দাস, কৃষ্ণবিহারী, আরিফ, দ্বিজ গুণনিধি, দয়াল, কৃষ্ণ হরিদাস, ফয়যুল্লাহ্, শঙ্কর আচার্য প্রভৃতি।

পঞ্চদশ শতকের কথা ঠিক বলা যায় না। তবে ষোড়শ শতক থেকে আরম্ভ করে এ যাবত মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকদের অবদান যে বাঙ্লা ভাষা ও সাহিত্যক অমর করে রেখেছে তা বলাই বাহুল্য। মধ্যযুগীয় বাঙ্লা সাহিত্যে যাঁর নাম সর্বাগ্রে স্মরণ করতে হয় তিনি হচ্ছেন মহাকবি আলাওল (১৫৯৭--১৬৭৩ খৃঃ)। ফরিদপুর জেলার ফতেহাবাদে কবির জন্ম। কিন্তু ভাগ্যের চক্রান্তে তাঁর জীবন কাটে সুদূর আরাকান রাজ্যে এবং সেখানেই তিনি তাঁর অমর কাব্যগুলি রচনা করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্লা বিভাগের অধ্যক্ষ বর্তমানে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈয়দ আলী আহসান আলাওল সম্বন্ধে যথার্থই বলেছেন 'আলাওল মধ্যযুগের সপ্তদশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং সমগ্র মধ্যযুগের কাব্যপ্রবাহে আলাওলের বিশিষ্টতা এবং প্রাধান্য নির্ধারিত এবং স্বীকৃত। জ্ঞানের প্রাচুর্যে, শব্দ সম্ভারের ব্যাপকতায়, বিভিন্ন ভাষা জ্ঞানের দক্ষতায় এবং কুশল শিল্প-চর্চায় আলাওলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।'[১] কবি আলাওলের কিছুকাল আগে আর একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী কবির সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি হচ্ছেন 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী' কাব্যের আংশিক প্রণেতা এবং অন্যান্য কাব্যের রচনাকারী দৌলত কাযী। কোন কোন সমালোচকের মতে তিনি আলাওলের চেয়েও প্রতিভাবান কবি। এই সম্পর্কে মতভেদের অবকাশ থাকলেও তিনি যে অসাধারণ সৃজনী শক্তির অধিকারী ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই যুগের আর একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন সৈয়দ সুলতান। ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র মতে তিনি ছিলেন মহাকবি। এই আখ্যাকে কেউ কেউ একটু অতিশয়োক্তি মনে করলেও সৈয়দ সুলতান যে প্রতিভাবান কবি ছিলেন, তাতে কেউ সন্দেহ পোষণ করেন না। মধ্যযুগের অন্যান্য মুসলমান কবিদের মধ্যে যাঁদের নাম করতে হয়, তাঁরা হচ্ছেন মোহাম্মদ কবীর, ফয়যুল্লাহ্ সাবিরিদ খান (শহ্ বারিদ খান ), মোহাম্মদ খান, শেখ চাঁন্দ, আলী রেযা ওবফে কানু ফকীর, হেয়াত মাহমুদ, আবদুল হাকিম, গরীবুল্লাহ্, শেখ খোদা বখ্শ্ [২] প্রভৃতি।

মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কবি শুকুর মাহমুদের স্থান নির্ণয় করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তার উপর শুধুমাত্র একখানা গ্রন্থের উপর নির্ভর করে কোন তুলনামূলক আলোচনা আরও দুরূহ ব্যাপার। তবে কবির পরিণত বয়সে রচিত আলোচ্য পুস্তকখানার পূর্ণাঙ্গতা এই ব্যাপারে কিছুটা সহায়ক হতে পারে। কবি যে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন পুস্তক পাঠে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। মহাকবি আলাওল ছিলেন অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী। তাঁর রচনায় সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। রাজশাহীর উপকণ্ঠে অবস্থান করে সুদূর আরাকানের কবি আলাওলের রচনার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করার সুযোগ তখনকার দিনের অনিশ্চিত এবং বিপদসঙ্কুল যোগাযোগ ব্যবস্থার দিনে কবি শুকুর মাহমুদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল কিনা, তা বিচার্য বিষয়। না থাকার সম্ভাবনাই পনের আনা। অথচ উভয়ের রচনার মধ্যে বাচনভঙ্গীর বিশেষ করে সংস্কৃত কাব্যের প্রভাবের যে সাদৃশ্য মিলে তা লক্ষণীয়। এটা হয়ত শুকুর মাহমুদের উপর আলাওলের কাব্যের প্রভাব না হয়ে যুগের প্রভাবও হতে পারে। মধ্যযুগীয় সাহিত্যে এই প্রভাব প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়।

পদ্মাবতীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে আলাওল বলেছেনঃ

"পদ্মাবতী রূপ কি কহিমু মহারাজ। তুলনা দিবারে নাহি ত্রিজগত মাঝ॥
আপাদ লম্বিত কেশ কস্তরী সৌরভ। মহা অন্ধকারময় দৃষ্টি পরাভব॥

*　　　*　　　*　　　*

ত্রিগুণ সঞ্চারে বেণী ভূবন মোহন। একগুণে ডংসিতে পারয় ত্রিভূবন॥
বিরচিত কুসুম্ব গুম্ফিত মুক্তাহার। সঘন জলদ মধ্যে তারকা সঞ্চার॥

---

১। আলাওলের পদ্মাবতী - সৈয়দ আলী আহসান—৬৪ পৃষ্ঠা।

২। তিনি গাযী কালু চম্পাবতী নামক এক বিরাট কাব্যের রচয়িতা। এই কাব্য শীঘ্রই প্রকাশ করার প্রবল ইচ্ছা আছে।

তার মধ্যে সীমন্ত খড়্গের ধার জিনি। বলাহক মধ্যে কিবা স্থির সৌদামিনী॥
স্বর্গ হন্তে আসিতে যাইতে মনোরথ। সৃজিল অরণ্য মাঝে মহাসূক্ষ্ম পথ॥
সেই পন্থে বাটওয়ার বৈসে অনুদিন। কুটিল অলকা পাশে ব্যক্ত রক্তচিন॥

*   *   *   *   *

কিবা মুখ চন্দ্র-আঁখি অরুণ দেখিয়া। ত্রাসে কাটিয়াছে যেন তিমিরের হিয়া॥
কার শক্তি আছে সেই পন্থে যাইবার। রুধির মিশ্রিত যেন তীক্ষ্ন খড়্গধার॥
কদাচিত কেহ যদি যাএ শম্য আশে। মন বন্দী হএ তার অলকার ফাঁসে॥
ভাগ্যের উদয়স্থলী ললাট সুন্দর। দ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি অতি মনুহর॥
বালক চন্দ্রিমা অঙ্গ বাড়ে দিনে দিন। মোহন ললাট চন্দ্র ভাগ্যবিধি চিন॥

*   *   *   *   *

মৃগমদ-তিলক সিন্দুর চারিপাশ। চন্দ্রিমা উপরে রাহু মিহির গরাস॥
শ্বেতবিন্দু ললাটেত উদএ যখন। নক্ষত্র আইল কিবা ভ্রাতৃ সম্ভাষণ॥
কামের কোদণ্ড ভুরু অলক্ষ্য সন্ধান। যাহারে হেরএ তার হানএ পরাণ॥
ভুরুভঙ্গ দেখি কাম হইলা অতনু। লজ্জা পাই তেজিল কুসুম্ব শরধনু॥
ভুরুধনু গুণাঞ্জন বিশিখ কটাক্ষ। ত্রিভুবন শাসিল সেই করিয়া লক্ষ্য॥
কদাচিৎ গগনে উগিলে ইন্দ্রধনু। ভুরুভংগ দরশনে লুকাএ নিজ তনু॥

*   *   *   *   *

প্রভারুণ বর্ণ-আঁখি সুচারু নির্মল। লাজে ভেল জলান্তরে পদ্ম নীলোৎপল॥
কাননে কুরংগ জলে সফরী লুকিত। খঞ্জন গঞ্জন নেত্র অঞ্জন রঞ্জিত॥

*   *   *   *   *

নাসা হেরি শুক পক্ষী গতি বনান্তর। লাজে তিল কুসুম্বিনী ধূলায় ধূসর॥
খগপতি চঞ্চু জিনি নাসা সুললিত। ত্রিভুবন মোহন সহজে অতুলিত॥

*   *   *   *   *

দশন ডালিম্ব বীজ অধর বিম্ব ফল। অতি লোভে মজি শুক রহিল নিশ্চল॥
সুরঙ্গ অধর সুধা রসের বসতি। অমৃত হরণে কিবা আইল খগপতি॥

*   *   *   *   *

জিনিয়া কণক দন্ড ভুজ মনুহর। নিজ করে যত্নে কি কুন্দিছে পঞ্চশর॥

*   *   *   *   *

করিবর কুম্ভ জিনি কুচ মনুহর। নিচলে রাখিছে কিবা হেমধরাধর॥

*   *   *   *   *

মৃগরাজ জিনি কটি পরম সুন্দর। হরের ডম্বরু পুনি নহে সমসর॥
পিপীলিকা ভৃঙ্গ কটি জিনি অতি ক্ষীণ। ভাঙ্গিয়া পড়এ কিবা উর্ধগিরি চিন॥

*   *   *   *   *

শ্রীরাম কদলী জিনি উরু মনুরম। করিবর শুণ্ড পুনি নহে তার সম॥
মৃদু সুকোমল পদ অতি চারুতর। স্থল জল কমল পুনি নহে সমসর॥

*   *   *   *   *

গজেন্দ্র গমন জিনি গতি অতি ভাল। খঞ্জন গঞ্জন জিনি লজ্জিত মরাল॥

*   *   *   *   *

নিজ গম্যে সহজে চলিতে বরনারী। অঙ্গ ভঙ্গে চলে যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী॥
চলিতে সুস্বর বাজে কিঙ্কিনি নেপুর। ভ্রমে ভঙ্গ নহে তাল শব্দ সুমধুর॥

## মধ্যযুগের কবি শুকুর মাহ্মুদের স্থান

কবি শুকুর মাহমুদ রাণীদের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন:

দুই দিগে কুঞ্জ বন মধ্যে দেব নারায়ণ
চিনিতে না পারে যুবক জন ॥
বাঁধিলেক মাথার বেণি যেন হইল নাগের ফণী
মনঝুর বান্ধিলেক খোঁপা ।
তাথে কদম্ব ফুল আগর কশ্তুরী তুল
জাদদিল মানিকের ঝাঁপা ॥
ললাট দ্বিতীয়ার চন্দ্র ভুরু জেন মদন কাম্র
সিন্দুরে উদিত দিবাকর ।
মৃগিন্দ চারি পাশে রাহু যেন চন্দ্র গ্রাসে
তারে তিলক দেখিতে ভ্রার ॥
শ্রবণ গৃধিনী জিনি তাতে পড়ে রত্নমণি
চারি বড়ি হীরায় জড়িত ।
*　*　*　*
কুরঙ্গ জিনিয়া আঁখি বক্ত্র প্রবাল দেখি
মণিদর জিনিয়া আঁখি জলে ।
তাহাতে কজ্জলের রেখা হাড়িয়া মেঘে ইন্দ্র দেখা
কটাক্ষে যুবক জন ভলে ॥
*　*　*　*
অধর নানিন্দির ফুল দশন মুকুতার তুল
কর্পূর তাম্বুল শোভাকার ।
বচন কুকিলার ধ্বনি বিংশর সুনাদ শুনি
তাহা জিনি বচন সুস্বরে ॥
বদন অমৃত হাসি জিনিয়া শারদ শশী
দেখিতে মনির ভাঙ্গে ধ্যান ॥
দেখিতে কেন্দেরার নালা সুবর্ণ ঝাড়ির গালা
হংসরাজ গ্রীবার গঠন ।
*　*　*　*
অতি রম্য করতল জিনিঞা শতদল
রূপ যেন শঙ্করের গৌরী ।
কমল কলিকা কুল সুরঙ্গ যে হিঙ্গুল
তাহা জিনি দুকুচ মণ্ডল ॥

কাঁচুলি তাহার পরে মউরে পেখম ধরে
তাহা দেখি ভুবন বিকল॥
সিংহ ডমরু জিনি অতি ক্ষীণ মাঞ্জাখানি
তাথে পরে কণক ঘুঙ্গুরি।
পরিল লক্ষের সাড়ি বসন্ত কুসুম্ব বেড়ি
জেন দেখি চন্দ্রের পুতুলি॥
নিতম্ব অতি মনঝুরে রাম কদলী তুল
পদনক্ষ যেন চাম্পাকলি। - ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা।

পদ্মাবতীর সুদীর্ঘ রূপ বর্ণনায় আলাওলের কবিত্ব অতুলনীয়। তিনি ছিলেন মহাকবি। তাঁর রচনার সংগে যুগের কোন কবির রচনা কাব্যিক সৌরভে এক পর্যায়ে পড়তে পারে কি না তা সন্দেহের ব্যাপার। কবি কংকণ মুকুন্দ রাম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন 'উনবিংশ শতাব্দের শেষার্ধের আগে পর্যন্ত যা কিছু লেখা হইয়াছে তাহার মধ্যে সাহিত্যের দিক দিয়া সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যদি কোন একটি বই-এর নাম করিতে হয় তবে তাহা মুকুন্দ রামের চন্ডীমঙ্গল'। আমার মনে হয় মহাকবি আলাওলের পদ্মাবতীর ব্যাপারেও এই বাক্যটি যথার্থ-ভাবে খাটে। অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি আলাওলের সংগে কবি শুকুর মাহ্‌মুদের তুলনা চলে না বললেও চলে। অথচ উপরে উদ্ধৃত দুই কবির বর্ণনাগুলি পাশাপাশি রাখলে কবি শুকুর মাহ্‌মুদের রচনা খুব উপেক্ষণীয় বলে মনে হয় না। শুকুর মাহ্‌মুদের একটি বৈশিষ্ট্য তাঁর রচনার মধ্যে সহজ এবং সরল ভাষার প্রয়োগ। সংস্কৃত কাব্যের উপমাগুলি প্রয়োগের মধ্যেও তাঁর বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মত।

স্মরণাতীত কাল থেকে প্রোষিতভর্তৃকার মর্মবেদনার কাহিনী নিয়ে যুগ যুগ ধরে যে বারমাসী গান গ্রাম বাঙলার গীত হয়ে আসছে কবি দৌলত কাযী ও সেই গান রচনা করেছিলেন তাঁর 'সতী ময়না ও লোর চন্দ্রানি' কাব্যে।[১] দৌলত কাযীর বর্ণনা অপূর্ব কাব্যিক সৌরভে পরিপূর্ণ। নীচে সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যথা :—

মানিনি কি কহব বেদন ওর। লোর বিনে বাসহি নিধিভেল মোর॥
শ্রাবণেত গগণে সঘন ঝরে নীর। তবু মোর না জুড়ায় এতাপ শরীর॥
* * *
মদন ঐষিক জিনি বিজলীর রেহা। তরকএ যামিনী কম্পয় মোর দেহা॥
* * *
লাখ পুরুষ নহে লোরক স্বরূপ। কোথায় গোময় কীট কোথায় মধুপ॥
* * *

১। সাহিত্য প্রকাশিকা, প্রথম খণ্ড। সম্পাদক-প্রবোধ চন্দ্র বাগচী। বিশ্বভারতী।

আইল অগ্রান মাস নব রঙ্গ ঋতু। মোর চক্ষে সব যেন অকুশল হেতু ॥
অন্তরে আগুন দিয়া দিগন্তরে কান্ত। বাহিরে কি করে, রহি হিম হতবন্ত ॥

*  *  *

একাকিনী নারী হিমে সদায় সীদতি। ভাগ্যবতী কেলি করে লই নিজপতি ॥
হিমেত স্বামীর কোলে আনন্দ অসীম। পতিভার্যা ক্রিয়া করে ভয়ে ভঙ্গহিম ॥

*  *  *

নব তরু পত্র বনে শোভে কিসলয়া। বসন্ত পবন বহে সমীর মলয়া ॥
মলয়া পবন দেখি আনন্দের স্থলী। সকল দম্পতি মিলি করে রতি কেলি ॥
ডালে ডালে পাখী সবে রঙ্গ ক্রিয়া করে। জলে ক্রিয়া করে জলবাসী জলচরে ॥

*  *  *

চলিতে যৌবন যায় যেন স্রোতোধার। তাতে কত সহিবা বিরহ দুঃখভার ॥
কাণ্ডারী-বিহীন নৌকা স্রোতে ভঙ্গ হয়। পুরুষ বিহনে নারী জীবন সংশয় ॥

*  *  *

কি এ মধুময় মাধবি সময়
মাধবী মালতী মাল।
লোর বিনু আমার হৃদয়মণি হার
ভেল বিষলতা জাল ॥
যে বড় কোমল মলয়া পবন
লোর বিনু সেহ হয় মন্দ।
কোথায় বসন্ত আসে উদ্‌ভ্রান্ত
গগন উদ্‌গারে চান্দ।

মহাকবি দৌলত কাযীর বারমাসী গান থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করা হলো। লোভ হয় তিনি যা লিখেছেন তার প্রতিটি ছত্র এখানে তুলে ধরি। কারণ, তা তুলে ধরবার মত। দৌলত কাযীর বর্ণনার পাশাপাশি কবি শুকুর মাহমুদ রচিত বারমাসী গানের কিছু অংশ তুলে ধরছি। যথা :—

কার্তিক মাসেতে স্বামী নিরমল নয় রাতি। দিবস রজনী স্নান যার নাহিপতি ॥

*  *  *

অগ্রাণ মাসেতে স্বামী হেমন্তের ধান। যার স্বামী ঘরে তার যৌবনের গুমান ॥

*  *  *

পউষ মাসেতে স্বামী পৌষা অন্ধকারি। স্বামী বিনা যুবতীর যৌবন মহাভারী ॥

*  *  *

ফালগুন মাসেতে স্বামী মঞ্জরে তরুবর। স্বামীর কারণে নারী সদায় ফাপর ।।

*　　*　　*

বৈশাখ মাসেতে স্বামী ডহ ডহ খরাণি। নারীর যৌবন যেন বিরহ অগনি ।।

ধন সম্পদ নারীর মনে নাহি লএ। তরুণী শৃঙ্গারে নারীর শীতল হৃদএ ।।

জষ্ঠি মাসেতে স্বামী কৃষাণে বুনে ধান। বিনে বরিষণে জমি রহিল শুকান ।।

*　　*　　*

আষাঢ় মাসেতে স্বামী নিসাছে পোহাএ রাতি। স্বামী কোলে করে থাকে নারী ভাগ্যবতী।।

ভাগ্যবতী নারী যাহার স্বামী আছে ঘরে। কমলেতে মধুপান করাএ ভমরে ।।

শ্রাবণ মাসেতে স্বামী যমুনার তরঙ্গ। গঙ্গাএ সাগরে দুহে হএ এক সঙ্গ ।।

সংসার ভরিল স্বামী বরিষার জলে। যুবতী পুড়িয়া মরে মদন অনলে ।।

সুদীর্ঘ বারমাসী গানে কবি দৌলত কাযী ভাব ও ভাষার যে উৎকর্ষতা দেখিয়েছেন তুলনামূলক ভাবে বিচার করতে গেলে বাঙলা ভাষায় রচিত এই জাতীয় কোন রচনা তার কাছে ঘেঁসতে পারে কিনা সন্দেহ। 'শাঙণ গগন সগন ঝরে নীর। তবু মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর ।।' এই দুই পদ পড়ে ধারনা করা কঠিন যে আমরা ষোড়শ সপ্তদশ শতকের কবিতা পড়ছি। 'শাঙন গগন সঘন ঝরে নীর।' এই চরন দেখে মনে হয় যেন আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ছি। দৌলত কাযীর কাব্যরস ও কবি প্রতিভা অতুলনীয়।

আরাকান রাজসভার মার্জিত রুচির কবি দৌলত কাযী তাঁর বারমাসী গানে যে চিত্রটি তুলে ধরেছেন তাকে তুলনা করা চলে নগরের আভিজাত ঘরের এক তন্বী রূপসীর সঙ্গে। তার আবরণ ও আভরণে আছে মার্জিত রুচির ছাপ, তার লীলায়িত অঙ্গে আছে আভিজাত্যের মাধুর্য। আর গ্রামীণ সভ্যতার কবি শুকুর মাহমুদের সৃষ্ট বারমাসী গানে যে ছবিটি ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে এক রূপসী পল্লী বালার। বর্ষার নদীর মত যৌবন তার আছড়ে পড়ছে সারা অঙ্গে। পরিধানে তার আট পৌড়ে সাড়ী, আভরণ তার বনফুল। তার চলার মধ্যে ছন্দ আছে, মাধুর্য আছে, রুচির ও অভাব নেই।

তাই দৌলত কাযী বলেন,

'শাঙন গগন সঘন ঝরে নীর। তবু মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর ।।'

আর কবি শুকুর মাহমুদ বলেন,

'সংসার ভরিল স্বামী বরিষার জলে। যুবতী পুড়িয়া মরে মদন অনলে ।।'

মহাকবি আলাওল ও দৌলত কাযীব সঙ্গে কবি শুকুব মাহমুদের তুলনামূলক স্থান নির্ণয় করা আমার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কোনটাই নয়। এই দুই জনের সঙ্গে মধ্য যুগের অতি অল্প কবিরই তুলনা চলে। এঁরা উভয়েই ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। এঁদের সঙ্গে তুলনা করে আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে কবি শুকুর মাহমুদের কাব্য প্রতিভা উপেক্ষনীয় নয়। এই প্রতিভাশালী কবির সত্যকার পরিচয়টুকু যেমন ভাবে ধরা পড়া উচিত ছিল আজও তেমন ভাবে ধরা পড়েনি।

# গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস

প্রথমে বন্দিব আমি নাম নিরঞ্জন।[১]
যাহাতে হইল ভাই যোগের সৃজন॥[২]
তবে ত বন্দিব সিদ্ধা হাড়িফা জলেন্দ্বর[৩]।
যোগ মধ্যে বন্দ সিদ্ধা গোর্খ হরিহর[৪]॥
কানেফা[৫] বন্দিব আর বানিয়ে ভাদাই[৬]।[৭]
মছন্দি সিদ্ধা বন্দ নামেতে মিন্যাই॥[৮]
নম নম সরস্বতী বিদ্যার প্রধান।[৯]
যাহার প্রসাদে সংসারে হইল জ্ঞান॥[১০]
নমো নমো নমো মাতা বন্দ পিতার চরণ।[১১]
গুরুর চরণ মুঞিরে[১২] করিনু বন্দন॥
মিন্যাতি মেহের নাম যত সিদ্ধা বন্দ।[১৩]
হরিষে বন্দিনু মুঞিরে চৌরাঙ্গার চরণ॥[১৪]
নবলক্ষ চৌরাশি সিদ্ধা বন্দ এক ঠাঞি।[১৫]
গোর্খের সেবক বন্দ মঞেনা মতা বাই॥[১৬]
বন্দহ যতেক সিদ্ধা জ্ঞান হইল জাত।[১৭]
সকলের প্রধান সিদ্ধা বন্দ[১৮] ভোলানাথ॥

১। বি-প্রথমে বন্দিনু সিদ্ধা ধর্ম্ম নিরাঞ্জন। আদর্শে 'নীরাঞ্জন'। নিরঞ্জন-পরম ব্রহ্ম, শিব, শূন্যরূপ দেবতা, ধর্ম্ম-ঠাকুর; যার বং বা আকার নেই। 'শূন্য পুরাণ'মতে 'শুন্যরূপং নিরাকারাং'' এই নিরঞ্জন। যখন কোন সৃষ্টি ছিলনা তখন মহাশূন্য মধ্যে যে একক প্রভু ছিলেন তিনি যে আপনার কায়া সৃষ্টি করলেন এই 'কায়' হলেন 'ধর্ম্ম নিরঞ্জন'। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। কাহ্ন পাদের দোহাতে বর্ণিত নিরঞ্জন-(নির-অঞ্জন) টীকাকারের মতে 'সহজকায়'। সুফিদের মতে নিরঞ্জন এবং আল্লাহ্ অভিন্ন। মতান্তরে 'মোহাম্মদ নিরঞ্জন হিন্দু সবে কহে।'' --হাজী মহম্মদের ''সুরতনামা'' ২। আদর্শে 'শ্রীজন'। বি-যাহা হইতে হইল যোগ পৃথিবীর সৃজন ৩। নাথ-গুরু হাড়িপাড় অপর নাম জালন্ধরী পাদ (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। ৪। নাথদের মতে শিব অর্থাৎ হর এবং গোরক্ষনাথ অভিন্ন। পুথির সর্বত্র হরের সঙ্গে হরিকেও যোগ করে গোরক্ষনাথকে হরিহর বলা হয়েছে। ৫। কাহ্ন-পাদ। ৬ বি-বাইন ভাদাই ৭ বি-পুথিতে এই পদ নবম পঙ্ক্তি। ৮। আদর্শে ''মোহানদি শির্দ্ধা বন্দ নামেতে নিমাই''। বি-গৃহীত পাঠ। আদর্শের পাঠ ত্রুটিপূর্ণ। নাথ-সিদ্ধাদের সঙ্গে 'নদীয়ার নিমাই'-এর সংযোগ হতে পারেনা। ৯। আ-সরেস্বতি। বি-(তৃতীয় পঙ্ক্তি)--নম মাতা সরস্বতী বিখ্যাত সংসারে। ১০ আদর্শে যাহার স্থলে 'জাহার' এবং জ্ঞান স্থলে 'গ্যান' ১০ বি-(চতুর্থ পঙ্ক্তি)--যাহার প্রসাদে ভাল হইল সংসারে। ১১ বি-(পঞ্চম পঙ্ক্তি)--নম নম বন্দি মাতা পিতার চরণ। ১২ বি--মুই। (ষষ্ঠ পঙ্ক্তি)। ১৩ বি-মিন্যাথ মেহের নাথ বন্দ ময়নামত্রি রাই। ১৪ চৌরাঙ্গা--চৌরঙ্গী নাথ। অপর নাম গাভুর সিদ্ধা। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। বি-মস্তকে ধারণ মুই সকল গোসাই। ১৫, ১৬ 'এই দুই পদ বি-পুথিতে নেই।' তিব্বতী গ্রন্থ মতে ৮৪ সিদ্ধার নাম পাওয়া যায়। 'নবলক্ষ' বোধহয় অতিরঞ্জন, (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। ১৭। বি-বন্দিব সকল সিদ্ধা জ্ঞান বৈসে যাত ১৮। বি-বন্দিব। আ 'সির্দ্ধা'।

কার নাম জানি কার নাম নাহি জানি।
সবার চরণ বন্দ জোড় করি পাণি[১] ॥
উপরেতে ছুই দিয়া নীচেতে বসিয়া।[৩]
লেখিলাম বন্দনা আমি প্রকাশ করিয়া ॥[৪]

প্রথমে বন্দিয়া গাব পাক পরয়ার।[৫]
পহেলা কাত্তিকে পুঁথি ধরিলাম লেখিবার ॥[৬]
সকলের চরণ মুই একান্ত[৭] বন্দিয়া।
লেখিলাম যোগান্ত পুঁথি পয়ারে[৮] রচিয়া ॥
শুনহ সকল লোক[৯] বিধাতার নিরবন্ধ।
যে[১০] যোগ সাধিয়া যুগী হৈল গুপিচন্দ ॥
অতিরম্য স্থান ছিল মৃকুল সহর ॥[১১]
পৃথিবীতে স্থান নাই তাহার দোসর ॥[১২]
ব্রাহ্মণ শ্রীজন আদি প্রজার বসতি।[১৩]
মানিকচন্দ্র নামে রাজা যাহাব[১৪] নরপতি ॥
অতি জ্ঞান হইল বাজা[র] ইন্দ্রো অধিক।[১৫]
কুলে শীলে ছিল বাজা গন্ধো বণিক ॥[১৬]

---

১। আদর্শে 'প্রাণি'। ২। বি-সকলেব চবণ বন্দি জোড় কবি পাণি। ৩, ৪। এই দুই পঙ্ক্তির স্থলে বি-পুঁথিতে আছে:

ছোট বড় পণ্ডিত আছয়ে যত জন।
সবে গুরু হয় আমি শিষ্য অভাজন ॥

৫, ৬। এই দুই পদ বি-পুথিতে নেই। মুসলমান কবি কর্তৃক 'পাক পরয়ার' কে নাথ-গুরু, দেব-দেবী প্রভৃতিদের পরে বন্দনা করা লক্ষণীয় ব্যাপাব। খুব সম্ভব এটা প্রক্ষেপ। ৬। পুঁথি লিখা আরম্ভ হয় 'পহেলা' কাতিকে (কোন সনের জানা নেই) এবং শেষ হয় "১১ সও ১২ সাল দিন সাত ষষ্ঠি"। ১৮৩ পৃষ্ঠা এবং ভুমিকা দ্রষ্টব্য)। ৭। বি-একত্র। ৮। আদর্শে 'জোগান্ত কথা পুবান'। বি- পুথি পয়ারে রচিয়া। ৯ আদর্শে 'কথা'। বি-শুন শুন সকল লোক ১০। আদর্শের 'জে' শব্দ বি-পুথিতে নেই। আদর্শে 'গুপিচন্দ্র'। ১১। বি-অতি অসম্ভব স্থান আছে মৃকুল সহর। আদর্শে 'রথি রম্ভা স্থান ছিল মিকুল সহর'। মিকুল--মৃকুল ঋকার এবং ই কার উভয়ের সংমিশ্রনে 'মৃকুল' এবং এই জাতীয় শব্দের বানান মধ্যযুগের বৈশিষ্ঠ। মৃকুলের অবস্থান সম্বন্ধে (ভুমিকা দ্রষ্টব্য)। ১২। আদর্শে "প্রিথিমির মর্দ্ধে স্থান নাই ময়োর্দ্ধর"। বি-পৃথিবীতে স্থান নাই তাহার দোসর। আদর্শের পাঠ ত্রুটিপূর্ণ এবং অর্থহীন। ১৩ বি-ব্রাহ্মণ যোবন আর প্রজার বসতি। ১৪। আ-'নিরপপতি'। বি-তাহার নরপতি। ১৫। বি-অতি জ্ঞান মন্ত রাজা ইন্দ্রের অধিক। আদর্শে 'রতি ও রধিক'। ১৬। বি-জ্ঞানেশীলে ছিল রাজা গন্ধের বণিক। আদর্শে 'গন্ধ্রব বণিক'--গন্ধ বণিক; গন্ধবেণে। গন্ধ-দ্রব্য, মসলা ইত্যাদির ব্যবসায়ী এক জাতীয় বাঙ্গালী হিন্দু। চাঁদ সদাগর জাতিতে গন্ধ-বেনে ছিলেন বলে কথিত আছে। আদর্শে 'কুলেসিলে'।

তাহার[১] মহাদেবী হএ মঞ্রেনামতী রাই।
চন্দ্র সূর্য্য থাকিতে যাহার[২] মৃত্যু[৩] নাই॥
ত্রিভুবন জিনিঞা রূপ ছিল মঞ্রেনামতী।[৪]
স্বামীর রস নাহি জানে সেহি মহাসতী॥[৫]
এক রাত্রি না বঞ্চিল স্বামীর বাসবে।
এক পুত্র হইল তার যতি গোর্খের ববে॥[৬]
মঞ্রেনামতী হইযাছিল গোর্খেব[৭] সেবক।
গুরুর প্রসাদে হইল মুনিব বালক[৮]॥
যখন মঞ্রেনামতীব বালক জন্মিল।[৯]
আকাশেব চন্দ্র[১০] যেন ভূমে প্রকাশিল॥
পুত্রেক দেখিযা আনন্দ হইলেক মুনি।[১১]
শারদ পূর্ণিমা যেন উজ্জ্বল যামিনী॥[১২]
ছ্এদিনে কবাইল ছাইলাব ষষ্ঠীব বাব।[১৪]
পণ্ডিত লেখিল কুষ্ঠি কবিযা বিচাব॥
পণ্ডিত পাঠক যত মহন্ত গোসাঁঞি।
পুবাণ বিচাবিযা লেখে কুষ্ঠির প্রমাঞি॥[১৫]

---

১। আদর্শে 'জাহাব'। বি-তাহাব। জ এবং য এব ব্যবহার পুথিব সর্বত্র বেশ স্বাধীন ভাবেই করা হয়েছে। এর জন্য কবি না লিপিকর দায়ী বলা কঠিন। ২। বি-তাহাব। ৩। আ-'মৃর্ত্যু'। বি-'ত্যু। ৪,৫। এই দুই পঙ্‌ক্তির স্থলে বি-পুঁথিতে আছে: স্বামী পরায়না তিনি অতিশয় সতী।
তিলক চন্দ্র নামে রাজার কন্যা মঞ্রেনামন্ত্রি বাই॥

৪। আদর্শে ময়নামতীর স্থলে সর্বত্রই 'মঞ্রেনামুন্ত্রি'। আদর্শের এ পাঠ আঞ্চলিক প্রভাবে বিকৃত। এ পাঠ শুদ্ধ করা হয়েছে কিন্তু সর্বত্র আদর্শের বিকৃত পাঠ পাদটীকায় দেখানো সম্ভবপর হয়নি। ৬। বি-এক পুত্র হইল মনির গোরখের বরে। •আদর্শে 'প্ত্র'। প, ন, দ প্রভৃতি অক্ষরের সঙ্গে ব ফলা যোগ করে উকার হিসাবে ব্যবহার পুথির সর্বত্রই আছে। যথা: প্ত্র—পুত্র; দ্বই—দুই; পাইন্ব-পাইনু। এটাই ছিল মধ্যযুগের বানান প্রণালী। ব্যতিক্রম খুব সম্ভব ঘটেছে লিপিকব-প্রমাদে। ৭। বি-গোরক্ষের। ৮। 'আ-বাল্যক'। বি-বালক। ৯। বি-যখন ময়নামন্ত্রি বালক প্রসব করিল। ১০। আদর্শে চন্দ্র স্থলে 'তারা'। বি- চন্দ্র যেন ভূমিতে উঠিল। ১১। বি-পুত্র মুখ দেখিয়া মুনি আনন্দ হইল। ১২। আদর্শে শারদ স্থলে 'সর্গের', বি- শরদ পূর্ণিমা যেন উজালা করিল। 'সর্গের পূর্ণিমা' স্থলে শারদ পূর্ণিমা উত্তম পাঠ। ১৩। ছাইলার—ছেলের। উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গে ছাইলা শব্দ প্রচলিত আছে। ১৪। বি-ছয় দিবসে কৈল ছেলের ষষ্টির আচার। ষষ্ঠীর বার বা আচার—জাতকের জন্মের ষষ্ঠ দিবসে অনুষ্ঠেয় মঙ্গল-কর্ম বিশেষ। ষষ্ঠী—সন্তানের রক্ষয়িত্রী দেবী বিশেষ। ১৫। বি-গণে দেখে আঠার বৎসর বালকের পরমাই।

১৮ বছর প্রমাঞি ১৯শে মরণ।[১]
তখনি সেবিবে যায়া হাড়িফার চরণ।[২]
১৮ বছর অন্তর ১৯শে মরিবে[৩]।
হাড়িফার চরণ সেবি অমর হইবে[৪]।।
একথা শুনিয়া মুনি আনন্দ[৫] হইল।[৬]
ধন-বস্ত্র দিয়া ব্রাহ্মণক বিদাএ করিল।।[৭]
রজত কাঞ্চন[৮] দিল তার নাহি সীমা।
৭ মুষ্টি[৯] দিল মুনি কুষ্ঠির দক্ষিণা।।
ধন মাল গাভীদান অতি[১০] দান অন্ন।[১১]
একত্রিশ দিবসে করে বালকের নামকরণ।।[১২]
জ্ঞাতি কুটুম্ব যত আর পুরোহিত[১৩]।
নিমন্ত্র[ণ] করিল মুনি সকলের পুরিত[১৪]।।
দিগ দিগন্তর হইতে আইল যত রাজা।
গৃকুল সহরে আইল যত [ছিল] প্রজা।।
রাজা প্রজা মুনি সবে হইল[১৫] আনন্দ।
সুন্দর[১৬] দেখিয়া নাম রাখিল গুপিচন্দ[১৭]।।
নামকরণ[১৮] করি সবে বিদায় হইল।[১৯]
পুত্র লয়া মুনি তবে আনন্দ হইল।[২০]
মুনির বাড়িতে ছিল গুনবতী[২১] দাই।
তাহার কোলে দিল বালক মঞেনামতী রাই[২২]।।

১, ২ বি-পুথিতে নেই। আদর্শে যায়া স্থলে 'জাএয়া'। ৩। বি-মরিবেক। ৪। বি-হইবেক ৫। আনন্দিত স্থলে 'আনন্দ' শব্দের ব্যবহার পুঁথিব প্রায় সর্বত্রই আছে। যুগের অন্যান্য গ্রন্থেও 'আনন্দ' শব্দের অনুরূপ ব্যবহার দেখা যায়। ৬। বি-একথা শুনিয়া মনিরআনন্দ হৈলনন। ৭। বি-ব্রাহ্মণকে দিল মুনি বস্ত্র আভরণ ৮। আ-'অজত'। র-স্থলে অ এবং অ-স্থলে র ব্যবহার উত্তর বঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় প্রচলিত। যেমনা, আদা-রসুনকে বলে রাদা-অসুন। ৯। বি-সহস্র মুদ্রা। ১০। আ-'রাতি'। ১১, ১২। বি-ধনমাল গাভী মুনি বিস্তর দিল দান। একত্রিশ দিবসে কৈল কর্ণের ছেদন। ১৩। আ-'পুরাহিৎ'। বি-পুরোহিত ১৪। আ-'পুরিত' বি-পুরিত। ১৫। বি-হইয়া। ১৬। বি-সুন্দর। আ, 'ষুন্দর'। পুঁথিতে শ, ষ এবং স এর ব্যবহার বেশ স্বাধীন ভাবেই করা হয়েছে। শুনি, শুনিয়া ইত্যাদি শব্দ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে 'ষুনি' 'ষুনিঞা' হিসাবে এবং কোন কোন স্থানে 'সুনিয়া' হিসাবে লিখা হয়েছে। ১৭। বি-গোপীচন্দ্র। বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে গুপি এবং গুবি চন্দ্র উভয় বানানই আছে। কোন কোন স্থানে গুবিন্দ্র বানান ও দেখা যায়। ১৮। বি-নামকরণ। আ-'নামকণ্য থুইয়া'। বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে যুক্ত ণ বা যুক্ত ন সর্বত্রই যুক্ত ণ। তা'ছাড়া ণ এর ব্যবহার নেই। অন্যত্র সবক্ষেত্রেই ন। ১৯, ২০। বি-নামকরণ করি সবে হইল বিদায়। পুত্র লয়ে আনন্দিত মনির হৃদয়। ২১। আদর্শে "ঘুরবত্তি' বি-গুনবতী। লোক-প্রবাদ মতে কুমিল্লার 'গুনবতী' নামক স্থান এই 'গুনবতী'র নামের সঙ্গে জড়িত। ২২। আদর্শে ময়নামতী বানান প্রায় সর্বত্রই 'মঞনামুত্রি'।

## গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস

মুনি[১] বলে গুণবতী শুন দিয়া মন।
দাক[২]দিয়া পালন কব বাজার নন্দন ॥
তোমাব কোলেতে যখন[৩] হইবে যুবক।
হাডিফাব চবণে তখন কবিবে[৪] সেবক ॥
এতেক কহিয়া মুনি বালক সঁপিল[৫]।
গোর্খনাথেব নাম লয়া মুনি ধ্যানে বসিল ॥[৬]
গোফাতে বসিল যায়া মঞেনামতী বাই[৭]।
বাজপুত্র পালে হেথা গুনবতী দাই।[৮]
পঞ্চ মাসেব বালক হইল যখন।
মানিকচন্দ্র ববে পুত্রেব[৯] অন্নপ্রাশন ॥
দুগ্ধ[১০] দিয়া গুনবতী পালন কবিল।
চাঁদেব সমান[১১] বালক[১২] বাডিতে লাগিল ॥
শুকুব মাহমুদ কহে পুস্তক যোগান্ত।[১৩]
পবিহাস্য না কবিবেন শুন গুপিচন্দ ॥[১৪]

যখন হইল বালক দ্বাদশ[১৫] বৎসব।
বিবাহ কবাতে চিন্তা কবে বাজ্যেশ্বব ॥[১৬]
বাজা বলে সংসাবে দোসব[১৭] কেহ নাই।
শেষ কালে এক পুত্র[১৯] দিলেন গোসাঁই ॥[১৮]

---

১। আ-'মনি'। ২। বি-দুগ্ধ। ৩। বি-তোমার দুগ্ধের জোশে। ৪। বি-করাব সেবক। ৫। বি-সুপিল। ৬। বি-গোবক্ষের নাম লয়ে মুনি গুফাতে বসিল। ৭। বাই—আই, মাতা। র-আগমে রাই। সাধারণ অর্থে শ্রী রাধিকা। এখানে মা ময়নামতী। 'মতী' শব্দেব বিকৃত রূপ 'মন্ত্রী' বা 'মুন্ত্রি'। ৮। বি-বাজ্যপুত্র পালন কর গুণবতী দাই। ৯। আদর্শে 'য়ন্ন্য প্রষন'। বি-বালকের অন্নপ্রাশন। ১০। আ-'দুগদ'। মহাপ্রাণ বর্ণের স্থলে অল্পপ্রাণ বর্ণের অপপ্রয়োগ পুঁথিতে বহুল পবিমানে বিদ্যমান। কোন লিপিকরের অজ্ঞতাই বোধহয় এর জন্য দায়ী। অন্য দুই গ্রন্থে এই অপপ্রয়োগ কদাচিৎ দেখা যায়। ১১। বি-চন্দ্রের সমান ১২। বালক শব্দ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 'বার্লক' এবং ক্বচিৎ বাল্লক হিসাবে লিখা হয়েছে। ভ-পুঁথিতে বার্লোক। বি-পুঁথির পাঠ আধুনিক; অতএব বালক। ১৩, ১৪। বি-পুঁথিতে নেই। আদর্শে "গৌরি পার্ব্বতি"। কবির ভণিতায় প্রথমে এখানে এবং পরে সর্বত্র "গৌরিপার্ব্বতির" নাম আছে। হয়ত বিশেষ কোন কারণে মুসলমান কবির নাম গোপন রাখার প্রয়োজনে এই ভণিতা ব্যবহৃত হয়েছে। (ভূমিকার দুই পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ১৫। বি-দ্বাদশ। আদর্শের 'দোত্তাদশ' শব্দে 'ও' বর্ণের সঙ্গে আকার যোগ লক্ষণীয়। ১৬। আ-'রাজ্যের ঈশ্বর'। বি-বিভার কারণে তখন চিন্তা করে রাজেশ্বর। ১৭। বি-আমার দোসর নাই। আ-'দোষোর'। ১৮। বি-সবে এক পুত্র মোকে দিয়াছেন গোসাঁই। আ-শেষ স্থলে 'সেষ'। ১৯ আদর্শে পুত্র শব্দ সর্বত্রই পুত্র বা 'পুত্র' হিসাবে লেখা হইয়াছে।

আমি অভাবে রাজা হবে মঞেনামতী[১]।[২]
পুত্রেক কবিবে মুনি[৩] অনেক দুর্গতি।।
যুগী করিবে পুত্রক পাঠাবে দেশান্তব।[৪]
পুত্রেক না বসাবে মুনি পাটেব উপর।।
যোগ-ধ্যান, বিনে মুনিব আব নাহি মনে।[৫]
গুপিচন্দ্রেক পাঠাইবে যুগীর স্থানে।।[৬]
আমি থাকিতে পুত্রক[৭] বিভা দিতে পাবি।
বধুকে[৮] ছাড়িযা পুত্র না হবে দেশান্তবী।।
এতেক ভাবিযা বাজা যুক্তি[৯] দাঁড়াইল।
সম্বন্ধ কবাইবে কোথা ভাবিতে লাগিল।।[১০]
হেন কালে আইল বাজাব [তিন][১১] পুবোহিত।
দুর্গাবাম নবগুণ[১২] হবিদেব পণ্ডিত।।
বাজা বলে শুন তোবা[১৩] পুরোহিত ব্রাহ্মণ।
পুত্রেক কবাইব আমি মঙ্গলাচবণ।।[১৪]
তিন শত টাকা দিব[১৫] তিন জনে লও।
গুপিচন্দ্রেব সম্বন্ধ তোবা[১৬] যোটাইযা দেও।।
মুনি শুনিলে বিভা দিতে নাহি দিবে।
সম্বন্ধ কবিযা শীঘ্র পাতীল[১৭] ডুবাবে।।

---

১। আদর্শে 'রাই' শব্দ অতিবিক্ত আছে। ২। ময়নামতীব সন্ন্যাস ধর্মের প্রতি রাজা খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলে মনে হয়না। ৩। বি-আমাব কতেক দুর্গতিই। ৪। বি-যুগী করিয়া কি পাঠাবে দেশান্তরে। ৫। বি-যুগী ধিয়ানে মুনিব আর নাহি মনে। ৬। বি-পুত্র গোপী চন্দ্রকে পাঠাব দেশান্তরে। ৭। বি-যদি। ৮। বি-বধুকে। আ-'বদ্বকে'। দ-এব সঙ্গে ব-ফলা যোগ করে উকাব হিসাবে ব্যবহার আলোচ্য পুঁথিও যোগেব অন্যান্য হস্তলিখিত পুঁথিব বিশেষত্ব। মহাপ্রাণ বর্ণ ধ-এর পরিবর্তে অল্পপ্রাণ দ-এর ব্যবহার বোধ হয় কোন লিপিকর-প্রমাদে ঘটেছে। ৯। বি-যুক্তি স্থির কৈল। আ-'ডাড়াইল'। ১০। আ-'শমোন্দ করাইতে কথা...'। বি-কোথায় কবিব সম্বন্ধ ভাবিতে লাগিল। ১১। বি-পুঁথিতে আছে। ১২ বি-নবরত্ন। ১৩। বি-শুন তোমবা। ১৪। আ-'মেঙ্গল আচন। বি-পুত্রকে করিব আমি মঙ্গলাচরণ। ১৫। বি-তোমরা। ১৬। বি-শীঘ্র করি দাও। ১৭। পাতিল ডুবাবে—উত্তব বঙ্গেব কাপ অর্থাৎ ভঙ্গকুলীন শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত, মাটির হাঁড়ি ডুবিয়ে বিবাহেব 'কবণ' অনুষ্ঠান। বিয়েব দিনে প্রাতঃকালে বরকর্তা এবং কন্যাকর্তা উভয়ে জলে দাঁড়িয়ে উভয় পক্ষের নিজ নিজ গোত্র, প্রবর এবং পূব তিন পুরুষের নাম করে পরস্পরকে 'কুশময়ী' কন্যা সম্প্রদান করে। তাতে তাবা যে পরস্পব 'করণীয়' ঘর তা স্বীকৃত হয়। এই অনুষ্ঠানের পরে মাটির হাঁড়িতে 'কুশময়ী' কণ্যাদ্বয়কে রেখে উভয়ে মিলে হাঁড়িটা জলাশয়ে ডুবিয়ে পবস্পবকে কোলাকুলী করে। উত্তর বঙ্গে ভঙ্গ কুলীণদের (ব্রাহ্মণেদের) মধ্যে প্রচলিত এই প্রথা কবি শুকুর মাহমুদ গন্ধ-বেনে জাতীয় হিন্দুদের বেলায় ও আরোপ করেছেন। (টীকা দ্রষ্টব্য)।

সুলক্ষণী[১] কন্যা দেখি অতি কুলশীল।
গুপিচন্দ্রর নামে তোরা[২] ডুবাবে পাতীল॥
গুপিচন্দ্রক বিভা করাবে সকাল।[৩]
তাহার তরে দিব মান্য রত্ন প্রবাল[৪]॥
মান্য দিতে প্রতিজ্ঞা[৫] করিল নরপতি।
তিন দিকে তিন ব্রাহ্মণ[৬] গেল শীঘ্রগতি॥
শুনিয়া আনন্দ হইল তিন পুরোহিত।
পূর্ব দিকে[৭] গেল তবে হরিদেব পণ্ডিত॥
পূর্বদেশে ছিল মহীচন্দ্র রাজ্যেশ্বর।[৮]
তাহার ঘরে ছিল কন্যা চন্দনা সুন্দর॥
তাহার বাড়ীতে গেল হরিদেব ব্রাহ্মণ।
দেখিয়া আনন্দিত[৯] রাজা বন্দিল চরণ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা সত্বরে[১০] উঠিল
পদ আস্রা দিয়া রাজা চরণ বন্দিল॥[১১]
রাজা বলে ব্রাহ্মণ তোমার[১২] বসত কোন দেশে।
কি কার্যে আইলা এথা কহিবে বিশ্বাসে[১৩]॥
ব্রাহ্মণে বলেন কথা শুনহ বৃত্তান্ত।[১৪]
মৃকুল[১৫] সহরে আছে রাজা মানিকচন্দ্র॥
তাহার এক পুত্র আছে নাম গুপিচন্দ।[১৬]
আইলাম বিভা তাহার করাইতে সম্বন্ধ॥[১৭]

---

১। বি-সুলক্ষণ কণ্যা দেখি প্রতি কুলশীল। ২। বি-তোমরা। ৩। বি-গোপীচন্দ্রের বিভা যেমন করাবে তৎকাল। ৪। আদর্শে 'মান্য' ও 'প্রবল'। বি-প্রবাল। ৫। আ-প্রতিজ্ঞা। বি-প্রিতিজ্ঞা। ৬। বি-ব্রমে ৭। আদর্শে পূর্ব্বে'। 'পূর্ব্ব' শব্দের সঙ্গে একার যোগ বাহুল্য এবং গ্রাম্য। লিপিকরের অজ্ঞতা বশতঃ বোধ হয়।

৮। বি-পূর্ব্বদিক্কে ছিল মহেশচন্দ্র রাজেশ্বর। ৯। বি-আনন্দ। ১০। বি-সত্বরে। আ-'সত্তুরে'। ১১। বি-পাদ্যার্ঘ্য আচরণে চরণ বন্দিল। ১২। বি-তুমি থাক কোন দেশে। ১৩। বি- বিশেষে। আদর্শে 'বিস্বাষে'। ১৪। বি-হরিদের বলেন তুমি শুন রাজেশ্বর। বি-পুঁথির পরবর্তী পদ "কি কার্য্যে আইলাম তার শুনহ খবর।" আলোচ্য পুঁথিতে নেই। ১৫। মৃকুল—মেহেরকুল। ১৬। বি-এ পদ নেই। ১৭। বি-তাহার পুত্রের আইলাম করিতে সম্বন্ধ। 'বিভা' শব্দের ব্যবহার বর্তমান এবং যুগের অন্যান্য পুঁথির মধ্যে যথেষ্ট দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে অন্তে 'হ' যোগ করে 'বিভাহ' শব্দও ব্যবহার করা হয়। 'সম্বন্দ' শব্দে মহাপ্রাণ 'ধ' বর্ণ স্থলে অল্পপ্রাণ 'দ' বর্ণের প্রয়োগ লক্ষণীয়। পূর্ব এবং উত্তর বঙ্গে মহাপ্রাণ এবং অল্পপ্রাণ বর্ণের অপপ্রয়োগ সর্বত্রই প্রচলিত। যথাঃ--রন্ধন--রন্দন; ভাই--বাই; ভাত--বাত; বোন-ভোন ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাজা বলে মুনি সেই কুলেশীলে হএ।[1]
[নি] সংকোচে করাইব কার্য কহিলাম নিশ্চএ॥[2]
মঞ্জেনামতীর পুত্র[3] হয় রাজার কুমার।
তাহার তরে দিব কন্যা করিলাম[4] স্বীকার॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণ কন্যা আনন্দিত হইল।[5]
শুভলগ্ন করিয়া[6] পাতি ডুবাইল॥
হরিদেব করিল এথা মঙ্গলাচরণ॥[7]
উত্তর দিকে গেল তবে নবগুণ ব্রাহ্মণ॥[8]
উত্তর দিকে ছিল[9] নিহার চন্দ্র [নর] পতি।
তাহার ঘরে আছে কন্যা ফন্দনা যুবতী[10]॥
তাহার বাড়িতে গেল সম্বন্ধের কারণ।
দ্বিজেকে দেখিয়া তুষ্ট হইল রাজন॥[11]
প্রণাম করিয়া বলে দ্বিজের চরণ।[12]
কি কার্যে এথা [দ্বিজ] তোমার আগমন॥[13]
বসিতে আসন দিয়া করে নিবেদন।[14]
কি হেতু প্রবাসে দ্বিজ তোমার আগমন॥[15]
নবগুণে বলে রাজা কহি তোমার ঠাঁই।[16]
বৃকুল সহরে আছে মঞ্জেনামতী রাই॥[17]
তাহার এক পুত্র আছে নাম গুপিচন্দ্র।[18]
আইলাম তাহার আমি করাইতে[19] সম্বন্ধ॥

১। বি-রাজা বলে দেখ কন্যা যুগ্য হয়। ২। বি-স্বরূপেতে কন্যা দিব কহিলাম নিশ্চয়। ৩। আদর্শে কুমার স্থলে 'দুলাল'। বি-ছেলে হয় রাজারি কুমার। ৪। আদর্শে "কহিলাম সকাল" এবং কন্যা স্থলে 'কন্ন্যা'। বি-তাহার ঘরে কন্যা দিব করিলাম স্বীকার। ৫। আদর্শে "স্থনিয়া রাজার কথা আনন্দিৎ হইল"। বি-দেখিয়া ব্রাহ্মণ কন্যা আনন্দ হইল। ৬। বি-সুলক্ষণ তিথি দেখি। ৭। বি-হরিদেব করিল হেথা মঙ্গলাচরণ। আ-'সমন্দ আচন'। ৮। বি--উত্তর দিগে গেল ব্রাহ্মণ নবরতন।

৯। বি-হইল নেহালচন্দ্র নরপতি। ১০। বি-তাহার ঘরে কন্যা ছিল ফন্দনা যুবতী। আ-'কণ্ন্যা মোহাম্বতি'। ১১। বি-দেখিয়া আনন্দ বড় হইল রাজন। ১২। বি-রাজা বলে শুন তোমরা নবরতন। ১৩। বি-কি কার্য্যে আইলে হেথা কহিবে কারণ। ১৪, ১৫। এই দুই পদ বি-পুঁথিতে নেই। আদর্শে 'দ্বিজ' স্থলে 'দ্বিজর্জ'। ১৬। বি-ব্রাহ্মণ বলেন কহি যে তোমার ঠাঁই। ১৭। আ-'বৃকুলে সহোরে আছে মঞ্জনাবুদ্ধি রাই'। ১৮। বি-তাহার ঘরে এক পুত্র আছে রাজা গোপীচন্দ্র। ১৯। বি-করিতে সম্বন্ধ। আদর্শে 'করাইতে সমন্দ'। সমন্ধ শব্দ সর্বত্রই সমোন্দ।

রাজা বলে বুনি সেই কুলেশীলে হএ।[১]
তাহার ঘরে দিব কন্যা কহিলাম নিশ্চএ[২] ।।
শুনিয়া রাজা(র) কথা[৩] আনন্দ হইল।
শুভলগ্ন করিয়া দ্বিজ পাতিল ডুবাইল।।[৪]
এইরূপে নবগুণ কবিল যোটন।[৫]
আব পশ্চিম দেশে গেল দুর্গাবাম ব্রাহ্মণ।।[৬]
পশ্চিমদিকে[৭] ছিল বাজা হবিচন্দ্র নরপতি।
তাহাব ঘবে ছিল কন্যা অদুনা যুবতী[৮] ।।
তাহাব বাড়িতে গেল সম্বন্ধেব কাবণ।
ব্রাহ্মণ দেখিযা তুষ্ট[৯] হইল রাজন।।
ব্রাহ্মণ দেখিযা বাজা সত্ত্ববে[১০] উঠিল।।
প্রণতি কবিযা বাজা[১১] চবণ বন্দিল।।
বসিতে আনিযা দিল দিব্য[১২] সিংহাসন।
চবণেতে জল দিযা[১৩] বসিল ব্রাহ্মণ।।
বাজা বলে শুন বাপু বাজ[১৪] পুবোহিত।
কি কার্যে আইলা তুমি আমাব[১৫] পুবিত[১৬] ।।
দুর্গাবামে[১৭] বলে তুমি শুনহ নৃপবব[১৮] ।
মানিকচন্দ্র বাজা আছে মৃকুল সহব।।
তাহাব এক পুত্র আছে নাম[১৯] গুপিচন্দ্র।
আইলাম তাহাব আমি কবাতে সম্বন্ধ।।[২০]

---

১। বি-রাজা বলে দেখ কন্যা যদি যোগ্য হয়। ২। বি-নিশ্চয়' আ'নির্ছএ'। ৩। বি-দেখিয়া রাজার কন্যা। ৪। বি-শুভলগ্ন তিথি দেখিয়া পাতিল ডুবাইল। আদর্শে 'দ্বিজ' স্থলে 'দিজর্জ'। ৫, ৬। বি-এইরূপে নবরত্ন করিল শুভ কাম। পশ্চিম দিগে গেল ব্রাহ্মণ দর্গারাম।। আদর্শে 'পচিচম'।

৭। আদর্শের 'পচিচম' শব্দ পশ্চিম-এর গ্রাম্য রূপ। বি-পশ্চিম। ৮। আদর্শে "সুন্দরী"। বি-যুবতী। ৯। বি-রাজা আনন্দিত মন। ১০। বি-সত্বরে। আদর্শে 'সর্ত্তুরে'। যুক্ত ত-এর সঙ্গে র ফলার সংযোগ এই যুগের বিশেষত্ব। আর উকার-যোগ লিপিকরের উপর আঞ্চলিক প্রভাবে বোধ হয়। ১১। আ-'প্রর্ণ্যতি'। বি-পাদ্য অর্ঘ্য আচরণে। ১২। বি-উত্তম। আ-দিব্য। ১৩। বি-পদ প্রক্ষালিয়া তখন। আলোচ্য পুঁথির পাঠ কবিত্বময়। ১৪। বি-ব্রাহ্মণে পুরোহিত। ১৬। বি-কি কার্য্য এখন তোমার আমার পুরিত।
১৫। "আমাব পুরিত" শব্দ থেকে খণ্ডিত ভ-পুঁথির আরম্ভ কতগুলি বিক্ষিপ্ত শব্দের মাধ্যমে।

১৭। ভ-দুর্গারাম। ১৮। আ-'নৃিরপবর'। ঋ কারের সঙ্গে ই কার যোগ করা এই পুঁথির এবং খুব সম্ভব যুগেরও প্রচলিত বানান পদ্ধতি। যথা:--মৃিকুল, পৃিথিবী ইত্যাদি। ১৯। বি-রাজা। ২০। বি-তোমার ঝিয়ার আইলাম করিতে সম্বন্ধ। ভ·········র করিতে শরণ।

রাজা বলে যাহার মাও[১] ময়েনামতী রাই।
তাহার ঘরে দিব কন্যা [২] আমার বড়াই ।।
এহিত সংসারে মুনি বড় ধর্ম্মজ্ঞান।[৩]
অবশ্য তাহাব ঘরে[৪] কন্যা দিব দান ।।
এতেক বলিযা বাজা নির্বন্ধ [৫] করিল।
ব্রাহ্মণ পুছিযা বাজা[৬] পাতীল ডুবাইল ।।
এহিরূপে তিন জন[৭] সম্বন্ধ যোটাযা[৮]।
মানিকচন্দ্র বাজাব কাছে[৯] আইল চলিয়া ।।

রাজা বলে শুন তোবা[১০] ব্রাহ্মণ সকল।
শুভ কর্মেব তোমবা কহিবা[১১] কুশল ।।
হরিদেব বলে গেইলাম[১২] মহিচন্দ্রেব পুবী।
তাহাব এক কন্যা আছে পবম সুন্দবী ।।
অধিক সুন্দব কন্যা নযনে[১৩] দেখিনু।
শুভ লগ্ন কবিযা পাতিল ডুবাইনু[১৪] ।।[১৫]
নিহালচন্দ্র বাজাব কথা বলে নবগুণ।[১৬]
তাহাব বাড়ীতে গেইলাম সম্বন্ধেব কাবণ ।।
কন্দনা তাহাব কন্যা রূপেব মুবাবি।[১৭]
পাতীল ডুবাইলাম আমি শুভলগ্ন[১৮] কবি ।।
দুর্গাবাম বলে বাজা কব অবধান।
পশ্চিম দিকে (আছে)[১৯] বাজা হবিচন্দ্র[২০] নাম ।।

---

১। যি-মা। ভ-মাও। ২। আদর্শে "কহিলাম নির্চয়"। ভ-কন্য্া দিব আমাব বডাই। বি-কন্যা দিব আমার বড়াই। ৩। আদর্শে এহিত স্থলে 'সেইতো'। বি-এহিত সংসারেব মধ্যে মুনি ধর্ম্মজ্ঞান। ভ-এহিত শংশার খান ' ''। ৪। বি-পুত্রকে। ভ-ঐ। ৫। বি-নির্ব্বন্ধ। ভ- [শবন্দ]। ৬। আদর্শে "ব্রাহ্মণ বাম্বাক কয়া"। বি--ব্রাহ্মা পুছিযা বাজা। ভ- 'ছিযা বাজা। ৭। বি-জনে। ৮। বি-করিয়া। ৯। আদর্শে "আগে"। বি-কাছে। ভ-ঐ।

১০। বি-তোমরা। আদর্শে 'সুন:তোবা'--শুন্তোরা, শুন তোমরা। তোমবা-র তুচ্ছার্থে তোরা। কিন্তু উত্তর বঙ্গের কোন কোন স্থানে তোরা শব্দ তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়না। যেমন, তোবা আসেন, তোরা বইসেন, তোরা খাইছেন ইত্যাদি। ১১। আদর্শে 'কবোহ কুষোল'। বি-কহিবা কুশল। ১২। বি-গেলাম মহেশচন্দ্রের পুরী। ভ-গেইলাম মহিচন্দ্রেব পুবি। ১৩। আদর্শে "তাহাও জানিল"। বি-নয়নে দেখিনু। ভ--নয়ানে দেখিনু। ১৪। আদর্শে "ডুবাইল"। বি-ডুবাইনু। ভ-পাঠ নেই। ১৫। বি-শুভ লক্ষণ দেখি পাতিল ডুবাইনু। ১৬। বি-নিহাল চন্দ্র নামে রাজা বলে নবরত্ন। ভ-নেহালচন্দ্র নামে রাজা বলে নরতাম। ১৭। বি-কন্দনা নামে কন্যা রূপের মুরারি। ভ-কন্দনা নামে কন্যা রূপের মুরারি। আদর্শে 'রূপের মুরারি' স্থলে 'রূপে বির্দ্দাধরি'। ১৮। বি-শুভ লক্ষণ। ভ-সুভক্ষণ। ১৯। আদর্শে "দিগের"। বি-দিকে আছে। ভ-দিগে আছে। ২০। বি-হরিশচন্দ্র।

তাহার কন্যার রূপ কহিতে না পারি।
চন্দ্রের[১] রোহিনী কিম্বা[২] শঙ্করের গৌরী[৩] ॥
দেখিয়া কন্যার রূপ আপন নয়নে।[৪]
পাতীল ডুবাইলাম আমি অতি শুভক্ষণে ॥
তিন সম্বন্ধের কথা শুনিয়া[৫] নরপতি।
হেঁট মুণ্ড কবি বাজা ভাবিল যুগতি ॥[৬]
কোন বাজাক পাঁচ পুত্র[৭] দিয়াছে গোসাঞি[৮]।
গুপিচন্দ্র বিনে আমার আব কেহ নাই ॥[৯]
আব কেহ নাই আমাব এক[১০] গুপিচন্দ্র।
পুত্রেক কবাইব আমি এ তিন সম্বন্ধ।[১১]
এতেক ভাবিযা বাজা নিববন্ধ[১২] কবিল।
ধন মালদিযা বাজা ঘটক তুষিল[১৩] ॥
এহি মতে[১৪] গুপিচন্দ্রেব সম্বন্ধ যোটাইল[১৫]।
ধ্যানেতে[১৬] আছিল মুনি কিছুই না জানিল ॥
আপনাব মনে বাজা যুক্তি বিচাবিল[১৭]।
ব্রাহ্মণেক পুছিযা (বাজা) শুভদিন কবিল[১৮]।
পাত্র মিত্র আদেশিযা[২০] কবে শুভ যোগ।[২১]
কবিতে লাগিল বাজা বিভাব ওযোগ[২২] ॥

---

১। আদর্শে "ইন্দ্রেব রূহিনি"। ভ-চন্দ্রেব। বি-ঐ। বোহিণী ইন্দ্রের নয়, চন্দ্রের স্ত্রী। ২। বি-তিনি। ভ-কর্ণ্য। ৩। আদর্শে "কুমাবি"। ভ-গৌবি। বি-ঐ। ৪। আদর্শে "সুনিয়া কণ্যার কথা আপনার শ্রবোনে"। ভ-দেখিয়া-কর্ণ্যার রূপ আপোন নয়ানে। বি-দেখিনু কন্যাব রূপ আপন নয়নে। ৫। আদর্শে "শুনিল"। ভ-সুনিয়া। বি-শুনে। ৬। ভ-হেটমুণ্ড হইয়া বাজা ভাবেন যুগতি। বি-হেটমুণ্ড করিয়া ভাবিল সংপ্রতি। আদর্শে "হেটমুণ্ড"। ৭। ভ-কুনো রাজাকে পঞ্চপুত্র। রাজাক—রাজাকে। কর্মকারকে কে স্থলে ক ব্যবহার পুঁথির বিশেষত্ব। যুগের অন্যান্য গ্রন্থেও অনুরূপ ব্যবহার দেখা যায়। ৮। ভ-গোশাঞি স্বামী বা প্রভু (ভূমিকায় গোরক্ষনাথের জীবনী দ্রষ্টব্য)। ঞ-র সঙ্গে ই-কার যোগে ই উচ্চারণ লক্ষণীয়। ৯। বি-পাঁচ পুত্রের বিভা তারা দিবে পাঁচ ঠাই। ভ-পঞ্চ পুত্র বিভা তারা দিল পঞ্চ ঠাঞি। ১০। বি-বিনে। ভ-একেলা। ১১। বি-পুত্রের করিব আমি তৃতীয় সম্বন্ধ। ভ-পুত্রের করিলাম আমি তিন এ শবন্দ। ১২। বি-নির্ব্বন্ধ। ভ-নিবন্দ। ১৩। আদশে "পটাইল"। ভ-তুশিল। বি-বিদায় করিল। নূতন করে ঘটক পাঠাবার আর কি প্রয়োজন? ১৪। ভ-এহিরূপে। বি-এইরূপে। ১৫। ভ-করিল। বি-ঐ। ১৬। আদর্শে "ধ্যানে"। ভ-ধ্যানেতে। বি-ঐ। ১৭। আদর্শে "ভাড়াইল"। ভ-বিচারিল। বি-ঐ। ১৮। ভ-ব্রার্হ্মন। বি-ব্রাহ্মণে। ব্রাহ্মণেক—ব্রাহ্মণকে। ১৯। ভ-কৈল। বি-ঐ। ২০। আদর্শে "পাত্র মিত্রর আদেসে"। এই পাঠ ত্রুটিপূর্ণ। এবং বি-পুঁথির পাঠও। ২১। ভ-পাত্র মিত্র আদেশিয়া কৈল শুভযোগ। বি-পাত্রমিত্র আসিয়া করিল অভিযোগ। ২২। সম্ভোগ। ভ-শম্ভগ। ওযোগ <ওৎযোগ <উদ্যোগ। [সং উৎ যুজ্ ঘ (অ)]।

মৃকুল সহরে ঢুলী[১] ছিল যত জন।
রাজার বাড়ীতে আইল[২] বিভার কারণ॥

ঢাক ঢোল বাজে আর[৩] ধাঙ্গসা নাকারা।
দক্ষিণী জোড় খাই বাজে কাড়া টিকারা॥[৪]

রণশিঙ্গা ভেউব[৫] বাজে হইয়া এক সঙ্গ[৬]।
মৃকুল সহরে হইল বিভার বাদ্যের রঙ্গ॥[৭]

রাজা বলে না কবিও রঙ্গের বাজনা।[৮]
ধ্যান ভঙ্গ হইলে[৯] মুনির বিভা দিতে মানা॥

বাদ্যের শব্দে মুনির ধ্যান ভঙ্গ হইবে।[১০]
গুপিচন্দ্রের বিভা মুনি দিতে নাহি দিবে॥[১১]

এতেক শুনিয়া নিঃশব্দ হইল যতেক বাজন।[১২]
কাকল কাড়া শিঙ্গা সব হইল বাবণ॥[১৩]

খোল মৃদঙ্গ[১৪] বাজে নাবদী মন্দিরা[১৫]।
মোহন মুবাবি বাজে সাবিন্দা দোতাবা॥[১৬]

রবাব পিনাক[১৭] বাজে মুচঙ্গ তম্বুবা[১৮]।
বাঁশি মনোহব[১৯] বাজে সোওযাবি ঝুঞ্জুবা[২০]॥

---

১। আদর্শে "কণ্ন্যা"। ভ ঢুলী। বি-হাড়ি। ২। ভ-করে বিভাব বাজন। বি-বাজে বিবাহের বাজনা। ৩। আদর্শে "দামা দোগোড়া"। বি ধাঙ্গসা নাকারা। ভ-ঢাশা নাগারা। ধাঙ্গসা, ঢাশা—ধামসা। এক জাতীয় বাদ্য যন্ত্র। নাকারা—ঢাক জাতীয় ক্ষুদ্রবাদ্য যন্ত্র। ৪। আদশে "জোড় খাই জোড ডম্প কোন পাড়া কাড়া"। ভ-দক্ষিনি জোড় খাই বাজে আর কাড়া টিকাবা। বি-দক্ষিন জোড়খাই বাজে কাডা টিকারা। জোড়খাই, জোড়খাই- খুব সম্ভব বড় করতাল। নাকারা—একদিকে চর্মে আচ্ছাদিত ঢাক জাতীয় বাদ্য যন্ত্র বিশেষ। টিকারা—দুন্দুভি, কাড়া। ৫। ভেউর—ভেরী। ৬। আদর্শে "একতঙ্গ"। ভ-একসঙ্গ। বি ঐ। ৭। ভ-বিভার বাদ্যে মিকুল শহর হৈল তরঙ্গ। বি-এইপদ নেই। ৮। ভ-নাকব তোরা বঙ্গের বাজনা। বি-তোমরা না কর তরঙ্গ বাজনা। ৯। ভ-মুনি বিভা দিবে মানা। বি-মুনি বিবাহ দিবেনা। ১০। বি-বাদ্যের শব্দে যদি মুনির ধ্যান ভঙ্গ হয়। ১১। বি-গোপীচন্দ্রের বিভা দিতে নয়। ভ-গুপিচন্দের তবে মনি বিভা নাহি দিবে। ১২। ভ-এতো শুনি নিশব্দ হইল সব্ব জনা। বি-একথা শুনিয়া বাদ্য রাখে বাদ্যকেরা। ১৩। ভ-ঢাক ঢোল কাড়া সকল হৈল মানা। বি-এইপদ নেই। ১৪। ভ মিঙঙ্গ। বি মৃদঙ্গ। আ মিরতোঙ্গ'। ১৫। আ-'মন্দুরা'। ভ-বাকরাজ মন্দিরা। বি-পাথরাজ মন্দিরা ১৬। আদর্শে "মহোন ঘণ্টা বাজে সারিঞ্জা চৌতারা"। ভ-মোহন মুরাবি বাজে শারিন্দা দোতারা। বি-ঐ। ১৭। আদর্শে "বরাক পিলাক"। ভ-রবাব পিনাক। বি-পরাকবিলাক। ১৮। ভ-মোচঙ্গ তাম্বা। বি-মোচঙ্গ তানপুরা। আ 'মুচুরঙ্গ'। ১৯। আদর্শে "বালি মনুহার"। ভ-মোহন বাশি। বি-ঐ। ২০। ভ-শরনাশি বাজনা। বি-আর বাজে কাড়া।

শুনিয়া মানিক চন্দ্র রাজা আনন্দিত হইল।[১]
ব্রাহ্মণেক[২] পুছিয়া রাজা শুভদিন করিল॥
শুভলগ্ন[৩] তিথি দেখিযা মঙ্গল রচিল।
চাবি দিকে চারি সারি কদলী রুপিল[৪]॥
আলিপন[৫] ববেক দিল দেখিতে শোভিত।[৬]
নৃত্য কবে নর্ত্তকী গাইনে গাএ গীত॥[৭]
পাত্রকে আদেশ[৮] তবে কবে মহাবাজ।
পুত্র গুপিচন্দ্রক করাহ[৯] বিভাব সাজ॥[১০]
এতেক শুনি পাত্র মিত্র আনন্দ হইল[১১]।
সুগন্ধ চন্দন দিযা স্নান কবাইল॥[১২]
রাজবস্ত্র[১৩] অলঙ্কাব অঙ্গে[১৪] পবাইল।
সুবর্ণ[১৫] দোলাএ বাজাক তুলিযা[১৬] লইল॥
ভানু সম্ভাষিতে[১৭] যেন ইন্দ্রেব গমন।
সেইরূপে হইল বাজাব বিভাব সাজন॥[১৮]
হস্তী ঘোডা বথবথী[১৯] যত সেনাপতি।
বিভাহ কবাতে জাএ লইযা বৈবাতি॥[২০]

---

১। বি-দেখে শুনে মানিক বাজা সুখী হইল বড়া। ভ-এপদ নেই। ২। ভ-ব্রাহ্মণ। বি-ব্রাহ্মণে। ৩। ভ-বস্ত নগ্গন। বি-শুভ তিথি লগ্ন দেখে মঙ্গলাচবণ। মঙ্গল, মঙ্গলাচবণ--বিবাহের পূর্বে কদলীবৃক্ষ পুঁতে, আলপনা ইত্যাদি এঁকে পূর্ব বঙ্গে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বিবাহেব মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। ৪। বি-পুতিল। ৫। আল্‌পনা। ৬। ভ-আলিপনে প্রাঙ্গন শব অপূর্ব্ব ষ্ভিল। বি-আলম গাড়িল তথা অপূর্ব্ব শোভিল। ৭। ভ-নিত্তকি করয়ে নিত্ত গায়ানে গাএ গিদ। বি-নর্ত্তকী নাচয়ে পাইলে গায় গীত। গাইন--গায়ক। এর পরের পদ, যথা: ভ-"মোহা আনন্দিত রাজ্য অপূর্ব্ব ষ্ভিত" এবং বি-"চতুর্দ্দিকে নাচে গায় অপূর্ব্ব শোভিত"। আলোচ্য পুঁথিতে নেই। ৮। আদর্শে "পুত্রের আদেসে"। ভ-পাত্রকে আদেশ। বি-আদেশ করিল মন্ত্রিক মহারাজন। ৯। আদর্শে "করায়ে"। ১০। ভ-পূত্র গুপিচন্দের তবে করাহ বিভার শাজ। বি-পুত্র গোপীচন্দ্রের বিবাহের সাজন। ১১। ভ-হৈল আনন্দিত। ১২। ভ-সুগন্ধ রূপশ্‌টনা দিয়া কবিল ভুশিত। বি-সুগন্দি উপটন দিয়া স্নান করাইল। এ পদের পর ভ-পুঁথিতে দুটি অতিরিক্ত পদ আছে। যথা:

নারাইন তৈল্ব ি. ষ্ণ তৈল্বর্ব অঙ্গেত শাঁখিল।
গঙ্গা জল দিয়া রাজাক শ্তান করাইল॥

১৩। ভ-নানা বস্ত্র। ১৪। আ'রঙ্গে'। ১৫। ভ-শোবণ্ন। বি-সোবর্ণের পালকিতে। ১৬। ভ-লইল তুলিয়া। বি-ঐ। ১৭। বি-বায়ু সেবনেতে। ভানু অর্থাৎ সূর্যকে সম্ভাষন করতে ইন্দ্রের গমনের মত গুপিচন্দ্র ভাবী বধূকে সম্ভাষণে যাচ্ছেন। সূর্যের সঙ্গে কন্যার উপমা লক্ষ্যণীয়। ১৮। ভ-শেহিরূপে হৈল জেন রাজার শাজন। বি-সেইরূপ হইল রাজার বিবাহ সাজন। ১৯। আ-'রথরতী'। ২০। বরাতী, বরযাত্রী।

প্রথমে করিল বিভা মহিচন্দ্রের[১] দুহিতা।
যাহার রূপে মগ্ন[২] হইল স্বর্গের দেবতা ॥
জামতাক[৩] দেখিয়া আনন্দ[৪] নরপতি।
যৌতুকে করিল দান[৫] মদন মোহন হাতি ॥
তাহার পাছে[৬] কবে বিভা নেহালচন্দ্রের ঝি।
দেবতাক জিনিয়া কন্যার রূপ কব কি ॥[৭]
কন্যা বব দেখিয়া তুষ্ট হইল রাজন।[৮]
যৌতুকে করিল দান রজত কাঞ্চন ॥[৯]
শ্বেত নেত বস্ত্র দিল আব জামা জোড়া।[১০]
চড়িয়া বেড়াইতে দিল তাজি নামে ঘোড়া ॥[১১]
জল পথের[১২] দিল মান্য নৌকা জলকর।
যাহার উপরে আছে সুবর্ণের ঘর ॥[১৩]
তাহার পাছে কবিল বিভা হরিচন্দ্রের[১৪] কন্যা।
পৃথিবীব[১৫] মধ্যে সেহি রূপে গুণে ধন্যা ॥
হরিচন্দ্রের কন্যা[১৬] অদুনা[১৭] তাহার নাম।
শচী রতি রম্ভা জিনি রূপে অনুপম ॥[১৮]
অরুণ জিনিয়া মুখ[১৯] চন্দ্র শশধব।
ধ্যানভঙ্গ হয় কত দেখিয়া মুনিবব[২০] ॥[২১]

---

১। আদর্শে লিপিকর প্রমাদে "হরিচন্দ্রের"। ভ-মহিচন্দ্রের। বি-মহেশচন্দ্রেব। ২। বি-মগ্ন হয়। ভ-মুর্ছা যায়। ৩। ভ-জাবোতা। বি-জামাতা। ৪। আ-'আনন্দিং হইল'। ভ-আনন্দ। বি-ঐ। ৫। ভ-জৌতুক দিলেন রাজা। বি-ঐ। ৬। ভ-তার পরে। বি-তাহা পবে। ৭। ভ-দেবতা জিনিয়া রূপ কর্ণ্যার তা বলিব কি। বি-দেবতা জিনিয়া কন্যা রূপের কব কি। দেবতাক-দেবতাকে। এ-বিভক্তি লোপের দৃষ্টান্ত গ্রন্থে প্রচুর। ৮। ভ-কর্ণ্যাপাত্র দেখিয়া আনন্দিত রাজন। বি-কন্যাব পাত্র দেখে আনন্দ রাজন। আ-'আজন'। ৯। ভ-জৌতুক দিলেন জতো নাম্বা রত্তন ধন। বি-যৌতুক দিলেন কত বস্ত্র আভরণ। ১০। ভ-শেত নেত দিল কত আর খাশা জোড়া। বি-সুন্দর কামিনী দিল আর খাঁসা ঘোড়া। আ. 'সেত নেত বস্ত'। শুভ্র সুক্ষ্ম পট্টবস্ত্র (প্রাচীন কালে প্রচলিত)। ১১। ভ-চড়িবার কারণে দিল মনুজ নামে ঘোড়া। বি-চড়িবার কারণে দিল মদন নামে ঘোড়া। ১২। আদর্শে "জলসির্ত্তে"। ভ-জলপথের। বি-জলপথে। ১৩। ভ-তাহার উপরে দিল শোনা রূপাব ঘর। বি-তাহার উপরে ছিল সুবর্ণের ঘর। আ. 'সোবর্ণ্যের'।

১৪। বি-হরিশচন্দ্রের। অনেকের মতে গুপিচন্দ্র সাভারের রাজা হরিশচন্দ্রের কন্যা অদুনাকে বিবাহ করেন। কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য নয়। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। ১৫। আদর্শে প্রিথিবির। ভ-প্রিথিমির। বি-গ্রিথিবী উপর। ১৬। আদর্শে 'হরিচন্দের রাজার কন্যা'। ভ-হরিচন্দ্রের কর্ণ্য ॥ বি-হরিশচন্দ্রের কন্যা। ১৭। ভ-উদুনা। বি-অদুনা। ১৮। বি-শশধর জিনিয়া তার রূপে অনুপাম। ১৯। ভ-তার মুখ শোশধর। বি-রূপ মুখ শশধর। আ. 'মুক্ষ সসধর'। ২০। আদর্শে "হয়ে অনিবর"। ২১। ভ-মুনির ধ্যান ভজ্ঞ হএ এমতি সুন্দর। বি-ধ্যান ভঙ্গ হয় যে দেখিয়ে মনিবর।

দশন মুকতা জিনি সদায় তাম্বুল খাএ।[১]
কুকিল জিনিঞা স্বর[২] মধুর কথা কএ॥
নাসিকার গঠন জিনি কানায়ার হাতের বাঁশি।[৩]
ভুবন ভুলাতে পারে[৪] চন্দ্র মুখের হাসি॥
যেন কন্যা অদুনা তেমতি গুপিচন্দ্র।[৫]
একভাগে[৬] দুই তনু বিধাতার নিববন্ধ[৭]॥
কন্যাপাত্র দেখি রাজার মনেতে কৌতুক।[৮]
ছোট কন্যা পদুনাক করিল যৌতুক॥[৯]
তিন বিভা করিল[১০] রাজা পাইল চারি নাবী।
বিভা করিয়া রাজা অইল নিজ[১১] পুবী॥
বিভাহ হইল রাজার মধুব বাজনে[১২]।
ধ্যানেতে[১৩] আছিল মুনি কিছুই নাহি জানে॥
এহিমতে রহিল[১৪] রাজা মৃকুল সহরে।
মহামুনি ধ্যানে আছে জোড মন্দিরের ঘবে॥[১৫]
গোর্খনাথের নিজনাম অন্তরে জপিয়া।
ধ্যানে আছিল মুনি আসন[১৬] করিয়া॥
গোফেতে[১৭] আছিল মুনি গুরুর সেবনে[১৮]।
মুনির স্মরণে[১৯] নাথ আইল আপনে॥

১। ভ-দরশন। বি-দশ (ন) মুক্তা জিনিয়া সদাই পান তামাক খায়। ২। ভ-বুলি। বি-যেন। আ-'কুখিল যিনিঞা'। ৩। ভ-নাশিকা খড়গপতি কানুব হাতেব বাশি। বি-নাসিকায় শোভে যেন কানুব হাতের বাঁশি। ৪। ভ-ত্রিভুবন জিহতে পারে। বি-ভুবন মোহিত করেন। আলোচ্য পুঁথিব পাঠ বড়ই ববিস্ময়। ৫। ভ-জেন কর্ণ্যা উদুনা তেস রাজা গুপিচন্দ। বি-যেমন কন্যা অদুনা তেমনি গোপীচন্দ্র। ৬। বি-একভাবে। ৭। ভ-নিবন্দ। বি-নির্ব্বং। ৮। আদর্শে "বেটি জামতাক দেখীয়া বাজা কৌতুক"। ভ-কর্ণ্যাপাত্র দেখি রাজার মোনেতে কৌতুক। বি-কন্যা পাত্রকে দেখে রাজার মনেতে কৌতুক। ৯। ভ-ছটোকর্ণ্যা পদুনা রাজা দিলেন জৌতুক। বি-ছোট কন্যা পদুনা ছিল দিলেন যৌতুক। ১০। আদশে "তিন বিভাক যাএয়া"। ভ-তিন বিভা কৈল। বি-তিন বিভা করিল। ১১। ভ-আপনার। বি-ঐ। ১২। আদশে "বচনে"। ভ-বাজনে। বি-ঐ। এই পদের পর বি-পুঁথিতে একটি অতিরিক্ত পদ আছে: "ধ্যানেতে আছিল মুনি রাজার মধুর বাজনে"। ১৩। আদর্শে "ধ্যানে"। ভ-ধ্যানেতে। বি-ঐ।
১৪। ভ-এহিরূপে রৈল। বি-এইরূপে বিভা হইল।
১৫। ভ-মাওমুনি আশোনে আছে জোড় মন্দির ঘরে। বি-ধ্যানেতে আছেন মুনি জোড় মন্দির ঘরে। ১৬। ভ-আনন্দিত হইয়া। বি-আসন করিয়া। ১৭। ভ-গোপ্তে। বি-গোফাতে। ১৮। ভ-ধিয়ানে। বি-সেবনে। ১৯। আদর্শে "সেবনে"। ভ-স্বরনে। বি-স্মরনে।

গুরুকে[১] দেখিয়া মুনির ধ্যান ভঙ্গ হইল।
গলাএ বসন দিয়া[২] চরণ বান্দিল॥

বসিতে আনিঞা[৩] দিল যোগের আসন।
ভিঙ্গারের পানি দিয়া ধোওয়াল চরণ॥[৪]

চরণেতে জল দিয়া আসনে বসিল।[৫]
চরণ বন্দিয়া মুনি সাক্ষাতে[৬] বসিল॥

নাথে বলে জিও বাছা হইবে[৭] অমর।
পূর্ব্বকার কথা বাছা না জান খবর॥[৮]

নাথে বলে[৯] শুন বাছা মঞেনামতী রাই।
১৮ বছর তোমার পুত্রের[১০] প্রমাই॥

গত কার্য বিগ্যুবিলে[১১] নাহি কিছুগুণ।
আটখুরা কবিবে[১২] বাছা[১৩] যম নিদারুন॥

এতেক[১৪] বলিয়া নাথ মুনিকে বুঝাএ।
গুরুকে না ভাজিলে না দেখি উপাএ[১৫]॥[১৬]

তোমার পুত্রের প্রমাই[১৭] ১৮ বৎসর।
সেবিলে[১৮] গুরুর চরণ হইবে অমর॥

এতেক বলিয়া নাথ করিল গমন।
শুনিয়া মুনির হইল আকুল জীবন॥[১৯]

---

১। আ. 'গুরুকে'। র-উকার পুঁথির সর্বত্রই উকার। ২। বি-জুড়ি। ৩। আদর্শে "আসন"। ভ-আনিঞা। বি-আনিয়া। ৪। ভ-ভিঙ্গারের জল দিয়া পাখালে চরন। বি-ভৃঙ্গারের জলে কৈল পদ প্রক্ষালন। ৫। ভ-পাও পাখালিয়া নাথ আশনে বশিল। বি-পদ প্রক্ষালিয়া নাথ আসনে বসিল। বর্ত্তমান পাঠ উত্তম। ৬। ভ-শাক্ষাতে রহিল। বি-শয্যাতে বসিল। ৭। আদর্শে "বাড়িবে আবল"। ভ-হইবে অমর। বি-ঐ। ৮। আদর্শে "পূর্ব্বকালের কথা না জান কুনস"। ভ পুর্বকার কথা বাছা না জান খবর। বি-ঐ। আদর্শের পাঠ ত্রুটিপূর্ণ। ৯। বি-গোরক্ষনাথ বলে। ১০। ভ-বাল্বোকের। বি-বালকের। ১১। আদর্শে "বির্ষাসিয়া"। এ-পাঠ ত্রুটিপূর্ণ। ভ-ভিশ্বরিলে। বি-বিস্মরিলে। ১২। ভ-হাটকুর বলিবে। বি-হাটকুর বলিবি। হাটকুর, আটখুরা—হতকুল, অনপত্য। ১৩। আদর্শে "মোকে"। ভ-বাছা। বি-ঐ। ১৪। আদর্শে "এত"। ভ-এতেক। বি-ঐ। ১৫। আ. 'রূপাএ'। উত্তর বঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবে। ১৬। ভ-গুরু না ভজিলে আর নাহিক উপাএ। বি-গুরু না ভজিলে বাছা নাহিক উপায়। ১৭। বি-বালকের পরমায়। ১৮। আদর্শে "সেবিবে"। ভ-সেবিলে। বি-ঐ। ১৯। আদর্শে "শুনিয়া মঞেনামুহ্রি হৈল আকুল যিবন"। ভ-সুনিঞা মুনির হৈল ব্যাকুল জিবন। বি-একথা শুনিয়া মুনির আকুল জীবন।

এথা মানিকচন্দ্র রাজা কোন কর্ম[১] করে।
পুত্রকে বসাইল[২] রাজা পাটের[৩] উপরে ॥

গুপিচন্দ্রের[৪] তবে [রাজা][৫] দিলেন রাজাই[৬]।
মৃকুল সহরে গুপিচন্দ্রের দোহাই ॥[৭]

মৃকুল সহরে হইল গুপিচন্দ্র রাজা।
শুনিঞা আনন্দ হইল মৃকুলের[৮] প্রজা ॥

গান শুনিতে যার আকুল হইল হিয়া।[৯]
অদুনাকে দিয়া গুপিচন্দ্রের হইল বিয়া ॥[১০]

মৃকুল সহরে হইল গুপিচন্দ্র রাজা।[১১]
সনমান্য দিয়া সাক্ষাতে দাঁড়াইল প্রজা ॥[১২]

রাজা হইল গুপিচন্দ্র পাত্র মনোহর।
সাক্ষাতে দাড়াইল তার[১৩] খেতুয়া[১৪] নফর ॥

রাজা প্রজা পাত্র মিত্র সকল[১৫] আনন্দিত।
শুনিঞা মঞেনামতী[১৬] হইল চিন্তিত ॥

ভাবিতে লাগিল মুনি আপনার মনে।
বৃথাই[১৭] করিলাম বাদ যম রাজার সনে ॥

যমের সাথে বাদ করি গোওয়ামীকে[১৮] রাখিনু।
স্বামীকে রাখিয়া মুঞি পুত্র হারাইনু ॥[১৯]

যদি মানিক চন্দ্র রাজা যাইত মরিয়া।
তবে গুপিচন্দ্রের না করাইত বিয়া ॥[২০]

---

১। ভ-মন্ধ। বি-কর্ম্ম। আ 'কন্ধ'। ২। ভ বৈশাইল। ৩। সিংহাসনের। ৪। আদর্শে "গুপিচন্দ্রেক"। ভ-গুপিচন্দ্রের। বি-ঐ। ৫। অন্য দুই গ্রন্থে আছে। ৬। রাজত্ব। ৭। ভ মিকুল শহরে হৈল রাজা গুপিচন্দ্রের দোহাই। বি-মৃকুল সহরে ফিরে গোপার দোহাই। ৮। ভ-রাজ্যের। ৯, ১০, ১১ এবং ১২। এই চার পঙ্ক্তি অন্য দুই গ্রন্থে নেই। না থাকারই কথা। পদগুলি বিশেষ করে প্রথম দটি পদ খুব প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছেনা। কোন লিপিকরের কারসাজি বোধ হয়। ১৩। ভ-শাক্ষাতে হইল খাড়া। বি-সাক্ষাতে রহিল খেতয়া খাড়া নফর। ১৪। খেতুয়া, ক্ষেতুয়া—ক্ষেত্র থেকে ক্ষেতু বা খেতু। আদরে খেত। তুচ্ছার্থে বা অনাদরে খেতুয়া (খেতু+আ)। খেতুয়ার জন্য কাহিনী এই গ্রন্থে নেই। রংপুরের গাথায় আছে। এখানে সে রাজবাড়ী এবং অন্দর মহলের প্রধান চাকর। গুপিচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে খেতু কর্তৃক সিংহাসন প্রাপ্তির ইঙ্গিত দেখে মনে হয় মানিকচন্দ্র বা ময়নামতীর পুত্র বা পুত্রস্থানীয় সে। ১৫। ভ-শবে হৈল আনন্দিত। বি-সবে আনন্দিত মন। ১৬। ভ-শকলে আনন্দ মএনামত্তি শে চিন্তিত। বি-ময়নামন্ত্রির হইল চিন্তন। ১৭। ভ-ব্রেথাএ। বি-বৃথাই। আদর্শে 'মৃর্থাই'। ১৮। ভ-ধন্যাসার রাখিনু। বি-স্বামী রাখিলাম। ১৯। আদর্শে "জমের বিবাদ মুই মিথাই সাদিনু"। ভ-স্ব্যামিকে রাখিয়া মুঞিপুত্র হারাইনু। বি-স্বামীকে রাখিয়া আমি পুত্র হারাইলাম। ময়নার যমের সঙ্গে লড়াইএর কথা শুকুর মাহমুদের পুঁথিতে নেই। অন্য গ্রন্থে আছে। ২০। ভ-তবে গুপিচন্দ্র রাজা না করিত বিয়া। বি-তবে পুত্র গোপীচন্দ্র না করিত বিয়া।

যদি কোন দিনে [রাজা][১] মানিক চন্দ্র মরে।
যুগী করিব পুত্রক পঠাব[২] দেশান্তরে॥
শুকুর মামুদে[৩] কহে না ভাবিও মনে।[৩]
মন বাঞ্ছা পূর্ণ তোমার হইবে একদিনে॥[৪]

এহি মতে[৫] আছে মুনি আপনার গোফাতে।
আর দিনে গেল মুনি গুরু সম্ভাষিতে।[৬]
যথাতে আছে গোর্খনাথ[৭] করিয়া আসন।
তথা গেল মহামুনি[৮] দেখিতে চরণ॥
সিংহনাদ পুরিঞা[৯] মুনি সাক্ষাতে রহিল।
সিংহনাদ শুনিঞা নাথের[১০] ধ্যান ভঙ্গ হইল॥
গলাএ বসন দিয়া মুনি বন্দিল চরণ।
নাথে বলে জিও বাছা[১১] না হবে মরণ॥
প্রণাম করিয়া তথা[১২] বসিল মহামুনি।
গোপ্ত ভেদ কহে নাথ যোগ ব্রহ্মবাণী॥[১৩]
যোগান্ত ভেদান্ত নাথ মুনিকে বুঝাএ।[১৪]
শুনিঞা আনন্দ হইল মুনির হৃদএ॥[১৫]
এহিমতে আছে[১৬] মুনি গুরুর সাক্ষাতে।
মৃকুলে আইল যম[১৭] রাজাকে লইতে॥
শুকুর মামুদে কয় মৃত্যু পাথ সার[১৮]।[১৯]
আগে পাছে মৃত্যু বাপ এড়ান আছে কার॥[২০]

১। ভ-যদিবা কখনো রাজা। বি-যদি কোন দিন রাজা। স্বামীর মৃত্যু কামনা করা সতী স্ত্রীর পরিচয়ই বটে। ২। পাঠাব। পুঁথির প্রায় সর্বত্রই 'পঠাব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ৩। আদর্শে 'গৌরি পার্ব্বতি' ৩, ৪। এই দুই পঙক্তি অন্য দুই পুঁথিতে নেই। ৪। আদর্শে বাঞ্ছা স্থলে 'বাঞ্ঝা'॥

৫। ভ-এইভাবে। বি-ঐ। ৬। আদর্শে 'গুরুর সাক্ষাতে''। ভ-গুরুসম্ভাশিতে। বি-গুরু সম্ভষিতে। ৭। ভ-যথাতে আছে গোর্ক্ষনাথ। বি-গোরক্ষনাথ যেখানে আছে। ৮। ভ-মাওমুনি। বি-তথা চলেন মুনি। ৯। আদর্শে "পুড়িয়া"। ভ-পুরিয়া বি-ঐ। সিংহনাদ পরিযা অর্থাৎ শিঙ্গায় ফুঁ দিয়ে আওয়াজ করে সিদ্ধাদের ধ্যান ভাঙ্গানোর প্রথা। ১০। আদর্শে "মুনির'। ভ-নাথের।, বি-মুনির। ১১ বি-গুরুতো বলেন বাছা। ১২। আদর্শে "জে"। ভ-তথা। বি তখন কহেন সে মুনি। ১৩। আদর্শে "গোপ্ত ভেদ কহে নাম যোগ ব্রহ্মাবানি"। ভ-গোফাতে কহেন নাথ জোগ ব্রহ্ম বাণি। গুপ্ত ভেদ কহে নাথযোগের কাহিণী। ১৪। বি-বেদান্ত ভেদান্ত কথা মুনিকে বুঝায়। যোগান্ত—যোগ-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গুপ্ত কথা। ভেদান্ত ভট্টশালীর মতে বেদান্ত। তান্ত্রিক এবং এক শ্রেণীর সুফি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ শাস্ত্র বলে একটি গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক শাস্ত্র প্রচলিত ছিল। ভেদান্ত বলতে কবি কি সেই ভেদ-শাস্ত্রের কথা বলেছেন? ১৫। ভ-শুনিয়া মুনির মোনে আনন্দ হৃদএ। ১৬। ভ-এইরূপে রৈল। বি-এইমনে রৈল। ১৭। আদর্শে "দর্ত্ত"। ভ-জম। বি-যম। ১৮। আদর্শে "পদসার"। ১৯, ২০। অন্য দুই পুঁথিতে নেই। আদর্শে 'শুকুর মামুদে' এর স্থলে 'গৌরি পার্ব্বতি'।

তিন দিনের অরেতে[১] রাজাব হইল মবণ।
দেখিয়া গুপিচন্দ্র বাজা করেন ক্রন্দন॥[২]
কান্দে কান্দে[৩] গুপিচন্দ্র লুটায়া ধরণী।
মহলেব মধ্যে[৪] কান্দে তাহাব চাবি বাণী॥
অদুনা পদুনা আব চন্দনা ফন্দনা।
শ্বশুবেব কাবণে কান্দে[৫] কবিযা করুণা[৬]॥
প্রজা আদি[৭] কান্দে আব পাত্র মনোহব।
কান্দিতে লাগিল বাজাব ক্ষেতুয়া নফব॥
পাত্র মিত্র[৮] বলে ক্ষেতু[৯] কান্দ অকাবণ।[১০]
মুনিকে আনিযা বাজাক কবাও দাহন॥[১১]
কান্দিতে কান্দিতে ক্ষেতু গেল শীঘ্র গতি।
[যথাতে] গুরুব স্থানে আছেন ময়েনামতী॥[১২]
মুনি বলে কেন ক্ষেতু কান্দ[১৩] জাব জাব।[১৪]
শীঘ্র কবি কহ আগে বাজাব সমাচাব॥[১৫]
জোড হস্তে কহে ক্ষেতু মুনিব[১৬] হুযুব।
মুছিয়া ফেলাও তোমাব[১৭] শিশেব সিন্দুব॥
মৃকুল সহবে [মবিল] তোমাব স্বামী মানিকচন্দ্র।
শুনিযা মুনিব মনে[১৯] বাডিল আনন্দ॥[২০]
গুরুকে[২১] প্রণামিযা মুনি কবিল গমন।
মৃকুলে আসিয়া[২২] মুনি দিল দবশন॥

১। আদর্শে "তিন দিন অন্তরে"। ভ-তিন রোজেব জরে। বি-তিন দিনেব জনেতে। ২। আদর্শে "পিতাব মরোনে গুপিচন্দ্র করিয়াছে রোদন"। বি-তাহা দেখি গোপীচন্দ্র কবায় ক্রন্দন। ভ-গৃহীত পাঠ। ৩। আদর্শে "কান্দিতে ২"। ভ-কান্দে ২। বি-কান্দেন। ৪। আদর্শে "ভিতবে"। ভ-মদ্ধে। বি-মধ্যে। ৫। ভ-তারা করেন কন্নুনা। ৬। করুণা, বিলাপ। ৭। ভ-শব। ৮। ভ-পাত্রগন। ৯। ভ-বাজা। ১০। বি-এই পদ নেই। ১১। ভ-মুনিখে আনিঞা রাজার কর বিশর্জ্জান। বি-মুনিকে আনিয়া বাজা করিল বিসর্জ্জন। ১২। ভ-জথাতে গুরুর্‌ তানে আছে ময়নামন্তি। বি-যথা গুরুর স্থান আছিল ময়নামন্তি। ১৩। বি-কান্দ বারবার। ১৪। ভ-মুনি বোলে কহ খেতু মোখে শমাচার। ১৫। বি-শীঘ্র করি কহ খেতু রাজ্যের শুভাচার। ভ-শিগ্র করি কহি কেনে কান্দ জারে জার। ১৬। ভ-ক্রন্দন প্রচুর। ১৭। ভ-মা মা। ১৮। বি-সিতের। শিশের—শীর্ষের, কপালের, অর্থাৎ সীমন্তের। ১৯। বি-তখন হইল আনন্দ। ২০। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর আনন্দিত হওয়া বড়ই সুখের কথা। সতী এবং পতিপরায়না স্ত্রীই বটে। ময়নার এই ব্যবহার হাড়ির সঙ্গে তাঁব অবৈধ সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করে। ২১। ভ-গুরু। বি-ঐ। ২২। আদর্শে "যাইয়া"। বি-আসিয়া। ভ-ঐ।

পাত্র মিত্র দেখে[১] যদি আইল মহামুনি।
কান্দিতে লাগিল[২] সবে লুটায়া ধবণী॥
মুনি বলে শুন পাত্র কান্দ অকাবণ[৩]।
শীঘ্র কবি লহো বাজাক কবিতে দাহন॥[৪]
[৫]মানিকচন্দ্র বাজা ছিল [ষোল][৬] বঙ্গেব ইশ্বব।
বজত কাঞ্চন তাব[৭] ছিল সপ্তঘব॥
শেষকালে ধনমাল বহিল[৮] পডিযা।
বুকে বাঁশ দিযা বাজাক লইল বান্ধিযা॥[৯]
মুনিব আদেশে বাজাক কবিল বন্ধন।[১০]
গঙ্গাব কূলে[১১] লইল বাজাক কবিতে দাহন॥
[১২]উত্তব শিওবে বাজাক চুলিত শোওযাইল[১৩]।
বাজাব বাম পাশে মুনি আসন কবিল॥
চতুব দিকে কাষ্ঠ তাহাব দিল সাজাইযা[১৪]।[১৫]
মুনিব আজ্ঞাএ অগ্নি দিলেন জ্বালাইযা॥[১৬]

১। ভ দেখিল আইল মাও মুনি। বি দেখিল যদি আইল মা মুনি। ২। বি-কান্দিয়া আকুল। ৩। আদর্শে "কান্দ কি কারন"। বি-কান্দ অকাবণ। ভ মুনি বোলে বাছা শব কান্দ অনাবণ। ৪। ভ-শিগ্র কবি নেহ বাজাক করি বিশর্জ্জ্যন। ৫। এই পঙ্‌ক্তিব আগে ভ-পুথিতে দু'টি অতিবিক্ত পদ আছে। যথাঃ এতেক মুনিঞা শবে মুনির বচন। বাহিব কবিল বাজাক কনিতে দাহন॥ ৬। ভ-শোর্ল্যে। বি ষোল বাজ্যেব। বঙ্গ তো একটাই ছিল। ষোল বঙ্গ বলতে ষোল বাজ্য বুঝাতে চেযেছে বোধ হয। ৭। ভ-বাজাব। ৮। ভ-থাকিল পরিযা। বি-ধন মুনির রহিল পডিয়া। ৯, ১০। অন্য দুই পাঠে ব্যতিক্রম আছে। যথাঃ-

ভ-এক খানি তালাইত কবি নইল বান্ধিয়া॥
বুকে বাশ দিয়া বাজাক কবিল বর্দ্ধন।

বি-একখানি ডুলিতে লইল বান্ধিয়া॥
বুকে বাঁশ দিয়া রাজাব করিল বন্ধন।

১১। আদর্শে "জলে"। ভ-কুলে। বি-ঐ। ১২। এ-পদেব আগে অন্য দুই গ্রন্থেব অতিরিক্ত পদঃ

ভ-উত্যর শিঅরে একটি চুলি খুদিল।
গঙ্গা জল দিয়া বাজাক স্তান কবাইল॥
আপোনে জে মএনামস্তি কবিলেন শতান।
পরিধান থাকিল মুনির তিতা বশ্ত্র খান॥

বি-উত্তর শিওবে একটি চুলী খুড়িল।
গঙ্গা জল দিয়া বাজাব স্নান করাইল॥
আপনি ময়নামত্রি করিলেক স্নান।
পরনে থাকিল মায়ের ভিজা বস্ত্র খান॥

১৩। ভ-রাখিল। বি-ঐ। ১৪। আদর্শে "যলাইয়া"। ১৫। ভ-চত্রু পাশে কাশ্টতার দিল শাজাইয়া। বি-চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠখড়ি দিলেন সাজাইয়া। ১৬। আদর্শে "তাহার উপব রহিল মনি আসন করিয়া"। বি-মুনির আজ্ঞাতে অগ্নি দিল জ্বালাইয়া। ভ-গৃহীত পাঠ।

জ্বলিয়া উঠিল যখন ব্রহ্ম[১] হুতাসন।
নিজনাম[২] জপে মুনি করিয়া আসন॥
মানিক চন্দ্র পুড়িয়া হইল ভস্মধূল[৩]।
ভিজা[৪] বস্ত্রে উঠে মুনি লইয়া ভিজা চুল[৫]॥
সপ্তদিবা রাত্রি যদি হুতাসন জ্বলে।
কি করিতে পারে মুনিক[৬] নিজনামের বলে॥
অগ্নিতে পুড়িয়া[৭] রাজা হইল সংহাব[৮]।
মৃকুলে চলিল মুনি পুত্রক বুঝাইবাব॥[৯]
গুপিচন্দ্র দেখে যদি আইল জননী[১০]।
কান্দিতে লাগিল রাজা[১১] সঙ্গে চাবি রাণী॥
মুনি বলে শুন পুত্র[১২] না কান্দিও আব।
মনুষ্যের উপবে আছে যমেব অধিকাব॥[১৩]
মনুষ্যকুলে জন্ম [কবি][১৪] গুরু নাহিভজে।
প্রহার করিয়া তাকে লহে যমবাজে॥
[১৫]গুরুর চরণে যে জন মন নাহি বান্ধে।
অবশ্য পড়িবে সেহি যমবাজার ফান্দে॥

১। আদশে "ব্রহ্মা"। ভ-ব্রহ্ম। বি-অগ্নি ব্রহ্ম। ২। নিজনাম—ইষ্টনাম। সোহহম নাম। আমিই সে অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আমি এক বা আমিই ব্রহ্ম—এই নাম। সহজ যানেব শূন্যতা বাদ। অর্থাৎ সাধনাব ফলে অপরিশুদ্ধ বোধি চিত্তের পবিশুদ্ধ অবস্থায় ধর্মকায় অথবা তথতায় মিলন। ৩। ভ-ভর্স্ব ধুলি। বি-হইয়া ভস্মধূল। ৪। ভ-তিতা। ৫। ভ-ভিজা চুলি। ৬। ভ মুনির। বি-ঐ। ৭। আদর্শে 'পডিয়া'। ভ-পুড়িয়া। বি-ঐ। ৮। ভ-শংঘার। ৯। পিতাব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় একমাত্র পুত্রেব অনুপস্থিতি এবং বিধবা স্ত্রী কর্তৃক মুখাগ্নি করা এবং সহমরণে যাওয়া লক্ষণীয় বিষয়। নাথ-সম্প্রদায়েব মৃতদেহকে সমাধিস্থ কবা হতো এবং এখনও হয়। রাজা মানিকচন্দ্র বোধ হয় নাথ ধর্মালম্বী ছিলেন না। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে একমাত্র পুত্রেব মুখাগ্নি কবার কথা। কবির সময়ে (১৭০৫ খৃষ্টাব্দে) সতী-দাহ প্রথা প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। ১০। ভ-মাও মুনি। ১১। আদর্শে 'তবে তাহার'। ভ-রাজা শঙ্গে। ১২। ভ-বাছা। বি-অকাবণ কান্দ বাছা শুন দিয়া মন। ১৩। বি-মনুষ্যেব উদরে আছে যম নিদারুণ। ১৪। ভ-জন্ম করি। বি-মনুষ্য হইয়া যেবা গুরু নাহি ভজে। ১৫। এই পঙ্ক্তি থেকে তিন পাঠে ব্যতিক্রম এবং অন্যদুই গ্রন্থে কিছু অতিবিক্ত পদ আছে। যথা:

বি-গুরুর চরণে যাব মন নাহি বান্ধে।
অবশ্য পড়িবেন সেই যমরাজের ফান্দে॥
গুরু সেব নাম জপ বাড়িবে পরমাই।
গুরুর মতন সার ধন পৃথিবীতে নাই॥
গুরু আদ্য গুরু সাধ্য গুরু কবতার।
গুরু না ভজিলে বাছা সকলি অন্ধকার॥

ভ-গুরুর চবনে জার মোন নাহি বান্দে।
পার হৈতে নৌকা নাহি মাথে হাতে কান্দে॥
শ্রীব রূপ দেখি জেবা পড়ে ময়া বন্দে।
অবশ্য পড়িবে শেহি যম রাজার ফান্দে॥
গুরু ভজ নাম জপ বাড়িবে আরিব্যাল।
গুরু বিনে জতো দেখ সকল বিফল॥
গুরু আদ্য গুরু অনাদ্য গুরু করতার।
গুরু না ভজিলে বাছা সব অন্ধকার॥

গুরুর চরণে যেহি নাহি বান্ধে মন।[১]
নিশ্চএ জানিও তাহার বিধি বিড়ম্বন।।[২]
মুনি বলে শুন বাছা পুত্র গুপিচাঁন্দ।[৩]
গুরুকে ভজিলে বাছা অমর হইবে কান্ধ[৪] ।।
গুরুর মহিমা গুণ কহন না জাএ।[৫]
ভজিলে গুরুর পদ[৬] অমর হইবে[৭] কাএ।।
মাএ বলে শুন বাছা[৮] রাজার কমার[৯]।
গুরু ভজ[১০] জ্ঞান সাধ[১১] হইবে অমর।।
রাজা বলে শুন মাও মঞেনামতী রাই।
সেবক হইয়া[১২] আমি করিব রাজাই।।
যেই[১৩] জ্ঞান দিবে গুরু আমার শরীরে।
মিথ্যা হইলে জ্ঞান[১৪] পুতিব ঘোড়ার পৈঘরে[১৫] ।।
দুখ সুখ ভাবিয়া অন্তরে মহামুনি।[১৬]
শুকুর মামুদে[১৭] কহে যোগের কাহিনী।।

শুনহ সকল লোক ভবানীর[১৮] বরে।
যেরূপে হাড়িফা পোতা ঘোড়ার পৈঘরে।।[১৯]
পুত্রকে[২০] বুঝাইয়া মুনি আনন্দ হরিষে।
তখন[২১] চলিল মুনি হাড়িফার উদ্দেশে [২২]।।

১, ২। ভ-গুরুর চরনে জার মন দড় নহিল। বি-গুরুর চরণে যার না হইল মন।
নিশ্চএ জানিহ তার বিধি বিড়ম্যিল।। নিশ্চয় জানিও তার বিধি বিড়ম্বন।।

৩। ভ-গুপিচন্দ। বি-শুন বাছা গোপীচন্দ্র। ৪। স্কন্ধ, দেহ, কায়া। ৫। বি-গুরুর মহা সমতুল কহা নাহি যায়। ৬। বি-চরণ। ৭। বি-হয়। ৮। ভ—পত্র। বি-ঐ। ৯। ভ-কুঙর। ১০। ভ-জ্ঞান সাধ গুরু ভজ। বি-ভজন সাধ নাম জপ। ১১। আদর্শে 'সত্য'। ১২। আদর্শে 'হইবো'। ভ-হইয়া। বি-ঐ। ১৩। আদর্শে 'সেহি'। ভ-জেহি। বি-যে। ১৪। ভ-তাখে। ১৫। পৈঘর—পায় (ফারসী)+ঘর-পায়ঘর। পা রাখার ঘর। ঘোড়ার পায়ঘর (বিকৃত পৈঘর)—অশ্বশালা। ১৬। ভ-দুখে ষুখে অন্তরে মুনিঞা মাও মনি। বি-দুখী সুখী হইয়া মা মুনি। ১৭। ভ-আবদুল্য ষুকুরে কহে অপূর্ব্ব কাহিণী। বি-সুকুর মামুদে ভণে অপূর্ব্ব কাহিণী। আদর্শে 'গৌরি পার্ব্বতি'। ১৮। বি-যতি গোরক্ষের বরে। ভ-জতি গৌর্ক্ষের বরে। গোরক্ষ নাথের বর বা অভিশাপে না হয়ে 'ভোবানির বরে' অধিক সঙ্গত এবং অর্থবোধক পাঠ। ভবানীর অভিশাপে সিদ্ধাদের দুর্গতির কাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ে আছে। ১৯। বি-যেমন প্রকারে রাজা জ্ঞান শিক্ষা করে। ২০। আদর্শে 'পুত্র'। ভ-পুত্রকে। বি-ঐ। ২১। ভ-অখন চলিল মুনি হাড়িকার ওদ্দ্যেশে। বি-তখন চলিল মুনি হাড়িফার উদ্দেশে। আ. 'একনি'। ২২। আ-'কাছে'।

ফুলবাড়ির মধ্যে তথা[১] আছিল এক গোফা।
ধ্যানে বসিয়া আছে [তথা] সিদ্ধা হাড়িফা ।।[২]
হাড়িফাব উদ্দিশে[৩] মুনি করিল গমন।
ফুলবাড়িতে যাযা মুনি দিল দবশন।।
যেখানে[৪] হাডিফা সিদ্ধা ধ্যানেতে[৫] আছিল।
সিংহনাদ[৬] পুবিযা মুনি সাক্ষাতে দাঁড়াইল[৭] ।।[৮]
সিংহনাদ শুনিঞা নাথেব[৯] ধ্যান ভঙ্গ[১০] হইল।
গলে বসন দিযা মুনি প্রণাম কবিল[১১] ।।
হাডিফা বলেন জিও বাছা সিদ্ধা দিলাম[১২] বব।[১৩]
কি কার্যে আইলে এথা কহত খবব।।[১৪]
মুনি বলে শুন গুরু হাড়িফা গোঁসাঞি।[১৫]
আমি সেবক হইলাম যতি গোর্খেব ঠাঞি।।
সেবক কবিযা গুরু দিযাছিল[১৬] বব।
গুরুব প্রসাদে আমাব হইল কুমাব।।[১৭]
মুনি বলে শুন গুরু হাডিফা গোসাঞি।
১৮ বছব আমাব[১৮] পুত্রেব প্রমাঞি।।
১৮ বছব প্রমাই[১৯] ১৯শে মবিবে।
সেবক কবিযা তাহাক অমব কবিবে।।[২০]
মুনি বলে শুন গুরু হাডিফা গোসাঞি।
পুত্র গুপিচন্দ্রক সঁপিলাম [২১] তোমাব ঠাঞি।।

১। ভ-মদ্ধে ভাই আছে। বি-মধ্যে আছে। ২। ভ-তথাতে বশিয়া ধ্যানে আছেন হাড়িফা। বি-সেইখানে জ্ঞান করিছেন বসিয়া হাড়িফা। ৩। ভ-ওদ্যিশে। ৪। আদর্শে 'যখন'। ভ-যেখানে। বি-ঐ। ৫। আদর্শে 'ধ্যানে'। ভ-ধ্যানেতে। বি-ঐ। ৬। সিংহনাদ—শিঙ্গাব আওয়াজ। ভ-সিংঙ্ঘনাদ। ৭। ভ-রহিল। ৮। বি-এই পদ নেই। ৯। আদর্শে 'মনির'। ভ-নাথেব। বি-হাড়িব। ১০। ভ-ভঙ্গ হইল ধ্যান। ১১। ভ-করিল প্রনাম। ১২। আদর্শে 'দিল'। ভ-দিলাম। বি-ঐ। ১৩। ভ-নাথে বোলে জিয় বাছা শির্দ্ধা দিলাম বর। বি-হাড়িকা বলেন বাছা সিদ্ধা দিলাম বর। ১৪। ভ-কি কার্জ্যে আইলে এথা কহত ওত্যর। বি-যে কার্য্যে আইলে বাছা কহিবে খবর। আদর্শ 'যে কার্জে আসিয়াছ সিদ্দি হইবে তোমার। ১৫। বি-মুনি বলেন এবে শোনহ গোঁসাই। ১৬। বি-গুরু দিয়াছেন। ১৭। ভ-গুরুর বরে হইল বার্ব্বেক কোলের উপর। ১৮। ভ-শেহি বার্ব্বেকের পরমাঞি। বি-এই পদ নেই। ১৯। ভ-হইয়া। বি-এই পদ নেই। ২০। ভ-শেবোক করিয়া তাথে অমর গ্যান দিবে। বি-এই পদ নেই। ২১। বি-সঁপিব।

অজ্ঞান ছাওয়াল[১] আমার কিছু নাহি জানে।
সেবক করিয়া তুমি রাখিবে[২] চরণে ॥
হাড়িফা বলেন তাহার[৩] কি হইল উম্বর।
মুনি বলে হইল পুত্র দোওয়াদশ বৎসর ॥[৪]
হাড়িফা বলেন শুন মঞেনামতী রাই।
মৃকুল সহরে রাজা[৫] করেন রাজাই ॥
রাজ্য করেন গুপিচন্দ্র লইয়া চারি নারী[৬]।
কি মতে তাহাকে[৭] আমি জ্ঞান দিতে পারি ॥
যে জন করিতে চাহে স্ত্রী[৮] লয়া ঘর।
জ্ঞান সাধিতে না পারিবে না হবে অমর ॥[৯]
নারী পুরী[১০] ছাড়িয়া যদি হএ দেশান্তরী।
তবে সে তাহাকে আমি[১১] জ্ঞান দিতে পারি ॥
মুনি বলে করহ তুমি অক্ষয় অমর[১২]।
অবশ্য ছাড়াব রাজ্য করিব[১৩] দেশান্তর ॥
হাড়িফা বলেন পুত্র আন গিযা তুমি।
নিশি অবশেষে আজি[১৪] জ্ঞান দিব আমি ॥
এতেক শুনিযা মুনি কবিল গমন।
পুত্রেব আগে যাযা মুনি দিল দবশন ॥
চৌষট্টি কলসিব জলে[১৫] কবাইল স্নান।
হাড়িফাব সাক্ষাতে নিল[১৬] শিখাইতে জ্ঞান ॥
পুত্রেক সঁপিল[১৭] মুনি হাড়িফাব হাতে।
আসিয়া বসিল মুনি আপনাব গোফাতে ॥

১। ভ-অগ্যান গুপিচন্দ। বি-এইপদ নেই ২। ভ-বাখিবে। বি-ঐ। আ-'বাখহ'। ৩। ভ-বাল্যোকের কি হইল বএক্রম। বি-যলক কি বয়স হইল। ৪। ভ-মুনি বোলেন দ্যাদশ বছবের বাল্যোক প্রথম জৈবন। বি-মুনি বলেন বালকেব বাব বৎসব গেল ৫। আদর্শে 'সেই'। ভ-রাজা। বি-ঐ। ৬। আদর্শে 'রাণী'। ভ-নাবি। বি-বাণী। ৭। ভ-কি মত প্রকারে তাখে। বি-কেমন প্রকারে তাকে। ৮। বি-স্ত্রী। আ-শ্রীরি। স্ত্রী অর্থে শ্রীবি বা শ্রিবি বানান বর্তমান এবং যগেব অন্যান্য গ্রন্থে প্রায়ই দেখা যায়। ভ-এপদ নেই। ৯। বি-জ্ঞান না সাধিলে সেই না হবে অমব। ভ-এই পদ নেই। ১০। বি-নারী। ভ-এইপদ নেই। ১১। বি-তবে সে তাহাব তরে। ভ-এইপদ নেই। ১২। ভ-অজএ অমর। বি-অক্ষয় অমর। আদর্শে 'অমর য়ক্ষয়'। ১৩। আদর্শে 'অর্ব্বসে ছাড়াব রাজর্জ দেসান্তরি করিব নিশ্চয়'। ভ-অবশ্য ছাড়ার রাজ্য করিব দেশান্তর। বি-অবশ্য ছাড়াব রাজ্য পাঠাব দেশান্তর। ১৪। আদর্শে 'তাকে'। ভ-আজি। বি-আইজ। ১৫ ভ-বাজাক করাইল শৃতান। বি-চৌষটি জনে পুত্রকে করাইল স্নান। ১৬। আদর্শে 'যায়া সিকাইল' গ্যান'। ভ-নৈল শিকাইতে। বি-নিল শিখাইতে। ১৭। ভ-পুত্রকে শপিলা। বি-সঁপিয়া

এথাতে[১] হাড়িফা সিদ্ধা করে কোন[২] কাম।
পাপ যোগে কুলক্ষণে শুনাইল নান॥[৩]
নাম শুনাইয়া বলে শুন গুপিচাঁন্দ।[৩]
নাম জপিলে বাছা অমব হইবে কাঁন্ধ॥[৪]
এনাম জপিহ[৫] বাছা সবোববেব কুলে।
শুকান[৬] পুষ্কর্ণি ভবিবে নামেব বলে॥[৭]
শুকান পুষ্কর্ণিত যদি পূর্ণ হএ জল।[৮]
নিশ্ছয় জানি ও তুমি হইবা অমব[৯]॥
কে কহিতে পানে[১০] নিজ নামেব মহিমা।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল নাহি নামেব সীমা॥[১১]
পড়িযা পণ্ডিতে[১২] নাম শাস্ত্রে[১৩] নাহি জানে।
খুঁজিলে না পাএ নাম ভাগবত পুবাণে॥[১৪]
এহি নিজ নাম দেখ সর্বনামেব সাব।[১৫]
এ নাম জপিলে বাছা মৃত্যু[১৬] নাহি আব॥[১৭]
চৌদ্দ ভুবন[১৮] নিজনামে হবে পাব।
শুকুব মামুদে কহে নাম ব্রহ্ম[১৯] সাব॥[২০]

১। ভ-এথা। বি-এথায। ২। ভ-কুন। ৩, ৪। এই দুই পঙ্‌ক্তি অন্য দুই গ্রন্থে নেই। কাঁন্ধ—কাঁধ, দেহ, কাযা। ৫। আদর্শে 'জপিলে'। ভ-জপিহ বি-জপিয। ৬। আদর্শে 'সুকাইবে'। ভ-ষুকান। বি-শুখনা। ৭। ভ-ষুকান পুণ্‌কনি তবে পুর্ন্ন হয জলে ৮। ভ-এহি নাম জপিহ বাছা হৈয়া তৎপব বি-শুখনা পুষ্করিণী যদি জলেতে ভনিবে। ৯। বি-অমব হইবে। ১০। ভ-এতেক কহিল জদি। বি-এতেক কহিল। অন্য দুই পুঁথিব পাঠেব মিল থাকলেও আলোচ্য পুঁথিন পাঠ অধিক অর্থ বোধক বিধায় পবিবর্তন কবলামনা। ১১। ভ-শগর্গ মর্থর্থ পাতাল জাব দিতে নাবে শিমা। বি-স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল নাই নামেব সীমা। ১২। আদর্শে 'পডুয়া পণ্ডিৎ'। ভ-পড়িযা পণ্ডিতে। বি-পড়িযা পণ্ডিত। ১৩। ভ-শাস্ত্রে। বি-শাস্ত্র। পুস্তক পাঠ কবে গুহ্য তন্ত্র শাস্ত্রেব সন্ধান পাওযা যাযনা। গুরুব কাছে দীক্ষা নিয়ে সেই জ্ঞান সংগ্রহ কবতে হয়। ভাগবত বা পুবাণ অর্থাৎ লিখিত ধর্মগ্রন্থাদি সেই জ্ঞানেব সন্ধান দিতে পাবেনা ১৪। ভ-গুরুমুখে আছে নাম না জানে মূঢ়জনে। বি-খুজিযা না পায নাম ভাগবত পুবাণে। আদর্শে 'খুজিলে না নাম পাএ ভাবত পুবানে'। ১৫। বি-এইপদ নেই ১৬। ভি-মিৃর্তু ১৭। বি-এই নিজ নাম জপিলে বাছা হইবে অমর ১৮। ভ-চৈদ্য শহগ্র ভুবন। বি-চতুর্দ্দশ ভুবন এই নামে। আ-'চৌদা'। চৌদ্দভুবন--দেহের মধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবনের কথা তন্ত্র-শাস্ত্রে আছে। (১৪৯ পৃষ্ঠাব পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। ১৯। আদর্শে 'ব্রহ্মা'। ভ-ব্রহ্ম। বি—ব্রহ্ম ২০। ভ-ষুকুব মোহাম্মাদ কহে নাম ব্রহ্ম শার। বি-শুকুর মহম্মদ কহে এই ব্রহ্ম সাব আ-'গৌরি পার্ব্বতি কহে'।

## গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস

**ত্রিপদি।**

এহি নামের গুণ সাবধানেতে শুন
পূর্বে নাম জপিল রঘুনাথ[১]।[২]
নিজ[৩] নামের বলে পাথর[৪] ভাসিল জলে
সমরে রাবণে কর্ল্লপাত।।[৫]
শতেক প্রহরের সেতু[৬] বান্ধিল নামের হেতু[৭]
ভল্লুক বানর হইল পার।
নিজ নামের জোড়ে[৮] ভক্ষ্যকে[৯] রাক্ষসে মারে
লঙ্কাপুরী করিল[১০] ছারখার।।
সীতাকে উদ্ধারিয়া রাম লইয়া গেল নিজ ধাম[১১]
লোকে কএ[১২] অপজশ কথা।
লোকের গঞ্জনা কথা[১৩] জতুঘরে ভরিল সীতা[১৪]
নিজনামে পাইল রক্ষতা।।[১৫]
পাণ্ডব[১৬] রাজার নারী[১৭] বাপ ঘরে[১৮] অকুমারী
গুরু মুখে নাম কর্ল শিক্ষা।
কুন্তি[১৯] রাজার কন্যা গুরুমুখে নাম শুন্যা[২০]
নিজনামের বুঝিল পরীক্ষা।।[২১]
নিজনাম জপে মনে সূর্য দেখে নিজ স্তনে[২২]
নিকুঞ্জেত[২৩] ভোগ অরিল রতি।।

১। আদর্শে 'যপিল গ্রোর্ঘনাথে'। ভ-রঘুনাথ। বি-ঐ। আদর্শের পাঠ ভুল। রঘুনাথ সঠিক পাঠ।
২। ভ-এহিত নামের গুণ শাবধান হইয়া ষুন বি-এহিত নামেব গুণ কর্ণ পাতিয়া শুন
পূর্ব্বে জপিল রঘুনাথ। প্রথমে জপিল রঘুনাথ।
৩। ভ-শেহিনিজ। ৪। ভ-পাথ্যল। বি-পাথব। আ-'পার্ত্তর'। ৫। ভ-শমরে রাক্ষশ কবিল নিপাত। বি-সবংশে রাবণে কৈল পাত। ৬। আদর্শে 'পথে'। ভ-সেতু বি- ঐ ৭। আদর্শে 'হিতে'। ভ-হেতু। বি-ঐ। ৮। ভ-নিজনাম জাপন করে। ৯। বি-বানরে। রাক্ষসেব ভক্ষ্য বানব। সেই নামের জোরে বানর রাক্ষসকে বধ করে। সংক্ষেপে রামায়নেব কাহিনী এখানে বর্ণিত হয়েছে। ১০। ভ-শোবর্ন্ন পুরি লঙ্কা কৈল। ১১। আদর্শে 'গ্রাম'। ভ-ধাম বি-ঐ। ১২। ভ-গাএ। বি-বলে। ১৩। আদর্শে 'জৈমণ্ডব কন্যা সিতা'। ভ-লোকে গঞ্জনা কথা। বি-লোকেব গঞ্জন ব্যথা। ১৪। আদর্শে 'নিজ নামে পাইল য়ক্ষ্যা'। ভ-জতুঘবে ভরিল সীতা। বি-যজ্ঞ করিল সীতা। ১৫। আদর্শে 'পাণ্ড রাজাব সেই নারি'। ভ-নিজনামের বলে পাইল রক্ষতা। বি-নিজ নামে পাইল ক্ষমতা। ১৬। আদর্শে 'পাণ্ড'। ভ-পাণ্ডব। বি-ঐ। ১৭। বি-বাণি। ১৮। ভ-পিতাব ধরে। ১৯। আদর্শে 'কুঞ্জি। ভ-কুন্তন। বি-কুশল। ২০। ভ-ধন্যা। বি-শূন্যা। ২১। বি-নিজনামে পেয়েছিল দীক্ষা। ভ-নিজনাম জপিয়া কৈল দীক্ষা। ২২। ভ-ষুজ্জ্য দেখিল তনে। বি-সূর্য্য দেখে নিকেতনে। ২৩। আদর্শে 'নিজ কুঞ্চৎ'। ভ-নিকুঞ্জেত। বি-নিকুঞ্জেতে। কুন্তিভোজ রাজার পালিত কন্যা কুন্তী (প্রকৃত নাম পৃথা) দুর্বাসা মুনি কর্তৃক প্রদত্ত এক মন্ত্র বলে যে কোন দেবতাকে আহ্বান করে পুত্রবতী হবার ক্ষমতা লাভ করেন। কুমারী অবস্থায় সূর্যকে আহ্বান করে তার সঙ্গে সঙ্গম করে কর্ণ নামক পুত্র লাভ করেন এবং তাঁর কুমারিত্ব অটুট্ থাকে। কলঙ্কের ভয়ে কর্ণকে একটি পাত্রে ভরে ভাসিয়ে দিলে সূতবংশীয় অধিরথ কর্ণকে প্রতিপালন কবেন এবং এই শিশু পরবর্তীকালে মহাভারতের মহাবীর কর্ণ নামে পরিচিত হন।

অকুমারী গর্ভে[১] ধবে কর্ণ হইল[২] কর্ণদ্বারে
নিজনামে রক্ষা[৩] পাইল সতী ॥
নিজনাম কবিয়া পূজা শিবে পাইল দশভুজা
পুত্র যার দেব লম্বোদর[৪] ।
শনির দৃষ্টে গেল মুণ্ড কাটিগজ মাথা[৫] শুণ্ড
নিজনামে স্থাপিল[৬] কলেবব ॥
দশভুজা মহামাযা শিব মুখে নাম পাযা[৭]
কালীরূপে[৮] বধিল অসুব ।
মথুবাএ জন্মিল হবি নিজনাম জপ করি
বধ কর্ল দুষ্ট[৯] কংসাসুব ॥
স্বর্গপুব মথুবা বনে[১০] গৌতম[১১] মুনিব স্থানে
নিজনামে স্বগেব[১২] অধিকাবী ।
নিজনাম জপি[১৩] মনে সাধন ভজন গুণে[১৪]
সৃষ্টি করিল আমবা নগবী ॥
ব্যাস আদি যত[১৫] মুনি জপে নিজ নাম ধ্বনি[১৬]
নামেব প্রতাপে[১৭] স্বর্গবাসী ।

---

১। ভ-গভর্ভ। আ-'গর্বে'। ২। বি-বৈল। ৩। আ-'অক্ষ্যা'। ভ-বৈক্ষা। বি-বক্ষা। ৪। আদর্শে 'নমষদর'। ভ-লমদর। বি-লম্বোদব। লম্বা পেটেব অধিকাবী বলে গণেশেব অপব নাম। ৫। আ-'মাতা'। বি-মুণ্ড। ৬। ভ-শৃথাপিল। বি-স্থাপি কৈলবব। 'আংশ্তা—পিল'। ৭। বি-শুন্যা। ৮। আদর্শে 'কালিরূপ'। ভ-কালীরূপে। বি-ঐ। ৯। আদর্শে 'দারুন'। ভ-দুশ্ট কংশষুব। বি-দুষ্ট কংসচর। ১০। ভ-ইন্দ্রশগর্গ ভুবনে। বি-স্বগ পুব বথুবনে। ১১। আদর্শে 'গোত্তম'। ভ-গৌতম। বি-ঐ। ১২। ভ-শগেগ। ১৩। ভ-শাধিল। বি-মুনি জপি নিজনাম। ১৪। বি-কাম। ১৫। ভ-ষুদিব। ১৬। ভ-বুণি। বি-ধণী। আদর্শে 'বানি'। ১৭। ভ-প্রতাবে। বি-প্রতাপে। আদর্শে 'প্রভাবে'।

৪। চণ্ডিকাব (দুর্গা-পার্বতী) সঙ্গে শিবেব বিবাহেব কাহিনী আলোচ্য পুঁথিব ৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। শিবেব স্ত্রী যে আদিতে শিবেব জননী ছিলেন এই কাহিণী হিন্দু-পুবাণেও আছে। শিব-পার্বতীর বিবাহের অনেক কাল পবেও পুত্র না হওয়ায় বিষ্ণুব ববে গণেশ জন্মলাভ করলে শনি অন্য সব দেবতাদের সঙ্গে নবজাত শিশুকে দেখতে এসে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকেন। পার্বতীব ভর্ৎসনায় শনি জানান যে স্ত্রীর অভিশাপে তিনি যার দিকে তাকাবেন তার মাথা কাটা যাবে। তবু পার্বতীব পীড়াপীড়িতে শনি দৃষ্টি ফিবাবা মাত্র গণেশের মাথা কাটা গেলে বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা গজমুণ্ড কেটে এনে তা গণেশেব দেহের সঙ্গে সংযোজন করে তাকে বাঁচিয়ে তুলেন। ৮। দুর্গার মহিষাসুর বধের কাহিনীব ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এখানে। বাংলা দেশেব দুর্গাপুজা এই কাহিনী-ভিত্তিক। ৯। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কংসাসুরকে বধ করার কাহিণীর উল্লেখ এখানে। ১১। গৌতম—মহাতেজা মহর্ষি এবং গৌতম-সংহিতার রচয়িতা। তিনি জিতেন্দ্রিয় ছিলেন এবং কঠিন তপস্যায় সময় কাটাতেন। ব্রহ্মা তাঁব আলৌকিক ব্রহ্মচর্য দেখে অহল্যা নামে এক অনিন্দ্য সুন্দরী রমণীকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেন। ইন্দ্রদ্বারা অহল্যার পদস্খলন হলে অভিশপ্তা হয়ে পাথবে পরিণত হলে বহুকাল পবে রাম কর্তৃক অহল্যা শাপমুক্তা হন।

## গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস

তবে নদিয়ার নগরে[১]　　　জগন্নথ মিশ্রের[২] পুরে
নিজনামে চৈতন সন্ন্যাসী ॥
অবধূত[৩] গোর্খ যতি　　　তাহার স্থানে মঞেনামতী
নিজনামে হইল অমর।
মীননাথ কানেফা আদি　　　নিজনামে যোগ[৪] সাধি
অমর হইল যলেন্দর ॥
নওলাখ-চৌরাশি[৫] সিদ্ধা　　　নিজ নামের পাইয়া বিদ্যা[৬]
নিজ নামে ভব সিন্ধু[৭] পার।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল[৮]　　　ত্রিভুবন নামে পার[৯]
নাম বিনে সকলি অসার ॥[১০]
যে জন জপে নাম[১১]　　　তাহার পূর্ণ[১২] মনস্কাম
সাধিলে[১৩] অমর হএ কাএ।
কহে শুকুর মাহমুদে[১৪]　　　যদি নামের যোগ সাধে[১৫]
নিজ নামে যমেক নাহি ভএ ॥[১৬]
[ খতির নন্দন কএ　　　ত্রিপদি সারা হএ
পনঃ পয়ার লেখিলাম পদে ছন্দে। ][১৭]

১। ভ-নদিয়া গ্রাম নগবে। বি-নদীয়া নন্দনগরে। ২। আদর্শে 'দেবোরো'। ভ-মিশ্রের। বি-মুনির। ৩। ভ-মোহাশিদ্ধা। ৪। ভ-গ্যান। ৫। বি-বৈরাগী। ৬। ভ-পাইয়া নিজ নাম বিদ্যা। বি-পাইয়া নামের বিদ্যা। ৭। ভ-ভোবশিন্ধু। ৮। বি-পাতালের। ৯। বি-ত্রিভুবন নামে তেজের। ভ-ত্রিভুবন নামে পাব। আদর্শে 'নিজ নামে হৈল পাব'। ১০। ভ-আর্ষার। ১১। ভ-জেরূপে জে জপে নাম। বি-যে রূপেতে জপে নাম। ১২। ভ-পুরে তাব। বি-তার সিদ্ধ মনস্কাম। ১৩। ভ-শাধনে। ১৪। ভ-কহে ষুকুর মোহাম্মদে। বি-কহে সুকুর মামুদে। আদর্শে 'গৌবি পার্ব্বতি'। ১৫। ভ-নিজ নামে জোগ শাধে। বি-যদি নাম যোগ সাধে। ১৬। ভ-নিজ নামে জমের নাহি দাএ। বি-নিজ নামে অমব নিশ্চয়। ১৭। লিপিকরের ভণিতা। তাঁব পিতার নাম খতিবুল্লাহ সরকার।

১। শ্রী চৈতন্যদেবের কথা এখানে উল্লিখিত হয়েছে। ষোড়শ শতকে (১৪৮৪-১৫৩৩) তিনি নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতার নাম শচীরাণী। যৌবনে বিষ্ণুপ্রিয়া নামে এক রূপবতী তরুণীর পাণিগ্রহণ করেণ। কিন্তু বিবাহের কিছুকাল পরেই সংসারের প্রতি তাঁর বৈরাগ্য আসে এবং স্ত্রী ও বিধবা মাতাকে পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। তিনি এক নতন ধর্ম প্রবর্তণ করেন। তাঁর এই ধর্মের নাম 'বৈষ্ণব ধর্ম'। এই সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম প্রেমের ধর্ম।

শ্রীচৈতানের কাহিনী এখানে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এ্যানাক্রনিজম (anachronism) এর সৃষ্টি করেছে। গুপিচন্দ্রের কাহিনী যদি কোন ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকে তবে তা যে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের পরের ঘটনা হতে পারেনা তা আগেই বলা হয়েছে। আর শ্রী চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে ষোড়শ শতকে।

**পয়ার।**

[১]এথা হাড়িফা সিদ্ধা আপন গোফাতে।[২]
ধ্যানে বসিল হাড়ি ভাবিয়া ভোলানাথে।।
চক্ষু মুদি রহিল নাথ আপনার ধ্যানে।[৩]
ভালমন্দ দিবা রাত্রি কিছুই নাহি জানে।।[৪]

এথা গুপিচন্দ্র রাজা আপন[৫] মহলে।
রাত্রি[৬] বঞ্চিল রাজা কামিনীর কোলে।।
একে একে তিন দিন[৭] ভুঞ্জিল শৃঙ্গার
তিন দিন অন্তরে[৮] গেল জ্ঞান সাধিবার।।

১। এই পদের আগে অন্য দুই গ্রন্থে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পদগুলি আছে। যথা:—

ভ-একে একে তিন নাম ষুনাইল অধিকারী।
মিথ্যা মাথা নাড়ি পুরিল হুঙ্কারি।।
বারে বারে তিন নাম ষুনাইল কানে।
স্ত্রীর ওপর মোন রাজার না থাকিল মোনে।।
স্ত্রী নৈঞা জে জন করে শংশারে বশতি।
অমর হইতে পারে কি তার শকতি।।
স্ত্রীর ওপরে তার বান্ধা রৈল মন।
শেহিশে কারণে হৈল গ্যাণ অকারণ।।
গুপিচন্দ্রের তরে নাথ নিজগ্যান দিল।
চিত্য শ্থির নহে রাজার গ্যান মিথ্যা হইল।।
এহিরূপে গুপিচন্দ্র গ্যান না পাইল।
গুরু প্রনামিয়া রাজা নিজ গ্রিহে আইল।।

বি- একে একে তিন নাম শুনাইল অধিকারী।
মিথ্যা মাথা নাড়ি রাজা পুরিল হুহুঙ্কারী।।
একবারে তিন নাম শুনাইল কানে।
স্ত্রীর উপরে চিত্ত নাম না থাকিল মনে।।
স্ত্রী লয়ে যেজন করে সংসারে বসতি।
অমর হইতে পারে কি তার শকতি।।
স্ত্রীর পর যার বান্ধা রৈল মন।।
সেইত কারণ গেল জ্ঞান অকারণ।।
গোপীচন্দ্রের নামে হাড়ি নিজনাম দিল।
চিত্ত স্থির নহে রাজার জ্ঞান মিথ্যা হইল।।
এইরূপে গোপীচন্দ্র জ্ঞান না পাইল।
গুরু প্রণামিয়া রাজা নিজ গৃহে গেল।।

২। আদর্শে -'এই বুলিয়া হাড়িফা বসিল গোফাতে'। বি-এথায় হাড়িফা সিদ্ধা আপন গোফাতে। ভ-গৃহীত পাঠ। ৩। ভ-চক্ষু মুঞ্জি রৈল হাড়ি আপোনার ধ্যানে। বি-চক্ষু মুদিয়া রহিল নাথ অন্তর ধিয়ানে। ৪। বি-দিবারাত্রি জপে নাম কিছু নাহি জানে। ৫। আদর্শে 'আপনার'। ভ-আপোন। বি-আপন। ৬। আদর্শে 'রাত্রিতে'। ভ-রাত্রি। বি-রাত্রি। ৭। ভ-রোজ। আ-শ্রিঙ্গার। ৮। ভ-তিন রোজ পরে। বি-তিন দিন বাদে। আ-জ্ঞান স্থলে 'গ্যান'। ভোলানাথ--মহাদেব, শিব। প্রচলিত মত অনুসারে হাড়িপা গোরক্ষনাথের শিষ্য। সেই অনুসারে হাড়িপার গোরক্ষনাথের ধ্যানে থাকার কথা। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে হাড়িপাকে খোদ মহাদেবের ধ্যানে নিমগ্ন দেখে মনে হয় এই গ্রন্থমতে তিনি গোরক্ষনাথের শিষ্য নন। গোরক্ষনাথের সঙ্গে হাড়ির বিশেষ কোন যোগসূত্রের কথাও এই গ্রন্থে নেই।

### গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস

সরোবরের কুলে রাজা করিয়া[১] আসন।
চিত্ত[২] স্থির নহে রাজা[র] নাম জপে অকারণ।।

আকার হিসিকার[৩] আর হ্রস্বুকার[৪]।[৫]
এসব ভুলিয়া[৬] নাম লাগিল জপিবার।।

এহিরূপে জপে নাম সরোবরের কূলে।
পুষ্করিণি শুকান রইল না ভরিল জলে।।

গোস্সা হইল[৭] গুপিচন্দ্র আপনার চিত্তে[৮]।
বাড়িতে আইল রাজা রজনী প্রভাতে[৯]।।

বিহানে[১০] আসিয়া রাজা দরবারে[১১] বসিল।
পাত্র মিত্র আসিয়া রাজাক প্রণাম করিল।।[১২]

রাজা বলে পাত্র মিত্র আমার আজ্ঞা নিবে।
ভাঙ্গারা[১৩] মহন্ত বেটাক চৌমুড়া বান্ধিবে।।[১৪]

রাজ আজ্ঞা লঙ্ঘন কে করিতে পারে।[১৫]
রাজার হুকুম সবে লইল শিরপরে।।[১৬]

রাজার আজ্ঞা কে পারে লঙ্ঘিতে।[১৭]
লোকজন লইয়া গেল হাড়িফাক বান্ধিতে।।

বিধাতার নিরবন্ধ[১৮] যত না যাএ খণ্ডন[১৯]।
হাড়িফার তরে[২০] সবে করিল বন্ধন।।

হস্তে পদে দড়ি দিয়া কমরে[২১] বান্ধিল।
ধ্যানেতে[২২] আছিল হাড়িফা কিছু না জানিল।।

১। আদর্শে 'করিল'। ভ-করিয়া। বি-ঐ। ২। আদর্শে 'চিত্র'। ভ-চিত্য। বি-চিত্ত। ৩। হ্রস্ব ইকার। ৪। হ্রস্ব উ কার। ৫। ভ-আকাব হবমুকাব আর ত্রিষিকার। বি-আকার প্রকার আব হুহুঙ্কার। বনাববের মত বি-পুথির পাঠ অর্থহীন এবং মনগড়া। ৬। ভ-এশব ভুলিয়া। বি-ঐ। আ. 'এ সকোল'। ৭। আদর্শে 'গোশ্যা করিয়া'। ভ-হইল। বি-ঐ। ৮। বি-মনে। ৯। বি-বিহানে। ১০। ভ-বেহানে। বি-প্রভাতে। ১১। ভ-পাটেতে। ১২। ভ-পাত্র মিত্র আশি বাজাকে শম্ভ্যাশা করিল। বি-পাত্র মিত্র আসিয়া রাজাকে সম্ভাষিল। ১৩। ভাঙ্গারা—ভাঙ্গর, ভাঙর। ভাঙ এর প্রতি হাড়িফার অতিরিক্ত আসক্তি ছিল বলে মনে হয়। ১৪। ভ-এহি বেটা শন্ন্যাশিক আনি চৌমোড়া বান্ধিবে। বি-যোগী মহন্ত বেটাক চোমুড়া বান্ধিবে। আ. 'পিষ্ঠ মোড়া বান্ধিবে'। ১৫, ১৬। অন্য দুই গ্রন্থে নেই। ১৭। ভ-রাজার আজ্ঞা পাত্র মিত্র না পারে নঙ্গিতে। বি-রাজার আজ্ঞা হইল পাত্র না পারে লঙ্ঘিতে। ১৮। ভ নিবন্দ। বি-নির্ব্বন্ধ। ১৯। বি-কণ্ডন। ২০। কর্ম কারকের বাচক। ২১। আদর্শে 'চাপিয়া'। ভ-কমোরে বি-কমরে। ২২। আদর্শে 'ধ্যান'। ভ-ধ্যানেতে। বি-ধ্যানেতে।

ব্যাকরণ—রাজাক (১২), বেটাক (১৪), হাড়িফাক শব্দে কর্মকারকের দ্বিতীয়া বিভক্তি 'কে' স্থলে 'ক' ব্যবহৃত হয়েছে। বিভক্তির এই একার লোপ যুগের প্রচলিত রীতি।

রাজাব আদেশে আইল[১] যত বেলদার[২]।
ঘোড়ার পৈষবে খুঁদিল[৩] এক গড়[৪] ॥
সেই গড মধ্যে হাড়ীফাক পুতিয়া বাখিয়া[৫]।[৬]
আশে খুব পাশে খুব বাখিল পুতিয়া ॥[৭]
২২ মন পাথব দিল বুকেব[৮] উপব।
শাপেতে পোতা গেল হাড়ি ঘোড়াব পৈষব ॥[৯]
শুন ভাই সকল লোক ভবানীব ববে।[১০]
হাড়িফাক পুতিল বাজা ঘোড়াব পৈষবে ॥[১১]
হাডিফাক পুতিতে পাবে কাহাব শকতি।
পূর্বে শাপ[১২] দিযাছিল গৌবী পার্বতী ॥

যখন কবিল যজ্ঞ[১৩] দেবি মহেশ্বরী।
নিমন্ত্রণ[১৪] কবিল সকল সিদ্ধাব পুবী ॥
দিগ দিগন্তব হইতে আইল সিদ্ধাগণ[১৫]।
আইল সকল সিদ্ধা যজ্ঞেব কাবণ ॥
প্রথমে আইল সিদ্ধা গোর্খ[১৬] হবিহব।
হাড়িফা আইল তাব নাম যলন্ধব[১৭] ॥
মীননাথ আইল বানিজে[১৮] ভাদাই।
মেহে[ব] নাথ[১৯] আইল আব সিদ্ধা কানাই ॥

---

১। বি-সব বেলদার আইল। ২। বেলদাব—খনক। মাটি কাটে যাবা। [হি. বেল+ফা.+দার]। উত্তব বঙ্গে বেলদাব বলে এক জাতি আছে। ৩। বি-এক খন্দক খুডিল। ৪। পবিখা বেষ্টিত কেল্লা বা দুর্গকে সাধাবণতঃ গড় বলা হযে থাকে। এখানে গত। ৫। আদর্শে 'আখিযা'। ব-বিলোপে। ৬। ভ-শেহি গড়ের মর্দ্ধে হাড়িফাক বাখিয়া। বি সেই খন্দকেব মধ্যে হাডিফাকে থুইযা। ৭। আদর্শে 'আসে পাসে খুব মতে বাখিল পুতিয়া'। ভ-গৃহীত পাঠ। বি-এই পদ নেই। ৮। বি-বুকেতে চাপিযা। ৯। অন্য দুই গ্রন্থে নেই। ১০। আদর্শে 'গৌরি পার্ব্বতি কহে সঙ্কবের ববে'। বি-গৃহীত পাঠ। ভ-এ-পদ নেই। ১১। ভ-হাড়িফাক পুতিল বাজা ঘোডাব পৈষবে। বি যে রূপে হাড়িফা পোতা ঘোডাব পৈঘবে। তাহার বৃত্তান্ত কথা কহি সবাব তবে। শেষোক্ত পদ ভ এবং বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপিতে নেই। ১২। ভ-শম্প। বি-শাপ। আদর্শে 'শ্রাপ'। ১৩। আদর্শে জর্গ'। ভ-জৈগ্য। বি-যজ্ঞ। ১৪। ভ-আমন্তর্ণ। বি-নিমন্ত্রন। আ 'নিমন্তণ্ন্য'। ১৫। আদর্শে 'যতজোন'। বি-সিদ্ধাগণ। ভ-সির্দ্ধাগন। ১৬। ভ গোবেখ্য। বি-গোবেক। ১৭। হাড়িপাব অপব নাম জলন্ধব বা জলন্ধরী পাদ। ১৮। এই পুঁথিব পাঠে সর্বত্রই বানিজে বা বানিজে ভাদাই। অন্য দুই গ্রন্থে বাইন ভাদাই এবং সেটাই সঠিক পাঠ বলে মনে হয়। ১৯। ভ-মেহের নাথ। বি-ঐ। মেহের নাথ নামে কোন সিদ্ধার নাম 'বর্ণন রত্নাকর' অথবা আলবার্ট গ্রুয়েন ওয়েডেলের তালিকায় পাওয়া যায়না। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। ভট্টশালী মেহের নাথকে মিহির নাথ মনে করেছেন। কিন্তু মিহিব নাথেব নাম ও উক্ত তালিকাদ্বয়ে নেই। কানাই—কানেপা, কানুফা, কাহ্ন পাদ বা কৃষ্ণাচার্য। ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

হেরেঙ্গা চেরেঙ্গা আইল সিদ্ধা বনমালী।[১]
মীননাথ আইল যার [নাম] মছন্দালী[২] ॥
নও লাখ চৌরাশি সিদ্ধা [আইল] সর্বজন[৩]।
আসিয়া বন্দিল ভোলানাথের[৪] চরণ ॥
আইল সকল সিদ্ধা চণ্ডীর আদেশে।
ভোজনে বসিল আসি চণ্ডীর[৫] কৈলাসে ॥
সিদ্ধা সবার মন বুঝিবার কারণ।
সুবেশ[৬] করিল দুর্গা ভুবন মোহন ॥
হীরামন মানিক পরে নানান অলঙ্কার।[৭]
বসন পরিল দেবী ভুবন[৮] বিসার ॥
যত বস্ত্র পরিল দুর্গা।[৯] কহিতে না পারি।
দণ্ডে দণ্ডে বসন ফিরায় মহেশ্বরী ॥
আপনি বাড়ে চণ্ডি আপনি পরশে।[১০]
টলিল সিদ্ধার মন ভবানীর বেশে ॥[১১]
টলিল সিদ্ধার মন[১২] জানিল ভবানী।
চারিজনে শাপ দিল[১৩] অসুর ঘাতিনী[১৪] ॥
নটী[১৫] লয়া মীননাথ থাকিবে কদলীতে[১৬]।
গোর্খেক হইল শাপ গরু চরাইতে ॥[১৭]
ডাহুকার[১৮] গড়ে কানেফার পড়িবে কন্ধ।[১৯]
মৃকুলে পুতিবে হাড়িফাক রাজা গুপিচন্দ ॥

---

১। আদর্শে 'সবসিৰ্দ্ধা আইল সির্দ্ধা বনমালি'। ভ-হেরেঙ্গা চেরেঙ্গা আইল ২ বোনমালী। বি-হেরেঙ্গা চেরেঙ্গা আর সিদ্ধা বনমালী। ৮৪ সিদ্ধাদের তালিকার মধ্যে বনমালী এবং হেরেঙ্গা সিদ্ধাদ্বয়ের নাম নেই। আলবার্ট গ্রুয়েন ওয়োডেলের তালিকার চতুর্থ নাম 'ডোম্বি হেরুক' হেরেঙ্গার নিকটতম নাম। চেরেঙ্গা খুব সম্ভব চৌরঙ্গী নাথ বা গাভুর সিদ্ধা (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। ২। আদর্শে 'মিন্ন্যানাথ' ও মছন্দিনি'। ভ-মচ্ছন্দালি। বি-মছন্দালী। ৩। বি-যত জন। ৪। বি-শিবের। ৫। ভ-পৰ্ব্বত। ৬। ভ-বেস। বি-বেশ। আদর্শে 'সুবেষ'। ৭। ভ-হিরামন মানিকেত পাহিল অলঙ্কার। বি-অলঙ্কার পরিল দুর্গা হীরা মানিকের। ৮। ভ-ভুবন আকার। বি-ভুবন বিলাসের। ৯। আদর্শে 'যত বস্ত পবে দেবী'। ভ-পহিল দুর্গা।। বি-পরিল দুর্গা।। ১০। নিজেই অন্ন পরিবেশন করেন এবং নিজেই স্পর্শ করেন অথবা নিজেই অন্ন বাড়েন এবং নিজেই পরিবেশন করেন। ১১। বি-এ-পদ নেই। ১২। ভ-টলিল সকল শির্দ্ধা।। ১৩। ভ-সকলেক সম্প দিল। বি-সকলকে শাপ দিল। ১৪। আদর্শে 'অসুর মাথুনি'। ভ-অষুর ঘাতিনি। বি-ঐ। ১৫। ভ-নটি। বি-নটী। ১৬। আদর্শে 'দালিতে'। ভ-কদলিতে। বি-ঐ। ১৭। ভ-গোৰ্ক্ষের সম্প হইল গরূ চরাইতে। ১৮। আদর্শে 'ভাগুকার'। ভ-ডাহুকার। বি-ঐ। ১৯। ভ-ডাহুকার গড়ে কানুফার কাটা জাবে কৰ্দ্ধ। বি-ডাহুকার গড়ে যাবে কানুফার কন্ধ। ডাহুকার খুব সম্ভব রাঢ় দেশ।

নওলাখ চৌরাশি মধ্যে চারিজন ভাজন[১]।
চারি সিদ্ধাক শাপ দিল তকারণ[২]॥
এহি মতে শাপ দিল[৩] হেমন্ত দুহিতা[৪]।
সেহি শাপ হন্তে[৫] হাড়িফা গেল পোঁতা॥
মাটির ভিতরে হাড়িফা নাহি পাএ ব্যথা[৬]।
মন দিয়া শুন সবে হাড়িফার কথা॥[৭]

হুশব্দ করিয়া সিদ্ধা ছাড়িল[৯] হুহুঙ্কার।
বিমোচন হইল বন্ধন শুন সমাচার॥[১০]
খুরে চিবিল কর্ণ[১১] হইল কর্ণ ফাটা[১২]।[১৩]
বুকের পাথর ছিল হৈল জোগপাটা[১৪]॥
বন্ধনের দড়ি হইল কমরের ডোর।
নিজ নাম লইয়া হাড়ি হইল বিভোর॥
মাটির [ভিতর] যখন[১৫] হইল এক গোফা।
আসন করিয়া তথা[১৬] বসিল হাড়িফা॥
ভাল মন্দ দিবা রাত্রি[১৭] কিছুই নাহি জানে।
চক্ষু মুঞ্জি রহিল হাড়ি গুরুর ধ্যানে॥[১৮]
এহিরূপে রৈল[১৯] সিদ্ধা ঘোড়ার পৈঘরে।
চারি রাণী লইয়া রাজা সুখে রাজ্য[২০] করে॥
ঘোড়ার পৈঘরে হাড়িফা রহিল যে পোতা।
রচিয়া কহিব এখন[২১] কানেফার কথা॥
শুকুর মামুদে কএ গুরুর চরণে। [২২]
অশুদ্ধ থাকিলে শুদ্ধ করিবে মহাজনে॥

১। যোগ্য। এখানে প্রধান। আ. 'মর্দ্ধে'। ২। আদর্শে 'অকাবন'। ভ-তকানন। বি-এহিত কারণ। ৩। ভ-এহিরূপে সমর্প। বি-শাপ। ৪। ভ-হেমন্ত দুহিতা। বি-ঐ। আদর্শে হেমন্তেব দ্বহিতা'। হিমালয় কন্যা পার্বতীর হেমন্ত-দুহিতা' নাম ভাবী সুন্দব। এই শব্দ চযন কবিব প্রতিভাব পবিচয বহন করে। ৫। ভ-সেহি সপান্তবে শে। বি-সেই সাপ হন্তে। আদর্শে 'বৈ শ্রাপ মোতেতে'। ৬। বি-ব্যাথা। আ. 'ব্রেথা'। ৭। ভ-দেবির সম্প শির্দ্ধ। গন্নের নহিল অন্যথা। ৯। ভ-হুহুঙ্কার কবিয়া শির্দ্ধা হুঙ্কার ছাড়িল। বি-হুহু শব্দ করি সিদ্ধা হুহুঙ্কার ছাড়িল। আদর্শে 'হুহাঙখার'। ১০। ভ-বর্দ্ধন আছিল জতো বিমচন হইল। বি-বন্ধন আছিল যত বিমচন হইল। আদর্শে 'বিমোচন' স্থলে বিরচন। ১১। আদর্শে 'জাব'। ভ-কর্ণ্ন। ১২। আদর্শে 'কাঞ্চপাটন'। ভ-কর্ণ্ন ফাটা। ১৩। বি-হাতেত আছিল বন্ধন হইল জপমালা। ১৪। আদর্শে 'জোগপাটন'। ভ-বুকেত পাথ্যর ছিল হৈল যোগ পাটা। বি-বুকেতে আছিল পাথব যোগ পাটা হৈলা। ১৫। ভ-মাটির ভিতরে জে মুণ্ডেত হৈল গোফা। ১৬। আদর্শে 'তখন'। ভ-তথা। বি-তথা রহিল। ১৭। বি-ভাল মন্দ তখন। ১৮। ভ-চক্ষু মুঞ্জি রৈল সিদ্ধা গুরুর ধিয়ানে। বি চক্ষু মুদে রইল হাড়ি গুরুর ধিয়ানে। ১৯। ভ-রৈল। বি-ঐ। আদর্শে 'আছিল'। ২০। বি-বিরাজ করে। ২১। ভ-রচিয়া লিখিনু মুঞি। বি-এখন কহিব আমি। ২২। বি-সুকুর মামুদ কয় গুরুর চরনে। ভ-এ পদ নেই। আদর্শে 'প্রণাম কবিয়া কহি পার্ব্বতির চরনে'।

মাটির ভিতরে হাড়ি আসন করিয়া।
মহাদেবের নিজনাম অন্তরে জপিয়া।।

এহিরূপে[১] রহিল হাড়ি ইপঞ্চ[২] বৎসর।
কানেফা না জানে[৩] কিছু গুরুর খবর।।

ধ্যানে কানেফা সিদ্ধা আছেন বসিয়া।
খেদান্বিত হইল[৪] গুরুকে না দেখিয়া।।

কানেফা বলে ধ্যান করি অকারণ।
না দেখি গুরুর পদ বিফল জীবন।।[৫]

গুরুর চরণে যে জন[৬] মন নাহি বান্ধে।
পার হৈতে নৌকা[৭] নাহি মাথে হাতে কান্দে।।

কানেফা বলেন আমি করিব কেমন।
কোথা গেলে পাব আমি গুরু[৮] দরশন।।

এতেক ভাবিয়া কানেফার ধ্যান ভঙ্গ হইল[৯]।
বাইল ভাদাই[১০] এর তরে ডাকিতে লাগিল।।

গুরুর আদেশ পায়া[১১] আইল চলিয়া।
সাক্ষাতে রহিল[১২] গুরুর চরণ বন্দিয়া।।

কানেফা বলেন শুন বাইল[১৩] ভাদাই।
শীঘ্রগতি আনহ রথ গুরুর[১৪] স্থানে যাই।।

---

১। আদর্শে 'এহিমতে'। ভ-এহিরূপে। বি-ঐ। ২। ভ-পঞ্চএ বছ্‌ছর। বি-পঞ্চ বৎসর। ৩। ভ-না পাএ। বি-জানে না। ৪। ভ-খেওদ হইল কাণ্ডিব্রর গুরুকে লাগিয়া। বি-খেদান্বিত হইল গুরুকে না দেখিয়া। আদর্শে 'ব্রেশ্‌ত হইল কানাই'। ৫। বি-এ-পদ নেই। ৬। ভ-জার। বি-যার। ৭। আদর্শে 'লক্ষ'। ভ-নৌকা। বি-ঐ। ৮। আদর্শে 'গুরার চনন'। ভ-গুরু দরসন। বি-গুরুর দরশন। ৯। ভ-কৈল। বি-দিল। ১০। আদর্শে 'রাণী ভাদাই'। ভ-বাইল ভাদাই। বি-ঐ। ভাদে, ভাদাই বলে ৮৪ সিদ্ধাদের মধ্যে একজন সিদ্ধার নাম পাওয়া যায়। 'বর্ণন রত্নাকাবের' তালিকায় ক্রমিক সংখ্যা তেত্রিশে 'ভাদে' বলৈ একজন সিদ্ধার নাম আছে। আলবার্ট গ্রুয়েন ওয়েডেলের তালিকান ক্রমিক সংখ্যাব চব্বিশে 'ভদ্র' এবং ক্রমিক সংখ্যা বত্রিশে 'ভন্দেপা বা ভাণ্ডারী' বলে আর এক সিদ্ধার নাম পাওযা যায়। ৩৫ নং চর্যাপদের রচয়িতার নাম ভাদেঁ। পুঁথির বাইল ভাদাইকে ভট্টশালী বলি ভদ্র বলে সন্দেহ করেছেন। আলোচ্য পুঁথিতে 'রানিজে, বানিজে এবং রানি ভাদাই' প্রভৃতি পাঠ দেখা যায়। এ-গুলি 'বাইল' শব্দের বিকৃত রূপ হিসাবে অথবা লিপিকর-প্রমাদে ঘটতে পারে। ১১। আদর্শে 'আদেসে তারা'। ভ-আদেশ পায়া। বি-আদেসে তারা। বর্ত্তমান এবং বি-পুঁথির 'তারা' শব্দের অর্থ বোঝা গেলনা। ভ-পুঁথির পাঠ অর্থ বোধক। ১২। বি-বসিল। ১৩। আদর্শে 'রাণীজে'। ভ-বাইল। বি-ঐ। ১৪। ভ-গুরু তর্ল্যাশিতে জাই। বি-শুন মোর ঠাই।

শুনিঞা গুরুর কথা বিজয়[১] গমন।
তুরীতে করিল গিয়া[২] রথের সাজন॥
গঙ্গার জল দিয়া রথেক[৩] স্নান করাইল।
হীরামন মানিকদিয়া[৪] রথ সাজাতে লাগিল॥
হীরা দিয়া[৫] বান্ধিল রথের বত্রিশ[৬] চাকা।
রথেত তুলিয়া বান্ধে[৭] ধবল পতাকা॥
চূড়াতে বান্ধিল রথের হাড়িয়া চামর।[৮]
মকরন্দ লোভে তাথে বেড়িল ভমর॥[৯]
নানান প্রকারে রথ[১০] করাইল সাজন।[১১]
রাজহংস বহে রথ সারথি পবন॥[১২]
নানান প্রকারে রথ উত্তম সাজিল।[১৩]
প্রণাম করিয়া গুরুর সাক্ষাতে রহিল॥
কানেফা বলেন বাছা বাড়িবে[১৪] আবোল।
আর মরণ নাহি বাছা সিদ্ধা দিল(াম) বর॥[১৫]
রথ দেখি কানেফা আনন্দ হইল।[১৬]
গুরুর উদ্দেশে সিদ্ধা সাজিতে লাগিল॥

১। ভ-করিল গমন। বি-বিজয় গমন। আদর্শে 'ত্রিজয়'—দ্রুত গমন অর্থে। অথবা গুরুর আদেশ পালনের সুযোগ পেয়ে গর্বিত ভাবে গমনও হতে পারে। ২। বি-ত্বরিত করিয়া যাইয়া। ৩। বি-রথের। ভ-এ-পদ নেই। ৪। বি-হীরা মানিক্যে। ভ-এ-পদ নেই। ৫। আদর্শে 'সোবার্ণ্যে'। ভ-হিরা দিয়া। বি-ঐ। ৬। ভ-ষোর্ল। 'বত্তিশ চাকা' অর্থে যোগের ভাষায় দেহের বত্রিশ নাড়ীর কথা বলা হয়েছে কিনা বলা কঠিন। রথের সমস্ত বর্ণনার মধ্যে তন্ত্র শাস্ত্রের বিক্ষিপ্ত ইঙ্গিত ছাড়া কোন ধারাবাহিক বা পূর্ণ বর্ণনা নেই। ৭। ভ-বান্দে ধবল পতোকা। বি-দিল স্বর্ণ পতাকা। ৮। ভ-চুড়াতে বান্দিয়া দিল হাড়ি হাড়িয়া চামর। ভট্টশালীর মতে হাড়িয়া চামর হচ্ছে হাঁড়িতুল্য ঘোর কৃষ্ণবর্ণ চামর। গুরু হাড়িপার নিদর্শনী চামর ধরে নেওয়া বোধ হয় অধিক সঙ্গত অর্থ হবে। ৯। আদর্শে "মকবন্দ সোবে তাতে বেউল ভমর"। বি-সুগন্ধের লোভে তাথে বেড়িল ভ্রমর। ভ-মোকন্দের লোভে তাথে বৈড়িল ভোমর। কোন পাঠই সঠিক মনে হয়না। তিন পাঠ মিলিয়ে বর্ত্তমান পাঠ গৃহীত হয়েছে। মকরন্দ অর্থাৎ পুষ্প মধু লোভে ভ্রমর বেড়িল। 'মকরন্দ' শব্দের ভুল পাঠ খুব সম্ভব 'মকবন্দ' আদর্শের পাঠ), 'মোকন্দের' (ভ-পুঁথি) এবং 'সুগন্ধের' (বি-পুঁথি) মধ্যে লিপিকর-প্রমাদে গৃহীত হয়েছিল। ১০। বি-রথের। ১১, ১২। ভ-পুঁথিতে নেই। যোগের ভাষায় 'রাজহংষ' হচ্ছে পরমাত্মা বা ধর্মকায়। আর পবন হচ্ছে মন অর্থাৎ জীবাত্মা বা অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত। এবং রথকে কায়া ধরা যেতে পারে। এখানে বোধ হয় যোগের ভাষা ব্যবহৃত হয়নি। ১৩। ভ-নানা অলঙ্কারে রথ সাজন করিল। বি-নানান প্রকারে রথের সাজন করিল। ১৪। ভ-বাড়ুক আরির্বল। বি-বাড়ুক প্রমাই। আবোল—আয়ুর্বল। ১৫। বি-চারি যুগ ভিতরে বাছা আর মরণ নাই। ১৬। বি-রথ দেখিয়া আনন্দিত হইল কানাই।

কপাটি পরিয়া[১] সিদ্ধা কমর বান্ধিল।
রুদ্রাক্ষের মালা তবে[২] গলাতে তুলি দিল।।
কপালে পরিল রক্ত[৩] চন্দনের ফোটা।
কর্ণেতে কুণ্ডল[৪] দিল গলে যোগ পাটা।।
হাড়িফার নিজনাম[৫] অন্তরে জপিয়া।
রথেত চড়িল সিদ্ধা সিংহনাদ পুরিয়া[৬]।।
কানেফার রথের আমি[৭] কি কহিব কথা।
পূর্ব দিক গেল রথ দিবাকর যথা।।
উদএ গিরি[৮] পর্বতে রথখান রাখিয়া।
ঘরে ঘরে ফিরে[৯] সিদ্ধা গুরু তল্মাসিয়া।।
ভিক্ষার ছলে ঘরে ঘরে করিল[১০] ভ্রমন।
কোন খানে না পাইল গুরুর দরশন।।
নাহি পায়া গুরুর লাগ[১১] ভাবিতে লাগিল।
গুরুর তল্মাসে পুনঃ[১২] রথেতে চড়িল।।
চলিল কানেফার রথ অতি[১৩] খরতর।
দক্ষিণেতে গেল রথ যথাতে সাগর।।
সেতুবন্ধ স্থানে[১৪] সিদ্ধা রথ খান রাখিয়া।
কিষ্কিন্ধ্যা[১৫] নগরে সিদ্ধা উত্তরিল[১৬] গিয়া।।
ঘরে ঘরে[১৭] তল্মাসিল বানরের নগর।
তথাএ না পাইল সিদ্ধা গুরুর[১৮] খবর।।
পঞ্চবটী[১৯] দিয়া রথ করিল গমন।
গুহক চণ্ডালের[২০] পুরিত দিল দরশন।।

---

১। ভ--কপিন ধরা পরিয়া। বি-কমর পট্টি দিয়া। কপাটি—কৌপীন, কপনি। ল্যাঙ্গট বা লেংটি জাতীয় কাপড়। ২। ভ-ওদ্রাক্ষ ভজঞ্চ মালা। বি-রুদ্রাক্ষ ফলের মালা। আ. 'উদ্রকের'। ৩। বি-কপালে দিল সিদ্ধা। ভ-কপালে দিল রক্ত। ৪। আদর্শে 'কুন্তল'। ভ-কুণ্ডল। বি-ঐ। ৫। হাড়িফা কর্তৃক প্রদত্ত নাম। ৬। আদর্শে 'ষয়ে ২ দিয়া'। ভ-শিঙ্গনাদ পুরিয়া। বি-সিংহনাদ পুরিয়া। ৭। আদর্শে 'তবে'। ভ-আমি। বি-ঐ। ৮। ভ-ওদাইগিরি। বি-উদাগিরি। ৯। বি-বেড়ায়। ১০। আদর্শে 'করেন'। ভ-করিল। বি-ঐ। ১১। বি-উদ্দেশ। ভ-গুরূখে না পাইয়া শির্দ্ধ।। ১২। ভ-গুরূকে শুঙরিঞা পুন। বি-গুরু সম্বরিয়া পুনঃ। আ. 'পুণ্ন্য'। ১৩। আ. 'রতি'। র-আগমে। বি-বাঁয়ে করি ভর। ১৪। আদর্শে 'সেহিত রাজের্জ তে'। ভ-শেতুবন্দ স্থানে। বি-সেতুবন্ধ স্থানে। ১৫। আদর্শে 'ত্রিসানা'। ভ-কিশকিন্দা। বি-কিস্কিন্ধ্যা। ১৬। ভ-জায়া ওত্যারিল। ১৭। আদর্শে 'ঘুর২'। ভ-ঘরে ঘরে। বি-ঐ। ১৮। ভ-হাড়িফার। ১৯। আদর্শে 'পর্শ্চিম দিয়া রথখানা'। ভ-পঞ্চবাটি। বি-পঞ্চবাটি। ২০। আদর্শে 'গ্রোর্থ নাতের প্যুরিতে তবে'। ভ-গোহেক চণ্ডালের। বি-গুহক চণ্ডালের।

অরণ্য মাঝারে[১] সিদ্ধা রথখান রাখিল।
গুহক চণ্ডালের পুরী[২] ঘর ঘর ভ্রমিল।।

না পাইল গুরুর লাগ[৩] ভাবে মনে মন।
রথেত[৪] চড়িয়া পুনঃ করিল গমন।।

রাজ হংসে বহে[৫] রথ সারথী পবন।
কদলী[৬] সহরে যায়া দিল দরশন।।

কদলী সহর খান ভ্রমিল[৭] ঘরে ঘরে।
মীন নাথকে দেখিল তথা নটীর[৮] বাসরে।।

চুলদাড়ী পাকিল[৯] তাহার নাহিক উপাএ।
দেখিয়া কানেফা সিদ্ধা বলে হাএ হাএ।।

কপালে মারিয়া ঘাও কান্দিল[১০] কানাই।
এহি মত ভুলিয়া আছে হাড়িফা গোঁসাঞি।।[১১]

এতেক ভাবিয়া হইল রথে আরোহণ।[১২]
যাইয়া উত্তরি[ল রথ][১৩] কানাএর বৃন্দাবন।।[১৪]

কালিন্দী[১৫] যমুনার তীরে রথখান রাখিয়া।
বৃন্দাবন পুরিখান বেড়াএ ভ্রমিয়া।।[১৬]

না পাইল গুরুর লাগ হইল ভাবিত।[১৭]
রথেত চড়িয়া পুনঃ [১৮] চলিল তুরীত।।

১। আদর্শে 'রব্রনের মদ্ধে'। ভ-অবর্ন্য মাঝাবে। বি-অবণ্য মাঝাবে। আদর্শেব বব্রন-অরণ্যের বিকৃত রূপ। ২। আদর্শে 'গোর্খের সোবণ্ন্যপুরি'। বি-গুহক চণ্ডালের পবী। ভ-চণ্ডালেব পরি নৈল তর্ল্লাশ করিয়া। ৩। আ. 'লাইগ'। বি-নাগ। ভ-গুরুকে না পায়া সিদ্ধা।। ৪। বি-রথে। ভ-এ-পদ নেই। আ. 'পুণ্ন্য'। ৫। আদর্শে 'চলাএ'। বি-বহে। ভ-হরে। ৬। বি-কোদালী। 'কদলি' শব্দ নগব এবং কোন কোন স্থানে নারী অর্থে ও ব্যবহৃত হয়েছে। যথা:-'ষোলস কদলী বাপু তোক্ষা থাকে বেড়ি'—মীনচেতন। ৭। ভ-ভূর্দ্ধে। ৮। ভ-নটানির ঘরে। বি-নটিনীর বাসরে। ৯। আদর্শে 'পাকিলে'। ভ-পাকিল। বি-ঐ। ১০। আদর্শে 'কপালে মারিল ঘাও কান্দিয়াছে কানাই'। ভ-কপালে হানিযা ঘাঁও বোলেন কান্হাঞি। বি-কপালে মারিয়া ঘা কান্দিল কানাই। ১১। ভ-এমতি ভুলিল কথা হাড়িফা গোসাঞি। বি-এইরূপে ভুলিয়া রহিল হাড়িফা গোঁসাই। ১২। আদর্শে 'এথাতে ভাবিয়া হইল রথের গমন'। ভ-এতেক ভাবিয়া হৈল রথে আরোহন। বি-ঐ। ১৩। অন্য দুই গ্রন্থে আছে। ১৪। ভ-তুরিতে চলিল রথ কান্থাইর বৃন্দাবোন। বি-যাইয়া উত্তারিল রথ কানাইর বৃন্দাবন। ১৫। আদর্শে 'কালীন্দিনী'। ভ-কালিন্দী। বি-ঐ। ১৬। বি-বৃন্দাবন পুরীখান ঘব ঘর ভ্রমিয়া। ভ-একে ২ বৃন্দাবোন তল্লাশ করিল। ১৭। ভ-গুরু না পাইয়া তথা অন্তরে ভাবিত। বি-না পায় গুরুর তত্ত্ব হইল ভাবিত। ১৮। ভ-পুন। বি-পুনরায়।

এহিরূপে জাএ কানাই গুরু তল্লাষে।<br>
যাইয়া উত্তরি[ল] রথ পর্বত[১] কৈলাসে।।<br>
শিব পুরী ব্রহ্ম পুরী[২] সব তল্লাসিল।<br>
না পাইয়া গুরুর লাগ[৩] ফাপর হইল।।<br>
মলয় গিরি[৪] তল্লাসিল হিমালএ পর্বত।<br>
সুমেরু[৫] ভ্রমিল গুরুর না পাইল তৎ[৬]।।<br>
পুনরপি[৭] রথে চড়ি করিল গমন।<br>
এক ঠেঙ্গিয়ার[৮] দেশে যায়া দিল দরশন।।<br>
এক ঠেঙ্গিয়ার রাজ্যখান অনেক[৯] চুঁড়িল।<br>
না পাইয়া গুরুর লাগ[১০] কামরূপে গেল।।<br>
কামরূপ শ্রীপাটন ভ্রমিল সকল।[১১]<br>
না পায়া গুরুর লাগ হইল বিকল[১২]।।<br>
[১৩]অস্থির হইল কানাই গুরুর কারণ।<br>
কোথাতে পাইব[১৪] গুরু ভাবে মনে মন।।<br>
ভাবিতে ভাবিতে কানাই স্থির কর্ল মন।<br>
গুরু তল্লাসিতে গেল লঙ্কার ভুবন।।[১৫]<br>
[লঙ্কা] পুরীতে যাএ কানাই গুরু তল্লাসিতে।<br>
ঝুলতলিতে[১৬] ঝুল খেলে যতি[১৭] গোর্খনাথে।।<br>
ঝুলতলিতে আছিল একজন পণ্ডিত।[১৮]<br>
গরু চড়াএ গোর্খনাথ তাহার পুরিত[১৯]।।

---

১। আদর্শে 'পুর্ব্ব ও কর্ল্যাশে'। বি-পর্ব্বত। ভ-ওপনিত হৈল জায়া শিবের কৈলাশে। ২। আদর্শে 'ভ্রমন করি'। ভ-ব্রহ্ম পুরি। বি-ব্রহ্মপুরী। ৩। ভ-নাগ্য কাতর হইল। বি-লাগ ফাফর হইল। ৪। আদর্শে 'মোনাই গিরি'। ভ-মানুঞা গিরি। বি-মলযা গিরি। মলয় গিরি—দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা; স্বর্গের উদ্যান, নন্দন কান্দন। এখানে নন্দন কানন। ৫। আদর্শে 'সকোল'। ভ-ষুমেরু। বি-সুমেরু। উত্তর-মেরু। এখানে পৌরাণিক পর্বত। ৬। আদর্শে 'খবর'। ভ-তৎ। বি-তত্ত্ব। ৭। ভ-পুনরূপি। বি-পুনর্ব্বার। আ. 'পুন্ন্যরূপি'। ৮। এক পদ বিশিষ্ট মানুষ। মহাভারতে অনরূপ মানুষের বর্ণ না আছে। ৯। আদর্শে 'রার্জজখান'। বি-ঘর ঘর ভ্রমিল। ভ-সে রাজ্য নইল শির্দ্ধা করিয়া ভূব্দন। না পাএ গুরুর নাগ্য ভাবে অনক্ষন।। শেষোক্ত পদ বি-এবং বর্ত্তমান পুঁথিতে নেই। ১০। ভ-নাগ্য। বি-না পায় গুরুর তত্ত্ব। ১১। ভ-কামরূপ ভূদ্ধিয়া শির্দ্ধা পাটন ভূদ্ধিল। বি-কামরূপ পাটনা গয়া ভ্রমিল সকল। ১২। আদর্শে 'বিৃকল'। ভ-বিকল। বি-ঐ। ১৩। এ-পদের আগে ভ-পুঁথির অতিরিক্ত পদ: এহিরূপে নানাস্থনে ভূদ্ধিল সকল। ১৪। ভ-কথাতে না পাইল। ১৫। বি-গুরুর তলাসে লঙ্কায় করিল গমন। ১৬। আদর্শে 'ঝুল্যনাথে'। ভ-ঝুলতলিতে। বি-ঐ। ১৭। যতি—সন্ন্যাসী, তপস্বী, মুনি, ভিক্ষু পরিব্রাজক। ১৮। বি-ঝুলতলিতে ছিল একদল পণ্ডিত। ভ-ঝুলতলিতে ছিল এক জনার্দ্দন পণ্ডিত। আদর্শে 'ঝুল্য নাথে'। ১৯। বি-বাড়িতে। পুরিত—পুরীতে। অধিকারণ কারকের একার প্রায় সর্বত্রই বর্জিত। আদর্শে 'গ্রোর্খ নাথ'।

গরু চরাএ গোর্খনাথ না খাএ অন্নপানি।
ঝুলতলিতে[১] ঝুল খেলে দিবস রজনী ॥
রাত্রি দিবা ঝুল খেলে[২] মনের হরিষে।
সেহি পথে জাএ কানাঞি গুরুব তল্লাসে ॥
[৩]গোর্খক লাগিল তখন রথের পবছাঞি।[৪]
[৫]ডাল ভাঙ্গিযা কুঙব আজিল তথাঞি ॥[৬]
নাথে বলে ডাল কুঙব[৭] আমার আজ্ঞা নিবে।
কোন জন বথে[৮] যাএ শীঘ্র ফিরাইবে ॥
নাথেব আদেশে ডাল কবিল গমন।
কানেফাব বথ যাযা ধবিল তখন ॥
ডাল দেখিযা বানাযি কর্ল[৯] হুহুঙ্কাব।
হুহুঙ্কাবে হৈল ডাল ছাই[১০] আব আঙ্গাব ॥
আঙ্গাব[১১] হইযা ডাল[১২] শূন্যে উড়ি যায।
ঝুলতলিতে[১৩] থাকিয়া নাথ[১৪] দেখিবাবে পাএ ॥
থাপা দিযা গোর্খনাথ সে[১৫] আঙ্গাব ধবিল।
বট বৃক্ষ কবিযা নাথ তাহাকে সৃজিল ॥
গোস্‌সা হইযা গোর্খনাথ[১৬] হুহুঙ্কাব ছাড়িল।
শূন্য পথে ছিল বথ ভূমিতে নামিল ॥
কানেফা দেখিল যদি যতি গোর্খনাথ।
আদেশ হইল[১৭] কানাঞি জোড কবিযা হাত ॥[১৮]

১। আদর্শে 'ঝর্ল্‌নাথে'। ভ-ঝুলতলিতে। বি-ঝুলটঙ্গিতে। ২। আদর্শে 'ক্ষেলা ক্ষেলাএ'। ভ-ঝুলখেলে। বি-ঐ। ৩। এ-পদেব আগে অন্য দুই পুঁথিব অতিবিক্ত পদঃ ভ গোর্ক্ষনাথ ঝুল খেলে না জানে কাম্বাঞি। বি-গুর্খনাথ ঝুল খেলে না জানে কানাই। ৪। ভ-গোর্ক্ষেব লাগিল জাযা বথেব আগ্র ছাযি। বি-গোর্খেক লাগিল তখন বথেব এ ছাই। পবছাঞি—পবছাযা। ৫। এ-পদেব আগে অন্য দুই পুঁথির অতিবিক্ত পদঃ ভ-গোশ্যা হইল নাথ আপনাব মোনে। বি-গোস্বা হইল তখন নাথ আপনাব মনে। ৬। ভ-ডাল ভাঙ্গি ডাল কুঙব শ্রীজিল তখনে। বি-ডাল ভাঙ্গি ডাল কোমব সৃজিল তখনে। কঙব—কুমাব। তু. বাজাব কুঙব—বাজার কুমাব। এখানে চারাগাছ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আজিল—পাঠাল অর্থে ব্যবহৃত হযেছে। ৭। ভ-কুঙর। বি-কোমর। আদর্শে 'তুমি'। ৮। আদর্শে 'কোন জনেব বথ'। ভ-কোন জনা বথে। বি-কোন জন বথে। ভ-পুরিল। বি-কবিল। ১০। ভ-ছাই আঙ্গাব। বি-ঐ। ১১। বি-ছাই। ১২। ভ-ডাল। বি-ঐ। আদর্শে 'ছাই'। ১৩। আদর্শে 'ঝুর্ল্‌নাথে'। ভ-ঝুলতলিতে। বি-ঐ। ১৪। বি-তাহা। ১৫। ভ-থাপা দিযা নাথ শেহি। বি-থাপা দিয়া নাথ তখন। ১৬। বি-নাথ। আ 'গোশ্যা'। ১৭। আদেশে রইল? ১৮। ভ-আদেশ করিল শিদ্ধা জোড় কবি হাত। বি-নিবেদন করে সিদ্ধা জোড় করি হাত।

একত্রে বসিল দুহে[১] করিয়া আসন।
বাহু ধরাধরি দুহে প্রেম আলিঙ্গন।।[২]
নাথে বলে শুন কানাফ্রি[৩] কহিবে কারণ।
রথেত চড়িয়া তোমার কোথাএ গমন।।
কহিতে লাগিল তবে[৪] সিদ্ধা কানাফ্রি।
পঞ্চ বৎসর হইল ভাই গুরুকে দেখি নাই।।[৬]
আজ কাল নহে ভাই ইপঞ্চ বৎসর।[৭]
কোথাএ[৮] রহিল আমার গুরু যলেন্দ্ধর।।
আমি ফিরেতেছি ভাই গুরু তল্যাসে।
রথেত চড়িয়া আমি ভ্রমিলাঙ[৯] দেশে দেশে।।
গোর্খনাথে বলে শুন[১০] সিদ্ধা কানাফ্রি।
কোন রাজ্যে[১১] তল্যাসিলা কহ আমার ঠাঞি।।
কানেফা বলেন ভাই শুনহ খবর।
যে রাজ্যে তল্যাসিলাম গুরু যলেন্দর।।
উদয় গিরি ভ্রমিলাম যথা দিবাকর।[১২]
তথাএ না পাইলাম আমি গুরুর খবর।।[১৩]
কিষ্কিন্ধ্যা তল্যাসিলাম যথা[১৪] বানরের পুরী।
অযোধ্যা তল্যাসিলাম গুহক চণ্ডালের বাড়ি।।[১৫]
বৃন্দাবন পুরিখান ভ্রমিলাম ঘরে ঘর।
কৈলাস ভ্রমিয়া গুরুর না পাইলাম খবর।।
অস্তগিরি[১৬] ভ্রমিলাম যথা অন্ধকার পুরী।
সুমেরু ভ্রমিলাম আর·হিমালয় গিরি।।

---

১। আদর্শে 'একাশ্র বসিয়া দোহে'। ভ-একত্রে বশিল দোহে। বি-একত্রে বসিলদুই জন। ২। আদর্শে 'বাহুধরে করে কত প্রেম আলাচোন'। ভ-এবং বি-গৃহীত পাঠ। ৩। আদর্শে 'কানাফ্রি ষুন'। ভ-অহে কাহ্নায়ি। বি-শোন কানাই। ৪। আদর্শে 'তখন'। ভ-তবে। বি-ঐ। ৫। আদর্শে 'সির্দ্ধাও'। ভ-শির্দ্ধা। বি-সিদ্ধা। ৬। ভ- পঞ্চ বছ্যর হৈতে গুরূক দেখিতে না পাই। ৭। ভ-আজি কালি করি হৈল পঞ্চএ বছ্যর। বি-আজ কাল করিয়া হইল পঞ্চ বৎসর। ৮। ভি-কথাতে। ৯। ভ-ভম্বি। বি-খুজিনু। ১০। ভ-নাথে বোলে ষুন তুমি। বি-ঐ। ১১। ভ-কুন ২ রাজ্য। বি-কোন রাজ্য। আদর্শে 'রাজের্জ্জ'। ১২। ভ-ওদাইগিরি তল্যাশিলাম জথা ওদিত দিবাকর। বি-উদয়গিরি তল্লাসসিলাম যথা উঠে দিন কর। উদয়গিরি—পূর্বদিকে কল্পিত যে পর্বতথেকে সূর্য উদয় হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে দেহের মধ্যে উদয় গিরি আছে। ১৩। ভ-তথাতে না পাইলাম আমি গুরূ জলন্ধর। বি-তথা না পাইলাম গুরুর সমাচার। ১৪। আদর্শে 'ত্রিসিনা ভ্রমিলাম জথা'। ভ-কিশকিন্দা তর্ল্যাশিলাম বালি। বি-কিষ্কিন্ধা ভ্রমিলাম যথা। ১৫। আদর্শে 'অন্তর ধ্যান হইয়া মুই গেনু গ্রোর্থের পুরি'। বি-অযোধ্যায় তলাসিয়া গেলাম গুহকের বাড়ী। ভ-গৃহীত পাঠ। ১৬। ভ-অষ্টগিরি ভূম্বি লাম। অস্তগিরি—পশ্চিমদিকে কল্পিত যে পর্বতে সূর্য অদৃশ্য হয়।

দেবপুবে[১] না পাইলাম গুরুব খবব।
এক ঠেঙ্গিয়াব দেশেতে তল্লাসিলাম যলেন্দব ॥
শুনিঞাছিলাম[২] লোক মুখে এক ঠেঙ্গিয়াব দেশ[৩]।
এক পাএ সর্বলোক বেড়াএ[৪] বিশেষ ॥
দুই ঠেঙ্গিযাক দেখিযা তারা লাগিল হাসিতে।[৫]
এক ঠেঙ্গিযা সবে লাগিল পুছিতে ॥[৬]
আদ্য[৭] অন্ত যত কথা যেমত আছিল।
একে একে যত[৮] কথা সকলি কহিল ॥
পূর্বে এক বাজা[৯] ছিল চন্দ্রকিশোব।
এক ঠেঙ্গিযা তাহাব ঘবে জন্মিল কুমাব[১০] ॥
তাহার নাম কবি বাজা বসাইল নগবী।[১১]
এক ঠেঙ্গিযাব বাজ্য জন্মিল এই পুবী ॥[১২]
সেহি বাজ্যে না পাইলাম গুরুব খবব।
ছিযা পাটে গেনু মুঞিবে[১৩] তল্লাসিতে যলেন্দব ॥
অপূর্ব[১৪] দেখিলাম আমি বাজ্যেব ব্যবহার।
স্ত্রী বিনে নাহি বাজ্যে পুরুষেব সঞ্চাব[১৫] ॥
স্ত্রী বাজা স্ত্রী প্রজা স্ত্রী বাজেব দ্যাওয়ান।
স্ত্রী বিনে নাহি রাজ্যে পুরুষেব নাম ॥[১৬]
অপূর্ব বাজ্যেব[১৭] কথা শুনিতে অপরূপ[১৮]।
ঋতুস্নান কবিতে নাবী যাএ কামরূপ ॥[১৯]
কামরূপ নগবে আছে পুরুষেব বসতি।
তথা যাএ নাবী যেজন[২০] হএ ঋতুবতী ॥

১। বি-দেবপুবী। ২। ভ-ষুনিলাম। ৩। আদর্শে 'খবব' ভ-দেশ। বি-ঐ। ৪। আদর্শে ফিরে দেষান্তর'। ভ-বেড়া এ বিশেশ। বি-ভ্রমেন বিশেষ। ৫। ভ-দেখি তথা দুই পাও নাগিলাম পুছিতে। বি-দুই পাও দেখিয়া আমায় লাগিল কহিতে। ৬। বি-এ পদ নেই। ভ-এক ঠেঙ্গিযাব একজন লাগিল কহিতে। ৭। আদর্শে 'আদ্দি'। ভ-আদ্য। বি-আদ্য পান্ত যথ কন্যা যে মত আছিল। ৮। ভ-শেশব কথা। বি-সকল কথা কহিতে লাগিল। ৯। আদর্শে 'পুর্ব্বে আমাব রাজা ছিল চন্দ্র কিসর'। ভ-পূর্ব্বে এক ছিল বাজা চক্রকেশ্বর। বি-পূর্ব্বে আছিল রাজা চন্দ্র কিশোর। ১০। ভ-কুঙর। বি-কোমর। ১১। আদর্শে 'তাহার নামে করিল সুঞি রাজের্জর অধিকাবী'। বি-তাহার নাম করি এক পুবী বসাইল। ভ-গৃহীত পাঠ। ১২। ভ-সবে তাখে বোলে এক ঠেঙ্গিয়ার রাজজ কবি। বি-এক ঠেঙ্গিয়ার রাজ্য নাম সেই জন্য হৈল। ১৩। ভ-শ্রীয়াপাটনে গেইলাম। বি-গয়া পাটনা গেলাম। ছিয়াপাট∠শ্রীয়াপাটন∠শ্রীরিপাটন∠স্ত্রী পাটন। স্ত্রী∠রাজ্য। ১৪। ভ-অসম্ভাব। বি-আশ্চর্য্য। ১৫। আদর্শে 'সংহার'। ভ-হুঙ্কার। বি-সঞ্চার। ১৬। ভ-নারি বিনে নাহি রাজ্যে পুরুষের ঘ্রাণ। বি-স্ত্রী রাজা হইয়া করে রাজ্যের পালন। ১৭। আদর্শে 'য়নপূর্ব্ব রাজার'। ভ-অপূর্ব্ব রাজেজ্যর। বি-অপূর্ব্ব রাজ্যের। ১৮। আদর্শে 'অনুপাম'। ভ-অপরূপ। বি-অনুরূপ। ১৯। ভ-রিতুস্তান করে নারি জায়া কামরূপ। বি-ঋতুস্নান করি নারী যায়া কামরূপ। আদর্শে 'রূপকাম'। ২০। আদর্শে 'জেন'। ভ-জে জন। বি-যেবানারী।

কামরূপে যায়া নারী ভুঞ্জেন শৃঙ্গার[১]।
ঋতু রক্ষা করি হএ গর্ভের সঞ্চার ॥
গর্ভের ভিতরে যাহার সৃজন হএ বেটা।[২]
রামচক্র বাণে তাহার[৩] মুণ্ড যাএ কাটা ॥
বৎসর অন্তরে ফিরে রামচক্রবাণ।
শ্রীপাটনে নাহি পুরুষের পরিত্রান ॥[৪]
তকারণে[৫] রাজ্যে নাহী পুরুষের লেশ।
স্ত্রীর বেশে[৬] সেই রাজ্যে করিনু প্রবেশ ॥
হুহুঙ্কার করিনু[৭] মুঞি ভাবিয়া যলেন্ধর।
আউট হাত[৮] কেশ হইল মস্তক উপর ॥
হৃদয়ে হইল আমার অভরণ[৯] দুই স্তন।
স্ত্রীর বেশে[১০] সেই রাজ্যে করিনু ভ্রমন[১১] ॥
বাগদ্বার[১২] কামরূপ ঘরে ঘরে ভ্রমিনু[১৩]।
গুরুর খবর মুঞিরে কোথা না পাইনু ॥[১৪]
না পাইয়া গুরুর লাগ হইনু ভাবিত।
অখনে যাইব[১৫] মুইবে লঙ্কার পুরিত ॥
এহিরূপে ভ্রমিলাম[১৬] আমি গুরু তল্লাসিতে
রাত্রি হইল আমার সহব কদলীতে ॥
তোমার গুরু মীননাথ আছে কদলী সহরে।
রাত্রিদিন থাকে নাথ নাটিনীর[১৭] বাসরে ॥
নটীলয়া মীননাথ হয়েছে বিভোর[১৮]।
চুল দাড়ি পাকিল যাবে যমের নগর ॥[১৯]
তুমি শিষ্য ভাজন তাহার নাথ গোর্খযতি।[২০]
তুমিহ থাকিতে তাহার[২১] এতেক দর্গতি ॥

১। আদর্শে 'ছিঙ্গাব'। ভ-শ্রীঙ্গাব। বি-শৃঙ্গাব। ২। বি-যে নাবীব উদবে সৃজন হয় বেটা। ৩। ভ-পুত্রের। ৪। আদর্শে, 'শ্রিবীব উদোবে নাহী পুরুসের নাম'। ভ-এবং বি-গৃহীত ,পাঠ। ৫। বি-সেই জন্যে। ৬। ভ-শ্রীরূপে। বি-স্ত্রীবেশে। ৭। ভ-হুহুঙ্কাব পুবিনু। বি-ঐ ছাড়িনু। ৮। আদর্শে 'গজ'। ভ-হাত। বি-ঐ। ৯। ভ-দুই গুটি স্তন। বি-উভ দুইটা স্তন। ১০। ভ-শ্রীরূপে। ১১। ভ-ভূম্বন। ১২। বি-বাগদ্বাবায়। (উত্তর বঙ্গেব বাগ ডোগড়া?)। ভ-নারির বেশে। ১৩। ভ-তৃম্বিনু। ১৪। ভ-কুনখানে গুরুর আমি নাগ্য না পাইনু। বি-কোন খানে গুরুব খবর না পাইনু। ১৫। আদর্শে 'সেতা হইতে গেনু'। ভ-অখনে জাইব আমি। বি-এখন যাইব আমি। ১৬। ভ-ভূম্বি। ১৭। আদর্শে 'নটির'। ভ-নাটিনিব। বি-ঐ। ১৮। ভ-বিভোর। বি-ঐ। আদর্শে 'বেভোর'। ১৯। ভ-দাড়িচুল পাকিল অখন জাবে জম ঘর। বি-চুলদাড়ি পাকেছে সিদ্ধা যাবে যমনগর। ২০। ভ-আপনে ভাজন শেবোক নাথ গৌর্ক্ষজতি। বি-তুমিত ভাজন সেবক নাম গোর্খ যতি। ২১। ভ-নাথের।

গোর্খ বলে নাহি জানি[১] এত সমাচার।
কল্য যাইব আমি[২] গুরুক করিতে উদ্ধার।।
মরিয়া থাকে গুরু যদি হাড়ের নাগাল[৩] পাই।
হাড়ে সঞ্চে[৪] জোড়া দিয়া গুরুকে জিয়াই[৫]।।

গোর্খে বলে শুন ভাই[৬] প্রাণের দোসর।
শুনিলাম তোমার মুখে গুরুর খবর।।
আমার গুরুর কথা কহিলা[৭] আপনি।
তোমার গুরুর কথা কহিয়া[৮] দিব আমি।।
গোর্খে বলে ভাই[৯] তুমি শুন আমার ঠাঁই।
মৃকুল সহরে আছে মঞেনামতী রাই।।
গুপিচন্দ্র নামে রাজা[১০] মুনির নন্দন।
উনিশ বৎসরের কালে তাহার মরণ।।
যখন হইল বালক দ্বাদশ বৎসর।
জ্ঞান দিতে গেল হাড়ি করিতে অমর।।
নিজনাম নিজমন্ত্র[১১] কর্ণে শুনাইল।
স্ত্রীর পর চিত্ত জ্ঞান[১২] মনে না রহিল।।
জ্ঞান পরীক্ষাতে গেল পুষ্কর্ণির[১৩] কূলে।
পুষ্কর্ণি শুকান রহিল না ভরিল জলে।।
সত্য বলিয়া জ্ঞান দিল মিথ্যা[১৪] বলিয়া ধরে।
গোস্‌সাএ[১৫] পুতিল হাড়িক ঘোড়ার পৈঘরে।।
গোর্খে বলে দাদা তুমি শুন আমার ঠাঁই।
চণ্ডীর শাপে পোতা গেল[১৬] তাহার দোষ নাই
আমার সেবক হএ নাম মঞেনামতী।
তাহার পুত্র বাঁচাইতে করোহ যগতি।।[১৭]

১। আদর্শে 'গ্রোর্খনাথ নাহি জানে'। ভ-গোর্ক্ষনাথ বোলেন না জানি সমাচার। বি-গোরেক বলে নাহি জানি এতেক সমাচার। ২। আদর্শে 'কাইল'। ভ-কল্য জাব গুরুক। বি-কল্য যাইব গুরুর। ৩। ভ-নাগ্যপাব। বি-নাগাল পাব। ৪। আদর্শে 'হাড়ে মাংসে'। ভ-হাড়ে ছর্ঞে। বি-হাড়ে সঞ্চে। ৫। ভ-জিলাব। বি-মিলাইব।

৬। ভ-গোর্ক্ষনাথ বোলে ভাই। বি-গোরেক বলে ভাই। আদর্শে 'ভাই'এর স্থলে 'দাদা'। ৭। বি-কয়া দিলা তুমি। ৮। ভ-কয়াদিছি আমি। বি-কয়া দিব আমি। ৯। আদর্শে 'দাদা'। ভ-ভাই। ১০। আদর্শে 'আছে'। ভ-রাজা। বি-রাজা তাহার নন্দন। ১১। বি-বীজমন্ত্র। ১২। ভ-রাজার। বি- ১৩। আদর্শে 'সরবরের'। ভ-পুষ্কন্নির। বি-পুষ্করিণীর। ১৪। ভ-ছেচা বলি দিল গ্যান মিছা বুলি ধরে। ১৫। ভ-গোশ্যা হইয়া। ১৬। ভ-দোশ কিছু নাই। বি-ঐ। ১৭। ভ-তাহার পুত্রক মারিতে তুমি না কর যুগতি। আদর্শে 'যুগতি' : যুগতি যুগ্‌তি যুক্‌তি/যুক্তি।

আপনার গুরু তুমি করোহ উদ্ধার।[১]
বাঁচাইয়া লহো তুমি[২] মুনির কুমার।।
শাপ দিয়া মুনির পুত্র যদি পাএ কাল।[৩]
তবে দুষী হইবা তুমি বাড়িবে জঞ্জাল।।[৪]
[৫]কুকিলার রূপের কথা শুন আমার ঠাঁই।
সর্বাঙ্গ শরীর কাল[৭] রূপ কিছু নাই।।
রাঙ্গা রাঙ্গা দুটি চক্ষু কি গুণের[৮] বাখানি।
সর্ব শাস্ত্রে ব্যাখ্যান শুনি কুকিলার ধ্বনি।।[৯]
নারীর রূপের কথা[১০] করো অবধান।
দেখিতে সুন্দর নারী যদি[১১] রাখে মান।।
আপনার মান যদি[১২] না রাখে যুবতী।
স্বামী সেবা নাহি করে নারী অধোগতি।।
রূপে বিদ্যাধরি নারী[১৩] চঞ্চল হএ চিত।
কোন শাস্ত্রে নাহি নারী রূপে ব্যাখ্যিত[১৪]।।
[১৫]অতিমতি ধীর[১৬] হএ গুণবতী রামা
সর্ব শাস্ত্রে শুনি সে নারী দেবীর[১৭] উপমা।।

১। ভ-আপন গুরূ তুমি আপনে ওর্দ্ধার। বি-আপন গুরুকে তুমি করগা উদ্ধার। ২। ভ-নৈবে তুমি। বি-লহ তুমি। ৩। অদার্শে 'স্তাপ দিয়া মনির পুত্র করে বোজবান'। ভ-শম্পে জদি মুনির পুত্র হৈয়া যাবে কাল। বি-শাপ দিয়া মুনির যদি পুত্র পায় কাল। ৪। বি-দুষী হইবে হাড়ী বাড়িবে জঞ্জাল। ৫। এ-পদের আগে অন্য দুই গ্রন্থে দুই ছত্রের একটি সংস্কৃত-শ্লোক আছে। যথা:--

শ্লোর্ক।
ভ-কুখিল রূপং রূপং নাশতি নারি রূপং পতিব্রতা।
পুরূশ রূপং গুনবিদ্যাঃ খেমা রূপং তপশ্যা।।

শ্লোক।
বি-কোকিলানং স্বরোরূপং নারীরূপং পতিব্রতা।
বিদ্যারূপং কুরূপানাং ক্ষমারূপং তপস্বিনাম।।

৬। আদর্শে 'সব রঙ্গ সরিল কাল তার' ৭। ভ-শর্ব্বাঙ্গ শরীর কাল। বি-ঐ ৮। দুটি চক্ষ রাঙ্গা কুখিল গুণের কি বাখান। বি-রাঙ্গা দুটি চক্ষু কুলির কিগুণে বাখানি। ৯। ভ-শর্ব্ব শাস্ত্রে ওপমা কুখিলার ধুনি ষুন আমার শ্থান। বি-শাস্ত্রে নাহি রূপ কুলির রূপের কেবল ধ্বনি। আ 'ব্যাক্ষান'। ১০। আদর্শে 'নারির কথা ষুন ভাই'। ভ-নারির রূপের কথা করো অবধান। বি-ঐ। ১১। ভ-জদি না রাখে মান। ১২। ভ-নাহি রাখে জদি। ১৩। আদর্শে 'যদি'। ভ-নারি। বি-রূপে গুণে বিদ্যায় নারী চঞ্চল হয় চিত। ১৪। খ্যাত। আদর্শে 'ব্যাক্ষীত' ১৫। এ-পদের আগে অন্য দুই পুঁথির অতিরিক্ত পদ:

ভ-পতিব্রতা নারি জে শ্যামির সেবা করে।
শ্যামি ছাড়া পিতারূপ জানেত শংশারে।।

বি-পতিব্রতা নারী হয় স্বামীর সেবা করে।
স্বামীছাড়া পিতার রূপ জানে এ সংসারে।।

১৬। আদর্শে 'রতিমতি সুন্দর'। ভ-ধীর। বি-শুদ্ধমতি ধীর হয়। আদর্শে 'আমা'—রামা, সুন্দরী নারী; গীত কলাভিজ্ঞা নারী। ১৭। আদর্শে 'দেবের'। বি-দেবীর।

পুরুষের রূপের কথা শুন দিয়া মন।
দেখিতে[১] সুন্দর পুরুষ না হএ ভাজন॥
দেখিতে সুন্দর পুরুষ জ্ঞান নাহি ধরে।
কাম-পুরুষ বলিয়া তাহাক বলে[২] এ সংসারে॥
দেখিবার যোগ্য[৩] নএ শাস্ত্রেতে[৪] পণ্ডিত।
জ্ঞানমন্ত[৫] পুরুষ [হএ] জ্ঞান গুণ ব্যাখ্যিত॥
সিদ্ধা মহন্তের কথা শুনহ কানাই।
বাক্যসিদ্ধ[৬] মহন্তের ক্রোধ কিছু নাই॥
সে বড় মহন্ত হএ[৭] ক্ষেমে অপরাধ।
হত জ্ঞানী হএ যে জন[৮] করে বিসমবাদ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ ক্ষেমা দেএ চিতে[৯]।
মহন্তের মহন্ত হএ শুনিয়াছি ভারতে[১০]॥
তোমার যশ ভাই[১১] ঘুশিব সর্বলোক।
কোনরূপে বাঁচাইবা মুনির বালক[১২]॥
দুহার গুরুর কথা কহিয়া দুই জন।
বাহু ধরাধরি করে প্রেম আলিঙ্গন[১৩]॥

কদলী সহরে গেল গোর্খ হরিহর।
মৃকুলে চলিল কানাই যথা যলেন্দর॥
শুনিঞা গুরুর কথা আকুল জীবন[১৪]।
রথেত চড়িয়া শীঘ্র[১৫] করিল গমন॥

---

১। বি-দেখি যে। ২। আদর্শে 'কহিত'। ভ-কাএ পুরূশ করি তাথে বোলেত শংশারে। বি-তাকে অকর্ম্মা পুরুষ বলে এ সংসারে। ৩,৪। আদর্শে 'যুর্গ' ও 'সাশ্রের'। ভ-যুগ্যর। বি-যুক্ত। ৪। ভ-সাশূত্রেত। বি-শাস্ত্রেতে। ৫। আদর্শে 'গ্যানমোম্ত্র'। জ্ঞানমন্ত পুরুষের খ্যাতি জ্ঞানে এবং গুণে (রূপে নয়)। বি-জ্ঞান মন্ত পুরুষের জ্ঞানী বিয়াখিত। ভ-গ্যানমন্ত পুরূস হএ গ্যান ব্যাক্ষিত। ৬। আদর্শে বাক্যসির্দ্ধা। ভ-বাক্যশিদ্য মহান্তের মোনে কোপ নাঞি। বি-ব্রহ্মসিদ্ধা পুরুষের মনে কোন নাই। ৭। ভ-জেহি। ৮। ভ-জে করে বিসমবাদ। বি-যেমন করিবে সম্পদ। ৯। আদর্শে 'চিত্ত'। ভ-চিত্ত্যে। বি-চিত্তে। ১০। আদর্শে 'ভাগরিত'। ভ-ভারথে। বি-ভারতে। মহাভারতের কথা বলা হয়েছে বোধ হয়। ১১। আদর্শে 'তোমার গুরুর জষ'। ভ-তোমার জস ভাই। বি-তোমার গুণ সব তাই রহিবে সংসারে। ১২। বি-কুমারে। ১৩। আদর্শে 'আলাচোন'। বি-আলিঙ্গন। ভ-ঐ।

১৪। আদর্শে 'আনন্দিত যোন'। ভ-আকুল জীবন। বি-ঐ। ১৫। বি-পুনঃ। ভ-তুরিতে চলিল কানাঞি লইয়া শিষ্যগন।

সাইটগাড়ু[১] শিকারপুর হস্তানি নগরী[২]।
শোনাপুর দিয়া রথ চলে[৩] শীঘ্রকরি ॥
চন্দ্রকলা সূর্যভাগ ডাইন[৪] বামে থুইয়া।
কাঞ্চনা নগর খান পশ্চাতে[৫] রাখিয়া ॥
বিক্রমপুর চাম্পাপুর বাশর নগরী।[৬]
সোনাতলা দিয়া রথ গেল রত্নাপুরি ॥
কুটপুর সাহাজাদ[পুর] চাম্পানগর।
কুমারখালী দিয়া রথ গেল জ্ঞানহুর ॥
কম্বলপুর দিয়া রথ গেল কাশিপুর।
ডাকবার ময়ালখান বামে বহুতদূর ॥
যাত্রাখালী শিবপুর আর ব্রহ্মপুরা।
মএয মাবী দিয়া রথ গেল পুরানস্থরা ॥
আতমা বাটি দিয়া পার হইল যমুনা[৭]।
মঙ্গলপাড়া দিয়া রথ গেল কাটা কোনা ॥
গাড়ামাড়া ডাইনে রৈল ভাসামাবা বামে।
অন্তপুর দিয়া গেল হলদিপুর গ্রামে ॥
গচিখালি বামনডাঙ্গা চিন্তাপুরের খাড়ি।
হাতিবান্ধা দিয়া রথ গেল কানচ গাড়ি ॥
নুর হাটি দিয়া রথ গেল কামার হাটি।
পঙখীমারি দিয়া রথ গেল রাএঘাটি ॥
সুজন নগর শান্তাপুর আর কুটিয়ামুড়া।
বানেশ্বর দিয়া রথ গেল তেলীপাড়া ॥

১। বি-ষাইটগতি। ২। ভ-নগর। বি-ঐ। ৩। ভ-চলিল সত্যর। বি-সোনাপুর দিয়া রথ করিল গমন। ৪। ভ-দক্ষিন। বি-পশ্চাতে রাখিয়া। ৫। আদর্শে 'প্রছাদে'। বি-বামেতে থুইয়া। ৬। ভ-বিষ্ণুপদা চম্পাপুর বাশো বনিক নগরী। বি-বিষ্ণুপুর চাঁপাপুর খাসহরা নগর। এ-পদের পববর্তী ২০ পদ অন্য দুই গ্রন্থে নেই। শব্দ বিন্যাস, বাচন ভঙ্গি ইত্যাদিতে কবির রচনা বলেই মনে হয়। হয়ত অন্য দুই গ্রন্থের লিপিকরগণ এ-পদগুলির সন্ধান পাননি। কোন লিপিকরের রচনা হলে বলতে হবে তিনিও কবি ছিলেন। স্থানের নামগুলিকে ভট্টশালী কাল্পনিক এবং ভৌগলিক পারম্পর্য বিহীন বলে মনে করেছেন। এ-গুলি ভৌগলিক পারম্পর্যবিহীন হতে পারে কিন্তু কাল্পনিক মোটেই নয়। অধিকাংশ স্থানগুলির অবস্থান উত্তর বঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা ও রাজশাহী জিলায়। কয়েকটা গ্রাম রংপুর এবং আসামের সীমান্তে অবস্থিত। অনেকগুলি গ্রামের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। ৭। আ. 'যবুনা'-যমুনা নদী। গ্রন্থের রচনা কাল ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে। বর্ত্তমান যমুনা নদীর সৃষ্টি ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে হিমালয় এবং উত্তর বঙ্গে প্রবল ভূমিকম্প এবং তিস্তা নদী এবং ব্রহ্মপুত্র নদের গতি পরিবর্ত্তনে।

তুলসীপুর দিয়া জাএ বামে বেণুডাঙ্গা।
গাড়ামারি দিয়া রথ জাএ চেরেঙ্গা ॥
ভদ্রখণ্ড নিশাভাগ হেমাবতি পুরী।[১]
[২]চিন্তাপুর দিয়া রথ জাএ[৩] তরাতরি ॥
শ্রীকলা[৪] বিমলা[৫] আর নগর কন ঠাট[৬]।
বিক্রমপুর দিয়া রথ গেল চাইর ঘাট ॥[৭]
সীতাপুর শঙ্করপুর আর গোয়ালপাড়া[৮]।[৯]
দুর্জ্জণ নগর দিয়া গেল চান্দের আড়া ॥[১০]
[১১]যতগ্রাম পার হইল না যাএ কহন।
তুরীতে চলিয়া গেল মুনিব ভুবন ॥[১২]
মুনির গোফাতে[১৩] যাএয়া সিংহনাদ পুরিল
সিংহনাদ শুনিঞা মুনির ধ্যান ভঙ্গ হইল ॥
গলে বসন দিয়া মুনি[১৪] বন্দিল চরণ।
বসিতে আনিঞা দিল যোগের[১৫] আসন ॥
আসনে বসিল সিদ্ধা দিয়া আশীর্বাদ ॥
কহিতে লাগিল মুনিক[১৬] [গুরুব] সংবাদ ॥

১। ভ-ভদ্রমুণ্ড নিশাভাগ হেমবতিপুবি। বি-ভদ্রখণ্ডা নিশাভাল হেমন্তনগব। ২। এ-পদেব আগে ভ-পুঁথিতে একটি অতিবিক্ত পদ আছে। যথাঃ—হিমালএ নালাঘাটি গেল পাচকবি। ৩। ভ-গেল। বি-যায় তবাতর। ৪। আ. 'ছিবকলা'। ভ-শ্রীকলা। বি-ঐ। ৫। ভ-ধিমলা। ৬। ভ-নগব কৈল্যাট। বি-নগব কনাট। ৭। আদর্শে 'সামরি চন্তিপুব পাইল জগডম্বুবেব হাট। ভ-বিক্রমপুব দিয়া রথ গেল তাহাব ঘাট। বি-গৃহীত পাঠ। ৮। ভ-নববপাড়া। ৯। বি-সীতা সঙ্কব পৈ আব আড়া গাড়া। ১০। ভ দুর্জএ নগর দিয়া বথ গেল চান্দের আড়া। বি-গৃহীত পাঠ। আদর্শে 'ষুর্জানা নগব দিয়া গেল চন্দ্রেব গাড়া। ১১। এ-পদের আগে অন্য দুই গ্রন্থে আরও ৪ পঙক্তি আছে। যথা:—

ভ-জঙ্গ মহন দিয়া রথ পাব হৈল দামুদ্যব।
চিন্তাপুর দিয়া গেল বিষুয়া নগব ॥
রাত্রি দিবা জাএ রথ নাহি করি গ্রম।
কৌতুকে নিচিছয়া গেল কতো ২ গ্রাম ॥

বি-গঙ্গমন দিযা পাব হইল দামোদর।
নিশিন্তপুব দিয়া গেল বিজয়ানগর ॥
বাত্রি দিবা চলে রথ না কবে বিশ্রাম।
কৌতুকে চলিয়া গেল কত কত গ্রাম।

১২। ভ-তরিত গমনে গেল মুনিব ভুবন। বি-ঐ। ১৩। আদর্শে 'মনিব পুবিতে'। ভ মুনির গোফাতে। বি-ঐ। ১৪। ভ-শির্দ্ধার। ১৫। আদর্শে 'জুগেব'। ভ-জোগের। বি-যোগেব। ১৬। আদর্শে 'মনীর'। ভ-মুনিক। বি-ঐ। ১২। 'মুনির ভুবোন' অর্থাৎ মেহেবকুলের (মুকুল) ভৌগলিক অবস্থান সম্বন্ধে কবিব খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল বলে মনে হয়না। সপ্তদশ শতকের শেষে এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথমে (১৭০৫ খৃষ্টাব্দ) মেহেঁর কুলের প্রাধান্য ও হয়ত তেমন ছিলনা। (ভুমিকার দ্রষ্টব্য)।

কানেফা বলেন মুনি শুন সমাচার।
গুপিচন্দ্র নামে আছে তোমার কুমার[১] ।।
আমার গুরুকে পোঁতে ঘোড়ার পৈখর।
আজি কালি নহে হৈল ইপঞ্চ বৎসর ।।[২]
একথা[৩] শুনিঞা মুনির চক্ষে পড়ে পানি।
গুরুকে পুঁতিল বেটা[৪] আমি নাহি জানি ।।
এ ভব[৫] সংসারে যাহার নাম যলেন্দ[র]।
চৌলত করে[৬] পিতে পারে এ সপ্ত[৭] সাগর ।।
তাহাকে পুঁতিল বেটা কোন প্রাণে ধরি[৮]।
হুহুঙ্কারে পাঠাবে [বেটাক] যমের নগরী ।।
হাএ হাএ করে মুনি ভাবে মনে মনে।
হাড়িফার কোপেতে পুত্র বাঁচিবে কেমনে ।।
১৮ বচ্ছর কেবল[৯] বাছার প্রমাই।
সেহি পুত্র পোঁতে[১০] আমার হাড়িফা গোসাঁঞি ।।[১১]
গোর্খের সেবক আমি যমেক[১২] নাহি ডর।
হাড়িফার নামে আমার প্রাণ জারে জার ।।[১৩]
[১৪]হাড়িফার নাম শুনি যমরাজা ডরে।
তাহার সাথে বাদ করে মনুষ্যের শরীরে[১৫] ।।
হাএ হাএ করে মুনি চক্ষের পড়ে জল।
কান্দিতে কান্দিতে মুনি পড়িল মহিতল ।।
কানেফা বলেন মুনি কান্দ অকারণ[১৭]।
পুত্রকে বাঁচাইবার[১৮] হেতু করোহ এখন ।।

১। বি-কিঙ্কর। ২। ভ-আজি কালি করি হৈল পঞ্চএ বছর ২র। বি-কাইল আইজ নহে হৈল পঞ্চ বৎসরে। ৩। ভ-ইকথা। ৪। ভ-পুত্র আমি ত না জানি। বি-ঐ। ৫। ভ-ইভবো। ৬। চৌলত করি-চৌলে করি। চুমুকে, গণ্ডুষে। ৭। ভ-শপ্ত এ সাগর। বি-এমন্ত সাগর। ৮। আদর্শে 'ধরে'। ভ-ধরি। ৯। বি-সবে। ১০। বি-পুতিল। ১১। ভ-এ-পদ নেই। ১২। ভ-জমের ডর নাঞি। ১৩। ভ-হাড়িফার নামে আমার প্রান বিকল। বি-হাড়িফার কারনে প্রান বিয়াকুল আমার। ১৪। এ-পদের আগে ভ-পুঁথিতে একটি অতিরিক্ত পদ আছে। যথা :— রাজ্যপুরি প্রান বাছার হৈল রশাতল। ১৫। আদর্শে 'স্বরিরে'। ভ-শরিরে। বি-শরীরে। বানানের এই অবাধ স্বাধীনতা খুব সম্ভব লিপিকর প্রমাদেই ঘটেছে। ১৬। আদর্শে 'মনির'। ভ-মনি পৈল। বি-মুনি পড়ে ভুমিতল। ১৭। আদর্শে 'কি কারোন'। ভ-অকারন। বি-ঐ। ১৮। আদর্শে 'বাছাইতে'। ভ-বাচাইবার। বি-বাঁচাবার।

যতি গোর্খের বরে[১] তোমার হইল কুমার।
যেরূপে বাঁচিবে তাহার[২] শুন সমাচার॥
সুবর্ণ আনিয়া কর[৩] সোনার গুফিচন্দ্র।
সাক্ষাতে রাখিবা[৪] তাহাক করিয়া প্রবন্ধ[৫]॥
যখন পুছিবে গুরু করিতে সংহার[৬]।
সোনার গুফিচন্দ্রক[৭] কর এহি মুনির[৮] কুমার॥
কোপ করি শাপ[৯] দিবে গুরু জলেন্দর।
সোনার গুপিচন্দ্র যাবে যমের[১০] নগর॥
কোপ ক্ষেমা হইলে[১১] যখন হইবে আনন্দ।
সাক্ষাতে আনহ তুমি পুত্র[১২] গুপিচন্দ॥[১৩]
বাঁচিবে তোমার পুত্র না ভাবিও আর।
শুকুর মামুদে[১৪] কহে এই যুক্তি সার॥
[১৫]মন দিয়া শুনে যে জন যোগের কাহিণী।[১৬]
ভব সিন্ধু পার হইবার[১৭] পাইবা তরণী॥
সাধিলে অমর কাএ শুনিলে হএ[১৮] জ্ঞান।
অন্তিম কালে সেহি[১৯] জন পাএ পরিত্রান॥

১। বি-যতি গোরক্ষের বরে হইল কুমার। ভ-গোর্ক্ষের। ২। বি-ইহার করহ বিচার। ৩। বি-সোনার আনিয়া কর। ভ-শোবণ্ন দিয়া গঠ তুমি। ৪। ভ-বাখিব তার। বি-বাখিব তাহাকে। ৫। আদর্শে 'প্রবন্দ'। ভ-প্রবন্ধ। বি-ঐ। প্রবন্ধ এখানে কৌশল অর্থে। তুলনা—'যতেক প্রবন্ধ করে নিশাচরগণে।'—কৃত্তিবাস। ৬। ভ-শংঙ্গার। বি-স্বীকার। ৭। ভ-গুপিচন্দ্র এহি। ৮। আদর্শে 'রাজাব'। ভ-মুনির। বি-ঐ। ৯। ভ-কোপ করি শম্প। বি-কোপ করি শাঁপ। আদর্শে 'ক্রোধ করি স্তাপ'। ১০। ভ-জমঘর। ১১। বি-হবে। ভ-কোপ খেমা দুরে জাবে হইবে আনন্দ। ১২। আদর্শে 'সোনার'। ভ-রাজা। বি-পুত্র। ১৩। ভ-শাক্ষাতে আনিও তুমি রাজা গুপিচন্দ। বি-সাক্ষাতে রাখিয়া দিও পুত্র গোপীচন্দ্র। ১৪। ভ-আব্দুল মুকরে কহে। বি-সুকুর মামুদে কয়। আদর্শে 'গউরি পার্ব্বতি'। ১৫। এই পদের আগে অন্য দুই পুঁথিতে দুই পঙতির কবি পরিচিতি আছে। যথা:

ভ--শএক আনার নাম ফকির গুনমন্ত।
তাহার তনএ পুশ্তক রচিল জোগান্ত॥

বি--সায়ের আল্লার নাম ফকির গুণমন্ত।
তাহার তনয় পুঁথি রচিল যোগান্ত॥

ভণিতায় কবির নাম গোপন এবং কবি পরিচিতি বর্জন ইচ্ছাকৃত বলে মনে হয়। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। ১৬। ভ-মন দিয়া শুন এখন জোগের কাহিনী। ১৭। ভ-পার হৈতে পাইবে তরনি। বি-ভব সিন্ধু তরিবারে পাইব তরণী। ১৮। আদর্শে 'বৈসে'। বি-হয়। ভ-ঐ। ১৯। ভ-সেহি জোন পাবে পরিত্রান। বি সেই পাইবে পরিত্রান। মুসলমান কবির মুখে শেষোক্ত চার পদ অশোভনীয় মনে হয়। অবশ্য যুগের অন্যান্য মুসলমান সুফি কবিদের এ-ধরনের উক্তি অনেক আছে। (১৬৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

## গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস

শুনলোক সর্বজন বিধাতার[১] নিরবন্ধ।[২]
যে রূপে বাঁচিল মুনির পুত্র গুপিচন্দ।।[৩]
শুনিঞা কানেফার কথা[৪] আনন্দ হইল।
সোনার আনিতে মুনি ক্ষেতুক[৫] পঠাইল।।
মনির আজ্ঞাতে[৬] ক্ষেতু কবিল গমন।
ডাকিয়া আনিল ক্ষেতু[৭] সোনার[৮] পঞ্চজন।।
গলে বসন দিয়া মুনিক[৯] কবিল প্রণাম।
সোনার বলে বলেন মা[১০] কবি কোন কাম।।
মুনি বলে জীও বাছা বাড়িবে আবোল।
শীঘ্র[১১] বানাইবে বাছা সোনাব পুতুল[১২]।।
সহস্র মোহব মুনি[১৩] সোনা[ব] কে দিল।
মুনির আজ্ঞাএ[১৪] সোনাব পুতুল বানাইল[১৫]।
পুতুল বানাইল মুনিব পুত্রেব সমান[১৬]।
দেখিয়া হইল সবে[ব][১৭] গুপিচন্দ্র জ্ঞান।।
আনন্দ হইল দেখি মঞেনা মতা বাই।
সেহি পুতুল লয়া গেল কানেফাব ঠাঁই।।
কানেফা বলেন মনি আন বেলদার।
এবেসে[১৮] জানিলাম তোমাব পুত্রের নিস্তাব।।
এতেক শুনিঞা মুনি আনিল বেলদাব।[১৯]
বেলদাব আসিয়া তখন কহে সমাচাব।।[২০]
এতেক শুনিঞা মুনি বেলদাব আনিল।
ঘোড়াব নৈষণ তখন খুঁড়িতে লাগিল।।
খুদিয়া পাইল দেখা[২১] হাড়িফাব গোফা।
যোগধ্যান বসিয়া[২২] [তথা] আছেন হাড়িফা।।

১। আদর্শে 'খুনলোক সর্ব্বজোন বিধাব'। ভ-বিধাতাব। বি-ঐ। ২। ভ-ষুনহ শকল লোক বিধাতার নিবন্ধ। বি-নির্ব্বন্ধ। ৩। বিাদর্শে 'যেমতে বাচিবে পুত্র বাজা গুফিচন্দ্র'। ভ-যে রূপে বাচিল মুনির পুত্র গুপিচন্দ্র। বি-ঐ। ৪। ভ-বানি। ৫। ভ-খেতুকে। বি-ঐ। ৬। আ. 'মুনির আগ্যাএ'। ভ-আজ্ঞাতে। বি-আজ্ঞাতে। ৭। বি-আরো। ৮। সোনাব—সোনারু, স্বর্ণকাব। ৯। মনিক—মনিকে। কর্মকারকের এ প্রায় সর্বত্রই লুপ্ত। ভ-মুনিখ। বি-মুনি। ১০। আদর্শে 'বোলেন মুনি'। ভ-সোনার বলেন মা। বি-ঐ। ১১। ভ-শিগ্রি কবি। ১২। ভ-পুথ্যল। বি-পুত্তুল। পুথুল-পুতুল। ১৩। ভ-সহস্র মুহর আনি। বি-সহস্র মোহর মনি। ১৪। আদর্শে 'আদেসে' ভ-আগ্যাএ। বি-আজ্ঞাতে। ১৫। ভ-গঠিল। ১৬। বি-প্রমাণ। ১৭। বি-শোভা। ভ-সভার। ১৮। আদর্শে 'তবে সে'। ভ-এবেশে। বি-এবেসে। ১৯, ২০। এই দুই পদ অন্য দুই গ্রন্থে নেই। কোন লিপিকরের কারসাজি মনে হয়। ২১। বি-খুঁড়িতে পাইল তখন। ২২। ভ-বশি আছে শির্দ্ধা। বি-বসি তথা আছেন।

চক্ষু মুঞ্জি আছে হাড়ি[১] কিছুই নাহি জানে[২]।
কানেফা বলেন পুতুল রাখহ[৩] সামনে ॥
হাড়িফার সাক্ষাতে কানাই[৪] পুতুল রাখিল।
মনুষ্যের আকৃতি[৫] পুতুল দাঁড়ায়া রহিল ॥
হাড়িফার সাক্ষাতে কানাই সিংহনাদ পুরিল।
সিংহনাদ শুনিঞা হাড়ির[৬] ধ্যান ভঙ্গ হইল ॥
পবিত্র প্রকাশিল যখন[৭] হাড়িফা জলেন্ধর।
কানেফা প্রণাম করে জোড় করিয়া কর ॥
গলে বসন দিয়া মুনি[৮] বন্দিল চরণ।
একে একে প্রণাম করে সর্বজন ॥[৯]
প্রণাম করিল সবে সিদ্ধা জত্র[১০] বলি।
প্রণাম না করে কেবল [১১]সোনার পুতলী ॥
দেখিয়া জ্বলিল হাড়ি অগ্নি অবতার।
কানেফার তরে পুছে[১২] কি নাম ইহার ॥
কহিল কানেফা তখন করিয়া মায়াবন্ধ[১৩]।
সাক্ষাতে আছেন খাড়া[১৪] সোনার গুপিচন্দ ॥
শুনিঞা হাড়িফা সিদ্ধা হুহুঙ্কার ছাড়িল।
সোনার[১৫] পুতুলি তখন ভস্মএ[১৬] হইল ॥
ভস্মএ হইল[১৭] যখন সোনার পুতুলি।
তখনি আনিয়া দিল সিদ্ধি খাওয়ার ঝুলি ॥
সোওয়া মণ সিদ্ধি হাড়ি [১৮]হস্তে করি লইল।
সোওয়া মণ ধুতুরার বীচি[১৯] তাহাতে মিশাইল ॥

১। ভ-নাথ। ২। বি-জানি। ৩। বি-আনহ ছামনি। ভ-বাখিহ শামেনে। ৪। ভ-হাড়িফার নিকটে মুনি। বি-হাড়িফার ছামনে পুতুল আনিয়া। ৫। আদর্শে 'মুনির্শ্বের আকিত্তি, হইয়া ছামনে রহিল'। ভ-পুথ্যল ডাড়াইয়া রহিল। বি-পুতুল দাঁড়াইয়া রহিল। ৬। ভ-নাথের। বি-মুনির। ৭। আদর্শে 'প্রিৎ'। বি-চেতন পাইল যখন। ভ-পবিত্র প্রশারিল জখন। পবিত্র-"কুশনির্ম্মিত আসন। গরুড় পরম পবিত্র অমৃত কুশাসনে রাখিয়া ছিলেন, এই নিমিত্ত কুশের নাম পবিত্র হইয়াছে।"-ভট্টশালী। গুহার মধ্যে কুশাসন থাকার কোন ইঙ্গিত পুঁথিতে নেই এবং তা এখানে থাকা অপ্রাসঙ্গিক। ভট্টশালী 'প্রকাশিল' শব্দের ভুল পাঠ 'প্রশারিল' কে কেন্দ্র করে একটি অবান্তর প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। বর্ত্তমান পুঁথির 'প্রবিৎ' অর্থাৎ 'পবিত্র প্রকাশিল যখন' ইত্যাদি পাঠের অর্থ হচ্ছে হাড়িফা যখন পবিত্ররূপে প্রকাশিত হলো। এ-পাঠ সঙ্গত এবং অর্থবোধক। ৮। ভ-মুনি। বি-ঐ। আদর্শে 'নাথের'। ৯। ভ-একে ২ শর্ব্ব লোক প্রনাম করিল। ১০। বি-সিদ্ধা যত জন। ১১। বি-পুতুল রতন। ১২। বি-বলে। ১৩। ভ-প্রবন্ধ। বি-মায়াবন্ধ। ১৪। বি-রাজা। ১৫। বি-সুবর্ণ। ১৬। ভ-ভর্শ্ম হৈয়া গেল। বি-ঐ। ১৭। বি-ভস্ম হইয়া গেল। ভ-এ-পদ নেই। ১৮। বি-সোওা কুচলা সিদ্ধা। ১৯। ভ-শোওা মোন কুচিলা শির্দ্ধা। বি-ধুতুরার ফল।

সোওয়া মণ কুচিলার[১] বীচি তাহাতে মিশায়া।
বণ্টন করিল সবে একাত্তর করিয়া ॥[২]
মুখে তুলিয়া দিল শিবের নাম লয়া।[৩]
অতি মত্ত হইল সিদ্ধা সিদ্ধি জল খায়া ॥[৪]
সিদ্ধি জল খায়া সিদ্ধা মহা খোস্ব[৫] হইল।
যোগান্ত ভেদান্ত কথা কহিতে লাগিল ॥
যখন হইল হাড়িফা[র] গোস্সা নিবারণ।
কহিতে লাগিল মুনি[৬] ধরিয়া চরণ ॥
মুনি বলে গোসাঞি[৭] তুমি ক্ষেম অপরাধ।
প্রণতি করি[৮] মুঞিরে জোড় করিয়া হাত ॥
হাড়িফা বলেন মুনি বাড়িবে[৯] আব্বল।
কোন চিন্তা নাহি তোমার[১০] সবই কুশল ॥
এত শুনি কহে মুনি হইয়া আনন্দ।
তোমাব সেবক হইবে[১১] পুত্র গুপিচন্দ ॥
গলায় বসন দিয়া কহে কবিয়া প্রণাম।
আমার পুত্র গুপিচন্দ্র[১২] তোমার গোলাম ॥
গুপিচন্দ্র হইবেক [গোসাঞি][১৩] তোমার নফর।
সেবক করিয়া তুমি[১৪] করোহ অমর ॥
শুনিঞা হাড়িফা মুনিক[১৫] কিছুই না বলিল।
কানেফার তরে তখন[১৬] সিদ্ধা শাপ দিল ॥
সেবক হইয়া বেটা ভাণ্ডিলে আমারে।
তোমাব কন্ধ পড়িবে ডাউকার[১৭] গড়ে ॥

---

১। ভ-ধুতুরার ফল। বি-কুচলা সিদ্ধা একত্র করিয়া। ২। এ-পদ অন্য দুই গ্রন্থে নেই। আঃ 'একাশ্তর'। ৩। ভ-মুখে তুলিয়া দিল শিব নাম জপিয়া। বি-মুখে তুলি দিল নাথ শিবনাম লিয়া। আ-'মুক্কেৎ'। ৪। অন্য দুই গ্রন্থে নেই। ৫। ভ-মোহামশ্ত। বি-ব্যস্ত। ৬। বি-হাড়ির। ৭। বি-গোঁসাই ক্ষম অপরাধী। ৮। ভ-করো মুঞি। আ. 'প্রণিত'। বি-দুটি কর জুড়ি মুই কবেছি মিনুতি। ৯। ভ-বাড়ুক আরিব্যল। ১০। ভ-মুনি সর্ব্বত্রে কুশল। বি-তোমার সর্ব্বয়ে কুশল। ১১। ভ-হএ। বি-হবে। ১২। ভ-পুত্র গুপিচন্দ্র গোশাঞি। বি-পুত্র গোপীচন্দ্র আমার। ১৩। অন্য দুই পুথিতে আছে। ১৪। আদর্শে 'তাহাক'। ভ-তুমি। বি-ঐ। ১৫। আদর্শে 'হাড়িকার মোনে'। ভ-হাড়িফা মুনিক। বি-ঐ। ১৬। বি-হাড়িফা সাঁপ দিল। ১৭। ভ-ডাহকার। বি-এ-পদ এবং উপরের পদ নেই। এরকম একটা কারণে কানুপার প্রাণ হারাবার কথা অন্যান্য নাথ-গ্রন্থেও আছে। ভবানীদাসের গ্রন্থে 'ডাভার' সহরের কথা আছে। মীন চেতনে 'অববির ঘরে'। আর গোরক্ষ বিজয়ে আছে 'বহড়ি'। কানুপা সম্বন্ধে কোন স্বতন্ত্র কাহিনী আজও পাওয়া যায়নি। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। ডাহকা, ডাউকা বলে কোন স্থানের পরিচয় পাওয়া যায়না। খুব সম্ভব রাঢ় দেশের কথা বলা হয়েছে।

এতো শুনি কহে মুনি করি[১] জোড় কর।
অন্তরের শাপ রক্ষা কর[২] [গুরু] জলেন্দ্র॥
গুরু ইন্দ্র[৩] গুরু চন্দ্র গুরু সর্বময়[৪]।
গুরু বিনে সেবকের[৫] নাহিক উপায়[৬]॥
তুমি গুরু পরম ব্রহ্ম[৭] ত্রিভুবনের সার।
তোমার চরণ বিনে গতি নাহি আর॥[৮]
সর্ব কলা নানা ছল জ্ঞান নানা মতি।[৯]
গুরু হইয়া সেবকের করিল[া] দুর্গতি॥
প্রলয় কালেতে তুমি করিবেক নিস্তার[১০]।
এবে শাপ দিয়া কেনে[১১] কর ছারখার॥
গুরু বিনে সেবকের আর কেহ নাই।
নিস্তার করহ শাপ[১২] পরম গোসাঞি॥
[গুরু হইয়া সেবকের করহ উদ্ধার।][১৩]
প্রলয়[১৪] কালেতে তাহার করিবে[১৫] বিচার
মুনির বচনে হাড়ি[র] খোশ[১৬] হইল মন।
কহিতে লাগিল সিদ্ধা শাপ বিমোচন[১৭]॥
হাড়িফা বলেন শুন ময়েনামতী রাই।
উদ্ধার করিবে পুনঃ[১৮] বানিজে ভাদাই॥
এতেক শুনিঞা সবে আনন্দ হইল।
জয় ধ্বনি শঙ্খ ধ্বনি সিংহনাদ পুরিল॥
কানেফা বন্দিল পুনঃ গুরুর চরণ।
[ডাহুকার গড়ে যাএ করিবারে রণ॥][১৯]
ডাউকার গড়ে গেল সিদ্ধা কানাই।
হাড়িফার নিকটে রৈল[২০] ময়েনামতী রাই।

১। আদর্শে 'জোড় দুই কর'। ভ-গৃহীত পাঠ। বি-এ-পদ নেই। ২। ভ-শাপান্তরে কর্য়ো রৈক্ষা। বি-শিশুর তরে রক্ষা কর। ৩। আদর্শে 'উদ্র'। ভ-ইন্দ্র। বি-ঐ। ৪। বি-সর্ব্বসার। ৫। ভ-শেবক জনের। ৬। বি-নিস্তার। ৭। আদর্শে 'ব্রহ্মা'। ভ-ব্রর্ম্ম। বি-ব্রম্ম। ৮। বি-এ-পদ নেই। ৯। আদর্শে 'সর্ব্বকালাম বানি ছল যানো মতি'। ভ-সর্ম্প কৈলা নাম্বা ছৈলা জান নাম্বা মতি। বি-সর্ব্ব মায়া নানা ছল জান গতাগতি। কোন পাঠেরই পরিষ্কার অর্থ হয়না। সব পাঠেই ভুল আছে। তিন পাঠ মিলিয়ে বর্তমান পাঠ গৃহীত হয়েছে। ১০। আদর্শে 'উর্দ্ধার'। ভ-করিবে নিস্তার। বি-করিবেন নিস্তার। ১১। বি-এখন সাঁপ দিয়া মুনি। ১২। বি-নাথ। ভ-এ-পঙ্ক্তি নেই। ১৩। এই পঙ্ক্তি শুধু বি-পুঁথিতে আছে। ১৪। আদর্শে 'প্রান মোর'। বি-প্রলয়। ভ-এ-পদ নেই। ১৫। আদর্শে 'কী হবে'। বি-করিবে। ভ-এ-পঙ্ক্তি নেই। ১৬। ভ-তুস্ট। বি-গোস্বা। ১৭। আদর্শে 'বিরোচন'। ভ-কহিতে লাগিল মুনিক সম্প বিমোচন। বি-কহিতে লাগিল সিদ্ধা সাঁপ বিমোচন। ১৮। ভ পুত্রক। বি-পুনঃ। ১৯। অন্য দুই গ্রন্থে আছে। ২০। বি-গেল।

মুনি বলেন শুন [গুরু][১] হাড়িফা গোসাঞি।
১৮ বছর আমার বালকের[২] প্রমাঞি॥

১৯ বচ্ছরের কালে নাহিক উপাএ[৩]॥
সেবক করিয়া তুমি রাখ[৪] রাঙ্গা পাএ॥

সংসারের মধ্যে গুরু তুমি গুণধাম[৫]।
সেবক করিয়া রাখ দিয়া নিজনাম॥[৬]

হাড়িফা বলেন শুন মএনামতী রাই॥
নিজ নামের কথা তুমি[৭] শুন আমার ঠাঁই॥

স্ত্রী লইয়া [যেবা][৮] করে সংসারে বসতি।
অমর হইতে পারে কি তার শকতি॥
রাজ্যকরে গুপিচন্দ্র লইয়া চারি নারী।
কিমত প্রকারে[৯] তাহাক জ্ঞান দিতে পারি॥
নারী পুরী ছাড়ি যদি[১০] হএ দেশান্তর।
সেবক করিয়া তখন করিব অমর[১১]॥
গলে ক্ষেতা[১২] পরাইব দ্বাদশ[১৩] দিব হাতে।
মস্তক মুড়াইয়া দাঁড়াইবে[১৪] রাজপথে॥
মুখেতে ভুস্মু[১৫] মাখি যুগি হইয়া যাএ।
তখনি করিব সেবক[১৬] কহিলাও নিশ্চএ॥
এতেক শুনিঞা মুনি বন্দিল চরণ।
তখনি চলিল মুনি ছাড়াতে রাজন॥

বসিয়াছে গুপিচন্দ্র পাটের উপর।
বামেতে বসিয়া আছে পাত্র মনোহর॥
তাম্বুল যোগাএ রাজার[১৭] ক্ষেতুয়া নফর।
সখা আছেন রাজার[১৮] বালা লক্ষীন্দর॥[১৯]

১। ভ-গুরু। বি-তুমি। ২। আদর্শে 'পুত্রের'। ভ-বাল্যোকের। বি-বালকের। ৩। আদর্শে 'রূপা এ'। ৪। আদর্শে 'আখ'। ৫। বি-ব্রহ্মজ্ঞান। ৬। ভ-সেবক করিয়া রাখ দিয়া। বি-সেবক করিয়া দিয়া রাখ। ৭। বি-কথামুনি। ভ-কথাতুমি। আদর্শে 'সমাচার'। ৮। জেবা। বি-যে জন। ৯। বি-কেমন করিয়া। ১০। ভ-জখন হইবে দেশান্তর। বি-ঐ। আদর্শে 'দেশান্তরি'। ১১। আদর্শে 'অমরি'। ভ-অমর। বি-ঐ। ১২। কাঁথা। ১৩। আদর্শে 'দাস'। বি-চিমটা লবে। ভ-দ্যাদস। দ্বাদশ—জপ মালার দ্বাদশ গুটিকা। ১৪। ভ-মুস্তক মুড়াবে তখন জাবে। বি-মাথা মুড়াইয়া যখন দাঁড়াবে। আদর্শে 'মড়াইয়া'। ১৫। ভস্ম। ভ-ভুসন। বি-ঐ। ১৬। ভ-সেবক। বি-ঐ। আদর্শে 'যুগি'। ১৭। ভ-এ পদ নেই। ১৮। আদর্শে 'জেন'। বি-রাজার। ১৯। বি-খেলার সখি গেছে রাজার বালা লখিন্দর। ভ-এ-পদ নেই। লক্ষিন্দর চাঁদ সওদাগরের পুত্র লখাই কি? (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

সেনাপতি আছে কত[১] লেখা জোখা নাই।
সেই স্থানে[২] দাঁড়াইল ময়েনামতী রাই ॥
মুনিকে দেখিয়া তবে সবে[৩] খাড়া হইল।
শতে শতে প্রজাগণ মস্তক নোওয়াল ॥[৪]
পাত্র মিত্র খাড়া হইয়া বন্দিল চরণ।
বসিতে আনিয়া দিল রাজ সিংহাসন ॥
খেতুয়া[৫] আনিয়া দিল ভিঙ্গারের[৬] পানি।
চরণ পাখালিয়া তথা বসিল মাও মুনি ॥[৭]
লক্ষের[৮] পতুকা[৯] বান্ধা গলেতে জড়িল[১০]।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি চরণ বন্দিল ॥[১১]
বাহু পসারিয়া[১২] মুনি পুত্র নিল কোলে।
লক্ষে লক্ষে চুম্ব দিল বদন কমলে ॥
মাএ পুত্রে[১৩] সিংহাসনে[১৪] বসিল এক ঠাঁই।
পুত্রক বুঝায় মাও[১৫] ময়েনামতী বাই ॥

মুনি বলে শুন তুমি[১৬] পুত্র গুপিচন্দ।
রাজ্যপাট যত দেখ সব মিথ্যা ধন্দ[১৭] ॥
রাজ্যধর গুপিচন্দ্র লয়া চারিনারী।
মনুষ্য উপরে আছে[১৮] যমের অধিকারী।

১। আদর্শে 'তার'। ভ-জতো। বি-কত তাহার লেখা নাই। ২। আদর্শে 'কালে'। ভ-স্থানে। বি-খানে। ৩। আদর্শে 'সকোলী হইল খাড়া'। ভ-সবে খাড়া হইল। বি-ঐ। ৪। আদর্শে 'প্রনাম করিল সবে হস্ত করি জোড়া'। ভ-গৃহীত পাঠ। বি- মস্তক নোয়াইল। ৫। ভ-খেতুক্তে। ৬। ভ-ভিঙ্গার ভরি। ভিঙ্গার-ভৃঙ্গার, গাডু। ৭। আদর্শে 'পাএ জল দিয়া বৈস্বে আপনে মোহামনি'। ভ-চরন পাখালিয়া তথা বসিল মাও মুনি। বি-পদ প্রক্ষালিয়া তখন বসিল মামনি। ৮। লক্ষ টাকা মুল্যের। ভ-নৈক্ষের। ভট্টশালী 'নৈক্ষ' কে রেশম বলে অনুমান করেছেন। প্রকৃত পক্ষে তা লক্ষ টাকা মুল্যের। ৯। উত্তরীয়। ভ-পত্তকা। ১০। আদর্শে 'ঘুড়িয়া'। ভ-গলাএ জড়িল। বি-জড়িল। ১১। আদর্শে 'অষ্টাঙ্গে প্রনতি করে চরোনে পড়িয়া'। ভ-অস্টাঙ্গে প্রণাম করি চরন বন্দিল। বি-অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি চরণ বন্দিল। ১২। প্রসারিয়া। ১৩। আদর্শে 'পাত্রমিত্র'। ভ- মাএ পুত্রে। বি-ঐ। আদর্শের পাঠ ত্রুটিপূর্ণ। 'মাএ পুত্রে' সঠিক পাঠ। ১৪। বি-হাসিয়া। ১৫। আদর্শে 'তবে'। ভ-মাও। বি-মা। ১৬। আদর্শে 'বাছা'। ভ-তুমি। বি-ঐ। ১৭। ভ-ধন্দ। বি-দ্বন্দ্ব। 'আ-ধন্দ্র'। ১৮। ভ-মনস্ব পরে আছে। বি-মনুষ্য উপরে আছে। আদর্শে 'মুনিস্বের'।

মরণ কর আগ[১] বাছা জিওন[২] কর পাছ।
আম্পিয়া শিকড়[৩] বাছা দিড় কর গাছ।।

উজানি বহিয়া বাছা নাহি[৪] দেহ ভঙ্গ।
যুগে যুগে থাকিবে পিণ্ড না ছাড়িবে সঙ্গ।।[৫]

[৬]এহিত সংসারের [মধ্যে] মনাই ডাঙ্গাইত বড়।
বিপত্তি পাথারে মনাই দাগা[৭] দিবে দড়।।

মন রাজা মন প্রজা মন সংসারে ধন্দ।[৮]
মন বান্ধতন চিন্ত শুন গুপিচন্দ।।[৯]

১। ভ-অগ্র। ২। বি-জীবন। ভ-জিয়ন। ৩। আদর্শে 'আউ ফিরিয়া সিফা'। এ পাঠ অর্থহীন। ভ-আম্পিয়া সিকড়। বি-নারী পুরী ত্যাগ বাছা দৃঢ় কর গাছ। এ-পাঠ বরাবরের মতই অতি আধুনিক এবং মন গড়া। ভট্টশালীর 'মতে রুপিয়া> উপিয়া> আপিয়া> আম্পিয়া'। তাতে পদের অর্থ সঙ্গতি থাকে। আমি এ পাঠই গ্রহণ করেছি। ওস্তাদী গানের 'আলাপের' মত এ কয় পংক্তিতে যোগ শাস্ত্রের সূচনা আরম্ভ হয়েছে। ময়নামতী পুত্রকে উপদেশ দিচ্ছেন যে 'জীবনের' চেয়ে মরণের চিন্তা করতে হবে আগে। দেহ-বৃক্ষকে শক্ত এবং মজবুত করতে হলে তার শিকড়কে ('মাটির নীচে') রুইতে হবে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় লব্ধ কামনা-বাসনাকে অন্তর্হিত করতে পারলেই সাধনার পথে কায়া অর্থাৎ দেহ-বৃক্ষ সুদৃঢ় হবে।

৪। আদর্শে 'নারে দিল মন্ত্র'। ভ-নাহি দেহ ভঙ্গ। বি-উজান বহে যায় নাহি দেয় ভঙ্গ। ৫। আদর্শে 'যুগে ২ মানিক মর্দ্দে দেহা আছে রন্ধ্র'। ভ-যুগে ২ থাকিবে পিণ্ডা নঠা না হবে কন্দ। বি-যুগে ২ মানিক দেহ না ছাড়িবে সঙ্গ। তিন পাঠই ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়। তিন পাঠ মিলিয়ে বর্তমান পাঠ খাড়া করেছি। এই দুই ছত্র গভীর তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ। দেহের শুক্র (বীর্য) হচ্ছে শক্তি বা জীবন। এই শক্তিকে যদি ক্ষয় না করে সঞ্চিত করে রাখা যায় তবে দেহের সঙ্গে প্রাণের ('পিণ্ডা') বিচ্ছেদ ঘটবেনা অর্থাৎ মানুষের মরণ হবেনা। তন্ত্র শাস্ত্রমতে মূলাধার বা নির্মানচক্র অর্থাৎ প্রবৃত্তির রাজ্যে সার্ধ ত্রিবলিত কণ্ডলীর মধ্যে সুষুপ্তা কুলকুণ্ডলিনী রূপিনী শক্তিকে (শুক্র) জাগ্রত করে ইড়া-পিঙ্গলা (ললনা-রসনা) নাড়ী দ্বয়ের সাহায্যে সুষুম্নার (অবধূতিকার) সঙ্গে মিলিত করে তাকে ঊর্ধগামী করে দেহের বিভিন্ন চক্রকে ভেদ করে উষ্ণীষ কমলে নিতে পারলেই সাধক সিদ্ধি লাভ করে অমর হবে। 'উজানি বহিয়া' অর্থে শুক্রকে উর্ধগামী করার কথা বলা হয়েছে। তুং--'সাপের বিষ যেমন তেমন প্রেমের বিষ উজান বায়। নদীর জলে ধুইতে গেলে সে বিষ সইযে সহা দায়।।'--বৈষ্ণব গীতি।

৬। এ-পদের আগে অন্য দুই পুঁথিতে দুটি অতিরিক্ত পদ আছে। যথা:—

| | |
|---|---|
| ভ-বিষম সিকড়ে মনাক বান্ধিয়া রাখিবে। | বি—বিষম শিকল বন্দে মনকে না দেয় ঠাই। |
| মনাক বান্ধিলে বাছা তনাইর নাগ্য পাবে।। | মনেক বান্ধিলে বাছা তনের লাগাল পাইবে।। |

৭। আদর্শে 'ডাকাতি'। ভ--দাগা। বি-ঐ। মনাই—মন, সংবৃত বোধিচিত্ত। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কামনা বাসনা দ্বারা প্রভাবান্বিত বলে সে সাধককে বিপথে টেনে নিয়ে তার সর্বস্ব হরণ করে তাকে দাগা দেয়। তাই সে ডাকাত (ডাঙ্গাইত)। মনকে শক্ত করে বেঁধে রাখতে পারলে 'তনাই' কে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ সিদ্ধি লাভ ঘটবে। 'তনাই' এখানে মোক্ষ বা ধর্মকায়। ৮, ৯। মন অর্থাৎ সংবৃত বোধিচিত্ত দেহকে সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত করে বলে সে দেহের রাজা এবং প্রজা উভয়ই। এবং সবধন্দের মূলে সে। তাকে যদি আয়ত্বে আনা যায় তবে দেহকে (তন) চেনা যায়।

মন ভাব মন চিন্ত মন করিয়া ভাব।[১]
মন তন দৃঢ় কবো আখেরে তরিবাব॥[২]
শুকুব মামুদে কহে এই যুক্তি সাব॥[৩]
বাজা গুপিচন্দ্র কিছু শুন সমাচাব॥[৪]]
স্ত্রী ছাডিযা বাজা হইবা দেশান্তবী।[৫]
তবে সে না হইবে যমেব অধিকাবী॥[৬]
ছাড বাছা বাজ্যপাট আব উত্তম[৭] ভোগ।
ছাডি দেহ[৮] কামিনীব কোল সাধিযা লেহ যোগ॥
যোগপথ বড পথ যদি জ্ঞান পাএ।[৮ক]
যমেব মুখে ছাই দিযা চাব[৯] যোগ বেডাএ॥

বাজা বলে শুন মাও মঞেনামতী বাই।
নিশ্চএ জানিনু তোব[১০] পুত্রক দযা নাই॥
অন্যেব মাএ বলে বাছা দুগ্ধে[১১] ভাতে খাও।
তুমি মাও বল সদাই[১২] যুগী হযা যাও॥
যুগী হযা যাব মাও কিধন[১৩] পাব নিধি।
ইসুখ সম্পদ আমাব[১৪] বাম হইল বিধি॥
মাও হযা বলে[১৫] পুত্রক হও দেশান্তবী।
পিতা আমাকে দিল বিভা এ চাবি সুন্দবী॥

৩। আদর্শে শুকর মামদেব স্বলে 'গৌবি পার্ব্বতি'।
১-৬। এই ছয় পদ অন্য দুই পুঁথিতে নেই। পবিবর্তে নিম্নলিখিত পদগুলি শুধু ভ-পুঁথিতে আছে। যথা:
ভ-এহি মোনাক দেখ বাছা বড মায়াজাল।
শগেগত তুলিয়া বাছা নাস্তাএ পাতাল॥
মোনচন্দ্র মোনভূত মোন শাধুগতি।
শ্রীর কারোনে মোনার আনন্দিত মতি॥
এহি মোনার তবে জেবা আপোন কবি কএ।
কেমোন মনশ্য শোহি মনশ্য কভু নয়॥
জে জন গুরুব শেবক ভোব মাঝে হবে।
কুন মত প্রকারে মোনাক বান্ধিয়া রাখিবে॥]
মোনাক বান্ধিতে বাছা নাহি লাগে রশি।
গুরু ভজ ধ্যান কবো হইয়া শন্যাশী॥
রাজ্যপাট ছাড় বাছা মুখে মাখ ছাই।
মাএ পুত্রে যুগি হইয়া চাইন যগ্যে বেড়াই॥
৭। ভ-জতো। ৮। ভ-ছাড়িযা। বি-ছাডে দেও কামিনীর মায়া সাধে লেও যোগ। ৮ক। আদর্শে 'যোগময় বড় পত্র জদি গ্যাণ পাএ'। ভ-জোগ পথ বড় পোথ জাতে জ্ঞান পাএ। বি-যোগ পদ বড় পদ যদি জ্ঞান পায়। ৯। যোগ-পথ অবলম্বন করে যদি সিদ্ধি লাভ করতে পারে (জ্ঞান পায়) তবে সাধক অমর হতে পারে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি-এ চার যুগে সাধক মৃত্যুকে জয় করে অমর হতে পারে। ১০। ভ-তোর দয়া কিছু নাঞি। বি-তোমার পুত্রের দয়া নাই। ১১। আদর্শে 'দুগ্ধে'। ভ-দুধে। বি-দধে অন্ন। ১২। ভ-বাছা। ১৩। ভ-পাব কিবা নিধি। ১৪। বি-এসুখ সম্পদ কালে বা বাম হৈল বিধি। ১৫। ভ-মাও হৈয়া পুত্রকে বল হৈতে দেশান্তরি। বি-মা হয়ে সদাই বল হইতে দেশান্তরী।

## গন্‌পিচন্দ্রের সন্ন্যাস

### ত্রিপদী।

প্রথমে বিভা দিল (পিতা) মহিচন্দ্রের[১] দুহিতা
নাম তার চন্দনা[২] যুবতী।
যৌতুকে দিল যত তাহাবা কহিব কত
চড়িতে দিল মখজ নামে হাতি।।[৩]
বিভা দিল[৪] তাহার পরে নিহাল চন্দ্রের ঘরে[৫]
নাম তার ফন্দনা সুন্দরী।[৬]
নিহাল চন্দ্রের ঝি[৭] রূপেগুণে কব কি
যেন দেখি স্বর্গের বিদ্যাধরি।।[৮]
যৌতুক দিল রত্নধন[৯] দিল দাসী পঞ্চ জন
পরিতে দিলেন খাশা জোড়া[১০]।
নৌকাদিল জলকর[১১] তাহার পর সোনার[১২] ঘর
আর দিল মনুজ[১৩] নামে ঘোড়া।।
তারপরে বিভা করি হরিচন্দ্রের[১৪] কুমারী
নাম তার অদুনা[১৫] রূপসী।
বচন কুকিলার ধ্বনি বংশীর সুনাদ শুনি[১৬]
সর্বক্ষণ মধুর মধুর[১৭] হাসি।।

ভ-ত্রিপদি। বি-ত্রিপদী।

১। বি-মহেশচন্দ্রের দুহিতা। ২। বি-চন্দ্রসেনা। ৩। ভ-চড়নে দিল মনুহর হাতি। বি-চড়িতে দিলেন মদন নামে হাতী। ৪। আদর্শে 'করিনু'। ভ-দিল। ঐ। ৫। আদর্শে 'নিহাল চন্দ্র রাজার ঘরে'। ভ-নেহাল চন্দ্রেব ঘরে। বি-ঐ। ৬। বি-তাহার নাম ফন্দনা যুবতী। ৭। ভ-শেহি নেহাল চন্দ্রের ঝি। বি-নিহাল চন্দ্রের ঝি, আদর্শে 'নিহাল চন্দ্র রাজার ঝি'। ৮। ভ-জেন দেখি শর্গের ওপশুরি। বি-যেন দেখি স্বর্গের বিদ্যাধরি। আদর্শে 'বিধ্যাধরি'। ৯। ভ-যৌতুক দিল রত্নধন। বি-যৌতুক দিলেন ধন। আদর্শে 'দান দিল রত্নধন'। ১০। আদর্শে 'খাশিঘোড়া'। ভ-খাশা জোড়া। বি-চড়িবার দিল খাসা ঘোড়া। ১১। ভ-চরচর। ১২। আদর্শে 'সোনার পঞ্চঘর'। ভ-তার উপর শোনার ঘর। বি-আর পার্শ্বে স্বর্ণঘর। ১৩। আদর্শে 'মনুজ'। ভ-মনুজ। বি-মদন। ১৪। বি-হরিশচন্দ্রের। ১৫। আদর্শে 'রদুনা'। ভ-ওদুনা। বি-অদুনা। ১৬। বি-বাঁশীর হেন রব শুনি। ১৭। ভ-মধুর২। বি-মধু মধু। আদর্শে 'মধর'।

তাহার ছোট ছিল কন্যা　　　　নাম তার পদুনা[১] ধন্যা

মালা হাতে সদাএ তাম্বুল[২] মাপে।

যতছিল অভ(র)ণ　　　　সর্বঅঙ্গে[৩] পরিধান

আইল কন্যা বিভার মণ্ডপে[৪] ।।

কন্যার রূপ দেখি[৫]　　　　আমার রূপ নিরখি[৬]

মহারাজা(র) মনেতে[৭] কৌতুক।

কন্যার হস্ত ধরি[৮]　　　　দেব ধর্ম[৯] সাক্ষী করি

বিভা রাত্রে দিল যৌতুক।।[১০]

এহি তিন বিভা করি　　　　পাইলাম চারি নারী[১১]

দেব কন্যা জিনি রূপগুণে[১২]।

নৃকুলের রাজপদ[১৩]　　　　এহিসুখ সম্পদ

এহা ছাড়ি যাব কোন স্থানে[১৪] ।।

অদুনার বাসর ঘরে[১৫]　　　　যদি যাও যম ঘরে[১৬]

তবে তো না হব দেশান্তরী।[১৭]

শুকুর মামুদে[১৮] কয়　　　　মরণেক[১৯] থাকে ভয়

তবে রাজা ছাড় নারীপুরী।।

১। আদর্শে 'নাম তাব পদুনা'। বি-নাম তাব পদুনা ধন্য। ২। আদর্শে 'চন্দ জলে'। ভ-তাম্বল মাপে। বি-খঞ্জন চলন যেন ধীরে। ভ-পুঁথিব তাম্বুল মাপে শব্দের অর্থ তাম্বুল যোগায়। অর্থাৎ পান পরিবেশন করে। আমি এই পাঠ অধিক সঙ্গত মনে কবে গ্রহণ করেছি। মালা--করঙ্ক, পানের ডিবা। ৩। আ-'রঙ্গে'। র-আগমে। ৪। আদর্শে 'উপযুগে'। বি-বাসবে। ভ-মণ্ডপে। ভ-পাঠ উত্তম। ৫। বি-দেখেন কন্যার রূপ। ৬। বি-আয়গন অপরূপ। বি-পুঁথির পাঠ অর্থহীন। ভ-আমার রূপ রঙ্গ দেখি। বর্তমান পাঠ উত্তম। ৭। ভ-মোনেতে। বি-মনেব। ৮। বি-কন্যাব হাতেতে ধরি। ৯। বি-দেব ব্রহ্মা। ভ-দেবধর্ম্ম। ১০। অদুনার বিবাহের সময় ছোট বোন পদুনাকে যৌতুক হিসাবে গুপিচন্দ্রের হাতে সমর্পণ দেখে ধারণা হয় যে কবির সময়ে অথবা তাঁর সময়ের আগে থেকে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। বাঙলা দেশের বাইরে প্রাচীন কালে এ রকম যৌতুক প্রথার কথা কোন কোন ক্ষেত্রে শুনা যায়। অবশ্য বান্দী দাসী যৌতুক হিসাবে দান করার প্রথা কিছু কাল আগেও এদেশে প্রচলিত ছিল। ১১। বি-পানু চারি সুন্দরী। ১২। আদর্শে 'রূপগুণ'। বি-রূপেগুণে। ভ-রূপ জালে। ১৩। ভ-রাজপাট। বি-রাজপথ। রাজপথ হতে পারেনা। রাজ্যপাট বা রাজপদ হতে পারে। ১৪। ভ-হালে। ১৫। আদর্শে 'অঘনার' বাসরে'। বি-অদুনার বাসর ঘরে। ভ-নঙীয়া অদুনার তরে। ২৬। আদর্শে 'জদি জাও মুঞি জমের ঘরে'। ভ-জদি জাই জম ঘরে। বি-যদি যাই যমের পুরে। ১৭। আদর্শে 'না জাবো'। ভ-তভুত না হব দেশান্তরি। বি-তবে তো না হবে দেশান্তরি। ১৮। ভ-আবদুল মুকুরে কয়। বি-মুকুব মামুদ কয়। আদর্শে 'গৌরি পার্ব্বতি'। ১৯। ভ-মরনের। বি-মরণ কোথা থাকে ভয়।

## গর্পিচন্দ্রের সন্ন্যাস

### পয়ার।

মুনি বলে বাছা তুমি না বুঝিলা ভাল।
মাও হয়া পুত্রেক বুঝাইব কত কাল।।
এহি রাজ্যে ছিল বাছা বত[১] নরপতি।
এসুখ[২] সম্পদ তারা থুইয়া গেল কতি[৩]।।
অযোধ্যাতে[৪] ছিল বাছা রাম[৫] রঘুপতি।
স্ত্রীর কারণে তাহার কতেক[৬] দুর্গতি।।
লঙ্কাতে ছিল বাছা রাজা লঙ্কেশ্বর[৭]।
সীতাকে[৮] হরিয়া সেহ গেল যমঘর[৯]।।
গোকুল[১০] মথুরাএ জন্মিল নারায়ণ।
রাধিকার[১১] কারণে তাহার কত বিড়ম্বন।।
এহিরাজ্যে ছিল বাছা রোজা ধনেন্তরি।
স্ত্রীর ঠাঞি মর্ম কহি[১২] সেহগেল মরি।।
সর্বদোষ স্ত্রীর বাছা এক খানি গুণ।[১৩]
স্ত্রীর পেটেতে যদি জন্মে মহাজন।।[১৪]

এক নারী তোমার মাও মঞেনা মতী রাই।
আর যত নারীর কথা শুন[১৫] আমার ঠাঞি।।
এক নারী গঙ্গাদেবী যাতে করি[১৬] স্নান[১৭]।
আর নারী মা লক্ষী খাইলে পরিত্রাণ।।[১৮]
আর নারী মা সরস্বতী ভজিলে বিদ্যা পাই[১৯]।
[২০]আর নারী নিদ্রাইল সংসারে নিদ্রা যাই।।
আর নারী ফাতেমা সয়ালের যাই মাও।

১। ভ-অন্য। ২। ভ-এষুক। বি-এসুখ। ৩। আ-'কুতি'। ভ-কতি। বি-ঐ। ৪। ভ-অজদ্ধাতে। বি-অযোধ্যায়। আদর্শে 'বজুর্দ্দাতে'। ৫। আদর্শে 'রাজা'। ভ-রাম। বি-ঐ। ৬। ভ-ক্তেক। ৭। ভ-শবেদ শুনিঞাছ বাছা রাজা লঙ্কেশ্বর। বি-শুনেছিলাম লঙ্কাতে ছিল লঙ্কেশ্বর। ৮। ভ-শিতাখে। ৯। বি-যমনগর। ১০। আদর্শে 'গোফকুলে' বি- গোকুল মথুরায় জন্মেছিল নারায়ণ। ১১। আদর্শে 'আদিকার'। ১২। আদর্শে 'গ্রিরিস্থানে কথা কহি'। ভ-শ্রীর ঠায়ি মর্ম্ম কহি শেহ গেল মরি। বি-স্ত্রীর ঠাই মর্ম্ম কহি সেহ গেল মরি। ১৩। ভ-সর্ব্বদোষ স্ত্রীর বাছা একখানি গুণ। বি-সর্ব্বখানি দোষ নারীর একখানি গুণ। আদর্শে 'সর্ব্ব সাস্তবে বাছা এক খানী গুণ'। ১৪। ভ-শ্রীর উদরে হএ বার্ল্যোকের শ্রীজন। বি-স্ত্রীর পেটে যদি জন্মিল মহাজন।

১৫। আদর্শে 'তোমার আগে কই'। ভ-ষন আমার ঠাঞি। বি-ঐ। ১৬। আদর্শে 'করো'। ভ-করি। বি-ঐ। ১৭। স্নান শব্দ সর্বত্র 'স্তান' অথবা 'স্থান'। ১৮। আদর্শে 'পরিশ্রান'। ভ-আর নারী লক্ষীদেবী জে ভোব পরিত্রান। বি-আর নারী লক্ষী দেবী যাক খাইলে পরিত্রান। ১৯। ভ-পাএ। বি-পাই। আদর্শে 'হএ'। ২০। এ-পদ অন্য দুই গ্রন্থে নেই। ২০। আদর্শে এ পদের আগে যে ১৫টি পদ আছে সেগুলি অন্য দুই পুঁথির পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে পরে দেওয়া হয়েছে। কোন লিপিকরের ভুলে সেগুলির অবস্থানের উলট পালট হয়ে গিয়েছিল।

আব নারী বসুমতী সয়ালের নিল ভাব[১]।
ইহা ছাড়ি যত নারী সব দুরাচার॥
হাটেব নারী ঘাটের নারী নারী প্রতিঘরে[২]।
যত পুরুষ[৩] দেখ সবে নাবীব বেবণ[৪] করে॥
সহস্র ফোটা বক্তে হএ রতি[৫] মহাবস।
সে ধন ফুবাইলে[৬] পুরুষ হএ[৭] নাবীব বশ॥
সিংহেব আকাব নাবী ব্যাঘ্রেব মত[৮] চাএ।[৯]
হাড মাংস শবীবে থুইয়া মহাবস টানি লএ॥[১০]
পুরুষেব ধন লয়া নাবী বেপাব করে।
লোভেতে[১১] থাকি পুরুষ সব বেগার খাটি মবে॥
আপনাব হাল গরু বেগেনাব জমি চাষ।
আত্মবলেব[১২] ক্ষয় আব বিছনেব[১৩] বিনাশ॥
লোহা দিয়া বান্ধে লাঙ্গল মাটিতে জাএ[১৪] ক্ষএ।
থোড কলা[১৫] বাঁদুডে খাইলে কলা ডাঙ্গব নএ॥
কাঁচা বাঁশে ঘুণ লাগিলে কতই[১৬] ভব সএ।
মূল থুনিতে ঘুণ লাগিলে ঘব পডিবাব চাএ॥[১৭]

১। আদর্শে 'নিচেভর'। ভ-নিলোভাব। বি-নৈলভাব। ২। আদর্শে 'প্রিথি'। ভ-শর্ব্বঘরে। বি-প্রতিঘবে। ৩। আদর্শে 'লাবি'। ভ-পুরুশ। বি-পুরুষ। ৪। আদর্শে 'বেপাব'। বি-বেগার খেটে মবে। ভ-বেরন। ভট্টশালী বেবণ শব্দকে দাসত্ব বলে ধবেছেন। ৫। আদর্শে 'শহশ্রতেক'। ভ-এক ফোটা। বি-সহস্র কৌটা রক্ত হয় অতি মহাবস। ৬। ভ-ফুবাএ। ৭। ভ-হৈয়া। ৮। আদর্শে 'প্রানে'। ৯। ভ-শিঙ্গের আকার নাবি বেঘ্রের আকাব চায়। বি-সিংহেব আকার নারীর বাঘের মত চায়। আদর্শে 'নারি হএ সিঙ্গি সেহ বাঘের মত চাএ'। ১০। ভ-হাড মাংশ থুইয়া পরূশের মহারস নএ। বি-হাড় মাংশ থুইয়া বাছা মহারস লয়। তুলনা--'ব্যাঘ্র দৃষ্টে চাহে বধু জোখেব মতন হরে'।—ভবানীদাসের ময়নামতীর গান। ১১। আদর্শে 'মির্ত্তা'। ভ-নৈভ্যাত। বি-লোভেতে। ১২। আদর্শে 'আবীবানে'। ভ-আপন বল করে। বি-আত্মবলেব। আত্মবল--আয়ুঃবল। ১৩। আদর্শে 'বিছনেব নাষ'। বি-বেছোনের সর্ব্বনাশ। ভ-বিচনের করে নাশ। ১৪। আদর্শে 'করে'। ভ-জাএ। বি-যায়। ১৫। মোচা থেকে সদ্য নির্গত কলা। তুলনা—

রংপুরের গাথা--বগদলে চুসিলে কলা ডাঙ্গর নয়।
ভবানীদাসের পুঁথি--থোব কলা বাদুরে খাইলে কলা ডাঙ্গব নএ।
খোদা বখশের গাজীকালু চম্পাবতী (অপ্রকাশিত)—থোব কলা বাদুরে খাইলে কলা ডাঙ্গর নএ।
কাঁচা বাঁশে লাগিলে ঘুণ কতই ভার সএ॥

১৬। ভ-কতে ভরা সএ। বি-কত ভার সয়। ১৭। ভ-মুল থুনি না থাকিলে ঘর চোকারবার চাএ। বি-মুল খুটিতে ঘুণ লাগিলে ঘর পড়িবার চায়। আদর্শে 'থনি'। তুলনা—

মাড়লি খাইল ঘুনে খসি পড়ে পালা।
ভাঙ্গা ঘর খানি গুরু পুনি নহে ভালা।।--ভট্টশালী সম্পাদিত মীনচেতন ২১ পৃষ্ঠা।

বন্ধন[১] ছুটিলে ঘরের নাহিক উপাএ।[২]
ছুটিলে কতক ধ্বজা ঘর পড়ে যাএ।।[৩]
আউট[৪] [হাত[৩]] বৃক্ষের বাছা জোড়া দুইটি ফল।[৫]
নযরে পাপের কারণ সংসার বিকল।।[৬]
পুরুষের ভক্ষণ নহে খাইতে না যুয়াএ[৭]।
এহি সব কথা মঞ্জেনামতী কএ।।[৮]
সে সুখ ভুঞ্জিলে[৯] পুরুষ যম ঘরে জাএ।
শৃঙ্গার[১০] ভুঞ্জিলে বাছা ভাণ্ড হবে খালি।
দিনে দিনে রসাতল পুরুষের গাভুরালি।।[১১]
এ সুখ সম্পদ বাছা রহিবে পড়িয়া।
আসিবে যমের দূত লইবে বান্ধিয়া।।
ইষ্ট মিত্র ভাই বন্ধু কান্দিবে বেড়িয়া।[১২]
বুকে বাঁশ দিয়া বাছা লইবে বান্ধিয়া।।[১৩]
সুস্ত্রী[১৪] হইলে বাছা কান্দে দিনা চারি।
অন্নজল খাইলে যাএ সকলি পাসরি[১৫]।।
স্ত্রী পুত্র কান্দে বাছা ঠাণ্ডা পানি পিএ।
কোঁক ধরনি[১৬] মাও কান্দে যাবত প্রাণে জিএ।।
মচ্ছ চিনে গহীন গম্ভীর পক্ষী চিনে ডাল।[১৭]
মাএ জানে পুত্রের দয়া প্রাণ পোড়ে যার।।

১। ভ-বর্দ্ধন। ২। আদর্শে 'রূপাএ' ৩। আদর্শে 'ছাটনে কত ধজা ধবে অমব কাএ'। ভ-ছুটিলে কতক ধ্বজা ধরে অমর কাএ। বি-ছাটনেতে ঘুন লাগিলে ঘর পড়ে যায়। ধ্বজা—ঝড় তুফান থেকে রক্ষা করাব জন্য বহির্দিকের খুঁটি। ৪। আউট হাত বৃক্ষ—দেহ তরু। 'দেহবৃক্ষ অষ্টাঙ্গ বলিযা আট হাত'—ভট্টশালী। মীনচেতনে 'আউটহাত' এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'আ-হু-ট' হাত আছে। বসন্ত রঞ্জন রায়েব মতে সাড়ে তিন হাত। "হবগৌরী সংবাদের" কবি শেখ চান্দের মতে পিতামাতার অষ্টচীজে তৈবী বলে মানব দেহ 'আউট হাত'। যথা :-

"জনকের অস্থি, মগজ, মনি, রগ এই চাবি। জননীব মাংস, চর্ম, লোম, রক্ত এই চাবি।।
আউট হস্ত নৌকার প্রবন্ধ কাণ্ডাবী। বাসত্তব দেব সঙ্গে মন ইচ্ছায় পাড়ি।।"

৫। জোড়া দুইটি ফল--দই স্তন। তুলনা —

"এক গাছে গুপিচান্দ দুই শ্রীফল ধরে। তাহারে দেখিয়া তোম্বার প্রান ব্যাকুল করে।।
এহি ফল খাইলে বাপু পেট নাহি ভরে। মাঞা জালে বন্দী হৈয়া সব পড়ি মরে।।"

--ভবানীদাসের মঞ্জনামতীর গান।

৬। আদর্শে 'ব্রিকল'। ভ-বিফল। বি-ব্যাকুল। ৭। যুগ্য হয়। আদর্শে 'ভুক্ষুন'। ভ—ভক্ষি। বি-ভক্ষন। ৮। অন্য দুই গ্রন্থে নেই। ৯। বি-সেই ধন গুরাইলে। ১০। বি-আন্ধার। ১১। আদর্শে 'গাবুর রালি'। (টীকা দ্রষ্টব্য)। ১২, ১৩। অন্য দুই গ্রন্থে নেই। ১৪। ভ-মুশ্রী। বি-সুস্থির। আ-'মুশ্রিরি'। ১৫। ভ-বিশুরি। ১৩ আদর্শে 'কোপ ধরনি'। ভ-আদ্যগুরু। বি-কোক ধরনী। কোঁক—উদর। গর্ভধারিনী। ১৭। তুলনা-"মৎস চিনে উচখোচ পানিএ চিনে নাল। মাএ জানে পুত্রের বেদন জার গর্ভের সাল।।" -ভবানীদাসের মঞ্জনামতীর গান। আ, 'মছ'।

ছাড় বাছা রাজ্যপাট মুখে মাখ ছাই।
মাএ পুত্রে যুগী হইয়া চাইর যুগ বেড়াই ॥
বাজা বলে তোমার বচন[১] লঙ্ঘিতে না পাবি।
পাকিলে মাথাব চুল হইব[২] দেশান্তবী ॥
মাএ বলে বাছা তুমি[৩] তত্ত্বকথা শুন।
কিমতে পাকিবে চুল যম নিদারুন ॥
১৮ বছর বাছা তোমাব প্রমাই।
১৯ বছবেব কালে যাবে যমেব ঠাঁই[৪] ॥
১৯ বছবেব কালে তোমাব মবণ।
কিরূপে পাকিবে চুল যম নিদারুণ ॥[৫]
বাজা বলে শুন মাও বলি তোমাব তবে।
আমি বাজা যুগী হইব যম[৬] বাজাব ডবে ॥
[৭]যম এক বাজা মাও আমি[১] এক বাজ্যেশ্বর।
কি কবিতে পাবে যম[৮] কবিব সমব ॥[৯]
ষোল[১০] বঙ্গেব বাজ্য আমাব দিযাছে গোঁসাঞি।[১১]
মাবিব যমকে আমি কবিযা লডাই[১২] ॥
মুনি বলে যম বাজাক দেখিতে না পাই।[১৩]
কি মতে কবিবে বাছা যমেব লডাই ॥[১৪]
লস্কব[১৫] লইযা যম নাহি যাএ বণে।
শূন্য পথে থাকি যম ব্রহ্মগুণে[১৬] টানে ॥

১। ভ—কথা। বি বাক্য। ২। ভ-হব। বি-যাব। ৩। আদর্শে 'আমাব কথা যুন'। ভ-তমি তৎ কথা যুন। বি-তুমি তত্ত্ব কথা শুন। ৪। ভ-অনিশ বছহব কালে আব ওপাএ নাঞি। ৫। ভ-কিরূপে পাকিবে চুল কহত কারণ। ৬। আদর্শে 'কোনবা'। ভ জম। বি-যম। ৭। এই পদেব আগে ভ-পুঁথিতে দুটি অতিরিক্ত পদ আছে। যথাঃ-

যম এক রাজা মাও আমি এক বাজা। তাব ডবে ছাডিব আমি মিৃকলের পরজা ॥

৮। বি-মা। ৯। আদর্শে "সএম্বব'। ভ-শমব। বি-সংহাব। ১১। ভ-শোল বঙ্গের ইশ্বর আমাক দিয়াছে রাজাই। ১০। ষোল বঙ্গে বলতে কি ষোল দেশ নিযে গঠিত গুপিচন্দ্রেব বাজ্যের বিরাটত্বকে বোঝাতে চেয়েছেন। অঙ্গ, কলিঙ্গ, পণ্ড্র, সুহ্ম বঙ্গ, এই পাঁচ বাজ্যেব খবব মহাভাবতেব সময় থেকে পাওয়া যায়। পরে পূর্বাঞ্চলের নাম হয় সমতট এবং তাও বঙ্গেরই একাংশ নিয়ে। গুপিচন্দ্রেব বাজ্য যদি ঐতিহাসিক রাজ্যই হয়ে থাকে তবে তা'ছিল খুব সম্ভব সমতট-বঙ্গে। হয়ত তাঁব বাজ্য ষোল অংশে বিভক্ত ছিল। ষোল বঙ্গ ও রাজ্যের বিরাটত্বের কথা অন্যত্রও আছে। কেউ কেউ মনে করেন শব্দটি প্রকৃতপক্ষে 'ষোল দণ্ড'। অর্থাৎ যে রাজ্য অতিক্রম করতে ষোল দণ্ড সময় লাগে।

১২। ভ-নাড়াই। ১৩, ১৪। তিন পুথির পাঠে ব্যতিক্রম আছে। যথা :—

ভ-মুনিঞা মঞেনামতি কহে পুত্রের তরে। বি-মনি বলেন যমেক আমি দেখিতে না পাই।
কি রূপে মারিবে জম কহত আমারে ॥ কি মত প্রকারে বাছা করিবে লড়াই ॥

১৫। ভ-শন্য। বি-লস্কর। ১৬। আদর্শে 'ব্রহ্মাগ্যানে'। বি-ব্রহ্মগুণে। ভ-ব্রহ্মগুনে। ব্রহ্মগুন—'ব্রহ্মরন্ধ্র। সুষুম্না নাড়ী যাহা কালস্বরূপ।" -ভট্টশালী।

রাজা বলে শুন মাও মএ্রেনামতী রাই।
এক নিবেদন তোমার চরণে জানাই॥

১৮ বছর মাও[১] আমার প্রমাঞ্ঝি।
সেবক করাইবা আমাক কোন বা যুগীর[২] ঠাঁই॥

মুনি বলে বাছা তুমি শুনহ আমার স্থানে।
সেবক করাইব তোমাক হাড়িফার চরণে॥

যেই মাত্র শুনিল গুপি[৩] হাড়িফার নাম।
কর্ণে হাত[৪] দিয়া রাজা বলে রাম রাম॥[৫]

হাড়িফার কথা শুনি কান্দিতে লাগিল।[৬]
মুখের তাম্বুল রাজা তখনে[৭] ফেলিল॥

গুফিচন্দ্র বলে মাও গেল জাতিকুল।
হাড়ির সেবক হব[৮] আর নাহি মূল॥

মালী তেলী আছে[৯] কত কাএস্থ কুমার।
বৈদ্য গোওয়াল আছে মাও নাপিত কামার॥[১০]

ব্রাহ্মণ সুজন আছে[১১] সভার প্রধান।
এসব[১২] থাকিতে আমি লবো হাড়ির জ্ঞান॥

[১৩]এহিত সংসারে আছে[১৪] আর কত লোক।
রাজা হইয়া আমি হৈব[১৫] হাড়ির সেবক॥

এহি[১৬] বলি কান্দে রাজা চক্ষে পড়ে পানি।
পিতার মরণে জাতিকুল ডুবালু জননী॥

১। আদর্শে 'জদি'। ভ-মাও। বি-মা ২। বি-গুরুর। ৩। আদর্শে 'ষুনে'। ভ-ষুনিল রাজা হাড়িফার নাম। বি-গোপীচন্দ্র শুনিল হাড়িফার নাম। ৪। ভ-কর্ন্নে হশ্ত॥ ৫। পাঁচ বছর আগে যে গুপিচন্দ্র একই হাড়িফার কাছে মন্ত্র শিক্ষা করেছিলেন তা বেমালুম ভুলে গেছেন। ৬। ভ-এ পদ নেই। ৭। আদর্শ''ভুমে ফেলে দিল'। ভ-তখনে ফেলিল। বি-ঐ। ৮। আদর্শে 'হইলে'। ' ভ-হব। বি-ঐ। ৯। বি-যত আছে কায়স্থ কামার। ভ-আছে আর নাপিত কামার। ১০। অন্য দুই গ্রন্থে নেই। ১১' ভ-বাহ্মন শজর্জ্যন আছে। বি-ব্রাহ্মণ যৌবন আছে। ১২। ভ-এশব। বি-এতেক। ১৩। এই পঙ্ক্তির আগে অন্য দুই গ্রন্থে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পদ আছে যথা:-

ভ-ষুদ্র শজর্জ্যন মাও শংশারেতে আছে। বি—লোকেতে দুর্ণাম গাবে না থাকিবে মান।
ইহারা থাকিতে আমি বসিব হাড়ির কাছে॥

১৪। ভ-আছে কতো লোক। বি-আছে কত জাতি লোক। ১৫। ভ-হব আমি। বি-ঐ ১৬। ভ-এহি। বি-ঐ। আদর্শে 'এথ' ' ১৭। আদর্শে 'আমাক'। ভ-পিতার অভাবে জাতি কুল। বি-পিতা অসম্ভবে জাতি। হাড়িফার সঙ্গে ময়নামতীর অবৈধ সম্বন্ধের কথা নাথ-সাহিত্যে সুবিদিত। দিনাজপুরের এডভোকেট বরদাভূষণ চক্রবর্তীর মতে গুপিচন্দ্র হাড়িফারই সন্তান। ভূমিকা (নাথ-ধর্ম) দ্রষ্টব্য। গুপিচন্দ্র কর্তৃক হাড়িকে মাটিতে প্রোথিত করা হাড়ির সঙ্গে ময়নার অবৈধ সম্বন্ধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ঘটতে পারে।

হাএ হাএ করে[১] রাজা মারিয়া কপালে।
বসন ভিজিল[২] রাজার দুই[৩] নঞানের জলে।।
মুনি বলে শুন তুমি[৪] বাজার কুমাব।
জাত হাড়ি নয নাম[৫] হাড়িফা জলেন্দব।।
খীব করি কৈও কথা[৬] হাড়িফা জানি শুনে।
শাপে ভস্ম কবি দিবে বাখিবে কোন জনে।।[৭]
জাতে হাড়ি নয় বাছা[৮] হাড়িফা জলেন্দব।
চৌলত কবি[৯] পিএ হাডি ইসপ্ত সাগব।।[১০]
জ্ঞান ধ্যানে হাড়িফা বান্ধিযাছে চূড়া।
বাত্রি দিবা ফিবে হাডি যম কবিযা ঘোড়া।।
যম বাজা হএ যাব[১১] নিজেব নফব।
চন্দ্র সূর্য দুই[১২] দেব কর্ণেব কুণ্ডল।।
হৃদযেতে যোগ পাটা যাহাব দেবীব বসতি।[১৩]
জিহ্বাব অগ্রেতে যাহাব থাকে সবস্বতী।।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ যাহাব বৈসে গোফ কুলেতে।[১৪]
ভাগীরথী[১৫] যোগাএ জল সিদ্ধি খাইতে।।
যাহার আজ্ঞাকাবী দেব[১৬] সহস্র[১৭] লোচন।
তাহাকে মনুষ্য কবি কহে কোন জন।।
পঞ্চবছ্ব পোতা ছিল[১৮] ঘোড়াব পৈঘবে।
অন্ন জল নাহি খায তবু নাহি মবে।।

১। বি-বলিয়া। ২। ভ-তিতিল। ৩। ভ-নয়ানের। বি-নযনেব। ৪। বি-বাছা। ভ-শুন বাছা আমার ওত্যর। ৫। আদর্শে 'জাইত হাড়ি নয়'। বি-বাছা। ভ-জাতি হাড়ি নহে শে। ৬। ভ খিব করি কহিও কথা। বি-ছোট বলি বল বাছা হাড়িফা শুনিলে কানে। আদর্শে 'দিড় কবি কৈও কথা'। ৭। ভ-শম্পিয়া করিবে নশ্বট রাখে কোন জনে। বি-সাঁপ দিয়া ভস্ম কবিলে বাছা বাখে কোন জনে। ৮। ভ-জাতি হাড়ি নহে শে। বি হাড়ি নয় হাড়ি নয়। ৯।চৌলে -চুলুকে, চুনুকে, গণ্ডুষে। ১০। ভ-চৌলে করি পিতে পাবে শপ্তএ শাগর। বি চুলে করি পিতে পারে এ সপ্ত সাগর। ১১। ভ-জাব। আ: 'জাব'। বি-যাব নিজের চাকব। ১২। ভ-দেব দুই কর্ন্নের কুণ্ডল। । বি-দুইজন কুণ্ডল কানের। আদর্শে 'চন্দ্র সুরুজ দুইভাই কর্ন্নের'। ১৩। এই পদ এবং পরবর্তী পাঁচ পদ অন্য দুই গ্রন্থে নেই। ১৪। গোফকুলেতে—অন্যত্র ভমরা গোফাব কথা আছে। ব্রহ্মতালু, সহস্রার অথবা উষ্ণীষ কমলের কথা বলা হয়েছে। ১৫। আদর্শে 'ভাগবতি'। ১৬। আদর্শে দেবি'। ১৭। আদর্শে 'সহশ্র-তেক'। ১৮। ভ-রৈল। নাথগুরু হাড়িফাকে হিন্দু দেবদেবীব উর্দ্ধে স্থান দেওয়া লক্ষণীয় বিষয়। যমরাজা হাড়ির চাকর। দেবী হাড়ির হৃদয়ে, সরস্বতী হাড়ির জিহ্বায় অবস্থান রতা, চন্দ্র-সূর্য হাড়ির কর্ণের কুণ্ডল, ইন্দ্র হাড়ির আদেশ পালনকারী এবং স্বয়ং ব্রহ্মা হাড়িব মস্তকদেশে অবস্থিত।

নিজনাম জপে যে জন আর ব্রহ্ম জ্ঞান।[১]
রাত্রি দিবা করে যে জন গুরুকে ধ্যান॥[২]
হেন গুরু মিলিল বাছা তোমার কপালে।[৩]
বুদ্ধি হারা হৈলে[৪] বাছা কামিনীর কোলে॥
তোমাকে কহিলাম[৫] বাছা ছাড় স্ত্রীর আশ।
হাড়িপার সেবক হইয়া হওগা[৬] সন্ন্যাস॥
মুনি বলে শুন বাছা রাজার কুমার।[৭]
যে রূপে হইল শুন জনম সিদ্ধার॥

ত্রিপদী।[৮]

হাড়িফার যত গুণ কর্ণ পাতিয়া শুন[৯]
যে রূপে জন্মিল যলেন্দর।
অনাদ্যের[১০] ঘাম হৈত চণ্ডিকা জন্মিল তাতে[১১]
দুর্গা হইল পরম সুন্দর॥
সবাকার পরম গতি[১২] নাম ধরে পার্ব্বতী
ত্রিভুবনে মোহিনী[১৩] আকার।
চণ্ডিকার[১৪] রূপ দেখি অনাদ্য[১৫] হইল সুখী
নাহি ছিল সকল সংসার॥[১৬]
অনাদ্যের[১৭] টলিল মত্র দেবী বাম হস্তে লএ
তাহাতে জন্মিল চারি জন।[১৮]

১,২। ভ—রাত্রি দিবা কবে জেবা গুরূকে ধিয়ান
তাহাকে কি জান বাছা মনশ্বের গ্যান॥
বি—বাত্রি দিবা করে যে জন গুরুর সেবন
তাহাকে না জানে কোন মনুষ্য রতন॥

৩। ভ—কর্ম্মের ফলে। বি—কপালের ফলে। ৪। আদর্শে 'হলু'। ভ—হৈলে। বি—বুদ্ধি হারাইলে কেন কামিনীর ছলে। ৫। বি—বলি। ৬। বি—হাড়িফাব চবণ সেবি হওগা সন্ন্যাস। ভ—হওগা শর্ণ্যাশ। আদর্শে 'হওগো'। ৭। আদর্শে 'গৌবি পার্ব্বতি কহে যোগের বিচার'। ভ—মুনি বোলে ষুন বাছা রাজার কুমার। বি—মুনি বলে শুন তুমি।

৮। ভ—দির্ঘ্যই ছন্দরাগ। বি—ত্রিপদী। আদর্শে 'ত্রিপদি'। ৯। আদর্শে 'পুর্ব্ব কথা কহি ষুন'। ভ-কর্ণ পাতিয়া ষুন। বি—কর্ণ পাতিয়া শুন। ১০। আদর্শে 'অনাথের'। ভ—অনাদ্যের হাইম। বি—অনাদ্যের ঘাম। "অনাদ্য—নিরঞ্জন মহেশ্বর কিংবা নিরঞ্জন ধর্ম্ম"।—ভট্টশালী। শূন্য পুরাণে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বে (ভূমিকা দ্রষ্টব্য) নিরঞ্জনের কথা আলোচিত হয়েছে। ১১। শূন্য পুবাণে অনুরূপ দুটি পদ আছে: অর্দ্ধঅঙ্গের ঘাম প্রভু ফেলিল মুছিয়া। তাহা হইতে আদ্য শক্তির জনম হইল আচম্বিতে।' ১২। আদর্শে 'সোভাকার'। বি—ডাহুকার অধিষ্ঠাত্রী। ১৩। ভ—মহন। বি-ঐ। ১৪। আদর্শে 'অভয়'। ভ—চণ্ডিকার। বি-ঐ। ১৫। আদর্শে 'অনাথ'। ভ—অনাদ্য। বি—ঐ। ১৬। আদর্শে 'নাহি ছিল শংঙ্কমনুহর'। ভ—নাহি ছিল শকল শংশার। বি—নাহি ছিল সংসারের সার। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। ১৭। আদর্শে 'অনাথের'। ভ—অনাদ্যের। বি—অনাদ্য ঘটাল মায়া। 'ময়' শব্দকে ভট্টশালী ফারসী 'ময়' মূলার্থে জল এবং পরে শুক্র মনে করেছেন। এখানে চিত্ত ধরা যেতে পারে। ১৮। ভ-তিন জোন। বি—চারিজন।

ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই ভাই  ছোট হইল শিবাই
লয়া গেল পাতাল ভুবন ।।[১]
অনাদ্যের[২] অঙ্গীকার  [সংসার] সৃষ্টি[৩] করিবার
কোন রূপে করিল সৃজন ।[৪]
ব্রহ্মা বিষ্ণু মএশ্বর  এহি তিন সহোদর
কাকে চণ্ডী করিব[৫] সমর্পণ ।
বুঝিয়া সবার মতি  বিভা দিব[৬] ভগবতী[৭]
আগে বুঝি কাহার কেমন ভার ।[৮]
এতেক ভাবিয়া মনে  ডাক দিল তিন জনে[৯]
পুষ্প দিল পূজা করিবার ।।
তিন ঘাটে তিন জন  পূজে নাম নিরঞ্জন
মৃতরূপে ভাসে নৈরাকার ।[১০]
ভাসিয়া জলের পরে  মৃতরূপে ধীরে ধীরে[১১]
গেল প্রভু[১২] নিকটে ব্রহ্মার ।।
মৃত ভাসা[১৩] জলে দেখি  ভএ পাইল চতুর মুখী
পূজা ছাড়ি উঠিয়া পলাইল ।[১৪]
সেই ঘাট করিয়া পাছে  গেল বিষ্ণুর কাছে
দেখিয়া বিষ্ণু বিমুখ[১৫] হৈল ।।

১। আদর্শে 'নয়া গেল আপোনাব ভুবোন'। ভ—নাম গেল পাতাল ভুবন। বি—ঐ। ২। আদর্শে অনাথের। ভ—অনাদ্যের। বি—ঐ। ৩। আদর্শে ছি্ষ্টি। ভ-শংশাব ছিশটি। বি—সংসার সৃষ্টি। ৪। ভ—কাখে চণ্ডি করি শমরর্প্প ন। বি--কানে চণ্ডি কবি সমপন। এই পদেব আগে বি-পুথির অতিরিক্ত পদঃ—দেখি প্রভু ভাবে মোনে, মরি তবে নিরাঞ্জনে, কেবা চণ্ডি কবিবে পালন। ৫। আদর্শে। 'করিয়া সম্পরোন'। এই পদ অন্য দুই গ্রন্থে নেই। ৬। আদর্শে 'দিল'। বি-দিব। ভ—ডাকিলেন ভগবতি। ৭। আদর্শে ভাগবতি'। বি—ভগবতী। ৮। আদশে 'মোন'। ভ-ভাব। বি-ঐ। ৯। আদর্শে 'চাইর'। ভ--তিন জনে। বি-ঐ। ১০। বি—নিরাঞ্জনে। নিরঞ্জনের অপর নাম নিরাকার। হিন্দু শাস্ত্রের নিরাকার ব্রহ্ম তুলনীয়। ১১। ভ—মৃিত্তাগেল ধিরে২। বি--মৃতরূপে মায়াধরে। ১২। আদর্শে 'পৃর্ব্ব'। ভ—প্রভু। বি-ঐ। ১৩। বি—নৈরাকারে। ১৪। বি--পালায়। ১৫। আদর্শে 'হৈল বেমুখ'। ভ—বৈমুখে রহিল। বি-বিমুখ হইল।

উপরে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ব শূন্য পুরাণের সৃষ্টিতত্বের সঙ্গে অনেকাংশে মিলে যায়। অবশ্য শূন্য পুরাণের বর্ণনা আরও সুবিস্তারিত। কেহ কেহ মনে করেন যে আলোচ্য গ্রন্থের বর্ণনা শূন্য পুরাণ ভিত্তিক। সেক্ষেত্রে শূন্য পুরাণের সৃষ্টি আলোচ্য গ্রন্থের আগে হওয়ার কথা। এসম্পর্কে মতভেদ আছে। পণ্ডিত মহলের ধারণা শূন্য পুরাণ অষ্টাদশ শতকের রচনা। আদি পুরাণ নামক এক পুরাণের সন্ধান পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা আদি পুরাণই এই সৃষ্টিতত্বের উৎস। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

বুঝিয়া বিষ্ণুর মন    মৃতরূপে নিরঞ্জন
গেল নাথ যথাএ শঙ্কর।[১]
ব্রহ্মাদেব জানা নাস্তি[২]    বিষ্ণু হইল প্রলয় গতি[৩]
কিঞ্চিৎ ধ্যানে জানে মএশ্বর॥[৪]
ধ্যায়ানে জানিল হরি[৫]    আর কোন জন মরি[৬]
মৃতরূপে আইল আপনি।
যাহাব পূজা পূজি[৭]    মৃতরূপে সেই বুঝি
পুষ্প দিল মৃতের[৮] চরণে॥
মৃত পূজা করি কাএ[৯]    গলিদ হইয়া যাএ[১০]
শিবে চন্দন বলি মাখে গাএ।[১১]
বুঝিয়া শিবের ভার[১২]    মৃতরূপে নৈরাকার[১৩]
নিজরূপে দিল পরিচয়॥
পরিচয় পাইয়া হরি    মাথে নিরঞ্জন করি
গাএ শিব নানান রঙ্গের[১৪] গীত।
খটক ডমরু বাজে[১৫]    থমকে থমকে নাচে
বিষ্ণুদেব হইল পুলকিত॥[১৭]
বিষ্ণুর রঙ্গ মনে    ব্রহ্মা থুইল কমণ্ডলে
তাতে হইল মকব বাহিনী।[১৮]

১। ভ--গেলো প্রভু জথাতে শঙ্কব। বি--গেলেন যথা পূজিছেন শঙ্কর। ২। ভ—ব্রর্হ্মাদেব না জানস্তি। বি—ব্রহ্মদেব না জানে মতি। ৩। ভ—বৃিষ্ণু হৈল পরম গতি। বি—বিষ্ণু হইল প্রজাপতি। ৪। ভ—কিঞ্চিত ধিয়ানে মহেশ্বর। বি-ঐ। আলোচ্য পুঁথিব পাঠ ভাল। ৫। হরি—নারায়ণের এক নাম। পুরাণ-মতে মহাপ্রলয়ের পরে বিষ্ণুর ললাট থেকে উদ্ভূত রুদ্র বা শিব ধ্বংশের দেবতা হিসাবে প্রজাপতি বিষ্ণুর তৃতীয় রূপ। হরি এখানে শিব। ৬। ভ—কুন জনা গেল মরি। বি—কোন জন গেল মরি। আদর্শে 'মৃত্যুরূপে'। ৭। ভ—জাহাকে আমরা পুজি। বি-যারে আমি পূজাপূজি। ৮। ভ—মৃিত্তকের। বি—মৃতের। মৃত-র বিকৃত-রূপ মৃিত্যা। ৯। ভ—মৃিত্তক পুজে হর। বি--মৃত পূজা পুজে ভোলা। ১০। ভ—অগস্তি হইল বিশম্ভর। বি—নিরাঞ্জন গেল গল্যা। ১১। ভ— চন্দন বুলি মাখে শিব অঙ্গের উপর। বি—শিব চন্দন বুলি মাখে গায়। ১২। ভ--মন। বি-ঐ। ১৩। ভ--নিরাঞ্জন। ১৪। ভ—ছন্দেব। বি—গেল শিব হাতে শিঙ্গা করি। ১৫। বি—বমাবম গাল বাজায়। ১৬। বি–ঘন-ঘন বিষ্ণু গায়। ১৭। বি—কমণ্ডুলে গঙ্গাত্রিপুরারি। আদর্শে 'পুণ্যকিৎ'। ১৮। বি—এই পদ নেই। ভ—পুঁথিতে অসম্পূর্ণ পাঠ আছে। যথা:--'বৃক্ষের আগে ব্রহ্মাকে থুইল আপনি। আপনে হৈল দেব মগর বাহিনী।' এই অসম্পূর্ণ এবং ভুল পাঠের জন্য ভট্টশালী এখানে গঙ্গার জন্ম-বৃত্তান্তের সঠিক হদিস পাননি। আলোচ্য পুঁথিব পাঠ সঠিক যদিও গঙ্গাব জন্ম-কাহিনীর স্থান-কাল পরিবর্তিত হয়েছে। পুরাণমতে সঙ্গীত বিশাবদ নাবদ মুনির সুরহীন সঙ্গীত চর্চাব ফলে রাগ-রাগিণীরা বিকলাঙ্গ নারীরূপ ধারণ করাতে পৃথিবী সঙ্গীতহীন হয়ে পড়ে। নৃত্যকলার উদ্ভাবক নটবাজ মহাদেবের সুললিত কণ্ঠ শ্রবণে তারা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে রাযী হলে নাবদেব একান্ত অনুরোধে মহাদেব শুধু মাত্র ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুকে শ্রোতারূপে রেখে গান করতে সম্মত হোন। মহাদেবেব সুললিত কণ্ঠ শ্রবণে বিষ্ণু বিগলিত হয়ে পড়লে ব্রহ্মা নিজ কমণ্ডলুতে বিষ্ণুর দ্রবীভূত অংশকে বক্ষা করবেন। বিষ্ণুব এই দ্রবীভূত অংশই গঙ্গা। পিতৃ পুরুষের উদ্ধার কল্পে ভগীরথ কতৃক গঙ্গাকে আনয়ন করাব কালে পৃথিবী গঙ্গার গতিবেগ সহ্য করতে পারবেনা বলে গঙ্গা উক্তি করায় মহাদেব নিজ জটায় তাঁকে বার বৎসর আটকিয়ে রেখে গঙ্গার গর্ব খর্ব করে ভগীরথের প্রার্থনায় গঙ্গাকে মুক্তি দেন। মকর গঙ্গার বাহন। গঙ্গা শিবের স্ত্রী। অন্যমতে গঙ্গা বিষ্ণুর স্ত্রী এবং গঙ্গার অপর নাম বিষ্ণুপদী। হিন্দু-শাস্ত্র মতে গঙ্গাব জলে স্নান করলে পাপ দূর হয় বলে গঙ্গার অপর নাম পতিত পাবনী।

সেহিগঙ্গা ভগীরথে[১] আনিল পৃথিবীতে

হৈল গঙ্গা পতিত পাবনী ॥

বুঝিয়া শিবের মতি[২] বিভা দিল ভগবতী[৩]

ব্রহ্মা বিষ্ণু করে কানাকানি।

শিবে কর্ল অবিচার ত্রিভুবন খাঁকার[৪]

বিভা শিবে করিল জননী ॥[৫]

শিবে কর্ল কুকাজ আমরা পাইব লাজ

কিরূপে[৬] বধিব শঙ্কর।

শিকার খেলিতে মনে[৭] লইয়া যাএ[৮] গহীন বনে[৯]

হস্তে করি লোহার[১০] মুদগর ॥

এতেক ভাবিয়া চিত্তে শিবেক লইয়া সাথে

উত্তরিল গহীন কাননে।

জন্মো এহি তিন ভাই[১১] সংসারেতে কেহই নাই[১২]

বসিলেন এক তরু তলে ॥[১৩]

মুদগর লইয়া হাতে বাড়ি দিল[১৪] শিবের মাথে

মস্তক হইল চৌচির।[১৫]

শিবের মাথে দিল বাড়ি[১৬] শিব যাএ গড়াগড়ি

তবে শিব হইল অস্থির ॥[১৭]

১। আদর্শে 'ভাগরথে'। ভ—ভাগ্যরতি। বি—ভগীরথে। ২। বি—বুঝে সেবকের মতি। ৩। আদর্শে 'পার্ব্বতি'। ভ—ভগবতি। বি-ঐ। ৪। বি—পৃথিবীতে কুলাঙ্গার। খাঁকার—বদনাম। (ফাঃ খাক্+কার?)। ৫। বি—শিব জননীকে বিভা করে। ভ—এই পদ নেই। ৬। ভ--কিরূপেতে। বি—কেমনে। ৭। ভ—শিকার করিবার মোনে। বি—শিকার করিব মনে। ৮। আদর্শে 'যাই'। ৯। ভ—নৈঞা জাএ গহন বনে। বি—লইয়া গেলেন অরণ্যে। ১০। আদর্শে 'মম্বগুর'। ভ—নৈঞা মুদগ্যর। বি—লোহার মুদগর। ১১। ভ—ভির্ণ ভাবিল ভাই। বি—সবে এই তিন ভাই। ১২। বি-পৃথিবীতে আর নাই। ১৩। আদর্শে 'বৃক্ষ্যতলে'। ভ—তরুতলে। বি—এক তরুতলেতে বসিয়া। ১৪। ভ--আড়িল। বি—মারিল। ১৫। বি—মস্তক চৌচির হয়ে গেল। ১৬। ভ—শিবের মাথাএ বাড়ি। ১৭। ভ—অচৈতর্ন্য হৈল অহিশৃতানে। বি—অচৈতন্য হইলেন শিব।

## গর্পিচন্দ্রের সন্ন্যাস

[অ]চৈতন্য পাইল শিব[১] তাতে হৈল চারি জীব[২]
গোর্খ নাথ হইল শিবের মুণ্ডে।[৩]
কানে কানেফা হইল হাড়ে হাড়িফা জন্মিল
মীননাথ জন্মিল[৪] নাভি কুণ্ডে॥
একা ছিল পঞ্চানন[৫] সিদ্ধা হইল চারিজন
তবে চেতন পাইল শঙ্কর।[৬]
অনাদ্য[৭] সাগরের কূলে শিব নিজ নাম বলে
জ্ঞান সাধি[৮] হইল অমর॥
এহিরূপে[৯] সিদ্ধাগন জন্মিলেন চারি জন[১০]
সিদ্ধার প্রধান মএশ্বর।
এমন জনম যার[১১] সেবক হইবে তার[১২]
হেলা কর হেন জলেন্দ্বর॥[১৩]
ধন জন রাজ্য পাট সব দেখ মিথ্যা ঠাট
নিজনাম করো উপাসন।[১৪]
নিদান মরণ পথে পাপ পুন্য যাবে সাথে
ছাড় রাজ্য জপ নিজ নাম॥[১৫]
শুকুর মামুদে ভণে[১৬] শুনি হিন্দুর পুরাণে
মুসলমানের নয় ইহা বাণী।[১৭]
যা কিছু কেতাবে কহে সে কথা অন্যথা নহে
হাদিসেতে জানিও মুসলমানী॥[১৮]

১। ভ-অচৈতন্য হৈয়া শিব। বি-জন্মিলেন চারিজন। ২। বি-শুন তাহার বিবরণ। ৩। বি-তাহা হইতে হইল চারি জীব। এই পদের পরে বি-পুঁথিতে একটি অতিরিক্ত পদ আছে। যথাঃ-'বিধাতার কি হইল দায়, শিব গড়াগড়ি যায়, গোর্খনাথ হইল শিবমুণ্ডে'। ৪। ভ-জর্ম্মিল। বি-জন্মিল। আদর্শে 'হৈল'। ৫। আদর্শে 'পর্ঞ্চযোন'। ভ-পঞ্চানন্দ। বি- পঞ্চানন। শিবের অপর নাম পঞ্চানন। ৬। বি-তার পরে চৈতন্য শঙ্কর। ৭। আদর্শে 'অনাথ'। ভ-অনাদ্য। বি-অনন্ত (?)। ৮। আদর্শে 'সেহিনামে'। বি-জ্ঞান-সাধি। ভ-ঐ। ৯। আদর্শে 'মনিকহে'। ভ-এহিরূপে। বি-ঐ। ১০। আদর্শে 'এহিরূপে জনম'। বি-জন্মিলেন চারিজন। ভ-জন্ম নৈল চারিজন। ১১। আদর্শে 'গৌরি পার্ব্বতী কএ'। ভ-এমন জনম জার। বি-এমতে জনম যার। ১২। ভ-শেবক্য হইবে তার। বি-সেবক হইবে তার। আদর্শে 'হাড়িফা মনুশ্য লয়ে'। ১৩। আদর্শে 'ভজোরাজ নাথ জলেন্দর'। ভ-হেলা করো হেন জলর্দ্ধর। বি-কেন হেলা কর হাড়িফার। ১৪, ১৫। এই দুই পদ অন্য দুই গ্রন্থে নেই। ১৬। আদর্শে 'গৌরি পার্ব্বতি'। ভ-সুকুর মহাম্যাদ ভুণে। বি-সুকুর মামুদে ভুনে। ১৭। আদর্শে 'মোছলমানের ইহা বানি নয়'। বি-যবনের নহে হিন্দুবানী। ১৮। আদর্শে 'মসলমান'। ভ-মোছলমানি। বি-মুসলমানি। ১৭, ১৮। এই উক্তি কবির শুভ বুদ্ধির পরিচায়ক।

## পাঁচালী।[১]

শুনিয়া হাড়িফাব কথা প্রণাম[২] কবিল।
মুনিব গুরুব কথা পুছিতে লাগিল ।।[৩]
বাজা বলে [শুন] মাও মঞেনামতী বাই।
তুমি সেবক হইযা ছিলা কোন বা গীব[৪] ঠাঁই ।।
বাজকন্যা হও তুমি তিলকচন্দ্রেব ঝি।
তোমাকে যে জ্ঞান দিল তাহাব নাম কি ।।
বাজ ঘবে জন্ম তোমাব সর্ব লোকে জানে।
বাজকন্যা হইযা জ্ঞান সাধিলা কেমনে ।।
কেমন মহন্ত তোমাকে দিয়াছিল জ্ঞান।
বাজকন্যা [হযা] কেমনে সাধিলা ধ্যান ।।[৫]
এতেক শুনিঞা মুনি কহিতে লাগিল ।
যে মত প্রকাবে মুনি জ্ঞান পাইযাছিল ।।
মুনি বলে শুন বাছা বাজাব কুঙব ।[৬]
তিলক চন্দ্র নামে আমাব পিতা বাজ্যেশ্বব ।।[৭]
বালক[৮] অবধি আমাব নাহি কোন কাম।
সর্বক্ষণ শুনি আমি ভাগবত[৯] পুবাণ ।।
পিতা বলে জন্মিল কন্যা বড় ভাগ্যমান।[১০]
সর্বক্ষণে শাস্ত্র শুনে অতি ধর্মজ্ঞান ।।[১১]
এতেক ভাবিযা পিতা আপনাব মনে ।
পডিবাব দিল আমাবে দ্বিজ[১২] গুরুব স্থানে।।
প্রাতঃকালে প্রতিদিন হস্তে কবি খডি।[১৩]
পডিবাব কাবণে আমি[১৪] যাই গুরুব বাড়ি ।।

১। বি-পয়াব। ভ-খব্র ছন্দ বাগ।

২। ভ-পুছিতে লাগিল। ৩। ভ-প্রবন্ধ কবিয়া বাজা মাওকে পুছিল। ৪। বি-কোন গুরুর। ভ-কুন যুগির। ৫। ভ-রাজকন্যা হইয়া কেমতে শাধিলে ধ্যান। ৬। কুঙব—কুমার। ভ কুমার। বি-ঐ। ৭ ভ-তিলকচন্দ্র নামে রাজা পিতাএ আমার। বি-তিলকচন্দ্র বাপ আমার রাজ রাজ্যেশ্বর। ৮। বালিকা হবে। লিঙ্গের ভেদাভেদ খুব কমই দেখা যায়। ৯। আদর্শে 'ভগিবতির'। বি-ভাগবত পুবান। ভ-নিববধি মুনি আমি ভাগবত পুরান। ১০, ১১। এই দুই পঙ্‌ক্তি বি- পুঁথিতে নেই। ভাগমান—ভাগ্যবান। এখানে ভাগ্যবতী অর্থে। ১২। আদর্শে 'নিজ'। ভ-দ্রিজ। বি-দ্বিজ। দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ গুরু সঠিক শব্দ। ১৩। আ: 'প্রত্যেক কালে ছরদা করি হস্তে দিল খড়ি।' ভ-প্রাতেক কালে প্রিতিদিনে হশ্‌তে করি খড়ি। বি-প্রাতঃকালে স্নান করি হস্তে লইলাম খড়ি। আলোচ্য পাণ্ডুলিপির পাঠ দুর্বোধ্য। 'ছরদা' শব্দকে শ্রদ্ধার বিকৃত রূপ ধরলে এবং 'দিল' স্থানে নিলাম শব্দ ধরলে কিছুটা অর্থবোধক হয়। ভ-পুঁথির পাঠে কিছু অর্থ-সঙ্গতি আছে। তিন পাঠ মিলায়ে বর্ত্তমান পাঠ। ১৪। ভ-জাই গুরুদেবের বাড়ি। বি-জাই দ্বিজগুরুর বাড়ী।

এহি রূপে[১] শাস্ত্র পড়ি গুরুর পাঠশালে।
উদএ[২] হইল গুরু আমার কপালে॥
গুরুর বাড়িতে যাই[৩] শাস্ত্র পড়িতে।
দৈবযোগে দেখা হইল যতি গোর্খের সাথে॥
অপূর্ব গমনে নাথ যাএ শূন্যপথে[৪]।
আমার রূপ দেখি নাথ লাগিল কহিতে॥
গুরু বলে কন্যার রূপের বালাই[৫] লয়া যাই।
এমত সুন্দর রূপ[৬] কভু দেখি নাই॥
হাতে পদ্ম পাএ পদ্ম কপালে রত্ন জ্বলে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন ঝলমল করে॥[৭]
করতলে পদ্মফুল নক্ষ[৮] চাম্পা কলি।
অপরূপ দেখি যেন চন্দ্রের পুতুলি।[৯]
ব্যাখ্যা করিয়া নাথ[১০] লাগিল কহিতে॥
এমত কন্যা যাবে যমের পুরিতে॥[১১]
গুরু কহিল আমি[১২] খ্যাতি রাখিব।
নিজনাম দিয়া কন্যাক অমর করিব॥
এতেক ভাবিয়া নাথ আপনার চিত্তে।[১৩]
শূন্যপথ ছাড়ি নাথ দাঁড়াইল রাজপথে॥[১৪]
পরিধানে আছিল নাথের তাম্বার[১৫] কপাটি।
ভূষণ আছে তার কর্ণে কর্ণপাটি॥[১৬]

১। আদর্শে এহীমনে ''। ভ-এহিরূপে। বি-এইরূপে। ২। আদর্শে 'সদাএ'। ভ-উদএ। বি-উদয়। ৩। ভ-গুরুর বাড়ী জাই আমি। বি-ঐ। ৪। আদর্শে 'ষুন্যপথে'। ভ-শর্গ পথে। ৫। আদর্শে 'রূপের বালাই নাই'। ভ-রূপের বালাই নৈঞা জাই। বি- রূপেব বালাই যাই। ৬। ভ-রূপ। বি-এমন সুন্দর রূপ। আদর্শে 'কন্যা' ৭। আদর্শে 'পুন্নিমার'। ভ-নির্ম্মল শরিব জেন কুখিল ছুঞাবে। বি-এমন সুন্দব কুমারী শবীর নির্ম্মলে। আলোচ্য পুঁথির পাঠ উত্তম। ৮। আদর্শে 'পদ্দ'। নক্ষ—নখ। বি-নখ। ভ-যেন। হাত পদ্মের মত আর নখ চাঁপাফুলের কলির মত। ৯। ভ-উদএ দেখি জেন চিত্রেব পুথ্যলি। বি-রূপ দেখি যেন আমি চন্দ্রের পুতুলী। ১০। আদর্শে 'ব্যাক্ষিৎ করিয়া রূপ'। ভ-নাথ। বি-রূপের করিযা ব্যাখ্যা লাগিল কহিতে। ১১। ভ-এতো সুন্দর বাল্যোক জাবে জমের পরিতে। বি-এমন বালক যাবে জমেব পবীতে। বালিকা অর্থে বালক শব্দের ব্যবহার পুঁথির সর্বত্রই দেখা যায়। ১২। ভ-সজশারে। বি-আজ নাম খিয়াতেক। ১৩। ভ-এই পদ নেই। ১৪। আদর্শে 'ষুণ্যপথ'। বি-রথ হইতে দাঁড়াইল নাথ রাজপথে। এই পদের পরে ভ-পুঁথিতে একটি অতিরিক্ত পদ আছে। যথা: শরিরের তেজ গেল সুর্জ্য শতে শতে। ১৫। ভ-কপিন করপাটি। বি-পুরুন আছিল নাথের তাম্রের পতি। করপাটি, কপাটি, কপিন—কৌপিন বা লেংটি জাতীয় বস্ত্র। কিন্তু 'তাম্বার' শব্দের অর্থ কি? কৌপিন তাম্রবর্ণের হতে পারে কিন্তু তাম্রের হতে পারেনা। ১৬। বি- আছিল দর্শনে নাথের কর্ণে দিল মোতি। ভ- 'তার' স্থলে আর। আদর্শে 'ভুসন আছেন তার কর্ণ্যে কর্ণ পাটি'।

মস্তক মুণ্ডিত[১] নাথের মুখে চাপদাড়ি।
পাএ[২] সোনার খড়ম হাতে সোনার নড়ি॥
গলাতে দেখিনু তাহার অমর[৩] মেখলি।
সিংহনাদ[৪] আছে আর বগলে বগলী॥
রুদ্রাক্ষ ভদ্রাক্ষ[৫] মালা গলেতে শোভন।[৬]
কপালে চন্দনেব ফোটা মুখেতে ভুসন॥[৭]
যুগীরূপ দেখিয়া মনে না ভাবিনু[৮] আন।
গলাতে বসন দিয়া নাথেক কবিনু প্রণাম॥
জোড় হস্তে গুরুদেবেব[৯] বন্দিনু চবণ।
দেখিয়া হইল তুষ্ট গুরু মহাজন॥
নাথে বলে কন্যাব[১০] আছে ধর্মজ্ঞান অতি।
ফকির[১১] দেখিয়া কবে এতেক ভকতি॥
অল্প বএস কন্যা[র] বুদ্ধি[১২] ভারিপূর।
বুঝিব কন্যাব মন আছে কতদূর॥
এতেক ভাবিয়া নাথ আপনাব চিত্তে।
প্রবন্ধ কবিয়া নাথ লাগিল কহিতে॥
গুরু বলে বাছা শুন আমাব ঠাঁই।
সপ্তদিন হইল আমি কিছু খাই নাই॥
যদি আমাব তবে করাহ ভোজন।
আশীর্বাদ কবিব বাছা নাহবে মরণ॥
গুরুব বচন[১৩] যদি এতেক শুনিনু।
গুরুক লইয়া মুঞি নিজ গৃহে গেনু॥[১৪]
ফুল টঙ্গিতে দিনু বসিতে আসন।[১৫]
ভৃঙ্গারেব জলে নাথেব ধোওযানু[১৬] চবণ॥

১। আদর্শে 'মণ্ডলে'। ভ-মণ্ডল। বি-মুখেতে আছিল নাথেব পরিপক্ক দাড়ি। মণ্ডল বা মুণ্ডল শব্দ অর্থহীন। খুব সম্ভব মণ্ডিত শব্দ ছিল। ২। ভ-চরণে। ৩। ভ-ইথোর মেখিলি। বি-গলায় দেখিনু তার ভাঙ্গ ধুতুরার ঝুলি। বি-পুথির পাঠ মনগড়া। ভ-পুঁথির 'ইথোর মেখিলি' শব্দের মিল আলোচ্য পুথির 'অমর মেখলিতে' দেখা যায়। (টীকা দ্রঃ) ৪। শিঙ্গা—সাধু-সন্ন্যাসী এবং গো-বৈদ্যদের শিঙ্গার ব্যবহার আমি ছোট বেলায় দেখেছি। ৫। আ'-উদ্রক যুদ্রক'। ভ-উদ্রাক্ষ ভজাক্ষ। বি-রুদ্রাক্ষ ভদ্রাক্ষ। ৬। আদর্শে 'সুবণ্ন্য'। ভ-শোভন। বি-ঐ। ৭। ভসন—ভস্ম। বি-এই পদ নেই। ৮। ভ-করিনু। ৯। আদর্শে 'দেবোক'। ভ-দেবের। বি ঐ। ১০। আদর্শে 'কন্যা বড়'। ভ-কন্যার আছে। বি-কন্যা ধর্মজ্ঞান অতি। ১১। বি-অতিত। ১২। ভ-ধর্ম্ম পরিপুর। বি-বুদ্ধির সাগর। ১৩। বি-গুরুর চরণে। ১৪। বি-গুরু সঙ্গে লয়ে আমি নিজ গৃহে গেনু। ভ-এইপদ নেই। ১৫। ভ-ফুলটাঙ্গির মধ্যে নাথেক আনিঞা বৈশানু। ১৬। ভ-চরণ ধোলাইনু।

দুইখানি পদ[১] গুরুর মোছাইয়া[২] কেশে।
[৩]অন্ন আনিতে গেনু[৪] মনের হরিষে॥
সুবর্ণের থালিখানি অম্বলে মাঞ্জিয়া।[৫]
গঙ্গার জলে লইনু এক[৬] ভৃঙ্গার ভরিয়া॥
আতপ চাউলের অন্ন[৭] থালেতে ভরিনু।
বার বছবকার শুকুতা[৮] নিম তাতে মিশাইনু॥
সেই অন্ন ব্যঞ্জন বাছা থালেতে রাখিয়া।
খোওয়া দুগ্ধ[৯] লইলাম বাছা কোটরা পুবাইয়া॥
আর থালে ছাপাইয়া[১০] লইনু জোড় হাতে।
ভক্তি করি দিনু আনি গুরুর সাক্ষাতে॥
থাল ঘুচাইয়া[১২] গুরু করিল নযর।
দেখিয়া হরিষ[১৩] হইল গুরু হরিহর॥
হুশব্দ করিয়া গুরু হুহুঙ্কার ছাড়িল।[১৪]
থাল হৈতে অন্ন[১৫] ব্যঞ্জন[১৬] শূন্যে উড়াইল॥
নাহি জানি অন্ন ব্যঞ্জন গেল কোন স্থানে।[১৭]
দুগ্ধ পান করিল[১৮] নাথ দেখিনু নঞানে॥
সিদ্ধা মহন্ত যুগি পান[১৯] নাহি খাএ।
পানের[২০] বদলে তারা হরিতকী[২১] চাবাএ॥
হবিতকী আনিয়া দিনু গোটা পাঁচ সাত।
দেখিয়া আনন্দ হইল যতি গোর্খনাথ॥
দস্ত[২২] ধরি গুরু দেব বসাইল[২৩] সামনে।
এক নামের চৌদ্দভেদ শুনাইল[২৪] কানে॥

১। ভ-পদুকা। বি-পাদুকা। ২। ভ কেশেত মুছিনু। বি-মুছাইনু কেশে। ৩। এই পদের আগে ভ-পুথিতে একটি অতিবিক্ত পদ আছে। যথাঃ-শেবা কবিয়া নাথেক জত্যনে বাখিনু। ৪। ভ-মোনে হরিশে চলিনু। ৫। আদর্শে 'রম্বলে'। বি-আমরুলে। ভ-অম্বলে। ৬। আদর্শে 'তখন'। ভ-এক। বি-ঐ। ৭। ভ-অর্ণ্নে থাল ভবিনু। ৮। ভ-মুকুতা তাথে নিম মিশাইনু। বি-বাব বছবেব ভোজন তাতে সাজাইনু। ৯। 'খোওা দগ্ধ—শুষ্ক ক্ষীব, গাড় দগ্ধ' —ভট্টশালী। ১০। ভ-ছাপা দিয়া। ছাপাইয়া— ঢেকে। ১১। আদর্শে 'দিন'। ভ-দিনু। বি-ঐ। ১২। বি-সরাইয়া। ১৩। বি-আনন্দ। ১৪। ভ-হুঙ্কার শবেদ নাথ হুঙ্কাব ছাড়িল। ১৫। আদর্শে 'বর্ণ্য'। ১৬। আদর্শে 'অন্তরধ্যান হইল'। ভ-ঘুর্ণ্নে উড়াইল। বি-শূন্যে উড়াইল। ১৭। বি-ঠাই। ১৮। ভ দুর্ব্বার করিল নাথ। ১৯। আদর্শে 'পানি'। ভ-পান। বি-ঐ। ২০। আদর্শে 'পানির'। ভ-পানের। বি-ঐ। ২১। আদর্শে 'হরত্যাগি'। ভ-গৃহীত পাঠ। বি-ঐ। ২২। ভ-হস্ত। বি-হস্তে। দস্ত—হস্ত, হাত। (ফা দাস্‌ত্)। ২৩। বি-সাক্ষাতে বসাইল। ২৪। আদর্শে 'চারিভেদ'। ভ-এক নামে চৌদ্ধবেদ। বি-একনামে চৌদ্দবেদ। তন্ত্রশাস্ত্রমতে দেহের মধ্যে চৌদ্দ ভুবন আছে। কিন্তু বেদের সংখ্যা ত চার। এখানে বেদ না হয়ে ভেদ হবে বলে মনে হয়।

নাম ব্রহ্ম[১] শুনি তখন শূন্যেত উড়িনু।
চতুর্বদশ ভুবন[২] বাছা পলকে দেখিনু।।
থাপা দিয়া গুরুদেব ধবিল[৩] বাম হাতে।
গৃধিনী আসনে নাথ বসাইল সাক্ষাতে।।[৪]
এক অক্ষবে[৫] তিন নাম[৬] সর্ব নামেব সাব।
সেহিনাম ব্রহ্ম জ্ঞান[৭] শুনাল তিনবার।।
এক নামে অনন্ত নাম অনন্ত[৮] এক হএ।
সেইতো অজপা[৯] নাম গুরুদেবে কএ।।
এহি নাম জপিহ[১০] বাছা আসন[১১] কবিয়া।
কি কবিতে পাবে যম আপনে আসিয়া।।
আসনে বসিয়া নাম জপিনু[১২] সাক্ষাতে।
ভঙ্গ দিল[১৩] জবা মৃত্যু কাল যম দূতে।।
যোগ আসনে যখন সাধিনু নিজনাম।
গুরুদেবে বলে বাছা সিদ্ধি[১৪] হইল কাম।।
আশীর্বাদ দিল আমাক গুরু হবিহব।[১৫]
আব মবণ নাহি[১৬] বাছা চাইব যোগ ভিতব।।
আশীর্বাদ দিয়া নাথ পুছিল আববাব।
সেবক হইলা বাছা কি নাম তোমাব।।
গলে বসন দিয়া [গুরুক] কবিনু প্রণাম।
গুরুব চবণে কৈনু আপনাব নাম।।[১৭]

১। আদর্শে 'ব্রহ্মা'। ভ-ব্রহ্ম। বি-ব্রহ্ম নাম পায়ে। ২। ভ—চৌদ্যভুবন। বি—চতুর্থ ভবন। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ, সত্য, এই সাত স্বর্গ এবং অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতল—এই সপ্ত পাতাল নিয়ে চৌদ্দভবন। তন্ত্র শাস্ত্র মতে দেহের মধ্যেও 'চতুর্দশ ভুবন আছে'। (১৪৯ পৃঃ পাদটীকা দ্রঃ), ৩। আদর্শে 'গুরু দেবোক ধরিনু'। ভ এবং বি-গৃহীত পাঠ। ৪। আদর্শে 'গিরিনি আসনে গুরুক বসানু সাক্ষ্যাতে'। ভ—গৃহীত পাঠ। বি—জ্ঞান আসনে নাথ বসাইল সাক্ষাতে। গৃধিনী আসন—তন্ত্র শাস্ত্রের বিভিন্ন আসনের মধ্যে একটি। ৫। আদর্শে 'অক্ষর'। ভ-অক্ষরে। বি-ঐ। ৬। এক অক্ষরে তিন নাম—প্রণব। অ+উ+ম। ৭। ভ—শেহি ব্রহ্ম নাম গুরু। বি-সেই নাম কর্ণে শুনাইল গুরু হরিহর। ৮। ভ-অনন্তে। বি-নাম অন্ত হয়। ৯। আদর্শে 'অজুকা'। বি-অনন্ত। ভ-অজপা। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস-দ্বারা সাধ্য 'হং সঃ' মন্ত্র। ১০। আদর্শে 'যপিয়া'। ভ-জপিহ। বি—জপিও। ১১। আদর্শে 'আসোন'। বি—আসন। ভ—আশোন। ১২। বি—সাধিলে। ১৩। বি—দিবে। ১৪। বি—সিদ্ধি মনস্কাম। ১৫। ভ—আশিব্যাদ দিল আমাক গুরু হরিহর। বি-ঐ। আদর্শে 'আসির্ব্বাদ দিয়া কহিল গুরু হরিহর'। ১৬। বি—না হইবে। ১৭। আদর্শে 'কহিলাম নামের কথা গুরুর বির্দ্দমান'। ভ—গুরুর চরনে কহিনু আপনার নাম। বি—গুরুর চরণে কৈনু আপনার নাম।

পিতাএ রাখিল নাম ষুভঙ্গবা[১] রাই।
ধরিনু তোমাব চবণ যেবা নাম পাই॥[২]
গুরু বলেন বাছা শুনহ আমাব ঠাঁই।
যোগ পথে হইল[৩] নাম মঞ্চেনামতী বাই॥
পুনবপি নিবেদিলাম গুরুব চবণে।[৪]
বিভা হইবে আমাব কোন বা বাজাব সনে॥
গুরু বলে বাছা[৫] কি কথা কহিলু।
যোগান্ত সাধিযা কেন বিভাব নাম নিলু॥[৬]
এহি বাজ্যে আছে[৭] [নাম] মৃকুল সহব।
ধাইত চন্দ্র[৮] নামে [এক] ছিল বাজ্যেশ্বর॥
তাহাব পুত্র ছিল নাম নেপাল চন্দ্র।[৯]
তাহাব পুত্র স্বরূপচন্দ্র[১০] বিধাতার নিববন্ধ॥
তাহাব এক পুত্র আছে নাম[১১] মানিকচন্দ্র।
তাহাব সঙ্গে[১২] হবে তোমাব বিভাব সম্বন্ধ॥
মানিক চন্দ্রেব সঙ্গে বিভা হইবে তোমার।[১৩]
সংসাবের বাসনা কিছু না হবে শৃঙ্গাব।[১৪]
এত শুনি নিবেদিনু হইয়া ব্যাকুল।[১৫]
যদি পুত্র না হইবে বিভাব[১৬] কিবা ফল॥

১। ভ—ষুবুদ্ধিতারাই। বি—সুবদনীবাই। ভবানীদাসেব পুঁথিতে 'শিশুমতি আই'। ২। ভ—অখন ভজিনু গুরু জেবা নাম পাই। বি—ধবিলে গুরুব চবণ যেবা নাম পাই। ৩। বি—নাম তোমার। ৪। আদর্শে 'পঙ্করূপ দেবগন গুরুর চরনে'। এই পাঠ অর্থহীন। বি—শুন নিবেদন করি গুরুব চরণে। ভ—পনরপি নিবেদিলাম গুরুর চরনে। এই পাঠই সঙ্গত। ৫। ভ—গুরুজম বোলে। ৬। ভ—জোগ ধর্ম্ম সাধি কেন বিভার নাম নৈলে। বি—যোগপদ সাধিয়া বাছা বিভা নাম নিলে। ৭। ভ—ছিল বাজা। বি—আছে নাম। ৮। ভ—ধড়াইচন্দ্র। বি—বাইলচন্দ্র। ৯। ভ—নেপালচন্দ। বি-পালচন্দ্র। ১০। ভ—শরূপচন্দ্র। বি—রূকচন্দ্র। ১১। বি—তাহার ঘরে পুত্র আছিল। কবি দুর্লভ মল্লিকের পুথি মতে:

'সুবর্ণ চন্দ্র মহারাজ ধাড়িচন্দ্র পিতা। তার পুত্র মানিকচন্দ্র শুন তার কথা॥'—৬৩ পৃষ্ঠা। ১২। ভ—ঘরে। ১৩। বি—মানিকচন্দ্রের বিভা হবে তোমার সনে। ১৪। বি—শৃঙ্গার বাসনা তোমার না রহিবে মনে। ১৫। আদর্শে 'এতষুনি নিবেদন হইল বি্কল'। বি—এতশুনি নিবেদিনু হইয়া ব্যাকুল। ভ—এতষুনি ব্যাকুল হইয়া নিবেদি পদতলে। ১৬। ভ—শংশারের মৈদ্ধে জর্ম্ম হইল নিশ্ফল। বি—বিভাতে কিবা ফল।

সেবক করিয়া তুমি[১] হইলে নিষ্ঠুর।
বালক না হবে[২] যদি হইব হাটকুর[৩]॥
নিবেদন শুনিয়া গুরু কহিল হরিহর।
এক পুত্র হইবে তোমার[৪] আমি দিলাম বর।
স্বামীব শেষ পুত্র তুমি করিও ভক্ষণ।[৫]
তাহাতে[৬] হইবে তোমার গর্ভের স্বজন॥
গুপিচন্দ্র নামে পুত্র হইবে তোমার।
১৮ বছব প্রমাই হইবে তাহার॥[৭]
১৮ বছব যখন হইবে বালক।
তখনি কবাইবা বালক[৮] হাডিফাব সেবক॥
যখন সেবিবে[৯] বালক হাডিফাব চবণ।
বাড়িবে প্রমাত্রি তাহার[১০] না হবে মবণ॥
এ সকল কথা কহিল[১১] গুরু মহাজন।
আশীর্বাদ দিয়া গুরু কবিল গমন॥
মুনি বলে বাছা তুমি শুন বাজাব সুত[১২]।
আমাব গুরুব নাম গোর্খ অবধূত[১৩]॥
তুমি হইয়াছিলা যতি গোর্খেব বরে।[১৪]
দশ মাস দশ দিন বাখিয়াছি[১৫] উদবে॥
তোমাকে কহিলাম বাছা সব[১৬] বিবরণ।
হাডিফাব চবণ সেব না হবে মবণ॥
ছাড বাছা বাজ্যপাট কিছু[১৭] নহে সাব।
গুরু বিনে সংসারে[১৮] কে করে নিস্তাব॥

১। আদর্শে পুত্র না হইবে নিষ্ঠুব'। ভ—তুমি হইলে নিশ্‌ঠুব। বি—গুরু হইলে নিষ্ঠুব। ২। ভ—বাল্যোক নহিলে কোলে। ৩। ভ—হাটকুর। বি—আটকুব। হাট্‌কুব, আটকুড়—হতকুল, আঁটকুড়া। ৪। বি—হবে মুনি। ৫। ভ—শ্যামি বশ শেশ পুত্র করিহ ভক্ষণ। বি—এই পদ নেই। বর্তমান বা ভ—পুঁথির পাঠের কোন অর্থ হয়না। ভট্টশালী অথ করেছেন, 'স্বামীব শেষ বযসে তোমার পুত্র হইবে'। ভট্টশালীর পাঠে 'পুত্র' শব্দ না থাকলে এবং স্বামীব শেষ বযসেব বীর্যকে ('রস) ভক্ষণ করলে ময়না গর্ভবতী হবে—এই অর্থ ধরা যেত্রে। বোধহয় এমন একটা পাঠই ছিল। ৬। ভ—তাঁহা হৈতে হৈবে। বি-শৃঙ্গার স্বামী বিনে হবে গর্ভের সঞ্চার। ৭। বি—এই পদ নেই। ৮। বি—বালকে করাবে তখন। ৯। ভ—ভজিবে। বি—তখন সেবিবে গুরু। ১০। ভ—তখন। বি—আব। ১১। ভ—কহিয়া এশব কথা। বি—কহিল সকল কথা। ১২। আদর্শে 'আমার পুত'। ভ—রাজার ষুত। বি- রাজাপুত্র সুত। ১৩। আদর্শে 'অদভুত'। ভ-গোরেক্ষ অপধুত। বি—গোর্খ অবধূত; ১৪। বি—তুমি যদি হইলে বাছা গোর্খের বরে। ১৫। আ—আখিয়াছি। র—বিলোপে। ভ—ধরিলাম। বি—ধরিণু। ১৬। ভ—তৎ এ বচন। বি- তত্ববচন ১৭। আদর্শে 'কেহ'। ভ-কিছু। বি-ঐ। ১৮। ভ-শঙ্কশারে কে করিবে পার। বি-পৃথিবীতে নাহিক নিস্তার।

ছাড় বাছা রাজ্যপাট[১] মুখে মাখ ছাই।
মাএ পুত্রে যুগী হইয়া চাইর যুগ বেড়াই ।।
শুনিঞা মাএর কথা প্রণাম করিল।
পুনবপি[২] ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল।।

বাজা বলে শুন মাও মএনা মতী রাই।
আব এক[৩] নিবেদন চরণে জানাই।।
উচিত কহিব[৪] মাও মোর দোষ নাঞি
ক্রোধ হএযা দেও গালি[৫] বাপুর দোহাই ।।[৬]
তুমি এমত জ্ঞানী মাও ছিলা বাপুর ঘরে।[৭]
তুমি থাকিতে মাও[৮] বাপ কেন মরে ।।
এহি সকল কথা মাও শুনিবার চাই।
নিশ্চয হইব যুগী কোন[৯] চিন্তা নাই ।।

যেহি মাত্র[১০] গুপি চন্দ্র যুগী হইতে চাইল।
পুত্রেব কথা শুনি মুনি স্বর্গ হাতে পাইল ।।
বাহু পসাবিযা মুনি পুত্র নিল কোলে।
লক্ষে লক্ষ চুম্ব[১১] দিল বদন কমলে ।।
মুনি বলে সেহি কথা কহিব তোমাবে।[১২]
যে রূপে তোমার পিতা গেল যম ঘবে ।।
যখন হইল বাছা এ[১৩] পঞ্চ বৎসব।
বিভাহ কবিল তোমাব পিতা বাজ্যেশ্বব ।।[১৪]

---

১। আদর্শে 'শ্রিরিব আস'। ভ-বাজ্যপাট। বি—রাজ্যপাট। পববর্তী পদের পবে ভ-পুঁথিতেদুটি অতিবিক্ত পদ আছে। যথাঃ-ছাড় বাছা রাজ্যপাট কিছু নহে শার। গুরু বিনে শঙ্গশাবে কে করিবে পার ।। ২। ভ-পুনরপি বি-পুনর্ব্বার। ৩। আদর্শে 'আব কিছু'। ভ-এক নিবেদন। বি--আব এক নিবেদন। ৪। বি--কথা দোষ কিছু নাই। ৫। আদর্শে 'নারি'। ভ-কালি। বি-গালি। ৬। ভ-ক্রোর্দ্ধে কালি দেহ যদি বাবাব দোহাই। বি-ক্রোধ করিয়া গালি দাও বাবার দোহাই।।

৭। ভ-এমোন গ্যানি ছিলে তুমি বাপু বাজাব ঘরে। বি-এমন জ্ঞানী মা ছিলে বাপের ঘরে। ৮। ভ-মোব বাপ। বি-কেনে আমার বাবা মরে। ৯। ভ-মোনে কিছু নাঞি। বি--মনে কিছু নাই। আদর্শে 'নির্চ্ছয়ে হইবো যুগি'। ১০। আদর্শে 'যেনমাএ'। ভ-জেহিমাত্র। বি-যেই মাএ। ১১। ভ-লৈক্ষেং চুম্ব্য। বি-লক্ষলক্ষ চুম্ব। ১২। ভ-মুনি বোলে শুন বাছা কহিব তোমারে। বি-মুনি বলে বাছা কহি তোমার তবে। ১৩। ভ-পঞ্চএ বছ্যংর। বি-যখন বয়স আমার হৈল পঞ্চ বৎসর। ১৪। ভ-রাজেশ্বর। ১৫। বি-জ্ঞান দিয়া গুরুদেব করিল অমর। আদর্শে আঃ 'আজের্জশ্বর'। এই পদেব পরে শুধু বি-পুঁথিতে দুটি অতিরিক্ত পদ আছে। যথা:-

যখন হইলাম আমি সপ্ত বৎসর। বিবাহ করিল তোমার পিতা রাজেশ্বর ।।

বিভার বাসরে [বাছা][১] ধিয়ানেবসিনু।
স্বর্গ মত পাতাল বাছা সকলি[২], গণিনু॥
লতাতৃণ বাদ বিন্যি সকলি দেখিনু।[৩]
তোমার পিতার প্রমাই ১৬ বছর পাইনু॥[৪]
১৬ বছর[৫] প্রমাই রাজার পাইনু প্রতেক।[৬]
যোগ ধ্যানে বাছিয়া থুইলাম বছর শতেক॥[৭]
তোমার পিতাক কহিলাম জ্ঞান সাধিবার।[৮]
স্ত্রী বলিয়া অল্প জ্ঞান হইল রাজার॥[৯]
স্ত্রীর সেবক[১০] হএ [সেই] পুরুষ বরবর।
সভাতে[১১] বসিয়া স্ত্রীক[১২] করিব আদর॥
সংসাব জিনিঞা যদি স্ত্রী হএ জ্ঞানী।
স্ত্রীর সেবক হএ[১৩] স্বামী কোন[১৪] শাস্ত্রে শুনি॥
স্ত্রীর সেবক হয়া[১৫] মান করিব বিনাশ।
সকল সংসারে আমাক করিবে উপহাস॥
এহিত সংসারের মধ্যে আছে যত লোক।
কোন পুরুষ হইয়াছে নারীর সেবক॥
জন্মিলে মরণ আছে সর্ব্ব শাস্ত্রে কএ।
আমি হইব স্ত্রীর সেবক মরণের ভএ॥[১৬]
তোমার পিতা বলে আমি প্রাণে যদি মরি।
তবুত[১৭] স্ত্রীর[১৮] সেবক হইতে নাহি পারি॥
এতেক[১৯] কহিয়া রাজা করে অহঙ্কার
তকারণে গেল রাজা যমের দুয়ার॥

---

১। আদর্শে 'বিভার রাত্রে বাসরে'। ভ।-বিভার বাশোরে বাছা। বি-বিভার বাসরে আমি। ২। ভ-পর্ল্যকে। বি-সকল। ৩। ভ-লতা তির্ন্ন বাদ্য বারন শকল গণিনু। বি-তোমার পিতার প্রমাই গুনিনু সকল। ৪। ভ-শোর্ল্ল বছ২র পরমাঞ্রি তোমার পিতার গণিয়া পাইনু। বি-তোমার পিতার প্রমাই বৎসর ষোল। ৫। বি-রাজার প্রমাই বাছা। ৬। প্রতেক—প্রত্যক্ষ। বি-পরতেক। ৭। ভ-যোগ পথে রাখিনু তাখে বছ২র শতেক। বি-যোগ বলে রাখিয়াছিলাম বৎসর শতেক। ৮। ভ-শাধিবারে। ৯। ভ-শ্রী বলি রাজা মোখে অল্পগ্যান করে। বি-স্ত্রী বলিয়া রাজা আমাক করে অস্বীকার। ১০। ভ-হব আমি হইয়া পুরুশবর। ১১। ভ-শভাতে। বি-ঐ আদর্শে 'সবাতে'। মহাপ্রান বর্ণস্থলে অল্পপ্রান বর্ণের অপপ্রয়োগ খুব সম্ভব লিপিকর-প্রমাদে। ১২। ভ-স্ত্রীকে। বি-স্ত্রীর। স্ত্রীক-কর্মকারকে কে পুঁথির প্রায় সর্বত্রই ক। ১৩। ভ-পুরুশ হএ। ১৪। বি-শাস্ত্রে নাহি শুনি। ১৫। ভ-আমি করিব বিনাশ। বি-করিব বিনাস। বর্ত্তমান পুঁথির পাঠ উত্তম। ১৬। বি-আমি রাজা যোগী হব যমরাজার ভয়। ভ-নারির শেবোক ১৭। আদর্শে 'তবে নাহি'। ভ-তভুত। বি-তবেত। ১৮। ভ-নারির। আদর্শে 'তবে নাহি স্ত্রিরির সেবক হৈতে নাহি পারি। ১৯। বি-এহি।

## গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস

শুন বাছা গুপিচন্দ্র যোগের কাহিনী।
বাইন[১] শুদ্ধ হইলে নৌকা না লইবে পানি ॥
খাকের খুটি নৌকার টাটী আবের গড়া।[২]
পবনে গুণ টানে নৌকা আতসের মোড়া ॥[৩]
অসারের সার করি কেন[৪] রহিলি ভুলি।[৫]
মরিলে খাইবে মাংস শকুন শৃগালি ॥[৬]
কাক কাণ্ডারী নাএর শকুন ভাণ্ডারী।
শৃগালে বলেন আমি নাএর অধিকারী ॥[৭]
দুইখানি চৌউর[৮] নাএর বৈঠা[৯] দুইখানি।
ভমরা গোফাতে[১০] বৈসে আছে নৌকার দেয়ানি ॥
পাঁচ পণ্ডিত লয়া মনুবাই বৈসে হৃদয়[১১]।
জ্ঞান সাধ ধ্যান কর পাইবা পরিচয় ॥[১২]
কাণ্ডারী থাকিতে কেন যাএ অন্যঘাটে।
বাছিয়া লাগাও নৌকা নিরাঞ্জনের[১৩] ঘাটে ॥

---

১। আদর্শে 'গ্যান'। বি-বাইন। ভ-বাইল যুদ্ধ হইলে তার নৌকা না ছোএ পানী। নৌকার বাইন—নৌকার বুনানি বা গাঁথুনি। তক্তার জোড়মুখ। লোহার পাতলা 'পাতাম' দিয়ে নৌকীর 'বাইন' দেওয়া হয়। দেহ-নৌকার 'বাইন' যদি শুদ্ধ হয় তবে প্রবৃত্তিরূপ পানি এসে তাকে ডুবিয়ে দিতে পারেনা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কামনা-বাসনা হচ্ছে পানি। ২, ৩। ভ-খাকের খাটি পাটি বাছা নৌকা আবের গড়া। বি-খাকের খাটি মাটি বাছা খাকের আবর।

পবনে গু ন টানে আতোশের মোড়া ॥ পবনেতে গুনটানে নৌকায় এত জোর ॥

সুফিমতে আব (পানি)।, আতস (অগ্নি), খাক্ (মাটি), বাত (বায়ু) এই চারি চিজে মানবদেহ সৃষ্টি। এখানে দেহ-নৌকার খুটি হচ্ছে খাকের (মাটির), টাটি অথাৎ বেড়া য়া আবরন হচ্ছে আবেব (পানির)। দেহরূপ নৌকা অগ্নি-দ্বারা মোড়া অর্থ্যাৎ আবৃত বা বেষ্টিত এবং বাত অর্থাৎ পবন (মন-পবন) তাকে চালিয়ে নিয়ে যায়। ৪। বি-অসার সার কবিলে বাছা কামিনীর কোলে। ৫, ৬। নশ্বর এ দেহকে সার মনে করে কেন ভুলে রইলে? এই দেহ মরে যাওয়ার পর শৃগাল এবং শকুন দ্বারা ভক্ষিত হবে। ৭। আদর্শে 'কাণ্ডারী'। ভ-অধিকারি। বি-ঐ। সাধারণ অর্থে মরে যাওয়ার পর কাক, শকুন এবং শৃগাল এই দেহকে ভক্ষণ করবে। কাক, শৃগাল এবং শকুন যথাক্রমে দেহের কাণ্ডারী, ভাণ্ডারী (রসদ সববরাহকারী) এবং অধিকাবী। যোগের ভাষায় কাক, শকুন এবং শৃগালকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য প্রবত্তি সমূহ বলে ধবা হয়েছে। দেহ (কায়া) যদি সাধনাব ফলে পরিশুদ্ধ না হয় তবে তা প্রবৃত্তি সমূহ দ্বারা ভক্ষিত অর্থাৎ বিনষ্ট হবে। ৮। ভ-চৌহড়। বি-চোহুড়। ৯। বি চৌহুড়। পূর্ব বঙ্গে লগি অর্থাৎ নৌকা ঠেলবার লম্বা বাঁশকে 'চৌউব' বা 'চৈইর' বলা হয়। যোগেব ভাষায় ইড়া-পিঙ্গলা (লসনা-রসনা) নাড়ীদ্বয় দেহ নৌকার "চৌউর' অথাৎ এরা দেহ নৌকাকে চালিয়ে নেয়। বৈঠাকেও একই অর্থে ধরা যেতে পারে। অথবা দেহ-নৌকার পা দুখানি চৌউর এবং হাত দুখানি বৈঠা। ১০। বি-ব্রহ্মকুণ্ডেতে। দেয়ানি—দেওয়ান। হিসাব নিকাশের মালিক। পরমাত্মা বা ধর্মকায়। ব্রহ্মকুণ্ড অথাৎ সহস্রারে বা উষ্ণীষ কমলে তাঁর অবস্থান। ১১। বি-বাঁয়ে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত নিয়ে জীবাত্মা অর্থাৎ বোধিচিত্তরূপ মনুরায়, হৃদয়ে অবস্থান করে। ১৩। নিরাঞ্জনের ঘাট—পরমাত্মা বা ধর্মকায়ের অবস্থান স্থল সহস্রার বা উষ্ণীষ কমল। তাকে শিবের ঘাটও বলা হয়ে থাকে।

নিরঞ্জনের ঘাট বাছা অমূল্য ভাণ্ডার।[১]
সেহি ঘাটে নাহি বাছা জমের অধিকার ॥[২]
নিরঞ্জনের বদলে [বাছা] গুরু[৩] পুশনি।
গুরুকে চিনিলে বাছা নিরঞ্জনকে চিনি ॥
দেহ মধ্যে গয়া গঙ্গা ত্রিপিনীর[৪] ঘাট।
তাতে স্নান করিয়া কর শ্রীকলার[৫] হাট ॥
শ্রীকলার হাটে বাছা কর বিকিকিনি।[৬]
বাছিয়া করোহ খরিদ অজপা[৭] নামের ধ্বনি ॥
মুখে জপ নিজ নাম শুন[৮] দুই কানে।
বিস্মরিলে নাম শুনাএ গুরুজনে।[৯]
কাঞ্চন মানিক বাছা আছে ভরপুর।[১০]
গুরুকে ভজিলে পাইবে আছে যতদূর ॥[১১]
সর্ব্ব দেব হইতে বাছা গুরুদেব বড়।
গুরু ভজ ধ্যান কর মায়ার জাল ছাড় ॥
মায়ার জাল বিষম জাল যমরাজের থানা।

---

১, ২। সাধনার ফলে সিদ্ধি লাভ করে সাধক যদি সহস্রাবে শিবের সঙ্গে শক্তির মিলন ঘটাতে পারে অর্থাৎ মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করতে পারে তবে তিনি অমর। ৩। ভ-পরিমানি। বি-গুরুকে যেবা মানে। পুশনি অর্থাৎ পুশনি অথবা ভ—পুঁথির পরিমানি শব্দের কোন অর্থ হয়না। পাঠে ভুল আছে মনে হয়। তবে পরবর্তী পদ সহ মোটামটি অর্থ দাঁড়ায় যে নিরঞ্জনের পরিবর্তে গুরুকে ভজন কবলেও চলবে। কারণ গুরুকে চিনতে পারলে নিরঞ্জন কেও চেনা যাবে। সহজিয়া বৌদ্ধএবং নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুর স্থান অতি উচ্চে। বিভিন্ন চর্যাগীতিতে গুরু-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। ভূমিকায় এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। ৪। ত্রিপিনির ঘাট—ত্রিবেণীর ঘাট। গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী নদীত্রয়েব (যোগের ভাষায় ইড়া-পিঙ্গলা সুষুম্না-অর্থাৎ ললনা-রসনা-অবধূতিকা নাড়ীত্রয়ের) মিলন স্থল। হিন্দু তন্ত্রমতে প্রবৃত্তির রাজ্য মূলাধার এবং বৌদ্ধতন্ত্রমতে নির্মানচক্র। (১৫৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রঃ) ৫। শ্রীকলার হাট—শ্যামদাসের মীনচেতনে শ্রীগোল্লাব হাট। শ্রীকলারহাট-এর অবস্থান খুব সম্ভব ব্রহ্মরন্ধ্রে। কবি শেখ মনসুরের 'সির্নামা'য় আছে:

'বাজায় বিয়াল্লিশ বাদ্য শ্রীগোলার হাটে। চৌকি রাখিলেন্তনিয়া ত্রিপিনীর ঘাটে ॥'—বা, সু, আ.শ. ৩০৪ পৃষ্ঠা। ইড়া-পিঙ্গলা রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কামনা বাসনাকে মধ্যনাড়ী সুষুম্নাব সঙ্গে মূলাধার চক্রে মিলিত এবং ঊর্ধ্বগামী করা হচেছ যোগ সাধনার প্রথম স্তর। সেইজন্য 'ত্রিপিনির ঘাটে' স্নান কবার অর্থাৎ কামনা-বাসনাকে ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। জীবাত্মা বা সংবৃত বোধিচিত্তকে পবিশুদ্ধ করার প্রথম স্তর পার হয়ে শ্রীকলার হাটে কেনা বেচা করে অজপা অর্থাৎ 'হংসঃ' গায়ত্রী মন্ত্রকে গ্রহণ করতে হয়। কামনা-বাসনার বিনিময়ে তাকে নিতে হয় বলে 'বিকি-কিনির' কথা বলা হয়েছে। ৬। বি-এইপদ নেই। ৭। আদর্শে 'অজুফা'। অজপা—হংসঃ মন্ত্র। ৮। ভ-মুখ জপ নিজ নাম শুন দুই কানে। বি-মুখে জপ নিজনাম দুই কর্ণে শুনি। আদর্শ মুখে জপিলে নাম মুনে'। ৯। ভ-বিশ অমৃত চিহ্ন চিহ্নিয়া মোহাজনে। বি-এই পদ নেই। ১০। ভ-কিছু মানিকে বাছা আছে পরিপুর। বি-পাঁচ মানিক আছে বাছা নৌকার ভিতর। ১১। ভ-গুরু ভজিলে বাছা পাবে জার জত মুল। বি-গুরুকে ভজিয়া কর রত্ন হস্তান্তর। কাঞ্চন মানিক এখানে সিদ্ধিলাভ বা মোক্ষলাভ। গুরুকে ভজন করলে সেই মাণিকের সন্ধান পাওয়া যাবে।

গৃহেতে থাকিলে বাছা যমে দিবে হানা ॥
হাড়িফার চরণ বাছা সেব দিবারাতি।
কি করিতে পারে তোমাক[১] যমের শকতি ॥
দুই লোচন [দেখ] জীবের[২] কিবা পশুপক্ষী।[৩]
জ্ঞান সাধ ধ্যান কর সর্ব্বলোমে[৪] চক্ষি ॥
ধ্যান করিলে দেব[গণ] হএ আজ্ঞাকারী।[৫]
জ্ঞানীর[৬] উপরে নাহি যমের অধিকারী ॥
আব আতস খাক বাত দিবাকর শশী।[৭]
তাবত[৮] থাকিতে পিণ্ড ছাড়ে গৃহবাসী ॥
মুনি বলে গুপিচন্দ্র কেনে হও[৯] আলা ভোলা।
হাড়িফার চরণ সেব[১০] না করিও হেলা ॥
ছাড় বাছা রাজ্যপাট[১১] মুখে মাখ ছাই।
মাএ পুত্রে যুগী হইয়া চাইর যুগ বেড়াই ॥
শুকুর মামুদে কহে ভাব নিজমনে।[১২]
রাজ্যপাট ছাড় রাজা মাএর বুঝানে ॥[১৩]
এতেক শুনিঞা রাজা কহে মাএর ঠাঁই।
নিশ্চয় হইব যুগী মনে কিছু নাই ॥
চাইর রাণীর স্থানে[১৪] আমি বিদাএ হইয়া আসি।
কাল প্রাতঃকালে[১৫] আমি হইব সন্ন্যাসী ॥

---

১। ভ-জম কি তান শকতি। বি-তোমাক যমের কি শকতি। ২। আদর্শে 'জিব'। ৩। আদর্শে পক্ষে''। ভ-দুই লোচন দেখ জিবের কিবা পষুপক্ষি। বি-দুই লোচন সর্ব্বজীবের কিবা পশু পক্ষ। ৪। আদর্শে 'সর্ব্ব নামের চক্ষে'। ভ-গ্যান শাধর্দ্ধান কর প্রতিলোমে চক্ষি। বি-জ্ঞান সাধন করে দেখ প্রতি লোমে চক্ষ। সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধকের প্রতি লোমই চক্ষুতে পরিণত হবে। ৫। সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধকের আজ্ঞা দেবগনও বহন করে। ৬। ভ-ধ্যানি গ্যানির। বি-জ্ঞানের। ৭। আব, আতস, খাক, বাত প্রভৃতি দেহের উপাদান সমূহ এবং ইড়া-পিঙ্গলা (রবি শশী) প্রভৃতি দেহে থাকা সত্বেও প্রাণ (পিণ্ডা) দেহ (গৃহবাস) ছেড়ে যাবে। সাধনার ফলে সিদ্ধিলাভ করে অমর না হতে পারলে মৃত্যুকে এড়ানো যাবেনা। ৮। আদর্শে 'তারাত'। ভ-তাবত। বি-বৃক্ষের তলে রহ বাছা ছাড় গৃহবাসী। এ পাঠ বি-পুঁথির অনেক পাঠের মত মনগড়া এবং অর্থহীন। ৯। ভ-হওভুলা। বি হইলে ভোলা। ১০। আদর্শে 'ভজ'। ভ-শেব। বি-সেব। ১১। আদর্শে 'আজপাট'। ১২, ১৩। ভ-আব্দুল ষুকুরে কহে ভাবিয়া নিজ মোনে। রাজ্য পাট ছাড় বাছা মাএর বুঝানে ॥ বি-সুকুর মামুদে ভণে ভাবি নিরাপ্তনে। রাজ্যপাট ছাড় বাছা মায়ের বজানে ॥ ১২। আদর্শে 'গোরি পার্ব্বতি কহে ভাব নিজ নাম'। ১৩ আদর্শে 'বুজান' ১৪। ভ-চারি রানির আগে। বি-যাই রানীর কাছে। ১৫। ভ-কালিকা বেহানে। বি-কল্য বিহানে। আঃ 'প্রতেক কালে'।

যখণ গুপিচন্দ্র রাজা যুগী[১] হইতে চাইল।
শুনিঞা মুনির মনে আনন্দ[২] হইল॥
মুনি বলে ক্ষেতুয়া আমার[৩] আজ্ঞা নিবে।
মহলে যাএ[৪] রাজা তার সঙ্গে জাবে॥
রাণীর [৫]মায়াতে রাজা ভুলিবে যখন।
উচিৎ কহিয়া[৬] বাছা বুঝাবে আপন[৭]॥
চারি রাণীর মায়া[৮] যদি পার ছাড়াইবার।
রাজ্যপাট যত দেখ সকলি তোমার॥
মুনির আদেশ[৯] ক্ষেতু শুনিঞা শ্রবণে[১০]।
গাড়ু[১১] হাতে যাএ ক্ষেতুগুপিচন্দ্রে সনে॥
গুপিচন্দ্র বসিল[১২] যায়া জোড় মন্দিরের ঘরে
রাণীকে কহিতে ক্ষেতু যাএ একাশুরে[১৩]॥
চারি বাণী খেলে পাশা হরষিত হয়া।
কহিতে লাগিল ক্ষেতু প্রণাম কবিয়া॥
চারি রাণী কিবা কর পালঙ্গে[১৪] বসিয়া।
দেখ গিয়া যাএ বাজা সন্ন্যাসী[১৫] হইয়া॥
ক্ষেতু বলেন তোমরা খেলা করো দূর।
যুগী হয়া যাএ তোমাব শিশেব[১৬] সিন্দুর।
শুনিঞা ক্ষেতুর[১৭] কথা চারি রাণী কান্দে।
বস্ত্র নাহি সম্বরে[১৮] বাণী কেশ নাহি বান্ধে॥
শুকুব মামুদে[১৯] কহে কান্দ অকারণ।
যে যেবা হইতে চাএ কপালেব লিখন॥[২০]

১। আদর্শে 'সন্ন্যাসি'। ভ-যুগি। বি-যুগী। ২। আদর্শে 'আনন্দিৎ'। বি-আনন্দ। ভ-আনন্দ বাড়িল। ৩। বি-আমার কথা লেও। ৪। বি-মহলে যাইবে গোপীচন্দ্র তার সঙ্গে যাও। ৫। আদর্শে 'মায়াকি দেখি'। ভ-মায়াতে। বি-ঐ। ৬। ভ-বলিয়া। ৭। ভ-আপনে। বি-তখন। ৮। আদর্ষে 'মায়াকী'। ভ-মায়া। বি-ঐ। ৯। আদর্শে 'আদেসে'। ভ-আদেশ। বি-ঐ। ১০। আদর্শে 'ছ্রবোনে'। ১১। বি-ঝারি।। ১২। আদর্শে 'বসে'। বি-বসিল। ভ-ঐ। জোড মন্দির—দোচালা ঘরেব মত তৈবী পবস্পর সংলগ্ন দুখানা মন্দিবেব অবস্থানের নিদর্শন প্রাচীন ভগ্নাবশেষের এখানে সেখানে এদেশে দেখা যায়। ১৩। আদর্শে 'ঘিরে'। ভ-একাশুরে। বি-একশুরে। অর্থাৎ একাকী। ১৪। ভ-পালঙ্কেতে বসি। ১৫। ভ-হইয়া শন্যাশি। ১৬। আদর্শে 'সিসেব'।—শীর্ষের, মস্তকের, সিঁথির। স্বামী বর্ত্তমানেই হিন্দু নারী মাথায় সিঁদুর পরতে পারে। সেইজন্য হিন্দু নাবীব কাছে স্বামী সিঁথির সিঁদুর। ১৭। আদর্শে 'এতেক'। ভ-ক্ষেতুর। বি-ঐ। ১৮। আদর্শে 'বস্ত্র নাহি পিন্দে'। ভ-বস্ত্র না শম্ভরে। বি-সম্বর নাকরে কাপড় কেশ নাহি বান্ধে। ১৯। ভ-আবদুল বুকুবে কহে কন্দনার কারণ। বি-শুকুর মামুদে কহে কান্দ অকারণ। আদর্শে 'গৌরি পার্ব্বতি' ২০। ভ-জে জেবা হৈতে চাএ দৈবের নিবন্ধ। বি-যে জন যাইতে চায় কপালের লিখন। আঃ 'জার জে হইতে'।

## গোপিচন্দ্রের সন্ন্যাস

### ত্রিপদি ।[১]

শুনিঞা ক্ষেতুয়াব তুণ্ডে[২] আকাশ পড়িল মুণ্ডে
স্বামী রাজা[৩] হয়া যাএ যুগী ।
চারি রাণী এত বলে শ্বাশুড়ীকে মন্দ বলে
মুনি এত কৈল পুত্রেব লাগি ।।[৪]
বাত্রি দিবা যাহাব মাএ ভিক্ষা মাঙ্গিয়া খাএ
তাকে বাজাই কোন প্রয়োজন ।[৫]
ছাড়িয়া রাজপদ ই সুখ সম্পদ[৬]
এবে সুখে মাখিবে ভুসন[৭] ।।
ইরূপ যৌবন কালে এহিছিল কপালে
যুগি হইবে[৮] নঞানেব কাজল ।
পতি যাবে যুগী হইয়া ঘবে বব কাকে লইয়া
চাবি বাণী খাইব[৯] গবল ।।
কি কব পিতাব তবে জনম ভিখারীব ঘবে
বিভা দিল কবিযা[১০] যতন ।
স্বামী বিনে হইব আড়ি[১১] যাইব বাপেব বাড়ি
নহে শেষে তেজিব জীবন ।।
আব জান[১২] না বাখিব বিষ খাএয়া[১৩] মরি যাব
স্ত্রীবধ লাগিবে বাপমাএ ।[১৪]
ধবণী লুটায়া কান্দে[১৫] কাঁচুলী[১৬] নাহি বান্ধে
কহ ক্ষেতু কি হবে উপাএ ।।[১৭]

১। ভ-নাচাড়ি। দির্ঘ্যই ছন্দ। বি -ত্রিপদী।

২। আঃ 'টুণ্ডে'। তুণ্ডে—মুখে, ওষ্ঠে। ভ—তুণ্ডে। বি -শুনিল যেই দণ্ডে। ৩। আদর্শে 'শ্বামিব আমার'। ভ—স্বামি রাজা। বি—স্বামী বাজা।

৪। ভ—চারি রানির ক্রোন্দন রোল শাষুড়িকে মন্দোবোল মুনি এত কৈল পুত্রের নাগি।
৪। বি—চারি রাণী ক্রোধভরে, শাশুড়িকে তিরস্কাব কবে, এত করি মুনি হবে সুখী ।।
৪। আদর্শে-চারি রাণি এথো বলে সাষুড়িকে মোন্দ বলে এতেক করিল মুনি যুগি ।।
৫। আদর্শে 'তাকে রাখা জাএ কোন প্রিওজন'। ভ—তাখে বাজাই কুন প্রএজন। বি—তাথে রাজ্য (রাখে) কোন জন। ৬। ভ—ভাবে হৈল গদ গদ। বি—এত সুখ সম্পদ। ৭। ভস্ম, ছাই। ৮। আদর্শে 'হয়া জাএ'। ভ—হৈবে। বি—হইবে। ৯। ভ—ভুকিব। ১০। বি—কিবা ভাবিয়া মনে। যোগী হওয়ার ফলে ময়না রাজ মহিষী হয়ে ও ভিখারিনী। তাঁর পুত্র গুপিচন্দ্র। অতএব জনম-ভিখারী। ১১। আড়ি—রাঁড়ী, বিধবা। র—বিলোপে। ১২। ভ—প্রান। বি—বিষ পানে প্রাণ ত্যজিব। ১৩। ভ—বিশ প্রানে মরিব। বি—কন্যা বাদলা লিবে তব। ১৪। বি—বাপ মায় কান্দিয়া হয়রান। আদর্শে 'স্রির্বধ' অর্থ: স্ত্রীলোক বধের অভিশাপ। ১৫। বি—ইহা বলি লোটায়া কান্দে। ১৬। ভ—কুণ্ডল। বি—কেশবেশ। ১৭। বি-কহ খেতু কহিবে উপায়।

শুনিঞা কহে ক্ষেতু[১] স্বামী রাখিবার হেতু
চারি রাণী কান্দ অকারণ।
আপন[২] মোহন বেশে যাও সবে[৩] স্বামীর পাশে
রূপ দেখি ভুলিবে রাজন ।।
শুনিঞা ক্ষেতুর বাণী[৪] প্রত্যয় মনে গুণি[৫]
ক্ষেতুকে মান্য[৬] দিল অভরণ ।[৭]
আনিয়া [রত্ন] পেটারী বেশ করে চারি নারী
সমুখেতে বাখিয়া দর্পণ ।।[৮]
চিরুণী[৯] লইয়া করে ধরিয়া[১০] মাথার পরে
চিরে কেশ[১১] করিয়া যতন।
দুইদিকে কুঞ্জ[১২] বন মধ্যে দেব নারায়ণ[১৩]
চিনিতে[১৪] না পারে যুবক জন ।।
গাঁথিলেক মাথার বেণী যেন হইল নাগের ফণী[১৫]
মনঝুর[১৬] বান্ধিলেক খোঁপা
তাতে কদম্ব ফুল আগর কস্তরী তুল[১৭]
জাদ[১৮] দিল মানিকের ঝাঁপা[১৯]
[ল] লাট দ্বিতীয়ার চন্দ্র ভুরু যেন মদন কেন্দ্র[২০]
সিন্দুরে উদিত দিবাকর ।[২১]
মৃগমদ[২২] চারিপাশে রাহুজেন চন্দ্র[২৩] গ্রাসে
তাতে তিলক দেখিতে ভমর ।।[২৪]

---

১। বি—এতেক শুনিয়া খেতু। ২। আদর্শে 'গকোলী'। ভ—আপোন। বি—আপন। ৩। ভ—যাহগা। বি—যাহনা। ৪। বি—হেকমত [illegible] মন। ৫। বি-গেল রাণী চারি জন। ভ-প্রতিজ্ঞা মোনেত গুনি। প্রত্ময়-প্রত্যয়। ৬। আ: 'মাণ্যা' [illegible] সম্মানি, পারিতোষিক। অভরোন—আভরণ, ভুষণ। ৭। বি—আনিলেন রত্ন পেটারি। ৮। বি—বেশ করে [illegible] রা[illegible], সম্মুখে দর্পণ ধরি, খেতুক মান্য দিল চারি চারি। ৯। ভ--চিররি। বি—চিরুণী। ১০। আদর্শে 'রাখিয়া'। বি—ধরিয়া। ভ-ধরিল। ১১। চিরে কেশ—সিঁথি কাটে, কেশ বিন্যাস করে। ১২। আদর্শে 'কুঞ্জর'। ভ—কুন্তন। বি—কুঞ্জ। ১৩। ভ—মৈদ্ধে দিয়া গহন। বি—মধ্যেতে দেবগণ। ১৪। ভ-চিম্বিতে। বি-চলিতে না পারেন যৌবন। ১৫। ভ- গাথিল কেশের বেনি, জেন হৈল নাগ ফেনি। বি-থরে গাঁথি বিয়ানি, যেন হইলেন ফেনী। ১৬। মনঝুর—'মঞ্জুর (আরবী)।'-অনিন্দ—ভট্টশালী। সঠিক অর্থ: মন যাতে ঝুরে অর্থাৎ মনকে হরণ করে অর্থাৎ মনোহর। ১৭। আদর্শে 'আসল কশ্তুরি মূল'। ভ—আগর কশ্তুরি তুল। বি—অগরি কস্তরি গুল। ১৮। আদর্শে 'তাথে'। ভ—জাদ। বি-ঐ। জাদ—বেণীর অগ্রভাগে ব্যবহৃত স্বর্ণখচিত ফিতা। তুলনা—"লৈক্ষ তক্কার জাদ দিলা চুল বান্দিবার।" ভবানী দাসের পুঁথি; ৯ পৃষ্ঠা। ১৯। আদর্শে 'ঝোপা'। ভ—ঝাপা। বি—ঐ। ঝাঁপা—স্ত্রীলোকের মাথার গহনা বিশেষ। ২০। আ: 'কান্দ্র'। কাম-উদ্দীপক ভুরু। ভ-ভুবন মহন ফান্দ। বি-ভুষণ মদন ফন্দ। ২১। আদর্শে 'সেন্দুর যেন উঠে দিবাকর'। ভ—শেন্দুরে উদিত দিবাকার। বি-সেন্দুরে উদিত দিনকর। ২২। আদর্শে 'কুজ কদম্ব'। বি—মৃগিমদ। ভ—মৃগিমদ্ধে। ২৩। ভ—ভানু। বি—ঐ। ২৪। ভ—তাথে দিল হিঙ্গুলের বিন্দু। বি—তাতে যেন বসিল ভ্রমর।

শ্রবণ গৃধিনী[১] জিনি | তাতে পরে রত্নমণি
চাকি[২] কড়ি হীরায় জড়িত।
যে দেখে কণ্যের পাশে | অন্ধকার রাত্রিফাঁসে
কর্ণ দেখি ভুবন মোহিত।।[৩]
কুরঙ্গ জিনিয়া আঁখি[৪] | রত্ন প্রবাল দেখি[৫]
মনিরত্ন জিনিয়া আঁখি[৬] জ্বলে।
তাহাতে কজ্জলের[৭] রেখা | হাড়িয়া মেঘে ইন্দ্র[৮] দেখা
কটাক্ষে যুবক[৯] জন ভুলে।।
নাসিকার বেসর শোভা[১০] | যুবকের[১১] মন লোভা
যেন তিল ফুলের আকৃতি।[১২]
নাসা মনোহর অতি | গলে পরে গজমতি
দেখিতে সুন্দর মন হরে।[১৩]
অধর বান্ধুলী[১৪] ফুল | দশ[ন] মুকতার তুল
কবপূব তাম্বুল শোভা করে।
বচন কুকিলার ধ্বনি[১৫] | বংশীর সুনাদ শুনি
তাহা জিনি[১৬] বচন সুস্বরে[১৭]।।

১। আদর্শে 'গ্রিধনি'। ভ—গ্রিধিনি। বি—গৃধিনী। শকুনের নাসিকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ২। আদর্শে 'কণ্যে'। ভ—চাকি। বি-ঐ। চাকি অর্থাৎ চন্দ্রাকারে নির্মিত হীরায জড়িত কড়ির মত দেখতে কোন কর্ণ ভূষণ হতে পারে। অথবা চক্রাকার কড়ি ও হীরার সংযোগে তৈরী গহণা। 'জড়িত' শব্দ আদর্শে 'গাথনি'। ভ—জড়িত। বি—ঐ। ৩। আদর্শে 'কণ্য তার দেখিতে মহিৎ'। বি—যে দেখে কন্যার পাশে, সেই পড়ে কর্ম ফাঁসে, কন্যা দেখি ভুবন মোহিত। ভ—জেহি দেখে অর্ণ পাশে তাখে বান্ধে কর্ণ ফাসে কর্ণ দেখি ভুবন মহিত। ৪। মৃগনয়না। আ-'রাখি'। ৫। বি—রক্তেতে প্রাবন দেখি। ৬। আ-'রাখি জলে'। বি—যেন রাখি মনিরত্ন জ্বলে। ৭। ভ—কজ্যল। বি—কাজল। আ-'বেকা'—রেখা। ৮। আদর্শে 'চন্দ্র'। ভ—মেঘশনে ইন্দ্র দেখা। বি—মেঘের সঙ্গেতে ইন্দ্রের দেখা। নয়নের কাজল রেখাকে হাঁড়ির মত কাল মেঘের (হাড়িয়া মেঘে) ফাঁকে ইন্দ্রধনু দেখার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ৯। বি—যোগীজন। ১০। ভি—নাশিকা গলার শোভা। বি—নাসিকা খগের শোভা। ১১। ভ—যুবক জনের। বি—যুবাজনের। ১২। আদর্শে 'শ্রিফুলের আত্রিক'। ভ—জেন তির্লক ফুলের আকৃতিযুক্তে। বি—যেন তিল ফুলের আকৃতি। ১৩। ভ—তাথে পরে গজমতি, দেখিতে ষুভিত অতি।, চন্দ্র জেন প্রিথিবীর মাঝে। বি—নাসা অতি মনোহর, তাহাতে সুন্দর বেশর, তাহাতে পরিল গজমতি। তিন পাঠেই ভুল আছে। ১৪। বি—পদ্মের। ভ—বান্ধনি। বান্ধুলী—এক প্রকার ফুল। আদর্শে 'বানিন্দি'। বানিন্দী বান্ধুলীর আঞ্চলিক এবং বিকৃত রূপ। ১৫। বি—কোকিলা বনে ধ্বনি। ১৬। আদর্শে 'জেন'। ভ—জিনি। বি—জিনিয়া। ১৭। আদর্শে 'ঘুসার'। ভ—ঘুশরে। বি—সরে।

মুখ চন্দ্র[১] দরশনে যুবক জনের মনে[২]
কামবাণে হইবে সে অজ্ঞান[৩]।
বচন অমৃত[৪] হাসি জিনিঞা শারদ শশী
দেখিতে মুনির ভাঙ্গে ধ্যান ।।[৫]
দেখিতে কেন্দেরার নালা[৬] সুবর্ণ ঝাড়ির গলা
হংসরাজ গ্রীবার[৭] গঠন।
তাতে শতেশ্বরী হার[৮] দূরে গেলে অন্ধকার
দেখি সবে হয় অচেতন।।
এন্দুর নাসিকা মূল[৯] বাহু মৃণাল তুল[১০]
বাহে তার পরে বাজুবন্ধ।[১১]
বাজু পরিল যত[১২] তাহা আর কব কত
তাহাতে দিব্য পুষ্প[১৩] মকরন্দ ।।
নগরি পঁউছি[১৪] সাজে শঙ্খ কঙ্কণ বাজে[১৫]
অঙ্গুলে পরিল অঙ্গুরী।
অতি রম্য[১৬] করতল জিনিঞা শতদল[১৭]
রূপ যেন শঙ্করে[র] গৌরী ।।

১। আঃ 'মুক্ষচন্দ্র'। ভ—মুখচন্দ্র। বি—বদনচন্দ্র। ২। বি—যুবক মনের মান। ৩। আদর্শে 'নাদান'। ভ—কামবানে হইল আঙ্গার। বি—কাম বাণেতে হয় অজ্ঞান। ৪। ভ—আশচএ। বি—রসিক। আঃ 'বছন অমৃত্য'। ৫। ভ—দেখিয়া মনি ধ্যান ভঙ্গ তার। বি—দেখে মুনির ভঙ্গ হয় ধ্যান। ৬। বি—দেখিতে শারিন্দার লীলা। ৭। আদর্শে 'খঞ্জন গমন'। ভ—গ্রীবার গঠন। বি-ঐ। কেন্দেরা—স্কন্ধ শব্দের বিকৃত এবং আঞ্চলিক রূপ। কেন্দেরার নালা অর্থাৎ গ্রীবা। ভট্টশালীর মতেও তাই। গ্রীবা সুবর্ণ ভৃঙ্গার এবং রাজহংসের গলার মত দেখতে মনোহর। ৮। আ-'স্বতেশ্বরি'। শতলহরী হার। ছেলহরী (তিন লহরী) পাঁচ লহরী এবং সাত লহরী হার আমি নিজেও ছোট বেলায় দেখেছি। বর্তমান যুগে তা অচল। ৯। ভ-বৃক্ষের অনেক মূল। বি-ইক্ষুর নাহিক মূল। তিন পাঠই অর্থহীন। পাঠে ভুল আছে। ১০। বি-বাহু সম সমতুল। ১১। ভ-বাহাএ তার প্ররহে বাজুবন্দ। বি—তাহে তাড় পবে বাযুবন্দ। ১২। আদর্শে 'আদ্য জিয়ারত জত'। ভ-বাযুবন্দ ফন্দনা যত। বি-বাজু পরিল যত। ১৩। আদর্শে 'পুস্পের মালা'। ভ-পুশপ মকরন্দ। বি-তাতে দেখ পুন কমরবন্ধ। বাজুতে মকরন্দ অর্থাৎ পুষ্প মধু আনাতে বস্তুটা একটু তরল হয়ে গেল। 'মালা' হলে ঠিক হতো। কিন্তু ছন্দের মিল থাকেনা। ১৪। আ-'পঁছি'। ভ—পহচি। বি—গহুরি। এই পদের অর্থ বোঝা গেলনা। ১৫। ভ—শঙ্ক কঙ্কন রাজে। বি—কিঙ্কিনী কঙ্কণ বাজে। হাতের শাঁখা এবং কঙ্কণের কথা বলা হয়েছে। ১৬। আদর্শে 'ব্রহ্মা'। ভ-রৈন্ম। বি-অতিকুল করতাল। ১৭। আদর্শে 'জিনিঞা সপ্তদলে'। ভ-জিনিঞা দশনমূল। বি—জিনিয়া সদল দল। অতি রম্য করতল অর্থাৎ হাতের তালু 'দশনমূল' (দন্তমূল) অথবা 'সকল দল'কে না জিনিয়া 'শতদল' অথাৎ কমলকে জিনিলে পাঠে অর্থ সঙ্গতি থাকে। অর্থ দাড়ায়: করতল এত রমণীয় যে তা পদ্মের চেয়েও সুন্দর।

## গদাপিচন্দ্রের সন্ন্যাস

কমল কলিকা ফুল সুরঙ্গ যে হিঙ্গুল[১]
তাহা জিনি দুকুচ মন্ডল।[২]
কাঁচুলী[৩] তাহার পরে মউরে পেখম ধরে
তাহা দেখি[৪] ভুবন বিকল॥
সিংহ ডুম্বুক[৫] জিনি অতি ক্ষীণ মাজাখানি
তাতে পরে কনক ঘুঙ্গুরি[৬]।
পরিল লক্ষের[৭] সাড়ী বসন্ত কুসুম্ভ বেড়ি[৮]
যেন দেখি চন্দ্রের পুতলি[৯]
নিত [ম্ব] অতি[১০] মনঝুর[১১] রাম কদলী তুল[১২]
পদনক্ষ যেন চাম্পা কলি।
চুলটী উছটি যত[১৩] বাঁক পাতা মল[১৪] কত
পাএ পরে সুবর্ণ পাশলী[১৫]॥
এহিরূপে চাবি নারী নানান অলঙ্কার পরি
দেখে রূপ ধরিয়া দর্পণ।
দেখিয়া আপনার মুখ[১৬] চায়ি রাণী মনে সুখে
রূপ দেখি হৈল অচেতন॥
অদুনা পাদুনা বলে চন্দন ফন্দনার তবে
এহি রূপে ভুলিবে রাজন।
শুকুর মামুদে[১৭] কএ রূপে ভুলিবার নএ [১৮]
যুগী হইবে মাএর বচন[১৯]॥

---

১। ভ—কলিকা স্থলে 'কলবা'। বি দেখে প্রাণ হয় আকুল। ২। আদর্শে 'তাহা জিনি কুচ মোন'। হিঙ্গলের মত রক্তিম কমল কোরককেও ('কমল কলিকা') স্তন যুগলের সৌন্দর্য হার মানায়। ৩। আদর্শে 'কাঁচিল'। ভ—কাচুলি। ৪। আদর্শে 'জিনি'। ভ-দেখি। বি—পুঁথির পাঠ অন্যরকম। যথাঃ—তাহা দেখে যত নরে, দেখে মনির মন হবে, তাহা দেখি ভুবন ব্যাকুল। ৫। আদর্শে 'সিঙ্গাডুম্বুর'। ভ—শিঙ্গ ডমরু। বি-সিংহ ডম্বু। সরু মধ্যভাগ বিশিষ্ট বাদ্য যন্ত্র। রাণীর ক্ষীণ মাজাকে সিংহের কটিদেশ অথবা ডমরুর সরু মধ্যভাগের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ৬। আদর্শে 'অঙ্গরি'। ভ—ঘুঙ্গুরি। বি—খন্দক কন পরিল হাতলী। ৭। ভ-নক্ষের। বি—লক্ষার। ৮। আদর্শে 'বসন্তের কমারি'। ভ-বসন্ত কুসুম্ব বেড়ি। বি—কান্তি কুম্ভের বেড়ি। বসন্তের ফুলের মত যে সুন্দর তনু তাকে পরিবেষ্টন করে লক্ষ টাকার সাড়ী পরিধান করল। ৯। আদর্শে 'পুথতি'। ভ—পুথ্যালি। বি—পুতলি। ১০। আ. 'রতি'। ১১। মন যাতে ঝুরে অর্থাৎ মনোহর, মনলোভা, সুন্দর। ১২। রাম কদলির সঙ্গে উরুদেশ উপমেয়, নিতম্ব নয়। আদর্শে 'তুর'। ভ—তুল। বি—পদ্ম যেন পদ্মাকর। ১৩। আ. 'গুঞ্জরি উজাষ্টি'। বি--চুলটি উছটি যত। ১৪। আদর্শে 'মুল'.। বি—মল। ভ—তাহারা কহিব কত। ১৫। আদর্শে 'পাসরি'। ভ—পাষুলি। বি—পাসলী। উজাষ্টি, ওঝাটি, উছটি, বাঁকপাতা, মল—পদালঙ্কারের বিভিন্ন নাম। ১৬। আদর্শে 'রূপ'। ভ—মুক। বি—মুখ। ১৭। আদর্শে 'গৌরি পার্ব্বতি'। ভ—আবদুল ষুকুরে কএ। বি—সুকুর মামুদে কয়। ১৮। বি-এইরূপে ভুলি যায়। ১৯। ভ—বুঝাণে। বি—বচন। আদর্শে 'বচনে'।

## গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস

### (বার মাসের কথা)[১]

#### পদ

এহিরূপে চারিনারী করিয়া শৃঙ্গাব[২]।
সুগন্ধ পরিল অঙ্গে[৩] স্বামীক ভুলাইবার ॥
আগর চন্দন চোওয়া মুকতার কস্তুরী।
সুবেশ করিয়া [অঙ্গে] পরে চারি নারী ॥
আতর গোলাপে অঙ্গ[৪] করিল ভূষিত[৫]।
মধুকর মধুলোভে হইল উপস্থিত ॥
ক্ষীণ মাঞ্জা নারীর বাএ হালে গাও।[৬]
কুকিলা জিনিয়া যেন[৭] নেপুর করে রাও ॥
ঝম ঝম[৮] বাজে রাণীর চরণের নেপুর।
অরুণ[৯] জিনিঞা জ্বলে কপালের সিন্দুর ॥
দেব কন্যা নাগ কন্যা চন্দ্রের রোহিনী।
তাহাকে জিনিঞা রূপ হৈল চারি রাণী ॥
[১০]স্বর্গপুরে নাচে যেন ইন্দ্র বিদ্যাধরি।[১১]
অতি মনোহর রূপ হৈল চারি নারী ॥[১২]
নবীন যৌবন[১৩] কন্যার রূপে গুণে সার।
পূর্ণিমার চন্দ্র[১৪] যেন নাহি অন্ধকার ॥
নাজার মহলে ছিল যত দাসিগণ[১৫]।
চারি নারীর রূপ দেখি হৈল অচেতন ॥

---

১। বি-পুঁথিতে আছে। ২। ভ-শিঙ্গার। বি শৃঙ্গার। রতিক্রিয়া। এখানে কামোদ্দীপক অঙ্গরাগ। ৩। আ-'রঙ্গে'। পরিল শব্দ মাখিল অর্থে ব্যবহৃত। ৪। আদর্শে 'রঙ্গে'। ভ-অঙ্গ। বি-অঙ্গে। ৫। আদর্শে 'ভুসিত'। ভ-ভূশিত। বি-ভূষিত। ৬। বি-ক্ষীণ মাঞ্জা রাণীর বাতাসে হেলে গাও। ৭। ভ-তার নফুরে কাড়ে রাও। বি-তার ছুরে কাড়ে রাও। আদর্শে 'নেপুর', স্থলে 'প্রভাত' শব্দ অর্থহীন। ৮। ভ-উনুর ঝনুর। বি-ঝুমুর ঝুমুর বাজে পায়েতে নেপুর। ৯। আ: 'রক্কন'। বি-অগ্নি। ভ-অরুন। ১০। এই পদের আগে অন্য দুই পুঁথিতে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পদগুলি আছে। যথা:

| | |
|---|---|
| ভ-অহল্যা। জিনিঞা রূপ না পারি কহিতে। | বি—অহল্যা জিনিয়া রূপ না পারি কহিতে। |
| রূপে বেশে জাএ রানি শ্যামি ভুলাইতে ॥ | রূপে গুণে যায় নারী স্বামী ভুলাইতে। |
| আপোন মগমে জখন জাএ চারি রানি। | আপন গমনে যখন যায় চারি রানী। |

১১। ভ—সগর্গ পুরে নাচে যেন ইন্দ্রের নাচানি ॥ ১১। বি – স্বর্গ পুরে নাচে যেন ইন্দ্রের অপ্সরী ॥
১২। এই পদ অন্য দুই পুথিতে নেই। ১৩। আদর্শে 'নৈতন'। ভ-নবিন জৌবন। বি-নবীন যৌবন। ১৪। ভ-শশি জন হরে অন্ধকার। ১৫। আদর্শে 'নারীগণ'। ভ-দাশি জতোজন। বি-যত দাসীগণ।

১২ বছরের সবে তের নাহি পুরে।[১]
যৌবনের ভারে[২] নারী হাঁটিতে না পারে॥
গজেন্দ্র[৩] গমনে সবে করিল গমন।
স্বামীর নিকটে যায়া দিল দরশন॥

[৪]বসিয়া ছিল গুফিচন্দ্র সুবর্ণ পালঙ্কে।
চারি নারী রহিল[৫] সমুখে রঙ্গে ঢঙ্গে॥
রাণীকে দেখিয়া রাজা মাথা নাহি তোলে।[৬]
চারি রাণীর রূপে রাজা মনে নাহি ভুলে॥[৭]

চারি রাণীর সঙ্গে রাজা নাহি কহে কথা।[৮]
অন্তরে ভাবিত নারী[৯] মনে পাএ ব্যথা॥
চারী নারীর মধ্যে [ছিল] অদুনা প্রধান।
জোড় হস্তে কহে কথা[১০] স্বামীর বিদ্যমান॥

অদুনা বলেন প্রভু[১১] শুন গুণমান।
স্বামী বিনে নারী লোকের নিস্ফল[১২] জীবন॥
নারী কুলে জন্ম যার[১৩] নাহি প্রাণ পতি।
চন্দ্রবিনে দেখি যেন অন্ধকার রাতি॥

জল বিনে মৎস্যের[১৪] জীবার নাহি আশ।
স্বামী বিনে নারী লোকের সকলি বিনাশ॥[১৫]
জিউ বিনে শরীরের নাহিক উপাএ।
স্বামী বিনে নারী লোকের মিথ্যা[১৬] রূপ হএ॥

এহি চারি যুবতী[১৭] ছাড়ি যাইবে সন্ন্যাসে।
স্বামী বিনে নারীর দুঃখ[১৮] শুন ১২ মাসে॥
শুন শুন অহে স্বামী নারীর দুঃখের[১৯] কথা।
স্বামী বিনে নারী লোকের যতেক অবস্থা॥

---

১। আদর্শে '১২ বর্ষ্বর কালে নারি নাহি পুরে'। ভ-বারো বছ্যহরের শবে তেরো নাহি পুরে। বি-আট বার বৎসরের নারী তের নাহিপুরে। ২। ভ-মদন গর্ব্বে। ৩। আদর্শে 'গজ ইন্দ্র'। বি-গজেন্দ্র। ৪। এই পদের আগে শুধু ভ-পুঁথিতে দুটি অতিরিক্ত পদ আছে। যথা :

বসিআছে গুপিচন্দ্র জোড় মন্দির ঘরে। চারি রাণি আইল তথা বাজার গোচরে॥ ৫। ভ-শনম্রখে রহিল। বি-সম্মুখে দাঁড়ায়। ৬,৭। অন্য দুই গ্রন্থে নেই। ৮। ভ-নাবিগণ দেখিয়া রাজা ফিবাইল মুখ। বি-রাণিকে দেখিয়া রাজা না তুলিল মুখ। ৯। ভ-রাণি মোনে পাইল দুখ। বি-অন্তরে ভাবিয়া রাণী মনে পাল্য দুখ। ১০। আদর্শে 'নারি'। ভ-কথা। বি-ঐ ১১। ভ-শ্যামি ষুন গুনমনি। বি-গুনমনি। ১২। ভ-বিফল জামিনি। বি-বিফল জীবনী। ১৩। ভ-নারি জর্ম্ম হইয়া জার। ১৪। ভ-মৈছ্যহগণের। বি-মৎস্যের। জলছাড়া মাছের যেমন বাঁচবার (জিবার) আশা নেই তেমনি স্বামী ছাড়া স্ত্রীলোকের জীবনের সব কিছু বিনাশ। ১৬। আ-'মীত্যা'। ভ—মৃত্তক। বি-মিথ্যা। ১৭। আদর্শে 'নারি'। ভ-যুবতি। বি-ঐ। ১৮। ভ-দুশৃখ। ১৯। ভ-দুশৃখের।

## বার মাসের বর্ননা।[১]

কাতিক মাসেতে স্বামী নিরমল[২] রাতি।
দিবস রজনী স্নান যাহার ঘরে নাহি পতি॥[৩]
যৌবন কালেতে নারী ভাবে রাত্রি দিন।
স্বামী বিনে রহে নারী[৪] সদাএ মলিন॥
অগ্রাণ মাসেতে স্বামী হেমন্তের[৫] ধান॥
যার স্বামী ঘরে তাহার যৌবনের গুমান[৬]।
নানান উপহারে[৭] নারী খাএ পঞ্চগ্রাসে।
যার স্বামী ঘরে নাহি সে[৮] থাকে উপবাসে॥
পউষ মাসেতে স্বামী পৌষা[৯] অন্ধকারী।
স্বামী বিনে[১০] যুবতীর যৌবন মহাভারী॥
যার ঘরে স্বামী তাহার মদন বিলাসী[১১]।
অন্ধকার ঘরে দেখি[১২] পূর্ণিমার শশী।
মাঘ মাসেতে স্বামী প্রচণ্ড[১৩] বড় শীত।
স্বামীর কারণে নারী সদায় চিন্তিত[১৪]॥
লেপ নেহলি[১৫] আর যত অভরণ।
স্বামী বিনে নাহি নারীর জাড়ের[১৬] ওড়ন॥
ফালগুন মাসেতে স্বামী মঞ্জরে[১৭] তরুবর।
স্বামীর কারণে [নারী]সদাত্র[১৮] ফাপর॥
পশু পক্ষী আদি যত সেহত[১৯] মুরখ।
স্বামী সঙ্গে[২০] ক্রীড়া করে নানান কউতুক॥

---

১। শুধু বি-পুঁথিতে আছে। ২। ভ-নিরমল। বি-নির্ম্মল রয়। আদর্শে 'নিরনক্ষির'। ৩। ভ-হিদএ আনঙ্গ আর নাহি নিজ পতি। বি-দিবানিশি মিলে যারা ঘরে লযে পতি। ৪। বি-স্বামি বিনে নারীগণের। ভ-শ্যামিব কারোনে নারী। ৫। ভ-হেমৈন্তের নয়া ধান। ৬। আ -'জৈবনের'। গুমান-(ফা) অহঙ্কার, গর্ব্ব। ৭। বি-নানা উপহারে স্বামী খায় পঞ্চগ্রাসে। ভ-নান্নাউপহারে নারি খাএ পঞ্চগ্রাসে। আদর্শে 'নানান উপহার দর্ব্ব'। ৮। ভ-শেখানে উপাশ। বি-যার স্বামী ঘরে তার যৌবনের বিলাস। ৯। আদর্শে 'পূর্ক্ষ'॥ ভ—পৌশ আন্ধারি। বি-পৌষা আন্ধারি। ১০। বি-স্বামী ও যুবতীর। ১১। ভ-বিনাশি। ১২। ভ-শ্যামি। বি-দেখি যেন। ১৩। আদর্শে 'প্রকাণ্ড'। ভ-পরিকল। বি-অতিশয়। শীত প্রকাণ্ড হতে পারেনা॥ প্রচণ্ড হতে পারে। ১৪। আদর্শে 'ভাবিত'। ভ-চিন্তিত। বি-ঐ। ১৫। বি-লেপ নিয়ালি। ভ-লেপ নেহালি। লেপ-তোষক। ১৬। বি-শীতের ওড়ন। ১৭। ভ-মঞ্জুরে। বি-কোকিল রব—করে। আ-'ময়রে'। ১৮। বি—ফাফর খায়ে মরে। ১৯। ভ-পশুপক্ষি আদি করি শেহত মুরুখ। বি-পশুপক্ষী কাকাতুয়া আর ময়না শুক। আদর্শে 'পশুপক্ষি আদি জত কি হেতু মরুগ'। মরুখ-মূর্খ। এখানে অবোধ। ২০। ভ-রশে। বি-স্বামীকে পাইয়া করে নানান কৌতুক।

চৈত্রি মাসেতে পতি গঙ্গার বারুণী[১]।<br>
স্বামী রসে[২] স্নান করে নারী সুভাগিণী[৩] ॥<br>
স্বামী বি'ন যুবতীর[৪] কিসের গঙ্গা স্নান।<br>
যুবতীর স্বামী[৫] বিনে সব অল্প জ্ঞান ॥<br>
বৈশাখ মাসেতে স্বামী ডহ ডহ[৬] খরানি।<br>
নারীব যৌবন জ্বলে[৭] বিরহ অগনি ॥<br>
ধন সম্পদ নারীর মনে নাহি লএ।[৮]<br>
তরুণী শৃঙ্গারে[৯] নারীর শীতল হৃদএ ॥<br>
জৈষ্ঠ মাসেতে স্বামী কৃষাণে[১০] বুনে ধান।<br>
বিনা বরিষণে[১১] জমি রহিল শুকান ॥<br>
স্ত্রী পুরুষে র বিধাতার সৃজন।<br>
স্বামী বিনে নারীর যৌবন অকারণ ॥<br>
আষাঢ় মাসেতে স্বামী নিসাড়ে[১২] পোহায় রাতি।<br>
স্বামী কোলে করে থাকে নারী ভাগ্যবতী ॥<br>
ভাগ্যবতী নারী যাহার[১৩] স্বামী আছে ঘরে।<br>
কমলেতে মধুপান করাএ[১৪] ভ্রমরে ॥<br>
শ্রাবণ মাসেতে স্বামী যমুনার[১৫] তরঙ্গ।<br>
গঙ্গা সাগরে[১৬] দুহে হএ এক সঙ্গ ॥<br>
সংসার ভরিল স্বামী বরিষার জলে।<br>
যুবতী পুড়িয়া[১৮] মরে মদন অনলে।<br>
ভাদ্র মাসেতে স্বামী পাকিয়া পড়ে তাল।<br>
স্বামী বিনে নারীর যৌবন মহাকাল[১৭] ॥

---

১। ভ-বারিনি। বি-চৈত্র মাসেতে স্বামী লিত নিবারিনী। আ-ভাবনি। (টীকা দ্রঃ) ২। ভ-নৈঞা বি-আশে। ৩। বি-সোহাগিনী। ৪। ভ-নাবিগনের। বি-ঐ। ৫। ভ-শম্ভগ। বি-যুবতীর সম্বল স্বামী আর নাহি ধন। ৬। ভ-ডহ২ খরানি। বি ডহ ডহ ঘবনি। আদর্শে 'ডহগ্রর'। ডহ ডহ—দহ দহ; যেন দহন করে এমন রৌদ্র (খরানি)। ৭। আদর্শে 'নারিব জৈবন জ্বেন'। অ দর্শে ঘবণি। ভ-জ্বলে। বি-জ্বলে। নারীর যৌবন বিরহ অগ্নিতে জ্বলে। ৮। বি-তরুবিনে শম্পদ নারির মোনে নাহি ভাএ। ৯। তরুণী ছিঙ্গারে--তরুণের সঙ্গে শৃঙ্গারে। অথবা তরুণী নারীর হৃদএ শৃঙ্গারের শীতল। বি-শৃঙ্গার বিনে নারীর বাধিছে হৃদয়। ১০। বি-কৃষাণের ধান। ১১। ভ-বেগর চাপনে। বি-ইন্দ্রার জল বিনে জমি থাকেন ছথান। ১২। আদর্শে 'নিহড়ে'। ভ-নিশাড়ে। বি-নিসাড়ে। নি-সাড়ায়-অর্থাৎ সাড়াহীন নিদ্রায়। ১৩। ভ-তার। ১৪। ভ-করেন। বি-করেত। ১৫। ভ-গঙ্গার। বি-যমুনার। আ 'যবুনা। ১৬। আদর্শে 'গঙ্গাএ যবুনা'। ভ-গঙ্গা শাগোর। বি—গঙ্গা ও সাগর। ১৫, ১৬ এবং পরবর্তী দুই পঙ্ক্তি অতি কবিত্বময়। সহজ সরল ভাষা ও উপমার সাহায্যে কবি যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অতুলনীয়। ১৭। আদর্শে 'বড় মহাকাল'। ভ-মহাকাল। বি-ঐ। ১৮। আদর্শে 'পড়িয়া' বি-পুড়িয়া। ভ-ঐ।

যুবতীর যৌবন প্রভু অনল[১] সাতার।
স্বামী হইলে বিরহ[২] সাগর করে পার ॥
আশ্বিন মাসেতে স্বামী দুর্গা[৩] সতাইর পূজা।
যাহার স্বামী ঘরে আছে সে নারী চতুরভূজা ॥
স্বামীর কারণে নারী[৪] পূজে চণ্ডিকারে।
অভাগিণীর স্বামী তুমি যাইবে দেশান্তরে ॥[৫]
নবীন যৌবন প্রভু বীনন্দের কালে।[৬]
যুগী হইবে প্রাণ নাথ এহি ছিল কপালে ॥
স্বামীর নিকটে রাণী এহি কথা বলি।
ফেলিল গাএর বসন হৃদএর[৭] কাঁচুলী ॥
যুগী হইবে প্রান নাথ কি ধন পাইবা নিধি।
এসুখ সম্পদ তোমার[৮] বাম লইল বিধি ॥
কান্দিয়া অদুনা কহে রাজার সদনে[৯]।
নারীর যৌবন প্রভু স্বামীর কারণে ॥
স্বামী বিনে নারী লোকের নাহি কোন[১০] কুল।
পতি[১১] বিনে নারী যেন ধুতুরার ফুল ॥
[১২]তাঁতীর বাড়ার কাপড় নহে যে ধোপার[১৩] বাড়ী দিব।
ধোপার বাড়ীর কাপড় নহে যে পবিয়া[১৪] ভাঙ্গিব ॥

১। ভ-অনল। বি-তরল। আদর্শে 'জৈবন প্রভু অলঙ্গ'। ২। আদর্শে 'নারিক'। ভ বিরহ। সি-ঐ। ৩। ভ-আশ্বিকার। বি- চণ্ডিকাব। দুর্গাকে 'সতাই' বলা হলো কেন বুঝা গেলনা। ৪। বি-সবে। ৫। বি পুরান্তরে। ৬। ভ- নহলি জৌবন শ্যামি বিনদ ফুল ফলে।। বি-নব যৌবন প্রভু নিবেদয় কালে। বীনন্দ-বিনোদন, আনন্দ। ৭। ভ-হৃদের বি-বুকের। ৮। বি-তোমায় বঞ্চিত হইল বিধি। ৯। বি-চরণে। ১০। ভ-জাতিকুল। বি-এপদ নেই। ১১। আদর্শে 'সামি'। ভ-পুতি। বি-ঐ। ১২। এই পদের আগে শুধু ভ—পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদগুলি আছে।

যথা: বাতাসে মৃতিকার তিনু গগনে উড়ি চলে। পতিবিনে যুবতিক বাপ মাএ মন্দ বোলে ॥
উদুনা বোলে শ্যামি কহি তোমার স্থান। শমুখ হইয়া কহ কথা যুড়াউক প্রাণ ॥
তোমার শন্যাশ শ্যামি দেখিয়া নয়ানে। কেমনে ধরিব প্রান নারি চারিজনে ॥
শিশের শেন্দুর আমার নয়ানের কাজল। তোমার শন্যাশে প্রভু শকল বিফল ॥

১৩। ভ-ধুপির। বি-ধুবির। ১৪। ভ-পরাইয়া ভাঙ্গিব। বি-ভাঙ্গিয়া পবিব। অনুরূপ ভাবের কয়েকটি পদ ভবানীদাসের গ্রন্থে আছে। যথা:-

দাবীদারের দাবী নহে খোশাইয়া দিমু। বাদশাই যাচক নহে মোহর মারিমু ॥
মালী ঘরের পুষ্প নহে বসিয়া গাথিমু। তেলি ঘরের তৈল নহে বাজারে বেচিমু ॥
আবের কাঙুলি নহে দুইতন ঢাকিমু। সুতার কাপড় নহে ঝাড়া বদলিমু ॥ —১০ পৃষ্ঠা।

অন্ন[1] ব্যঞ্জন নহে যে খাইয়া[2] ফুরাইব।
অষ্ট অলঙ্কার নহে যে পেটারী ভরিব ॥
ধন সম্পদ নহে যে মোহর মারিব[3]।
স্বামী বিনে নারীর যৌবন কি দিয়া রাখিব[4] ॥
এ রূপ যৌবন নিয়া যাব কাহার বাড়ী[5]।
স্বামী জিওন্তে[6] আমরা হইলাম এণ্ডাড়ী ॥

এতেক শুনিয়া রাজা বদন তুলিল।
অদুনার গাএ রাজা নিজ বস্ত্র দিল।
লক্ষের কাবাই[7] রাজা অদুনাকে দিয়া।
কহিতে লাগিল রাজা গুরুকে ভাবিয়া ॥
রাজা বলে শুনহ তোমরা রাণী চারি[8] জন।
নিশির স্বপন[9] যেন নারীর যৌবন ॥
[10] ধন যৌবন যেন জোওয়ারের পানি।
[11]আসিবার কালে জানি যাইতে না জানি ॥
তেমতি জানিলাঙ[12] রাণী নারীর যৌবন।
রজনী প্রভাতে মিথ্যা[13] নিশির স্বপন ॥
আষাঢ় শ্রাবণে[14] গঙ্গা উথলে সাগর।
চৈত্র মাসেতে [15] গঙ্গা দেএ বালুর চর।

---

১। ভ-অর্ণ্ন। বি—অন্ন। ২। বি-খাইব বসিয়া। ৩। বি-বান্ধিব। ধন-সম্পদ অর্থাৎ সোনাদানা গলিয়ে মোহর করে রেখে দিবে। অথবা ধন সম্পদ বিক্রি করে মোহর কিনে বেখে দিবে। ৪। আ-আখিব। র–বিলোপে। ভ-এপদ নেই। ৫। বি-এরূপ যৌবন নয় যে কার বাড়ীতে যাইব। ভ—ইরূপ জৌবন নৈঞা কার বাড়ি যাব। এই পদের আগে অন্য দুই গ্রন্থে নিম্নে বর্ণিত অতিরিক্ত পদগুলি আছে। যথা:—

ভ-ইরূপ জৈবন নৈঞা কার বাড়ি যাব ॥ বি-এরূপ যৌবন নয় যে কার বাড়ীতে যাইব।
কথাতে জাইয়া আমবা তোমা বিশুবির। কার বাড়ীতে যাব আমরা যাব কার বাড়ী।

৬। ভ-শ্বামি থাকিতে আমবা জিঅন্তে হৈব আড়ি। বি-ঐ। আদর্শে 'যিঙন্তে থাকিতে'।

৭। ভট্টশালীর মতে লক্ষের কাবাই হচ্ছে রেশমের কাবাই। লক্ষ টাকা মূল্যের কাবাই অধিক সঙ্গত অর্থ। কাবাই—কা'বা। আলখাল্লা জাতীয় মুসলমানি জামা বিশেষ। ৮। আদর্শে 'চারি রানি জন'। ভ-রাণি চারি জন। বি-শুনরে অভাগী নারীজন। ৯। ভ-শপ্যন। বি-স্বপন। ১০, ১১। এই দুই পদ অন্য দুই গ্রন্থে কিছু পরে আছে। ১২। ভ-জানিবে। বি-জানিও। ১৩। আদর্শে 'রানি মির্থাই'। ভ-রজনি প্রভাতে জেন নিশির শপ্যন। বি-রজনি প্রভাতে মিথ্যা নিশির স্বপন। ১৪। আদর্শে 'আসাড় শ্রাবো ন মাসে'। বি-আষাঢ় শ্রাবনে। ভ-আশাড় শ্রাবনে। ১৫। ভ-চত্রি মাশেতে গঙ্গা পড়ে বালিচর। বি-চৈত্র মাসেতে গঙ্গা। আদর্শে 'চত্রি বৈসাখে'। যৌবনকে বর্ষার প্রমত্তা নদীর গতিবেগের সঙ্গে এবং বার্ধক্য-কে চৈত্রের ক্ষীনকায়া স্রোতের সঙ্গে তুলনা অতি কবিত্বময়।

স্বপনে যতেক দেখি নিধি পাই হাতে।[১]
সব মিথ্যা হএ [যেন] রজনী প্রভাতে ॥
নারীর যৌবন [যেন] মহাকালের আকার।[২]
উপরে চিকন দেখি ভিতরে আঙ্গার ॥[৩]
নারীর যৌবন যেন[৪] মহাকালের ফল।
নষরে পাপের কারণ সংসার বিকল[৫] ॥
মুখের ছাটা তোমার ঝুরিয়া পড়িবে।[৬]
উভ দুইটি স্তন তোমার ভাটিয়া সরিবে ॥[৭]
[৮]এ রূপ[৯] যৌবন যাবে ছারখার হইয়া।
রাখিবা স্বামীর মন কোন ধন দিয়া ॥[১০]

এতেক শুনিঞা কহে অদুনা যুবতী।
নিশ্চএ হইবে যুগা শুন[১১] প্রাণ পতি ॥
যদি যুগী হইবে প্রভু[১২] শুন রাজ্যেশ্বর।
দেবদারু বক্ষের তলে বান্ধ এক ঘর ॥
সেই ঘরের মধ্যে প্রভু[১৩] আসন করিয়া।
যোগ সাধন[১৪] কর তুমি হরষিত হইয়া ॥
কিসের কারণে প্রভু[১৫] যাবে দূর দেশে।
রাজ্য রাখ জ্ঞান সাধ[১৬] জটা কর কেশে ॥
রাত্রি দিবা বসি[১৭] প্রভু তুমি কর ধ্যান।
ভিক্ষার সমএ হেলে মোরা দিব দান ॥
আপনার রাজ্যতে জ্ঞান সাধিবে রাজন[১৮]।
আমরা থাকিব তোমার সেবার কারণ[১৯] ॥

---

১। ভ—শপ্যানেতে জেন অম্বেক নিধি পাএ হাতে। ২, ৩। ভ-পুঁথিতে নেই। ৪। ভ-রাণি। ৫। আদর্শে 'ষিকল'। বি—ব্যাকুল। ভ-ভিতরে কুচিত কালো উপরে উজ্যল। ৬। ভ-মখের ছটাখানি ঝাণি শরিয়া পড়িবে। বি—মুখের সুন্দর দন্ত তোমার খাসিয়া পড়িবে। ৭। ভ-উভ দুইটি স্তন তোমার ভাটিয়া শরিবে। বি--উভ আছে দুটি স্তন ভাটিয়া সরিবে। আদর্শে 'সরুয়া কাকালি মাঝা হেলিয়া পড়িবে'। উভ-উচ্চ। এখানে খাড়া অর্থে। ভাটিয়া—ভাটায় নেমে যাওযার মত্ হেলে পড়বে। ৮। এ পদের আগে ভ—পুঁথির অতিরিক্ত পদ: শরুয়া কাকালি খানি পড়িবে হালিয়া। ৯। ভ-ইরূপ যৌবন। বি—এইরূপ যৌবন ছারখার হইয়া যাবে। ১০। এই পদ অন্য দুই গ্রন্থে নেই। আদর্শে 'মন' স্থলে 'মাও'।

১১। ভ-শ্যামি। ১২। ভ-যুগি হবে প্রভু তুমি। ১৩। ভ—শ্যামি। বি- এক। ১৪। ভ-অভ্যাশন। বি-যোগ ধ্যান কর প্রভু সেখানে বসিয়া। ১৫। ভ—শ্যামি। ১৬। ভ—জ্ঞান শিখ। বি-জ্ঞান সাধ্যে নাম জপ কেশ কর মাথে। ১৭। আদর্শে 'রাত্রি দিন রঙ্গে'। ভ-রাত্রি দিবাবশি। বি-ঐ। ১৮। ভ-আপনে। ১৯। ভ—কারোনে।

রাজা বলে তোমরা শুন [রাণী] চারি জন।
দেশেতে থাকিলে মন[১] কল্পিবে ঘনে ঘন ॥
এ সুখ সম্পদ রাণী[২] সদাএ পড়িবে[৩] মনে।
রাজ্যেতে থাকিলে[৪] জ্ঞান সাধিব কেমনে ॥
রাজ্যেতে থাকিলে[৫] আমি না হব অমর।
সেই সে[৬] কারণে আমি যাব দেশান্তর ॥

এতেক শুনিঞা কহে অদুনা সুন্দরী[৭]।
ছাড়িয়া আপনার রাজ্য হইবা দেশান্তরী ॥
পুনরপি[৮] কহে রাণী শুন প্রাণনাথ।
আমার বাপের বাড়ীতে আছে[৯] যুগী পাঁচ সাত ॥
আমার পিতা হএ[১০] [প্রভু] তোমার শ্বশুর।
সেইখানে যোগ শিক্ষা করোহ ঠাকুর[১১] ॥
আপন রাজ্যেতে মন কল্পিবে ঘনে ঘন।[১২]
সেই রাজ্যে যায়া জ্ঞান[১৩] করহ সাধন ॥
যোগ[১৪] সাধিয়া তুমি হও মহাজ্ঞানী।
সেবাতে রহিব যে[১৬] আমরা চারি রাণী ॥

রাজা বলে শুন তোরা[১৭] রাণী চারি জন।
মন দিয়া শুন তোরা যোগের কথন ॥[১৮]
হাতে গদা[১৯] গলে কেঁতা যুগী নাহি হই।
গুরু সেবে ধ্যান করে[২০] তাকে যুগী কই ॥

১। ভ—মন কল্পিবে। বি—মন কাঁপিবে। আদর্শে 'কাপে'। ২। ভ—সদাএ মোর। ৩। আদর্শে 'পড়ে'। ভ—পড়িবে। বি—ঐ। ৪। ভ—থাকিয়া। বি—ঐ' ৫। ভ—আমার মরন শত্যর। ৬। ভ—শেহিশে। বি—সেহিত।

৭। বি—যুবতী। ৮। আঃ 'পুন্যরূপি'। বি—পুনবায়। ভ—অদুনা বোলেন শ্যামি শুন প্রাননাথ। ৯। আদর্শে 'আমার পিতার আছে'। ভ—আমার বাপের বাড়ীতে আছে। বি-ঐ। ১০। ভ-আমার পিতা হৈলে হএ। বি-আমার পিতা হয় প্রভু। ১১। আদর্শে 'প্রভুব'। ভ—শেহিখানে জান শাধ হইয়া ঠাকুর। বি—সেই খানে চলুন সাধু হইয়া ঠাকুর। ১২। আদর্শে 'সষুরের বাড়িতে যায়া রাথহ জে মান'। ভ—আপোন রাজ্যেতে মোন কল্পিবে ঘনে ঘন। বি—আপন রাজ্যে থাকিলে মন টলিবে ঘনে ঘন। কল্পিবে-কাঁপিবে বা কল্পনায় মেতে উঠবে। ১৩। আদর্শে 'সেই খানে যায়া ত্তমী যোগ'। ভ-শেহি রাজ্যে জায়া গ্যান। বি—সেহি রাজ্যেতে জ্ঞান। ১৪। ভ—গ্যান। ১৫। ভ—হবে মোহা জ্ঞানি। বি-ঐ। আদর্শে 'হও মোহামনি'। ১৬। ভ—শেবির তোমার চরন। বি—সেবা করিব তোমার।

১৭। ভ—তোরা জোগের কথন। বি—এই পদে নেই। ১৮। বি-কর্ণ পাতিয়া শুন যোগের কাহিনী। ভ—জোগপথ বড়পথ জানে মোহাজন। ১৯। বি-সাদা। ২০। বি-গুরুশিষ্যে জ্ঞান সাধে। ভ-গুরু শেবে জান শিখে।

তোমার বাপের যুগী সদাএ জাএ শুঁড়ী পাড়া[১]।
মদ খায়া নিন[২] পাড়ে শুঁড়ীর দামড়া[৩]।।
মদ খায়া মত্ত[৪] হএ নাহি জানে[৫] জ্ঞান।
নাহি সেবে গুরুর পদ না[হি] করে ধ্যান[৬]।।
আমার হইবে গুরু হাড়িফা জলেন্দর।
আমি রাজা হইব যুগী তাহার কিঙ্কর।

রাণী বলে রাজা[৭] [তুমি] রূপের বিদ্যাধর।
ইহোন[৮] বএসে তুমি হইবা দেশান্তর।।
রাজাপাঠ[৯] করহ তুমি প্রথম[১০] বএসে।
পাকিলে মাথার কেশ যাইও[১১] সন্ন্যাসে।।
রাজপুত্র হও তুমি রাজ্য অধিকারী।
কোন[১২] দুঃখে যুগী হইবে ছাড়ি নারী পুরী।।
রাজা হইয়া যুগী হইবা শুনিতে অসম্ভব।
ভুসন মাখিয়া মুখে[১৩] কিবা পাইবে লাভ।।

রাজা বলে শুন তোরা রাণী চারি জন।
১৯ বৎসরের কালে আমার মরণ।।
১৮ বৎসর সবে[১৪] আমার প্রমাই।
উনিশে মরণ আমার শুনিনু মুনির ঠাই।।[১৫]
রাজা বলে রাণী[১৬] তোর[া] তত্ত্ব কথা শুন।
কিরূপে পারিবে কাল যম নিদারুণ।।

এত শুনি চারি রাণী পুনরপি কএ[১৭]।
তুমি স্বামী[১৮] হইবে যুগী যম রাজার ভএ।।
যম এক রাজা প্রভু তুমি এক রাজা।
তাহার ডরে[১৯] ছাড়হ তুমি মুকুলের প্রজা।।

১। আদর্শে 'যুগীপাড়া'। ভ-ষুড়ির পাড়া। বি-শুঁড়ি পাড়া। ২। নিদ্রা যায়। বি—নিদ্রা পাড়ে। ভ-ষুরাপানে নিন্দ পাড়ে। ৩। শুঁড়িব দামড়া গরু অর্থাৎ মত্ত মাতালের মত নিদ্রাযায়। ৪। ভ-মত্ত। আ, 'মর্ত্ত' যুক্ত অক্ষরের সঙ্গে 'রেফ'। এর ব্যবহার পুথির প্রচলিত বানান পদ্ধতি। ৫। ভ-থাকে জ্ঞান। ৬। ভ—জ্ঞান। বি—নাহি জানে গুরুর পদ নাহি জানে ধ্যান।

৭। বি—শুন রাজা। ৮। বি—এহিত। ভ—ইহেন। ৯। আদর্শে 'রাজপাট'। ভ—রাজ্যপাট। বি—ঐ। ১০। ভ—এহিত। ১১। বি—যাইবে দূর দেশে। ১২। বি—কি দুঃখে। ১৩। ভ—ভুশন ভাঙ্গিয়া মুখে।

১৪। ভ—শর্ব্বে। বি—কেবল। ১৫। আদর্শে '১৯ বছুরে আমি জাব জমের ঠাই'। ভ—অনিশে মরন ষুনিঞাছি মনির ঠাঞি। বি—উনিশে মরন আমার শুনিনু মুনির ঠাই। ১৬। ভ—চারি রানি তত্ব কথা ষুন। বি—রাণীগণ।

১৭। ভ—পুনরূপি। বি—পুনর্ব্বার। 'আঃ পুন্যরূপে'। ১৮। ভ-রাজা। বি—স্বামী তুমি হবেন যুগী। ১৯। ভ—ডরে। বি—ঐ। আদর্শে 'ভয়ে'।

সুখে রাজ্য করোহ তুমি পাটের উপর।
চারি রাণী যাইব আমরা যমের গোচর[১] ॥
যমের স্ত্রীর সঙ্গে আমরা সয়ালি[২] পাতাব।
নানান উপহারে যমেক[৩] পূজা করি নিব ॥
মস্তকের কেশ কাটি চামর ঢোলাব[৪]।
জিহ্বা কাটিয়া আমরা পত্তিতা পাকাইব ॥
পিষ্টের চর্ম্ম কাটিয়া আমরা চান্দয়া টানাইব[৫]।
দশনক্ষ[৬] কাটি [আমরা] দশবাতি দিব[৭]।
পাএর মালৈ[৮] কাটিয়া আমরা প্রদীপ[৯] জ্বালাইব।
মস্তকের খাপুরি[১০] কাটি ধুপতি[১১] জ্বালাইব ॥
নানান পুষ্প জলে যমেক সেবাতে মানাইব।[১২]
[১৩]সেবাএ[১৪] মানাইয়া যমেক স্বামী বর নিব ॥
রাজা বলে শুন[১৫] তোরা রাণী চারি জন।
কি মত প্রকারে যাবে[১৬] যমের ভুবন ॥
যমের স্ত্রীর লাগ[১৭] তোরা কোথা গেলে পাবে।
কি মত প্রকারে তোরা সয়ালি[১৮] পাতাবে ॥
চুল কাটিলে রাণী[১৯] নাড়িয়া বোলাইবে।
জিহ্বা কাটিলে তোরা কাল বোবা[২০] হবে ॥

---

১। ভ—নগর। ২। আঃ 'জমের স্তিবিব. সঙ্গে'। ভ—শয়ালো পাতাব। বি—সয়ালি পাতাব। ৩। ভ—আমরা জমোখে পুজিব। বি—আমবা জমকে পূজা দিব। জমেক—জমকে। কর্মকারকের দ্বিতীয়া বিভক্তি শেষ বর্ণের পরিবর্তে মধ্য বর্ণে ব্যবহৃত হয়েছে। ৪। আদর্শে 'বানাব'। ভ—ঢোলাব। বি—চুলাইব। ৫। আঃ 'চন্দ্র'। বি—টাঙ্গাইব। ৬। দশনখ। ভ—ঐ। বি—ঐ। ৭। আদর্শে 'জলাইব'। ভ—দিব। বি—ঐ। ৮। মালৈ—মালাই, মালাই চাকি। মানুষের হাঁটুর চক্রাকার হাড। ভ—মালাই। বি—মালই। ৯। ভ—প্রদিপ। বি—প্রদীপ। ১০। আদর্শে 'খাকুরী'। ভ-খাপুরি। ১১। ভ—ধুপদি শাজাব। বি—এই পদ নেই। 'খাকুরী' শব্দ অর্থহীন। সং খর্পর শব্দ থেকে খাপরা শব্দের উৎপত্তি। খাপরা—ভাঙ্গা হাড়ি, কলসীর টুকরা অর্থাৎ খোল। খাপরা থেকে খাপুরি। অর্থাৎ মাথার খোল। মাথার খোলে ধূপ-ধুনা (ধুপতি) জ্বালাবে অর্থে ব্যবহৃত। ১২। ভ—নাম্বা জল পুশপে আমবা জমোখে মানাব। ১৩। এই পদের আগে ভ—পুঁথির অতিরিক্ত পদঃ রাত্রি দিবা জমের আমরা চরণ শেবিব। ১৪। আদর্শে 'সেবাতে'। ভ—শেবাএ। বি—সেবায় মানায়া আমরা স্বামী বর নিব।

১৫। বি—শুন তোমরা। ১৬। ভ—কিরূপে জাইবে তোরা। ১৭। ভ—নাগ্য। বি—দেখা। ১৮। ভ-শয়ালো পাতাবে। বি—সয়ালি পাতাবে। আদর্শে 'পাতিবে'। ১৯। ভ-তোরা। বি—লোকে নেড়িয়া বলিবে। ২০। ভ—কালরূপ। বি-কালী যে হইবে।

চর্ম কাটিলে ঠুটা রূপ হবে।
মালৈ কাটিলে রাণী হাঁটিতে না পারিবে ॥
মস্তক কাটিলে রাণী প্রাণ হারাইবে।
কি মত প্রকারে যমের সেবা মানাইবে ॥[১]

এতেক শুনিঞা রাণী পুনরপি বলে।
বালক এক দিয়া যাও[২] তোমার বদলে ॥
লালিব পালিব বালক[৩] কোলে করি নিব।
বালক দেখিয়া প্রভু তোমাক পাশরিব ॥[৪]
রাজা বলে স্ত্রীর মায়া এড়াতে না পারি।
বালক ছাড়িয়া যাব কোন প্রাণে ধরি ॥
স্ত্রী ডাঁড়ুকা[৫] হইবে বালক তাহার খিল।
বেগর বন্দনে পাএ পড়িবে[৬] জিঞ্জির ॥
মায়া করি অদুনা [না] বৈস স্বামীর আগে।[৭]
নিশ্চয় কহিলাম আমি[৮] যাইব বৈরাগে ॥

রাণী বলে রাজা তুমি যাইবে দেশান্তর।[৯]
দয়া করি গুণের স্বামী সঙ্গে[১০] লয়া চল ॥
তুমি রাজা যুগী হইবে আমরা যুগিনী।[১১]
বেষ্টিত[১২] করিযা আমরা থাকিব রজনী ॥
দূর দেশে তরুতলে থাকিবে বসিয়া।
আমরা আনিয়া দিব ভিক্ষা করিযা ॥

---

১। এই চার পদের সঙ্গে অন্য দুই পুঁথির পাঠের ব্যতিক্রম আছে। যথা:—

ভ—চর্ম্ম কাটিলে রাণি আতুর বোলাবে।
নখ কাটিলে তোরা ঠুটা রূপ হবে ॥
মালাই কাটিলে তোরা হাটিতে নাবিবে।
মস্তক কাটিলে তোরা প্রান হারাইবে ॥
কিমতে প্রকারে জমেক শেবা এ মানাবে।
কথাতে থাকিয়া তোবা শ্বামি বর নিবে ॥

বি—মালই কাটিলে তোরা হাঁটিতে নারিবে।
মস্তক কাটিলে তোরা পরাণ হারাবে ॥
চক্ষু কাটিলে বাণী অন্ধ যে হইবে।
নখ কাটিলে রাণী টুণ্ডা যে হইবে ॥
কি মত প্রকারে যমেক সেবায় মানাইবি।
কোথায় থাকিযা তোমরা স্বামী বর নিবি ॥

২। ভ-এক পুত্র দিয়া জাহ। বি-একটা বালক দেও। ৩। ভ-পুত্র। ৪। ভ-বার্ল্যেক দেখিলে রাজা তোমা পাশরিব। ৫। বি-স্ত্রীর দাড়কা হবে বালক মত্ন হইল স্থির। আ: 'ডাড়কা'। দাঁড়ুকা—পদ-শৃঙ্খল। সাধন-পথে স্ত্রী পদ-শৃঙ্খল এবং সন্তান সেই পদশৃঙ্খলের চাবি কাঠি (খিল)। ৬। আদর্শে 'চড়িল'। ভ-পড়িবে। বি—ঐ। ৭। ভ-মায়া ছাড় অগ উদুনা বৈশ বাম দিগে। বি-মায়া না কর অদুনা না বইস আমার আগে। ৮। আদর্শে 'নির্চ্ছয় হৈবে যুগি'। ভ-নিশ্চএ কহিলাম আমি। বি—ঐ।

৯। বি—দেশান্তরে যাবে প্রভু বলি তোমার আগে। ১০। বি—লয়া চল সঙ্গে। ১১। আদর্শে 'যুগানি'। ভ—যগিনি। বি—যোগিনি। ১২। আদর্শে 'দিষ্টি'। ভ-বেষ্টিত করিয়া রব আমরা চারি রাণি। বি—তোমার নিকটে আমরা থাকিব রজনী।

ক্ষুধার সময়[১] প্রভু রান্ধিয়া দিব ভাত।
অন্ধকার যামিনী হইলে থাকিব সাক্ষাত॥[২]

রাজা বলে যাবে[৩] রাণী হাঁটিতে না পারিবে।
ধরি খাবে বনের বাঘ[৪] প্রাণ হারাইবে॥
রাণী বলে খাবে বাঘে তাতে কিবা[৫] ডর।
স্বামীর আগে হইবে মরণ জীবন[৬] সফল॥
ভাগ্যবতী নারী যাত্তি[৭] স্বামীর আগে মরে।
অভাগিনী নারী তাহার স্বামী নাহি ঘরে॥[৮]
[৯]স্বামী সর্ব [মএ] নারীর[১০] শুনিয়াছি পুরাণে।
সঙ্গে লয়া চল প্রভু পরও[১১] চরণে॥

রাজা বলে শুন তোরা রাণী চারি জন।
স্ত্রী সঙ্গে লইয়া জ্ঞান সাধিবে কোন জন[১২]॥
[১৩]স্ত্রী সঙ্গে করি[১৪] যদি হইবে সন্ন্যাসী।
সর্ব লোক কহিবে আমাক ভণ্ড[১৫] তপস্বী॥
নারী সঙ্গে করি যে জন যুগী[১৬] হয়া যাএ।
মাগুয়া[১৭] যুগী করি তাকে সর্ব লোকে কএ॥
স্ত্রী সঙ্গে করি যদি নিজ নাম[১৮] পাই।
তবে কেন ত্যাগিব[১৯] আমি গৃকুলের রাজাই॥

---

১। আ-'ক্ষিদার সোমাএ'। বি-ক্ষুধার সময়। ২। ভ-অর্দ্ধকার রাত্রি হৈলে থাকিব শর্জ্যাতে। বি-অন্ধকার যামিনী হইলে থাকিব সাক্ষাত। আদর্শে 'থাকিব সাক্ষাত' স্থলে 'যাইব তোমার সাত'। ৩। ভ-রাণি তোরা। ৪। ভ-বোনের ব্যাঘ্রে। বি-বনের বাঘেতে বাণী ধরিয়া খাইবে। ৫। ভ-নাহি ডর। বি-কি মন্দ। ৬। ভ-জনম শফল। বি—এ বড় আনন্দ। ৭। বি-যেই। ভ-হএ শ্যামি রৈতে মরে। ৮। ভ-ষুভাগিনি নারি শেহি জাএ শগ্গ‍্যপরে। ৯। এ পদের আগে ভ-পুঁথিতে নীচের অতিরিক্ত পদগুলি আছে।

যথা: ষুভাগিনি অভাগিনি শকলি শমান। কর্ম্মদোশে শগ্গ‍্য করে নরক্য শমান॥
শগ্গ‍্য নরক এথা আগে শ্রীজন কবিয়া। শেপথে শেজন জাএ আনন্দে চলিয়া॥
ইশ্ট মিত্র বাপ ভাই কেবা হএ কাব। ইকুল উকুল শ্যামি দুই কুলের শার॥

১০। বি-স্বামী নারীর ঈশ্বর হয়। ১১। ভ-পুজিব। বি-যাব তোমার সনে। ১২। ভ-সাধিব কেমনে। বি-সাধিব কেমন। ১৩। এ পদের আগে ভ-পুঁথিতে দুটি অতিরিক্ত পদ আছে। যথা:

কিছু বোল কহ তোমরা মনে নাহি ভাএ। অবশ্য হইব যুগি কহিলাম নিশ্চএ॥

১৪। ভ-করি। বি-করিয়া। আদর্শে 'লইয়া'। ১৫। বি-ভণ্ড তপসী। ভ-শকলে কহিবে মোখে ভণ্ডএ তপশি। ১৬। ভ-জে জন যুগি হএ। বি-যে জন যুগী হতে চায়। ১৭। আদর্শে 'স্ত্রিয়া'। ভ-মাগুয়া। বি-ঐ। মাগ—স্ত্রী, পত্নী। মাগ থেকে মাগুয়া অর্থাৎ স্ত্রৈন। ১৮। আদর্শে 'নিজকুল'। ভ-নিজনাম। বি-নিজজ্ঞান। ১৯। ভ-ছাড়িব। বি-তেজিব।

এত শুনি পুনরপি বলে চারি রাণী।[১]
স্ত্রী ছাড়া তপ[২] করে কোন মহামুনি[৩]॥
[৪]স্ত্রী থাকিতে যদি না হএ অমর।[৫]
তবে কেনে শচীকে[৬] না ছাড়ে পুরন্দর॥
ইন্দ্রের[৭] গুরু হএ যে গৌতম মহামুনি।
গৌতমে না ছাড়ে[৮] কেন অহল্যা রমণী॥[৯]
সর্বদেবের গুরু হএ [দেব] বৃহস্পতি।
সেই কেন না ছাড়ে আপনার যুবতী॥[১০]
অগস্ত নামে মুনি মুনির প্রধান।
স্ত্রী ছাড়িয়া কেনে না করে সেহি ধ্যান॥[১১]
সাতকাণ্ড রামায়ণ[১২] রচিল বাল্মীক।
সেই কেনে না ছাড়ে আপনার নারীক॥[১৩]
ভারত রচিল মুনি নামেতে ব্যাস।[১৪]
সেহি মুনি স্ত্রী লয়া করিল নিবাস॥[১৫]
ধর্মরাজ দিননাথ আর দিবাকর।
ছাঞাবতী কন্যা লয়া সেহ করে ঘর॥
ছাঞাবতী কন্যার সঙ্গে কিড়া করে দিনমণি।
যাহার উদরে জন্মিল শ্রীহ শনি॥

---

১। আদর্শে 'পুণ্যরূপি' ও রাণী স্থলে 'জোন'। ভ-রানি। বি-পুনরাগ বলে ধীরে ধীরে। ২। আদর্শে 'জপ' ভ-তপ্য। বি-তপ। ৩। ভ-কুন মোহমুনি। বি-মুনিবরে। আদর্শে 'যুগিযোন'। ৪। এ পদের আগে অন্য দুই পুথিতে দুটি করে অতিরিক্ত পদ আছে। যথা :

ভ—উদুনা বোলেন তুমি ষুন প্রানেশ্বর।
শ্রী ছাড়া কুন দেব হইল অমর॥

বি—অদুনা বলেন তুমি শুন প্রাণেশ্বর।
কোন দেব স্ত্রী ছাড়ি হইল অমর॥

৫। ভ-শ্রী থাকিতে জদি না হএ অমর। ৬। বি-স্ত্রী থাকিতে যদি না হয় অমর॥
আদর্শে 'কোন দেব শ্রি ছাড়ি হইল অমর'। ৬। শচী ইন্দ্রের স্ত্রী। বি-শচী কেনে নাহি ছাড়ে দেব পুরন্দর। ৭। বি-ইন্দ্র রাজের দেব হয় গৌতম নামে মুনি। ৮। আদর্শে 'তাহাক ঐ এন্দ্রমুনি'। ৯। বি—গৌতম কেন না ছাড়িল অহল্যা নামে রাণী। গৌতম মুনির স্ত্রী অহল্যা ইন্দ্রের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হলে গৌতম কর্তৃক অভিশপ্তা হন। বহু সহস্র বৎসর পরে বিষ্ণু রূপী রাম কর্তৃক শাপমুক্তা হলে গৌতম তাকে পুনর্বার গ্রহণ করেন। ১০। দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারা চন্দ্র কর্তৃক অপহৃতা হয়ে বুধ নামক এক পুত্রের গর্ভধারিণী হলে ব্রহ্মা আদি দেবগণের মধ্যস্থতায় তারাকে ফিরে পেয়ে বৃহস্পতি তাকে পুনরায় গ্রহণ করেন। ১১। স্ত্রী লোপামুদ্রার অনুরোধে অগস্ত্য মুনি দানব রাজ ইল্বলের কাছ থেকে ধন রত্ন ভিক্ষা করে এনে স্ত্রীর অলঙ্কারের সাধ পূর্ণ করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। ১২। আ. 'আমাঞ্রিয়ণ'। ১২, ১৩। ভ-পুঁথিতে নেই। বাল্মীকি মুনি 'দস্যু রত্নাকর' অবস্থায় বিবাহিত ছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে বসবাসের কোন কাহিনী পাওয়া যায়না। ১৪, ১৫। ভ-ব্যাসে আদি মুনি শকলে শ্রীকে করে দয়া। বি-এই দুই পদ নেই। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, মা সত্যবতীর অনুরোধে 'সৎভাই' বিচিত্র বীর্যের স্ত্রী অম্বিকা এবং অম্বালিকার সঙ্গে সংসর্গ করে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু ইত্যাদির এবং অপ্সরার গর্ভে শুক দেবের জন্ম দেন। ব্যাস দেবের বিবাহের কোন কাহিনী পাওয়া যায়না। পরবর্তী ৮ পদ অন্য দুই গ্রন্থে নেই।

উভরাজ[১] নিশানাথ নাম ধরে শশী।
২৭শ নক্ষত্রে শুনি তাহার রূপসী॥

চতুর মুখি ব্রহ্মাদেব ব্রহ্মাণ্ড[২] ঈশ্বর।
সেহি ব্রহ্মাদেব করে স্ত্রী লইয়া ঘর॥[৩]

স্ত্রী ছাড়িলে যদি অমর হএ কায়া[৪]।
তবে কেন নাহি ছাড়ে ভোলানাথ মহামায়া[৫]॥

পুরুষের স্ত্রী নারী নারী সে জননী।[৬]
নারী লয়া ঘর করে যত মহামুনি॥

সুর নর নাগ[৭] যত পশু পক্ষী কীটে।
রাক্ষস[৮] অসুর জন্মে নারীব পেটে॥[৯]

স্ত্রী পুরুষে সংসার সর্ব শাস্ত্রে কএ।
বিনে নারী কাহার জন্ম কহ মহাশএ॥[১০]

তোমার মাও মঞেনা মতী গর্ভের সঞ্চার।[১১]
স্বামী সঙ্গে মুনি যদি না করে রমন।
কিরূপে হইল রাজা তোমার জনম॥

শুকুর মামুদে[১২] কহে স্ত্রী বিষম মায়া।
সেহি মাযা ছাড়ে রাজা তত্ত্ব কথা পায়া॥

মাও মুনির স্থানে রাজা ভেদ পাইয়াছিল।
মাএর বচন ভাবি কহিতে লাগিল॥

১। নিশানাথ অর্থাৎ চন্দ্রকে কেন 'উভবাজ' বলা হয়েছে তা বুঝা গেলনা। পাঠে ভুল আছে বোধ হয়। ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রি মুনির পুত্র চন্দ্র, দক্ষের ভবণী, কৃত্তিকা, আদ্রা, মঘা, উত্তর ফালগুনি, বিশাখা, রোহিনী প্রভৃতি ২৭ জন কন্যাকে বিবাহ করেন। ২। আ-'ব্রভান্ত ইস্বর'। ৩। ব্রহ্মার স্ত্রী সরস্বতী (মহাদেবের কন্যা)। মতান্তরে সরস্বতী বিষ্ণুর দ্বিতীয়া স্ত্রী। ৪। ভ-এ পদ নেই। আদর্শে 'কাএ'। ৫। আদর্শে 'মোহামাএ'। ভ-মোহামায়া। বি-মায়া। ৬। পরবর্তী ৫ পদ এবং এই পদ অন্য দই গ্রন্থে নেই। ৭। নাগ—সাপ। ৮। আ-'আক্ষষ'। ৯। দেব, দৈত্য, মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত প্রাণী নারীর পেটেই জন্ম গ্রহণ করে। ১০। ভারী সুন্দর প্রশ্ন। ১১। আলোচ্য পুঁথির পাঠে ভুল আছে। অন্য দই পুথির পাঠ:

ভ—তোমার মাও মএনামন্তি জানে শর্ব্বলোকে।
শ্যামি নৈঞা নিজঘর কৈল মোন যকে॥
শ্রীএ পরুশে জদি না কৈল শৃঙ্গাব।
কিরূপে হইল মুনির গভ্ভেব ছঞ্চাব॥
শ্যামি শঙ্গে মুনি জদি না কৈল রমন।
কিরূপে হইল রাজা তোমার জনম॥

বি—তোমার মা ময়নামন্ত্রি জানে সর্ব্বলোকে।
স্বামী লইয়া রাজ্য করিল মহাসুখে॥
স্ত্রী পুরুষে যদি না করে শৃঙ্গার।
কেমনে হইল মুনির গর্ভের সঞ্চার॥
স্বামী সঙ্গে মুনি যদি না করিল ধর্ম্ম।
কেমনে হইল রাজা তোমার জন্ম॥

১২। এই পদ এবং পরবর্তী ৩ পদ অন্য দুই পঁথিতে নেই। আদর্শে 'গৌরি পার্ব্বতি'।

রাজা বলে শুন তোরা রাণী চারি জনা।
মনুষ্য হইয়া [দিলে][১] দেবের তুলনা।
রাজা বলে শুন তুমি[২] অদুনা সুন্দর।
যে মত প্রকারে দেব হইল অমর[৩]।।
অমৃত হইল যখন[৪] সমুদ্র মথনে[৫]।
অমর হইল দেব [সেহি] সুধা পানে[৬]।
যখন অমৃত দেব করিল বাটন[৭]।
আপন বাহনে আইল [যত] দেবগন।।
ত্রিশ কোটি দেব আইল নারী পুরুষে।[৮]
একত্র হইল সবে[৯] দেবের কৈলাসে।।
বসিল সকল দেব অমৃত খাইতে।[১০]
রাহু চণ্ডাল সেহি[১১] আছিল সভাতে।।
রাহু চণ্ডাল নাগ সিংহীকার[১২] তনয়।
দেব মূর্তি ধরি[১৩] বৈসে দেবের সভায়।।
বসিল রাহু চণ্ডাল না চিনিল দেবগণে।[১৪]
অমৃত [না] বাটিল চন্দ্র সূর্য অপেক্ষনে[১৫]।।
আমাবস্যা পাইয়া[১৬] চন্দ্র সূর্যদেব আইল।
তখনে অমৃত দেব বাটিতে লাগিল।।
অমর হইল দেব[১৭] অমৃত ভক্ষণে।
নাচি [নি]যা অমৃত[১৮] দিল রাহু[র] বদনে।।

১। ভ-দিলে কেন। বি-দিলেন দেবেব তলনা। ২। ভ-ষুন রাণী উদনা সুন্দর। বি-ঐ। আদর্শে 'সুন্দরি'। ৩। আদর্শে 'অমরি'। ভ-অমর। বি-ঐ। ৪। ভ-পয়দা। বি-যত। ৫। ভ-মইথনে। বি-মন্থনে। ৬। ভ-শুধাপানে। বি-সুধাপানে। আ-'ষুদাপ্রানে'। ৭। ভ-কৈল বিবর্তন। বি-করিল বণ্টন। ৮। ভ-তিন কোটি দেব আইল শ্রীএ পরূশে। বি-ত্রিশ কোটি দেবতা আইল স্ত্রী পরুষে। ৯। ভ-দেব শিবের। বি-আসিয়া বসিল সবে শিবের কৈলাসে। ১০। বি-বসিল সকল সিদ্ধা স্ত্রী পরুষেতে। ১১। বি-অমৃত খাইতে রাহু চণ্ডাল। ১২। ভ-শঙ্খিকার তনএ। বি-সিংহিকার তনয়। আ-'সিঙ্কার তর্ন্যায়ে'। সিঙ্কার—সিঙ্গকার—সিঙ্গিকার সিংহীকার। রাহু—বিপ্রচিত্তি দানবের ঔরসে ও দিতিব কন্যা সিংহীকাব গর্ভজাত চতুর্দশ সন্তানের অন্যতম সন্তান এক দানব। ১৩। আদর্শে 'হইয়া'। ভ-ধবি। বি-ধরে। ১৪। ভ-বশিছে চণ্ডাল রাহু না জানে দেবগন। ১৫। ভ-অপক্ষন। ১৬। ভ-আমাবৈশ্যার দিনে। বি-আমাবস্যা পায়ে। ১৭। ভ-বশিল শকল দেব। ১৮। ভ-দিল আগে। সমুদ্র মন্থনে অমৃত উত্থিত হলে দেবগণকে অমর করার মানসে বিষ্ণু সেই অমৃত দেবগণকে ভক্ষণ করতে দিলে রাহু দেবতার রূপ ধারণ করে অমৃত ভক্ষণ করে কণ্ঠ পর্যন্ত নিয়ে গেলে চন্দ্র-সূর্য তার সঠিক পরিচয় পেয়ে তার স্বরূপ প্রকাশ করা মাত্র বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা রাহুর মস্তক ছেদন করেন। কিন্তু অমৃত ভক্ষণের ফলে রাহুর উর্ধাঙ্গ অমর হয়ে রইল। সেদিন থেকে রাহু চন্দ্র এবং সূর্যকে গ্রাস করে কিন্তু দেহের নিম্নাংশ না থাকায় ফলে চন্দ্র-সূর্য গ্রাস করার পরই মুক্তি লাভ করে। হিন্দু পুরাণ মতে চন্দ্র এবং সূর্যগ্রহণের কারণ এটাই। আদর্শে অমৃত স্থলে 'অমিত্র'।

চন্দ্র সূর্য বলে দেব করিলে[১] গুণ্ডাল।
উবেটা দেবতা নহে রাহু চণ্ডাল॥
যেহিমাত্র চন্দ্র সূর্য এতেক[২] কহিল।
খড়্গে ছেদিয়া রাহুর[৩] মুণ্ড কাটিল॥
মুণ্ড কাটা গেল রাহুর হইল দুইখান।
তবুও না মরে রাহু[৪] অমৃতের গুমান॥
অমৃত কারণে[৫] চন্দ্র সূর্য রাহুর দুশ্মন[৬]।
সেই হইতে[৭] চন্দ্র সূর্যের হইল গ্রহণ॥
মুখে দিতে[৮] কাটা গেল না মরিল রাহু।
চন্দ্র সূর্য[ক] ধরে বেটার [নাহি] কন্ধবাহু॥
নিত্য নিত্য[৯] চন্দ্র সূর্যক রাহু চণ্ডাল হিংসে।
দেবগণে ভোগ দিল মনিষ্য[১০] আইসে॥
মনিষ্যের আইসে[১১] রাহু থাকে বারমাস।
তিথি পাইলে[১২] চন্দ্র সূর্যক রাহু করে গ্রাস॥
সেহি নক্ষত্রের হএ যেহি যোগ।[১৩]
সেই দিবস চন্দ্র সূর্যক রাহু করে ভোগ॥[১৪]
নক্ষত্রের কারণে ভোগ পায় সেই তিথি।[১৫]
রাহু যায়া চন্দ্র সূর্যক ধরে শীঘ্রগতি॥[১৬]
কাটা মুণ্ডে[১৭] ফিরে[১৮] রাহু অমৃতের গুমানে।
অমর হইল দেব সেহি সুধা পানে[১৯]॥

---

১। আদর্শে 'করিয়া'। ভ-করিলে। বি-ঐ। ২। আদর্শে 'এহি কথা'। ভ-এতেক। বি-ঐ। ৩। ভ-খড়্গ দিয়া রাহুর মুণ্ড তখনে কাটিল। বি-রাহুক মস্তক কাটিল। ৪। ভ-বেটা অমৃত গুমান। বি-রাহু অমৃত গুমান। গুমান-(ফা.) গর্ব, অহঙ্কার। এখানে শক্তি। ৫। ভ-অমৃত পানে। বি-ঐ। ৬। ভ-দুষুমন। বি-দুস্মন। আ. 'দুসপোন'। ৭। ভ-শেহি হনে। ৮। ভ-মুখে দিলে। বি-মুণ্ড কাটা গেল তবু।৯। ভ-নিত্যে ২। বি-নিত্য নিত্য। আ-'নিত্তি ২'। ১০। ভ-মনশ্যের রাইশে। বি-মনুষ্যেরঅংশে। আ-'রাইসে'।১১। ভ-রাইশে। বি-অংশে। ১০, ১১। এই দুই পদের অর্থ ঠিক বুঝা গেলনা। 'রাইসে' শব্দকে আইশ (র-আগমে) অর্থাৎ আশ (ভোজন, আহার) ধরলে অর্থ দাঁড়ায়—মানুষ ভক্ষণে দেবগণকে ভোগ দিল। এবং মানুষ আহারে রাহু বার মাস থাকে এবং সুযোগ পেলেই সে চন্দ্র-সূর্যকে গ্রাস করে। ১২। ভ-তিথি ক্রোমে। ১৩। আদর্শে 'এহি নৈক্ষত্রের হএ সেহি যোগ'। ভ-শেহি নৈক্ষত্র তিথি হএ জেহি জোগ। বি-সেই তিথি পাইলে লক্ষণের যোগ। ১৪। ভ-সেই দিবশ চন্দ্র মুজজ্যক রাহু করে ভোগ। বি-ঐ। আদর্শে 'নৈক্ষেত্রোর কারোনে রাহু পাএ সেহি ভোগ'। ১৫। বি-সেই লক্ষণে যোগ পায়ে সেই তিথি। ভ-এ পদ নেই। ১৬। ভ-এ-পদ নেই। ১৭। আদর্শে 'কাটামুণ্ডু'। ভ-কাটামুণ্ডো। ১৮। বি-কাটামুণ্ড যায় রাহু। ভ-ফিরে। ১৯। ভ-সুধাপান। বি-সুধাপানে। আ. 'সুদা প্রানে'।

সুধা পানে দেবগণ[১] হইল অমর।
তকারণে দেব[২] করে স্ত্রী লয়া ঘর।।
অমৃত পানে[৩] স্ত্রীপুরুষে একত্র বসতি।[৪]
সেই যে অমৃত আমি আইজ পাবো কুতি।।[৫]
মাও মুনির কথা তোমরা কহিলে[৬] চারি রাণী।
যে রূপে আমার জন্ম শুন তার কাহিনী[৭]।।
তিলক চন্দ্র নামে রাজা সানন্দ[৮] নগরে।
আমার মাও ময়েনা মতী জন্মিল[৯] তাহার ঘরে।।
যখন হইল মাতা ইপঞ্চ বৎসর।
জ্ঞান দিয়া গোর্খনাথ করিল অমর।।
সেবক হইয়া মাতা পুছিল[১০] গুরুর স্থানে।
বিভাহ হইবে আমার কোনবা রাজার সনে।।
শুনিয়া মুনির কথা কহিল হরিহর[১১]।
মানিক চন্দ্র রাজার সঙ্গে হইবে সয়ম্বর।।[১২]
বিভাহ হইবে তোমার না ভুঞ্জিবে সুবতি[১৩]।
এহি কথা কহিয়াছিল গুরু গোর্খ যতি।।
মুনি বলে গুরু তুমি করিলে সেবক।
হাটখুবা বলিবে লোকে না হইলে[১৪] বালক।।
এতেক শুনিঞা[১৫] কহিল গোর্খ[১৬] হরিহর।
এক পুত্র হইবে তোমার আমি দিলাম বর।।

---

১। আদর্শে 'মুদাপ্রানে সবদেব'। ভ-দেবগন। বি-ঐ। ২। বি-এই জন্য দেবগণ। ৩। আ. প্রানে। ৪, ৫। এই দুই পদ অন্য দুই গ্রন্থে নেই। কুতি—কোথায়। ৬। আদর্শে 'কহ'। ভ-জে কহিলে। বি-তোমরা কহিলে। ৭। আদর্শে 'দ্বচারিণী'। ভ-তার বানি। বি-তার কাহিণী। দ্বচারিণী—দ্বিচারিণী অর্থাৎ ব্যভিচারিণী। লিপিকর প্রমাদে এই শব্দের অপ্‌প্রয়োগ হয়েছে বলে মনে হয়। তখন পর্যন্ত রাণীদের সতিত্ব এবং পতিভক্তি প্রশ্নাতীত ছিল। বি-পুঁথির পাঠ শ্রেয় মনে হওয়ায় গৃহীত হলো।

৮। বি-সান্তনা। ভ-শানন্দ। সানন্দ বা সান্তনা নগরের সন্ধান পাওয়া যায়নি। রংপুরের গাথা অনুসারে ময়নামতীর পিত্রালয়ে কেরুসানগরে। ৯। বি-জন্মে। ১০। আদর্শে 'বক্সে'। ভ পুছিল। বি-জিজ্ঞাসে। ১১। কবি এবং নাথদের মতে গোরক্ষনাথ এবং হরিহর (শিব) অভিন্ন। হিন্দু-পুরাণ মতে হরিহর, বিষ্ণু (হরি) এবং শিবের (হর) নামের সমন্বয় এবং এক দেবতারূপে পরিগণিত। ১২। বি-মানিকচন্দ্রের সঙ্গে বিভা হইবে তোমার। ভ-মানিক চন্দ্রের সঙ্গে। ১৩। ভ-থুকরতি। বি-না হইবে কামভাব না হইবে রতি। আ. 'ছুরোতি' সুরতি, রতিক্রিয়া। ১৪। বি-যদি না হয় বালক। ১৫। ভ-এতোশুনি। ১৬। বি-গুরু। ১৭। বি-একটি বালক পুনি হইবে তোমার।

স্বামীর শেষ পুত্র তুমি করিবে ভক্ষণ।[১]
তাহাতে হইবে তোমার গর্ভের সৃজন[২] ॥

গুপিচন্দ্র নামে পুত্র হইবে তোমার।
১৮ বছর প্রমাই হইবে তাহার ॥

১৮ বছর প্রমাক্রি[৩] ১৯শে মরিবে।
হাড়িফার চরণ সেবি[৪] অমর হইবে ॥

এতেক কহিল নাথ কবিয়া সেবক।
গুরুর প্রসাদে মুনির[৫] হইবে বালক ॥

পিতার শেষ রস[৬] মাতায় খাইল।[৬]
যতি গোর্খের বরে আমাব জনম হইল ॥

আমার জনম হইল যতি গোর্খের বরে।
১০ মাস আছিলাম আমি[৭] মাএর উদরে ॥

উদরে ধরিল মাতা নাহি দিল ক্ষীর[৮]।
গুণবতীর দুগ্ধে[৯] আমার বাড়িল শরীর ॥

১৭ বছর হইল[১০] [সুখে] রাজ্য করি।
এক বছব পরে[১১] আমি যাবো যমের পুরী ॥

১৮ বছব [কালে] যদি[১২] জ্ঞান নাহি পাই।
১৯ বছরে আমি যাব যমের ঠাঞি ॥

মায়া দুর কব রাণী না বইস আমার পাশে।
নিশ্চয় হইব যুগী যাইব সন্ন্যাসে ॥

---

১। ভ-শ্যামি বশ শেশ পুত্র্র কবিহ ভক্ষন। বি-স্বামীর চবণামৃত কবিবে ভক্ষণ। বর্তমান এবং ভ-পুথির হুবহু পাঠ আগে (৭৭ পৃষ্ঠায়) ও আছে। এই সব পাঠে নরমাংস ভক্ষণেব ইঙ্গিত দেখা যায়। পাঠ প্রমাদে পরিপূর্ণ এবং মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। ভ-পুঁথিতে কিছু পরে আছে। 'পিতার শেষ রশ মাতাএ খাইল'। সাধক এবং তান্ত্রিকদের মধ্যে গুরু অথবা স্বামীর বীর্য ভক্ষণেব কাহিনী শুনা যায়। এতে তথাকথিত সতিত্ব রক্ষা করে নাকি সন্তান ধাবণ করা যায়। ভ-পুঁথির পাঠে বোধ হয় এই 'বীর্যভক্ষণের' ('শেষ রস' খাওয়ার) কথাই বলা হয়েছে। এবং এটাই ছিল বোধ হয সঠিক পাঠ। এতে পাঠ দাঁড়াবেঃ 'স্বামীব শেষ রস তুমি করিবে ভক্ষণ'। বৃদ্ধ বয়সে স্বামী সম্ভোগের কথাও হতে পাবে। ২। ভ-শ্রীজন। বি-সৃজন। আ. 'ছিরিজন'।৩। ভ-হৈয়া। বি-অন্তে ৪। বি-সেবিলে হাড়িব চরণ। ৫। ভ-আমি হইলাম। ৬। আদর্শে 'শেষ পুত্র আমার'। ভ-পিতার শেশ রশ মাতাএ খাইল। বি-পিতার চরণামৃত মাতায় খাইল। চরণামৃত আমদানী করে বি-পুঁথির পাঠ বোধগম্য করা হয়েছে। বি-পুথির পাঠ আগাগোড়া মনগড়া রকমের। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গুপিচন্দ্রের জন্ম নিয়ে একটা সন্দেহের প্রশ্ন জাগে। হাড়িফার সঙ্গে ময়নার অবৈধ সম্পর্কের ইঙ্গিত গুপিচন্দ্রের নিজের মুখেই প্রকাশিত হয়েছে। বৃদ্ধ রাজা মানিকচন্দ্রের সঙ্গে ময়নার মোটেই বনিবনা ছিলনা এবং ময়না রাজার মৃত্যু কামনা মনে প্রাণে করেছিলেন এবং রাজার মৃত্যুতে খুশীও হয়েছিলেন। ৭। ভ-দশ মাশ দশ দিন ছিলাম। বি-দশমাস দশ দিন ছিনু জননীর উদরে। ৮। আ. 'খির'। ৯। ভ-দুগ্ধে। ১০। আদর্শে 'প্রবাক্রি হইল'। ১১। ভ-আর এক বছ্যরর পরে। বি-আঠার বৎসর পরে। ১২। আদর্শে 'আমি'। ভ-জদি। বি-ঐ।

ই সুখ সম্পদ রাণী কিছুই না লয় মনে।[১]
চিত্ত বান্ধা আমার হাড়িকার চরণে॥[২]
হাড়িফার চরণে আমার মন আছে[৩] বান্ধা।
রাজ্যপাট নারী পুরী সব মিথ্যা ধান্ধা॥
শুনিঞা অদুনা বলে মনে পায়া ব্যথা।[৪]
নিশ্চয যাইবে রাজা গলে দিয়া ক্তেতা॥[৫]
অখণ্ড সরস গুয়া বিড়া[৬] বান্ধা পাঁন।
ইসুখ সম্পদ তোমার বিধি হইল বাম॥[৭]
এতেক কহিয়া[৮] তবে কান্দে চারি রাণী।
অঝোর নঞনে পড়ে[৯] বুক বহিয়া পানি॥
কান্দে কান্দে চারি রাণী অঝরেতে[১০] ঝরে।
বসন ভিজিল[১১] রাণীর নঞানের নীরে॥
কান্দিতে কান্দিতে রাণী হইল ফাপর।[১২]
যুক্তি বিচারিল রাণী[১৩] মারিতে জলেন্দর॥
চারি রাণী বলে আমরা কান্দি অকারণ।
হাড়ীফাক মারিলে রাজ্যে রহিবে[১৪] রাজন॥
হাড়ীফাক মারিতে যদি কোনরূপে পারি।
তবে সে রহিবে রাজা[১৫] রাজ্যের অধিকারী॥

১। আ. 'ইষুক সম্পদ রাণী কীছুই না লয়ে মোনে'। ১, ২। ভ-এষুক সম্পদ মোর মোনে নাহি ভাএ। চিত্যা বার্দ্ধা আছে মোর হাড়িফার পাএ॥ 'আমার' স্থলে বি-পুঁথিতে 'আমি'। ৩। বি-রৈল। ৪। আদর্শে 'ষুনিয়া অদুনা তবে মনে পাইল ব্রেথা'। ভ-ষুনিয়া উদুনা বোলে মোনে পায়া বেথা। বি-শুনিয়া অদুনা বলে মনে পায়া ব্যথা। ৫। ভ-নিশ্চয় হইবে যুগি গলে বান্ধি কেথা। ৬। আদর্শে 'ঝাড়া'। ভ-অখণ্ড গুয়া প্রভু বিড়া বান্ধা পান। বি-অখণ্ড সরল গুয়া বিড়া বান্ধা পান। অখণ্ডিত বা দ্বিখণ্ডিত সুপারি সহযোগে পান খাবার রেওয়াজ পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে নূতন জামাই-এর দন্তশক্তির পরীক্ষা এতে হত। বিড়া—৮০টা পানে এক বিড়ার হিসাব আজও প্রচলিত আছে। কোন কোন সক্ষম ব্যক্তি এক বৈঁঠকে এক বিড়া পান খেয়ে ফেলত এবং তাতে বাহবা পেত। পানের 'বিড়ি' পানের খিলি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ৭। এই পদ পুঁথির অন্যত্রও আছে। ৮। বি-বলিয়া তখন। ৯। ভ-বুক বাহা পড়ে পানি। বি-পড়ে দুই চক্ষের পানি। ১০। ভ-বিরহ আনলে। ১১। ভ-তিতিল। বি-বসন ভিজিয়া গেল নয়নের নীরে। আদর্শে 'দুই নঞানের জলে'। ১২। ভ-কান্দেহ চারি রানি হইয়া কাপর। ১৩। আদর্শে 'যুক্তি করিল তবে'। বি-যুক্তি বিচারে রাণী। ভ-যুক্তি বিচারিল রানি। ১৪। আদর্শে 'থাকিবে'। ভ-রহিবে। বি-ঐ। ১৫। আদর্শে 'রাজে রাজের'। ভ-রাজা। বি-ঐ।

এতেক ভাবিয়া সবে যুক্তি বিচারিল[১]।
[২]ক্ষেতুয়া বলিয়া রাণী ডাকিতে লাগিল ॥[৩]
শুনিঞা আইল ক্ষেতু রাণীর সাক্ষাতে।[৪]
ক্ষেতুকে দেখিয়া রাণী লাগিল[৫] কহিতে ॥
রাণী বলে ক্ষেতু বাছা শত[৬] মুদ্রা লও।
এক শত তঙ্কা (ব)[৭] বিষ শীঘ্র আনি দেও ॥
শত মুদ্রা[৮] লইযা ক্ষেতু করিল গমন।
বাজাবের দক্ষিণে গেল[৯] বিষেব কাবণ ॥
মৃকুলে আছিল বাদীয়া[১০] এক হাযার।
কালু নামে ছিল এক বাদীয়া সবদাব ॥[১১]
সহস্র ঘব মধ্যে কালু এক ভাজন।[১২]
তাহাব বাডী গেল ক্ষেতু বিষেব কাবণ ॥
কালু বলে ক্ষেতু তোমাক দেখি যে চঞ্চল[১৩]।
কি কার্যে আইলা তুমি[১৪] কহিবা কুশল ॥
ক্ষেতু বলে (কালু) তুমি[১৫] শুনহ শ্রবণে।
শত তঙ্কা (ব)[১৬] বিষ কালু দেহ এহিক্ষণে ॥
এতেক বলিয়া তঙ্কা[১৭] দিল কালুব হাতে।
তঙ্কা লইযা গেল কালু বিষ[১৮] আনিতে ॥
বাদিয়া সকলে বিষ দিল থোবা থোবা।[১৯]
শত[২০] তঙ্কা (ব) বিষ কালু দিল দুই ঘডা ॥

---

১। আদর্শে 'ডাড়াইন'। ভ-বিচাবিন। বি-কবিল। ২। এই পদেব আগে অন্যদুই পুঁথির অতিরিক্ত পদঃ

ভ-কুন বুদ্ধে মারি হাড়িক ভাবিতে লাগিল ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাণি স্থিব কৈল মোন।
হাড়িকাক মারিব বিশ করায়া ভোজন ॥
এতেক ভাবিয়া রানি মহলেতে গেল।
৩। ভ-খেতু ২ করি রানি ডাকিতে লাগিল ॥

বি-কিরূপে মাবিব হাড়িক ভাবিতে লাগিল ॥
ভাবিতে ভাবিতে রাণী স্থিব কৈল মন।
হাড়িকে মারিব বিষ কবায়া ভক্ষণ ॥
এতেক কহিয়া রাণী মহলেতে গেল।
৩। বি-খেতু নফর বলি ডাকিতে লাগিল ॥

৪। বি-ডাক শুনিয়া খেতু সাক্ষাতে আসিল। ভ-এই পদ নেই। ৫। বি-কহিতে লাগিল। ভ-এই পদ নেই। ৬। আদর্শে 'সপ্তমুস্টা'। ভ-শতোমুদ্রা। বি-টাকা লয়া যাও। ৭। বি-টাকাব। ভ-এক শতো তঙ্কার বিশ আনিঞা দিতে চাও। ৮। আদর্শে 'সপ্তমুষ্টা'। ভ-শতোমুদ্রা। বি-ঐ। ৯। বি-দক্ষিণেতে। ১০। আদর্শে এক বাদিয়া হাজার। বি-বাদিয়া এক হাজার। ভ-মৃকুলে বাদিয়া ছিল একত্র হাজার। ১১। ভ-কালু নামে বাদিয়া ছিল শভাবে শরদার। বি-কালু সাপুড়ে ছিল সকলের সরদার। ১২। আ-'সহশ্ত ঘর মর্দ্ধে কার্লু একভাজন'। ভ-হাজার ঘর বাদিয়ার মর্দ্ধে কালু এভাজন। বি-সহস্র ঘর বাদিয়ার মধ্যে কালুসা ভাজন। ১৩। আদর্শে 'ছঞ্চাল'। ভ-চঞ্চল। বি-ঐ। ১৪। ভ-খেতু শিগ্রি করি বল। ১৫। বি-তবেশুনহ শ্রবনে। ১৬। বি-শত মুদ্রার। ১৭। বি-টাকা। ১৮। ভ-বাহর। ১৯। আদর্শে 'তঙ্কার বীষ কার্লু আনীয়া খাড়া২'। ভ-বাদিয়া শকলে বিশ দিল থোয়া ২। বি-ঐ। ২০। আদর্শে 'সপ্ত'। ভ-শত। বি-ঐ।

দুই ঘড়া বিষ ক্ষেতু[১] নিল দুই হাতে।
বিষ আনি দিল ক্ষেতু[২] রাণীর সাক্ষাতে॥
যখন দেখিল রাণী[৩] বিষ দুই ঘড়া।
ক্ষেতুকে যে মান্য[৪] দিল পর্বতিয়া যোড়া॥
চারি রাণী বলে ক্ষেতু শুনহ বচন।
হাড়িফার তরে আজি করাব[৫] ভোজন॥
রাণী বলে ক্ষেতু বাছা[৬] তুমি শীঘ্র যাবে।
হাড়িফার তবে আজ[৭] নিমন্ত্রণ কবিবে॥
এতেক শুনিঞা ক্ষেতু করিল গমন।
হাড়িফার নিকটে যায়া দিল দবশন॥
গলে বসন দিয়া ক্ষেতু প্রণাম[৮] কবিল।
জোড় হস্ত করি ক্ষেতু সাক্ষাতে[৯] রহিল॥
হাড়িফা বলেন খেতু রাজার নফর।
কি কার্যে পাঠাইছে[১০] বাণী কহো সে খবর॥
খেতুয়া বলেন গোসাঞি কি কহিব আমি।
কি কার্যে পাঠাইল[১১] বাণী সব জান তুমি॥
হাড়িফা বলেন ক্ষেতু আমি দিলাম বব।
মৃকুলেব বাজা[১২] তোমাক কবিবে ঈশ্বর॥
চারী বাণীকে কহো যাযা[১৩] কবিতে বন্ধন।
শত তঙ্কা (ব) বিষ আজি[১৪] কবিব ভক্ষণ॥
বাব বছব আমার পেটে নাহি ভাত।[১৫]
ভোজন করিব আজি[১৬] মনে বড সাধ॥

১, ২। আদর্শে 'কার্য্য'। ভ-খেতু। বি-ঐ। ৩। ভ-চারি রানি দেখিলেন। বি-চারি রাণী দেখিল যখন। ৪। ভ-মান্য্য। বি-বকশীস দিল কত জামা জোড়া। ৫। আদর্শে 'তুমি করাহ ভজন'। ভ-আজি করাব ভোজন। বি-ঐ। ৬। ভ-শিঘ্র কবি জাও। বি-চারি রাণী বলে খেতু শীঘ্র তমি যাবে। ৭। ভ-জায়া আমন্ত্রণ দেও। বি-হাড়িফাক যাইয়া তুমি নিমন্ত্রণ কবিবে।

৮। আদর্শে 'করিল প্রনাম'। ভ-প্রনাম করিল। ৯। আদর্শে 'কি বোলে বচন'। ভ- শাক্ষাতে রহিলা। বি-ঐ। ১০। বি-পাঠাইল রাণী কহিবে। ভ-আইলে বাছা কহত। ১১। ভ- পঠাইল। বি-পাঠাইল। ১২। বি-রাজাই। ভ-মৃকুল শহরে তুমি হইবে ইশ্বর। শুকুর মাহমুদের গ্রন্থ অনুসারে খেতু রাজ পরিবারের প্রধান অনুচর। রংপুরের গাথা অনুসারে সদ্যোজাত পুত্র সহ শ্মশান থেকে ফেরার পথে ময়না একটি শিশুকে কুড়িয়ে পান এবং পুত্রবৎ পালন করেন। খেতু সেই শিশু। মানিক চন্দ্রের আর কোন পুত্র সন্তান না থাকায় খেতুর সিংহাসন-প্রাপ্তি বিচিত্র নয়। হাড়িফা খেতুর মনে রাজ্যলাভের উচ্চাভিলাষ জাগাতে চেয়েছিলেন কি? ১৩। ভ-গিয়া। ১৪। ভ-আমি। ১৫। ভ-দ্যাদশ বছ্যের আমি নাহি খাই ভাত। বি-বার বৎসর হইল আজি নাহি উদরে ভাত। ১৬। আদর্শে 'আমী'। বি-আজি। ভ-ভোজন করিতে আমার মনে আছে সাধ।

এতেক শুনিঞা খেতু ভাবে মনে মনে।
শত তঙ্কা(র)[১] বিষ হাড়ি জানিল কেমনে॥
এত[২] বলি ভাবে খেতু চিত্তের[৩] ভিতর।
কাহার শকতি আছে[৪] মারিতে জলেন্দর॥
প্রণাম করিয়া ক্ষেতু কবিল গমন।
রাণীকে কহিল যায়া[৫] কবিতে রন্ধন॥
চারি রাণীব মধ্যে (ছিল)[৬] অদুনা প্রধান।
গঙ্গাজল দিয়া[৭] রাণী কবিলেন স্নান॥
স্নান কবিয়া যাএ[৮] রাণী বন্ধন করিতে।
এক ভাত পঞ্চাশ[৯] ব্যঞ্জন বান্ধিল[১০] তুরিতে॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন বান্ধে নানান প্রকাব।
ঘৃতেব[১১] সহিত দিল বিষেব বাগাব[১২]॥
রন্ধন কবিল[১৩] রাণী মনেতে হরিষ।
যত[১৪] বন্ধন কবিল সবাতে দিল বিষ[১৫]॥
অন্ন ব্যঞ্জনে বিষ দিল থোড়া থোড়া।[১৬]
ভিঙ্গাব ভবিয়া বিষ থুইল[১৭] এক ঘড়া॥
সুবর্ণের থাল খানি বিষেতে[১৮] মাঞ্জিল।
বসিবার[১৯] পিড়াখানি তাতে বিষ দিল॥
এইরূপে চাবি রাণী কবিল বন্ধন।
সেহি ক্ষণে[২০] হাড়িফা আইল করিতে ভোজন॥

---

১। আদর্শে 'সপ্ত তঙ্কা'। ভ-শতো তঙ্কার। বি-শত টাকার। ২। ভ-এহি। ৩। বি-আপনার চিত্তে। ভ-চিত্ত্যের ভিতর। আঃ 'চিৰ্ত্তের'। ৪। বি-গুরু হাড়িফাক মারিতে। ৫। ভ-খেতু।

৬। ভ-আছে। বি-ছিল। ৭। বি-গঙ্গা জলে যাইয়া। ভ-শ্তান। বি-স্নান। স্নান শব্দ বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে 'স্বান' অথবা 'স্তান' হিসাবে লিখিত এবং ভ-পুঁথিতে শ্তান। বি-পুঁথির পাঠ সর্বত্রই অতি আধুনিক। অতএব সেখানে স্নান। ৮। ভ-গেল। ৯। বি-অন্ন পঞ্চ ব্যঞ্জনা। ১০। আ. 'আন্দিল'। র-বিলোপে। ১১। আ. 'ঘ্রির্তের'। ১২। বাগার--সম্বরা অর্থাৎ ফোড়ণের গ্রাম্য প্রতিশব্দ। পূর্ববঙ্গে বাগার শব্দ প্রচলিত আছে। এই পদ এবং পূর্ববর্তী পদ অন্য দুই গ্রন্থে নেই। ১৩। ভ-করেন। আদর্শে 'রন্ধন করিয়া রানি মোনের হরিসো'। বি-এই পদ নেই। ১৪। ভ-জতেক। ১৫। আদর্শে 'বিসো'। বি এই পদ নেই। ১৬। বি-এই পদ নেই। ১৭। ভ-নইল। বি-ভৃঙ্গারে ভরিল বিষ পুরি কলসিতে। ১৮। আদর্শে 'আবলে'। ভ-বিশেত। বি-সুবর্ণের থালি খানি বিষ দিয়া তাতে। ১৯। ভ-ভোজনের পিড়িখানি। বি-এই পদ নেই। ২০। আদর্শে 'তখনী'। ভ-সেহিক্ষেনে। বি-সেইক্ষণে।

বিষ দিয়া হাড়িকা[১] পাও পাখালিল।
বিষের পিঁড়াতে[২] সিদ্ধা[৩] ভোজনে বসিল॥
অন্ন পরশিল[৪] রাণী মনে(র) অতি সুখে।
শিবের নাম নিয়া হাড়ি[৫] তুলিয়া দিল মুখে॥
অন্ন ব্যঞ্জন দিল রাণী ভরিয়া সোনার থাল[৬]।
একবারে মুখে[৭] দিল না ভরিল গাল[৮]॥
আর থাল ভরিয়া রাণী ভাত[৯] আনি দিল।
সে থাল তুলিয়া হাড়ি মুখেতে[১০] ঢালিল॥
অন্ন পরশিতে[১১] রাণী হইল ফাপর।
মুখে ভাত দিয়া বলে না ভরিল উদর॥[১২]
বিষ দিয়া রাণী যত করিল রন্ধন।[১৩]
সকল খাইল হাড়ি না হইল ভোজন॥[১৪]
ভোজন করিয়া হাড়ি বিষ[১৫] আচাইল।
চালের খড়িকা[১৬] দিয়া দন্ত খুটিল[১৭]॥
ভোজন করিল হাড়ি মনের কৌতুকে[১৮]।
ভিঙ্গারে আছিল বিষ তুলিয়া[১৯] দিল মুখে॥
বিষ পান করিয়া সিদ্ধা জীর্ণ[২০] করিল।
মিথ্যা মরণে নাথ[২১] টলিয়া পড়িল॥
অচৈতন হইল নাথ[২২] মিথ্যা মরণে।
দেখিয়া আনন্দ হইল[২৩] রাণী চারি জনে॥

১। ভ-শে পাও পাখালিল। বি-সিদ্ধা পাও প্রক্ষালিল। আ. 'পাখাইল'। ২। আদর্শে 'বিড়াতে'। ভ-পিড়িতে। বি-ঐ। পিঁড়ি বা পিঁড়া--গ্রামে ব্যবহৃত বসবার জন্যে কাঠের ছোট আসন। ৩। ভ-হাড়ি। ৪। ভ-অন্ন পরশে রানি অতি মোন সুখে। বি-অন্ন পারশ করে রাণী মনের অতি সুখে। আদর্শে 'ভাত পরোসিল'। পরশিল এখানে পরিবেশন অর্থে ব্যবহৃত। অন্যত্র 'আপনি বাড়ে চন্ডি আপনি পরশে'--৩২ পৃষ্ঠা। আঃ-'রতি'। ৫। ভ-শিব নাম জপিয়া অন্ন। বি-শিব নাম লয়া সিদ্ধা। ৬। আদর্শে 'থালা'। ভ-থাল। বি-অন্ন ব্যঞ্জন রাণী ভরে সোনার থাল। ৭। আদর্শে 'চালিয়া দিল'। ভ-মুখে দিল। বি-দিল মুখে। ৮। আদর্শে 'গালো'। ভ-গাল। বি-ঐ। ৯। বি-অন্ন। ভ-এই পদ নেই। ১০। আদর্শে 'মুখে ঢালী দিল'। বি-মুখেতে ঢালিল। ভ-আর থাল নৈয়া হাড়ি মুখেত ঢালিল। ১১। অন্ন পরিবেশন করতে। বি-অন্ন দিতে না পারিয়া। ফাপোর-(কা-কাফ্‌র্‌) অস্থির, রুদ্ধশ্বাস। ১২। ভ-মুখে দিয়া বোলো হাড়ি উদর না ভরে। বি-সব খায়ে বলে হাড়ি না ভরে উদর। ১৩, ১৪। ভ-বিশ অন্ন খায়া হাড়ি আর তর্জ্জব করে। বিশ অন্ন খায়া হাড়ির না ভরে উদর। ১৫। ভ-বিশে। বি-বিষিতে। ১৬। বি-খেড়। খড়িকা—দাঁত খুটবার ছোট কাঠি। কা-খেলাল। ১৭। বি-দন্তখুটিল। ভ-দন্তখুশিল। আদর্শে 'দশন মাজিল'। ১৮। ভ-হরিশে। ১৯। ভ-ঢালিয়া দিল মুখে। বি-তুলে দিল মুখে। ২০। বি-জীর্ণ। ভ-আশনে বশিয়া শির্দ্ধা মুখ বুজি করিল। আ-'জীর্ণ্য'। ২১। ভ-হাড়ি। বি-হাড়ি টলিয়া। ২২। বি-সিদ্ধা। ২৩। বি-বড়। হাড়ির বিষ হজম করার শক্তি দেখে ইদানীং কালে ঘটিত রাশিয়ার 'রাস্‌পুটিনের' বিষ মিশ্রিত খাদ্য ভক্ষণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

রাণী বলে ভাল[১] হৈল মরিল হাড়িকা।
আগুনে পুড়িব কাইল[২] হাড়িকার গোফা ॥
হাড়িফা মরিল অখন[৩] শবদ[৪] গেল দুর।
রাজ্যেতে থাকিবে এখন[৫] শিশের সিন্দুর ॥
হাড়িকার মরণে[৬] চারি রাণী হৈল আনন্দ।
ষুকুর মামুদে[৭] কহে হাড়িফা মায়াবন্ধ[৮] ॥
একখানি তালাই রাণী[৯] বাহির করিল।
সেহি তালাইর[১০] পর হাড়িফাকে রাখিল[১১]।
তালা[ই]ব উপবে হাড়িফা(ক) তখনি থুইয়া।[১২]
খেতুকে বলিল তখন বান্ধ দড়ি দিয়া ॥[১৩]
তালাই জড়িয়া ক্ষেতু কবিল বন্ধন।[১৪]
গঙ্গাতে লইয়া গেল করিতে দাহন ॥[১৫]
[১৬]ভএঙ্কর মূর্তি[১৭] দেখি অগ্নি নাহি দিল।
ঢেকা[১৮] দিয়া হাড়িফাক গঙ্গাতে ফেলিদিল ॥
গঙ্গ(া) দিয়া চলি[১৯] আইল আপনাব ঘবে।
ভাগিতে লাগিল হাড়ি জলেব উপরে ॥[২০]
চাবি রাণী আইল ঘাটে স্নান কবিতে।[২১]
সেই ঘাটে গেল হাড়ী ভাসিতে ভাসিতে ॥
দেখিয়া হাড়ীফার মবণ চাবি বাণী হাসে।
মিথ্যারূপে হাড়িফা[২২] জলেব উপব ভাসে ॥

---

১। বি-ভালাই। ২। ভ-অগ্নি দিয়া পোড়াইব। বি-আগুনেব পোড়া দিব। ৩। ভ-শির্দ্ধা শব্দ গেলো দুর। বি-এখন শব্দ যাবে দুর। ৪। আ-'সবদ'। তিন পাঠেই 'শবদ' আছে। সপ্তম খৃষ্টাব্দে মহা পণ্ডিত শীলভদ্র না লন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শব্দ বিদ্যা' শিক্ষা দিতেন। এখানে কি সেই শবদ-বিদ্যার কথা বলা হয়েছে। ৫। ভ-রাজ্যেত থাকিবে অখন। বি-দেশেতে থাকিবে এখন। আদর্শে 'রাজের্জতে থাকিবে আমার সিসের সেন্দুর'। ৬। আদর্শে 'মৈল'। ভ-মরনে। বি-ঐ। ৭। ভি-আবদুল ষুকুবে কহে। বি-ষুকুর মাহমুদে কহে। আদর্শে 'গৌরি পার্ব্বতি'। ৮। ভ-হাড়িফার মায়াবন্ধ। বি-মায়াছন্দ।
৯। আ-'আনি'। ভ-রানি। বি-ঐ। ১০। আদর্শে 'আতার'। ভ-তালাইর। বি-তালাই। তালাই—চাটাই। তালপত্রে নির্মিত বলে তালাই নাম হতে পাবে। বাঁশের তৈরী চাটাইও হতে পারে। ১১। আ.-'আখিল'। ১২। ভ-খেতুকে কহিল বাণি হাড়িফাক বান্ধিতে। বি-তালাইর উপর রাণী হাড়িফাক থুইয়া। ১৩। ভ-এই পদ নেই। ১৪। বি-তালাইতে জড়িয়া খেতু বন্ধন করিল। ভ-বান্ধিয়া হাড়িফাক খেতু রাখিল তালাইতে। ১৫। বি-গঙ্গার তীরে দাহন করিতে চলিল। ১৬। এই পদেব আগে ভ-পুঁথির অতিরিক্ত পদ: ভএঙ্কর মূর্ত্ত দেখি না দিল হুতাশন। ১৭। ভ-বিশম্ভর মুর্ত্তি। বি-ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি। আ.-রূপ'। ১৮। আদর্শে 'ঢোকা'। ভ-ঠেলা। বি-ঢেকা। ১৯। ভ-আইল খেতু। বি-খেতু চলিয়া গেল ঘরে। ২০। ভ-এহিরূপে ভাগে হাড়ি জলের উপরে। বি-হাড়িফা ভাসিয়া যায় জলের উপরে। ২১। আদর্শে 'চারি রাণি আইল জবে ঘাটের উপবে'। ভ-চারি রাণি আইল ঘাটে শিনান করিতে। বি-চারি রাণী গেল স্নান করিতে ঘাটেতে। ২২। ভ-মরা শরিরে হাড়ি। বি-মায়া করি হাড়িফা সিদ্ধা।

স্নান করি চারি রাণী চলি[১] আইল ঘরে।
ভাসিতে লাগিল হাড়ি[২] জলের উপরে।।
সোওয়া[৩] প্রহর রাত্রি[৪] হইল গগন উপরে।
সিদ্ধিজল খাইতে [৫]হাড়ি ভাবেন অন্তরে।।
চেতন পাইয়া নাথ ভাবে মনে মনে।[৬]
মোকে মারি আনন্দ হইল নারীগণে।।[৭]
হুহুঙ্কার করিয়া সিদ্ধা হুঙ্কার ছাড়িল।[৮]
শিবের নামে ব্রহ্ম জ্ঞানে বন্ধন ঘুচিল।।
যে সমুদ্রে ছএ[৯] মাসে (পাথর) না হএ তল।
সেই সমুদ্রে হৈল (হাড়ির) হাঁটু নামা জল।।[১০]
সেহি গঙ্গার জলে হাড়ি স্নান করি নিল।[১১]
শূন্য রাজে[১২] আনিয়া সিদ্ধির ঝুলি দিল।।
সোওয়ামণ সিদ্ধির[১৩] গুড়া লইল বামহাতে।
সোওয়ামণ ধুতুরার[১৪] বীচি মিশাইল তাতে।।
সোওয়া মণ কুচিলার[১৫] বীচি একত্র করিয়া।
মুখেতে তুলিয়া দিল শিবের নাম নিয়া।।
সিদ্ধি খাইয়া নাথ খাইল গঙ্গার জল।
এক প্রহর পথ[১৬] গঙ্গা দিল বালুর চর।।
শুকুর মামুদে কহে শিবের আছে বর।[১৭]
সেহি সে কারণে নাম হাড়িফা জলন্দর[১৮]।।

১। ভ-গেল আপন ঘরে। বি-চলে গেল ঘরে। ২। আদর্শে 'এহিরূপে ভাসে হাড়ি'। ভ-রাত্রি দিবা ভাসে হাড়ি। বি-ভাসিতে লাগিল হাড়ী।
৩। আ.-'সোওা' ও-স্বরবর্ণের সঙ্গে আকার যোগে বানান লক্ষণীয়। ৪। ভ-জখন হইল গগনে। বি-যখন গগনেতে হইল। ৫। ভ- হাড়ির পড়িয়া গেল মনে। বি-সিদ্ধির ঘোটনা হাড়ির খাইতে মনে লৈল। ৬, ৭। অন্য দুই গ্রন্থে নেই। আদর্শে 'মোখে'। ৮। আদর্শে 'নিজ নাম লইয়া হাড়ি উঠিয়া খাড়া হইল'। এবং এই পদ পরবর্তী পদের পরে। ভ-গৃহীত পাঠ। বি-হুহু শব্দ করিয়া সিদ্ধা হুহুঙ্কার ছাড়িল। ৯। ভ-পাথ্যল ছয় মাসে হয় তল। বি-ছয় মাসে পাথর না যায় তল। ১০। ভ-তাহাতে হইল হাড়ির হাটু শমান জল। বি- সেই সমুদ্রে হইল হাড়ির হাঁটু খানিক জল। আদর্শে 'সেই' স্থলে 'মর্দ্দে'। ১১। বি-গঙ্গা জল দিয়া হাড়ি স্নান করিল। ১২। আদর্শে 'সনিরাজ'। ভ-শূন্যরাজ। বি-শূন্যরাজ। বৌদ্ধতন্ত্রে শূন্যতা বাদ আছে। কিন্তু বৌদ্ধ বা হিন্দু ধর্মে 'শূন্যরাজ' বলে কোন দেবতার কথা জানা নেই। হয়ত শূন্যরাজ বলে কোন দেবতাকে কল্পনা করা হয়েছে। ১৩। বি-সিদ্ধি হাড়ি হস্তে করি নিল। ১৪। বি-ধুতুরার ফল। ভ-ধুতরা। ১৫। ভ-কুচিলানিম। বি-কুচলা হাড়ি। ১৬। আদর্শে 'ছিল'। ভ-এক পহরের পথ যুড়ি পৈল বালিচর। বি-এক পহরের পথ গঙ্গা বালুচর হইল। তবু রক্ষা অগস্ত মুনির মত সমুদ্রের সব পানি খেয়ে ফেলেন নি। ১৭। ভ-আবদুল ইকরে কহে ফকিরে কিঙ্কর। বি-সুকুর মামুদে কহে ফকিরের কিঙ্কর। আদর্শে 'শুকুর মামুদে'-র স্থলে 'গৌর পার্ব্বতি'। ১৮। জলন্ধর শব্দের সাধারণ অর্থ মেঘ —সমুদ্র। সমুদ্রের এতজল পান করিতে পারেন বলে হাড়ির অপর নাম জলন্ধর?

সিদ্ধি জল খাইয়া হাড়ি[১] আনন্দ হইল।
ফুলবাড়ির মধ্যে যাইয়া[২] গোফাতে বসিল॥
যোগ আসনে নাথ বসিল গোফাতে।
চাবি রাণী রহিল ঘবে হরষিত চিত্তে॥[৩]
ফুলবাড়িতে গেল পদুনা[৪] ফুল তুলিতে।
দেখে হাড়ি বসে আছে আপনাব গোফাতে॥[৫]
হাড়িফাকে দেখিয়া বাণী ভাবে মনে মনে।
বিষ পান কবিয়া হাডি বাঁচিল কেমনে॥
কাইল দেখিলাম হাডি জলে ভাসিতে।[৬]
আজ বসিযা আছে (হাড়ি)[৭] আপন গোফাতে॥
বিষ পান কবিযা[৮] যাহাব না হএ মরণ।
না জানি মনুষ্যরূপে[৯] (আছে) কোন জন॥
মনুষ্যের শকতি কিবা বিষ খাইবাব।
নিশ্চএ জানিলাম হাডি চাব যোগের সাব॥
সিদ্ধি খায় সোওযামণ ধুতুবাব ফল।
কি কবিতে পাবে তাহাক বিষেব[১০] গরল॥
নিজ নাম জপে যে জন আব ব্রহ্ম[১১] জ্ঞান।
অমৃত গবল তাহাব একই[১২] সমান॥
কি কাজ কবিনু[১৩] খাইযা আপনাব মাথা।
হাড়িফাব সঙ্গে বাজা[১৪] যাইবে সর্বথা॥

---

১। বি-নাথ। ২। বি-ফুল বাড়ীতে যাইয়া নাথ। ভ-ফুল বাড়িতে জায়া হাড়ি ধ্যানেত বশিল। ৩। ভ-চারি রাণি আছে এথা আপোন মহলেতে। আ-'হরিসিত'। ৪। আদর্শে 'রাণি'। ভ-রাণি বি-অদুনা। পরবর্তী পাঠ অনুসারে দেখা যায় এখানে 'পদুনা' হবে। ৫। বি-দেখেন হাড়িফা আছেন গিয়া গোফাতে। ৬। ভ-কালিকা দেখিলাম হাড়িক জলের উপর। বি-কল্য দেখিলাম হাড়িফা ভাসিতে জলেতে। ৭। বি-হাড়ি আপন গোফাতে। ভ-আজি হাডি বশি আছে গোফার ভিতর। আদর্শে 'ফুল বাড়িতে'। ৮। ভ-হাড়ির নহিল মরন। বি-যার না হইল মরণ। ৯। আদর্শে 'রূপধরি'। ভ-মনশুরূপে আছে। বি-মনুষ্য রূপে আছে। ১০। আদর্শে 'পাপের'। ভ-বিশ আর গরল। বি- বিষের গরল। বিষ এবং গরল সাধারণতঃ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১১। আদর্শে 'ব্রহ্মা'। ভ-ব্রহ্ম। বি-ব্রহ্ম। ১২। ভ-একএ। বি-একুই। ১৩। বি-আমবা নিজ মাথা খাইয়া। ভ-কি বিশ খাওয়াইলাম আমরা আপনার মাথা। ১৪। বি-যাউক সন্ন্যাসী হইয়া।

১১। নিজনাম--সোহং, সোহম্ বা সোহ্হম্ নাম (সং. সঃ+অহম্। আমিই সে অর্থাৎ আমি ও ব্রহ্ম এক এবং অভিন্ন অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এই মন্ত্র। মনসুর হাল্লাযের 'আনাল হক' অর্থাৎ 'আমিই খোদা' উক্তি তুলনীয়।

তুলনীয়:--গোচর অগোচর যথ কিছ যেন থাকে। আল্লা পরে আর কিছু না দেখএ চোখে॥
বাহিরে ভিতরে দেখ সব আল্লাএ। আল্লা পরে আর কিছ না দেখএ তাএ॥
ব্রহ্ম ভাবিতে সে যে আপনে ব্রহ্মা হএ। বেদ পুরাণেতে এহি কহিছে নিশ্চএ॥
--হাজী মহম্মদের সুরতনামা।

## গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস

[১]রাজ্য ছাড়িয়া রাজা[২] যাইবে যখন।
তিনরাণী মৃকুলে হইবেক[৩] রাজন ॥
পদুনা বলেন আমার কি হইল বিশেষ।[৪]
যুগী হইয়া যাইবে রাজা ছাড়িয়া নিজদেশ ॥[৫]
বিভা না হইল আমার কোলে নাহি বংশ।[৬]
কি মতে পাইব আমি মৃকুলেব[৭] অংশ[৮]।
বাজ্য ছাডিযা বাজা হইবে[৯] সন্ন্যাসী।
সর্বলোকে বলিবে[১০] পদুনা বাজাব দাসী ॥
এতেক ভাবিয়া রাণী আপনাব চিত্তে।
বাজাব সাক্ষাতে যাএ কান্দিতে কান্দিতে ॥[১১]
বাজাব নিকটে যখন গেলহ[১২] পদুনা।
শুকুব মামুদে[১৪] কহে বাণীব[১৩] করুণা ॥

১। এই পদের আগে ভ-পুঁথিতে দুটি অতিরিক্ত পদ আছে। যথা:
ভ-এহিমতে চিন্তে রাণি দিবশ রজনি। পদুনাক নৈঞা কিছু যুনহ কাহিনি।। ২। ভ-রাজ্যপাট ছাড়ি। আদর্শে 'আজ্য'। ৩। আদর্শে 'করিবে'। ভ-হইবেক মিৃকলেব রাজন। বি-মৃকুলে হইবে তুরা রাজা তিন জন। ৪, ৫। অন্য দুই গ্রন্থে নেই। ৬। ভ-বিভা না কৈল মোখে কোলে নাহি বংশ্ব। এখানে বি পুঁথির পাঠে ব্যতিক্রম আছে। যথা:--

বি-পদুনা বলেন বিভা না করিল মোরে। পিতা মোরে দিল দান বিভার বাসরে।
দান মোরে দিল পিতা না হইল বংশ। কিরূপে পাইব আমি মৃকলের অংশ ॥

শেষ পদ ছাড়া অন্য তিন পদ ভ-পুঁথিতে নেই। ৭। আদর্শে 'মিঞাকুলের'। ভ-মিৃকুলের। বি-মৃকুলের। ৮। আ-'রংশ'। ৯। আদর্শে 'হইল'। বি হইবে। ভ-রাজ্যপাট ছাড়ি রাজা হইব। ১০। ভ-বলিবে আবাক উদুনার দাশি। বি-সকলে বলিবে। আদর্শে 'কহিবে'। ১১। ভ-রাজার নিকট গেল কান্দিতে২। বি-ঐ। আদর্শে 'আজার' ১২। ভ-গেলেন। বি-এই পদ নেই। ১৩। আদর্শে 'রাজার'।
ভ-আবদুল সুকুরে কহে রাণির কন্দনা। বি-সুকর মামুদে কয় রাণীর করুণা।
নাচাড়ীতে কহে কবি শুন সর্ব্বজনা।।
১৪। আদর্শে 'গৌরি পার্ব্বতি।

**লাচাড়ি।**[১]

করিয়া যুগল পাণি[২] কহে কন্যা পদ্মমিনি[৩]
শুন রাজা মোর নিবেদন।
শুন মোর দুঃখের[৪] কথা প্রসব কালে মৈল মাতা[৫]
মাসী মাএ করিল পালন ॥
আমার যতেক দুঃখ[৬] কহিতে বিদরে বুক[৭]
নাহি জানি কিরূপ জননী।[৮]
দেখি মোর শশী মুখ[৯] মাসী মায়ের কউতুক[১০]
নাম মোর থুইল[১১] পদ্মমিনি ॥
লইয়া চুকাইব মালা সর্বক্ষণ করি খেলা
ধূলামাটি লইয়া নানা[১২] রঙ্গে।
এ বড় দারুন ঘাও[১৩] নাহি জানি বাপ মাও[১৪]
সর্বক্ষণ থাকি মাসীর সঙ্গে ॥
ভগ্নীর বিভার কালে আইলাম মাসীর[১৫] কোলে
বাদ্য নাট[১৬] দেখির কউতুক।
মরি আমি মনস্তাপে বিভা নাহি দি বাপে
পিতা আমাক দিলেন যৌতুক ॥
শুনিঞা যৌতুকের কথা মাসী মাএর[১৭] মনে ব্যথা
মনস্তাপে ছাড়ে রাজ[১৮] বাড়ি।
বিভা না হইল মোর না হইল সয়ম্বর[১৯]
তদুনার হইলাম আমি চেড়ী[২০] ॥
কি মোর জীবনের আশ না হইল গৃহবাস
তাতে রাজা হইবে[২১] সন্ন্যাসী।

---

১। ভ—ত্রিপদি। বি—ত্রিপদী।

২। আদর্শে 'আগ পাহাড়িয়া যাএ'। ভ—কবিযা যুগতি প্রানি। বি—করিয়া যুগল পাণি। ৩। আদর্শে 'কহিবার মর্গলএ'। ভ-কহে কণ্যা পদুমনি। বি—কহে কথা পদ্মমিনি। ৪। ভ—দুখের। বি—দুঃখের। আঃ 'দুক্কের'। ৫। আদর্শে 'শিষুকালে মৈল পিতা'। ভ—প্রশব কালে মৈল মাতা। বি-ঐ। ৬। ভ—দুখ। বি-দুঃখ। ৭। আঃ-'বুক্ক'। ভ—বুক। বি-ঐ। ৮। বি—কিছুই কারণ নাহি জানি। ৯। ভ—দেখিয়া শশির বুক। বি—দেখিয়া আমার মুখ। শশী মুখ—চাঁদের মত মুখ। ১০। ভ-মাশি মাএর কৌতুক। বি—মাসীমায়ের মনে সুখ। আদর্শে 'আষি মাথাব'। ১১। ভ—বাখিল পদ্যানি। বি-নাম থুইল পদুমিনী। ১২। আদর্শে 'সর্ব্ব রংঙ্গে'। ভ-নাম্বা রঙ্গে। বি—নানা রঙ্গে। ১৩। বি-ঘাত। ১৪। বি—না দেখিনু বাপ মাও। ভ-মুখেতে না আশে বাও। ১৫। আদর্শে 'সামীব'। বি-বাপের। ভ—আনু মাশি মাএর কোলে। ১৬। বি-নাচ দেখিতে। ভ—নাট দেখিএ। ১৭। ভ—পাইল। বি—ঐ। ১৮। আদর্শে 'আজি বাড়ি'। ভ-রাজবাড়ি। বি—রাজার বাড়ী। ১৯। ভ-শদস্তর। বি—সতন্তর। ২০। ভি—চেড়ি। বি—চেড়ী। আদর্শে 'ছেড়ি'। চেড়ি, চেড়ী-চেটি, চেটিকা—দাসী, নারী প্রহরী। পূর্ববঙ্গে 'ছেড়ি' শব্দ সাধারণতঃ ছোট মেয়ে অর্থে ব্যবহৃত হয়। ২১। ভ—হইবে।

না হইল কোলে[১] বংশ　　　না পাইব রাজ্যের অংশ
　　সর্বলোকে কহিবে[২] রাজার দাসী ॥
জন্মিন রাজার[৩] ঘরে　　　কি মোর কপালের ফেরে
　　দুঃখ বিনে সুখ নাহি জানি ।[৪]
এ ভব মণ্ডল[৫]　　　স্বর্গ মর্ত পাতাল
　　ত্রিভুবনে হেন নাহি শুনি ॥
স্বর্গ মর্ত্ত নাগ পুরী　　　কত শত আছে নারী
　　কোন নারীর[৬] এতেক[৭] অবস্থা ।
তনু পাথরের প্রাএ[৮]　　　তৃষ্ণাএ ফাটিয়া জাএ[৯]
　　অন্তরে অন্তরে লাগে ব্যথা ॥
যেন চকমকি পাথর　　　থাকে অগ্নি[১০] নিরন্তর
　　জলে ডুবিলে নাহি যায়[১১] ।
যেন অগ্নি দাবানলে[১২]　　　দিবানিশি তবে জলে[১৩]
　　জুড়াতে না দেখি উপাএ ।[১৪]
মুঞি বড় তাপিনি[১৫]　　　জনম দুখিনি[১৬]
　　না ঘুচিল[১৭] মনের অভিমান ।
নাজানি কি অপরাধ[১৮]　　　কিবা জানি বিধির বাদ[১৯]
　　জুড়াইতে নাহি কোন স্থান ॥
পতিহীন[২০] গৃহবাস　　　কি তার জীবনের আশ
　　জল বিনে মৎস্যের মরণ ।[২১]

১। ভ—কোলেত। বি—মোর না হইল বংশ। ২। বি—বলিবে। ৩। ভ-জন্মিনু। বি-জন্মিনু। আদর্শে 'জন্মিলাম রাযার'। ৪। আদর্শে 'যুখ বিনে দুখ নাহি যানি'। ভ-দুসুখ বিনে সুক নাহি জানি। বি-দুঃখ ভিন্ন সুখ নাহি জানি। ৫। আদর্শে 'সতাল'। ভ—ইভোব মাঝে সকলে। বি—এই ভব মণ্ডল। ৬। আ-'নারির'। ৭। ভ—এমোন। ৮। ভ—তনু মোর পাথ্যর প্রায়। ৯। ভ—তকারনে না ফাটএ। বি—সেও ফাটি নাহি যায়। ১০। আদর্শে 'থাকে অগ্নির ভিতর'। ভ—অগ্নিনি থাকে নিরান্তর। বি—তাতে অগ্নি নিরন্তর। ১১। আদর্শে 'ভয়'। ভ—ডুবাইলে না নিভে আনল। বি—ডুবাইলে নাহি নিভে জলে। ১২। ভ—জেন অগ্নিনি দাবানলে। বি—অগ্নি যেন জলে উঠে। ১৩। ভ—দিবা রাত্রি হেন জলে। বি—কৈতে মোর বুক ফাটে। ১৪। বি—এহি বুঝি ছিলেন কপালে। আ-'রূপাএ'। ১৫। বি—কিবা করি গুণমনি। ১৬। বি—আমি অতি অভাগিণী। ভ-জনম দুখুনি। ১৭। ভ--মিটিল। ১৮। বি—কিবা জানি অপরাধ। ১৯। আদর্শে 'বিধির সঙ্গে ছিল বাদ'। ভ--কিবা জানি বিধির বাদ। বি—কিবা বিধির ছিল বাদ। ২০। আদর্শে 'পিতাহিন'। ভ—পতিহীন। বি-পতি হবে পরবাস। ২১। ভ-জল বিনে মৈছ্যের মরন। বি—জল বিনে মৎস্যের কি জীবন। আ-'জল বিনে মৎস্যের মরোন।'

দিবসে জুড়এ[১] বাতি যেন অমাবস্যার রাত্রি
কি করে সহস্র তারাগণ ॥

নারীর যৌবনের কাল কত দিন ভালে ভাল
কি রূপে হইবে নিবারণ ।[২]

নাহি মাতা[৩] জ্যেষ্ঠ ভাই দাঁড়াইতে[৪] কোন ঠাঁই
কোন জনে করিবে পালন ॥

কি মোর জীবনের ফল আনি দেহো হলাহল
করি আমি মাহুর[৫] বিষ পাঁন ।

মরিব আমি তোমার আগে তবে যাও[৬] বৈরাগে
আমার করিয়া পিণ্ডি দান ।

ইহা না করিবা[৭] যদি হইবে আমার বধি[৮]
স্ত্রীবধ যাইবে সঙ্গতি ।[৯]

তুমি[১০] [যদি] হইবে যুগী হইবে বদের ভাগী
কিরূপে পাইবা অব্যাহতি ॥[১১]

করে পদুনা বিলাপ[১২] শুনি রাজার মনস্তাপ[১৩]
স্ত্রী বধ মনে লাগে[১৪] ভয় ।

রাজা বলে পদুনা নাহি করো[১৫] করুণা
রাজ্য অংশ[১৬] পাইবা নিশ্চএ ॥

না করিও অনুরাগ[১৭] ছয়[১৮] আনা তোমার ভাগ
১০ আনা পাইবে তিন রাণী[১৯] ।

১। ভ—জোড়এ। বি—জুড়ায়। জুড়ান—ঠাণ্ডা বা শান্ত হওয়া। এখানে নিভে যাওয়া। নারীর জীবন-দিবসে স্বামী যেন সূর্য (বাতি)। তা নিভে যাওয়ার ফলে সে জীবনে অমাবস্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। আত্মীয়-স্বজন রূপ সহস্র তারাগণ সে অন্ধকার দূর করতে পারেনা। ২। নারীর যৌবন জ্বালার নিবারণ স্বামীর অভাবে কিরূপে হতে পারে? ৩। বি—আমার। ৪। ভ—ডাড়াইবার। বি—জুড়াইতে। আ-'ডাড়াইতে'। ৫। আদর্শে 'বাহুড়া'। ভ—মাহুর। বি—ঐ। ৬। ভ—জাহ তুমি। বি—যাইও। ৭। আদর্শে 'করিও'। ভ—করিবা। বি—যদি ইহা না কর। ৮। আদর্শে 'হইবে বদের ভাগি'। ভ—হইবে আমার বধি। বি—কি হইবে গতি মোর। বধি—বধকারী, হত্যাকারী অর্থে। 'বধি' শব্দের প্রচলন বড় একটা দেখা যায় না। ৯। বি—স্ত্রীবধ লাগিবে রাজেশ্বর। অর্থ—যদি তা না কর তবে স্ত্রীবধের পাপ তোমার সঙ্গে যাবে অর্থাৎ স্ত্রীহত্যার পাপে তুমি পাপী হবে। সঙ্গতি—সঙ্গেতে। আদর্শে 'সংহিত'। ভ—সঙ্গতি। ১০। ভ—তবু। ১১। ভ—কুনোরূপে নাহি অভ্যাহতি। বি-ধ্যান জ্ঞানে না হবে সুসার। আদর্শে 'অব্যাগতি'। ১২। ভ-পদুনার যে বির্লাপ। বি—পদুনার বিলাপ শুনি। ১৩। বি—রাজা মনে মনে গণি। ১৪। ভ—গুনি। বি—স্ত্রীবধে হইবে প্রলয়। ১৫। ভ-না করিহ। বি—নাহি কর। আদর্শে 'না কর'।১৬। আ-'আজর্জবংশ'। ভ—রাজ্যের মালা। বি—ঐ। ১৭। অভিমান বা ক্রোধ অর্থে অনুরাগ শব্দের ব্যবহার যুগের অন্যান্য গ্রন্থেও আছে। ১৮। ভ—ছএ। বি—ছয়। আ-'শছয়'। ১৯। আদর্শে 'রোন'। ভ-রানি। বি-রাণী।

৯ আনা ৯ গণ্ডা[১] আপনে ১১ গণ্ডা[২]
পত্র রাজা লেখে দুই খানি ।।[৩]
পত্র লেখিয়া পাত্তে[৪] দিল পদুনার হাতে ।
তিন রাণী মনে হইল দু:খী ।
শুকুর মামুদে কহে[৫] ভাবিলে বাড়িবার নহে[৬]
পাত্রগন[৭] আছে তার সাক্ষী ।।

পদ ।[৮]

শুকুর মামুদে কহে পয়ার প্রবন্ধ ।[৯]
যে রূপে হইবে যুগী রাজা গুপিচন্দ[১০]
এহিরূপে সর্বজন রহিল এহি ঠাঞি[১১] ।
পুত্রেক যুগী করে এথা[১২] মঞেনা মতী রাই ।
না৺িত আনিঞা রাজা[র] মস্তক মোড়াইল ।
গলে ক্ষেতা দিয়া মুখে ভুসন[১৩] চড়াইল ।।
বগলে বগলী[১৪] দিল সিংহনাদ[১৫] গলে ।
রক্ত চন্দনের ফোটা পরাইল[১৬] কপালে ।।
চকমকি পাথর[১৭] দিল বটুয়া[১৮] আধারি ।
ঘোর মেখলি দিল বসের খাপুরী ।[১৯]

১ । ভ-নওআনা তিনগণ্ডা । বি-ন আনা সোওা তেরগণ্ডা । ২ । ভ-আর পোনে শাতগণ্ডা । বি-ঐ । রাজ্য বিভাগের অঙ্ক কোন পুঁথিতেই মিলেনা । ৩ । ভ-পত্র রাজা লিখে তিনখানি । বি-পত্র লেখি দিল দুই খানি । ৪ । বি-লিখি পাঠ পত্রেতে । ৫ । আদর্শে 'গৌরি পার্ব্বতি' । ভ-ষুকর মোহাম্মদে কএ । বি-আলিমদ্দিন কয় । ৭ । বি-হাত্রগণ । ৬ । রাণীরা যতই ভাবনা চিন্তা করুকনা কেন রাজ্যের অংশ আর বাড়বেনা ।

৮ । ভ-পয়ার । বি-রাজা গোপী চন্দ্র যোগী হইয়া যায় তাহার বয়ান । ৯, ১০ । অন্য দুই গ্রন্থে নেই । আদর্শে 'গৌরি-পার্ব্বতি' । ১১ । ভ-এক ঠাঞি । বি-ঠাই ঠাই । ১২ । ভ-পুত্র যুগী করিবেন । ১৩ । ভ-ভূশঙ্গ । বি-ভুসঙ্গ । ১৪ । বগলি—সন্ন্যাসীর ঝুলি । বগলে ধারণ করে বলে । পূর্ববঙ্গে 'বুগৈল' । ১৫ । সিংহনাদ—শিঙা । মহিষ বা গরুর শিংদ্বারা নির্মিত । গো-কবিরাজ এবং সন্ন্যাসীরা ব্যবহার করত । আমি নিজেও ছেলেবেলায় দেখেছি । ১৬ । ভ-পরহাইল । বি-দিলেন । ১৭ । চকমকি পাথর দ্বারা আগুন জ্বালাইবার ব্যবস্থা কবির সময়ে ছিল কি ? থাকা বিচিত্র নয় । ১৮ । বি-বাটুয়া । বটুয়া—কাপড়ের ছোট থলে । সাধারণতঃ পান-সুপারি ইত্যাদি রাখার জন্য আগেকার দিনে বর্ষিয়সী মহিলারা ব্যবহার করতেন । আধারি—আধার, পাত্র । এখানে ঝুলি বা বটুয়া । ১৯ । ভ-ঘোর মেখিলি আর যোগ্যাণের খাপুরি । বি-মুদ্রের (?) মেখলি দিল বাঁশের খাপুরী । আঃ 'এখুর মেখুর দিল বাসের খাকুরী । (ঢাকা. মঃ) ।

গলেতে পরিতে দিল রুদ্রাক্ষের[১] মালা।
কটিতে পরিতে দিল বাগামবর[২] ছালা ॥
কঞ্চু চক্রি সন দিল দ্বাদশ দিল হাতে।[৩]
গুরু সেবিতে[৪] রাজা যাএ মাএর সাথে ॥
আগে যাএ ময়েনামতী পাছে যাএ রাজা।
হাএ হাএ করি কান্দে নৃকুলের প্রজা ॥[৫]
কান্দে কান্দে প্রজাগন বলে হাএ হাএ।
ষোল বঙ্গের[৬] রাজা দেখ যুগী হয়া জাএ ॥
প্রজা আদি পাত্র মিত্র লাগিল কান্দিতে।
সব মায়া চাডি গেল[৭] গুরু সম্ভাষিতে ॥
যেখানে হাড়ীফা সিদ্ধা আছেন বসিয়া।
সেহিখানে গেল মুনি পুত্র সঙ্গে নিয়া।
গুরুকে দেখিয়া রাজা চরন বন্দিল।
গলে বসন দিয়া নাথের সাক্ষাতে রহিল ॥
হাড়িফা দেখিল যখন[৮] রাজার বদন।
যুগীরূপ দেখিয়া বলে[৯] না হবে মরণ ॥
মুনি বলে গুরু[১০] তুমি শুন জলেন্দর।
আজ হৈতে হৈল পুত্র তোমার কিঙ্কর[১১] ॥
তোমা চরন বিনে অন্য নাহি জানে[১২]।
এতেক বলিয়া মুনি সঁপিল চরণে[১৩]।

১। আ-'উদ্রকের'। ভ-উদ্রাক্ষেব। বি-রুদ্রাক্ষের। ২। বি-বাঘেব ছাল। ভ জোগবস্ত্র ছাল। আঃ 'আঘামবর ছালা'। ব্যাঘ্র চর্ম। (টীকা দ্রঃ)। ৩। ভ-কনুচ বিপ্রশন দিল দ্বাদশ দিল হাতে। বি-কুর্ণ চিরি মুদ্রা দিল মালা দিল হাতে। কঞ্চচক্রিসন—সন (উচচারন শোন বা 'সোন') শব্দের অর্থ চিমটা জাতীয় একপ্রকার লোহার ছোট যন্ত্র (পুর্ববঙ্গে)। কঞ্চু, চক্রি বা চক্র শব্দের অর্থ বুঝা গেলনা। কর্ণ ছেদন করাব কোন যন্ত্রহয়ত। দ্বাদশ—দ্বাদশ গুটিকা যুক্ত জপের মালা। ৪। আদর্শে 'গুরুর সভাতে'। ভ-গুরু শেবিতে। বি-গুরুসেবিতে। আ-'শাতে'। ৫। ভ-দেখিয়া হাহাক্যার করে নৃকুলের প্রজা। বি-ঐ। ৬। বি-ষোল বৎসরের। ভ-শোর্লে বঙ্গের। পুঁথির সর্বত্রই গুপিচন্দ্রকে ষোল বঙ্গের রাজা বলা হয়েছে। ৭। ভ-মায়া ছাড়ি জাএ রাজা। বি-সব মায়া ছাড়িয়া যায়। ৮। ভ-যদি। বি-যদি যগীরূপ ধারণ। ৯। বি- দেখিয়া বলেন সিদ্ধা। ১০। ভ-শুন গুরু হাড়িফা জলন্ধর। বি-শুন তুমি গুরু জলন্ধর। ১১। আদর্শে 'নফোর'। ভ-কিঙ্কর। বি-ঐ। ১২। ভ-জানি। বি-জানে। ১৩। ভ-এতেক বলিয়া হস্তে শাপিল ও নি।

হাড়িফা বলেন মুনি থাক বারমাস[১]।
গুপিচন্দ্রক লইয়া[২] আসি করিয়া সন্ন্যাস ॥

এতেক বলিয়া সিদ্ধা আসন তুলিল।
সিংহনাদ পুরিয়া হাড়ি যাত্রা করিল।
মাএর চরণে রাজা হইল[৩] বিদাএ।
সন্ন্যাসী[৪] হইতে রাজা গুরুর সঙ্গে জাএ ॥

যখন[৫] গুপিচন্দ্র রাজা হইল বিদাএ।
একুশ বুড়ি কড়ি মুনি ঝুলির মধ্যে দেএ ॥[৬]

ঝুলির ভিতরে দিল কড়ি একুশ বুড়ি।[৭]
রসের খলি পুরিয়া দিল সিদ্ধি খাওয়ার গুড়ি ॥[৮]

সন্ন্যাসে চলি হাড়ি[৯] রাজাক লয়া সাথে।
রাজ্য ছাড়িয়া নাথ[১০] যাএ অরণ্য পথে।
মাএর বচনে রাজা ছাড়িল[১১] গৃহবাস।
শুকুর মামুদে কহে[১২] রাজার সন্ন্যাস ॥

১। বি-(নিজ) বাস। ভ-বারোমাস। শুকুর মাহমুদের পুঁথিতে গুপি চন্দ্রের সন্ন্যাসকাল বারমাস। রংপুরের গাথা এবং ভবানীদাসের পুঁথিতে ১২ বৎসর। ভবানীদাসের পুথি-"ঘরে যাও অদুনা মাগো ঘরে যাও তুম্মি। এ বার বছর রাজ্য রক্ষি আসি আম্মি॥"—২৬ পৃষ্ঠা। ২। ভ-নৈঞা আসি করিয়া শন্যাশ। বি-আসি করিয়া সন্ন্যাস। ৩। ভ-হইয়া বিদাএ। বি-প্রণাম করিয়া। ৪। ভ শন্যাশ। বি-গুরু সঙ্গে যায় রাজা বিদায় হইয়া। ৫। আদর্শে 'তবে'। ভ-জখন গুপিচন্দ্র রাজা বিদাএ হইল। বি-সন্ন্যাসী হইতে রাজা গুরু সঙ্গে যায়। ৬। ভ-একৈশ বুড়ি কড়ি মাও ঝুলিতে আনি দিল। বি-একুশ বুড়ি কড়ি রাজার ঝুলিতে দেয়। ৭, ৮। এই দুই পদ অন্য দুই গ্রন্থে নেই। ৯। আদর্শে 'রাজা গুরুর পদ সাতে'। ভ-হাড়ি রাজাক নৈঞা শাতে। বি-সিদ্ধা বালক লয়া সাথে। ১০। ভ-রাজা। বি-রাজপথ ছাড়িয়া সিদ্ধা যায় বনপথে। আদর্শে 'বন্দন পথে'। ১১। আদর্শে 'ছাড়ে'। ভ-ছাড়িল। বি-গোপী ছাড়ো। ১২। ভ-আবদুল ষুকুরে কহে। বি-সুকুর মামুদে কহে। আদর্শে 'গৌরি পার্ব্বতি'।

## লাচাড়ী[১]

রাজাক[২] লইয়া সাথে      যাএ হাড়ি বন[৩] পথে
     ভ্রমে হাড়ি গহন পর্ব্বতে।[৪]
[৫]যথাতে মনুষ্য নাই      যাএ হাড়ি সেহি ঠাঁই
     নাহি যাএ নগর বসতে[৬] ॥
এলঙ্গ কুচলার কাঁটা[৭]      যথা[৮] নাহি পথ ঘাটা
     তথা নাহি রবির[৯] প্রকাশ।
রাত্রি দিবা[১০] তিন দিন      দিবা নিশি[১১] নাহি চিন
     তথা হাড়ি করিল নিবাস[১২] ॥
পূর্ব্ব মুখে আসনে[১৩]      জপে নিজ মন্ত্র মনে
     স্মাউরে[১৪] হাড়ি পবন নন্দন।
হাড়িফার স্মঙরণে      আইল বীর হনুমানে
     আগে[১৫] করিল চরণ বন্দন ॥
প্রণামিঞা হাড়িফারে      হনুমানে[১৬] জোড় করে
     স্তুতি করে পবন সন্তুতি[১৭]।
তুমি চন্দ্র[১৮] তুমি ধর্ম      তুমি সে পরম ব্রহ্ম[১৯]
     তুমি গুরু অগতিয়ার গতি ॥[২০]
তুমি জল তুমি স্থল      তুমি গুরু রসাতল
     তুমি গুরু[২১] সংসারের সার।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর      এহি তিন সহোদর
     হব হাড়ে জনম তোমার ॥[২২]

১। আ. 'লাচাড়ি'। ভ-নাচাড়ি। বি-রাজা গড়্পিচন্দ্র সন্ন্যাসে যায় তাহার বয়ান। ত্রিপদী। ২। বি-বালক। ৩। আদর্শে 'অরুন'। ভ-বোনপথে। বি-বনপথে। ৪। আদর্শে 'ভুমি ছাড়ি কানন মাঝার'। ভ-ভ্রমে হাড়ি গহন পর্ব্বতে। বি-ভ্রমে হাড়ি সকল পব্বতে। ৫। এই পদের আগে বি-পুঁথিতে একটি পদ আছে যথা:-"শুন অবধান কর, যথা নাই মনুষ্য নর, গমন কবিলে সেই পথে"। ৬। আদর্শে 'বসতি'। ভ-বসতে। বি-নাহি নগর বসত বাস। ৭। ভ-এলঙ্গ কুশাবি কাটা। বি-এলাং ঢুকার খাটা। "এলঙ্গ—উলুখড়া"-ভট্টশালী। কুচুলা-(টী কা দ্রঃ)। ভ-পুঁথির 'কুশারীকে' ভট্টশালী ইক্ষু ধরেছেন। কিন্তু বনের ভিতর ইক্ষু থাকবে কি করে? ইক্ষুর কাঁটাও নেই। বি-পুঁথির পাঠ অর্থহীন এবং মনগড়া। ৮। আদর্শে 'তথা'। ভ-জথা। বি-যথা। ৯। ভ-অবনির। বি-সূর্য্যের। ১০। আদর্শে "যেন রাত্রি"। ভ-রাত্রি দিবা। বি-'কিবা রাত্রি কিবা দিন'। ১১। ভ-অহর্নিশি। বি-দিবারাত্রি। ১২। বি-গমন। ১৩। ভ-উর্দ্ধমুখে আশোন। বি-বসে পূর্ব্বমুখ আসনে। ১৪। আঃ 'স্মঙরে'। বি-ডাকে। ১৫। ভ-আশি। বি-এ পদ নেই। ১৬। ভ-বোলে হনু। ১৭। আদর্শে 'সন্তান'। ভ-শন্তুতি। বি-এই পদ নেই। ১৮। আদর্শে 'গুরু'। ভ-চন্দ্র। বি-তুমি চন্দ্র তুমি ব্রহ্মা। ১৯। বি-ধর্ম। ২০। বি-তুমি গুরু বিনে নাহি পার। ২১। ভ-নাথ। ২২। ভ-হর হরি হাড়ি জনম তোমার। বি-তাতে হয় তোমার জনম। হরের (শিবের) হাড় থেকে হাড়িফার জন্ম। (ভূমিকার সৃষ্টিতত্ত্ব দ্রষ্টব্য)।

হাড়ে তোমার জন্য[১] জপজাপ[২] এহি কর্ম

শুন গুরু মোর নিবেদন।

[৩]তোমার আদেশ পায়া মাথে হা'ত আনু[৪] ধায়া

আজ্ঞা হইলে[৫] করিব পালন ॥

হাড়ি বলে হনুমান শীঘ্র কব এহি[৬] কাম

এথা আজ বঞ্চিব[৭] রজনী।

বাক্য কর অবধান নির্ম্মল কবহ স্থান[৮]

এথাতে নাচিবে নাচনী[৯] ॥

আদেশে হইল[১০] খাড়া আটিল পিন্ধন ধড়া[১১]

বন মারে[১২] পবন নন্দন।

বড়গাছ করে[১৩] ধরে ছোটগাছ নখে[১৪] মারে

বন মারি কৈল নিপাতন[১৫] ॥

পবনের পুত্র হনু পাথরের প্রায় তনু

বল যাহার সংসারে[১৬] অপার।

যত গাছ ছিল মুড়া[১৭] পদঘাতে কর্ল গুড়া

দণ্ডেক মধ্যে করিল পরিস্কার[১৮] ॥

ঝোঁপ ঝাঁপ সব মারি স্থান নির্ম্মল করি[১৯]

বিদাএ হইল হনুমান।

হৃদএ জপিয়া নাম[২০] সাধিয়া[২১] হাড়িফার কাম

নিজস্থা'ন করিল গমন ॥

---

১। আ· 'জন্ম'। বি—জানিহ্ন সন্ধা তোমার জন্য। ভ—হাড়িOOOOর জর্ম্ম। ২। আ· কর্ম স্থলে 'কম্ম'। ভ-জপজাপ্য। বি-জপতপ। ৩। এই পদের আগে বি-পুঁথিতে নিম্নের অতিরিক্ত পদটি আছে। যথা:

শীঘ্র করি কহ গুরু, কি কাজ করিব গুরু, বল গুরু সেহিত বচন।

৪। ভ-শিগ্র গতি আনু ধায়া। বি-হাতে মাথে আনু ধায়া। আদর্শে 'আইলাম'। ৫। ভ-আজ্ঞা করো করিএ পালন। বি-আজ্ঞা হইলে করি সে পালন। ৬। ভ-এক। ৭। ভ-রহিব। ৮। আদর্শে 'নিম্মাল এহিস্থান'। ভ-নির্ম্মল করহ শ্থান। ৯। ভ-আশির এথা ইন্দ্রের নাচনি। আ. 'এথাতে নাচিবে নাচোনি'। বি-এই পদে নেই। ১০। বি-আদেশ পায়া খাড়া। ১১। আদর্শে 'আছিল বিকট খাড়া'। ভ-আটিল পরিধান ধড়া। বি-আটিলেন পিন্দন ধড়া। ১২। আদর্শে 'ভালে'। ভ-মারে। বি-ঐ। ১৩। বি-হাতে। ১৪। বি-পদে। ভ-নখে। আদর্শে 'নক্ষে'। ১৫। আদর্শে 'নিপাত'। ভ-নিপাতন। বি-ঐ। ১৬। আদর্শে 'সংসারো আকার'। ভ-অক্ষত্র অপার। বিঅপূর্ব্ব অপার। ১৭। বি-বড়া। ১৮। আদর্শে 'সংহার'। ভ-দণ্ডমাত্রে কৈল পরিশ্কার। বি-দন্তে বন করে পরিষ্কার। ১৯। আঃ 'নিম্মান'। বি-অতি স্থান নির্ম্মল করি। ২০। আদর্শে 'রামনাম'। বি-হৃদয়েতে জপিনাম। ভ-হৃদএ জপিয়া নাম। ২১। আদর্শে 'করিয়া'। ভ-সাধিয়া। বি-ঐ।

এথা হাড়ি জলেন্দর হৃদ জপে শঙ্কর
স্মরে ইন্দ্রের অপ্সরি[১]।
বাম হস্তে চন্দনের বাটা[২] দক্ষিণে সুবর্ণ ঝাটা[৩]
আইল এক বিদ্যাধরি ॥
পরিধানে পাটের শাড়ি আগে দিল ছড়া[৪] ঝাড়ি
আমোদিত করিল চন্দনে।[৫]
হস্তেতে তৈলের[৬] খুরী দিওটি[৭] জ্বলে সারি [সারি]
সূর্য যেন উদিত গগনে[৮] ॥
সন্ধ্যা রজনী গতে[৯] বিদ্যাধরি শতে শতে[১০]
আইল প্লাবিয়া কান্তাপুর।[১১]
অধর অরুণ শোভা[১২] মুখ যেন পুষ্প জবা[১৩]
হীরা যেন দন্ত মতীচুর ॥[১৪]
নাসিকা[১৫] মনোহর বাঁশি[১৬] তিলক শারদ শশী[১৭]
অধর তাম্বুলে আমোদিত।[১৮]
মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম[১৯] না জানি মধুর মর্ম[২০]
মধুলোভে হইল উপস্থিত ॥[২১]

১। আদর্শে 'বির্দ্ধাধরি'। ভ-শুবন করে ইন্দ্র উপপুরি। বি সেবে হাড়ি ইন্দ্রের অপ্সরী। ।২ আদর্শে 'ফোটা'। ভ-চন্দন পাটা। বি ডাহিনে চন্দন বাটা। ৩। ভ দক্ষিণ হস্তে শোবণ্ন ঝাটা। বি-বাম করে সুবর্ণ ঝাটা। আঃ 'সোবণ্ণ'। ৪। ভ-আগি দিল ছড়োঝড়ি। বি-আগে দিল ছড়াঝাড়ি। আদর্শে 'ঝাড়াঝাড়ি'। প্রথমে এসেই ঝাট দিল। ৫। ঝাট দিয়ে চন্দন ছিটিয়ে স্থানটি আমোদিত করল। ৬। আ. 'শতৃলের'। ৭। দিহটি দেউটি, প্রদীপ। ভ প্রদীপ। বি-দীপ। ৮। ভ-বেহানে বি-আইল সব নাচনীর বেশে। সারি সারি প্রদীপ জ্বালানোর পর স্থানটি সূর্যালোকের মত ঝলমল করতে লাগল। ৯। ভ—শর্দ্ধা ০০০০০০। ১০। ভ-বিদ্যাধরি রূপবতী। ১১। ভ-এহি শব আইসে শেহি শতানে। কান্তাপুর কি সেই অরণ্যের নাম? ৯, ১০, ১১। বি-পুঁথিতে নেই। পরিবর্তে নিম্নে বর্ণিত পদগুলি আছে। যথা:

চাঁচর মাথার চুলে, কবরি জাতি ফুলে, ভ্রমর গুঞ্জরে কেশ পাশে।
সীমন্তে সিন্দুরের ফোটা, নয়নে কাজলের ঘটা, কর্ণে ফুল দিছে কর্ণপুর।

ভ-পুঁথিতেও কয়েকটি পদ আছে। কিন্তু সেগুলির পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয়নি। যথা —

০০০০০০পশি জেন চলে ববি শশি আইল শব নাচনের বেশে ॥
০০০০০০র চুলে কতো পারিজাত ফুল ভ্রমর গুঞ্জরে কেশ (পাশে)।
[শিম ন্ত শেন্দুর কোটা নযানে কাজল পাটা কর্ণেতে পরহিয়া ০০০০ ॥

১২। ভ-অভা। ১৩। ভ-মুখ পুশপ জেন শভা। বি মুখে যেন চন্দ্র শোভা। ১৪। বি-দন্তগুলি যেন মতীচুর। ভ-হিরানল দন্ত ০০০০। ১৫। আদর্শে 'নানান'। ভ-(না)শিকা। বি-নাসিকা। ১৬। ভ-মহন বাশি। বি—ঐ। ১৭। বি-যেন পুর্ণিমার শশী। কপালের তিলক শারদ শশীর মত উজ্জ্বল। ১৮। বি-কপুর তাম্বুল শোভা করে। ভ-কপর তাম্বুল ০০০০। ১৯। আদর্শে 'জাব বিন্দ কন্ম'। ভ-মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম। বি-বুকে কুচু পদ্মকলি। ২০। বি-মধু মর্ম্ম জানে অলি। ভ-না জানি মধুর মর্ম্ম। আদর্শে 'কে জানে মধুর মর্ম্ম'। ২১। বি-মধুলোভে শবদ করি ফিরে। ভ-মধুলোভে হৈল০০০০

গলাএ মালতির মালে[1] রত্ন প্রধান জ্বলে
যেন শশী তারাগণ মাঝে।[2]
[বাহু জিনি মৃণাল পদতলে ধরে তাল
করেত কঙ্কণ বাজে।।][3]
অপরূপ বক্ষস্থান[4] হৃদয় অতি নির্মাণ[5]
তাহাতে বলি পয়োধর।[6]
হিয়া যেন পদ্মকলি তা'ত বান্ধব কাচুলী
হৃদয়ে লাগিল পঞ্চশর[7] ।।
কটিতে[8] পরে কিঙ্কিণি ইন্দ্র সভার নাচনী
যৌবন যেন অমৃত কদলী।
পাএ[র] পঞ্চ অঙ্গুলি[9] যেন চম্পার কলি
হীরা জড় কনক পাসলি[10] ।।
যোগান্ত ভোগান্ত গান পঞ্চম রসের তান[11]
যেন কেওয়া চম্পকের বাসে।[12]
[ফকির যুগী বেশেতে গতি বড় বুদ্ধিহত
আবদুল শুকুরে যোগভাগে।।][13]

১। আদর্শে 'মতীমালাগলে'। ভ গলে মালতীর মালে। বি—গলায় মালতীর মালে। ২। আদর্শে 'করেৎ ঝুলকি বাজে'। ভ—যেন শশি [তারাগণ] মাঝে। বি—ঐ। এর পরবর্তী কয়েকটি পদে বর্তমান পাণ্ডুলিপিতে যথেষ্ট ভুল আছে। অন্য দুই গ্রন্থের পাঠ মিলিয়ে সেগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে। ৩। আলোচ্য পাণ্ডুলিপিতে নেই। অন্য দুই পুঁথির পাঠ মিলিয়ে লেখা হয়েছে।

ভ—বাহু জিনি মৃনাল পদতলে ধরে তাল করেত০০০০০বাজে।
বি—বাহু যেন মৃণাল নলে, করতল শতদলে, শবদ করি কঙ্কণ বাজিছে।

৪। ভ—বৈকস্থল। ৫। ভ—হৃদে অতি নিতম্বর। বি—দ্বিতীয় অতি নির্ম্মাণ। আ 'হৃদয়ে অতি নির্ম্মান'। ৬। বি—তাহাতে কলি উপধর(?)'। ভ-০০০ সলা পএধর। আঃ 'পয়োবর'। কোন পাঠই ত্রুটিহীন বলে মনে হয়না। আলোচ্য পাঠের কিছুটা অর্থ হয় বক্ষস্থল অতি অপরূপ, স্তন দুটি পুষ্প কলির মত। ৭। আদর্শে 'পঞ্চবান'। ভ—(যেন মোহ) গেল পঞ্চশর। বি—নিঃশ্বাসের আগে পঞ্চশর। ৮। আদর্শে 'কণ্যে পরে কঙ্কনি'। ভ—কাটতে জে কিঙ্কিনি, ইন্দ্রের নাচনি, যুগল দড়া০০০দলি। বি—কটিয়া পরে কিঙ্কিণী, ইন্দ্রের সব নাচনী, যৌবন যেন অমৃত কদলী। আদর্শে 'অমৃত কদলীর' স্থলে 'চম্পকের কলি'। অমৃত কদলী অর্থাৎ অমৃত সাগর কলার সঙ্গে নারীর যৌবনের তুলনা লক্ষণীয়। কিঙ্কিণি—ঘুঙুর যুক্ত কটি ভূষণ। ৯। আদর্শে 'অঙ্গরি' এবং 'পাসরী'। ভ—অঙ্গলি এবং পাসলী। বি—'চাম্পা যেন পদ অঙ্গুলি, হিরার কনক পাসলী, যোগান্ত ভোগান্ত সব গলে।' স্বর্ণ নির্মিত পদালঙ্কার (পাসলী) হীরায় জড়িত। ১০। ভ—ষুপুরুশের বাথান। ১১। ভ—শ্রী (জেন) চম্পকের কলি। বি—এই পদ নেই। ১৩। এই পদ ভ—পঁথি থেকে গৃহিত হয়েছে। ১২। এই পদ এবং নিম্নলিখিত আরও দুটি পদ বি—পঁথিতে আছে। যথা :—

কেওয়া গোলাপ বাসে, ফকীর যুগীর বেশে, কবি শুকুর মামুদ ভুলে।।
যোগ পাচালীতে গায়, নাচনী নাচিয়া যায়, বাজে খোল মৃদঙ্গ পাখোয়াজ।
কিঙ্কিণি কঙ্কণ বাজে, যেন তারাগণ সাজে, নর্ত্তকী করিল নানান সাজ।।

**লঘু ত্রিপদী।**[১]

তাল ঝুনাঝুনি খোল মৃদঙ্গ শুনি
কবে কত কত তাল।[২]
শতেক নাচনে নির্ত্ত সর্ব্ব জনে
পদের সাথে সাথে তাল ॥[৩]
পাএর নেপুর[৪] ঝুমুর ঝুমুর[৫]
চলিতে সুনাদ শুনি।[৬]
চলিতে চাপালি[৭] চম্পকের কলি[৮]
ছুটকে যেন দামিনী[৯] ॥
রসের নাগরী[১০] গুণের সাগরি[১১]
থমকে থমকে চলে।[১২]
ইন্দ্রের রূপসী পূর্ণিমার শশী
মধু মধু বচন[১৩] বলে ॥
কটিতে কিঙ্কিণী[১৪] বাজে সুরধনি[১৫]
বসে বসে তোলে পাও।[১৬]
কাঁচুলীর তরঙ্গে[১৭] আখির মটকে[১৮]
কবে কত কত ভাও ॥
দিয়া বাহু নাড়া সাহেবি হাবাড়িয়া[১৯]
গাএ বিয়াল্লিশ[২০] সুরে।
গাএন গাহিনি ছত্রিশের রাগিনী
ছয রা। লইয়া পুরে ॥

১। ভ—নাচাড়ি। .বি—কোন শিরোনামা নেই।

২। ভ—নাচএ নাচনি ইতাল [ঝনাঝনি] খোল মৃঙঙ্গ পাখোয়াজে।
৩। ঐ—কবতে কবতাল পদাঘাতে [ধরে তাল] নিত্ত কবেন নাস্থান শাজে ॥
২। বি—ঝনাঝন রণারণ, জযঘণ্টা ঠনাঠন, নাচে যেন ইন্দ্রের অপ্সরী।

২। আ· মৃদঙ্গ স্থলে, 'মিতংঙ্গ'। ৩। বি-এই পদ নেই। ৪। ভ পাএ নফুর। বি-চরণে বাজে নেপর। ৫। ভ-বাজাএ ঝুমুর। বি-শুনিতে যেন মধুর। ৬। বি ঝুমুর ঝুমুর শব্দ করি। ৭। ভ-চলিতে চঞ্চলা। বি-যেন চিত্তে বাদ্য শুনি। চাপালি চপল। ৮। ভ জেন শশির কলা। বি-চলিতে নাগরী জিনি। ৯। আদশে 'জামিনি'। ভ ছট কেশে যেমন জামিনি। বি-চটকে যেন পূর্ণিমার শশী। আদর্শের 'জামিনি' পাঠ অর্থহীন। দামিনী (বিদ্যুত) সঠিক পাঠ। এবং অথ 'দাড়ায' বিদ্যুতের মত নাচের ভঙ্গিতে ছুটে চলে। ১০। বি-নাগরী নাগর সলে। ১১। বি-থমকে থমকে চলে। ১২। বি-যেন দেখি পূর্ণিমার শশী। ভ-থমোকে ২ নাচি চলে। ১৩। আদর্শে 'সদাএ'। ভ-বচন। এই পদ থেকে পরবর্তী ৮ পদ বি-পুঁথিতে নেই। ১৪। ভ-কিঙ্কিনি। ১৫। ভ-ষুরশধনি। ১৬। ভ-শুরে শুরে তুলিছেন পাও। ১৭। ভ-চলিতে ছটকি। ১৮। ভ-আক্ষের মটকি। ১৯। ভ-শ্রামরি ঝগড়া। 'সাহেবি হাবাড়িয়া'-র অর্থ বুঝা গেলনা। পাঠে ভুল আছে। ভ-পুথির পাঠকে ভট্টশালী স্বরের 'সা ম ঋ ঋ গ ঋ' বলে অনুমান করেছেন। ২০। ছয় রাগ এবং ছত্রিশ রাগিণীতে বিয়াল্লিশ সুর। পরবর্তী পদে তা বলা হয়েছে।

দেখি গুপিচন্দ্র নর্ত্তকীর কন্দ্র[১]
প্রণামিল দোওয়াদশে।[২]
শুন যোগবাণী মধুর কাহিনী
শুকুব মামুদে প্রকাশে ॥[৩]
রাজার রাজ্যপাট[৪] সব মিথ্যা ঠাট[৫]
অন্ধকাবে যেন চক্ষেব ঠার।[৬]
যোগ পথ দড় জ্ঞান ধ্যান[৭] বড়
গুরু সংসাবের সাব ॥

**দর্ঘাই ছন্দ। অপর নাচাইড়।**[৮]

এহি রূপে আনন্দেতে[৯] নৃত্য করে কৌতুকে [তে][১০]
এক নিশি তথাতে বঞ্চিল[১১]।
[বজনী] প্রভাত হইল[১২] [নাচনি বিদায়ে পাইল][১৩]
[যাব যেহি পুবেত চলিল ॥][১৪]
আব দিন তথা হইতে বাজা'ক লয়া সাথে
বন পথে [কবিল গমন।][১৫]
দিবানিশি ভেদ নাই গেল হাড়ি সেহি ঠাঞি[১৬]
[পূর্ব্ব মুখে কবিল আসন ॥][১৭]
উর্দ্ধ [কবি] দুই হাত স্মবে[হাড়ি] ভোলানাথ
নিজ মন্ত্র জপে মনে মনে।[১৮]

১। কন্দ্র—কেন্দ্র না কাণ্ড? ভ-অবনিতে হইযা ধন্দ। ২। ভ-প্রনাম যে কবিল দ্যাদশে। দোওাদশ—জপমালার দ্বাদশ গুটিকা। ৩। ভ-আবদুল মুকুন্দ প্রকাশে। আদশে 'গৌবি পামতি,'। ৪। ভ বাজ্য বাজপাট। ৫। ভ-শকল মিথ্যা নাট। ৬। আদর্শে 'অন্দকাব চক্ষ ঠাব'। ভ-অর্দ্ধকানে জেন চক্ষো ঠাব। অন্ধকাবে কিছু ঠাহর (ঠার) করতে না পাবার মত বাজ্য এবং বাজপাট সব মিথ্যা। ৭। ভ গ্যানি ধ্যানি। আগেব পৃষ্ঠাব ষষ্ঠপদ থেকে আরম্ভ করে লঘুত্রিপদীব শেষ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত দুটি অতিরিক্ত ছাড়া বি-পুঁথিতে আব কোন পদ নেই। ভ—পুঁথিতে এই দুটি পদ নেই।

বি—সুকুব মামুদ ভণে, ইন্দ্রেব অপসবীগণে, গোপী চন্দ্রেক নাবিল ভুলাতে।
হাড়িফাব চরণেতে, শবণ কবি গোপীনাথে, ছিল গোপী বৈসে একভিতে॥

৮। বর্ত্তমান এবং বি—পুঁথিতে নেই। ভ-পুঁথি থেকে গৃহীত।
৯। আদর্শে 'এহি বজনিতে'। বি-এইরূপে নাচনীতে। ভ-গৃহীত পাঠ। ১০। আদর্শে 'নির্ত্ত আনন্দিতে'। বি-নর্ত্তকী গায় আমোদিতে। ভ-গৃহীত পাঠ। ১১। আদর্শে 'বঞ্চিতে'। বি-বঞ্চিলেন এক নিশি এথা। ভ-বঞ্চিল। ১২। বি-নাচনী বিদায় হইল। ১৩। বি-যাব যে পুবীত গেল। ভ গৃহীত পাঠ। ১৪। বি—গোপীচন্দ্র না ভুলিল তথা। ভ-গৃহীত পাঠ। বর্তমান পুঁথিপাঠের সাজানোতে বিস্তর গোলমাল ছিল। তিন পুথিব পাঠ মিলি য়ে গৃহীত-পাঠ সাজানো হয়েছে। ১৫। আদর্শে 'জাএ বোন পথে'। ভ বোনপথে করিল গমন। বি-ঐ। ১৬। এই পদ কিছু পরে ছিল। ভ-গৃহীত পাঠ। বি—ঐ। ১৭। ভ-গৃহীত পাঠ। বি-ঐ। ১৮। ভ-নিজ মন্ত্র জাপ্য করে মোনে। বি-বীজ মন্ত্র জপিল যখন। আ-'শ্মোবে ভোলানাথ'।

ভালুক বানর[১] বাঘ সর্প অজাগর [নাগ]
আসি হাড়ির বন্দিল চরণে ॥
[চারি দিগে সারি সারি][২] বাঘ ভালুক প্রহরী
[দেখি রাজা] মনেতে গুণিঙএ ।[৩]
খায়া আপন মাথা গুরু [কে] পৈষবে পোঁতা
অপযশ থবিনু সঞ্চএ ॥[৪]
[যাব] আজ্ঞাকাবী নাগ ভালুক বনেব বাঘ
আজ্ঞাকাবী সহস্র লোচন ।[৫]
তাহাকে [পৈষবে] পুঁতি[৬] হৈলাম [আমি] অধোগতি
পাপী নাহি আমাব সমান ॥[৭]
[কৈলাম আমি কুকাজ সঞ্চএ কবিলাম লাজ
কলঙ্কেব বাখিনু ঘোষণা][৮]
যদি [মোবে] বাঘে খাএ বাঁচিব শমনেব[৯] দাএ
এড়াইব লোকেব গঞ্জনা[১০] ॥
[এতেক] ভাবিয়া চিত্তে[১১] বাঘেব নিকটে [যাইতে][১২]
সপ ধবে দুই পাএ ।[১৩]
হাড়িফা [সিদ্ধাব] ডবে[১৪] [সর্প] বল নাহি কবে[১৫]
ব্যাঘ্র বাজাক নাহি খাএ ॥[১৬]
ময়েনা [মতীব] কুমাব[১৭] [যাব] গুরু জলেন্ধব[১৮]
ব্যাঘ্র সর্প সকলি নৈবাশ ।[১৯]
ভাবিয়া [আপন] মনে শুকুব মামুদে ভণে[২০]
কুসম্ভ সিন্দুবে বাস ॥[২১]

১। আদর্শে 'বনের'। ভ-ভর্লুক বানব বাঘ। বি-ভালুক বানব বাঘ। ২। বর্তমান পুথিতে নেই। ভ-গৃহীত পাঠ। বি-চারিদিকে চাবি নাবী। ৩। ভ-দেখি বাজা মোনে গুনি ভএ। বি দেখি বাজা মনে গনি ভয়। আদর্শে 'পাইল'। ৪। ভ-অপোজশ বাখিনু শঙ্কাএ। বি-অপযশ হইল সঞ্চয। ৫। বি-যাব তবে সহস্র জানযার। সহস্রলোচন —দেববাজ ইন্দ্র। ৬। বি ঘোড়াব পৈথরে পুঁতি। ৭। বি-আমা সম পাপী নাহি আব। ৮। বর্তমান পুথিতে নেই। ভ-গৃহীত পাঠ। বি-কবিনু আমি কুকাজ, সংসাবে পাইব লাজ, কলঙ্ক হইল ঘোষণা। ৯। ভ-বাচিব শমনের দাএ। বি-ঐ। আদর্শে 'বাচি মরনো'। ১০। আদর্শে 'জঞ্জাল'। ভ-গোঞ্জনা। বি-গঞ্জনা। ১১। বি-এত বলে বাঘে খাও। ১২। বি-সপেব ধরি দুই পাও। ১৩। বি-হাড়িফা জলন্ধবেব ডবে। ভ-ব্যাঘ্রে আশি পৈল দুই পাএ। ১৪। বি-নাগে নাহি চোট কবে। ১৫। বি-দুই পাও জড়ে ধরে। ভ-শর্প্পে নাহি কল কবে। ১৬। আ-'ব্রেঘ্র' বি-বাঘে খায়না মুনির কুমাবে। ভ-বাঘে বাজাকে ধবি নাহি খাএ। ১৭। ভ-ময়না মন্তির কুঙর। বি-বাঘ সর্পে করে কাম। ১৮। ভ-জাব গুরু জলর্দ্ধর। বি-বাজার পায়ে প্রণাম। ১৯। আ-'ব্রেঘ্র'। ভ-বাঘ শর্প্প শকলে নৈরাশ। বি-ভাবিয়া মনে আপনার। ২০। ভ-আবদুল ষুকুরে ভূনে। আদর্শে 'গৌরী পার্ব্বতি'। ২১। ভ-শেন্দুর কুষমিতে জার বাশ। বি-এই পদ নেই। কবির নিবাস 'কুসম্ভ সিন্দুর' গ্রামে। রাজশাহী সহরের মাইল ছয়েক দূরে এই গ্রাম।

## গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস

এহিরূপে[১] রাত্রিদিনে গুরু শিষ্য [দুই] জনে
কাননে ভ্রমেন[২] নিরন্তর।
শূন্যপথে হাড়ি জাএ কাঁটা ফুটে[৩] বাজাব পাএ
জার জাব হইল কলেবব॥

পদ।[৫]

[৬]শুনহ সবল[৭] লোক বিধাতাব[৮] নিববন্ধ।
যে রূপে বেশ্যাব ঘবে বান্ধা গুপিচন্দ॥[৯]
[১০]সাত দিন বন[১১] পথে ভ্রমে জলেন্দ্বব।
কাঁটাএ জাব জাব হৈল[১২] বাজাব কলেবব॥
হাডিফা চালিল বাজা হইল কাতব।
বন ছাডি গেল হাডি বলঙ্ক নগব[১৩]॥
গুপিচন্দ্র বলে গুরু[১৪] শুন নিবেদন।
হাঁটিতে না পাবি গুরু[১৫] ধবিব চবণ॥
সংসাবে[ ] বৃক্ষ আছে[১৬] সবোবেব কূলে।
এক দণ্ড বসি গুরু এহি বৃক্ষতলে॥[১৭]

১। আদর্শে 'সদায়'। ভ-এহিরূপে। বি-ঐ। ২। আ ভুম্মন'। ভ ভূম্মেন। বি-কাননে ভ্রমেন নিরন্তর।
৩। ভ-বিন্দে।

৫। ভ-পয়ার। বি- পয়ার।

৬। এই পদের আগে অন্য দুই পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদগুলি আছে। যথা:

ভ—দেখিয়া নেখিতে জে দেয় আপোন ভগ্নিতা। নবর্কোত পডিবে তাহান মাতাপিতা॥
শপ্ত পুরূশ তার নরক্যত বাস। আবদুল ষুকুবে কহে বাজাব শন্যাশ॥
আবদুল ষুকর নাম পিতাএ বাখিল। ষুকুব মোহাম্মদ নাম বিতাবে ঘুশিল॥
বি-আবদুল সুকুর নাম পিতায় বাখিল। সুকুব মামুদ নাম কুলেতে ঘুষিল।

৭। আদর্শে 'রসিক'। ভ-শকল। বি সকল। ৮। আদর্শে 'কবিতাব'। ভ-বিধিব নিবন্দ। বি-বিধাতার নিরবন্ধ।
৯। ভ-জে জোগ সাধিয়া যগি হৈল গুপিচন্দ। ১০। এই পদেব আগে ভ পুঁথিব অতিরিক্ত পদ:-
ভ-খণ্ডন না জাএ রাজার কপালেব নিবন্ধ। জেরূপে বেশ্যাব ঘবে গেল গুপিচন্দ॥
১১। ভ-পথ ভ্রমে জঙ্গল ভিতর। ১২। আদর্শে 'কর্ন্'। ১৩। ভ-কলিঙ্গনগর। বি-কনক নগর। (তবিকা ন্ত্র:)। ১৪। বি- নাথ। ভ-000000 গুরু কৃরি নিবেদন। ১৫। বি-নাথ। ভ-চলিতে না পারি আমি। ১৬। বি-সুজহ শকা বৃক্ষ গুরু। ভ-0000 বৃক্ষ আছে। সংসারের বৃক্ষ—অনেক বৃক্ষ। পূর্ববঙ্গে এই অর্থে সংসার শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, সংসারের লোকে মাঠ ভরে গেছে। আ: 'সংসারে বৃক্ষ্য।' ১৭। ভ-এক দণ্ড বসি গুরু শেহি বৃক্ষি মূলে। বি-একদণ্ড বসি নাথ সেই তরুতলে। আ-'বৃক্ষ্যতলে'।

হাড়ীফা বলেন তবে বসি[১] এহি ঠাঁই।<br>
সিদ্ধি জল খায়্যা যদি কিছু খাইতে পাই।[২]<br>
গুফিচন্দ্র বলে গুরু খাও সিদ্ধির বড়ি।<br>
নকুল[১৯] করিতে নাথ আমি দিব কড়ি॥<br>
এতেক শুনিয়া নাথ ধ্যানেতে[৩] বসিল।<br>
২১ খুড়ি কড়ি আছে ধ্যানে[৪] জানিল॥<br>
হাড়িফা বলেন আজি খিযাতি[৫] বাখিব।<br>
২১ বুডি কডি আজি শূন্যে উডাইব॥<br>
এতেক বলিযা[৬] নাথ হুঙ্কাব[৭] ছাডিল।<br>
ঝুলিব ভিতবে কডি শূন্যবাজে[৮] নিল॥<br>
ঝুলিতে আছেন[৯] কড়ি বাজা[ব] আছে বল।<br>
ঝুলিহাতে বাজা বলে খাও সিদ্ধি জল॥[১০]<br>
বাজাব বচনে নাথ সিদ্ধিজল[১১] খাইল।<br>
নকুল কবিতে নাথ হাত বাডাইল॥[১২]<br>
ঝুলিতে হাত দিল বাজা কডিব কাবণ।[১৩]<br>
কডি না পাইযা বাজা ভাবে মনে মন॥[১৪]<br>
ভাবিতে ভাবিতে বাজা হইল হুতাস।[১৫]<br>
কড়ি না পাইয়া বাজা ছাড়িল নিঃশ্বাস॥[১৬]<br>
নকুল কবিতে না।[১৭] পাতিয বৈল হাত।<br>
দেখিয়া বাজাব মুণ্ডে[১৮] পাইল বজ্রাঘাত॥

---

১। বি-বৈস। ২। ভ-শিদ্ধিজল দেহ কিছু খাইবাব চাই। বি সিদ্ধিজল খাইতে আমি যদি কিছু পাই। ১৯। নকুল--"সিদ্ধিপানেব পব ভোজ্য। চাট। তু ভাবত চন্দ"। ভট্টশালী। (টীকা দ্রঃ) ৩। ভ-ধ্যানেতে। বি-ধ্যানেতে। আ-ধিযানে। ৪। ভ ধ্যানেত। বি আগমে। ৫। ভ খিযাতি। বি খিগাতেক। ৬। আদর্শে 'ভাবিয়া'। ভ-বলিয়া। বি-ঐ। ৭। ভ-হুঙ্কাব। বি হুহুঙ্কাব। ৮। আদর্শে 'শনিবাজে'। ভ ষুন্যবাজ। বি-পূন্যবাজ। শূন্যবাজকে ভট্টশালী ধর্ম বলে অনুমান করেছেন। ধর্ম অথবা ধর্ম নিরঞ্জন, যিনি নাথদেব মতে সবকিছুব স্রষ্টা, তিনি হাড়ির আজ্ঞাবহ হতে পাবেন না। যম, ইন্দ্র, হনুমান, বিদ্যাধব, বিদ্যাধবি প্রভৃতিবা হাডিব আজ্ঞাবহ। শনি ঠাকুর ও হাড়ির আজ্ঞাবহ হতে পাবেন। কিন্তু অন্য দুই গ্রন্থে 'ষুন্যবাজ' থাকায় আমি শনিবাজকে এই কষ্টথেকে নিস্তার দিলাম। শূন্যরাজ বোধহয কোন কাল্পনিক দেবতা, কবিব প্রয়োজনে সৃষ্ট হয়েছে। ৯। বি-আছিল। ভ-আছে। তিনি আছে। সে আছেন প্রভৃতি শব্দের যোজনা পুঁথিতে প্রাযই দেখা যায। ১০। ভ-বাজা বোলে গুরুদেব খাও সিদ্ধজল। বি-ঐ। ১১। বি সিদ্ধি। ১২ ভ-নকুলেব কাবণে নাথ হশ্‌ত বাডাইল। ১৩। ভ-ঝুলিতে হশ্‌ত দিল বাজা মোনে কবি আশ। বি-ঝুলিতে হাত দিল বাজা ভাবিযা হুতাশ। ১৪, ১৫। অন্য দুই গ্রন্থে নেই। ১৬। ভ-কড়ি না পাইয়া বাজাব হইল হতাশ। বি-কড়ি না পাইয়া রাজা ছাড়িল নিঃশ্বাস। ১৭। ভ-গুরু। ১৮। ভ-মাথে।

কড়ি না পাইয়া রাজা করে[১] হাএ হাএ।
গুরুর নিকটে আমি[২] ঠেকিলাম দাএ॥
কান্দে কান্দে গুপিচন্দ্র চক্ষেব পড়ে পানি।
এবেসে জানিলাম আমার হাবাব পবাণি॥[৩]
আগে যদি জনিতাম[৪] ঝুলিতে কড়ি নাই
তবে কেন কড়াব কবি[৫] গুরুদেবেব ঠাই।
প্রথমে গুরু[ব] কাছে হইলাম বেকড়াব[৬]।
অধগতি যাব[৭] আমি নাহিক[৮] নিস্তাব॥
এতেক বলিয়া বাজা যুক্তি[৯] ভাবে মনে।
গলে বসন দিয়া পৈল[১০] গুরু[ব] চবণে॥
চবণ ধবিযা বাজা হইল ব্যাকুল।[১১]
আমাকে বেচিযা খাও[১২] সিদ্ধিব নকুল॥
শুনিঞা হাড়িফা সিদ্ধা ভাবে মনে মনে।
বাজাকে বেচিযা আসি নটিনীব স্থানে।[১৩]
[১৪]যুগী হইল গুপিচন্দ্র ছাড়ি[১৫] চাবি নাবী।
নটিনীব ঘবে বেটাব[১৬] বুঝিব চাতুরী॥
চাবি বানী হতে আছে নটিনী[১৭] সুন্দব।
নটিনীব ঘবে বাজা দিব বাজ্যেশ্বব[১৮]॥
নটিনীব[১৯] রূপ দেখি না ভুলে বাজন।
শৃঙ্গাব[২০] না ভুঞ্জে না কবে বস।॥

১। আদর্শে 'বোলে'। ভ-কাবে। বি—বলে হাসবে হাআ। ২। ভ-আজি ঠেকিলাম বিশম দাএ। ৩। ভ-এবেশে জানিনু প্রান হাবাইলাম আপনি। বি—এবেসে জানিনু দড হাবানু পরানী। ৪। ভ—আমি কি জানিব জে। ৫। বি-কবিমু। ভ (কবিব)। ৬। বেকবাব—ফাঃ বে (ছাড়া, হিন)+আর: ক'রার (প্রতিজ্ঞা চুক্তি)—বেকরার—প্রতিজ্ঞা বা চুক্তি ভঙ্গকাবী। বি প্রথমে এক স্থানে হইবে কবার। ৭। ভ-অধগতি [হৈ]ব। বি-অধঃপাতে বাজাব বুঝি নাহিক নিস্তাব। আঃ 'অদ্ধগতি'। ৮। আদর্শে 'না হবে'। ভ—নাহিক। বি-ঐ। ৯। বি-ভাবে মনে মন। ভ এহি কথা বলি বাজা ভাবে মনে। ১০। বি টিপ্‌ল। ভ-পড়িল চরনে। ১১। বি-চবণ ধবিযা বলে হইল ব্যাকুল। ভ এতেক বলিল বাজা হইয়া ব্যাকুল। আদর্শে 'আকুল'। ১২। বি-কব সিদ্ধেব নকুল। ভ আমাকে বেচি কব গুরু [তোমার] নকল। ১৩। আঃ 'নৈটানির'। বি-রাজাকে বেচিব আজ নটিনীব স্থানে। ভ রাজাখে বেচিযা মোন বুঝিব অখন। ১৪। এই পদের আগে ভ-পুঁথিব অতিবিক্ত পদ 'নটিনীব বাশোবে আমি বাজাকে বেচিব। অমর না হয়ে তবে অখনে বুঝিব॥' ১৫। ভ—ছাড়িয়া নারি পুবি। বি-যোগী হইয়া গোপী ছাড়ে চারি নারী। ১৬। ভ-রাজার। ১৭। আ-'নৈটানি দুন্দর'। ১৮। আ: 'আজের্জশ্বর'। ভ-রাজেশ্বব। বি-ঐ। ১৯। আ-'নৈটানির'। ভ-বেশ্যার। বি-নটিনীকে দেখে। ২০। ভ-শৃঙ্গাব। বি-শৃঙ্গার। আ: 'ছিঙগার'।

আপন রক্ষা করে যদি নটিনীর ঠাঞি।[১]<br>
তবে রাজা যুগী হইবে কোন[২] চিন্তা নাই॥<br>
১২ মাস বঞ্চে যদি নটিনীর[৩] ঘর।<br>
সেবক[৪] করিয়া তবে করিব অমর॥<br>
নটিনীর সঙ্গে যদি ভুঞ্জিবে[৫] শৃঙ্গার।<br>
নিশ্চএ যাইবে তবে[৬] যমের দুয়ার॥<br>
একদিন যদি বেটা ভুঞ্জিবে[৭] সুরতি।<br>
অমর হইতে পারে কি তার শকতি॥<br>
নিগূঢ়[৮] শৃঙ্গার করে হইয়া সন্ন্যাসী।<br>
তবে তো জানিলাম বেটা[৯] ভণ্ড তপস্বী॥<br>
আপনার মনে হাড়ি এতেক[১০] ভাবিয়া।<br>
এক গাছ দড়ি রাজার হস্তেতে লাগাইয়া[১১]॥<br>
রাজার বাম দশতে সিদ্ধা দড়ি[১২] লাগাইল।<br>
বান্ধা দিতে রাজাক সিদ্ধা নগরে চলিল॥[১৩]<br>
নফর বান্ধা দিব নাথ বলে উচ্চস্বরে[১৪]।<br>
সুলোচনী বেশ্যা যাএ স্নান করিবারে॥<br>
রাজাক দেখিয়া বেশ্যা ভাবে মনে মনে।<br>
মৃকুলের রাজা যুগী হইল কেমনে॥[১৫]<br>
ধন দিয়া বান্তে পারে ক্ষীর নদী সাগর।[১৬]<br>
কোন অপরাধে হইল রাজা যুগীর নফর॥[১৭]

১। আদর্শে 'সকোল মতে রক্ষ্যা জদি পাএ লটির ঠাই'। ভ গৃহীত পাঠ। বি-ঐ। ২। ভমোনে শঙ্কে নাঞি। বি-মনে কিছু নাই। ৩। আ-'নৈটানির'। ভ নটিনির বাশর। বি-নটিনীর ঘর। ৪। ভ—শেবোক্য। ৫। ভ বরেত। বি ররেন। ৬। ভ-বেটা। ৭। আঃ 'ছুরোতী'। ভ-ভুঞ্জিবে ষুরতি। বি-ভুঞ্জয়ে সুরতি। ৮। নিগুঢ়-একান্ত গুপ্ত। ৯। ভ-রাজা ভণ্ডএ। ১০। বি-যুক্তি বিচারিল ১১। বি-লাগাইল। ১২। ভ লাগাইয়া দড়ি। বি দড়ি লাগাইল। ভ-হশ্তে। বি-হাতে। ১৩। আদর্শে 'বান্দা দিতে জাএ সির্দ্দা নগরে চলিল'। ভ রাজাক বান্ধা দিতে নাথ জাএ তরাতরি। বি-বান্ধা দিতে যায় নাথ নগর হাঁটিয়া। ১৪। বি উচৈচঃস্বরে। ভ-উচেশ্বরে। ১৫। সুলোচনী বেশ্যার নিবাস কলিঙ্গ (ভ), কনক (বি) অথবা কনক্ক (বর্তমান পুঁথি) নগরে। এই নগর কোথায় তা আজও জানা যায়নি। কুমিল্লা জিলার নবীনগর থানার বনিকারা গ্রামকে ভট্টশালী এই নগর বলে সন্দেহ করেছেন। এর পেছনে কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয়না। নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত এই গ্রাম মোটেই প্রাচীন নয়। সুলোচনী প্রথম দর্শনেই রাজাকে চিনতে পারায় মনে হয় এই নগর মৃকুল থেকে খুব দূরে ছিলনা। এতে রাজ্যের আয়তন সম্বন্ধে খুব বড় ধারনা হয়না। ১৬। ভ—ধন দিয়া পারে রাজা বাৰ্দ্ধিতে শাগোর। বি-ঐ। বান্তে পারে-বাঁধতে পারে-র গ্রাম্য রূপ। ১৭। বি-কোন সম্ভবেতে হৈল যোগীর কিঙ্কর। ভ-কোন বুদ্ধে হৈল রাজা যুগির নফর। খির নদি—ক্ষীর নদী। জন-প্রবাদ মতে লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ের পশ্চিম দিক ঘেঁষে প্রাচীন কালে ক্ষীর নদী প্রবাহিত ছিল। একটি মরা নদীর খাত আজও দেখা যায়। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

যদি বান্ধা রাখে রাজাক[১] লইয়া কিছু ধন।
তবে বান্ধা লবো আমি মৃকুলের বাজন ॥
রূপে বিদ্যাধর রাজা মোহন মুরতি[২]।
লইয়া রাজাক আমি ভুঞ্জিব সুরতি ॥
যার রূপ দেখি হও কামিনী মোহন।[৩]
অবশ্য[৪] লইব বান্ধা[৫] দিয়া কিছু ধন ॥
এতেক ভাবিয়া কহে নটিনী সুন্দর।
কি ধন পাইলে বান্ধা রাখিবে নফর ॥[৬]
সিদ্ধা বলে [যদি] কড়ি ২১ বুড়ি পাই।
তবে নফর[৭] বান্ধা দিয়া সিদ্ধি কিনি খাই ॥
এতেক শুনিঞা বেশ্যা লাগিল হাসিতে।
কড়ির কারনে রাজা রাখ কোন বিচারেতে ॥[৮]
দাসীকে কহিল বেশ্যা কড়ি আনিতে।
দাসী আনিল কড়ি যাইয়া ত্বরিতে ॥[৯]
২১ বুড়ি কড়ি বেশ্যা হাড়িপাকে দিল।[১০]
রাজাকে বান্ধা থুইয়া হাড়িপা চলিল ॥[১১]
২১ বুড়ি কড়ি লইয়া করিল গমন।[১২]
বাজারে চলিয়া গেল[১৩] নকলের কারণ ॥
মুদির দোকানে দিল কড়ি ২১ বুড়ি।
সিদ্ধির নকুল খাইল কামেশ্বরের বড়ি ॥[১৪]
কামেশ্বরের নাড়ু[১৫] খাএ। আনন্দিত হইল।
তথা হইতে সিদ্ধা তবে গমন করিল ॥[১৬]
ফুল বাড়িতে যাইয়া না। গোফাতে বসিল।
গোফাতে বসিয়া সিদ্ধা আনন্দে রহিল ॥[১৭]

১। আদর্শে 'যুগি'। ভ রাজাক। বি-কিছু বান্ধা রাখে লয়া অল্পধনা। ২। আদর্শে 'যুবতি'। বি-মুরতি। ভ-ঐ। ৩। বি-যার রূপ দেখি ভুলে কামিনীর মন। কামিনিমহন-কামিনীকে মোহিত করে যে। মহন এখানে মোহিত হয় অর্থে। ৪। আ- অব্বসে'। ৫। বি-বান্ধা। ৬। ভ-কতো ধন নৈঞা বান্ধা রাখিবা রাজেশ্বর। বি-কত ধন লয়া বান্ধা রাখ রাজেশ্বর। ৭। ভ-রাজাক। বি-নকর। ৮, ৯। অন্য দুই গ্রন্থে নেই। ১০। ভ-কড়ি আনিঞা বেশ্যা হাড়িফাকে দিল। বি-কড়ি আনিয়া দাসী হাড়িফার হাতে দিল। ১১। ভ-রাজাক বান্ধা দিয়া নাথ হাড়িফা চলিল। ১২। ভ-কড়ি লইয়া শিদ্ধা করিল গমন। ১৩। ভ-বাজারে চলিয়া গেল। বি-ঐ। আদর্শে 'বাজারে চলিল তবে'। ১৪। ভ-কামেশ্বরের গুলি। ১৫। ভ-গুলি। ১৬, ১৭। অন্য দুই গ্রন্থে নেই। সিদ্ধি খাওয়ার পর "নকুল" খেতে বেশ বিলম্ব হয়ে গেল। আর চাট (নকুল) যা খেলেন তাও 'কামেশ্বরের বড়ি'। অর্থাৎ কামোদ্দীপক বড়ি।

আনন্দে রহিল নাথ গোফার ভিতরে।
রাজাক লইয়া বেশ্যা গেল নিজ ঘরে ॥[১]

পাইয়া রাজাক বেশ্যা হবষিত[২] মন।
নানান অলঙ্কাবে বেশ্যা কবিল অভরণ ॥[৩]

রত্নেব পেটাবী[৪] বেশ্যা খসাইযা[৫] আনিল।
যথাতে যেহি সাজে বেশ্যা পবিতে লাগিল ॥[৬]

হস্তে কবি নিল বেশ্যা স্বুবর্ণেব চিরুণী[৭]।
মস্তকেব কেশ চিবি গাঁথিল[৮] বিযানি ॥

গন্ধ পুষ্প তৈল[৯] বেশ্যা পবিল মাথাতে।
স্বুবর্ণেব জাদ[১০] বেশ্যা পরিল খোঁপাতে ॥

কাম সিন্দুবেব ফোটা[১১] পবিল কপালে।
দিন নাথ[১২] উদিত যেন প্রভাতেব[১৩] কালে ॥

গৌব ববণ বেশ্যাব দীপ্ত কবে তনু।[১৪]
কপালেব সিন্দূর জেন[১৫] প্রভাতেব ভানু ॥

জোড় ভোঁওাব মধ্যে পবে[১৬] তিলকেব ফোটা।
সিন্দুবিযা মেঘে যেন বিজলীব ছাটা ॥[১৭]

নঞানে কাজল[১৮] পবে মেঘেব সনে[১৯] বাদ।
লক্ষেব[২০] বেসব বেশ্যা পবিল নাসিকাত ॥

মন্ত্র পবিযা তৈল মাখিল[২১] বদনে।
আখিব মটকে জ্ঞান হবে যুবক জনে ॥[২২]

---

১। ভ-বাজাক নৈঞা গেল বেশ্য। আপোনাব ঘরে। বি-বাজাকে লইযা হেথা বেশ্যা গেল ঘবে। ২। আদর্শে 'আনন্দিৎ'। ভ-হবশিত। বি হবষিত। ৩। আ-'বের্শ্যা'। এই বানান আদর্শেব সর্বত্রই। ভ-নাম্বা অলঙ্কাব বের্শ্যা কবে পবিধান। বি নানান অলঙ্কাব বেশ্যা পবে আভবণ। ৪। ভ-বত্ত্যন পেটাবি। বি-রত্ন পেটাবিব। ৫। ভ আপোনে। বি-ঘুচাল ঢাবনি। ৬। ভ জথাতে জে শাজে অঙ্গে পবহিতে লাগিল। বি-যে স্থানে যে গহনা লাগে পবেন আপনি। ৭। ভ চিবনি খানি। ৮। আদর্শে 'কবিল গাথনি'। ভ-গাথিল বিযানি। বি-মস্তকেব চিবিযা কেশ গাথেন বিযানি। বিযানি—বিন্দনি, বেণী। ৯। আ-'স্তল'। ভ-তৈল্য। বি তৈল। ১০। আ সোবন্যেব। জাদ--বেণীব অগ্রভাগে ব্যবহৃত স্বুবর্ণখচিত ফিতা। ১১। ভ-কাইম শেন্দুব বের্শ্যা। কাম সিন্দুব--কামোদ্দীপক সিন্দূব। ১২। ভ-উদিত দিবাকব। বি-উদিত দিনকব। ১৩। বি-বিহানেব। ১৪। ভ গৌব বর্ণ দেহি বের্শ্যাব বাত্র হালে তনু। বি-গৌব ববণ বেশ্যা দিব্য করতলে। ১৫। ভ-জলে প্রভাত কালেব ভানু। বি-যেন বত্ন হেন জ্বলে। ১৬। ভ-জেন। বি-ভুরুর মধ্যতে যেন তিলকেব বেখা। ১৭। বি-সেন্দুবিযা মেঘেব আড়ে বিজলীব দেখা। ১৮। ভ-কজ্যল্য। ১৯। আদর্শে 'সহে'। ভ-সনে। বি-সাথে। ২০। 'লক্ষেব--বেশমের?'—ভট্টশালী। বেসর অর্থাৎ নাসিকালঙ্কাব রেশমের হবে কি কবে? লক্ষ টাকা মূল্যেব হতে পারে এবং সেই অর্থই প্রযোজ্য। ২১। আ-'শত্তল' ভ-দিলেন। বি-পরিল। অঙ্গে মন্ত্রপূত তৈল ব্যবহার বশীকবণের এক উপায়। আজও এর প্রচলন দেখা যায়। ২২। ভ-ভ্রমর বসিল জেন কমলের বোনে। বি-যুবক জনের মন হরে দেখিয়া যৌবন।

অধর শোভিত কর্ন করপূর[১] তাম্বুলে।
দশন ভ্রমর[২] যেন বসিল কমলে॥

পান খাইয়া বেশ্যা মদন মুবলী[৩]।
বুকের উপরে যেন চম্পকের কলি॥

চিকন মাঙ্গা দিঙ্গল[৪] কেশ বাএ হালে গাও।
পুরুষের মন হবে শুনি মুখের বাও॥

কপালের সেতিপাটি হীডায জডিত।[৫]
কিঞ্চিৎ হাসিতে যেন তারা বিকশিত[৬]॥

গলেতে পরিল বেশ্যা শ্বতেশ্বরী হার[৭]।
সুবর্ণের প্রদীপ যেন জ্বলে অন্ধকার॥[৮]

বাহু মৃণাল[৯] যেন নক্ষ[১০] চাপার কলি॥
অঙ্গুলে অঙ্গুরি পরে বাহে পরে কলি॥[১১]

করেত কঙ্কণ যেন[১২] নিশানাথের শোভা।
হৃদএ কনকস্তন[১৩] অতি মন লোভা॥

অপূর্ব কাঁচলী পরে বুকের[১৪] উপরে।
দেখি দুই স্তন যুবকের মন হরে॥[১৫]

কমরে[১৬] পরিল বেশ্যা লক্ষ মূল্যের সাড়ী।
রসিক জনের মন বেশ্যা নেএ হরি॥[১৭]

কর্ণেতে পরিল বেশ্যা হীরাধর[১৮] কড়ি।
আঁখি ঠারে মুচকি মারি মন লএ কাড়ি॥[১৯]

বাঁকপাতা মল পাএ[২০] সুবর্ণের পাসলি।[২১]
যুবক পাইলে বেশ্যা মন করে চুরি॥[২২]

---

১। আদর্শে 'করপুল তাম্বুল বুলে'। বি-করপূর তাম্বলে। ভ এই পদ এবং পরবর্তী ৩৮ পদ নেই। ২। আদর্শে 'বমল'। বি-ভ্রমর। ভ্রমর সঠিক পাঠ। দন্ত (দশন) বসে আছে অধর রূপ কমলে বসল। ৩। আ-'মুরোলী'। মদন মুরলীর (অর্থাৎ বাঁশির) সঙ্গে পান খাওয়ার কি সম্পর্ক থাকতে পারে বুঝা গেলনা। পাঠে ভুল আছে মনে হয়। এই পদ এবং পরবর্তী তিন পদ বি—পুঁথিতে নেই। ৪। দিঙ্গল— দীঘল, লম্বা। ৫। আদর্শে 'সমুখে লইয়া দুই হিরার জরিত'। বি-গৃহীত পাঠ। ৬। বি-ঝলকিত। ৭। বি-গজমতি হার। ৮। আঃ 'সোবর্ণের প্রিদিফ জেন জলে অন্ধকার'। সুবর্ণের প্রদীপ জ্বলে যেন অন্ধকার দূরীভূত করে। বি— সোনার পুতলী যেন হবে অন্ধকার। ৯। বি-নির্মল। ১০। বি নখ। বাহু পদ্মের ডাঁটার মত আর নখ চাঁপার কলির মত। ১১। বি-আঙ্গুলে আঙ্গুঠি পরে বাহুতার ফলী। ১২। বি-কর্ণেত কুণ্ডল যেন। ১৩। বি-কমল কুচ। কনক স্তন- সোনার বরণ স্তন। ১৪। বি-হিয়ার। ১৫। বি-দেখিয়া যুবক জনের লাগে পঞ্চশর। ১৬। বি-কাঁটিতে ১৭। বি-এই পদ নেই। ১৮। বি-হিরা গয়না বর্তি। হীরাধর কড়ি-হীরায় জড়িত কড়ি। কড়ি এবং হীরার সংযোগে গয়না তৈরী লক্ষণীয় বিষয়। ১৯। বি-উরু যুগল বেশ্যার রামের কদলী। ২০। বি-পরে। ২১। বি-পাশলী। পদালঙ্কার। ২২। বি-এই পদ নেই।

গন্ধব[১] চন্দনে অঙ্গ[২] কবিল ভূষিত।
মধু লোভে অলি ধাএ দেখিলে কিঞ্চিত ॥[৩]
বসন পবিয়া বেশ্যা[৪] হইল মায়াধরি।
[দ্বা]দশ বছবেব জেন হইল সুন্দবী ॥[৫]
[৬]এমন রূপেব বেশ্যা[৭] রূপেব নাহি সীমা।
বেশ কবি হইল বেশ্যা সুবর্ণ প্রতিমা ॥[৮]
রূপে বিদ্যাধরি যেন বেশ্যা সুলোচনী।
স্বর্গেব রূপসী যেন ইন্দ্রেব নাচনী[১০]
নানান অলঙ্কাবে বেশ্যা শোভিত হইল।[১১]
পাট বস্ত্র আনিয়া বেশ্যা রাজাব তবে দিল ॥
শীতল মন্দিব ঘব হিঙ্গুলেব[১২] রঙ্গ।
তাহাতে বিছায়া দিল সুবর্ণ পালঙ্গ।
পালঙ্গ বিচায়া বেশ্যা না ধবে আলিস।
আশে পাশে গির্দা দিল শিওবে বালিশ[১৩]
সুবর্ণে বাটাতে দিল তাম্বুল ভবিয়া[১৪]।
সুবাসিত জল লইল ভিঙ্গাব ভবিয়া ॥[১৫]
উপবে টাঙ্গায়া দিল ফুলেব[১৬] চান্দয়া।
পলঙ্গে[১৭] বসিল বেশ্যা সুবেশ কবিয়া ॥
স্নানের সম্ভ্রগ[১৮] আনিল শত্য ভবি।
দাসীকে কহিল বেশ্যা স্নান দেহ কবি ॥[১৯]

---

১। গন্ধব—গন্ধ বহন কাবী? ২। আ-'বঙ্গ'। ২। বি—গোলাপ চন্দনেব ফোটায় কবিয়া ভূষিত। ৩। আদশে 'যুবোক রহিতে নাবে দেখিলে কিঞ্চিত'। বি—গদীত পাঠ। ৪। বি—বেশ্যা কান্যা মায়াধর। ৫। বি—বেশ কবি হৈল যেন দ্বাদশ বৎসব। ৬। এই পদেব আগে বি—পথিব অতিবিক্ত পদ:

নব যৌবন বেশ্যা রূপেব মুবালী। অলঙ্কাব পবিয়া হৈল চন্দ্রেব পুতলী ॥

৭। বি—এতেক বেশ্যাব মাযা। ৮। বি—সুবেশ কবিয়া নাবী হইল তিলোত্তমা। ৯। আদশে 'রূপমা'। ১০। বি—মর্ত্তেতে নামিল যেন ইন্দ্রেব ইন্দ্রাণী। ১১। বি—নানা বস্ত্র অলঙ্কার সুবেশ হইল। ১২। আ-'হেঙ্গুলের'। ১৩। বি—আশে পাশে লেপ গির্দ্দা কৌতুকেব বালিশ। ১৪। বি—সুবর্ণেব বাটা ভরি তাম্বুল আনিয়া। ১৫। বি—সুবাসিত গঙ্গাজল বাখে ভৃঙ্গাব ভবিয়া। ১৬। বি—উপরে টাঙ্গায়ে দিল ফুল গিরি। ১৭। ভ—পালোঙ্কে। আগের ৩৯ পদ ভ—পুথিতে নেই। ১৮। আদশে 'সুজোগ'। ভ—শতানের জতেক শম্ভ্রগ আনিল শত্যরে। বি—স্নানেব বস্ত্র আনি বাখিলেন কোবা। সম্ভ্রগ—আয়োজন, যোগাড়, সরঞ্জাম। ১৯। ভ—দাশিকে কহিল রাজাক শ্তান কবাইবারে। বি—দাসীকে কহে রাজাক শীঘ্র স্নান কবা। আ-'স্নান'।

বেশ্যা বলে শুন রাজা মকুলের ঈশ্বর।
স্নান করি আইস আমার[১] পালঙ্গের উপর ॥
আর না করিব আমি আপন ব্যবসা[২]
এখন করিলাম[৩] আমি তোমার ভরসা ॥
বন্ধু বান্ধব আর কিছু মনে নাই।[৪]
ইধন যৌবন[৫] আমি সঁপিলাম তোমার ঠাঁই ॥
রাজা বলে শুন তুমি বেশ্যা সুলোচনী।
ময়েনামতী নাম[৬] আছে আমার জননী ॥
ধন মাল যত আছে[৭] লেখা নাই তার।
রজত কাঞ্চন আছে সপ্ত ভাণ্ডার ॥[৮]
সুবর্ণ পালঙ্গ কত আছে ঠাঁই ঠাঁই।
তুশরি মশারি[৯] যত লেখা জোখা নাই ॥
পাট বস্ত্র আছে কত আর খাশা জোড়া।
হাতিশালে হাতি আছে পৈঘরেতে ঘোড়া ॥[১০]
দালান কোঠা কত আমার[১১] আছে সারি সারি।
তোমার অধিক[১২] আমার[১৩] আছে চারি নারী ॥
অদুনা পদুনা আর চন্দনা ফন্দনা।[১৪]
মনুষ্যের[১৬] মধ্যে নহে দেবের তুলনা ॥[১৫]
রাজ্য ছাড়িলাম আমি আর চারি নারী।[১৭]
সকল[১৮] ছাড়িয়া হইলাম কড়াকের[১৯] ভিখারী ॥

১। আদর্শে 'আজা'। ভ—শ্নান করি আইশ আমার। বি- স্নান করি আসি বৈস। ২। ভ--বেবশা। বি—ব্যবসা। আ-'বেবোর্গ্য'। ৩। বি—এখন করিতেছি। ভ—ইজর্মেন মোনে কৈলাম তোমার ভরশা। ৪। ভ—বর্ন্ধু বার্ন্ধব মোর মোনে কিছু নাত্রিও। বি—অন্য বন্ধু বলি আমার মনে কিছু নাই। ৫। ভ—শম্পদ।

৬। ভ—হএ তবে আমার জননি। ৭। আদর্শে 'লেখা জোখা নাই'। ভ—ধন মাল কত আছে লেখা নাই তার। বি—ঐ। ৮। আদর্শে 'সপ্ত গোলা রজত কাঞ্চন দিয়াছে গোসাঁত্রিও'। ভ—রজত কাঞ্চন আছে শারি ২ ঘর। বি—গৃহীত পাঠ। ৯। ভ-তুলি মশরি। বি—তোসক মশারি। ১০। ভ—হশ্তি শালে হশ্তি আছে পৈঘরে আছে ঘোড়া। বি—পিল খানাতে হাতী আছে পৈঘরেতে ঘোড়া। ১১। ভ—দালান কোঠা মট বাঙ্গালা। বি—দালান কোঠা আছে কত সারি সারি। ১২। আ-'রধিক'। ১৩। আদর্শে 'আর'। ১৩। ভ—তোমা হইতে অধিক মোর। বি—তোমার অধিক আছে আমার চারি নারী। ১৪, ১৫। বি—পুঁথিতে নেই। ১৬। ভ—মনিশ্যের। ১৭। ভ—রাজ্যধন ছাড়ি আমি আর নারি পুরি। বি-আর যত আছে তাহা কহিতে না পারি। ১৮। ভ—শেশব। বি—সকল ছাড়িয়া হইলাম কড়ার ভিকারী। ১৯। কড়াকের ভিখারী—কড়ার ভিখারী। এশব্দ আজও গ্রাম-বাঙ্লায় প্রচলিত। আ-'ভিকারি'।

তোমার সঙ্গে আমি যদি ভুঞ্জিব[১] সুরতি।
তবে কেন ছাড়িব[২] আমি ইচারি যুবতী ॥
পুনরপি[৩] আমি যদি করিব শৃঙ্গার।
গুরুর চরণে আমার না হবে নিস্তার ॥[৪]
তোমার সঙ্গেতে[৫] যদি বঞ্চিব এক নিশি।
গুরুয়ে কহি'ব আমাক ভণ্ড তপস্বী ॥
তত্ত্বজ্ঞান[৬] গুরু মোর হাড়িফা[৭] জলেন্ধর।
তবে জ্ঞান নাহি দিবে না হব অমর ॥
১৮ বছুছব মাত্র[৮] আমার প্রমাঞি।
তকারণে যুগি কৈল[৯] মঞেনামতী রাই ॥
ষোল বঙ্গের রাজ্য[১০] আমি ছাড়িলাম রাজাই।
সকলেব শাব কৈলাম হাড়িফা গোঁসাঞি ॥[১১]
ইসুক সম্পদ আমার কিছু না লএ মনে।
মন বান্ধা আছে আমার[১২] হাড়িফার চরণে ॥
হাড়িফার চরণ বিনে অন্য[১৩] নাহি জানি।
তোমাক দেখি জেন আমার[১৪] জননী ॥
   সেহিমাত্র গুপিচন্দ্র জননী বলিল।[১৫]
বেশ্যার মস্তকে যেন আকাশ[১৬] ভাঙ্গি পৈল ॥
বেশ্যা বলে শুনবে[১৭] কাঞ্চনী নামে দাসী।
এহাকে আনিয়া দিবে বোকা দুই[১৮] কলসি ॥
লৌতি বান্দী দাসীগণ[১৯] আছে যত জন।
গৃহের মধ্যে থাকি স্নান কর সর্ব জন ॥[২০]
স্নান করিতে কেহ না যাও সবোবরে।
যত জল লাগে তাহা আনিবে[২১] নফরে ॥

---

১। আদশে 'কবিব ছবতি'। ভ-ভুঞ্জিব। বি--ঐ। । ২। আ-'তেগিব'। ভ—ছাড়িলাম। বি—ছাড়িব। ৩। আ: 'প্ৰণ্যাব্দপি'। ভ--পুনরচপি। বি—পুনর্ব্বাব। ৪। আদশে 'গুরুর চরণে আমী হবো গুনাগাব'। ভ—গুরুর চরনে আমাব না হবে নিশ্তাব। বি—গৃহীত পাঠ। ৫। আদশে 'সহিতে'। ভ—শঙ্গতি। বি—সঙ্গে। ৬। বি—তত্ত্বজ্ঞানী। ভ--তৎগ্যান। ৭। বি—নাম। ৮। ভ-শর্ব্বে। বি-মোট। ৯। আদশে 'করিলেন'। ভ—কৈল। বি—সেই জন্য কৈল মুনি। ১০। 'বাজর্জ' শব্দ অন্য দুই পুথিতে নেই। ১১। ভ—শকল শাব কৈলাম আমি হাড়িফাব (ঠাঞি)। বি—সকল সার করিলাম হাড়িফা গোসাই। আ-কৈলাম-এর স্থলে 'কণ্ন্য'। ১২। ভ—গুরু। ১৩। বি—আর। ১৪। ভ—(আ)পোন।

১৫। ভ-জেন মাত্র গুপিচন্দ্র এতেক কহিল। ১৬। বি--আকাশ পড়িল। ভ—বেশ্যার মশ্তকে জেন (ব:ে)ঘাত পৈল। ১৭। ভ—ষুন। বি—বেশ্যা সুলোচনী বলে কাঞ্চনী নামে দাসী। ১৮। ভ—জে। বি—এক। বোকা—সচিছদ্র। ১৯। তিন শব্দের একই অর্থ। বি—নেউড়ী। ভ-বান্দী তোরা। ২০। ভ-মহালের মদ্ধে শ্তান তোরা করিবে অখন। বি—গৃহের মধ্যে সকলেতে করিবে স্নান। ২১। ভ—আনিবে। বি—আনি দিবেক নকরে। আ-'জোগাবে'।

শুকুর মামুদে[১] কহে কপালের নির্বন্ধ।
বেশ্যার ঘরে বান্ধা রৈল[২] রাজা গুপিচন্দ॥
বেশ্যার মুখেতে[৩] [দাসী] এতেক শুনিল।
বোকা দুই কলসি আনি রাজার তরে দিল॥
যত ইয়ার লয়া বেশ্যা ভুঞ্জেন[৪] শৃঙ্গার।
পানি আনি[৫] যোগাএ রাজা কান্ধে করী ভাঁড়॥
শত[৬] ভার পানি রাজা আনে প্রতিদিন।
সোনার বরণ রাজার হইল মলিন॥
পানি আনে কাষ্ঠ কাটে গৃহে দেএ ছড়া।[৭]
ভক্ষণ করিতে পাএ এক পোয়া চিড়া॥
এক পোয়া চিড়া বেশ্যা দিন[৮] প্রতি দেএ।
চিড়া নাহি খাএ রাজা গুরুকে খিলাএ॥
বোষ্টম বৈরাগী[৯] আসে ভিক্ষা করিবারে।
সেই চিড়া দেএ রাজা ভিক্ষুকের তরে॥
চিড়া পাইয়া ভিক্ষুকের মনে বড় সাধ।
মাথে হস্ত দিয়া রাজাক করে আশির্বাদ॥
স্নান করিয়া রাজা সিদ্ধির গুড়া খাএ।
রাত্রি হইলে পূর্ব্ব মুখে[১০] গুরুকে খিলাএ॥
এহিরূপে পানি রাজা উডা-[১১] বার মাস।
অন্ন জল নাহি খায় সদাই উপবাস॥
নিদ্রা পরিহরি যে জন গুরুকে খিয়াএ।[১২]
ক্ষুধা তৃষ্ণা বলিয়া তাহার কিবা দাএ॥[১৩]

---

১। ভ-আবদুল মুকুরে। বি-সুকুর মামুদে। আদর্শে 'গৌরি পার্ব্বতি'। ২। আদর্শে 'আছে'। বি-রৈল। ভ-এজরূপে বেশ্যার ঘরে রৈল গুপিচন্দ।

৩। বি-মুখেতে। ৪। ভ-ভুঞ্জএ। বি-যত বন্ধু লয়া বেশ্যা করেন শৃঙ্গার। ৫। ভ-পানি জোগা-এ রাজা কন্ধে করি ভার। বি-পানি যোগায় গোপীচন্দ্র কান্দে লয়া ভার। আদর্শে 'জল আনিয়া'। ৬। আদর্শে 'যতে'। ভ-শতো। বি-শত। ৭। এই পদ এবং পরবর্তী ৯ পদ অন্য দুই গ্রন্থে নেই। ছড়া—ছিটা; যেমন জলছড়া, গোবর ছড়া। এখানে ঝাট। ৮। আদর্শে 'দিন প্রিথি'। ৯। 'বষ্টম বৈরাগি' কবির কালে (১১১২ বঙ্গাব্দে) ছিল কিন্তু গুপিচন্দ্রের কালে ছিল কি? বোষ্টম বৈরাগীরা শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মাবলম্বী। তাঁর আবির্ভাব কাল ষোড়শ খৃষ্টাব্দ। (১৪৮৫-১৫৩৩)। গুপিচন্দ্রের কাহিনীর উৎপত্তি খুব সম্ভব এর অনেক আগে। ১০। আ-'পুর্ব্ব মুখে'। পূর্বদিকে মুখ করে সাধনা করার কথা পুস্তকের অন্যত্রও আছে। উদয়াচলের দিকে মুখ করে সাধনা করা বোধ হয় সাধন-পদ্ধতির অংশ। ১১। উডাএ—উঠায়-এর গ্রাম্য রূপ। বি-বহে। ভ-আনে। ১২, ১৩। অন্য দুই গ্রন্থে নেই। আ-'ত্রিপ্না'।

হাড়িফার নাম রাজা জপে দিবা রাতি।
ক্ষুধা তৃষ্ণা রাজার কাছে না করে বসতি ॥
দিন প্রতি বহে[১] রাজা শতভার পানি।
গুরু স্মঙরণে[২] রাজা পোহাএ রজনী ॥
শুকুরমামুদে কহে গুরুর চরণে।[৩]
ভব তরিবার পথ নাহি গুরু বিনে ॥[৪]

এহিরূপে জল রাজা আনে নিত্য নিত্য।
নিরাহারে[৫] বঞ্চে[৬] রাজা বেশ্যার পুরিত।
আর দিন গেল[৭] রাজা জল আনিতে ॥
দৈব যোগে দেখা হইল ব্রহ্মজ্ঞানীর[৮] সাথে ॥
ব্রহ্মজ্ঞানী জ্ঞান কহে[৯] যোগের কাহিনী।
জল আনা বিসরিল[১০] ব্রহ্মজ্ঞান শুনি ॥
জ্ঞান কহি[১১] ব্রহ্মজ্ঞানী যাএ রাজ পথে।
যোগ ব্রহ্ম শুনি [রাজার] বৈরাগ হইল চিত্তে ॥[১২]
ব্রহ্মজ্ঞান শুনে রাজা সরোবরের কূলে।
দৈবের নিরবন্ধে দুঃখ রাজার কপালে ॥

এথা সুলোচনী বেশ্যা ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার।
জল বিনে না পারিল[১৩] স্নান করিবার ॥
গোশ্যায় জ্বলিল বেশ্যা যেন হুতাসন।
কাঞ্চনী দাসীর তরে ডাকে ঘনে ঘন ॥
বেশ্যার নিকটে দাসী[১৪] কাঞ্চনী আইল।
কাঞ্চনীর তরে বেশ্যা কহিতে[১৫] লাগিল ॥

১। আদর্শে 'আনে'। বি—বহে। ভ-প্রতিদিনে বহে রাজা শতোভার পানি। ২। ভ-(গুরু) পদশ্মরি। বি-গুরু স্মরিয়া। ৩, ৪। অন্য দুই গ্রন্থে নেই। আদর্শে শুকুর মামুদে-এর স্থলে 'গৌরি পার্ব্বতি'। ৫। আদর্শে 'নিরাহাএ'। ভ-নিরাহারে। বি-অনাহারে। ৬। ভ-আছে। ৭ ভ-জাএ। ৮। আদর্শে 'ব্রহ্মাগ্যানির'। ভ—ব্রহ্ম গ্যানির। বি—ব্রহ্মজ্ঞানীর। নির্গুণ পরমাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যিনি জ্ঞান লাভ করেছেন তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানী। ৯। আদর্শে 'ব্রহ্মাগ্যানি'। ভ-ব্রহ্মগ্যানি (কহে)। বি-ব্রহ্মজ্ঞানী কহিতেছে। ১০। বি-বিস্মরিল। ভ-বিশ্মরিত রাজা জোগ ব্রহ্মগ্যানষুনি। ১১। আদর্শে 'কহে'। ভ-কহি। বি কৈয়া। ১২। ভ-জোগ ব্রহ্ম ষুনি রাজা বৈরাগ হৈল চিতে। বি-ব্রহ্মজ্ঞান শুনিয়া রাজা বৈরাগী হইল চিতে।

১৩। আদর্শে 'না পাইল'। ভ-না পারিল। বি-ঐ। ১৪। বি-যখন। ১৫। আদর্শে 'বুলিতে'। ভ-কহিতে। বি-ঐ।

বেশ্যা বলে কাঞ্চনি বাটার পান[১] খাবে।
জল আনা নফরেক পিটমোড়া বান্ধিবে ॥[২]

মধ্য উঠানেতে[৩] বেটাক চিতোব করিয়া।[৪]
সপ্তমন[৫] পাথর দিবে বুকেতে তুলিয়া ॥

[৬]দ্বিতীয প্রহব বেলা বসন্তের খরা।[৭]
তাহাতে বাজাব বুকে পাথবেব ভবা।
যাহাব শরীরে[৮] না সএ পুষ্পেব ভর।
সপ্তমণ[৯] পাথর তাহাব বুকেব উপব ॥

বিপত্য বন্ধনে[১০] বাজা বলে হাএ হাএ।
প্রাণ বিদবে বাজাব[১১] পাথবেব ঘাএ ॥
হাএ হাএ করে রাজা পড়িয়া সঙ্কটে[১২]।
এহি ছিল লেখা তবে আমাব ললাটে ॥[১৩]
শুকুবমামুদে কহে[১৪] ভাব অকারণ।
সিদ্ধি কাএ হইল তোমাব বেশ্যাব ভুবন।[১৫]

---

১। আদর্শে 'তাম্বুল'। ভ পান। বি-ঐ। অতিথি অভ্যাগতকে পান খেতে দেওয়া পূর্ববঙ্গের সামাজিক প্রথা। আগেকার দিনে পানেব খিলি বা বিড়ি না দিয়ে পান সুপারি ইত্যাদি সহ পানের বাটা অতিথিকে এগিয়ে দেওয়া হতো। কোন রমণী কর্তৃক কোন ভিন্ন পুরুষকে বাটার পান খেতে আহ্বান অর্থ অন্তরঙ্গতার পরিচায়ক। প্রভু কর্তৃক ভৃত্যকে পান খেতে ডাকা প্রচলিত প্রথা নয়। ২। ভ-এই নফরেব তবে চৌমোড়া বান্ধিবে। বি-জল আনা নফরকে বান্ধিয়া ফেলাও। ৩। আদর্শে লিপিকর প্রমাদে 'উঠানেতে'র স্থলে 'উচানিচে'। ৪। ভ-মৈদ্ধে উঠানে বেটাক (করিয়া চিতর)। বি-মধ্য উঠানেত বেটাক চিত করিয়া। ৫। বি-বাইশ মন। ৬। এই পদের আগে অন্য দুই পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদগুলি আছে। যথা —

ভ—এতেক বলিতে [রাজা] জল নৈঞা আইল।
ভার নামাইতে বাজাক চৌমোড়া বান্ধিল।
[দাশজন] শাতে আর দাশি পঞ্চজন।
বাজাখে কবিল শবে বিপত্য [বন্ধন] ॥
[মৈদ্ধ] উঠানে রাজা চিতব করিয়া।
শপ্তমোন পাথ্যল বুকে দিল চাপাইয়া ॥

বি—এতেক কহিতে রাজা জল লইয়া আইল।
ভাব নামাইতে রাজাক চৌমুড়া বান্ধিল ॥
কাঞ্চনীর সাতে আর দাশ শত জন।
রাজাকে কবিল সবে বিপত্য বন্ধন ॥
মধ্য উঠানেত রাজাক চিত করিয়া।
বাইশ মন পাথর বুকেতে তুলিয়া ॥

৭। ভ-একে দুপুরের বেলা বশন্তের খরা। বি-দ্বিতীয় প্রহর বেলা বসন্তের খরা। আ-'হতীয়া'। ৮। আ-'স্বরিলে'। ভ-(জে শোনাব অঙ্গে)র না শহে পশ্পেব ভর। বি-যাহার শরীবে সয়না এক পুষ্পের ভর। ৯। বি-বাইশমন। ১০। ভ-বিপত্যে পড়িয়া। বি-বিপদে পড়িয়া। বিপত্য—বিপদ। ১১। বি-আমার। ভ-(প্রান বি) দরিয়া জায়। ১২। ভ-কপটে। বি-হায় হায় বলিয়া রাজা পড়িল সঙ্কটে। ১৩। ভ-এই লেখা ছিল বিধি আমাব ললাটে। বি-এহিত ছিল কানাই আমাব কপালে। ১৪। ভ-আব্দুল (খুকুবে বোলে)। বি-সুকুর মামুদ কয়। আদর্শে 'গৌরি-পার্ব্বতি'। ১৫। ভ-কাএ সিদ্ধি হইল তোমাব বেশ্যাব (ভোবনে)। বি-সিদ্ধি হইল কাজ বেশ্যার ভুবন।

## দীর্ঘ ছন্দ করুনা।[১]

জন্মিনু[২] গোর্খের বরে ময়েনা মতীর উদরে
১৮ বছর হইল[৩] প্রমাই।
মাও[৪] মুনিক ভাড়াইয়া পিতা দিল চারি বিয়া
আর দিল মুকুলের রাজাই ॥
তবে মাতা ময়েনামতী[৫] বুঝাইল কত ভাতি[৬]
ছাড়াইল ইচারি সুন্দরী।
রাজ্যপাট ছাড়াইয়া[৭] গলে ক্ষেতা পরাইয়া
কর্ল মোকে কড়াকের[৮] ভিখারী ॥
অমর করিতে কাএ[৯] সঁপিল গুরুর পাএ
গুরু জ্ঞান দিলেন আমারে।
আমার যে কুবুদ্ধি[১০] না পাইয়া জ্ঞানের সন্ধি[১১]।
গুরুকে পুঁতিলাম পৈন্দরে ॥
স্ত্রীর উপরে মতি গুরুকে পৈষরে পুঁতি
রাখিলাম এ পঞ্চ বছর।
শুনিঞা আইল কানাই[১২] আইল[১৩] ময়েনামতী রাই
উদ্ধার করিল জলেন্দর ॥[১৪]
গুরু আমার জ্ঞানী বড় মনেতে জানিনু দড়
মৃত্যু নাহি ভব সংসারে।
পঞ্চ বছর পোঁতা ছিল অন্নজল না খাইল
উঠে গুরু পূর্ব শরীরে ॥[১৫]
অমনি আছিল মাতা[১৬] নাহি দিল কোন ব্যথা
বিধাতা দিলেন তথা বর।

১। ভ-করুনা। বি-ত্রিপদী।

২। আদর্শে 'জন্মিল'। ভ জন্মিলাম। বি জন্মিনু। ৩। বি আমাব। ভ-(আঠাবো বছ্যা২ ব) পবমাঞি। ৪। বি-আইনু। ৫। বি-তবে ময়না মন্ত্রি মাতা। ৬। বি-বুঝাইযা কত কথা। ভ-OOOOOOOন্তি। ৭। ভ-বাজ্যপাট ছাড়াইয়া। ৮। বি-কৈল মোরে কড়াব ভিখারী। ভ-কৈল OOOOOOOO। ৯। বি-অমর হৈতে কায। ভ-অমর OOOOOOOOOOO। এখানে ভ-পুঁথির শেষ বললেও চলে। 'করুনাব' আব কোন পদ নেই। অনেক পবে একটি পৃষ্টাতে ৩৭ পঙ্ক্তি আছে।

১০। বি-হইল আমার কুবুদ্ধি ১১। বি-না পানু জ্ঞানেব সুদ্ধি। আ-'সুদ্দি'। ১২। বি-আইল শুনে কানাই। ১৩। বি-আর। ১৪। বি-উদ্ধাবিল গুরু জলেন্ধব। ১৫। বি-উঠিল গুরু অপূর্ব্ব শরীরে। আ-'পূব্ব সরিরে'। ভুগর্ভে প্রোথিত হবাব আগে যেমন শরীব ছিল তেমন শবীর নিয়ে হাড়িফা উঠে এলেন। অপূর্ব-র চেয়ে পূর্ব শব্দ অধিক সঙ্গত পাঠ। ১৬। বি-সাবধান আছিল মাতা।

যেন মাতার গর্ভ[১]বাসে বালক থাকে দশমাসে
তেমতি আছিল জলেন্দর ॥
বুঝিয়া জ্ঞানের ভাও[২] ধরিনু গুরুর পাও[৩]
গুরু বান্ধা দিল বেশ্যার ঘরে।
বেশ্যার ঘরে বার মাস রাত্রি দিবা উপবাস
গুরুর নামে উর্ত্ত প্রাণে তরি ॥৪
না জানি কি অপরাধ[৫] কি বা ছিল বিধির বাদ[৬]
বুকে হৈল সপ্ত মন ভার।[৭]
এমন পাথরের ভার[৮] প্রাণ কাঁপে থরে থর[৯]
এবে আমি যাইব যমের ঘর ॥
যাহার যে নিরবন্ধ থাকে ফলে তাহা কোন পাকে
দুঃখ সুখ কপালেব ফল।[১০]
প্রভু রাম[১১] রঘুনাথে পিতার সত্য পালিতে
সীতাকে[১২] হরিল দশানন ॥
লঙ্কার[১৩] ছিল অধিকার ১৪ যোগ প্রমাই যার
তবে তাহার নিববন্ধ ঘটিল।
রত্ন মুকুট[১৪] পব বনচর[১৫] বানর
চরণে ঘাত কত দিল ॥[১৬]
এহিত সংসার মাঝ[১৭] বিধিব নিরবন্ধ[১৮] কাজ
নিরবন্ধ না নড়ে কোন কালে।
সংসারে বিধাতা[১৯] বড় যে লেখে কলম দড়[২০]
এহি লেখা আমার কপালে ॥
শুকুব মামুদে ভণে[২১] ভাব রাজা অকারণে
বড় ধন[২২] মহন্ত গোসাঁঞি।
সম্পদ বিপদ যত দৈবের নিরবন্ধ মত[২৩]
আপনার হাতে কিছু নাই ॥

---

১। আঃ 'জেন মাথা গর্ব্ব'। ভ–মাতা। বি–ঐ। ২। বি–দায়। আ–'গ্যানের'। ৩। বি–ধরিল গুরুর পায়। ৪। বি–বাঁচি আমি গুরু নাম জপি। উর্ত্ত শব্দের অথ বুঝা গেলনা। পাঠে ভুল আছে মনে হয়। ৫। বি–অপরাধী। ৬। বি–বাদী। ৭। বি–বুকে রইল বাইশ মন পাথর। ৮। আদর্শে 'ভরে'। বি–প্রবল পাথর ভার। ৯। বি–প্রান কান্দে থর থর। ১০। বি–সুখ দুখ ললাটের লিখন। ১১। আদর্শে 'রঘুরাম'। বি–প্রভুরাম। ১২। বি–সীতা। দশানন—দশ আনন (মুখ) যার; রাবণ। ১৩। বি–লঙ্কা। আ–'রধিকার'। ১৪। বি–রত্ন মটুক। আ–'অর'। ১৫। বি–বনে চরে বানর। ১৬। বি–তবে তারে বিসর্জন দিল। ১৭। বি–সাজ। ১৮। বি–বাঞ্ছিত। ১৯। বি–ধন। ২০। বি–যাহার কপাল দড়। ২১। বি–সুকুর মামুদ ভনে। আদর্শে 'গৌরি পার্ব্বতি'। ২২। বি–বড় জ্ঞানী। ২৩। বি–মত। আদর্শে 'তর্ত'।

**ধর্ম্ম ছন্দ।**[১]

কান্দে কান্দে[২] গুপিচন্দ্র লোহিত[৩] লোচন।
মাএর বচন রাজার পড়িল স্মঙরণ॥
রাজা বলে শুনিঞাছিলাম মাও মুনির ঠাঞি।
১৮ বছর সবে[৪] আমার পরমাঞি॥
দ্বাদশ বছরে পিতা দিল চারি বিয়া।
পঞ্চ বছর রাজ্য করি হাড়িফাক পুঁতিয়া॥
পাঁচে আর ১২ এই[৫] হইল ১৭ বছর।
এক বছর বান্ধা ছিলাম নটিনীর ঘর॥[৬]
একুনে হইল বুঝি ১৮ বছর।
এখনে যাইব আমি যমেব নগর॥
নিরবন্ধ লিখন যে[৭] না নড়ে কোন কালে।
যত কিছু হইল ইহা[৮] কপালের ফলে॥
জনম মরণ বিভা বিধাতার যোটনা[৯]।
বৃথাই ভবে গুরু রাখিলা ঘোষনা॥[১০]
এহিত সংসারের মধ্যে আছে কত লোক।
উদ্ধার কবিল গুরু করিয়া সেবক॥
জন্মিলাম সংসারে আমি কবিলাম কিবা[১১] কাম।
সেবক হইয়া গুরু[র] ডুবাইনু নাম॥
সংসারের মধ্যে কহিবেক সর্বলোক।[১২]
নটিনীব[১৩] ঘরে মৈল হাড়িফার সেবক॥
ত্রিভুবনেব[১৪] মধ্যে হাড়িফার বড় নাম।
নটিনীব[১৫] ঘরে মৈল হাড়িফার গোলাম॥

---

১। বি-নটিনীর বাসরে রাজা গোপীচন্দ্র কান্দে তাহার বয়ান। পয়ার।
২। বি-কান্দে রাজা। ৩। আদর্শে 'মহিৎ'। বি-লোহিত। 'মহিৎ' শব্দ অর্থহীন। লোহিত অর্থাৎ লাল শব্দ সঙ্গত। কেঁদে কেঁদে রাজার চক্ষু লাল হয়ে গেল। ৪। বি-মোটে। ৫। বি-পাঁচ আর বারয়ে। ৬। বি-এক বৎসর রৈনু বান্ধা নটিনীর বাসর। ৭। বি-নির্ব্বন্ধ লিখন। আদর্শে 'নিববন্দ কবিলে'। ৮। বি-যত কিছু হইল হবে। ৯। বি-হাতে। ১০। বি-বৃথায় রাখিলাম বাদ ঘোষণা ভারতে। তুলনা—হায়াত, মউত, বিযিক, দৌলত সব আল্লার হাতে। —কোরাণের বাণী। ১১। আদর্শে 'জতো'। বি-সংসারে জন্মিয়া আমি করিনু কিবা কাম। আ-'জন্মিলাম'। ১২। বি-সংসারের মধ্যে ঘোষিবে সর্ব্বলোক। ১৩। বি-নটিনীব। আ-'নৈটানির'। ১৪। আদর্শে 'শ্রিরি ভুবোনের'। বি-ত্রিভুবনের। ১৫। বি-নটিনীর। আদর্শে 'নৈটানির'।

এহিত ঘোষণা গুরু রহিল সংসারে।[১]
হাড়িকার সেবক মৈল নটিনীর ঘরে।।[২]
জন্মিলে মরণ [আছে] শুন[৩] সব লোকে।
[৪]গুরুর ঘোষণা রহিল সেবকের প্যাকে।।
গুরু পরম বৃহ্ম[৫] ত্রিভুবনের সার।[৬]
নটিনীর ঘর হৈতে করহ উদ্ধার[৭]।।
যেন[৮] মাত্র গুপিচন্দ্র এতেক কহিল।
গোফাতে বসিয়া হাড়ি[৯] আপনি জানিল।।
তত্ত্বজ্ঞানী[১০] হাড়িফা সিদ্ধা জানিল অন্তরে।
আমার সেবক মরে নটিনীর ঘরে।।
ভাবিতে লাগিল হাড়ি সেবকের কারণে।[১১]
নিরঞ্জনের[১২] নিজ নাম দড় কর্ল মনে।।[১৩]
হুশব্দ[১৪] করি সিদ্ধা ছাড়িল হুহুস্কার।।
সপ্তমণ পাথর হৈল সপ্ততোলা ভার।।[১৫]
সোনার কবজ যেন দিলেন গলাএ।
সেইরূপে হইল পাথর রাজার হৃদএ[১৬]।।
মন্দা মন্দা বাও তখন বহেত পবন।[১৭]
সন্তোষ হইল তখন[১৮] মুনির নন্দন।।
আছিল রবির জ্বালা[১৯] হৈল আর ছাঞা।
সুখে নিদ্রা যায় রাজা মন্দা[২০] বাও পায়া।।

১। বি-এহি বড় ঘোষণা রহিল পৃথিবীতে। ২। বি-এই পদ নেই। ৩। বি-শুনেছি ভারতে। ৪। এই পদের আগে বি-পুঁথিতে একটি অতিরিক্ত পদ আছে। যথা:

শাস্ত্রেতে শুনেছি আর লোক মুখে।

৫। আদর্শে 'ব্রহ্মা'। ৬। বি-আহা গুরু পরম ব্রহ্ম সংসারের সার। ৭। বি-উদ্ধার। আ-'উধার'। ৮। বি-যেই। ৯। বি-গোফাতে বসিয়া নাথ হাড়িফা জানিল। আদর্শে 'হাড়িফা'। ১০। আদর্শে 'তর্ত্তগ্যান'। বি-তত্ত্বজ্ঞানী। ১১, ১২। এই দুই পদ বি-পুঁথিতে নেই। ১৩। কাহিনীর প্রায় সবত্রই হাড়িফাকে শিবের নাম জপ করতে দেখা গেছে। কিন্তু এখানে হাড়ি নিরঞ্জনের নাম জপ করছেন। অবশ্য নাথ-পন্থী এবং আলোচ্য পুঁথির বর্ণনা মতে নিরঞ্জন থেকেই শিবের সৃষ্টি। ১৪। বি-হু হু শব্দ করি সিদ্ধা ছাড়ে হুহুস্কার।

১৫। বি-সাত তোলা ভারী হইল বাইশ মন পাথর। ১৬। আদর্শে 'গলাএ'। বি-এইরূপে রৈল পাথর রাজার হৃদয়ে। ১৭। বি-পবনে। ১৮। আদর্শে 'জেন চন্দ্রনের বোন'। বি-সন্তোষ হইল তখন মুনির নন্দনে। ১৯। বি-ছটা হইল আবছায়া। আদর্শে 'হইল অর্দ্ধছাঞা'। ২০। বি-মন্দা। আ-'মোন্দ্র'।

হাড়িফা বলেন বেটা কি কর্ম[১] করিল।
সিদ্ধার সেবক হয়া নিদ্রা কেনে গেল[২] ॥
অন্ন জল নিদ্রা ভোগ[৩] তেজি বার মাস।
বেশ্যার ভুবনে রাজা সাধিলে সন্ন্যাস ॥
অখন নিজনাম ব্রহ্ম[৪] জ্ঞান শুনাইব[৫] কানে।
অমর হইবে রাজা সেহি ব্রহ্ম জ্ঞানে ॥
এতেক ভাবিয়া নাথ হুহুঙ্কার ছাড়িল।
সপ্তদিনের পথ সিদ্ধা তিন দণ্ডে গেল ॥
রাজার নিকটে যাএয়া সিংহনাদ পুরিল।
সিংহনাদ শুনিঞা রাজার নিদ্রা[৬] ভঙ্গ হইল ॥
চেতন পাইয়া[৭] রাজা দেখিল গুণধাম[৮]।
বন্দনে থাকিয়া গুরুক জানাইল[৯] প্রণাম ॥
নাথে বলে জিও বাছা সিদ্ধা[১০] দিল বর।
আর মরণ নাহি বাছা[১১] চাইর যোগ ভিতর ॥
নিজনাম দিব এখন[১২] নাহিক অপেক্ষা[১৩]।
সেবক হইয়া এখন জ্ঞান কর শিক্ষা ।[১৪]
এতেক বলিতে বেশ্যা আইল বিদ্যমান।
সুলোচনী আইল[১৫] যত বেশ্যার প্রধান।
সুলোচনী বলে শুন যুগী জলেন্দর ।[১৬]
বৃথা[১৭] বান্দা লয়াছিলাম তোমার নফর ॥
কর্ম নাহি করে চিড়া খায় হাঁড়ি[১৮] হাঁড়ি।
তকারণে নফরের পাএ দিলাম দড়ি ॥

---

১। বি-কাম করিল। ২। আদর্শে 'আইল'। বি-গেল। ৩। বি-নিদ্রা তেজিল। ৪। আদর্শে 'ব্রহ্মাগ্যান'। বি-ব্রহ্মজ্ঞান। ৫। আদর্শে 'ষুনাইব'। বি-শুনাইল। 'অখন' শব্দ বি-পুঁথিতে নেই।
৬। বি-ধ্যান। রাজা নিদ্রাতেই ছিলেন ধ্যানে নয়। নিদ্রা সঠিক শব্দ। ৭। বি-গুরুধাম। ধাম শব্দের অর্থ হচ্ছে স্থান, বাসস্থান, গৃহ, আধার ইত্যাদি। অতএব গুরুধাম শব্দ অর্থহীন। গুণধাম অর্থাৎ গুণের আধার সঙ্গত পাঠ। ৮। বি-চেতন পাইয়া। ৯। বি-করিল। গুরুক—গুরুকে। কর্মকারকের কে প্রায় সবত্রই ক। ১০। বি-আমি দিলাম বর। ১১। বি-আর মরণ না হইবে। ১২। বি-বাছা। ১৩। আদর্শে 'অফেক্ষা'। অল্প প্রান বর্ণের স্থলে মহাপ্রাণ বর্ণ এবং মহাপ্রাণ বর্ণের স্থলে অল্প প্রাণ বর্ণের প্রয়োগ পুঁথির সর্বত্রই আছে। অন্য দুই পুথির পাঠ দেখে মনে হয় কোন লিপিকরের অজ্ঞানতা বশতঃই তা ঘটেছে। ১৪। আদর্শে 'সেবোক হইয়া মুকুক গমন করাব শিক্ষা'। বি-সেবক হইয়া এখন জ্ঞান কর শিক্ষা ॥
১৫। বি-এল। ১৬। বি-সুলোচনী বেশ্যা বলে শুন জলন্দর। ১৭। বি-বৃথা। আ-'ব্রেথা'। ১৮। বি-আড়িআড়ি।

নফবেব কার্য নাই কড়ি[১] দেহ ২১ বুড়ি।
দিন প্রতি[২] সুদ দেহ সোওয়া পাঁচ কড়ি।।
তবেত তোমাব নফর আমি দিব ছাড়ি।
হাড়িফা বলেন বেশ্যা সব আমি জানি।
কর্ম নাহি কবে নফব নিত্য[৩] উডাএ[৪] পানি।।
এতেক বলিযা সিদ্ধা শূন্য রাজকে[৫] ডাকিল।
অন্তরীক্ষে [ছিল] শূন্য[৬] সাক্ষাতে আইল।।
হাড়িফা বলেন শূন্য আনিয়া দেও কড়ি।[৭]
গুপি চন্দ্রেব ঝুলিতে থোও কডি ২১ বুড়ি।।
এত শুনি শূন্যরাজ কডি আনি দিল।
ঝুলিতে বাখিযা কড়ি অন্তর্ধান হইল।।
সিদ্ধা বলে গোপিচন্দ্র তোমাব তবে বলি
বেশ্যাব নিকটে বাজা ঝাড়ি দেহ ঝুলি।।
বেশ্যাব নিকটে বাজা ঝুলি দিল ঝাড়ি।
ঝুলি হইতে পড়িল তখন কডি ২১ বুডি।।
হুশবদ কবিযা[৮] সিদ্ধা ছাড়িল হুহুঙ্কাব।
দেখিতে দেখিতে কড়ি হইল সোনাব[৯]।।
সোনাব কড়ি দেখিয়া বেশ্যাব মন[১০] পুলকিত।
কোঁচাত[১১] কবিযা কড়ি তুলিল তুবিত।।
কড়ি পায়া বেশ্যাব আনন্দিৎ মন।
শীঘ্র কবি কাটিযা দিল বাজাব[১২] বন্ধন।।
সুবর্ণেব[১৩] কড়িতে বেশ্যাব বাড়িল উল্লাস।
শুকুর মামুদে[১৪] কহে বাডাব খালাষ।।

---

১। বি-দেহ মোব কড়ি। আ-'কাজজ'। ২। আ-'প্রিথি'। বি-এই পদ নেই। ৩। বি-নিত্য। আ-'নিতি'। ৪। উডাএ—উঠায়-এর গ্রাম্যরূপ। বি-বহে। ৫। বি-শূন্যবাজকে। আদর্শে 'সনিকে'। বর্তমান পুঁথিতে সর্বত্রই 'সনি' বা সনিরাজ। অন্য দুই পুঁথিতে শূন্য, সুন্য অথবা শূন্যবাজ। যদিও শূন্যরাজ বলে কাউকে পাওয়া যায়না, যেহেতু অন্য দুই গ্রন্থে আছে বর্তমান গ্রন্থে শূন্য বা শূন্যবাজ পাঠই গ্রহণ করা হল। ৬। আদর্শে 'সনি'। বি-শূন্য। ৭। বি-এই পদ এবং পববর্তী কয়েক পদের পাঠে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যথা —

হাড়ি বলে শূন্যরাজ শুন দিয়া মন। বেশ্যাব তরে কড়ি দেহনা এখন।।
কড়ি আনিয়া শূন্য দিল গোপীব তবে। গোপীনাথ লয়ে কডি ঝুলির মধ্যে ভরে।।
রাজার ঝুলির মধ্যে কড়ি দিল ছাড়ি। ঝুলি হইতে কড়ি পড়ে একুশ বুড়ি।।

৮। বি-হুহু শব্দ করি। ৯। আদর্শে-'সোনাব আকাব'। ১০। বি-মন কলপিল। আ-'পুণ্যকিত'। ১১। বি-কোছাত। কোঁচাত—কোঁচাতে, আঁচলে। ১২। বি-হাতেব। ১৩। বি সোনার। আ-'সোবণ্ণের' ১৪। বি-শুকুর মামুদে। আদর্শে 'গৌরি পার্ব্বতি'।

খালাষ পাইয়া রাজা করে কোন কাম ।।
গলে বসন দিয়া করে[১] গুরুকে প্রণাম ।।

আশীর্বাদ দিয়া শিষ্য সঙ্গে করে নিল ।
অগম[২] সাগরের কূলে যায়া উত্তরিল ।।

অগম[৩] সাগরের জলে করাইল স্নান ।
অন্ধ ছিল রাজা চক্ষু পাইল দান ।।[৪]

স্বর্গ মর্ত পাতাল মধ্যে আছে যে যেখানে ।[৫]
দেখিতে পাইল রাজা আপনার নঞানে ।।

পূর্ব আসনে পুন[৬] বসাইল সামনে ।
নিরগুনের নিজনাম শুনাইল কানে ।।

যোগান্ত ভেদান্ত যত কহিল গুণধাম[৭] ।
ভেদিল[৮] বত্রিশ অক্ষ[৯] আর ১৬ নাম[১০] ।

নিজনাম ব্রহ্মজ্ঞান শুনাইল তিন বার[১১]
যে নামে হইল চার বেদের ১২ বিচার ।।

১। বি—কৈল। ২। বি—অনাদ্য। অগম—যেখানে গমন করা যায়না, অগাধ। ৩। বি—অগাধ। ৪। বি—অন্ধ ছিল রাজা চক্ষু পাইল দান। আদর্শে 'অক্ষুর ভাঙ্গিয়া রাজা চক্ষু পাইল দান'। বি—পণিব পাঠ অতি সহজ এবং আধুনিক। কিন্তু সঠিক বলে মনে হয়। বর্তমান পাঠের 'অক্ষুর'কে অক্ষর ধরলেও কিছুটা অর্থ বোধক হয়। ৫। বি-স্বর্গ মর্ত্ত পাতালেতে যে ছিল যেখানে। ৬। বি-পুন বসায়ে ছামনে। আঃ 'পুণ্ন্য'। ৭। আদর্শে 'গুরুধাম'। বি—গুরুধাম। এই পাঠ অর্থহীন। গুণধাম সঠিক পাঠ। ৮। বি—ভেদ দিল। ৯। বত্রিশ অক্ষর—বত্রিশ নাড়ী? তন্ত্রশাস্ত্র মতে দেহের মধ্যে ৩২ নাড়ী বিদ্যমান। হিন্দু-তন্ত্র মতে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এবং বৌদ্ধ তন্ত্র মতে ললনা, রসনা ও অবধূতিকা প্রধান তিন নাড়ী। কোন কোন সুফি সাধকের মতে নাড়ীর সংখ্যা ৬৪। তুলনা :

'এবে কহিব শুন নাড়ীর বিচাব। চৌষট্টি নাড়ী জান শরীর মাঝার।।'—শেখ চান্দের তালিব নামা।

বৌদ্ধ তন্ত্র মতে হৃদয়ে অবস্থিত ধর্মচক্রে ৩২টি দল আছে। এখানে 'বত্রিশ অক্ষর' বলতে সেই ৩২ দলের কথাও ধরা যেতে পারে। পরে 'ষোল নাম'-এর উল্লেখে এই ধারণার কিছুটা সমর্থন মিলে। ১০। ষোল নাম—হিন্দু তন্ত্র মতে ষট্‌চক্রের অন্যতম বিশুদ্ধ চক্রে (কণ্ঠে অবস্থিত) ১৬টি দল আছে। যথা :

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ।

এখানে খুব সম্ভব সেই ১৬ দল বা নামের কথা বলা হয়েছে। যোগ-শাস্ত্রে এগুলি হচ্ছে প্রাথমিক জ্ঞান। হাড়ি কর্তৃক গুপিচন্দ্রকে এই সমস্ত প্রাথমিক জ্ঞান দান ষষ্ঠ পদের আদর্শের 'অক্ষুর ভাঙ্গিয়া'-র অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য দেখা যায়। ১১। বি—নিজ নাম ব্রহ্ম জ্ঞান সর্বনামের সার। নিজনাম—সোহংনাম।

ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান। ১২। বি—যুগের। আঃ 'ভেদের'—বেদের।

এক নামে অনন্ত নাম[১] অনন্ত এক হএ।
হেন যে অজপা[২] নাম গুরুদেবে কএ।।
বীজ মন্ত্র জপে রাজা বিদিত সংসারে।[৩]
নিজ নাম পাইল উহংঙ্গ সমুদ্র মাঝারে।[৪]
এক অক্ষরে তিন নাম নাহিক দোসর।[৫]
শুনাইল সেহি নাম গুরু জলন্ধর।।[৬]
উহংঙ্গ মন্ত্রের বড় নাম নাহি আর।[৭]
চতুরদশ ভুবন সেহি নামে হবে পার।।[৮]

১। আদর্শে 'এক'। বি—এক নাম অনন্ত নাম নাম অন্ত হয়। উভয় পাঠে ভুল আছে। দুই পাঠ মিলিয়ে গৃহীত পাঠ। অর্থ: জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ অর্থাৎ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু বিদ্যমান তা সবই পরম ব্রহ্ম থেকে সৃষ্ট এবং তাঁর মধ্যেই বিলীন হয়। এক অর্থাৎ পরম ব্রহ্ম থেকে অনন্তের সৃষ্টি এবং একেই অর্থাৎ পরম ব্রহ্মেই অনন্তের বিলীন। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। ঋক্ বেদের 'নাস দাসিনু. ' শ্লোক, এবং গীতা এবং অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তুলনা:

'একে অনন্ত রূপে অনন্তে এক হএ।'—হাজী মুহম্মদের 'সুরতনামা'—১৮৮ পৃষ্ঠা বা, সু, আ, শ।

২। আদর্শে 'অপূর্ব্ব'। বি-সেই অজপা নাম। অজপা নাম—হং সঃ মন্ত্র। ৩, ৪। বি-এই দুই পদ নেই। বীজ মন্ত্র—ইষ্ট মন্ত্র, ইষ্ট দেবতার প্রতীক স্বরূপ মন্ত্র। উহং—অহং (আমিত্ব জ্ঞান বিশিষ্ট সত্তা) শব্দের বিকৃত রূপ এবং এই শব্দের অপপ্রয়োগ ঘটেছে সোহম্‌শব্দের স্থলে। সোহম—আমিই সে অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আমি এক বা আমিই ব্রহ্ম। অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে অভিন্নতা জ্ঞান। সুফি সাধক বায়েজিদ বোস্তামী ও মনসুর হাল্লাজের 'আনাল হক' ভাব।

৫। এক অক্ষরে তিন নাম—ওঁ। প্রণব। অ, উ, ম যোগে। তুলনা:

সত্ব তমঃ রজঃ গুণ ছিল একে লীন। তিন গুণে বাপ্ত কেহ না আছিল ভিন।।
* * * * *
নিরাকার হইতে যবে আকার জন্মিল। নিরাকার আকারেত উকার নির্ম্মিল।।
আকার উকার মধ্যে হইল মকার। সত্ত্ব রজঃ তমঃ হইল শক্তি আপনার।।
* * * * *
চিরকাল ছিল এক কুণ্ডলী আকার। আকার উকার মধ্যে মণ্ডল মকার।।
* * * * *
তিন অক্ষরে আর এক অক্ষর বসিল। ত্রিভুবন সেই এক অক্ষরে উলি।।

—আলী রেজার 'আগম ও জ্ঞান সাগর'—৩২৫, ৩২৬ পৃষ্ঠা। বা, সু, আ, শ,। (১৬৭ পৃষ্ঠার পাদটিকা দ্রঃ) ৬। আদর্শে 'সেহিনাম পাইল রাজা সমুদ্রের ভিতর। বি—গৃহীত পাঠ। ৭, ৮। বি-পুথিতে নেই। চতুর দশ ভুবন—সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল নিয়ে চতুর্দশ ভুবন। তন্ত্র শাস্ত্র মতে দেহ ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্দশ ভুবনের অস্তিত্ব আছে। যথা: ১। নাভি ২। মূলাধার ৩। কলিজা ৪। গঙ্গাধার ৫। কণ্ঠ ৬। মণি ৭। মগজ ৮। জিহবা ৯। মর্ম ১০। হৃদয় ১১। নাসা ১২। চক্ষু ১৩। কর্ণ এবং ১৪। শ্রীকলা। মতান্তরে ১। তালু ২। কপাল ৩। নাসা ৪। ওষ্ঠ ৫। কণ্ঠ ৬। বক্ষ ৭ নাভি ৮। কটি ৯। জানু ১০। হাঁটু ১১। পা ইত্যাদি। অন্য বর্ণনাও আছে।

মেরুদণ্ড[1] দৃঢ় করি আসন করিল।[2]
যোগ আসন করি রাজা মহাজন হইল।।[3]
সপ্ত (?) চক্র ভেদি রাজার সর্ব উদ্ধার।[4]
চৌদশ ভুবন ভেদি খিড়কীর দুয়ার।।[5]
চাকি কুণ্ডল ভেদিল রাজা শরীরের বন্ধ।[6]
তিন তেহড়ি ভেদিয়া মনের ভাঙ্গে ধন্ধ।।[7]
অধেঊর্ধ দিয়া বন্ধ দশমিত[9] দিল তালি।[8]
গগন মন্দিরে যুবকের বাড়ে গাবুরালি।[10]

---

২, ৩। বি—মেরুদণ্ড স্থির করিয়া করিল আসন। যোগ আসন সাধে হইল মহাজন।।
যোগ ভেদ দিল গুরু শরীরে বিচার। স্বতিমনা ভেদ দিয়া কায়া কর্ণসার।। (অতিরিক্ত পদ)

২। ভ—এই পাঠ নেই
জোগান্ত ভেদান্ত ভেদ সনিন বিচার।

৩। ভ-জোগ আসোন করি রাজা মোহাজন হইল।
ষুষুমুলা ভেদিয়া রাজা কায়া কৈল সার।। (অতিরিক্ত পদ)

৩। আদর্শে 'জোগ আসন করি রাজা উহংঙ্গ সাদিল'। ১। আদর্শে 'মেরুডণ্ডা'। ৩। ভ-পুথিতে এখান থেকে ৩৬টি পদ আছে। ৪। আদর্শে 'সম্রচক্র'। ভ-সবদচক্র ভেদে আর সবদচক্র''। বি-শবদ চক্রেতে দিল শবদ উয়ার। শবদ, সবদ বা সম্রনামে কোন চক্র নেই। প্রকৃত শব্দ বোধ হয় 'সপ্তচক্র'। হিন্দু-তন্ত্র মতে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মনিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা -এই ছয় চক্র দেহে অবস্থিত। সহস্রার (উষ্ণীষ কমল) চক্র নয়। তাকে যোগ করে সপ্তচক্র ধরা হয়েছে বলে মনে হয়। আ-উদ্ধার স্থান 'উথার'। ৫। ভ-চৌদ্দ ভুবন ভেটে আর খিড়কি দুযার। বি-চৌদ্দভুবন ভেদ দিল খিড়কীর দ্বার। খিড়কীর দুযার—সাধারণ অর্থে বাড়ীর পেছনের দরজা। তন্ত্র শাস্ত্র মতে মন অর্থাৎ চঞ্চল চিত্ত। কামনা-বাসনা যে দ্বার দিয়ে দেহের মধ্যে প্রবেশ করে সেই দ্বার। তন্ত্র শাস্ত্রের 'দশদুয়ার' থেকে পৃথক এই খিড়কীর দ্বার।

৬,৭। আদর্শে 'চাবিকুল ভেদি রাজা অখণ্ডের রংঙ্গ'। ভ-চাকি কুণ্ডল ভেটে আর অথ তুড়ে বন্দ। আদর্শে 'তিনেতে ভেদিয়া যুড়ি মোনের ভাঙ্গে ধন্দ'।। ভ-তিন তিহড়ি ভেটিয়া মোনের ভাঙ্গে ধন্দ।। বি-চারি কুণ্ড ভেদ দিল শরীরের বন্ধ। তিলান্ত আড়াভেদ ভাঙ্গে মনে ধন্ধ।। কোন পাঠেই অর্থ সঙ্গতি নেই। তিন পাঠ মিলিয়ে গৃহীত পাঠ খাড়া করা হয়েছে। চাকিকুণ্ডল—চক্রাকার কুণ্ডল। মূলাধার চক্রে অবস্থিত সার্ধ ত্রিবলিত কুণ্ডলীর মধ্যে সুষুপ্তা কল কুণ্ডলিনী রূপিনী শক্তিকে জয় করে (ভেদ করে) রাজা কামনার প্রতীক এই দেহকে বন্ধ করেছেন। তিন তিহড়ি—সাধারণ অর্থে, তিন মাথা বিশিষ্ট উনুন বা চুল্লী। যোগশাস্ত্রে, মেরুদণ্ড ও নিতম্বের হাড়ের সন্ধিস্থলকে তিন তিহড়ি বলা হয়। অর্থাৎ মূলাধার চক্রের কাছাকাছি তার অবস্থান। ত্রিপিনীর ঘাটের অপর নাম কি তিন তিহড়ি?
তুলনা—'তিন তিহরী লক্ষ্যে নাভির পত্তন।'— শেখ চান্দের 'হরগৌরি সংবাদ'। বা সু। আ শ।

'নাসুত মোকাম ঊন এ তিন তিহরী। আজ্রাইল ফিরিস্তা আছে তথাত প্রহরী।।'

—যোগ কলেন্দর।—৯৪ পৃঃ। বা সু। আ শ।

৮। ভ-আদ্য উদ্যি দিয়া বন্ধ দশমিত দিল তালি। বি-আদ্য অনাদ্য বন্ধ দশনে দিল পাতি।
৯। আদর্শে 'বসমতিং'। দশা অর্থাৎ দশ (দশম নয়) দুয়ার বন্ধ করল (তালি অর্থাৎ তালাদিল)। ১০। ভ-গগন মন্দিরে যুয়া করে গাবুরালি। বি-গগন মন্দিরে যুবকের গাবুরালি। গগন মন্দিরে অর্থাৎ সহস্রারে এখন সাধকের কতৃত্ব (গাবুরালী) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ভমর কোঠা ভেদি[ল] তথা শ্রীকলার হাট।[১]
পূর্ব্ব পশ্চিম ভেদিয়া লাগাইল কপাট ॥[২]
উত্তর দক্ষিণ ভেদ দিল হেমন্ত[৩] বসন্ত[৪]।
১২ কলা[৫] ভেদিয়া মনের ভাঙ্গে ধন্ধ ॥
১৬ কলা[৬] ভেদিল আর কায়া সরোবর।
তিন কোণ[৭] ভেদিয়া মন কর্ল একান্তর ॥

১। ভ-ভোমব কোঠা ভেদিল তথা শ্রীকলাব হাট। বি-ভূমব শোভা ভেদ দিল শ্রী বশর হাট। আদর্শে 'ভমব গোফা'। ভমব গোফা, ভোমব কোঠা—ব্রহ্মপুবী, সহস্রার, উষ্ণীষ কমল। শ্রীকলার হাটেব অবস্থান সেখানেই। ভোমর কোঠাকে মীনচেতনে কাজল কোঠা এবং দুলভ মল্লিকেব গ্রন্থে গুপ্তঘর বলা হয়েছে। ২। ভ-পূর্ব্ব পশ্চিম ভেটিযা তথা নাগাইল কপাট। বি-পূর্ব পশ্চিমে ভেদ দিয়া লাগাইল কপাট। ৩। তন্ত্র-শাস্ত্র মতে পূর্ব-পশ্চিমাদি দিক এবং ষড্ ঋতু দেহেব মধ্যে অবস্থান বত। হেমন্ত এবং বসন্ত ঋতুব স্থান কবি দেননি। 'যোগ কলেন্দবেব' কবিব মতে হেমন্ত ঋতু দেহেব নাভি দেশে অবস্থিত এবং 'সুফিদের' মতে তা হচ্ছে 'মলকুত মোকাম'। তুলনা:

> মলকুত মোকাম জান হয নাভি দেশ। সে স্থানে বাবি (বায়ু) বহে জানিবা বিশেষ ॥
> যোগেতে কহে তারে মনিপুব নাম। হেতাতে হেমন্ত ঋতু বহে অবিশ্রাম ॥
> — যোগ কলন্দব।—৯৬ পৃষ্ঠা। বা সু। আ শ।

৪। 'যোগ কলন্দব' মতে বসন্ত ঋতুব স্থান 'জবরুত মোকাম' অর্থাৎ তালুমূলে যাকে 'অমৃত কুণ্ড' বলা হয়। ৫। ভ-কালা। বি-বাব কলা ভেদ দিযা। হিন্দু-তন্ত্র মতে অনাহত (বক্ষে অবস্থিত) চক্রে বারটি দল আছে। যথা: ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্, চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ঞ্, ট্ এবং ঠ্। এখানে সেই অনাহত চক্র ভেদ করার কথা বলা হয়েছে। ৬। আদর্শে '১৬ কলা ভেদিয়া কাযা কর্ল্য সবরব'। ভ শোলা কাল ভেটিল আব কায়া শরবর। বি-ষোল কলা ভেদ দিল কায়া সবোবব। হিন্দু-তন্ত্র মতে কণ্ঠে অবস্থিত বিশুদ্ধ চক্রে ১৬টি দল আছে। যথা:—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং অঃ। এখানে সেই বিশুদ্ধ চক্রকে ভেদ করার কথা বলা হয়েছে। কায়া অর্থাৎ দেহকে সরোবরের সঙ্গে তলনা কবা হযেছে। ৭। ভি-তন কালা ভেটিয়া। বি-তিস্তিয়া আড়া-ভেদ দিয়া মন কৈল একস্তর। তিন কোণ তিন কোণ পৃথিবব কথা বলা হযেছে বলে মনে হয়। (শব্দার্থ-সূচী ও টীকা দ্রঃ)।

আদ্য[১] নাম ভেদিয়া তীর্থে কর্ল থানা।
একে ২ ভেদিল [রাজা] সঙ্গের[২] পঞ্চজনা ॥
পিতার মেদ রস বিন্দু[৩] জননীর সঙ্গ।
ভেদিল সকল তত্ত্ব পৃথিবীর রঙ্গ[৪]।
উজান বাহিয়া রাজা কামারিয়ার ঠামে[৫]।
ভঙ্গ দিল জরা মৃত্যু দুষ্ট কালযমে ॥[৬]
নিজনাম[৭] সাধিল রাজা গুরুর সাক্ষাতে।
আখের[৮] পড়িল রাজা[র] মরণের পথে ॥
নিকটে আছিল যত মরণের ভএ।
মৃত্যু পথদূরে গেল হইল[৯] অক্ষএ ॥
স্বর্গ মর্ত পাতাল ভেদিল[১০] করতার।
মুকুর মাহমুদে[১১] কহে যোগের বিচার ॥
এহিরূপে যোগ সাধি হইল তত্ত্বসার।
শরীরের ভেদ গুরুক লাগিল পুছিবার ॥

---

১। আদর্শে 'আদা'। ভ-আদ্য নাম ভেটিয়া। বি-আদ্য অনাদ্য ভেদ দিয়া তৃতীয় কৈল থানা। আদ্যনাম—নিরঞ্জন? ২। ভ-অঙ্গের। পঞ্চজন—পঞ্চভূত। ক্ষিতি, অপ্, তেজ্, মরুৎ ও ব্যোম্। বৌদ্ধমতেঃ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কারসমূহ ও বিজ্ঞান। সুফিমতেঃ আব্ আতস্, খাক্ ও বাত্। ৩। আদর্শে 'পিতার রূপে বিন্দু ছিল'। বি-পিতার ঔরস বিন্দু। ভ-গৃহীত পাঠ। নারী ও পরুষের মিলনে সৃষ্টি-রহস্য। ৪। বি-বন্ধ। ৫। আদর্শে 'সানে'। বি-শোনে। ভ-কামার শা (লা?) ঠামে। ঠামে—এখানে স্থানে অর্থে। 'কামারশাল 'যেখানে অগ্নি জ্বলিতেছে। সহস্রার।' ভট্টশালী। ৫, ৬। ইড়া ও পিঙ্গলাকে (বৌদ্ধতন্ত্র মতে ললনা রসনা) সুষুম্নার (বৌদ্ধমতে অবধূতিকা) সঙ্গে মিলিত এবং উর্দ্ধগামী (উজান বহিয়া) করে দেহ মধ্যস্থ বিভিন্ন চক্র ভেদ করে শক্তিকে সহস্রারে (উষ্ণীষ-কমলে) শিবের সঙ্গে মিলন করাতে পারলে সাধকের সিদ্ধিলাভ ঘটে। অর্থাৎ কুণ্ডলিনীতে অবস্থিত জীবনী শক্তিরূপ শুক্র যাকে কামবিষ বলা হয় তার পতন স্খলন রোধ করে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে ললাট দেশে (কামারিয়ার ঠামে) সঞ্চিত করে রাখতে পারলেই সাধক জরা, মৃত্যু এবং কাল যমকে জয় করতে পারে। শুক্রই জীবন। সেই শুক্র যখন সঞ্চিত রয়েছে তখন সাধক অক্ষয়, অমর। গুপিচন্দ্র এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন। ৭। আদর্শে 'উহংঙ্গ'। ভ-নিজনাম। বি-ঐ। নিজনাম—সোহম মন্ত্র। ৮। ভ-অঘোর। বি-আরোগ্য হইল রাজা মরণের হাতে। বি-পুথির পাঠ বরাবরের মতই মন গড়া। ভট্টশালী 'অঘোরকে' আগড়, অর্গল অর্থ করেছেন। তাতে অর্থ দাঁড়ায়ঃ রাজার মরণের পথে অর্গল পড়ল। বর্তমান পাঠের অর্থ : রাজার মরণের পথে আখের অর্থাৎ শেষ পড়ল অর্থাৎ মরণের পথ শেষ বা বন্ধ হল। এই পাঠ অধিক সঙ্গত বলে মনে হয়। ৯। ভ-রিপু হৈল খ্যএ। ১০। ভ-জতো দেব করতার। করতার—এখানে গুরু হাড়িফা। ১১। আদর্শে 'গৌরি পার্ব্বতি'। ভ-আবদুল শুকুর। বি-সুকুর মামুদ।" এই পদের পরে ভ-পুঁথির অতিরিক্ত পদ:

গুরুর বৃত্তান্ত জতো পরম তৎবানি। শদাএ ধ্যান করি চলিতে না জানি ॥

**পহারি।[১] দীর্ঘ ছন্দ।[২]**

সদাএ ধ্যান করি আত্মা চিনিতে নারি।
বিরলে বোঝাও তাহা শুনি।[৩]
জল মীন কোন ঘরে যোগাইল কোন নালে
কোন নালে সঞ্চারিল শিব ॥[৪]
কোন মুখে[৫] দশমাস কোন মুখে উপবাস[৬]
কি মতে উৎপত্তি[৭] হইল জীব।
নিদ্রার উৎপত্তি কোথা কোনখানে থাকে চিন্তা
কেমনে উৎপত্তি হল বাই।[৮]
একুল[৯] উকুল কেবা কহ গুরু পাস[১০] দেবা
শূন্যের[১১] স্থিতি কোন ঠাঁই ॥
কোন মূলে[১২] নাহি ডাল পবিচএ কহো ভাল
আহার উৎপত্তি কোন স্থান।[১৩]
কোথা বিন্দু কোথা মন কোথা থেকে মন পবন
কোথা থাকে মনের[১৪] গমন ॥

১। অন্য দুই গ্রন্থে নেই। ২। ভ-নাচাড়ি। বি ত্রিপদী।

| | | |
|---|---|---|
| ৩।ভ-বিরলে বুঝাও যদি | কতো দেব হৈল (মুনি) | জমুনার কুলে ঘর স্থিতি। |
| ৪। ভ জোগাইল কোন নালে | ভাশিলেন কতো ক (া ল) | কুনখানে শঞ্চরিল জিব ॥ |
| ৩। বি-বুঝগুরু তত্ত্বসার, | সদাধ্যান করিবার, | নিজ আত্মা চিনিতে না পারি। |
| ৪। বি-বিরলে বঝাও শুনি, | জন্মে কোন ঘরে মুনি, | কোন নালে সঞ্চারিল শিব। |

জল--কায়া। মীন-- প্রাণ। অর্থাৎ কায়ারূপ ঘরে প্রাণরূপ মীনের অবস্থান। তুলনাঃ

ভূমি শরিয়ৎ সিন্ধু তরিকৎ চিন। অথবা, এক কায প্রাণ হয় জল আর মীন।
জল হকিকত হযএ মারফত মীন॥ মীন বায়ু সার এক না জানিঅ ভিন॥
—আগম ও জ্ঞান সাগর। ৩৩৫ ও ৩৩৬ পৃষ্ঠা। বা, স্ব। আ, শ,।

৫। ভ-মুখে বি-ঐ। আদর্শে 'ঘরে'। ৬। আদর্শে 'কোন ঘরে পররাষ'। বি কোন মুখে উপবাস। ভ-কুনরূপে উপবা(শ)। এখানে ভ পুঁথি খণ্ডিত। ৭। বি উৎপত্তি। আঃ 'উর্ত্তবতি'। এই পদের অর্থ বুঝা গেল না। ৮। আদর্শে 'রাই'। বি-বাই। বাই--প্রাণবায়ু। সুফিমতে 'বাদি'। ৯। আদর্শে 'আকুল'। বি-অঙ্গুলির কুল কেবা। ১০। বি-গ্রন্থদেবা। ১১। আদর্শে 'মুক্তের ত্রিথি'। বি-শূন্যের স্থিতি কোন ঠাই। এই পাঠ উত্তম। ডান নাসিকা অর্থাৎ রসনায় সূর্যের স্থিতি কিন্তু তিথি নয়। বৌদ্ধতন্ত্রমতে উষ্ণীষ কমলে অবস্থিত শূন্যতায় পৌছা সাধকের চরম সিদ্ধি লাভ। সংবৃত বোধিচিত্ত অর্থাৎ কামনা-বাসনাকে জয় করে মহাসুখ লাভ করার অর্থ হচ্ছে শূন্যতার পৌছা বা মহানির্বাণ লাভ করা। এখানে বোধহয় সেই শূন্যতার কথা বলা হয়েছে। ১২। বি-মুখে। ১৩। 'আহার' শব্দের অর্থ বুঝা গেল না। কোন যোগের ভাষা বোধ হয়। ১৪। বি-আইন গাইন।

## গোপিচন্দ্রের সন্ন্যাস

শিব শক্তি[১] বলি কাকে কোনখানে ক্ষেমা[২] থাকে
কাকে বলি ত্রিপনীর[৩] ঘাট।
নিদ্রা অচেতন ধবে তাহার বাস কোন ঘরে
কাকে বলি শ্রীকলার হাট।।[৪]
মুকুব মামুদে ভণে গুরুর চরণে
যাগ হইতে এমত সর্ব জানি।[৫]
উৎপত্তিতে প্রলয়[৬] যখন যেমন হয়
হেন তত্ত্ব গুরু মুখে শুনি ।।

### গুরুর উপদেশ।[৭]

দুই চক্ষু সবোবর অভয় পুরী[৮] নিরন্তর
* * * ।[৯]
তারি কাছে শ্রীকলাব হাট তার নীচে ত্রিপিনীর ঘাট
লাহুদে খেলায় ঢেও ।।[১০]
মাঝে[১১] বন্দী কোঠা উকূলেব কোন ছুটা[১২]
কায। ভেদিয়া কর্ল ঘাট।

১। শিবশক্তি—পুরুষ ও প্রকৃতি। এই দুই-এর মিলনে জগতের সৃষ্টি। তুলনাঃ সৈযদ সুলতানেব 'জ্ঞান চৌতিশা':

'শিবশক্তি দোহো এক ভিন্ন মাত্র নাম। শিব ধবিতে শক্তিন লিঙ্গেতে বিশ্রাম।।'—১৯ পৃঃ।
—বা সু। আ শ।

২। ক্ষেমা—সংযম, নিবৃত্তি। তুলনাঃ 'ক্ষেমা হোন্তে ধিক জান নাহি পৃথিবীতে। ক্ষেপাতপ জপকৈলে আত্ম হিতা হিতে।।'—সৈযদ সুলতানেব 'জ্ঞান চৌতিশা'। বা সু। আ শ।

৩। সাধারণ অর্থে গঙ্গা, যমুনা ও সবস্বতী নদীত্রযেব মিলনস্থল ত্রিবেণীব ঘাট। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ত্রিপেনির (Tripeni) ঘাট বলা হত। হিন্দু-তন্ত্র মতে ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নাব মিলন-কেন্দ্র মূলাধাব চক্রে ত্রিপিনীর ঘাট। সহজিয়া বৌদ্ধ এবং নাথ-সিদ্ধাদেব মতে ললনা-রসনা-অবধূতিকাব মিলনস্থল নির্মাণ চক্র অর্থাৎ প্রবৃত্তিব বাজ্যে এব অবস্থান। কোন কোন সুফি সাধকদেব মতে এব স্থান ললাট বা উর্ধ দেশে। যথা: 'ত্রিপিনী চক্ষেতে স্থিতি নাসাত পবনা।'—শেখ চান্দেব 'হবগৌবি সংবাদ'। 'ইঙ্গলানাক পিঙ্গলা কান ত্রিপিনী কৈল মুখ।'—তালিব নামা।

'তিন নাড়ী জড় হইয়া রহেভুরু বাট। জ্ঞানী সবে বলে সেই ত্রিপিনীর ঘাট।।
ত্রিপিনীর ঘাটে যেবা নিতি স্নান কবে। কোটি কোটি পাপে তারে কি করিতে পারে।।'
—যোগ কলন্দর।

৪। বি- এই পদ নেই। ৫। বি—নাচাব ফকিরে বলে, গুরুব চবণ তলে, বসুমতী আদ্য জননী। আদর্শে 'গৌবি পার্ব্বতি'। ৬। সৃষ্টিব মধ্যেই ধ্বংসেব বীজ লুকায়িত থাকে। অর্থাৎ সৃষ্টি থাকলে ধ্বংসও থাকবে। তুলনাঃ 'জথা মণি তথা মন জানিঅ নিশ্চয। মনি হইতে উৎপত্তি মণিতে প্রলয়।।'—শেখ চান্দেব 'হব গৌবি সংবাদ'। ৭। বি-পুঁথিতে নেই। ৮। বি-পরে নিবন্তর। ৯। লিপিকব-প্রমাদে এই পদ নেই। ১০। বি-এই পদ নেই। শ্রীকলার হাটকে বর্তমান পুঁথিমতে ধর্ম বা অনাহত চক্রে ধবতে হয়। প্রকৃত পক্ষে শ্রীকলার হাট খুব সম্ভব উষ্ণীষ কমলে। সুফি কবিদের মতে তাই।

তুলনা—'শ্রীগোলাতে ইন্দ্র জন্য দেবতার সেব।'—শেখ চান্দের হর গৌরি সংবাদ। ৩৩ পৃঃ। বা সু। আ শ।

'শ্রীগোলাতে গেলে মন হএ পুরান্দর। অষ্ট বাদ্যে নৃত্য করে যতেক অমর।।'—৩৬ পৃঃ। ঐ।

১০। লাহুদে—লাহুত। সুফি মতে শরিয়ত, তরীকত, হকিকত, মারফত এই চার সাধন পদ্ধতির চার মোকাম যথাক্রমে নাসুত, মলকুত, জবরুত, ও লাহুত। 'কদলীর থোরের' মত যে 'দীল' তাতে লাহুত মোকামের স্থিতি।

আমাসে[১] নিদ্রা আইসে　　প্রাণে চাপিয়া বৈসে[২]
　　সাগর করিয়া থোএ[৩] বন্ধ।
ঘাটে[৪] ক্ষেমাইর থানা　　কি করিবে পঞ্চজনা[৫]
　　প্রহরী[৬] পড়িয়া গেল ধন্ধ ॥
বুকেতে আনল জলে[৭]　　হেন তত্ত্ব গুরু বলে
　　মন পবন তাহার ভেদ।
কেসে পর্ব্বৎ ঢাকে[৮]　　রবি শশী[৯] বলি তাকে
　　পাতাল ভেদিয়া তাহার ছেদ ॥
ভগে লিঙ্গে হইল মেলা　　তথাএ জীবের[১০] খেলা
　　তাহাতে উপজিল বাই।[১১]
বাই ধরিল পাক　　জন্মিল থাকে খাক
　　উপস্থিত তথায় শ্রীবাই ॥
গুরুকে করিয়া সার　　বিচারিয়া ভাণ্ডার
　　একে একে করহ উল্লাস।
কুর মামুদে কএ[১২]　　ভজহ গুরুর পাএ
　　[বাই][১৩] মধ্যে করিয়া প্রবেশ।

তুলনা : 'জীবাত্তমা পরাত্তমা এই দুই মুরতি।　উদয় হইছে তথা জোতে মিলি জোতি ॥'—যোগ কলন্দর।
অথবা, 'সকল নাম বুচিয়া হএ এক নাম।　তেন মতে জানিও যে লাহুত মোকাম ॥'—'সুরত নামা'।
অথবা, 'লাহুত মোকাম কিছু পাইবেক যবে।　বাক্য সিদ্ধি কেরামত হয় তার তবে ॥'—　ঐ
"লাহুত মোকামে আছে প্রভু নিরঞ্জন।　অন্যে অন্যে দোহানে দোহান দরশন ॥—　ঐ ২০৮ পৃঃ।

১১। আদর্শে 'মাখে'। বি-মাঝঘারে। ১২। বি-অকুলের কোন ছটা। আ-'ছটা' স্থলে 'টুটা'। 'মাঝে বন্দী কোঠা'—খুব সম্ভব পরমাত্মার অংশরূপে সৃষ্ট বিষয়-বাসনার জালে আবদ্ধ জীবাত্মা। 'উকূলের (ওকূলের) কোন ছটা'—খুব সম্ভব পরমাত্মার স্পর্শ জীবাত্মার মুক্তি লাভ—যে পরমাত্মা কায়াকে ভেদ করে সেখানে নিজের অধিকার (ঘাট) সৃষ্টি করে।

---

১। বি-রসে। ২। বি-পাতাল ভেদিয়া বৈসে। ৩। বি-থোর। ৪। ত্রিপিনীর ঘাটে বোধ হয়। ক্ষেমা অর্থাৎ বাসনার নিবৃত্তি ত্রিপিনীর ঘাটেই আরম্ভ হয়। ৫। পঞ্চভূত অথবা পঞ্চস্কন্ধ। ৬। আ-"পহরি' এখানে চঞ্চল চিত্ত (সংবৃত বোধিচিত্ত) অর্থাৎ প্রবৃত্তি। বি-এই পদে নেই। ৭। বি-বুকপর অগ্নি জলে। আনল—অনল। ৮। বি-সিসেতে(?) পর্ব্বত ঢাকে। উভয় পাঠেই ভুল আছে। অতএব অর্থ উদ্ধার সম্ভব নয়। ৯। রবি শশী—ইড়া পিঙ্গলা। ১০। আ-'শিবের'। বি-জীবের। ১১। বি-তাতে উপজে বাইর পাক। ভগ এবং লিঙ্গ অর্থাৎ পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলনে জীবের সৃষ্টি। হিন্দু-পুরাণ মতে শিব পুরুষ এবং শক্তি দেবী প্রকৃতি। হিন্দু-পুরাণ এবং সুফি মতবাদের অদ্ভুত সমন্বয়ে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হয়েছে। তুলনাঃ

'বাপ বীয মাতৃলহু সাহেবের বাই।　এ তিন মিলি যদি হইল এক ঠাই ॥
বাইতে যে বীর্য গর্ভে তথা সবল।　পাকে বাত যে তথা লাউস জন্মিল ॥'—তালিবনামা।
অথবা, 'বাপের বিন্দু মায়ের রক্ত সাহেবের বাই।　এহি তিন মিলি গিয়া হএ এক ঠাই ॥
পবনের তেজে তার আতস জন্মিল।　আতসের তেজে তবে বিন্দু পাক হইল ॥
এক পাকে চল্লিশ দিন হইল পূরণ।　নারী তবে গর্ভবতী হইল তখন ॥'—ঐ।

১২। বি—গরীব ফকীরে কয়। আদর্শে 'গৌরি পার্ব্বতি'। ১৩। বি—পুথিতে আছে।

## পদুয়ারি শিষ্য।[১]

[গুরু] কোথাএ থাকে নিরঞ্জন কোন স্থানেতে[২] আসন
কোন দেব বৈসে কোথাকারে[৩]।
নাহি চিনি আপনা কোথাএ বৈসে কোন জনা
ভিন্ন ভিন্ন বুঝাইবে মোরে ॥
কোথাএ বৈসে শ্রীহরি[৪] কোথাএ ব্রহ্ম পুরী[৫]
ব্রহ্ম[৬] লোক সব বৈসে কাত।
কোথাএ বৈসে মুনিগণ[৭] কোথাএ বৈসে নারায়ণ[৮]
কোনখানে বৈসে জগন্নাথ[৯] ॥
কোথাতে দেবের[১০] স্থিতি কোথাএ বৈসে গণপতি[১১]
কোথাতে বৈসে পুরন্দর[১২]।
কোথা থাকে বসুমতী কোথা বৈসে সরস্বতী
কোথাএ আছে মনুবাএর[১৩] ঘর
কোথাতে চন্দন[১৪] বন কোথাএ বৈসে পবন
দিবানিশি কোথা বএ তার।[১৫]
চন্দ্র সূর্য দুইজন কোন স্থানে আসন
কোথাএ বৈসেন দুই তারা ॥
সপ্তদিন ১৫ তিথি কোথা থাকে নিতি নিতি[১৬]
কোন স্থানে কাহার বসতি।[১৭]
মুকুর মামুদে[১৮] কএ শুন[১৯] গুরু মহাশএ
বুঝাইলে পাইব মুকতি ॥[২০]

গুরুর উপদেশ।[২১]

দেহ মধ্যে নিরঞ্জন ভ্রমি[২২] ফিরে অকারণ
সর্বদেব শরীরের ভিতর।[২৩]

১। বি—শিষ্যের ছওয়াল। ত্রিপদী।

২। বি-স্থানেতে। আদর্শে 'মুখে'। ৩। বি-কোন আকারে। ৪। আদর্শে 'পহরি'। বি-শ্রীহরি। ৫। আদর্শে 'ব্রহ্মারপুরি'। বি-ব্রহ্মপুরী। ৬। আদশে 'ব্রহ্মা'। বি-ব্রহ্ম। ৭। আদর্শে 'গুনমনি'। বি-মুনিগণ। ৮। আদর্শে 'নারাইয়নি'। বি-নারায়ন। ৯। বি-জগন্নাথ। শ্রীহরি অর্থাৎ বিষ্ণু বা কৃষ্ণের অবতার বিশেষ অথবা আর এক নাম। ১০। মহাদেবের। ১১। গণেশ। ১২। ইন্দ্র। ১৩। মনুবায়--মন। ১৪। আদর্শে 'চন্দ্রের'। বি-চন্দন। ১৫। আদর্শে 'অহিনিগি বেগথাএ বহে ধাবা'। বি-গৃহীত পাঠ। ১৬। বি কোথা কার বসতি। ১৭। বি—কহ গুরু [সে] যুগের ধার। ১৮। বি-মুকুর মামুদ। আদর্শে 'গৌরি পার্ব্বতি'। ১৯। বি-কহ। ২০। বি-বুঝাইয়া কহ জলন্ধর।

২১। বি-গুরুর উত্তর। ত্রিপদী।

২২। বি-ভুলে। ২৩। 'যাহা আছে ভাণ্ডে তাহাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে'।— এই মতবাদের সমর্থন মিলে সমকালীন সুফি সাহিত্যে। তুলনা: 'ঘট মধ্যে চিনি লও প্রভু নিরঞ্জন।'--যোগ কলন্দর।

অথবা, তৈলএ বাবিত যেন বৈসে হুতাসন। তনুমধ্যে তেন মতে আছে নিরঞ্জন॥"—'জ্ঞান চৌতিশা' ১৭ পৃষ্ঠা।
বা, সু, অ', শ।

অথবা, 'সর্বভূত হতে নহে ভিন্ন নিরঞ্জন।'---আগম ও জ্ঞান সাগর। — ঐ

অথবা, 'কায়া হএ কামিনি পরুষ হএ মন। মন হএ রমনি পরুষ নিরঞ্জন॥'— ঐ

অথবা, লাহুত মোকামে আছে প্রভু নিরঞ্জন'।—নূরতনামা'।— ঐ

উত্তম আতমা দেও[১] চিনিতে না পারি কেও

ভিন্ন দেব পূজেন বরবর ॥

হৃদএ[২] বৈসে শ্রীহরি উপরে ব্রহ্ম[৩] পুরী

ব্রহ্মলোক[৪] বৈসে সব তাত।

উদএপুরে মুনিগণ[৫] তথা বৈসে নারায়ণ

শূন্যস্থানে বৈসে জগন্নাথ।[৬]

মনসে[৭] দেবের স্থিতি কান্ধে বৈসে গণপতি

তাহার উপরে বৈসে পুবন্দর[৮]।

কটিতলে বসুমতী জিহ্বায় বৈসে স্বরস্বতী

দেহমধ্যে মনুরাইর ঘর ॥[৯]

আগর[১০] চন্দন বন মলয় গিরি পবন[১১]

অহনিশি বহে দুই ধারা।[১২]

১। বি-মহাদে। মানুষের আত্মাই উত্তম দেবতা। তাকে না চিনে বর্বরগণ ভিন্ন দেবতার পূজা করে। বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যের মূল কথা: আত্মাই ব্রহ্ম। 'বৃহদারোণ্যকে আছে, যে ব্যক্তি আত্মা ছাড়া অন্য কোন দেবতার আরাধনা করে সে দেবগণের গৃহপালিত পশুবিশেষ'। নাথ-সিদ্ধাদের নিজনাম সাধন এবং সুফিদের 'আনাল হক'-এর সঙ্গে এই মতবাদের সামঞ্জস্য আছে। ২। বি-দ্বিতীয়তে বসে হরি। হরি এখানে বিষ্ণু। ৩। আদর্শে 'ব্রহ্মার'। বি-ব্রহ্ম। ৪। আদর্শে 'ব্রহ্মা লোক'। বি-ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মপুরী—ব্রহ্মকুণ্ড, সহস্রার। ৫। আদর্শে 'উদাএপুর মনির গমন'। বি-উদয়পুরে মুনিগণ। ৬। বি-শূন্যস্থানে বৈসে জগন্নাথ। জগন্নাথ, বিষ্ণু বা কৃষ্ণেরই আর এক রূপ। তাকে শূন্যস্থানে বসানোর ফলে ভাবগত বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়া শূন্যতাবাদ এবং বর্তমান গ্রন্থে বর্ণিত নাথ শূন্যতাবাদের মতে শূন্যতা বা পরম সুখকায় এর স্থান সাধনার শেষ মার্গ উষ্ণীষ কমলে। এবং তা হচ্ছে মহা নির্বাণ। সেখানে জগন্নাথ এবং পরবর্তী পদে 'দেব' অর্থাৎ মহাদেবকে কি করে 'মোনে' অর্থাৎ হৃদয়ে স্থান দেওয়া হলো তা বুঝা গেল না। এতে ভাবগত অসামঞ্জস্য হয়ে গেল। ৭। বি-মানসিক। ৮। বি-জলন্দর। ৯। বি-তোমার গোফা মনুরায়ের ঘর। দেহের মধ্যে মনের স্থিতি। দেহে 'নিরঞ্জনের' স্থিতির কথা আগেও বলা হয়েছে। ১০। বি-কস্তুরী। ১১। আদর্শে 'মোন সে পবন'। ১২। বি-দিবারাত্রি বহে দুই ধারা। দুই ধারা—হিন্দুতন্ত্রমতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা; বৌদ্ধতন্ত্রমতে—বোধিচিত্ত ও ধর্মকায়। এই দুই ধারা দেহের মধ্যে সতত বয়ে চলেছে। তুলনা :

'জীব আত্মা পরম আত্মা এ দোহান জ্যোতি। অনুলক্ষে সৃজন করিল জগপতি ॥—আগম ও জ্ঞান সাগর।

'জীবাত্মা পরাত্মা এই দুই মূরতি। উদয় হইছে তথা জোতে মিলি জ্যোতি ॥"—যোগ কলন্দর।

চন্দ্র সূর্য[১] দুই জন যোগ মুখে আসন
গগন মন্দিরে বৈসে[২] তারা ॥

৭ দিন ১৫ তিথি ললাট পুর্ণিমার স্থিতি
আমাপদ[৩] নক্ষের উপর ॥[৪]

ধুকুর মামুদে কএ[৫] তিথি কর পরিচয়
বুঝ তিথি প্রতি ঘরে ঘর ॥

ইহা ছাড়ি পাথর পূজে হত জ্ঞানী[৬] নাহি বুঝে
ধন নষ্ট[৭] না করে বিচার ।

যে খাইতে বলিতে জানে ভজ তাহাক এক[৮] মনে
নিসন্দে[৯] ভব হইবে পার ॥

---

১। চন্দ্র-সূর্য—রবি-শশী, ইড়া-পিঙ্গলা (ললনা-রসনা), প্রজ্ঞা-উপায় ইত্যাদি নামধারী নাড়ীদ্বয়। এই দুই নাড়ীর গতি (স্থিতি নয়) গগন মন্দির অর্থাৎ শূন্যতা বা উষ্ণীষ কমলের দিকে। ২। আদর্শে 'বৈসে দুই তারা'। বি-গগন মন্দিরে রহে তারা। ৩। বি-বামপদ নখের উপর। আমাপদ—অমাবস্যা না শুক্ল-পক্ষের প্রতিপদ ? খুব সম্ভব অমাবস্যা। ৪। তান্ত্রিক সাধক এবং কোন কোন সুফি সাধকদের মতে আকাশের চন্দ্রের অবস্থানের সঙ্গে দেহের চন্দ্রের (শুক্রের) অবস্থানের যোগ সূত্র আছে। শেখচান্দের 'হরগৌরী সংবাদ', 'তালিব নামা', কাজী শেখ মনসুরের 'সির্নামা' প্রভৃতি যুগের বিভিন্ন গ্রন্থে পূর্ণ 'পক্ষের' অর্থাৎ ১৫ তিথির বর্ণনা আছে। কিন্তু দিন ত মোটে সাত। কাজেই সাত দিনেই পনের তিথি।

তু. 'মনিরে জানিও সিন্ধু অমৃত সাগর। অমৃত ভক্ষিলে হএ অক্ষএ অমর ॥
মনির মোকাম জান পঞ্চদশ ঠাম। পনর তিথিএ ফিরে পনের মোকাম ॥
অমাবস্যা দিনে কাম বৈসে পদতলে। প্রতিপদ দিবসে কাম বৈসে বৃদ্ধাঙ্গুলে' ॥—সির্নামা । ২৯১পৃঃ।

৫। বি-ধুকুর মামুদে কয়। আদর্শে, 'গৌরি, পার্ব্বতী'। ৬। বি-হতমূর্খ। ৭। বি-ধন নষ্ট। ৮। বি-মনে মনে। ৯। বি-অনায়াসে। এখানে প্রতিমা-পূজার প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। 'জে খাইতে বলিতে জানে' তাকে একমনে ভজন করার কথা বলে নিশ্চল পাষান-প্রতিমাকে পূজা না করে জীবন্ত গুরুকে ভজন করার কথা বলা হয়েছে। সহজিয়া বৌদ্ধ এবং নাথ সম্প্রদায়ের কাছে গুরুর স্থান দেবতাদের চেয়েও উচ্চে। (ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

এখানে বি-পুঁথির শেষ। পুঁথির শেষে আছে: 'যোগীর পুঁথির সমাপ্ত। প্রকাশকের পরিচয়।'

'কেতাব হইল শেষ খোদার মদতে। তিনি অগতির গতি বিপদে আপদে ॥
তাহার করুণা শুধু ভরসা আমার। তিনি নিত্য নিরাময় সকলের সার ॥
দীননাথ দয়াময় পতিত পাবন। সর্ব্ব জীবে দয়া তাঁর সদা সর্ব্ব ক্ষণ ॥
হে খোদা অন্তর মম কর পাক ছাফ। জীবনের যত গুনা করে দাও মাফ ॥
তোমার হবিব নবি রছুল করিম। ছাবেক তাঁহার দিনে রাখিও রহিম ॥
মনুজন অভাজন করে নিবেদন। করিবেন খাতা মাফ দোয়া বিতরণ ॥
আদ্যক্ষরে নাম সহ নীচে সমুদয়। পাইবে পদ্যে মম মূল পরিচয় ॥

## পদুহারি শিষ্য।[১]খর্ব ছন্দ।

গুরু না বুঝিলাম নাটনিল[২] ববি আব শশী[৩]।
আহাব না কর্লে পিণ্ডার[৪] গর্ভেত বসতি ॥
আদ্য অন্ত আদ্য ধন না কবিল ব্যয়।
তবে কেনে গুরু গোসাঞি ইহার মরণ হএ ॥

---

গুনাব সাগব কুলে রহেছি বসিয়া। লাগিছে পাপের ঢেউ সতত আসিয়া ॥
মহম্মদ নাম পরে ভরসা আমার। বছুল করিলে দয়া তবেত নিস্তাব ॥
ছুটিলনা মোহ মোব জীবনে আমার। লক্ষ্যহীন পথে (আমি) ভ্রমি অনিবাব ॥
খোযাইনু সব পুঁজি কি হইবে আখেবে। না হল নেকিব কাজ দুনিয়াব ফেরে ॥
কাবো কেহ কেয়ামতে না হবে গমখাব ॥ বহিবে আমল নিজ কাছে আপনার ॥

ফুরাইল পুঁজিপাটা হাটা খাটা সাব। জীবনেব প[া]নে নাহি চাহি একবাব ॥
এই তক জানি আমি মূল বিববন। এঘোব জগতে আমি হীন আকিঞ্চন ॥
খোন্দকাব জহিবদ্দিন বাবাজিব না[ম]। ব[ং]শেতে রইস বটে গবীবানা ঠাম ॥
এক ভ্রাতা না[ম] তাব বইস উদ্দিন। বাহান ইমানে [স]াথে এলাহি আলমিন ॥
চারিটি ভগিনী মম আছে সহোদবা নেকই খাছালত নেক সবাই তাহারা ॥
খোদাব দবগায় কবি এই মোনাজাত। জেন্দেগী সবাব হয় ইমানেব সাথ ॥
দিয়াছেন দাতা মোবে দুইটি দুহিতা। দোওয়া কবিবে[ন] খোদা নেবি কবে আতা ॥
মুনসিপাড়া গ্রাম মাঝে [ব]সতি আমাব। সে গ্রাম অধীন [ন]দ[ী]য়া [জ]েলা নদীয়াব ॥
মসজুব জুনিয়া দহে আছে ডাকঘব। মেলায় দোকান [ম]ম আছে ববাবব ॥

[এ]বি [পু]ঁথিব প্রকাশকের নাম গুলাম বছুল খোনাকাব।

---

১। শিষ্যকে শিষু হিসাবে পুঁথিব অনেক স্থানেই লিখা হয়েছে। ২। আদর্শে 'নাটনিল' অর্থ বুঝা গেল না। প্রকৃত শব্দ বোধ হয় নাদ বিন্দু। ইড়া-পিঙ্গলার অপব নাম নাদ-বিন্দু। ৩। রবি শশী— পিঙ্গলা-ইড়া, রসনা ললনা, প্রজ্ঞা ও উপায়। দেহের ডান নাড়ীতে রবি এবং বামে শশী। মতান্তরে, ডান নাসিকায় রবি এবং বামে শশী ৪। পিণ্ডা—পিণ্ড, দেহ। এখানে গর্ভস্থ শিশু। সাধারণ অর্থে গর্ভস্থ শিশু আহার না করেও গর্ভের মধ্যে জীবিত থাকে। কিন্তু এখানে গূঢ় তত্ত্ববিষয়ক যোগেব ভাষা ব্যবহাব কবা হয়েছে বলে ধারণা হয়। পরবর্তী দুই পদের সঙ্গে মিলিয়ে মোটামুটি এই অর্থ কবা যায়: জীবাত্মা পবমাত্মারই অংশ হিসাবে নরদেহে আগমন ও অবস্থান করে। পরমাত্মার অংশ হিসাবে জীবাত্মার কোন ব্যয় নেই, ক্ষয় নেই। তবু কেন সেই জীবাত্মার মরণ ঘটে? গুপি-চন্দ্র হাড়িপাকে এই প্রশ্ন করেছেন।

তুলনা—'ঈশ্বরেব কায়া নাহি জন্ম মৃত্যু চিন। যার জন্ম আছে সেই মরিব একদিন ॥

—আগম ও জ্ঞান সাগর—৩৩৩ পৃষ্ঠা। বা, মু, আ, শ।

## গুরু[র] উপদেশ।

ঋতুকালে না ছিল যার জীবের উপাএ।[১]
ভানুর জানে[২] তাহার নাসিকাএ জেন কাএ ॥
মন পবনের সঙ্গে না করিল মেলা।[৩]
তকারণে পরম হংসা উড়ি উড়ি গেলা ॥[৪]
উড়ি উড়ি গেল হংসা নাহি গেল দূর।[৫]
বাহুড়িয়া আইসে হংসা নিরঞ্জনের পুর ॥[৬]
নিরঞ্জনের পুর বাছা হংসার বিহার।[৭]
জ্ঞানমহারস তাতে পবনের আহার ॥[৮]

---

১। আদর্শে 'রিতুকালে'। পিতার ঔরস বিন্দু জননীর গর্ভে প্রবিষ্ট হবার সময়ের কথা বলা হয়েছে বোধ হয়। (এককভাবে) সেই বিন্দুতে কোন প্রাণের সম্ভাবনা বা উপায় ছিলনা। ২। ভানুর জানে—এই পাঠ অর্থহীন। পাঠে ভুল আছে। নাসিকার মধ্যদিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করা এবং প্রাণবায়ু নির্গত হয় বলে 'নাসিকাএ জেন কাএ' বলা হয়েছে বোধ হয়। ৩, ৪। জীবাত্মা অর্থাৎ বোধি চিত্ত পরমাত্মা অর্থাৎ ধর্মকায়-এরই অংশ বিশেষ। হিন্দু-তন্ত্রমতে ইড়া-পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ীত্রয়ের মিলিত এবং ঊর্ধ্বমুখী ধারা দেহের মধ্যে অবস্থিত ষট্‌চক্রকে ভেদ করে সহস্রারে শিবের সঙ্গে শক্তির মিলন ঘটাতে পারলে সাধকের সিদ্ধিলাভ ঘটে। অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন ঘটে। বৌদ্ধ তন্ত্রমতে সংবৃত বোধচিত্ত অর্থাৎ ললনা রসনাকে ত্রিপিনীর ঘাটে অবধূতিকার সঙ্গে মিলিত এবং ঊর্ধ্বগামী করে দেহের তিন চক্র ভেদ করে উষ্ণীষ কমলে শূন্যতা অর্থাৎ ধর্মকায়-এর সঙ্গে মিলিত করার অর্থ হচ্ছে নির্বাণ লাভ। এখানে মন-পবন হচ্ছে জীবাত্মা বা সংবৃত বোধিচিত্ত এবং পরম হংস হচ্ছে পরমাত্মা বা ধর্মকায়।

৩, ৪, ৫, ৬। পরমাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন যে জীবাত্মা তার সঙ্গে পরমাত্মা মিলনের আশায় উন্মুখ। কিন্তু কামনা-বাসনার জালে আবদ্ধ জীবাত্মা (সংবৃত বোধিচিত্ত) সহজে সেই মিলনের সুযোগ দিচ্ছেনা। সেজন্য পরমাত্মা (পরম হংসা) অভিমানে দূরে সরে যায় (উড়ি উড়ি যায়)। কিন্তু আত্মজের টানে বহুদূরে না গিয়ে সে মিলনের আশায় প্রত্যাবর্তিত হয়ে (বাহুড়িয়া) আসে নিরঞ্জনের পুরে অর্থাৎ দেহের মধ্যে।

৭, ৮। 'নিরঞ্জনের পুর' অর্থাৎ দেহ পরমাত্মার (হংসার) আবাসস্থল (বিহার)। জ্ঞান মহারস আহার করে পবন অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মার সন্ধান পায়। তুলনা :

'টলমল করে মন নাহি তার স্থিতি। সহস্রেক ধারে মন চলে বাউএর গতি ॥' —তালিব নামা। ৬৫ পৃঃ।

'শরীরে আত্মা বেগে ব্যাপিত মন। বধির সহিতে যেন রহিয়াছে কান ॥
দুগ্ধের মধ্যে যেন ব্যাপিত ননী। শরীর আত্মা মধ্যে এতিন বাখানী ॥'—সুরতনামা ২০২ পৃঃ।

'পরমাত্মা আছে জীবাত্মা সন। অন্যে অন্যে দোহান দোহান দরশন।"—ঐ। ২০৮ পৃঃ।
'পিঞ্জর অন্তর শুক পক্ষীর বসতি। শূন্যতে উড়িল শুয়া পিঞ্জর দুর্গতি ॥
বাহির আদম শক্তি প্রচার করিছে। অন্তরে আল্লার শক্তি লুকাই রহিছে ॥"

—আলি রেজার 'আগম ও জ্ঞান সাগর'। ৩৩৩ পৃঃ। বা, সু, আ, শ,।

### পুছারি শিষ্য।

আকাশের[১] মধ্যে গুরু কোথাএ বৈসে চন্দ্র[২]।
পুষ্পমধ্যে গুরু কোথাএ বৈসে গন্ধ॥
দধি দুগ্ধ মধ্যে গুরু কোথাএ বৈসে ঘিউ।
শরীরের মধ্যে গুরু কোথায় বৈসে জীউ॥

### গুরুর উপদেশ।

আকাশের[৩] মধ্যে বাছা গগনে[৪] বৈসে চন্দ্র।
পুষ্প মধ্যে বাছা নাসিকাতে বৈসে গন্ধ॥
দধি দুগ্ধ মধ্যে বাছা মথনে বৈসে ঘিউ।
শরীরের মধ্যে বাছা পৃতি[৫] লোমে জিউ॥

### পুছারি শিষ্য।

আকাশ না ছিল যখন কোথা ছিল চন্দ্র।
পুষ্প না ছিল যখন কোথা ছিল গন্ধ॥
দধি দুগ্ধ না ছিল যখন কোথা ছিল ঘিউ।
শরীর না ছিল যখন কোথা ছিল জীউ॥

### গুরুর কথা।

আকাশ না ছিল যখন ললাটে[৬] ছিল চন্দ্র।
পুষ্প না ছিল তখন মৃত্তিকাতে ছিল গন্ধ॥
দধি দুগ্ধ না ছিল তখন তৃণত ছিল ঘিউ।
শরীর না ছিল তখন জ্যোতেৎ ছিল জিউ॥

### পুছারি শিষ্য।

নিশিনিশি নিদ্রা গুরু দিশিদিশি বাই।[৭]
কোথা হইতে নিদ্রা আইসে কোথা হইতে যাই॥
গুরু পরম ব্রহ্মা পুছি তোমারে।
কোথা হইতে নিদ্রা গুরু চাপিয়া আইসা ধরে॥

---

১। আকাশ—গগন। সহজিয়া বৌদ্ধ এবং নাথ সিদ্ধাদের মধ্যে গগন হচ্ছে অচিন্ততা বা শূন্যতা। ২। এইমতে চন্দ্র হচ্ছে প্রজ্ঞা, জ্ঞান ইত্যাদি। দেহের শুক্র হিসাবেও চন্দ্র পরিচিত। এখানে উভয় শব্দ সাধারন অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়। ৩, ৪। আকাশ ও গগনের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য করা হয়েছে। কোন যোগের ভাষাও হতে পারে। কিন্তু ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। ৫। আঃ 'পিত্তি'—প্রতি শব্দের বিকৃত এবং আঞ্চলিক রূপ। দেহের প্রতি লোমে প্রাণ বিদ্যমান। ৬। হিন্দু পুরাণ মতে অত্রি মুণির পুত্র চন্দ্র। অন্য এক মতে মহাদেবের ললাট থেকে চন্দ্রের জন্ম। তুলনা:

'ধাইতে ধাইতে যদি শ্রমযুক্ত হইল। নুরের সকল অঙ্গে ঘর্ম নিকলিল॥
ললাটের নীচে ঘর্ম হইল যখন। সেই ঘর্মে হইল চান্দ উতপন॥'—নুর নামা। ২২১ পৃঃ। বা,মু,আ,প।

৭। তুলনাঃ 'নিদ্রা কাহারে বলি জাগে কোন জন'। 'নিদ্রা কালে মনুষ্যার কোন থানে যাএ।'—মীনচেতন।

## গুরুর উপদেশ।

আগম[১] মন্দিরের মধ্যে মগম[২] দুয়ার।
তথা হৈতে নিদ্রা আইসে ঘোর অন্ধকার ॥
বিজলির[৩] চটকে নিদ্রা আইসে আর যাএ।
পাঁচ পণ্ডিত লয়া মনুবাই গহীনে চাপাএ ॥[৪]

## পুছারি শিষ্য।[৫]

নাহি ছিল বীর্য বিন্দু সমাসিত্য কায়া।
নাহি ছিল গুরু গোসাঞি ত্রিভুবনের মায়া ॥
নাহি ছিল পিণ্ডা প্রাণের উস্বাষ নিঃশ্বাস।
কোন হেতু নিরঞ্জন করিল প্রকাশ ॥

---

১। আগম—বেদাদিশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র। এখানে দেহ ব্রহ্মাণ্ড। ২। মগম—গূঢ় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়। ৩। বিজলির—বিদ্যুতের। ৪। পঞ্চভূতকে সঙ্গে নিয়ে চেতন মন সুপ্ত হয়ে থাকে। ৫। এখানে সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে। বীর্য, বিন্দু, কায়া, প্রাণের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, ত্রিভুবনের মায়া ইত্যাদি যখন কিছুই ছিলনা তখন নিরঞ্জন নিজকে কি কারণে প্রকাশ করলেন? তুলনা:

নাসদাসীন্নো সদাসিত্তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমাপরো যত্।
কিমাবরীবঃ কূহ কস্য শর্ম্ম—
ন্নংভঃ কিমাসীদ গহনং গভীরং ॥১॥

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস ॥২॥

অর্থ—যখন অনস্তিত্বও ছিলনা অস্তিত্বও ছিলনা, যখন বায়ুও ছিলনা আকাশও ছিলনা; কি গতি তখন ছিল? কোথায় এবং কে তাকে চালনা করত? তখন কি জলের অস্তিত্ব ছিল? গভীর এবং দুর্গম জল?

তখন মৃত্যুও ছিলনা, অমরত্বও ছিলনা, তখন রাত্রিও ছিলনা, দিনও ছিলনা; শান্ত (সৌম্য) শুধু তিনি একাই নিজের প্রেরণায় বলে বায়ুহীনতার মধ্যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করতেন। তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

—ঋক্‌বেদ।

অথবা, 'ধুমকার ধন্ধকার তুল্য নৈরাকার।
না আছিল জল-স্থল ঘোর অন্ধকার ॥
পৃথিবী স্থাপিতে প্রভু যদি ছিল মন।
নিদ্রাভাবে ধর্ম দেব হৈল অচেতন।
চৈতন্য পাইয়া দেখে ছায়ার লক্ষণ ॥'

—দয়ালের 'গোরক্ষ বিজয়'।

'প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরাঞ্জন।
জাহার লীলায়ে হৈল এ তিন ভুবন ॥
না আছিল সর্গ মর্ত্ত্য না আছিল পাতাল।
জল মধ্যে ভাসে প্রভু সেই দীন দয়াল ॥'

—কয়য়ুল্লাহ্‌র 'গোরক্ষ বিজয়।'

"শূন্য মধ্যে প্রথমে আছিল করতার।
তমঃ গুণ মণ্ডলীতে নিরঞ্জন সার ॥
যে আছিল খণ্ডন সে মণ্ডল অন্তর।
নাম নিরঞ্জন ছিল তখনে ঈশ্বর ॥"

আগম ও জ্ঞান সাগর।
—আলীরেজা।

'আকারের মধ্যে যবে নিরাকার ছিল।
নিরঞ্জন নামে বিষ্ণু তখনে আছিল ॥
নিরাকার উজ্জ্বল আকার আছিল যব।
ঘিরিছিল অন্ধকার উজ্জ্বল বরণ ॥'

আগম ও জ্ঞান সাগর।
—আলীরেজা।

**শূন্যের কথা।**

বিনে বীর্য্যে বিন্দু বাছা বিনে উৎপত্তি।[১]
নাদ[২] সঙ্গে ওকূলে পুরুষ শূন্যে উৎপত্তি॥[৩]
শূন্যে মাএ[৪] প্রসবিল আদি[৫] মাএর সিল ক্ষীর।[৬]
মাএর উদরে থাকি বাড়িল শরীব॥[৭]
বাপের বীর্য্যেব অটল না লইল মাএকে না দিল দুঃখ ভাব।[৮]
অভয়ের শূন্যেৎ ভিতরে পুরুষ শূন্যে করিল ঘর॥[৯]
সংসার ভরিয়া আছে মনের অগোচর পবনেব ছাড়্যি।[১০]
এহি কথা কহিল মোকে গুরুজে গোসাঞ্রি॥

---

১। বীর্য এবং বিন্দু ছাড়া উৎপত্তি। ২। আ.'লাদ'। নাদ ও বিন্দু—ইড়া ও পিঙ্গলা (ললনা ও রসনা)। ৩। পুরাণে আছে 'মহাপ্রলয়ের শেষে এই জগত যখন অন্ধকারময় ছিল তখন বিরাট মহাপুরুষ পরমব্রহ্ম নিজের তেজে সেই অন্ধকার দূর করে জলের সৃষ্টি করেন। সেই জলে সৃষ্টির বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। তখন ঐ বীজ সুবর্ণময় অণ্ডে পরিণত হয়। অণ্ড মধ্যে ঐ বিরাট মহাপুরুষ স্বয়ং ব্রহ্মা হয়ে অবস্থান করতে থাকেন। তার পরে অণ্ড দুইভাগে বিভক্ত হলে, এক ভাগ আকাশ ও অন্য ভাগ ভূমণ্ডলে পরিণত হয়। অত:পর ব্রহ্মা দশজন প্রজাপতিকে মন হইতে উৎপন্ন করেন। এই সকল প্রজাপতি হইতে সকল প্রাণীর উদ্ভব হয়।' এখানে এই সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে বলে মনে হয়। ৪। আদর্শে 'সাএ'। ৫। আদর্শে 'আজি'।

৬-৯। আলোচ্য পুথির ৬৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে অনাদ্যের ঘাম বা হাইম থেকে চণ্ডিকার জন্ম। চণ্ডিকার রূপে মুগ্ধ হয়ে অনাদ্যের মন টলে গেল এবং সৃষ্টি করার মানসে চণ্ডিকাকে বাম হস্তে লয়ে অনাদ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবকে সৃষ্টি করলেন। পরে সবচেয়ে বড় ভক্ত শিবের সঙ্গে চণ্ডিকার বিবাহ দিলেন। শূন্য পুরাণ মতে যখন কিছুই ছিল না অর্থাৎ যখন সব শূন্য ছিল তখন প্রভু অনিল সৃষ্টি করে 'বিম্বুর' উপর আসন করলেন। বিম্বু খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেলে প্রভু শূন্যে বেড়াতে লাগলেন। প্রভুর দেহ থেকে 'নিরঞ্জন ধর্ম' এবং নিরঞ্জনের হাই থেকে উলুক পাখীর জন্ম হল। উলুকের পিঠে চৌদ্দযুগ ব্রহ্মধ্যানে কাটানোর কালে ক্ষুধার্ত উলুকের মুখ থেকে নিরঞ্জন কর্তৃক প্রদত্ত অমৃত পড়ে গেলে তাতে জলের সৃষ্টি হল। উলুক থেকে পরম হংস সৃষ্টি হল। নিরঞ্জন হংসের পরে কূর্ম সৃষ্টি হলে কূর্মের পিঠে বসলেন। কিন্তু কেউ তাঁর ভার সহ্য করতে না পারায় তিনি জলে ভাসতে লাগলেন। পরে উলুকের পিঠে আরোহণ করে ডাঙ্গায় উঠে বসুমতিকে সৃষ্টি করলেন এবং পৃথিবী ভ্রমণে পরিশ্রান্ত হয়ে ধর্ম অঙ্গের ঘাম মুছে ফেলে দিলে 'আদ্যাশক্তির' জন্ম হল। আদ্যাশক্তি পার্বতী যৌবনভার সহ্য করতে না পেরে কামদেবরূপ কালকূট বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে গেলে গর্ভবতী হয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের জন্ম দিলেন। ধর্মের বরে শিব জন্ম জন্মান্তরের জন্য আদ্যাশক্তির স্বামী হয়ে গেলেন। ৬, ৮। এই দুই পদের সঙ্গে উপরে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে কিছুটা মিল আছে। কিন্তু মাঝের পদের (৭) সঙ্গে খুব মিল দেখা যায় না। ৯। এই পদের পাঠে ভুল আছে। খুব সম্ভব উপরে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বই এখানে বলা হয়েছে। অভয়ের স্থলে আদর্শে 'অভয়ের'। অভয় এখানে পরমাত্মা বা শিব। ১০। মনপবন অর্থাৎ সংবৃত বোধিচিত্তের প্রভাব মনের অগোচরে সংসারে বিরাজমান।

আমি অবোধ বালক কিছু নাহি জানি।[১]
যোগপথ পথ পাই আমি গুরু মুখে শুনি॥[২]
যোগান্ত ভেদান্ত[৩] যত গুরুকে পুছিল।
শরীরের ভেদ যত গুরু বাতাইল॥
পাইল সকল তত্ত্ব গুরু আরাধনে।
ভাঙ্গিল মনের ধন্দ গুরুর চরণে॥
সাধিয়া সকল তত্ত্ব অমর হইল।
গুরুক সঙ্গে করি মৃকুলে চলিল॥
গুরুর প্রসাদে যুগী হইল প্রচণ্ড[৪]।
সপ্তদিনের পথ তখন গেল তিনদণ্ড[৫]॥
মৃকুল সহর ছাড়ি[৬] হাড়িফা বসিল আসনে।
প্রণাম করিয়া রাজা রহিল সামনে॥
জোড় হস্ত করি গুরুক করে নিবেদন।
আজ্ঞা হইলে দেখি যায়া মাএর চরণ॥
আশীর্বাদ দিয়া গুরু দিলেন বিদাএ।
গুরু প্রণামিয়া রাজা মাএর কাছে যাএ॥
গুরুক প্রণামিয়া রাজা যাএ শীঘ্রগতি।
যায়া উত্তরিল যেখানে মএ়েনামতী॥
ধ্যানে আছিল মুনি আপনার গোফাতে।
প্রণাম করিয়া রাজা দাঁড়াইল সাক্ষাতে॥
চক্ষু মুঞ্জি আছে মুনি গুরুর সাধনে।[৭]
ভালমন্দ দিবারাত্রি কিছুই নাহি জানে॥
মাএর নিকটে তখন সিংহনাদ ছাড়িল।
সিংহনাদ শুনিয়া মুনির ধ্যান ভঙ্গ হইল॥
পবিত্র প্রকাশিল যখন মএ়েনামতী।
গুপি[৮] করিল তখন মাএক প্রণতি[১০]॥
সাক্ষাতে দেখিল মুনি পুত্র গুপিচন্দ্র।
সিদ্ধা কায়া দেখি মুনির বাড়িল আনন্দ॥[৯]

---

১, ২। এই দুই পঙতি খুব সম্ভব বর্তমান লিপিকরের প্রক্ষেপ। মূল পুথির সঙ্গে অবগত কোন সামগ্রী নেই। ৩। খুব সম্ভব বেদান্ত। অবশ্য ভেদ শাস্ত্র বলে তান্ত্রিক জগতে এক শাস্ত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ৪। আ 'প্রহণ্ড'। ৫। আদর্শে 'জণ্ডে'। ৬। 'ছাড়ি' শব্দ বাহিরে অর্থে ব্যবহৃত। ৭। আদর্শে 'গুরুক সাদনে' ৮। আদর্শে 'প্রনাম'। ৯। গুপিচন্দ্রের যোগীর বেশ দেখে ময়নাবতী আনন্দিত হলেন। ১০। আদর্শে 'প্রণ্যাতি'।

আনন্দ হইয়া মুনি পুছিল বচন।
কি মত প্রকারে যোগ করিলে সাধন॥
গুপিচন্দ্র বলেন শুনহ মহামাই।
যেমত প্রকারে[১] জ্ঞান পাইনু গুরুর ঠাঁই॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ পরম দুর্জন।
ক্ষেমাই[২] অঙ্কুশ[৩] দিয়া করিনু বন্ধন॥
চারি স্হিষ্টি[৪] মধ্যে মাতা ক্ষেমাই মহন্ত।
চারি দুষ্টক[৫] তবে বান্ধিনু একত্র॥
ঘট[৬] মধ্যে জানি মাতা মনাই বড় চোর।[৭]
তাহার প্রমাণ মাতা জানিনু অন্তর॥
ঘবের মধ্যে থাকে মনাই ডেড়ি টান টানে।
সুপথ থাকিতে লইয়া যায় গহীন[৮] বনে॥
মনাকে বান্ধিনু মুই প্রেমের[৯] দড়ি দিয়া।
তবে সে পাইনু ভেদ গুরুকে ভাবিয়া॥
অনুজল তেগিনু মাও নিদ্রা পরিহরি।
গুরুর চরণ মাও ধরিনু দড় করি॥

---

১। 'জেমত প্রকারে' শব্দের বহুল প্রয়োগ আলোচ্য গ্রন্থ ও যুগের অন্যান্য গ্রন্থেও দেখা যায়। ২। ক্ষেমাই—ক্ষেমা, ক্ষমা, সংযম, নিবৃত্তি। ক্ষেমা বা খেমা দেওয়া অর্থ নিবৃত্ত হওয়া। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সকল প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হয়ে সকল প্রকার তৃষ্ণার (কামনা-বাসনার) নিবৃত্তি সাধনের কথা বলা হয়েছে। ৩। আদর্শে 'অঙ্কর'। এই শব্দের অর্থ ঠিক বুঝা গেলনা। অঙ্কুশ হতে পারে। অঙ্কুশ দ্বারা যেমন বৃহৎ ঐরাবতকে আয়ত্তে আনা যায় 'নিবৃত্তি' রূপ অঙ্কুশ (ক্ষেমা) দ্বারা বিষয়-বাসনা রূপ ঐরাবতকে বন্দী করা যায়। ৪। চার স্হিষ্টি: বৌদ্ধতন্ত্রমতে দেহের মধ্যে চার চক্র বিদ্যমান। যথা: নির্মাণ, ধর্ম, সম্ভোগ ও উষ্ণীষ-কমল। এগুলি সাধন-মার্গের বিভিন্ন স্তর। কিন্তু বাসনার নিবৃত্তি ('ক্ষেমাই') যদি না থাকে তবে সাধনায় কোন ফল লাভ হয়না। অতএব 'ক্ষেমাই' বড়। ৫। কাম, ক্রোধ, লোভ এবং মোহ এই চার রিপুকে সাধনার পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বলে 'চারি দুষ্ট' বলা হয়েছে। আদর্শে-'একান্ত'। ৬। ঘট—দেহ, কায়া। ৭। মোনাই—মন, অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত। অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত (জীবাত্মা) অবিদ্যার মোহে সংসারে কামনা-বাসনার জালে আবদ্ধ হয় এবং সিদ্ধিলাভের পথ থেকে সাধকে দূরে টেনে নিয়ে যায়। তাই সে চোর। তুলনা:

নয়ান জথাতে দৃষ্টি তথা মনুবায়। সবদ জথাতে মুণে তথা চলি জাএ॥
জথা তথা চলি জাএ অপনার সুখে। ফিরিয়া আইসে মনুরায় আখির নিমেসে॥

ভট্টশালী সম্পাদিত স্যামদাসের 'মীনচেতন'।—৪৪ পৃ:।

১৯ এবং ২০ চর্যাপদে 'মন'-এর কথা আছে। ৮। গহীন—গভীর, দুর্গম। এখানে মন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়-বাসনার প্রভাবে চলে বলে ভয়ঙ্কর অরণ্য-পথের কথা বলা হয়েছে। ৯। তুলনা: 'ক্ষেমাই প্রেমাই দুই হএ একত্তর। করন্ত যুদ্ধে সজ্জা অতি মনোহর॥'—সির্নামা। ৩০০ পৃ:। ব., সু। আ, শ।

গুপিচন্দ্র বলে মাও করো অবধান।
ভেদিনু ৩২ কোঠা[1] আর ১৬ নাম[2]॥
হইলাম মুক্ত[3] [আমি] জানিনু ভাল মনে।
নিজনাম[4] পাইনু মাও গুরুকে সেবনে॥
সাম যজু ঋক্ অথ[5]পূর্ব চারি বেদ[6]।
তাহার মধ্যে পাইনু নিজনামের ভেদ॥
আগমেতে[7] দিয়া মন নিগমেতে[8] বসি।
গুরু মুখে পাইনু নাম উহং তপস্বী॥

---

১। ৩২ কোঠা—বত্রিশ নাড়ী। তুলনা: "দ্বাত্রিংশন্নাড়িকা-শক্তিস্তাসাং মধ্যে প্রধানাবধূতিকা বিরমান স্বরূপা।" —১১নং চর্যার টীকা। অন্যত্র: "ললনা প্রজ্ঞাস্বভাবেন রসনো পাসংস্থিত। অবধূতি মধ্য দেশে তুগ্রাহ্য গ্রাহক বর্জিতা।" হিন্দু-তন্ত্র মতে নাড়ীর সংখ্যা ৩২। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না (গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী) প্রধান তিন নাড়ী, মহানদী হিসাবে দেহে অবস্থানরত। অন্য সব নাড়ী উপনদীর মত। বৌদ্ধতন্ত্রে ৩২ নাড়ীর মধ্যে ললনা, রসনা ও অবধূতিকা প্রধান তিন নাড়ী। 'তালিব নামার' কবি শেখ চান্দের মতে: "চৌষট্টি নাড়ী জান শরীর মাঝার।" 'সুরত নামার' কবি হাজী মহম্মদের মতে প্রধান নাড়ীব সংখ্যা দশ। যথা:

"ইঙ্গলা পিঙ্গলা ধাত কুপিনী শঙ্খিনী। গান্ধারিকা হস্তিজিহবা পরাশ নাগিনী॥"

'সির্নামার' কবি শেখ মনসুরের মতে প্রধান নাড়ীর সংখ্যা দ্বাদশ। যথা:—ইঙ্গিলা, পিঙ্গিলা, সুষুম্না, গান্ধারী, কুহু, হস্তিজিহবা, পুষা, পশ্বিনী, শঙ্খিনী, মুষা, কুণ্ডলিকা ও ব্রহ্মনাড়ী। বৌদ্ধতন্ত্রমতে হৃদয়ে অবস্থিত ধর্মচক্রে ৩২টি দল আছে। এখানে সেই ৩২ দলের কথাও বলা হতে পারে। কিন্তু 'কোটা' অর্থাৎ কোঠা শব্দের ব্যবহারে ৩২ নাড়ীর সমর্থন পাওয়া যায়। ২। ১৬ নাম—১৬ দল। বৌদ্ধ তন্ত্র মতে কণ্ঠে অবস্থিত চক্রের নাম সম্ভোগ চক্র। হিন্দু-তন্ত্র মতে কণ্ঠে অবস্থিত চক্রের নাম বিশুদ্ধ চক্র। উভয় চক্রেই ১৬টি দল আছে। এখানে সেই ১৬ দলের কথা বলা হয়েছে। (১৪৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা ও ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। ৩। আদর্শে 'মুত্তি'। ৪। নিজনাম—সোহম্ নাম। (১৪৯ পৃষ্ঠার টীকা ও ২৬ পৃষ্ঠায় নিজ নামের মহিমা কীর্তন দ্রষ্টব্য)। পুঁথির বহু স্থানে নিজ নামের কথা আছে। তন্ত্রশাস্ত্রের মতে নিজনাম হচ্ছে পরমব্রহ্মের সঙ্গে সাধকের একত্বলাভ। এখানে সেই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ২৬ পৃষ্ঠায় নিজনামের যে মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে তা মোটামুটিভাবে সাধন পথে সিদ্ধিলাভের ভাবকে ধরা যায়। ৫। আ: 'সাম জনু বিদ্ধ অথ'। ৬। আদর্শে 'হদ'। পুঁথিতে প্রায়ই বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদির কথা পাওয়া যায়। তাতে মনে হয় নাথ-ধর্মকে কবি যে পর্যায়ে দেখেছিলেন তাতে হিন্দু ধর্মের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। ৭, ৮। আগম ও নিগম—'যাহা শিব কর্তৃক কথিত ও ভগবতী কর্তৃক শ্রুত হইয়াছে, তাহার নাম আগম। যাহা ভগবতী কর্তৃক কথিত ও শিব কর্তৃক শ্রুত হইয়াছে, তাহার নাম নিগম। গণেশ এই আগম ও নিগম উভয়ই লিখিয়া প্রচারার্থ সিদ্ধ-পুরুষের নিকট প্রদান করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে আগম ও নিগম একার্থেও প্রয়োগ হইয়া থাকে।" -মহা নির্ব্বাণতন্ত্রম। টীকা ১৬-১৭ পৃষ্ঠা।

উহং মন্দিরে আছে তিন নাম[1] দড়।
তাহার চাহিতে আর নাম নাহি বড়॥

সেই তিন নিজনাম পাইনু গুরুর স্থানে।
অমর হইল কায়া উহং সাধনে॥

উহং[2] মন্ত্রের বড় নাম নাহি আর।

কিবা হিন্দু মুসলমান সেহি নামে পার॥[3]
গুরুকে সেবিনু মন করিয়া একান্তর॥

মৃত্যু পথ দূরে গেল হইনু অমব॥

শুনিঞা মুনির মনে বাড়িল আনন্দ।
এবেসে জানিনু বাছা অমর হইল কন্ধ॥[4]

মুনি বলে গুপিচন্দ্র সাধিলে যোগসার।
ভেদ কহ শুনি বাছা যোগের বিচার॥

কোন ফুলে বাছা তোমার দেহের খণ্ডে পাপ।
কোন ফুল[5] বাছা তোমার জগতের বাপ॥

কোন ফুল[6] বাছা সংসারে করে আড়।
কোন ফুল[7] বাছা তোমার সংসারের বড়॥

১। তিন নাম—"তে তিনি তে তিনি তিনি হো ভিন্না"—৭নং চর্যা। টীকাতে আছে: "বাহ্যেস্বর্গমর্ত্ত পাতালম্ অধ্যাত্মে কায়বাকচিত্ত দিবারাত্রিসন্ধ্যা-যোগ যোগিনী তন্ত্রাদিকং বোদ্ধব্যম।" বৌদ্ধতন্ত্রের 'কায়বাক চিত্তের' কথা বলা হয়েছে কি? তুলনা: বৌদ্ধমতে—ত্রিশরণ: বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ। হিন্দুমতে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব; স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল। ২। উহং—সোহ্‌ম শব্দের স্থলে অপপ্রয়োগ। ৩। তখনকার দিনের মুসলমান কবির মুখে একথা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। যে কোন কারনেই হোক যুগের অনেক মসলমান সুফি ভাবাপন্ন কবি এবং সাধক বৈষ্ণব, হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্র শাস্ত্রেব ভাব-ধারা দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তুলনা:

"মোহাম্মদ নিরঞ্জন হিন্দু সবে কহে। ব্রহ্ম ভাবিতে সে যে আপনে ব্রহ্মা হএ॥
বেদ পুরানেত এহি কহিছে নিশ্চএ। কিতাবেত এহি মত ফরমান আছএ॥"—সুরতনামা। ১৮১ পৃ:।

অথবা, "নুর মোহাম্মদ জান মিত্র নিরঞ্জন।"—মীর মহম্মদ শফীর 'নুরনামা'।—১৮১ পৃষ্ঠা।

অথবা, "ধাইতে ধাইতে যদি শ্রমযুক্ত হইল। নুরের সকল অঙ্গে ঘর্ম নিকলিল॥

*　　*　　*　　*　　*　　*

বাম কণ্ঠে এক বিন্দ যেথানে গ্রবিল। সেই ঘর্মে ব্রহ্মা পয়দা তখনে হইল॥ ঐ।—২২৪ পৃ:।

অথবা, "ত্রিপিনীর ঘাটে যেবা নিতি স্নান করে। কোটি কোটি পাপে তারে কি করিতে পারে।"
—যোগ কলন্দর।—১০৮ পৃষ্ঠা।

অথবা, "নবম কমলে আছে ছিরি নিরঞ্জন। প্রচারিতে দোষ অতি গোপত বচন॥

*　　*　　*　　*　　*　　*

তেকারণে প্রচার না কৈল হিন্দুয়ানি। মুর্শিদ ভজিয়া লও হইয়া কানাকানি॥—সির্নামা—৩০৬,-৭ পৃ:।

এরকম অনেক দৃষ্টান্ত আছে। (ভূমিকা দ্র:)। ৪। কন্দ – স্কন্ধ, দেহ, কায়া। ৫,৬,৭। আদর্শে 'ফুলে'।

গুপিচন্দ্র বলে মাও শুন আমার ঠাঁই।
এহি ভেদ কহিল গুরু হাড়িফা গোসাঞি॥
ধ্যান করিলে মাতা দেহের খণ্ডে পাপ।
জ্ঞান ফুল হএ মাতা জগতের বাপ॥
যশগুণ ফুল মাতা সংসারে করে আড়।
উহং নামে ফুল মাতা জগতের বড়।[১]
পুনরপি[২] পুছে মাতা মএনা মতী নাই।
চারি চন্দ্রের কথা বাছা কহ আমার ঠাঁই॥[৩]
কোন চন্দ্র বাছা গুরু মুখে শুনি।
কোন চন্দ্র বাছা তবে রাখিল পরাণি॥
কোন চন্দ্র বোলাইল শরীরের সাথে।
কোন [চন্দ্র] ভক্ষণ করিল গোর্খনাথে॥
রাজা বলে কহিব মাতা তোমার চরণে।
ইহার ভেদ পাইনু গুরু হাড়িফার স্থানে॥

১। ময়নামতীর প্রশ্নের উত্তরে গুপিচন্দ্র 'চার ফুলের' বর্ণনা দিচ্ছেন। ধ্যান-ফুল, জ্ঞান-ফুল, যশ-ফুল ও সোহং-ফুল অর্থাৎ আমিত্ব বিলোপ সাধন—এই চার ফুল। ২। আদর্শে 'পুন্যরূপি'। ৩। চন্দ্র—হিন্দু-শাস্ত্রমতে ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রি মুনির পুত্র চন্দ্র এবং রোহিনী প্রভৃতি ২৭ জন স্ত্রীর স্বামী। এক অর্থে চন্দ্রকে দেহের বীর্য বা শুক্র হিসাবে ধরা হয়। তুলনা: "মাংসে মাংস বাড়ে, ঘৃতে বাড়ে বল। দুধে চন্দ্র বাড়ে, শাকে বাড়ে মল॥" —ডাকের বচন। তন্ত্র-শাস্ত্রমতে চন্দ্রকে ইড়া, ললনা বা প্রজ্ঞা বলে ধরা হয়। কিন্তু মধ্য যুগীয় কবিরা চন্দ্রকে সূক্ষ্মভাবে ভাগ করে আর এক তন্ত্র-শাস্ত্রের সৃষ্টি করেছেন। বর্তমান গ্রন্থে তারই আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ভট্টশালী সম্পাদিত 'মীনচেতনে' আছে :

"নব বিংশে কহি চারি চন্দ্রের কারণ। য়াদি চন্দ্র জলবিন্দু গুরু মুখে জান॥
নিজ চন্দ্রে জানিবা জে রহিছে পরাণ। বিকাস উৎপন্ন জেন মুদিত সন্ধান॥
উন্মত্ত চন্দ্রে জান জুড়িয়াছে সর্ব্ব স্থান। গড়ল চন্দ্রের কথা ষুনহ বাখান॥
ভক্ষিল গরল চন্দ্র আপে গোর্ক্ষরায়। য়াপনে বুজিয়া চলিবা জেমনে জেনা পাএ॥
মুলচন্দ্র জেই জানে তুরিতে গমন। নিজচন্দ্র আগে চলে পাছে চলে মন॥"—৪২ পৃঃ।

অন্যত্র, "উন্মত্ত চন্দ্রের কথা ষুনহ লৈক্ষন। উন্মাদ চন্দ্র আছে সরির ভিতর॥
গরলচন্দ্র সঙ্গে চলে হইয়া একান্তর। আদ্য চন্দ্র সেসে চলে ধর্ম্মে উর্দ্ধে ভর॥"--ঐ।

তালিবনামা : "চারিচন্দ্র চারি বীজ পুনিসে আদম। আদ্য চন্দ্র মগজ আর নিজ চন্দ্র দম॥
অনুমত চন্দ্র, লহু, তনু রুহানি আদম। স্থাপন করিছে তাতে এচারি মোকাম॥"—৬১ পৃঃ।

নুরনামা : "আদি চন্দ্রনাম বোল কাহার রাখিল। নিজ চন্দ্র দিয়া বোল কাহারে স্বজিল॥
উন্মত্ত চন্দ্র দিয়া কৈলা কোন কাম। গরল চন্দ্র বোল হএ কাহার নাম।
এই চারি চন্দ্রের ভেদ যেই নরে জানে। রাখউক নবী সবে দেবে তারে মানে॥"—২২২ পৃঃ।

আদ্য[১] চন্দ্র বলি মাতা গুরু মুখে শুনি।
নিজচন্দ্র মাতা তবে রাখিল পরাণি॥
উন্মত্ত[২] চন্দ্র বোলাইল শরীরের সাথে।
গরলচন্দ্র ভক্ষণ করিল শ্রীগোর্খনাথে॥[৩]
মুনি বলে হইনু মুগী গলে দিয়া কেতা।
অনুপাম বৃক্ষের[৪] কহ দেখি কথা॥
স্বর্গ মর্ত পাতাল ভরিয়াছে ঠাঁই ঠাঁই।
চক্ষু মেলিয়া রূপ দেখিতে না পাই॥
রাজা বলে মাতা [তুমি] অবধান কর।
ইহাব ভেদ কহিল মোকে গুরু জলেন্দ্রব॥
অনুপাম বৃক্ষেব নাহি ডাল আব পাত।
সংসার ভাঙ্গিয়া মাতা মিশাইবে তাত॥
স্বর্গ মর্ত পাতাল ভাঙ্গিলে না ভাঙ্গিবে সে।
অহর্নিশি বরিষিলে নাহি ভিজে যে॥
খর্গেও হানিলে তাহাব নাহি রূপ ব্যথা।
সত্য গুরু ভজিযা পাইনু পর্বতেব[৫] কথা॥

---

১। আ-‘আদ্দ’। ২। আ-‘উলমত্ত’। ৩। পিতার ঔরস বিন্দু খুব সম্ভব ‘আদি চন্দ্র’, দেহের শুক্র ‘নিজচন্দ্র’ আর যৌবনের উন্মাদনা ‘উন্মত্ত চন্দ্র’। ‘গবল চন্দ্রের’ সঙ্গে গোরক্ষনাথের সংযোগ সম্বন্ধে নাথ ধর্মের এক কাহিনীতে আছে: কোনও প্রকারে গোরক্ষনাথের মন ভুলাতে না পেরে দেবী একদিন ছলনা করে সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা অবস্থায় গোরক্ষনাথের সামনে শায়িতা হলে গোবক্ষ ধ্যানে সব টের পেয়ে বিল্ব-পত্র দ্বারা দেবীর আবরণ এবং পূজা এই দুই কাজই সেরে ফেলেন। দেবী তাতে তুষ্ট না হয়ে ‘মাছিরূপে’ গোরক্ষের উদরে প্রবেশ করলে গোরক্ষ ‘দশদুয়ার’ বন্ধ করে দেবীকে পীড়ন কবতে থাকেন। অনেক কাকুতি-মিনতির পর গোরক্ষ দেবীকে গুহ্যদ্বার দিয়ে বের করে দেন। অতঃপর কুপিতা দেবীর অনুরোধে শিব গোরক্ষনাথকে এক ষোড়শীর পাণি গ্রহণ করতে আদেশ দিলে নিরুপায় গোরক্ষনাথ প্রথম দর্শনেই শিশুরূপ ধাবণ করে কন্যাকে মা, মা বলে ডাকতে থাকেন। এখানে গোরক্ষের ইন্দ্রিয়-সংযম না দেবীকে (বীর্য বা শক্তি রূপিনী প্রকৃতি) পেটে ধাবণ--কোনটাকে ‘গরল চন্দ্র’ ভক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে ঠিক বুঝা গেলনা। খুব সম্ভব শেষেরটা।

৪। অনুপাম বৃক্ষ—পরমাত্মা, ধর্মকায় বা প্রভাস্বর শূন্য। তুলনা:

| | |
|---|---|
| “কাটিলে না যাএ কাটা নহে খান খান। | ঈশ্বরেব বিম্ব হএ ভূমির প্রমান॥ |
| * ” * * | * * * |
| তত্ত্ব তনু বলি যারে একে একে কই। | তত্ত্ব যারে বলি তার জন্ম মৃত্যু নাই॥ |
| কাটিলে না হএ খণ্ড না পোড়ে আনলে। | পবনে না নাড়ে তারে নাহি ডুবে জলে॥ |
| ভাঙ্গিলে না হএ ভঙ্গ ভুবে না মিলাএ। | পুরান বলিবে তত্ত্ব নবীন যে সদাএ॥ |
| জন্ম-মৃত্যু নাহি তত্ত্ব তনে নাহি ছায়া। | স্বরূপ সুক্ষনী হএ এসকল মায়া॥” |

—জ্ঞান ও আগম সাগর।

৫। পর্ববতের কথা—এই শব্দ অর্থহীন। পাঠে ভুল আছে মনে হয়।

মুনি বলে গুপিচন্দ্র শুনহ বচন।
চন্দ্র সূর্য[১] দুই দেব বিধাতার সৃজন॥

রাত্রি দিবা করিয়া সৃজন [করিল] করতার।
চন্দ্র সূর্য দুই [হএ] এক সমতার॥

চন্দ্রেব অমাবস্যা বাছা মাসে মাসে জানি।
সূর্যের অমাবস্যাব কথা কহ দেখি শুনি॥

বাজা বলে পাইনু ভেদ মহাগুরুব পাশে।
সূর্যেব অমাবস্যা মাতা লাগে মাসে মাসে॥

সূর্যেব অমাবস্যা যদি না হইত সংসাবে।
তবে কেন বাহু ধবে সূর্যদেবের তবে॥[২]

যেদিন নিশানাথ সম্পূর্ণ ১৬ কলা।[৩]
সূর্যের অমাবস্যা মাতা লাগে সেই বেলা॥[৪]

চন্দ্রেব অমাবস্যা হএ সূর্যেব পূর্ণমাসী।[৫]
সূর্যেব অমাবস্যাৎ হএ পূর্ণিমাব শশী॥[৬]

যেইদিন দিননাথ প্রতিপদ হয়।[৭]
কৃষ্ণপক্ষেব প্রতিপদ চন্দ্রেব তিথি ক্ষয়॥[৮]

---

১। চন্দ্র-সূর্য—রবি-শশী। যোগেব ভাষায়, ইড়া-পিঙ্গলা, ললনা-বসনা, দিবা-বাত্রি, গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব, প্রজ্ঞা-উপায় ইত্যাদি, ইত্যাদি। (১১ নং চর্যা দ্রষ্টব্য)। এখানে সাধাবণ অথে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়। ২। সূর্য গ্রহণকে কবি সূর্যের অমাবস্যা বলে ধবে নিয়েছেন। হিন্দু-পুরাণে আছে যে সাগব মন্থনে 'অমৃত' উত্থিত হলে বিষ্ণু অসুরদের বঞ্চিত করে সেই অমৃত দেবগণকে পরিবেশন করাব কালে রাহুদৈত্য দেবতার রূপ ধারণ করে অমৃত ভক্ষণ করাব সময় চন্দ্র-সূর্যেব কাছে ধবা পড়ে। তখন বিষ্ণু চক্রদ্বারা বাহুব দেহ দ্বিখণ্ডিত কবেন। কিন্তু যেহেতু অমৃত রাহুর গলদেশ অতিক্রম কবেছিল সেহেতু বাহুব উর্ধাংশ অমর। প্রতিশোধ গ্রহণ কবাব মানসে বাহু সুযোগমত চন্দ্র এবং সূর্যকে গ্রাস কবে। কিন্তু পেটহীন দেহে তাদেবকে ধরে বাখতে পাবেনা। গ্রহণ সম্বন্ধীয় হিন্দু-পুরাণের এই অলীক কাহিনী মুসলমান কবিও গ্রহণ কবেছেন।

৩,৪,৬। সূর্যগ্রহণ সাধারণতঃ অমাবস্যাব সময় ঘটে থাকে; পূর্ণিমা অর্থাৎ চন্দ্রের ষোলকলার দিনে নয়। যদি কোন যোগের ভাষা না হয়ে থাকে তবে কবিব বর্ণনা ত্রুটিপূর্ণ। ৫। সূর্যের 'পুন্ন্যবাসি' অর্থাৎ সূর্যের পূর্ণিমা বলতে কবি কি বুঝাতে চেয়েছেন তা ঠিক বুঝা গেলনা।

৭। দিননাথ অর্থাৎ সূর্যেব প্রতিপদ হবে কি করে? পাঠে ভুল আছে বলে মনে হয়।

৮। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হয়না। হিন্দু-শাস্ত্র অনুসারে অমাবস্যার পরদিন চন্দ্রের জন্ম হয় এবং দ্বিতীয়াতে চন্দ্র দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। কোন যোগেব ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে কিনা বলা কঠিন।

চন্দ্র সূর্য দুই দেব একই সমান।
অঙ্গুলির আজ্ঞাএ চন্দ্র হইল খান (খান) ॥[১]
যাহার প্রীতির লাগি রচিল ব্রহ্মাণ্ড।[২]
তাহার আজ্ঞায় চন্দ্র হইল খণ্ড খণ্ড॥[৩]
বাড়া টুটা নহে চন্দ্র তিথি ক্ষএ লুকি।[৪]
অকারণে চন্দ্র দেবের অমাবস্যা দেখি॥[৫]
তিথি ক্ষএ অমাবস্যা সর্বলোকে জানে।
সূর্যের আমাবস্যা না পাএ গুরুর স্থানে॥[৬]
প্রতিপদ লাগে সূর্যের ছাড়ে পূর্ণমাসী।[৭]
সেই কালে রাহু জায়া চন্দ্রেক করে গ্রাসি॥[৮]
অষ্টমীতে চন্দ্র সূর্য এক ঘরে বাস।[৯]
সেইদিনে পুরুষের আবালের[১০] নাশ॥[১১]
ইহার ভেদ নাহি জানে সেই সে বর্বর।
কাঁকেড়ার দহে যেন ডুবিল কুঞ্জর॥[১২]

১, ৩। আবুজাহেল একদিন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে (দঃ) বলেছিলেন যে হযরত যদি চন্দ্রকে দু-টুকরো করতে পারেন তবে আবু জাহেল ঈমান আনবেন। হযরতের অঙ্গুলি নির্দেশে চন্দ্র দু-টুক্‌রা হয়েছিল। কিন্তু আবু জাহেল ঈমান আনেননি। ২। হাদিস্ শরীফে বর্ণিত আছে যে আল্লাহ্ সর্বপ্রথম হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) পবিত্র 'নূর' পয়দা করেছিলেন। আল্লার আদেশে ঐ নূর হাযার বৎসর আল্লার মহত্ব ও প্রভুত্ব অবলোকন করেন এবং সেজদায় মশ্‌গুল থাকেন। অতঃপর ঐ নূর চারভাগে বিভক্ত হন। প্রথম ভাগে 'আর্‌শ্' দ্বিতীয়ভাগে 'কলম', তৃতীয়ভাগে 'বেহেশ্‌ত্' এবং চতুর্থভাগে 'আলম এ আরওয়াহ্' (সমস্ত রূহ), ও 'মখলুকাত' (সমস্ত সৃষ্ট জীব) পয়দা হয়। মীর মহম্মদ শফীর 'নূরনামা' তুলনীয়। যথা:

"ধাইতে ধাইতে যদি শ্রমযুক্ত হইল। নূরের সকল অঙ্গে ঘর্ম নিকলিল॥
সেই ঘর্মে উপজিল যত কুদরতি। আর্শ কোর্স লোহ কালাম জীব স্বর্গ ক্ষিতি॥
প্রথমে মুণ্ডের পরে যত বিন্দু হইল। সেই বিন্দু নবী সব পয়দা হইল॥
*　　*　　*　　*　　*
যেই স্থানে যেই ধাতু গ্রবিল যখন॥ সেই ধাতু জন্মিলেক এ তিন ভুবন॥

৪, ৫। আঃ 'বারাটুটা'—বাড়াটুটা। অর্থাৎ চন্দ্র বাড়েওনা কমেওনা। চন্দ্রের তিথি ক্ষয় হয় বলে চন্দ্রের অমাবস্যা হয়। কিছুটা গ্রহণযোগ্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কবি দিয়েছেন। ৬। কোন যোগের ভাষা বোধ হয়। অথবা ভুল পাঠ। ৭, ৮। পূর্ণিমা ছেড়ে গেলে সূর্যের যখন প্রতিপদ হয় তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়। বিজ্ঞানের মতে চন্দ্র, সূর্য এবং পৃথিবীর গতি ও অবস্থানের বিবর্তনের ফলে গ্রহণ হয়। কবি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কিছুটা আভাষ দিয়েছেন। ৯, ১০। অষ্টমীতে যখন চন্দ্র সূর্য এক ঘরে বাস করে তখন স্ত্রী-সঙ্গম করলে আয়ু-বল নষ্ট হয়। তুলনা—"কলিজাতে কীট জন্মে অষ্টমী সঙ্গম"।—শেখ চাঁদের 'হরগৌরী সংবাদ'। ১১। আবাল ∠আবাল ∠আবোল ∠আম্বোল ∠আয়ুঃবল। ১২। অষ্টমীতে স্ত্রী-সঙ্গমের (কুফলের) ভেদ যে বর্বর না জানে সে হস্তীর মত বিশালকায় হলেও কাঁকড়ার গর্তের মত ক্ষুদ্র জলাশয়ে ডুবে মরবে।

পুত্রের বচনে মায়ের প্রাণ হইল স্থির।
মাএ বলে পুত্র যুগী হইল ফকীর॥
মাএ বলে গুপিচন্দ্র কায়া[১] কর্ন সার।
এখনে পুছিব ভেদ কায়ার বিচার॥
কোন জন বহে দোলা[২] কেবা ধরে ছাতি।
ঘট মধ্যে পুরুষের কোথাএ বসতি॥[৩]
জীব বন্দী কর্ন তবে কেমন প্রকারে।[৪]
যাওয়া আসা করে বাই[৫] কোন সে দুয়ারে॥
ছাড়ি যাবে চারি জন[৬] বিপত্ত ভুবনে।
রহে বহে তনের মধ্যে মরে কোন জনে॥
কএ[৭] নারি[৮] কএ কোঠা[৯] কএ দুয়ারী।
কোন দুয়ারে ঘরের সর্বস্ব যাবে চুরি॥
দ্বারী প্রহরী[১০] সব জাগিয়া ফিরে দ্বারে।
ঘরের সর্বস্ব চুরি যাবে কোন প্রকারে॥
ঘটের ভিতরে তবে চতুর্দশ ভুবন।
ঘট চিনিলে তার নাহিক মরণ॥
রাজা বোলে শুন মাও মএনামতীবাই।
ইহার ভেদ কহিল মোক হাড়িফা গোসাঞি॥

---

১। দেহ—যোগের ভাষায় ঘট। ভট্টশালী সম্পাদিত শ্যামদাসের "মীন চেতন"-এ আছে:

"প্রথমে কহিবা মোরে কায়া পরিচয়। কোথা হইতে আইসে কায়া কাহার ওদএ॥—৪২ পৃ:।

*          *          *          *          *          *

কলপানা করে যদি যনায়াব ধন। কায়া হইতে হইলেক ছায়ার কারণ॥
ছায়া হইতে কায়া আইল কায়া হতে মন। কায়া ছাড়ি সিব সক্তি আইল ততক্ষণ॥ — পৃ:।

২। দোলা—দেহ। এ দেহকে কে বা কাহারা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে এবং কে তার মাথায় ছাতি ধরেছে?

৩। এই দেহের মধ্যে পুরুষের অবস্থান কোথায়? পুরুষ বলতে কি শিবকে বুঝাতে চেয়েছে? তুলনা:

"কায়া হএ কামিনী পুরুষ হএ মন। মন হএ রমণী পুরুষ নিরঞ্জন॥"—আগম ও জ্ঞান সাগর"।

৪। সেই পুরুষরূপ শিবকে, জীব অর্থাৎ নরদেহ কি প্রকারে বন্দী করে রাখল? ৫। বাই—মন-পবন। ৬। 'চারি-জোন'—কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ না আব, আতস, খাক ও বাত? 'বিপত্ত ভুবোনে'—বিপদ-সঙ্কুল এই পৃথিবীতে। ৭। আদর্শে 'এক'। এক শব্দে ভাবের সঙ্গতি থাকেনা। কএ সঙ্গত শব্দ। ৮। আ-'নারী'—নারী বা নাড়ী? খুব সম্ভব নাড়ী। ৯। কোঠা—নাড়ী? নাড়ী এবং কোঠা উভয় শব্দ নাড়ী অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়। এই প্রশ্নের উত্তরে পর পৃষ্ঠায় রাজার উক্তিতে আছে: "ঘট মধ্যে নব নারী আর বত্তিষ কোঠা"। দেহের নাড়ীর সংখ্যা যে ৩২ তা অশাস্ত্রে মোটামুটি ভাবে স্বীকৃত। 'কোঠার খবর জানা নেই।' 'নারি' শব্দকে 'দুয়ার' হিসাবে ধরা যায়না। অথচ নাড়ীর সংখ্যা কোন কোন মতে দশ হলেও নয় কোথাও নেই। ১০। ইন্দ্রিয় সমূহ, সংবৃত বোধিচিত্ত।

রবি শশী বহে দোলা ধর্মে ধরে ছাতি।[১]
নিগূঢ় মন্দিরে দোলা[র] পুরুষের বসতি॥[২]
১৮ চিজে মাতা দোলার পত্তন।[৩]
একে একে কহি মাতা দোলার কথন॥
উর্ধমুখে আছে মাতা[৪] পবনের বোটা।[৫]
ঘট মধ্যে নব নারি[৬] আব বত্রিশ কোঠা॥

---

১। রবি-শশী—রসনা-ললনা, পিঙ্গলা-ইড়া, ইত্যাদি। তন্ত্রশাস্ত্র মতে ললনা-রসনা এই প্রধান দুই নাড়ী যথাক্রমে দেহের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থান করে যথাক্রমে রজ: ও বিন্দু বহন করে। তাই তারা দেহকে (দোলা) বহণ করে। কিন্তু এই নাড়ীদ্বয় যখন দেহের মধ্যস্থলে অবস্থিত অবধূতিকা (হিন্দুমতে সুষম্না) নাড়ীর সঙ্গে মিলিত এবং উর্ধগামী হয়ে দেহের বিভিন্ন চক্র ভেদ করে উষ্ণীষ কমলে (সহস্রারে) উপনীত হয় তখন সাধকের নির্বাণ (সিদ্ধি) লাভ ঘটে। ললনা-রসনা (ইড়া-পিঙ্গলা) নাড়ীদ্বয় ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু অবধূতিকা নাড়ী তাদেরকে সঠিকপথে চালিত করে সংবৃত বোধিচিত্তকে পরিশুদ্ধ করে নির্বাণ লাভের পথকে সুগম করে দেয়। তাই ধর্মরূপ অবধূতিকা (সুষম্না) নাড়ী দেহের উপরে 'ছাতি ধরে' অর্থাৎ দেহকে রক্ষা করে। ২। এই কায়ার (দোলার) একান্ত গুপ্ত মন্দিরে পুরুষের (শিবের) অবস্থান। আগের পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত "কায়া হএ কামিনী . . ।" পদ দ্রষ্টব্য। হিন্দু-তন্ত্রমতে সহস্রারে শিবের অবস্থান। সেই শিবের সঙ্গে শক্তির মিলন ঘটাতে পারলেও সাধকের সিদ্ধিলাভ ঘটে। এখানে 'পুরুষ' খুব সম্ভব শিব। ৩। মধ্যযুগীয় সুফি কবিদের মতে বাপের চার, মায়ের চার এবং সৃষ্টি-কর্তার দশ—এই আঠার চিজে নরদেহের (দোলার) সৃষ্টি। তুলনা:

> "বাপের চারি মায়ের চারি আল্লার দওাদস। আঠার মোকামের মদ্ধে খেলে মোহারস"॥
> খোদা বখ্‌শের 'গাযী কালু চাম্পাবতী' (অপ্রকাশিত)।
> "বাপের চারি মায়ের চারি সাহেবের দশ। আঠার মোকাম মধ্যে চলে মহারস॥"—'তালিব নামা'।
> "বাপমায়ের অষ্টচিজ দশ সাহেবের। এহিত আঠার চিজ নিজ শরীরের॥"—'সুরতনামা'।
> "এই দশ গুন হএ প্রভুর নি-চএ। বাপ মায়ের অষ্ট গুন যেই হএ॥"—'সির্নামা'।

৪। আ-'মাথা'। ৫। মন পবন —'বোটা' টীকা দ্র:। ৬। নব নারি—নব নারী, নয় নারী, নব নাড়ী না নয় নাড়ী? তন্ত্র-শাস্ত্রে কোন কোন ক্ষেত্রে কায়াকে নারী ধরা হয় এবং সে ক্ষেত্রে মনকে পুরুষ ধরা হয়। আবার মনকে নারী ধরা হয় তখন নিরঞ্জন অর্থাৎ শিবকে পুরুষ ধরা হয়। কিন্তু নব বা নয় নারীর কথাতো শুনা যায়না। আবার দেহের মধ্যে দশ থেকে চৌষট্টি নাড়ীর কথা বিভিন্ন মতে দেখা যায়। কিন্তু নয় বা নব নাড়ীর কথা পাওয়া যায়নি। এখানে 'নব নারি' শব্দের সঠিক অর্থ বুঝা গেলনা। খুব সম্ভব পাঠে ভুল আছে। ৭। আ-'বত্তিষ কোটা'—বত্রিশ কোঠা। যোগের ভাষায় দেহের মধ্যে বত্রিশ নাড়ীর অবস্থান সাধারণভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রে স্বীকৃত। এই দুই তন্ত্রে 'কোঠা' বলে কোন স্বতন্ত্র বস্তু আছে বলে জানা নেই। এখানে কোঠা নাড়ী অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়।

ঘট মধ্যে আছে মাত্র ত্রিজগতের সার ।[১]
চিনিতে বচন কর্ণ কাগ্য[২] কর্ণ তার ॥
চক্ষু মূলে সব দেখি বসিয়া আপনে ।[৩]
শূন্য মনে বসিয়া নাথ ভাল মন্দ শুনে ॥[৪]
গন্ধ সুগন্ধ বাও নাসিকাতে পাএ ।
জিহ্বায় বসিয়া নাথ ভাল মন্দ কএ ॥[৫]
নগদি গুরুর[৬] দুই পথ[৭] সৃজিল আপনে ।
মনুষ্যের শরীর হএ তাহার সংগ্রামে ॥[৮]
পুষ্প মধ্যে গন্ধ যেন দুগ্ধ মধ্যে ননী ।[৯]
শরীর মধ্যে তেমতি আছে চূড়ামণি ॥[১০]
চতুরদশ ভুবন মধ্যে দশমি দুয়ারী ।[১১]
খিড়কীর দ্বারে সর্বস্ব ঘরের যাবে চুরি ॥[১২]

১। তুলনা:"যাহা আছে ভাণ্ডে, তাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে।"

"যত কিছু দিয়া পয়দা কৈল দুনিয়াই। বান্দার শরীরে সব আছে এহি ঠাঁই ॥
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল যে এ তিন ভুবন। বান্দার শরীরে আছে এসব লক্ষণ ॥"—সুরতনামা।

২। কাগ্য শব্দের অর্থ বুঝা গেলনা। পাঠে ভুল আছে। ৩, ৪। গুপি চন্দ্রের চক্ষু খুলে গেছে। তাই চক্ষু মেলে তিনি সবকিছু অবলোকন করতে পারেন। আর তাঁর গুরু চক্ষু বন্ধ করেও (শূন্যমনে) সব কিছু দেখতে এবং শুনতে পারেন। ৫। নাথ পন্থীদের কাছে গুরুর স্থান অত্যন্ত উঁচুতে। গুরুই একমাত্র ভরষা এবং ত্রাণকর্তা। গুরু শিষ্যের দেহ-মনকে পরিচালিত করে, ভক্ত যা বলে গুরুই তাকে তা' বলান। আলোচ্য পুঁথির ৮১ পৃষ্ঠায় আছে "নিরঞ্জনের বদলে গুরুপ্রশনি"। গুরুকে চিনিলে বাছা নিরঞ্জনকে চিনি ॥" ৬। 'নগদি' শব্দের অর্থ বুঝা গেলনা। পাঠে ভুল আছে মনে হয়। ৭। দুই পথ—ভাল এবং মন্দ পথ। ৮। সাধারণ অর্থে ভাল এবং মন্দের সংগ্রামে মানুষের জীবন। যোগের ভাষায় ইন্দ্রিয়লব্ধ কামনা বাসনা দ্বারা পরিবৃত সংবৃত (বোধিচিত্ত জীবাত্মা) হচেছ মন্দ আর পরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত অর্থাৎ ধর্মকায় (পরমাত্মা) হচেছ ভাল। এই দুইয়ের রণভুমি হচেছ মানুষের দেহ। ৯, ১০। চূড়ামনি—ধর্মকায় বা পরমাত্মা। তুলনা:

"শরীরে আত্মা বৈসে ব্যাপিত মন। বধির সহিতে যেন রহিয়াছে কান ॥
দুগ্ধের মধ্যে যেন ব্যাপিত ননী। শরীর আত্মার মধ্যে এ তিন বাখানি"॥—সুরতনামা।

১১। তুলনা: "দশমি দুয়ারত" অর্থাৎ নবদ্বারের অতিরিক্ত নির্বাণরূপ 'বৈরোচন দ্বার'।—৩নং চর্যা। 'বৈরোচন-দ্বারোপি'।—ঐ টীকা। ধর্মকায় বুদ্ধকে অনেক সময় বৈরোচন বুদ্ধও বলা হয়ে থাকে। পরমার্থ সত্য, বুদ্ধত্ব বা নির্বাণ লাভের পথকে ৩নং চর্যাতে বৈরোচন দ্বার বলা হয়েছে। আলোচ্য পুঁথির 'দশমি দুয়ারি' অর্থ দশম নয় দশ দুয়ার। তন্ত্র শাস্ত্র মতে দুই কান, দুই চোখ, দুই নাসিকা, মুখ, গুহ্যদ্বার, ও লিঙ্গদ্বার নিয়ে 'নবদ্বার'। আর তাদের সঙ্গে 'দশমী দুয়ার' ব্রহ্মরন্ধ্র যোগ করে দশ দুয়ার। সুফি কবিদের মতেও দশ দুয়ার। ১২। দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে দশ দুয়ার। এই দশ দুয়ারের বাইরে আছে খিড়কীর দুয়ার, অর্থাৎ কামনা-বাসনার প্রতীক মন। সেই মনের মাধ্যমে সর্বস্ব চুরি যাবে। (১৫০ পৃষ্ঠা পাদটীকা দ্রঃ)।

জাগিতে জাগিতে প্রহরী[১] যাইবে নিন্দ।
পৈখবের[২] পাড়ে চোবা[৩] দিবে গিয়া সিন্দ ॥
দ্বারী প্রহরী [সব] ছাড়িবে চকি থানা[৪]।
পাঁচ পণ্ডিত[৫] ছাড়িবে ভাঙ্গিবে বারামখানা ॥[৬]
উপরে খিড়কীর[৭] দ্বার নামাএ ত্রিপিণীর ঘাট।[৮]
এক গাছি[৯] কেশ আছে দ্বাবেব কপাট[১০] ॥
যখন যাইবে চোবা[১১] চুরি করিবাব।
কপাটেব খিল ভাঙ্গি কবিবে দুয়াব ॥
ছাড়ি যাবে চারি জন[১২] বিপত্ত ভুবনে।
বহে বহে স্তনেব মধ্যে মবে কোন জনে ॥[১৩]

১। প্রহবী—ইন্দ্রিয়দ্বাবা প্রভাবান্বিত অপবিশুদ্ধ বোধিচিত্ত। ২। পুকুবেব, দেহ-সরোবরের। ৩। মৃত্যু, কালযম। ৪। আপন আপন পাহাবাব স্থান। ৫। পাঁচ পণ্ডিত—(ক) পঞ্চস্কন্ধ : রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার সমূহ ও বিজ্ঞান; (খ) পঞ্চভূত: অপ্, তেজ্, ক্ষিতি, মরুৎ ও ব্যোম্; (গ) দাবা খেলাব পঞ্চজনা : বাজা মন্ত্রি, গজ অশ্ব ও নৌকা। ৬। বাবামখানা—রাজদরবার। এখানে দেহরূপ বাজপ্রাসাদ। ৭। খিড়কীব দ্বাব—সাধাবণ অর্থে বাড়ীর পেছনের দরজা। যোগের ভাষায়, কামনা বাসনা যে দ্বাব দিয়ে প্রবেশ কবে সেই চঞ্চল চিত্ত। ৮। ত্রিপিনীর ঘাট—১৫৪ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য। এখানে উপবে চঞ্চল চিত্তেব (খিড়কীব দ্বাব) এবং নীচে ত্রিপিনীব ঘাটেব অবস্থানের কথা কবি বলেছেন। চঞ্চল চিত্তেব স্থান হৃদয়ের উপবেব দেশে না হওয়াবই কথা। খুব সম্ভব হৃদয়ে অবস্থিত ধর্মচক্রকেই তার আবাস-স্থল বলে কবি ইঙ্গিত করেছেন। তা যদি হয় তবে কবিব বর্তমান ইঙ্গিত মতে ত্রিপিনীর ঘাটেব অবস্থান ও নির্মাণ চক্রেই হবে। ললাট দেশে নয় (১৫৪ পৃষ্ঠাব পাদটীকা দ্রষ্টব্য।) ৯। আ-'একগছি'। ১০। দ্বারের অর্গল এক গাছি কেশেব মত সুক্ষ্ম। ১১। মৃত্যু, যম। ১২। চাবিজন—কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ এই চার রিপু। ১৩। এই প্রশ্ন ময়না গুপিচন্দ্রকে করেছিলেন। উত্তবে প্রশ্নেরই পুনবাবৃত্তি করা হয়েছে।

উপবোক্ত দশ পদেব মোটামুটি অর্থ দাঁড়ায় : সংবৃত বোধিচিত্ত ইন্দ্রিয় সমূহেন প্রভাবে অতন্দ্র প্রহরীরূপে বিদ্যমান থাকলেও (পরিশুদ্ধ হয়ে ধর্মকায়ের সঙ্গে মিলিত না হতে পাবলে কালেব অমোঘ বিধানে) সে একদিন তাব অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলবে। মৃত্যু এসে অতর্কিতে তাব গৃহেব অভ্যন্তবে তস্কবের মত অনুপ্রবেশ করবে। ইন্দ্রিয় সমূহ যারা এতদিন প্রহরীরূপে অবস্থান বত ছিল তাবা আপন আপন স্থান ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে। পঞ্চভূতের সমন্বয়ে যে দেহরূপ প্রাসাদ গড়ে উঠেছিল তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কবি আরও বলেছেন: সাধন মার্গের প্রথম স্তর যে ত্রিপিনীর ঘাট তার উপরেই চঞ্চল চিত্তেব অবস্থান। যে দ্বাব দিয়ে মৃত্যু আসবে তার অর্গল এক গাছা কেশের মত সূক্ষ্ম এবং ভঙ্গুর। মৃত্যু যখন আসবে তখন সেই দ্বার ভঙ্গ করে সে গৃহেব অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে। তখন কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ নামধারী চাব ব্যক্তি একে একে সবে পড়বে। 'স্তনের' (তনের) অর্থাৎ দেহের মধ্যে মৃত্যু ঘটে কার? মৃত্যু ঘটে আত্মার—যোগের ভাষায় বাই বা প্রাণের। আব সব থেকে গেলেও তার অবর্তমানে তারা সব অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। অসার দেহ পঞ্চভূতে মিশে যায়।

ধ্যান করিলে জ্ঞানের পাএ সদ্ধি।[১]
মাকেড়ার[২] সূতে[৩] আছে ঐরাবত[৪] বন্দী ॥[৫]
মাক্কাএ বহে ঝড় রবি সোন ছিচেন ঘাট।[৬]
শ্রীকলাতে[৭] বাদ্য বাজে উদয়গিরি[৮] নাট ॥

---

১। সন্দি—সন্ধান।

২। মাকড়, মাকড়সা, মাকসা প্রভৃতি নামে উর্ণনাভ নামক অষ্টপদী কীট পরিচিত। সং মর্কট। ৩। আ-'সতে' সূতায়। ৪। আ'-'ঐরাবত'। হস্তী। ৫। পূর্ব পৃষ্টায় কবি বলেছেন যে সাধনা দ্বারা সিদ্ধি বা নির্বাণ লাভ না করতে পারলে এ নশ্বর দেহ একদিন না একদিন মরে গিয়ে পঞ্চভূতে মিশে যাবে। কিন্তু ধ্যান অর্থাৎ সাধনা করলে সাধক জ্ঞানের সন্ধান পাবে এবং মৃত্যুকে জয় করতে পারবে। মৃত্যুকে জয় করে অমরত্ব লাভ করা নাথ সিদ্ধাদের চরম লক্ষ্যবস্তু। এই অমরত্ব লাভ কবাই আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। জ্ঞানের শক্তি এত বিরাট যে মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম হলেও বিশালকায় হস্তীকে তদ্বারা বন্ধন করা যায়। যোগের ভাষায় বিশালকায় ঐরাবত হচ্ছে ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়-বাসনার জালে আবদ্ধ সংবৃত বোধিচিত্ত। আর মাকড়সার সুতা হচ্ছে শূন্যতারূপ ধর্মকায়। ৬। পাঠের ভুলের জন্য এই পদের অর্থ উদ্ধাব করা সম্ভব হলনা। কবি তন্ত্রশাস্ত্রের সঙ্গে মুসলমানী ভাবধারার সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। 'মাক্কাএ' খুব সম্ভব মক্কায়। কিন্তু 'রবি সোন' শব্দের অর্থ কি? রবি সোন যদি 'রবিশশী' অর্থাৎ ললনা রসনা হয় তবে 'মাক্কা'কে উষ্ণীষকমল ধরা যেতে পারে। সেখানে কষ্টেস্ষ্টে একটা অর্থ দাঁড় করানো যায়। ৭। শ্রীকলা—১৫৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মরন্ধ্রে অর্থাৎ উষ্ণীষ কমলে শ্রীকলার হাটের অবস্থান বলে সাধারণতঃ ধরা হয়। অন্য মতও আছে। ৮। উদয়গিরি—পূর্বদিকে কল্পিত গিরি যেখান থেকে সূর্য উদয় হয়। তন্ত্রশাস্ত্র মতে মানবদেহে সপ্তগিবির অস্তিত্ব আছে। যথা:-(১) উদয়-গিরি, (২) অস্তগিরি, (৩) মণিগিরি, (৪) কূটগিবি, (৫) মলয়গিরি, (৬) হেমগিরি, ও (৭) সুমেরু। ৮। এই পদের অর্থও উদ্ধার করা গেলনা। আ-'উদয়গিবি নাট'। শ্রীকলাতে বাদ্য বাজে আর উদয়গিরিতে নাট-নৃত্য হয়।

বাসাতে ছাও[২] নাহি সদাএ উড়ে পড়ে।[১]

নগরেতে মনুষ্য নাহি বসতি চালে চালে।।[৩]

---

১। কতগুলি অবাস্তব এবং আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব ঘটনার প্রহেলিকা মালাকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করে বর্তমান এবং পরবর্তী ১৭ পদে বৌদ্ধতন্ত্রের সহজ সাধনার 'শূন্যতাবাদকে' ভিত্তি করে কবি নাথ-সাধন-তত্ত্বের আভাস দিতে চেয়েছেন। ৩৩নং চর্যা এই ভাব ধারার মূল ভিত্তি। পরবর্তীকালে কবীরের ভণিতায় এবং শ্যাম-দাসের 'মীনচেতনে' অনুরূপ ভাব-ধারা দেখা যায়। যথা :

| | | |
|---|---|---|
| ৩৩ চর্যা : | "টালত মোর ঘর নাহি পড়ি বেসী। | হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।। |
| | বেঙ্গস সাপ চড়িল জাই। | দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামাই।। |
| | বলদ বিআএল গবিআ বাঁঝে। | পীড়া দুহিঅই এ তিনি সাঝে।। |
| | জো সো বুধী সোহী নিবুধী। | জো সো চোর সোহী সাধী।। |
| | নিতি নিতি সিআলা সিহে সম জুঝই। | ঢেণ্ঢন পাএর গীত বিরলে বুঝই।।" |
| কবীরের ভণিতা : | "মুষকী নাও বিলাই কাড়াবী। | সোএ মেডুক নাগ পহারী।। |
| | বলদ বিয়াও গাভী ভই বাঞ্ঝা। | বাছুরি দুহাওএ দিন তিন সাঞ্ঝা।। |
| | নিতি নিতি শৃগাল সিংহ সনে জুঝে। | কহে কবীর বিরল জন বুঝে।।" |
| মীনচেতন : | "বাসাতে নাহি ডিম্ব ছাও কেনে উড়ে। | পখরিতে পানি নাহি পাড় কেনে বুড়ে।। |
| | নগরে মনিশ্যি নাই ঘর চালে চালে। | অন্দনে দোকান দেএ খরিদ করে কালে।।" |

(উপরে উল্লিখিত পদগুলির টীকা ভূমিকায় দেওয়া হয়েছে)।

২। আদর্শে লিপিকর-প্রমাদে 'ছার্ত্ত'। বাসাতে ছাও নাই—অর্থাৎ বাসা শূন্য। শূন্য বাসা থেকে কি উড়ে? 'বাসা' এখানে কায়া। 'ছাও' এখানে কামনা-বাসনার প্রতীক সংবৃত বা অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত। ললনা-রসনা নাড়ীদ্বয় অবধূতিকা নাড়ীর সঙ্গে মিলিত এবং ঊর্ধগামী হয়ে সংবৃত বোধিচিত্তের অর্থাৎ বিষয়-বাসনার নিবৃত্তি সাধন করার পর উষ্ণীষ কমলে উপনীত হয়েছে। ফলে সর্বপ্রকার তৃষ্ণার পরিসমাপ্তি ঘটাতে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে।। তাই 'বাসাতে ছাও নাই' অর্থাৎ পার্থিব বাসনার বিলোপে সব শূন্য। কিন্তু এই শূন্যতা বা মহাসুখকায় আনন্দময়। এই আনন্দ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ 'উড়ে পড়ে'।

৩। নগর—বস্তুজগত, রূপাদি বিষয়সমূহ—ইন্দ্রিয় দ্বারা যাদের অনুভূতি হয়। তুলনা : "নগরিকেতি রূপাদি বিষয় সমূহম্ বোদ্ধব্যম।"—১০নং চর্যার টীকা। অনুরূপ অর্থে নগর এখানে বাসনাধার দেহ বা বোধিচিত্ত। মনুষ্য—মানুষ শব্দের মধ্যযুগীয় রূপ। যোগের ভাষায় এখানে এই শব্দের অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়-বাসনা। বসতি—এখানে মহাসুখকায় অর্থাৎ আনন্দ। চালেচালে—সর্বত্র। অর্থ : অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত পরিশুদ্ধ হয়ে যখন ধর্মকায়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছে (জীবাত্মার পরমাত্মার সঙ্গে মিলন ঘটেছে) অর্থাৎ চিত্তযখন অচিত্ততায় বিলীন হয়েছে তখন বস্তুজগতে অর্থাৎ বোধিচিত্তে শূন্যতা বিরাজমান অর্থাৎ 'নগরে মনুষ্য নাহি'। কিন্তু এই শূন্যতা রূপ মহাসুখকায়ের আনন্দ ধারা সর্বত্র বিরাজমান অর্থাৎ 'বসতি চালে চালে'।

পৈথরেতে পানি নাহি পাহাড় কেন চোবে।[১]

অন্দলে দোকান দেএ খরিদ করে কালে।।[২]

চুড়াএ নূপুর বাঝে কাঁকালে বাঁশী বাএ।[৩]

মকর কুণ্ডল তিলক আগ্যাএ তার পাএ।।

---

১। **পৈথর—পুকুর।** যোগের ভাষায় দেহ বা কায়া। এখানে **বোধিচিত্ত। পানি—জল। যোগের ভাষায় কামনা-বাসনা।** পাহাড়—পাড়। উত্তর বঙ্গে পুকুরের পাড়কে পাহাড় বলে। চোবে—**চোয়ায়। অর্থ: অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত (জীবাত্মা)** সাধনার ফলে উষ্ণীষ কমলে (সহস্রারে) ধর্মকায়ের (পরমাত্মা) সঙ্গে মিলিত হবার ফলে **ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-বাসনার** বিলোপ সাধিত হয়েছে। ফলে শূন্যতাব সৃষ্টি হয়েছে। **অর্থাৎ দেহরূপ পুকুরে বাসনা রূপ পানি নেই বলে তা শূন্য।** কিন্তু **শূন্যতা রূপ** মহাসুখকায়ের আনন্দ দেহের সর্বত্র বিরাজ করছে। সেই আনন্দের ধারা সর্বাঙ্গে বয়ে চলেছে অর্থাৎ 'পাহাড়' চোয়াচেছ।

২। **অন্দল—অন্ধ।** যোগের ভাষায় এখানে গুরু। দোকান দেএ—জ্ঞান বিতরণ করে। **কালে—কালা, বধির। এখানে শিষ্য** শব্দের গুণবাচক অর্থে। তুলনা: "গুরুবোব সে সীসা কাল।"—৪০নং চর্যা। "কানা ভাইএ গীদ গাহে, বোবা ভাই রহি সুনে, টুটা হই মাদল সে বাহে।"—ফয়যুল্লাহর 'গোরক্ষ বিজয়'। ৪০নং চর্যাপদের অর্থ: **মহাসুখকায়ের আনন্দ** এমনি অনির্বচনীয় যে গুরু তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পাবেন না বলে তিনি বোবা এবং **শিষ্য তা অনুধাবন** করতে পারেন না বলে শিষ্য কালা। এখানে গুরু **অন্ধ** এবং শিষ্য কালা। মহাসুখকায়ের **আনন্দ গুরু অবলোকন** করতে পাবেননা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করতে পারেন না। **এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যখন গুরু শিষ্যের** কাছে ব্যক্ত কবতে চান (অন্দলে দোকান দেএ) শিষ্যের কাছে তা বোধগম্য হয়না **কারণ** এই **জ্ঞান অতীন্দ্রিয় বলে** শিষ্য বধিব (খরিদ করে কালে)।

৩, ৪। **চুড়াএ—শীর্ষ**দেশে। এখানে উষ্ণীষ কমল বা সহস্রারে। নূপুব পদদেশের **অলঙ্কার। এখানে কামনা-বাসনা। কাঁকাল**- কটিদেশ, কোমব। অর্থাৎ নিম্নদেশ অর্থাৎ প্রবৃত্তির রাজ্য। **বাঁশি মুখে অর্থাৎ ঊর্ধ্বদেশে** বাজে (বাএ)। বাঁশি এখানে কামনা-বাসনার প্রতীক। কুণ্ডল আদর্শে লিপিকর-প্রমাদে 'কুন্ডল'। **মকর কুণ্ডল**—মকরাকৃতি কর্ণভূষণ। অর্থাৎ মস্তক দেশের অলঙ্কার। তিলক—ললাট প্রভৃতি স্থানে **চন্দন ইত্যাদির ফোঁটা** বা বিন্দু। আগ্যাএ—অগ্রসর হয়।

সাধারণ **অর্থে:** মাথায় নূপুর এবং কটিদেশে বাঁশি বাজে। মকর **কুণ্ডল ইত্যাদি মস্তকদেশের অলঙ্কারসমূহ পায়ের দিকে অগ্রসর** হয়। যোগের ভাষায়: সংবৃত বোধিচিত্তকে **অর্থাৎ ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়-বাসনাকে সংযত এবং ঊর্ধ্বগামী করে পরিশুদ্ধ** অবস্থায় উষ্ণীষ কমলে নেওয়া হয়েছে (তাই চুড়াএ নূপর বাজে)। **অপরিশুদ্ধ অবস্থায় এদের স্থান নিম্নদেশে** অর্থাৎ প্রবৃত্তির রাজ্যে। বাঁশি—কামনা-বাসনার প্রতীক। তাই সে **নিম্নদেশে (কাঁকালে) স্থান** পেয়েছে। **অর্থাৎ** সে সম্পূর্ণরূপে অকেজো হয়ে পড়েছে। মকর কুণ্ডল, তিলক প্রভৃতি **অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্তের প্রতীক।** সাধকের সিদ্ধিলাভের ফলে এরা পাদদেশের দিকে অগ্রসব হচেছ (আগ্যাএ তার পাএ)। **অর্থাৎ** এদের **আর কোন সার্থকতা** নেই।

ক্ষীরোদ মকর মণি কাছে কাছে দোলে।[১]

এহি বড় অপূর্ব চন্দ্রেক রাহু গিলে ॥[২]

কি করিতে পারে শ্রীনগরের কোতয়ালে।[৩]

মকসের পশর হইল শকুন রাখালে ॥[৪]

ভরিল ইন্দুরে নাও বিড়াল কাণ্ডারী।[৫]

শুতিয়া আছেন ব্যঙ্গ ভুজঙ্গ প্রহরী ॥[৬]

---

১। আদর্শে 'খিরদ মকর মনী'—ক্ষীরোদ সাগরের মণি-খচিত কর্ণভূষণ। এখানে কামনা-বাসনার প্রতীক অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত। চিত্ত যখন অচিত্ততায় বিলীন হয়েছে, কামনা-বাসনার প্রতীক অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত ('ক্ষীরদ মকর মণি') 'মকর কুণ্ডল তিলকের' স্থানেই এসে পড়েছে। অর্থাৎ অকেজো হয়ে পড়েছে।

২। চন্দ্রেক—চন্দ্রকে। চন্দ্র এখানে ধর্মকায বা পরমাত্মা। রাহু-এখানে সংবৃত বোধিচিত্ত বা জীবাত্মা। ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়-বাসনা দ্বারা পরিবেষ্টিত অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত পরিশুদ্ধ হয়ে ধর্মকায়ের সঙ্গে মিলিত হওয়া তো দূরের কথা অনেক ক্ষেত্রে ধর্মকায়কে গ্রাস করে তার অস্তিত্বকে পর্যন্ত লোপ করে দিতে চায়। যোগীর কাছে তা' অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়।

৩, ৪। শ্রীনগরের কোতায়াল— যম, যমরাজা। মকস—এই শব্দের অর্থ উদ্ধার করা গেলনা। শকুনের ভক্ষ্য কিছু হবে। যোগের ভাষায় ধর্মকায বা পরমাত্মা,। পশর (আদর্শে পাসার) রক্ষক অর্থে ব্যবহৃত। শকুন (আ-'সগুন')। রাখালে—আ-'আখালে'। শকুন-রাখাল অর্থাৎ রাখাল শকুন এখানে যোগের ভাষায় সংবৃত বোধিচিত্ত। ভাবার্থ: পূর্বপদে (২) বলা হয়েছে যে অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত বিষয়-বাসনার প্রভাবে পড়ে ধর্মকায়কে গ্রাস করে। এই পদেও অনরূপ ভাবের অবতারণা করা হয়েছে। ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রভাবান্বিত সংবৃত বোধিচিত্ত 'শকুন' ধর্মকায়কে ('মকস') ভক্ষণ করে। কিন্তু সে যখন পরিশুদ্ধ হয় তখন ধর্মকায়ের রক্ষক ('পশর') হয়ে পড়ে। অতএব সাধকের এখন আর মরণের ভয় নেই। যমরাজার দূত এসে তাকে আর কিছুই করতে পারবে না। অর্থাৎ সংবৃত বোধিচিত্ত যখন পরিশুদ্ধ হয়ে তথতা বা ধর্মকায়ের সঙ্গে মিলিত হয়েছে তখন সাধক মৃত্যুকে জয় করে অমরত্বলাভে সক্ষম হয়েছে।

৫। ইন্দুর ইঁদুর, মূষিক। ২১নং চর্যার টীকা—'মূষকঃ সন্ধ্যাবচনে চিত্তপবনঃ বোদ্ধব্যম"—মতে চঞ্চল চিত্ত। কিন্তু এখানে ধর্মকায় বা পরমাত্মা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নাও—নৌকা। যোগের ভাষায় এখানে দেহ বা কায়া। বিড়াল- আ. 'বিরাল'। যোগের ভাষায়-সংবৃত বোধিচিত্ত। ইঁদুর বিড়ালের ভক্ষ্য। কিন্তু বিড়াল এখানে ইঁদুরের রক্ষক। সংবৃত বোধিচিত্তরূপ বিড়াল বিষয়-বাসনা পরিহার করে এখন পরিশুদ্ধ হয়েছে এবং ধর্মকায়ের (ইঁদুরের নৌকার) কাণ্ডারী হয়েছে।

৬। ব্যঙ্গ—অঙ্গ নাই যার সেই ব্যঙ্গ। তুলনা 'বিগত মঙ্গং যস্য স ব্যঙ্গঃ অঙ্গ শূন্যতেন তং প্রভাস্বরং বোদ্ধব্যম।"—৩৩ চর্যার টীকা। ব্যঙ্ এখানে ধর্মকায। ভুজঙ্গ—সর্প।

এখানে সংবৃত বোধিচিত্তের বিলোপ সাধনে প্রভাস্বর শূন্যতায় পৌছে সাধকও এক প্রকার অঙ্গহীন (ব্যঙ্) অবস্থায় উপনীত হয়েছেন। এই অবস্থায় বিষয়-বিষে আচ্ছন্ন সর্পতুল্য এই সংসারকে পরাভূত করে এই প্রভাস্বর শূন্যতা রূপ 'ব্যঙ্গ' সংসার রূপ এই সর্পকে (ভুজঙ্গ) প্রহরী হিসাবে রেখেছেন।

**বলদ প্রসব হইল গাই হইল বাঞ্ঝা ।**[১]

**বাছুরেক দোহাএ তাহার দিন তিন সাঞ্ঝা ।।**[২]

**ছুঞ্চার পানি ফুটি টুঞ্জি করিয়া খাএ ।**[৩]

**শুয়া পক্ষি বসিয়া বিড়াল ধরিয়া খাএ ।।**[৪]

১। **বলদ**—কায়বাকচিত্তের প্রতিভাসে গঠিত রূপজগতের সৃষ্টিকারী বোধিচিত্তরূপ বলদ অর্থাৎ সক্রিয় মন। তুলনাঃ 'বলং মানসাদ্দেহ বিগ্রহং দদাতীতি বলস্তদেব বোধিচিত্তঃ আভাত্রয় প্রস্তুতং।"—৩৩চর্যার টীকা। এই বোধিচিত্ত অর্থাৎ সক্রিয় মন রূপ-জগতের সৃষ্টি করে বলে তাকে 'বলদ প্রসব হইল' বলা হয়েছে। গাই—গাভী। ৩৩নং চর্যার 'গবিআ'। যোগের ভাষায় নৈরাত্মা দেবী রূপিনী শূন্যতা। তুলনাঃ "গাবীতি যোগীন্দ্রস্য গৃহিনী বন্ধ্যা নৈরাত্মা।"—৩৩ চর্যার টীকা। বোধিচিত্ত যখন জাগতিক মোহ অতিক্রম করে পার্থিব জ্ঞান শূন্য হয়ে নৈরাত্মারূপিনী শূন্যতা লাভ করে অর্থাৎ যখন তাহার 'দৃশ্যদর্শনও তিরোহিত হয়' তখন সে বন্ধ্যা (গাই হইল বাঞ্ঝা)।

২। বাছুর—বোধিচিত্ত ও ধর্মকায় (নৈরাত্মা)-এর সংমিশ্রনে সৃষ্ট মহাসুখকায়। ৩৩নং চর্যাতে 'পীড়া'। দোহাএ—"দোহন মিতি নিঃস্বভাবীকরণঃ ক্রিয়তে।"—৩৩নং চর্যার টীকা। অর্থাৎ 'দোহন করা অর্থে যাবতীয় দোষ নাস করা'। দোহাএ শব্দ এখানে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বোধিচিত্ত পরিশুদ্ধ হয়ে ধর্মকায় বা নৈরাত্মার সঙ্গে মিলিত হবার ফলে যে মহাসুখকায়ের (বাছুর) সৃষ্টি হয়েছে তাকে অহরহ (তিন দিন সাঞ্ঝা) দোহন করা হচ্ছে। অর্থাৎ সেই আনন্দধারা অহর্নিশি বয়ে চলেছে।

৩। ছুঞ্চা—ঘরের চালের সর্ব নিম্ন ভাগ। এখানে যোগের ভাষায় প্রবৃত্তির রাজ্যে অবস্থিত নির্মাণচক্র বা সার্ধ ত্রিবলিত কুণ্ডলী। পানি—এখানে শক্তি রূপিনী শুক্র বা বীর্য। টুঞ্জি—টুই, ঘরের চালের সর্বোচ্চ অংশে যা-দ্বারা দুই চালের জোড়া লাগায় তাকে টুই বলা হয়। যোগের ভাষায় এখানে উষ্ণীষ কমল বা সহস্রার। টুই এবং চালের পানি ছুঞ্চা বেয়ে পড়ে কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম। শুক্র (পানি) দেহের নিম্নভাগে অবস্থিত লিঙ্গদ্বার (ছুঞ্চা) দিয়ে নির্গত হয়। সার্ধ ত্রিবলিত কুণ্ডলীর মধ্যে (ছুঞ্চা) সুষুপ্তা শক্তি রূপিনী শুক্রকে (পানি) জাগরিত করে ললনা-রসনা অবধূতিকা নাড়ীত্রয়ের সাহায্যে উর্ধগামী করে উষ্ণীষ কমলের (টুঞ্জি) দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সোজা কথায় শুক্রকে স্খলন না করে উর্ধগামী করে মস্তক দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

৪। শুক পক্ষী বিড়ালের ভক্ষ্য। কিন্তু এখানে তার বিপরীত। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বাসনা দ্বারা পরিবেষ্টিত অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত (বিড়াল) নিজের সংবৃত্তি দ্বারা ধর্মকায়কে (শুয়া পক্ষী) গ্রাস করার কথা। কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম। সাধনার দ্বারা সাধক ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে। অর্থাৎ ধর্মকায় (শুয়া পক্ষী) বিষয়-বিষরূপ সংবৃত বোধিচিত্তকে (বিড়াল) গ্রাস করেছে।

শৃগাল হইয়া সিংহের সঙ্গে যুজে ।[১]
কুটিকের মধ্যে গুটিকে তাহা বুঝে ॥[২]
অদ্ভুত কোন লোক না বুঝে সন্ধান ।
ডুবিল সোনার নৌকা ভাসিয়া গেল জান ॥[৩]
এক কথা পুছিল মুনি শুনিল শতেক ।
পাইল পুত্রের মুনি যোগের প্রতেক[৪] ।
শুনিয়া যোগের কথা আনন্দ হইল মন[৫] ।
বদন ভরিয়া মনি করিল চুম্বন ॥
বাহু প্রসারিয়া[৬] মুনি পুত্র নিল কোলে ।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন কমলে ॥
মাএ বলে শুন বাছা পুত্র গুপিচন্দ ।
এবে সে জানিনু বাছা অমর হইল কন্ধ ॥
যোগ সাধিয়া শুদ্ধ[৭] করিলে কলেবর ।
আর মরণ নাহি বাছা চার যোগ[৮] ভিতর ॥

---

১। শৃগাল—আ-'শ্রীকাল'। যোগের ভাষায়, সংসার-চিত্ত। তুলনাঃ "মরণাদিতঃ সর্বত্র বিভেতি ইতি কৃত্বা সএব সংসার চিত্তঃ শৃগালতুল্যঃ।"--৩৩নং চর্যার টীকা। সিংহ—আ-'সিঙ্গ'। যোগের ভাষায়, সহজানন্দরূপ সিংহ। তুলনাঃ "যদা কল্যাণ মিত্রাধিষ্ঠানাৎ প্রভাস্বর বিশুদ্ধো ভবতি, তদা যুগনদ্ধ সিংহেনেহ স্পর্দ্ধাং করোতি"।—৩৩নং চর্যার টীকা। ভাবার্থ : বিষয়-বাসনা দ্বারা পরিবেষ্টিত সংসার-চিত্ত 'শৃগাল' মরণাদির ভয়ে সর্বদা ভীত। কিন্তু সেই সংসারচিত্ত (সংবৃত বোধিচিত্ত) যখন বিষয়-বাসনা পরিহার করে পরিশুদ্ধ অবস্থায় ধর্মকায় বা তথতার সঙ্গে মিলিত হতে পারে তখন সহজানন্দরূপ সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে পাবে ('যুজে')। অর্থাৎ মহা সুখকায়ের আনন্দলাভ করে সে অমর হতে পারে।

২। এক অর্থে কোটি লোকের মধ্যে গুটি কয়েক লোকে তাহা হৃদয়ঙ্গম কবতে পারে। অন্য অর্থও করা যায়। কুটিক—কুটিকুটি, অতি ক্ষুদ্র অর্থাৎ অতি সুক্ষ্ম তন্তু দ্বারা নির্মিত রেশমের গুটিকার মধ্যে শুয়া পোকা অর্থাৎ রেশমের 'গুটি পোকা' বাস করে। কালক্রমে সেই গুটিপোকা 'গুটিকা' কেটে বের হয়ে আসে। সংবৃত বোধিচিত্ত ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়-বাসনা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। পরিশুদ্ধ হয়ে সে বিষয়-বাসনা রূপ মণ্ডলীকে (কুটিকে') কেটে বের হয়ে এসে ধর্মকায়ের সঙ্গে মিলিত হয় এবং তখনই নির্বাণের মাহাত্ম্য সে বুঝে।

৩। সোনার নৌকা—সোনার দেহ। যোগের ভাষায়, শূন্যতায় পরিপূর্ণ দেহ। তুলনাঃ "সোনে ভরিতী করুণা নাবী।"—৮নং চর্যা। "সর্বাকার বরোপেত শূন্যতয়া।"--৮নং চর্যার টীকা। ভাবার্থঃ যে দেহ শূন্যতার পরিপূর্ণ আনন্দ লাভে সক্ষম তা বিষয়-বাসনা রূপ পানিতে ভেসে যাচ্ছে। ৪। প্রতেক—প্রত্যক্ষ (প্রমাণ)। ৫। আদর্শে 'মোনে'। ৬। প্রসারিয়া'। ৭। আ-'শুদ্ধ'। ৮। চার যোগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি না কোন যোগের ভাষা ?

মাএ পুত্র যুগি হইলাম থাকিব এক সনে।
কি করিতে পারে যম আসিয়া আপনে॥
মুনি বলে শুন পুত্র আমার বচন।
আগে যাইয়া দেখি গুরু হাড়িফার চরণ।
এতেক বুলিয়া মুনি আসন তুলিল।
সুবর্ণ গোবনাবেত[১] হস্তে করি নিল।
যুগীর অভরণ[২] জত পরিল গলাত।
যাত্রা করিল মুনি পুরি সিংহনাদ॥
অন্তরে জপিল মুনি গোর্খের নিজনাম।
যাহার প্রসাদে মুনির পুরিল মনস্কাম॥
পুত্র সঙ্গে করি মুনি করিল গমন।
হাড়িফার নিকটে যায়া দিল দরশন॥
যেখানে হাড়িফা সিদ্ধা আছেন গোফাতে।
প্রণাম করিয়া মুনি দাঁড়াইল সাক্ষাতে॥
মুনি বলে শুনহ তুমি গুরু যলেন্দর।
তোমার প্রসাদে পুত্র হইল অমর।
যতি গোর্খের বরে পুত্র হইল উপাদান[৩]।
তোমার প্রসাদে পুত্র[র] হইল কল্যাণ॥
তুমি চন্দ্র তুমি ইন্দ্র [তুমি] কল্পতরু।
কি করিতে পারে যম তুমি যাহার গুরু॥
সম্পূর্ণ[৪] হইল আমার মনের বাসনা।
মাএ পুত্রে যুগী হইলাম ঘুচিল ভাবনা॥
হাড়িফা বলেন শুন ময়েনামতী রাই।
নিজনামে ব্রহ্মজ্ঞানে[৫] বাড়িল প্রমাই॥
যোগ আসনে থাক গুরুকে ভাবিয়া।
কি করিতে পারে যম আপন সাজিয়া॥
প্রণাম করিয়া মুনি আসনে বসিল।
যতি গোর্খের নাম মুনি ধ্যানে ধরিল॥
হাড়িফা ধ্যানে বৈসে ভাবিয়া মহেশ্বর।
গুপিচন্দ্র ধ্যানে বৈসে ভাবিয়া জলেন্দর।

---

১। এক রকম মোটা বেতের লাঠি। কিন্তু স্ত্রীলোকের হাতে বেতের লাঠি? ২। আভরণ, ভূষণ। ৩। উপাদান—সৃষ্টি। ৪। আদর্শে 'সপণ'। ৫। আদর্শে 'ব্রাহ্মগ্যানে'।

গুরু শিষ্য ধ্যানে বসিলে তিন জনা।
মুকুর মামুদ কহে গুরুকে ভাবনা ॥
এহিরূপে গুপিচন্দ্র সাধিল জোগপন্থ।
মুকুর মামুদে[১] কহে সম্পূর্ণ যোগান্ত ॥

এক চিত্ত হইয়া পড়ে পুস্তক যোগসার।
এহোলোক সেহোলোক হইবে উদ্ধার ॥
মন দিয়া শুনে যে জন যোগ ব্রহ্ম কথা।
শরীরেতে জ্ঞান তাহার বাড়িবে সর্বথা ॥
বীজমন্ত্রজ্ঞান কথা যোগসার পুঁথি।
হাস্য পরিহাস্য করিলে যাবে অধোগতি ॥
সাধন ভজন কথা সুধারস বাণী।
মুর্খমতী নাহি বুঝে বুঝিবেক জ্ঞানী ॥
১১ সও ১২ সালে দিন সাত যষ্ঠী।[২]
তখনি যোগান্ত পুস্তক ভুমে হইল স্থষ্টি ॥
যখন যাইবে পুস্তক পণ্ডিতের স্থানে।
অশুদ্ধ থাকিলে শুদ্ধ করিবে মহাজনে ॥
অক্ষরের ভেদ[৩] জানে সে হএ গুনমন্ত।
অপরাধ ক্ষেমিবে মোর সেহি জন মহন্ত ॥
আমি কি কহিতে জানি যোগান্তের কাহিনী।
যে কিছু কহিলাম আমি গুরু মুখের বাণী ॥[৪]

[৫] [ শিব গুরুকে ভাবিয়া লেখিলাম যোগসার।
কেবা জানে কেবা মুনে যোগান্তের হদ ॥
অন্তসম ভরিয়া কহে যোগান্তের পুস্তক।
গুরুর চরন বিনে গতি নাহি মোর ॥
এহি হইতে পুস্তক হইল সমেআপ্ত।
অধিন খএরজর্জমা নেখিল পুস্তক যোগান্ত ॥
খতিব নন্দন আমী খএরজর্জমা নাম।
জন্মস্থান ছিল আমার কোগাড়িয়া গ্রাম ॥

১। আদশে 'গৌরি পার্ব্বতি'।

২। পুথির রচনাকাল ১১১২ সাল। বঙ্গাব্দ হবে। মাসের নাম ঠিক ধরা গেলনা। ষষ্ঠী পুজার মাস বলে জৈ্যষ্ঠ মাস ও হতে পারে অথবা বঙ্গাব্দের ষষ্ঠ মাস ধরলে আশ্বিন মাসও হতে পারে। (ভুমিকা দ্রষ্টব্য)। ৩। অক্ষরের ভেদ—যোগের ভাষা বলে মনে হয়না। কয় অক্ষরে পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি রচিত হয় সেই কথা বলা হয়েছে। ৪। গুরুভক্তির ব্যাপারে কবিও পশ্চাৎপদ নন। ৫। লিপিকরের সুদীর্ঘ ভণিতা। (ভমিকা দ্রষ্টব্য)।

সেই জাগা ছাড়ি আমি হাইতোড়ে করি বাস।
নাবার্লক থুইয়া আমার মরিয়াছিল বাপ।
ওক্ক করিল দয়া আল্লার নাম সার।
রছুলের দোওায় আমী হইলাম সরকার॥
পড়া যানিনা যুনা যানিনা মুনসি করে কও।
পড়া লোকেব কাছে গেলে মোনে পাই ভও॥
সন ১৩ সও লও বর্ছর।
হাইতোড় গ্রাম ছাড়ি আমি চকেতে করি ঘর॥
পবগনে ঘোড়া [ঘাট] মৌজে রোওা গ্রাম।
দুই পুত্রের কনেষ্টে জন্মিল সৈওদ আলি নাম॥
আল্লাএ করিল দয়া হইল গ্যান মান।
হইয়া দোসব মবিযা গেছে বিধি তাব বাম।
সন ১৩০৭ সালে জনম তাহাব॥
যলপ বযেসে পড়ে ইছকুলে শাখাহাব।
পড়াষুনা নাহি জানি নাহি বুদ্ধিগ্যান।
কেবোল ভবসা আল্লা বসুলের চবণ।
সন ১৩৩১ সাল ২৯ তাবিখে।
মাঘ মাসে বুদবাব্রে সমেআপ্ত লেখে॥
মোহাম্মদ খএবজ্জুমা সবকাব।
নিবাসি মোকাম তাব চকগ্রামে ঘব॥
দাদাব নাম জএেলুর্দ্দা সরকাব পিতাব নাম খতি।
তাহার বড় ভাই ছিল নাম তাব নতি॥

লিখক মহাম্মদ খএবর্জ্জমা সবকার। মোহাম্মদ সৈওদ আলী সবকাব। মোহাম্মদ তৈওব আলী সরকার। সাকিন চকবোওাগাঙ। থানা গোবিন্দগঞ্জ। মহকুমা গাইবান্দা। জেলা রংপুর। তাবিক ২৯শা মাঘ, বুদবাব]
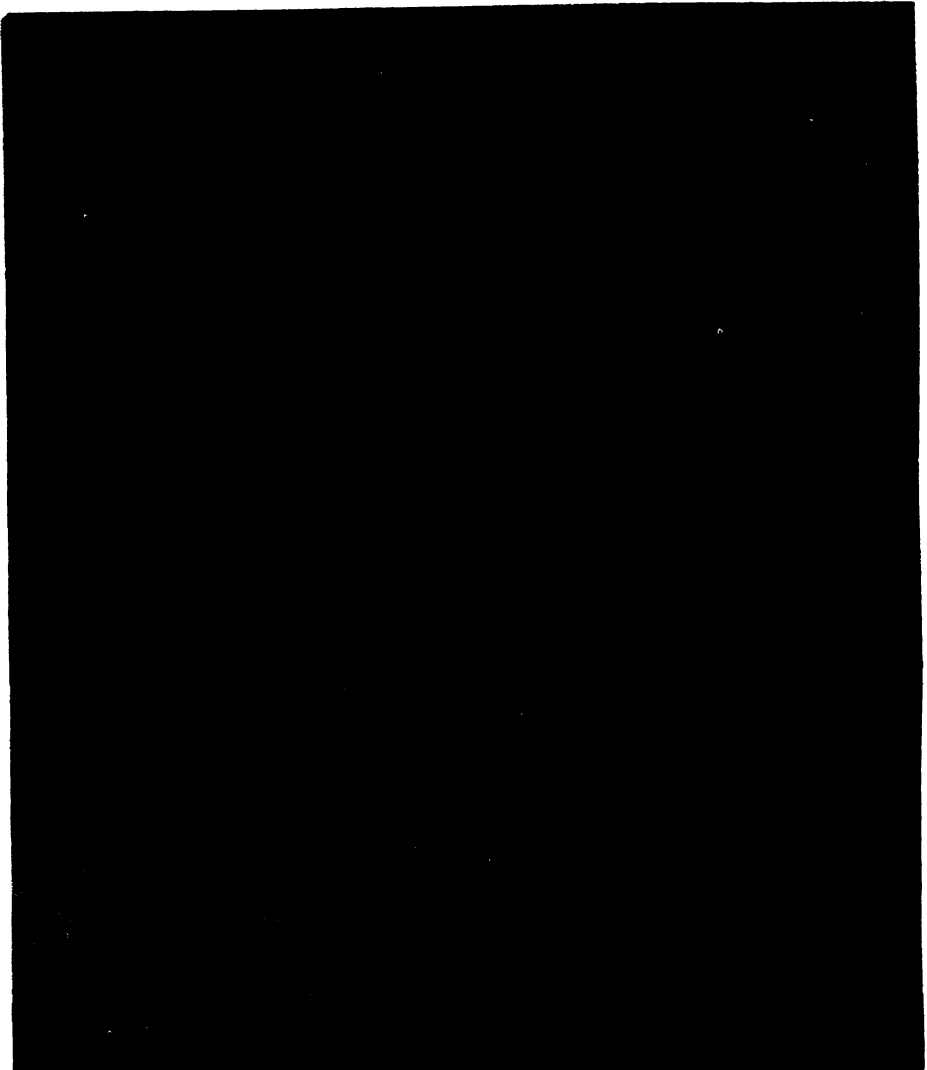
সমাপ্ত।

## ॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

১। গোপীচাঁদের সন্ন্যাস—সম্পাদক ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী।

২। কবি শ্যামদাসের মীনচেতন— ঐ

৩। কবি ভবানী দাস রচিত ময়নামতীর গান—ঐ

৪। Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures—Dr. N. K.. Bhattashali.

৫। Nalini Kanta Bhattashali Commemoration Volume—Dacca Museum. Editor—A. B. M. Habibullah.

৬। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস—সম্পাদক বাবু বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার, ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন ও বাবু বসন্ত রঞ্জন রায়।

৭। বাঙালীর ইতিহাস—ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়।

৮। চর্যাপদ—বাবু মনীন্দ্র মোহন বসু।

৯। চর্যাগীতিকা—মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা।

১০। পৌরাণিক অভিধান—সুধীর চন্দ্র সরকার।

১১। বাংলার সুফি সাহিত্য—ডক্টর আহমদ শরীফ।

১২। পুঁথি পরিচিতি— ঐ

১৩। কবি জয়েন উদ্দীন রচিত রসুল বিজয়—সম্পাদক ঐ

১৪। বাংলা সাহিত্যের কথা—১ম ও ২য় খণ্ড—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

১৫। বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত— ঐ

১৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস পূর্বার্ধ ও অপরার্ধ—ডক্টর সুকুমার সেন।

১৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা— ঐ

১৮। বাঙ্গালা ভাষা তত্ত্বের ভূমিকা—ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।

১৯। ময়নামতীর ইতিকথা—শ্রীধর্মরক্ষিত ভিক্ষু।

২০। বাংলা সাহিত্যের ধারা—মুহম্মদ আবু তালিব।

২১। রাজমালা—সম্পাদক কালী প্রসন্ন সিংহ।

২২। গৌড় লেখমালা—অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়।

২৩। পদ্মাবতী—সম্পাদক সৈয়দ আলী আহসান।

২৪। আরাকান রাজ সভায় বাঙ্গালা সাহিত্য—ডক্টর এনামুল হক।

২৫। পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম— ঐ

২৬। মহাভারত—

২৭। রামায়ণ—

২৮। গীতাধ্যান—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।

২৯। হেয়াত মামুদ—সম্পাদক ডক্টর মযহারুল ইসলাম।

৩০। প্রাচ্যের রহস্য নগরী—এফ, বি, ব্রাডলী বার্ট কর্তৃক রচিত এবং রহিমউদ্দীন সিদ্দিকী কর্তৃক অনুদিত। বাঙলা একাডেমী।

৩১। সাহিত্য প্রকাশিকা—প্রথম খণ্ড—সম্পাদক প্রবোধ চন্দ্র বাগচী। বিশ্বভারতী।

৩২। বঙ্গে সুফী প্রভাব—ডক্টর এনামুল হক।

৩৩। মহানির্বাণ তন্ত্র—শ্রীহরিহরানন্দ বিরচিত টীকা।

৩৪। সাহিত্যিকী—রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। শরৎ ১ম সংখ্যা, ১৩৭৬।

History of Bengal, Vol. I—Dacca University

History of Bengal, Vol. II— ,,

Buddist Mystic Song—Dr. Md. Shahidullah

Encyclopaedia Britannica—

Mainamati Copperplates—Prof. A. H. Dani, Pakistan Archeology No. 3. 1966.

Tabaqat-I-Nasiri

—Minhaj-I-Siraj

—Edited by Abdul Habibi

Inscriptions of Bengal—Shamsuddin Ahmed

Baharistan-i-Ghaibi—Mirza Nathan (Translated by Dr. M. I. Borah)

Abdul Karim Sahitya Bisharat Commemoration Volume—Asiatic Society of Bengal, Editor Md. Enamul Huq.

Obscure Religious Cults—Dr. S. B. Dasgupta

**আমার জবান বন্দীঃ—**

সুদীর্ঘ তিন বৎসরের ও অধিককালের অনবরত প্রচেষ্টা এবং বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করার পর কবি শুকুর মামুদ বিরচিত 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস' পুস্তকের সম্পাদনার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর সামান্য কিছু কাজ বাকী আছে। বড় জোর দুই চার দিনের কাজ। শব্দার্থ সূচী দিবার একটা প্রবল ইচ্ছা ছিল এবং সে কাজও প্রায় অর্ধেক শেষ হয়েছে। জানিনা সেটা শেষ করতে পারব কিনা।

সারা পৃথিবী যখন নিদ্রামগ্ন তখন নিশাচরের মত রাত জেগে আমি এই পুস্তক সম্পাদনা করেছি। আনন্দ পেয়েছি বলেই করেছি এবং করার প্রয়োজন ছিল বলেও করেছি।

কিন্তু যে সময়ে এই পুস্তকের সম্পাদনা শেষ হলো সেই সময়টা সভ্য মানব জাতির ইতিহাসে কি ভাবে পরিচিত হবে জানিনা। সভ্যতার ক্রম-বিকাশ থেকে আজ পর্যন্ত মানবতা এর চেয়ে জঘন্য রূপে বিপর্যস্ত হয়েছে কিনা জানা নেই।

বাঙলা একাডেমি এই পুস্তক মুদ্রণের ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই পুস্তক সেখানে পৌঁছবে কিনা এবং পৌঁছলেও তাঁরা মুদ্রণ করবেন কিনা, করবার মত সঙ্গতি আছে কিনা জানিনা।

শুধু ভয় হচ্ছে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের-অসামান্য প্রতিভাশালী এই কবির রচনা খানি আদৌ রক্ষিত হবে কিনা, আমার দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে কিনা।

প্রতিদিন প্রতি মুহুর্তে মৃত্যুকে প্রতিক্ষা করছি। তার আসবার অপেক্ষায় আছি। যেমন-করে প্রতীক্ষা করে দুরারোগ্য ক্যানসার ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগী অথবা করোনারী থ্রম্বসিসের রোগী। কোনটার প্রকোপেই আজ পর্যন্ত পড়িনি। কিন্তু যার কবলে পড়েছি সে হচ্ছে মৃত্যু-বিভীষিকা। সেই বিভীষিকায় পড়ার জন্য কোন অন্যায় করার প্রয়োজন নেই। কোন অন্যায় করিনি। এক হতভাগা দেশে জন্মই সবচেয়ে বড় অন্যায়।

স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের কথা জানিনা। আমার অবর্তমানে তাদের কি গতি হবে সেটা ভাবতেও পারিনা।........•........।

একটু বাতাস, একটু শব্দ, সামান্য একটু অস্বাভাবিক আওয়াজ, কোন বিশেষ ব্যক্তিগণের একটু চাহনি, টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং আওয়াজ—সব কিছুই মনে একটা দারুণ ভীতির সৃষ্টি করে—এই বুঝি এলো আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত! কিন্তু কি করব?

আজও বেঁচে আছি। জানিনা এমনি ভাবে আরও কতদিন থাকব অথবা থাকতে পারব অথবা থাকতে দিবে।

## পদীপচন্দ্রের সন্ন্যাস

এই পুস্তক, এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি এবং আরও কতকগুলি মূল্যবান পাণ্ডুলিপিগুলির কি হবে জানি না।

এগুলি যদি বাঙলা ভাষাভাষী কোন সহৃদয় ব্যক্তির হাতে পড়ে তবে তাঁর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ রইল তিনি যেন এসব মূল্যবান সনদকে রক্ষা করেন এবং মুদ্রণের চেষ্টা করেন।

খোদা হাফেজ।

**যাকারিয়া**

চট্টগ্রাম, ১৬-৭-১৯৭১ইং
সি, ডি, এ, হিল,—রাত ২টা।

## পরিশিষ্ট

# শব্দ-সূচী

ও

# টীকা।

## শব্দার্থ-সূচী ও টীকা

এ সম্পর্কে আমার কিছু নিবেদন আছে। শব্দ-সূচী ও টীকা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লিপিবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এতে পুস্তকের কলেবর আরও স্ফীত হয়ে যাবে এ আশঙ্কায় বর্তমান দুর্মূল্যের বাযারে দুটি কাজ এক সঙ্গেই সারতে হয়েছে। ফলে সূচীর কাজটা বেশ সংক্ষিপ্তই হয়েছে। টীকাও অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষেপেই সারতে হয়েছে।

টীকা লিখতে গিয়ে অভিধান লিখা আমার উদ্দেশ্য নয়। মোটামুটি ভাবে গ্রন্থে ব্যবহৃত তদভব শব্দের মূল ও ক্রমবিস্তার সম্বন্ধে একটা ধারণা এবং দেশী এবং বিদেশী শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে কিছু আভাস দান করার জন্য এ টীকার অবতারণা। সেই সঙ্গে তৎসম শব্দও বেশ কিছু পরিমাণে সংযোজিত হয়ে পড়েছে। এগুলির প্রয়োজন পড়েছে অর্থ উদ্ধারের ব্যাপারে। তন্ত্র-শাস্ত্র সম্পর্কে লিখিত এ পুস্তকের ভাব উদ্ধার করা খুব সহজ নয়। তাই অনেক ক্ষেত্রে আমি বিফলও হয়েছি। তৎভব ও অন্যান্য শব্দের সঙ্গে তৎসম শব্দগুলিকে টীকায় স্থান দিয়েছি, বিশেষ করে অর্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টায়।

এরকম ধরণের সাহিত্য ক্ষেত্রে আমার প্রথম প্রচেষ্টা হেতু আমি ভেবেছিলাম যে, পাদটীকায়ই কাজ চলে যাবে। কিন্তু সম্পাদনার কাজ শেষ হলে দেখা গেল যে, শব্দার্থ ও টীকা যা পাদটীকায় দেওয়া হয়েছে তাতে অর্থোদ্ধারের কাজটা খুব সহজ হবেনা। তাই নূতন করে আবার টীকা লিখতে হল। তাতে পুনরাবৃত্তি কিছু হয়েছে বটে কিন্তু পাদটীকার অর্থকে আবার নূতন করে এখানে দেওয়া হয়নি। শুধু নূতন কোন অর্থ থাকলে সেটিকেই এখানে নূতন করে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রায় শব্দের শেষে অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিক কর্তৃক এ শব্দ ব্যবহারের কিছু উদাহরণ দিবার চেষ্টা করেছি। এ উদাহরণগুলি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করেছি। কোন কোন স্থানে রবীন্দ্র নাথের উদাহরণও দিবার চেষ্টা করেছি। অতি অল্প ক্ষেত্রেই আধুনিক কবিদের দৃষ্টান্ত দিয়েছি।

অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক বিষয় হয়ত লক্ষ্য এড়িয়ে গেছে। সেজন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আমার আর কিছুই বলার নেই। নানা কারণে (তার মধ্যে আমার অজ্ঞতাই হয়ত প্রধান) কিছু ভুল তথ্যও হয়ত পরিবেশিত হয়ে থাকতে পারে। সে সমস্ত অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পাঠকের কাছে পূর্বাহ্নেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

বাঙলা ভাষার বিভিন্ন অভিধান বিশেষ করে পণ্ডিত হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' নামক অভিধানের সাহায্যে বিভিন্ন শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ধারণ করা হয়েছে।

## ভাষা ও ব্যাকরণ

পুঁথির ভাষা সম্বন্ধে ভূমিকার প্রথম অংশেই আলোচনা করা হয়েছে। লিপিকর-প্রমাদেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক পাণ্ডুলিপির ভাষা ছিল অত্যন্ত বিকৃত। অন্য দুখানা প্রকাশিত পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে এবং তৎসম শব্দের বর্তমান বানান পদ্ধতির দিকে

দৃষ্টি রেখে পুস্তকে যে পরিবর্তন করা হয়েছে তা পাদটীকায় যথা সম্ভব উল্লেখ করা হয়েছে। টীকা লিখার সময় পুঁথির মূল পাঠকে প্রত্যেক শব্দের সঙ্গে প্রথমেই দেওয়া হয়েছে প্রথম বন্ধনীতে।

এ গ্রন্থের ব্যাকরণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়না। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে বানান পদ্ধতি দেখা যায় পাণ্ডুলিপিতে সেগুলি প্রচুর পরিমাণেই বিদ্যমান ছিল। সেগুলি সংশোধন করে বর্তমান সময়ে গৃহীত তৎসম শব্দের বানান পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। ভূমিকায় (পাণ্ডুলিপি ও কবি পরিচিতি) এ সম্বন্ধে কৈফিয়তও দিয়েছি। পাণ্ডুলিপির বানান, টীকা ও পাদটীকায় প্রায় সব ক্ষেত্রেই উল্লেখ করেছি।

ব্যাকরণ সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করে আমি এ প্রসঙ্গ শেষ করছি। মধ্যযুগের প্রচলিত প্রথা অনুসারে কবি কর্মকারকের কে স্থলে অধিকাংশ স্থানে ক ব্যবহার করেছেন।

যথা: চক্ষু মুক্তি আছে মুনি গুরুক সাধনে।—১৬৪ পৃঃ।
চারি দৃষ্টিক তবে বান্ধিনু একাত্তর।—১৬৫ পৃঃ।

কর্ম কারকের বেলায় আরও একটি বিশেষত্ব দেখা যায়। শব্দের অন্তের এ-বিভক্তি কোন কোন ক্ষেত্রে মধ্য অক্ষরে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা:

পুত্রেক সঁপিল মুণি হাড়িফার হাতে।—২৪ পৃঃ।
গোর্খেক হইল শাপ গরু চরাইতে।—৩২ পৃঃ।

এ স্থলে কোন স্থানে অ এবং কোন স্থানে ই-র ব্যবহার দেখা যায়। যথা: এখন স্থলে অখন, তেকারণ স্থলে তকারণ, এ পঞ্চ বৎসর স্থলে ই পঞ্চ ইত্যাদি।

কর্মকারকের বাচক ও কোন কোন স্থানে দেখা যায়।

যথা: হাড়িফার তরে সবে করিল বন্ধন। ৩১ পৃঃ।

**গ্রন্থ সংকেত** **সংকেত**

বি-, বি-পুঁথি—বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক সম্পাদিত গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস।

ভ-, ভ-পুঁথি—ডক্টর নলিনী কান্ত ভট্টশালী কর্তৃক সম্পাদিত গোপীচাঁদের সন্ন্যাস।

H.B. Vol. I—History of Bengal, Volume I, published by Dacca University.

বা. সু, আ. শ.—ডক্টর আহমদ শরীফ কর্তৃক সম্পাদিত বাংলার সুফি সাহিত্য।

অশ্বমেধ পর্ব—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৩১২।

আলালের ঘরের দুলাল—প্যারী চাঁদ মিত্র।

ক.ক-চণ্ডী, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী—কবি কঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কর্তৃক রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। বঙ্গবাসী।

কাদম্বরী—তারা শঙ্কর কবিরত্ন।

রামায়ণ—কৃত্তিবাস ওঝা। বঙ্গবাসী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

গঙ্গা মঙ্গল—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
গীত গোবিন্দ—কবি জয়দেব কর্তৃক রচিত।
গোবিন্দ দাস—গোবিন্দ দাস-পদাবলী। অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত।
গোরক্ষ বিজয়—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩২৪।
চর্যা—চর্যাপদ। ডক্টর শহীদুল্লাহ, ডক্টর সুকুমার সেন, মুনীন্দ্রমোহন বসু প্রভৃতি কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন গ্রন্থ।
চণ্ডীদাস—অক্ষয় চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত। ১২৮৫। ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ। ১৩১৬।
চণ্ডিকা বিজয়—রংপুর সাহিত্য-পরিষৎ। ১৩১৬।
চৈ.চরিতামৃত—চৈতন্য চরিতামৃত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্তৃক রচিত। বঙ্গবাসী।
চৈতন্য ভাগবত—অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী সম্পদিত।
চৈতন্য মঙ্গল—বঙ্গবাসী।
জগদানন্দ— কালিদাস নাথ কর্তৃক প্রকাশিত জগনানন্দ পদাবলী।
জ্ঞান দাস—রমণী মোহন মল্লিক-সম্পাদিত।
দাশুরায়, দাশরথী রায়—দাশরথী রায়ের পাঁচালী। বঙ্গবাসী।
দুর্গাপঞ্চ রাত্রি—কাশীবিলাস বন্দোপাধ্যায় প্রকাশিত। ১৩০৮।
নবীন চন্দ্র—নবীন চন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী। হিতবাদী। ১৩১১।
নবদ্বীপ পরিক্রমা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৩১৬।
পদ কল্প তরু—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
বলরাম দাস—রমণী মোহন মল্লিক প্রকাশিত।
বঙ্কিম চন্দ্র—বঙ্কিম চন্দ্র গ্রন্থাবলী। বসুমতী। ১৩১১।
বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯১৪।
বাইশ কবি মনসা—অমূল্য রতন বন্দোপাধ্যায় প্রকাশিত।
বিদ্যাপতি—কালী প্রসন্ন বিদ্যাবিশারদ সম্পাদিত। ১৩০৫ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৩১৬।
বিষহরি ও পদ্মাবতী—দ্বিজ বংশীদাস রচিত বিষহরি ও পদ্মাবতীর পাঁচালী।
বিদ্যা সুন্দর—রাম প্রসাদ সেন। বঙ্গবাসী। ১৩১৩।
ভক্তমাল গ্রন্থ—বলাই চাঁদ গোস্বামী সম্পাদিত। ১৩০৫।
ভারত চন্দ্র—রায় গুণাকর ভারত চন্দ্র রচিত গ্রন্থাবলী। বঙ্গবাসী। ১৩০৯।
মহাভারত—কাশীরাম দাস রচিত। বঙ্গবাসী ২য় সংস্করণ।
ময়না মতীর গান—ভবানী দাস রচিত। ডক্টর নলিনী কান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত।
মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ।
মহাভারত (বিজয়)—বিজয় পণ্ডিত রচিত মহাভারত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
মনসার ভাসান—ক্ষেমানন্দ দাস রচিত। রাম লাল শীল প্রকাশিত।
মনসা মঙ্গল—বিজয় গুপ্ত রচিত।
মাইকেল—মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত গ্রন্থাবলী। বঙ্গবাসী।
রামায়ণ (কাশী)—কাশীনাথ পাণ্ডু রঙ্গ পরব-সংস্কৃত।
রঙ্গলাল—রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী। বসুমতী।

রায় শেখর—রায় শেখর পদাবলী। নিত্যানন্দ দাস সম্পাদিত।
শিবায়ণ—বঙ্গবাসী দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৩১০।
শূন্য পুরাণ—রামাই পণ্ডিত-রচিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। ১৩১৪।
শ্রী ধর্ম মঙ্গল (ঘন)—ঘন রাম রচিত। বঙ্গবাসী। ১৩০৮।
শ্রী ধর্ম মঙ্গল (মাণিক)—মানিক গাঙ্গুলী রচিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিচয়।
শ্রী কৃষ্ণ কীর্তন—বড় চণ্ডী দাস-বিরচিত। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ। ১৩২৩।
সীতার বনবাস—শিবরতন মিত্র সম্পাদিত।
স্বপ্ন প্রয়াণ—দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর।
হুতুম প্যাঁচার নকশা—কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত ও বেণী মাধব বসু প্রকাশিত।
হেমচন্দ্র—হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

## ব্যাকরণ-সংকেত

ত. পু—তৎ পুরুষ সমাস।
ন. ত.—নঞ্ তৎ পুরুষ।
ন. বহুব্রী.—নঞ্ বহুব্রীহি।
প. ত—পঞ্চমী তৎ পুরুষ
বহুব্রী—বহুব্রীহি সমাস।
ষ. ত—ষষ্ঠী তৎ পুরুষ সমাস।

## ভাষা-সংকেত

অস.—অসমীয়া ভাষা বা আসামী।
আর.—আরবী ভাষা।
গু, গুজ.—গুজরাটী ভাষা।
মরাঠী—মরাঠী ভাষা।
উড়ি—ওড়ীয়া ভাষা।
তামিল—তামিল ভাষা।
পাঞ্জা, পা—পাঞ্জাবী ভাষা।
প্রা—প্রাকৃত ভাষা।
ফা.—ফারসী ভাষা।
বাঙ্—বাঙ্লা ভাষা।
মৈ—মৈথিলী ভাষা।
লি—পালি ভাষা।
সং—সংস্কৃত ভাষা।
সিন্ধী—সিন্ধুদেশীয় ভাষা।
হি.—হিন্দী ভাষা।
দেশী—বাঙ্লাদেশের আদি ভাষা।

Anglo-Saxon—Anglo saxon language.
Av.—Avesta
Eng.—English
Fr.—French
Ger.—German
Gr.—Greek
L.—Latin
R—Russian
T—Teutonic

## সাঙ্কেতিক শব্দের অর্থ

অপ্র---অপ্রচলিত।
আ.—আদর্শ পুঁথিতে অর্থাৎ পাণ্ডুলিপিতে।
তু.—তুলনীয়।
দ্রঃ—দ্রষ্টব্য।

## চিহ্ন সংকেত

√ —ধাতুর চিহ্ন।
> —এ চিহ্ন যে শব্দের আগে আছে তা পূর্ববর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে।
<—এচিহ্ন যে শব্দের পরে আছে তা পরবর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে।
.—সংক্ষেপে লিখিত শব্দের পরে ব্যবহৃত।

# অ

**অংশ**—১১৫, ১১৭
(আ. রংশ)। ভাগ, হিস্যা, খণ্ড।
[সং. √অন্‌শ্‌+অ]।
তু. 'অংশের অংশ যেই কলা নাম তার।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।
'তেঁহো যার অংশ।'—ঐ।

**অকারণ**—১৯, ২০, ৩০, ৩৪, ৪৮, ৮৪, ১১৪
(আ. অকারোন)। অনর্থক, বৃথা, কারণ বিহীন।
[ন+সং √কৃ+ণিচ্‌ + অন (ণ)= কারণ; ন বহুব্রী]।
তু. 'অকারণে হের এ আজানু বাহুদণ্ড।
অকারণে ধরি আমি ধনুক প্রচণ্ড॥'
—রামায়ণ।
'অকারণে খেতু কান্দিবার লাগিল।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**অকুমারী**—২৬, ২৭
(আ. অকুমারি)। প্রকৃত কুমারী, অবিবাহিতা কন্যা। অমন্দ, অঘোর, অথবা অমূল্য, অপর্যাপ্ত ইত্যাদি শব্দ তুলনীয়। [সং. ন (সম্যগর্থে)+কুমারী=অকুমারী]।
তু. 'অকুমারী কালে জন্ম হইল নন্দনে।'
—মহাভারত।
'অকুমারী নারী সব মাগিব শৃঙ্গার।'
—ময়নামতীর গান।
'অকুমারীর স্তন যেন ক্ষীরের নাই গন্ধ।'
—মনসামঙ্গল (বিজয়)।
'আপনার কন্যা হবে অকুমারী নারী।'
—গঙ্গামঙ্গল।
'হিমালয় কন্যা আমি অকুমারী নারী।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'কি করিতে পারি আমি নারী অকুমারী।'
—রামায়ণ।

**অক্ষয়**—২৪, ১৫০
(আ. য়ক্ষয়, অক্ষএ)। ক্ষয়হীন, অবিনশ্বর, অনশ্বর।
[ন+সং √ক্ষি+অ (ভা)=ক্ষয়; ন. বহুব্রী]।
তু. 'ব্রহ্মার বরে রথ অক্ষয় অব্যয়।'
—রামায়ণ।
'আচার্য গোসাঞি ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয়।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।
'নৃপতি অক্ষয় তব স্বর্গ।'—বিদ্যাসুন্দর।
'অক্ষয় হউক লোক।'—মহাভারত।

**অক্ষর**—১৪৮
বর্ণ, জীবাত্মা, পরমাত্মা, শিব, বিষ্ণু, পরম-ব্রহ্ম, প্রণব, আকাশ। এখানে খুব সম্ভব তন্ত্র-শাস্ত্রে বর্ণিত নাড়ী অর্থে। [সং. √অশ্‌+সর]। 'বত্রিশ অক্ষর'—বত্রিশ নাড়ী? (পাদটীকা দ্রঃ)।

**অক্ষরে**—১৪৯
বর্ণে। 'এক অক্ষরে তিন নাম'—ওঁ। অ উ ম যোগে। প্রণব। [পাদটীকা দ্রঃ]।

**অক্ষরের**—১৮৩,
[পাদটীকা দ্রঃ]।

**অখণ্ড**—১০৭
আস্ত, অবিভক্ত, অক্ষত। [সং. ন+খণ্ড ন তৎ]।
তু 'ধাতার অখণ্ড লিপি জে আছে কপালে।'
—মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা।
'অখণ্ড বিল্বপত্র।'
'একক অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যে।'
—রবীন্দ্রনাথ।

**অখন, অখনে**—১১, ৪২
এখন, এক্ষণে, এই সময়ে। [বাঙ্. এ

(=এই)+খন (=সং. ক্ষণ)=এখন; পূর্ববাঙ্ অখন]।
তু. 'না বুঝ অখনে, বুঝিবে কখনে, জখনে প্রহার করিবে শমনে।'
—মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা।
'অখনে লৈ স্নাবো তোর সর্ব অলঙ্কার।'
—মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা।

**অগতিয়ার—১২২**
অগতির। নিরুপায় বা আশ্রয়হীন ব্যক্তির।

**অগম—১৪৮**
দুর্গম, অগাধ, অথই, যেখানে গমন করা যায়না। [সং ন+গম। ন ত]।
তু '(এ গিরি) সকলেরি অগম, দুর্গম দুর্গ যেন।'—মাইকেল।
'নাহি দিক্-বিদিক্। অগম শূন্য! হেথায় কি জন্য।
—স্বপ্নপ্রয়াণ (দ্বিজেন ঠাকুর)।

**অগস্ত্য—১০১**
(আ. অগোস্ত্য)। [সং অগ+স্ত্য (স্তম্ভন) +অ]। যিনি অগকে (বিন্ধপর্বতকে) স্তম্ভিত করেন; বেদ বর্ণিত একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ঋক্ বেদ অনুসারে মিত্র অর্থাৎ তেজোময় সূর্য্য ও বরুণ উভয়ের স্খলিত রেতঃ কুম্ভে পতনের ফলে এঁর জন্ম। এজন্য তিনি 'কুম্ভজ' 'কুম্ভ যোনি' নামেও খ্যাত। পিতৃদ্বয়ের নামানুসারে এঁর নাম 'মৈত্রাবরুণি'। মতান্তরে তিনি পুলস্ত্যপত্নী হবির্ভুর পুত্র। ইনি সমুদ্রবাসী কালকেয় দৈত্যগণের বিনাশার্থে সমুদ্র শোষণ করে 'পীতাব্ধি' নামে এবং বাতাপী দৈত্য নাশ করে 'বাতাপিদ্বিট্' নামে অভিহিত হন। বিদর্ভরাজ কন্যা লোপামুদ্রা তাঁর স্ত্রী। স্ত্রীর অলঙ্কারের সাধ পূর্ণ করার জন্য তিনি দানব রাজ ইল্বলের কাছ থেকে অলঙ্কার মেগে আনেন এবং স্ত্রীর ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

**অগোচর—১৬৩**
অজ্ঞাত, অপ্রত্যক্ষ, যা গোচর (ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত) নয়। [সং. ন+গোচর ন.ত]। তু. 'ব্রহ্মময়ী অন্নপূর্ণা ধ্যানে অগোচর।'—ভারতচন্দ্র।

**অগনি—২০**
[সং. অগ্নি > প্রা. অগণি > বাঙ্. অগনি (পদ্যে)]। অগ্নি। তু. 'অগনি সংস্কার দ্রব্য আনেন সত্বর।'—মহাভারত।

**অগ্নি—২০, ৫১ ৯১, ১১৭**
(আ. অগনি)। আগুন, অনল, বহ্নি। [সং √অগ্+নি (তৃ)=অগ্নি; প্রা. অগণি; তু. তামিল-অক্কি; L. Ignis; Slav. Ognj; Fr. Ignis; Lithunia-ugni; Spanist-Ilalian—ignes; Eng. ignition].

**অগ্র—**
উর্দ্ধদেশ, সম্মুখ পুরোভাগ।
[সং √অগ্+র (র্তৃ)]।

**অগ্রেতে—৬৫**
পুরোভাগ।

**অগ্রাণ—৯১**
[সং. অগ্রহায়ণ > (হ-লোপে) অগ্রায়ণ (সম্ভাব্য) > অগ্রাণ]। অগ্রহায়ণের চলিত রূপ। বঙ্গাব্দের অষ্টম মাস। মার্গশীর্ষমাস। তু 'যদি না হয় অগ্রাণে বৃষ্টি। তবে না হয় কাঁঠালের সৃষ্টি॥' —বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়। 'এক অগ্রাণে ধান। তিন শাওনে পান॥ অগ্রাণে পৌটি। পৌষে দেউটি॥'
—খনা।
'অঘ্রাণেরি সোনার রোদে।'—রবীন্দ্রনাথ।
'ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে, কি দেখেছি মধুর হাসি।'—রবীন্দ্রনাথ।

**অঙ্কুশ—১৬৫**
পুথির 'ক্ষেমাই অক্ষর' পাঠ অর্থহীন।

সঠিকপাঠ অঙ্কুশ। হস্তীতাড়ন দণ্ড, শৃণি, ডাঙশ। হস্তীরূপ প্রবৃত্তিকে নিবৃত্তি রূপ অঙ্কুশ দ্বারা করায়ত্ত করা অর্থে। [সং √অন্‌ক্+উশ (ণে); তু. Gr. agkura; Ger. angel; Eng. anchor].

**অঙ্গ**—৪৫,
(আ. রঙ্গ, ব-আগমে)। [সং অন্‌গ্+অ (তৃ, ণে)]। 'যা শীতাদি হেতু চলিত হয়'; দেহ; হস্তপদাদি, অবয়ব, শরীরের অংশ। তু. 'যেই অঙ্গে দৃষ্টি পড়ে সেই অঙ্গে রয়।'—শ্রী ধর্মমঙ্গল (মানিক)।
'অঙ্গে বসি, অঙ্গ খসি পড়ে।'
—বিদ্যাসুন্দর।
'কাম-অঙ্গ-ভস্ম লেপে অঙ্গে।'
—ভারতচন্দ্র।
'অঙ্গে উড়নি শোভয়।'—ভক্তমাল গ্রন্থ।

**অঙ্গীকার**—৬৭
প্রতিশ্রুতি, স্বীকার, প্রতিজ্ঞা।
[সং. অঙ্গী+ √কৃ+অ (ঘঞ্)-ভা]।
তু. 'পাচ সহস্র মুদ্রা তুমি কর অঙ্গীকার।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।
'এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবে অঙ্গীকার।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

**অঙ্গুরি**—৮৭
আঙুটি, অঙ্গুরীয়। [সং. অঙ্গুরীয়; হি. অংগুরী]।
তু. 'মানিক অঙ্গুরী।'—মনসার ভাসান।
'রামের অঙ্গুরী দেখিঁ হইল বিশ্বাস।'
—রামায়ণ।

**অঙ্গুলি**—১২৫
আঙুল, অঙ্গুষ্ঠ। [সং. √অন্‌গ্+উলি]।
তু. 'বাম বৃদ্ধাঙ্গুলী।'—মহাভারত।

**অঙ্গুলির**—১৬১
আঙুলের।

**অচেতন**—৭০, ৮৭, ১১১
(আ. অচৈতন)। চেতনাহীন, সংজ্ঞাহীন, অচৈতন্য। [ন চেতনা যার, ন. বহুব্রী]।
তু. 'অচেতন হয়্যা কান্দে হারায়্যা সর্বশী।'
—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।
'ক্ষণে ক্ষণে অচেতন ক্ষণেক চেতন।'
— রামায়ণ।
'অচেতন সুন্দরী না মিলয়ে দিঠি।'
—বিদ্যাপতি।
'কভু গো গো করে কভু রহে অচেতন।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

**অজগর**—১২৮
(আ. অজাগর)। 'ছাগের ভক্ষক' অর্থাৎ যে একটা ছাগল গিলে। একজাতীয় অতি বিশালকায় সর্প। [সং. অজ+√গৃ+অ (তৃ)]।
তু. 'অজগর সপ যেন কৈকয়ী গরজে।'
—রামায়ণ।
'গিলেছিল অজগর উগারিয়া ফেলে।'
—রামায়ণ।
'দুই দিগে দুই হংস মধ্যে অজাগর।'
—মনসামঙ্গল।

**অজপা**—৭৫, ৭৮, ৮০, ১৪৭, ১৪৯
(আ. অজুফা)। যা জপণীয় (পঠনীয়) নয়, অর্থাৎ যা জপ করতে হয়না। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা যে নাম সাধন করা যায়। স্বাভাবিক উচ্ছাসের অন্তর্গমন ও নিঃশ্বাসের নির্গমন দ্বারা যে মন্ত্রের জপ করা হয়। 'হংসঃ' মন্ত্র।
[ন জপা (জপ্য), ন. ত]।
তু. 'অন্নদার পদে দেউ অজপা জপিয়া।'
—ভারতচন্দ্র।
'পরে জায়ার সঙ্গে লীলা খেলায়, অজপা ফুরায়ে গেল।'—রামপ্রসাদ।
'দ্বিতীয়ে অজপা জান চারিবেদ-সার।'
—গোরক্ষবিজয়।

**অজ্ঞান—২৪**
(আ. অগ্যান)। মূঢ়, নির্বোধ, বোকা।

**অঝোর—১০৭**
অবিশ্রান্ত, বিরামহীন, সততগলদশ্রুধার। [সং. অজস্র অথবা বাঙ. অ (অতিশয়ার্থে+) ঝর; অঝর> অঝোর (অপ্রচলিত)]
তু. 'বুক বয়ে পড়ে ধারা অঝোর নয়ন।'
—শ্রী ধর্ম্মমঙ্গল (মানিক গাঙ্গুলী)।
'অঝোর ঝরণে ঝরে নয়নের নীর।'
—মহাভারত।
'আশীষ করিল রাণী অঝোর নয়নে।'
—শ্রী ধর্ম্মমঙ্গল (ঘনরাম)।

**অঝরেতে—১০৭**
(আ অঝোরোতে) অজস্র ধারায়, অবিরল প্রবাহে। তু 'অঙ্গ পুলকিত, সরস সহিত, অঝোরে নয়ন ঝরে।'—চণ্ডীদাস।

**অটল—১৬৩**
যা টল (চল) নয়, অচঞ্চল, স্থির, দৃঢ়। এখানে ভাব অর্থে বিশেষ্য রূপে ব্যবহৃত। [সং. ন টল, ন.ত.]।

**অতি—২, ৪, ৭, ১১, ৩৬, ৫২, ৭৩, ৮৬**
অধিক, অতিশয় অতিরিক্ত। [সং √অত্ +ই; তু. Av. aiti, Gr. arti, L. ante, inti]
তু. 'অতি না করব কোপ।'
—বিদ্যাপতি।
'আম্বা দেখি অতি।'—রামায়ণ।

**অথ—১৬৬**
অথর্ব-র আঞ্চলিক রূপ। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব--এই চার বেদের চতুর্থ এবং শেষ বেদ। বিশ কাণ্ড, নয় শাখা ও পাঁচ কল্পে বিভক্ত অথর্ব বেদের উল্লেখ ঐতেরেয়ও শত পথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক ছান্দোগ্য উপণিষৎ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে নেই। প্রথম তিন বেদের পরবর্তী সংহিতা বলে এই বেদকে অনেকে মনে করেন।
[সং. অথ+√ঋ গতি+অন্ (বনিপ) =অথর্ব]।

**অদুনা—১৪, ১৯, ৫৮**
(আ. অদুনা, য়দুনা)। পুঁথির নায়ক রাজা গুপীচন্দ্রের প্রধানা মহিষী ও রাজা হরি বা হরিশচন্দ্রের কন্যা।

**অধর—৮৬, ১২৪, ১৩৪**
(অ. অদর, য়ধর)। নিম্ন ওষ্ঠ, নীচের ঠোঁট। [সং. ন+√ধৃ+অ (র্তৃ)]।
তু. 'অধরহি লাগল দশনক চিহ্ন।'
—বিদ্যাপতি।
'অধরের কোলে যেন অধরের ভাষা।'
—রবীন্দ্রনাথ।
'ক্ষেমঙ্করী রূপ ধরি, অধরে চৌপর করি, ভগবতী চলিলা উড়িয়া।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**অধিক—২, ১০, ১৩৭**
বেশী, অতিশয়, অতিরিক্ত। [সং. আধ +√কৈ+অ]।
তু 'ত্রিশূলে অধিক জেহি, সমরে মারিবে গেহি।'—চণ্ডিকাবিজয়।

**অধিকার—২১**
আধিপত্য। [সং. অধি+√কৃ+অ (ভা)]।

**অধিকারী—২৭, ৫৫, ৮০, ৮২, ৯৭**
(আ. অদিকারি, অধিকারি)। মালিক, অধিপতি। [সং. অধিকার]।
তু 'দামোদর স্বরূপ পরমানন্দপুরী। সন্ন্যাসী পার্ষদে এই দুই অধিকারী।'
—চৈ. ভাগবত।

**অধে—১৫০**
(আ. অর্দ্ধে)। নীচে নিম্নে, পাতালে। [সং. অধঃ, মৈ. অধ; বাঙ্ অধ (পদ্যে)]।

তু. 'উভ উভ উড়ে কলা, অধ অধ অসি।'
—শ্রী ধর্ম্মমঙ্গল (ঘনরাম)।
'উর্ধ অধ ভিত্তি।'—চৈতন্য চরিতামৃত।

**অধোগতি**—৪৪ ১২৭, ১৮৩,
(আ অধগতি, অর্দ্ধগতি)। অধঃপতন, অধোদেশে গমন, অবনতি. নরক গমন। [সং. অধঃ+গতি]।
তু. 'সপ্তম পুরুষ তাব যাবে অধোগতি।'
—বামাযণ।
'সপ্তম পুরুষ তার হয় অধগতি।'
—শ্রী ধর্মমঙ্গল (মানিক)।

**অনন্ত**—৭৫, ১৪৮
অন্তহীন, অসীম, অশেষ, অনশ্বর। [ন অন্ত যাব, বহুব্রী]। (১৪৮ পৃঃ পাদটীকা দ্রঃ)।
তু 'অনন্তেব অনন্ত মিলন।'—নবীনচন্দ্র।
'অনন্ত অচিন্ত্য মহাশক্তি।'—নবীনচন্দ্র।

**অনল**—৯৩, ১৫২
(আ. আনল)।
[সং √অন্+অল (কলচ্)]। 'যাহ্বারা বাঁচে, অগ্নি।

**অনলে**—৯১
আগুনে।
তু. 'অনলে পুড়িলে পুন অনলে কাজ।'
—বিদ্যাপতি।
'অনলে ফেলিনু কন্যা।'—কবি কঙ্কণ চণ্ডী।

**অনাদ্য**—৬৬
যার আদ্য নেই, আদ্যহীন, অনাদি, আদিদেব, ধর্ম, নিরঞ্জন। সং. ন+আদ্য, ন বহুব্রী]।
তু 'অনাদ্যের আদ্যে আমিনী'
—শ্রী ধর্ম্মমঙ্গল।
'আদ্য অনাদ্য রূপে কৈল নিরক্ষণ।'
—গোরক্ষ বিজয়।

**অনুপাম**—১৪, ১৬৯
তুলনাহীন, অতুলনীয়, উপমাহীন। [ন উপমা যাব, ন বহুব্রী; সং. অনুপম; মৈ. অনুপাম]।
তু 'বৈদগ্ধি কলা অনুপাম।'—বিদ্যাপতি।
'অনুপাম সভার বর্ণনা।'—মহাভারত।
'মুখচন্দ্র অনুপাম।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**অনুরাগ**—১১৮
(আ অনুবাগ)। সাধারণ অর্থে প্রীতি, আসক্তি, প্রণয. প্রেম। এখানে রাগ বা অভিমান অর্থে। [সং. অনু+√রন্জ্+অ(ভা)=অনুরাগ অর্থে প্রীতি ইত্যাদি; বাঙ্ .রাগ (ক্রোধ)> অনুরাগ (সাধুভাষা); অপ্রচলিত]।
তু 'অনুরাগে আপনি গলায় দিব দড়ি।'
—শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল (মানিক)।
'কে আটে তোমাব অনুরাগে।'
—মনসাব ভাসান।
'করে অনুরাগ, তাহা কৈলাত্যাগ।
—মহাভারত।

**অনেক**—৬,৩৮
(আ অনেক, অনেক)। একাধিক, বহু, প্রভূত, প্রচুর। [সং ন+এক]।
তু 'অনেকের পতি তেই পতি মোর বাম।'
—ভারতচন্দ্র।
'অনেক দিয়াছ নাথ আমাব বাসনা তবু পুরিলনা।'—রবীন্দ্রনাথ।

**অন্ত**—৪১
শেষ, সমাপ্তি। [সং √অম্+ত (ভা)]।

**অন্তর**—৪
অনন্তর, পরে। [সং অনন্তর]।
'আঠার বছর অন্তর উনিশে মরিবে'—আঠার বছর পরে উনিশ বছরে মরবে।
তু. 'ইহার অন্তরে তবে শুন সর্বজন।'
—মহাভারত।
'বিবাহ অন্তরে।'—চৈতন্য মঙ্গল।

**অন্তরে—২৯, ৪২**
পরে। 'তিন দিন অন্তরে'—তিন দিন পরে।

**অন্তরে—১৫, ৩৪, ৩৬, ৮৯, ১১২, ১১৬**
[সং. অন্ত+√রা (গ্রহণ)+অ (র্তৃ) =অন্তর; তু. Av. aāntara ; L. inter ; Eng. interior]।
'যে মধ্যে গ্রহণ করে', মনে, হৃদয়ে।
তু 'চিন্তিত অন্তরে।'—কবি কঙ্কণ।

**অন্তরের—৫৩**
মনের, হৃদয়ের। 'অন্তরের শাপ'—হৃদয়ের অভিশাপ।

**অন্তরীক্ষে—১৪৫**
(আ অন্তরেক্ষে)। আকাশে, যা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে দৃষ্ট হয়।
[সং অন্তর্+ঈক্ষ্+অ(র্ম)=অন্তর্রীক্ষ]।
তু. 'অন্তরীক্ষে বাণে বাণে হল কাটাকাটি।'
—রামায়ণ।
'ততক্ষণে উপজিল অন্তরীক্ষ বাণী।'
—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

**অন্তর্ধান—১৪৭**
(আ. অন্তর ধ্যান)। তিরোধান, অদৃশ্যত্ব, অন্তর্হিত।
[সং. অন্তর+√ধা+অন্ (ভা)]।
তু 'অর্ন্তধান হইলা দেবী।'—মনসামঙ্গল (বিজয়গুপ্ত)।
'অন্তর্ধান হইলা মুনি।'—মহাভারত।

**অন্তিম—৪৯**
চরম, শেষ, মৃত্যুকালীন। [সং অন্ত+ইম (ডিমচ্) 'তত্রভব' অর্থে]।
তু. 'অন্তিমে আশ্রয় দেহ ও পদপঙ্কজ'
—রামায়ণ।

**অন্ধ—১৪৮**
দৃষ্টিহীন, অজ্ঞান। [সং. অন্ধ্+√নিচ +অ।

**অন্ধকার—৪৬, ৪৮, ৪৯**
(আ. অন্দকাব)। তমঃ, তিমির, তমিস্র।
[সং অন্ধ+√কৃ+অ (অন্)]।

**অন্ধকারি—৯০**
(আ. অন্দকারি)। অন্ধকার ছন্দের মিলের জন্য অন্ধকারি।

**অন্ধলে—১৭৮**
(আ. অন্দলে)। অন্ধ-র মধ্যযুগীয় আঞ্চলিক রূপ। অন্ধল, আন্ধল বা অন্দল শব্দ আজও বাঙলা দেশের পূর্বাঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। [সং. অন্ধ> প্রা. অন্ধল> বাঙ্, অন্ধল; হি. 'আধর; মারাঠী অংধলা]।
তু 'অন্দলে দোকান দেএ খরিদ করে কালে।'—মীনচেতন।
'তুহু ধনী গুণমণি করলি পয়ান।
'আন্ধল ভৈগেলি হামারি নয়ান।'
—রায়শেখর পদাবলী।
'আন্ধল নয়ান না সুজে মোরে'
—রায়শেখর পদাবলী।

**অন্ন—৪, ১১০, ১১১**
(আ অন্ন্য)। যা দ্বারে বাঁচে, তণ্ডুল, ভাত।
(সং √অদ+ত (র্ম)]।

**অন্নজল—৬২,৬৫, ১৩৯**
(আ. য়ন্ন্যজল, অন্ন্যজল)। খাদ্য ও পেয় দ্রব্য, দানা পানি।
তু. 'তার অন্নজল যেন খাইতে না হয়।
—ভক্তমাল গ্রন্থ।

**অন্নপানি—৩৮**
(অন্ন্যপানি)। অন্নজল।
তু 'অন্নপানি কারো নাহি রোচয়ে শরীরে।'—চৈতন্যভাগবত।
'সভাকারে দিল অন্নপানি।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (মানিক)।
'কে দিবে অন্ন পানি।'—রামায়ণ।

**অন্নপ্রাশন—৫**
(আ অন্ন্যপ্রষণ)। শিশুর ষষ্ঠমাসে বিধি-পূর্ব্বক প্রথম অন্নভোজন রূপ অনুষ্ঠান বিশেষ।

**অন্য—৫৭**
(আ অন্ন্য)। অপর ভিন্ন, অপর পৃথক। [সং √অন+য(তৃ)]।

**অন্যথা—৭০**
(আ অন্ন্যথা)। [অন্য+থা (থাল) প্রকাবার্থে]। অন্যপ্রকাব, বিপবীত ব্যতিক্রম।
তু 'পূবাব পূবাব বাসনা তোমাব, অন্যথা নাহি কথায়।'—হেমচন্দ্র।

**অন্যের—৫৭**
অপবেব। [সং. অন্য]।

**অপযশ—২৬, ২৭**
(আ অপজষ, অপজস)। অখ্যাতি দুর্ণাম, কলঙ্ক। [প্রাদি সমাস]।
তু 'অপযশ কবে লোক।'
—মনসামঙ্গল (বিজয়গুপ্ত)।

**অপরাধ—৪৫, ৫২, ১১৭, ১৪৩**
(আ. অপোরাদ)। দোষ, ত্রুটি, অন্যায, পাপ।
[সং অপ+ √বাধ+অ (ভা)]।
তু. 'শত শত অপরাধে আমি অপবাধী।'
—বামায়ণ।

**[illegible]—৪১, ৭১**
অলৌকিক রূপসম্পন্ন, পবমসুন্দব। [সং অপূর্ব > প্রা. অব্রূব্ 7বাঙ্ অপরূব, অপরূপ; হি অপরূপ; অস অপরূপ; মৈ.অপরুপ; মবাঠী—ঐ]। তু 'অপরূপ রূপ মনোভব মঙ্গল।'—বিদ্যাপতি।

**অপার—১২৩**
[সং. বহুব্রী]। অসীম, তুলনাহীন।
'[illegible] অপার কৃপার গুণে যা দিয়াছ প্রভু।'
—[illegible]।

**অপূর্ব—৪১, ৭১, ১৭৫**
(আ. অপূর্ব্ব, রনপূর্ব্ব)।
অদৃষ্টপূর্ব। [ন পূর্ব যার, ন.বহুব্রী]।

**অপেক্ষণে—১০৩**
অপেক্ষায়, প্রতীক্ষায়।
[সং. অপ্+ঈক্ষ্+অন (ল্যুট)-ভা]।
তু. 'হাতে অস্ত্র বাজা কবেন অপেক্ষণে।'
—রামায়ণ।

**অপেক্ষা—১৪৬**
[আ অফেক্ষা)। প্রতীক্ষা।
[সং অপ+√ঈক্+অ (ভা)+আ]।
তু 'বাজ্য নিতে ভবত না করিল অপেক্ষা।'
—বামায়ণ।

**অপ্সরী—১২৪**
স্বর্গেব বারাঙ্গনা। উর্বশী প্রভৃতি স্বর্গের বেশ্যা। [সং অপ্+√সৃ+অ (তৃ)+আ=অপ্সবা শব্দেব অশুদ্ধ কিন্তু চলিত রূপ]। এদেব উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে।
তু 'চিনা ভাব সে অপ্সবী কি কিন্নরী।'
—বামায়ণ।
'কিন্নবী অপ্সবী দেব কন্যা হবে প্রায়।'
—মহাভারত।

**অবতার—৫১**
(আ অবোতার)। সাধাবণ অর্থে জীব দেহধাবী দেবতা, দেবতা কর্তৃক জীব দেহ ধাবণ। বিষ্ণু কর্তৃক বিভিন্ন অবতার রূপে জন্ম গ্রহণ তুলনীয়। এখানে 'অগ্নি অবতাব' অর্থে অগ্নির মত।
[সং অব+√তৃ+অ (ভা)]।
তু. 'অগ্নিবাণে করে বীর অগ্নি অবতার।'
—রামায়ণ।

**অবধান—১০, ৪৪, ১৬৬**
(আ.অবোধান)। প্রণিধান, একাগ্রচিত্ততা।
[সং. অব+√ধা+অন (ল্যুট) ভা]।

তু. 'অবধান করি সুন'—রামায়ণ।
'অবধান সুন মাগো।'—ঐ।
'রায় কর অবধান।'—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

**অবধি—৭০**
(আ. অবোদি)। হতে, থেকে, পর্যন্ত, সীমা। [সং. অব+√ধ+ই (ভা)]।
তু. 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু।'
—বিদ্যাপতি।
'অবধি জানিতে সুধাই কাহাতে।'
—চণ্ডীদাস।
'তিন বাণে মদন, জিতল তিন ভুবন, অবধি রহিল দউবাণে।'—বিদ্যাপতি।

**অবধূত—২৮, ৭৭**
(আ. অবধুত)। বর্ণাশ্রমের অতীত সন্ন্যাসী বিশেষ; সন্ন্যাসাশ্রমী। অবধূত সাধারণতঃ চার প্রকার যথা: শৈবাবধূত, ব্রহ্মাবধূত, হংসাবধূত (পরমহংস বা পূর্ণভক্তাবধূত), পরিব্রাট (অপূর্ণভক্তাবধূত)। বন অবণ্য, ভারতী, গিরি, পুরী এঁদের উপাধি।
[সং. অব+√ধূ+ত (র্ম)]।

**অবশ্য—১০, ২১**
(আ. অর্ব্বসে, অর্ব্বশে)। অপরিহার্যভাবে নিশ্চিত, নিসন্দেহ।
[সং. অবশ্যম্; প্রা. অবসে]।
তু. 'অবশ্য অবশ্য করি লিখিলেন পাতি।'
—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

**অবশেষে—২৪**
(আ. অবোসেসে)। অন্তে, অবসানে।
[সং. অব+শিষ্+অ (ভা)=অবশেষ]
তু. 'রাজায় মেলানি মাগে যজ্ঞ অবশেষে।'
—রামায়ণ।

**অবস্থা—৮৯**
(আ. অবোস্তা)। দশা, হাল, গতিক।
[সং. অব্+√স্থা+অ (ভা)]।
তু. 'ইন্দ্র বেটা কৈল বড় আমার অবস্থা।'
—রামায়ণ।
'হেরিমোর পুত্রের অবস্থা।'—মহাভারত।

**অবিচার—৬৮**
বিচারাভাব, বিচারহীনতা।
[ন. ত.]।
তু. 'অবিচারে কারাগারে পিতার নিধন।'
—নীলদর্পণ।

**অবোধ—১৬৪**
(আ. অবোদ)। নির্বোধ, অবুঝ, অজ্ঞান
[সং. ন বোধ যার, ন. বহুব্রী]।

**অব্যাহতি—১১৮**
(আ. অব্যাগতি)। পরিত্রান, নিস্তার।
তু. 'তোমা বিনে পাণ্ডবের নাহি অব্যাহতি।'
—মহাভারত।
'মরিলেও নাহি অব্যাহতি।'
—ভারতচন্দ্র।
'মহাবীর রণে অব্যাহতি।
—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

**অভয়, অভএ—১৫৪**
ভয়নাশক, যেখানে কোন ভয় নেই। 'মা ভৈঃ' বলে উত্তোলিত দক্ষিণ হস্তের প্রসারণ বিশেষ। 'অভয় পুরি'—তন্ত্র-শাস্ত্রে বর্ণিত শিবের পুরি?
[ন. বহুব্রী]।

**অভরণ—৪২, ৫০, ৮৫, ৯১**
(আ. অভোরণ)। আভরণ-এর মধ্য বাঙ্. কাব্যিক রূপ। অলঙ্কার, অঙ্গভূষণ।
[সং. আ+√ভৃ+অন (ল্যুট্) ভা= আভরণ; হি, মৈ. অভরণ; অপ্র ]।
তু. 'শ্রী অঙ্গ অভরণ।'—ভক্তমাল গ্রন্থ।
'বস্ত্র অভরণে।'—চৈতন্য মঙ্গল।
'অভরণ ফণী।'—চণ্ডিকা বিজয়।
'নানা অভরণ।'—গঙ্গা মঙ্গল।

**অভরের—১৬৩**
অর্থ বুঝা গেলনা। 'অভরের শূন্যেত ভিতরে পুরুষ শূন্যেত করিল ঘর' পদে অভর" খুব সম্ভব অভয়।

**অভাজন—১**
অপাত্র, গুণহীন জন।
তু. 'হতকীর্তি অভাজন জীয়ন্তে মরণ।'
—মহাভারত।
'আমি অভাজন, পরম ভাজন, ঘটক নারদ ভায়া।'—ভারতচন্দ্র।
'মুঞি অতি অভাজন, না বুঝো ডাহিন বাম।'—চৈতন্য মঙ্গল।

**অভাগিনী—৯৩**
(আ অভাগিনি)। ভাগ্যহীনা, হতভাগিনী। [সং অভাগ্য (স্বরাগমে) অভাগিয 7 অভাগিঅ, অভাগি', স্ত্রীলিঙ্গে অভাগিনী]।
তু 'হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা।'
—বিদ্যাপতি।

**অভাবে—৬**
(আ অভাবে)। অনুপস্থিতে, অবিদ্যমানে।
তু 'মা অভাবে বাপ তালুই। তাই হন বনের বালুই।'—প্রবচন।

**অভিমান—১১৭**
অহঙ্কার, গর্ব, গৌরব, মান, আত্মসম্মান।
স্নেহ হেতুক অনাদর জনিত চিত্ত ক্ষোভ।
এখানে মনোবেদনা অর্থে।
[সং অভি+√মন+অ(ভা)]।

**অমর—৪ ১৬, ২৮, ৫০, ৫২, ১০৩**
(আ. অমর, অমোর)। মৃত্যুহীন, অবিনশ্বর, চিরজীবী [ন. ত]।
তু. 'রাম সীতার বরে হউক অজর অমর।'
—রামায়ণ।

**অমরানগরি—২৭**
অমরাপুরী, অমরাবতী।
তু. 'কোন দৈত্য আইসে দেখ অমরা নগর।'—রামায়ণ।

**অমাবস্যা—১০২, ১৬৮**
(আ. আমাবস্বা, আমাবস্যা)। কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি। [সং অমা (ন+√মা+(ক্বিপ্)+বস্যা√বস্+য (ধ)+আ)]।
যে তিথিতে সূর্য ও চন্দ্র সহবাস করে।

**অমাবস্যার—১১৭**
(আ আমাবর্শ্যার)।

**অমৃত—১০৩**
(আ অমিত্র)। সুধা, পীযুষ, অমরণ হেতু উদক (সায়ণ)।
[সং ন+মৃত, ন বহুব্রী]।

**অম্বলে—৭৪**
[সং অম্ল>পালি অম্বিল, প্রা অংবিল, অম্বিল>বাঙ্ অম্বল; মরাঠী-আম্বিল গুজ আংব—Sour; মৈ আমিল]
অম্ল, টক, অম্লজাতীয় পদার্থ।
তু 'তোর মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বরা দিব।'—রামপ্রসাদ।

**অরণ্যের—৩৭**
(আ অরুণ্যের)। কাননের, বনের, জঙ্গলের [সং√ঋ+অন্য-ষ্ম=অরণ্যম ?]

**অরুণ—১৪**
(আ অরূন)। আরক্ত, রক্তবর্ণ বিশিষ্ট। বিনতার পুত্র ও গরুড়ের অগ্রজ। সূর্যের সারথি। উষা বা সন্ধ্যাকালীন সূর্যের দীপ্তি। [সং√ঋ+উন (র্তৃ)]।
তু 'কোপে অরুণ আখি।'—বিদ্যাপতি
'অরুণ তরুণ তরু অরুণ হি ধরণী।'।
—গোবিন্দদাস।
'অরুণ হৃদয়ে ভেল দাস গোবিন্দ।'
—গোবিন্দদাস।

**অলঙ্কার—১৩, ৩২, ৯৪**
গহনা, ভূষণ, আভরণ।
[সং. অলম্+√কৃ+অ (ণ)]।

**অলি—১৩৬**
ভ্রমর। [সং √অল্+ই (র্তৃ)]।
তু দন্তাবলি শিশু অলি কুন্দ-কলি মাঝে।'
—বিদ্যাসুন্দর।
'অলি কি পদ্মিনী পাইলে ফিরে।'
—ভারতচন্দ্র।

**অল্প—৭২**
সামান্য, কম, অকিঞ্চিৎকর।
[সং √অল্+প (র্ম)]।

**অল্পজ্ঞান—৭৮, ৯১**
(আ অল্পগ্যান)। হেয়জ্ঞান, তুচ্ছজ্ঞান।

**অশুদ্ধ—১৮৩**
(আ অশুদ্দ)। ত্রুটিপূর্ণ, সদোষ, অঙ্গহীন।
[ন ত]।

**অষ্ট—৯৪**
অষ্টসংখ্যক, আট। [সং √অশ (+ত) +অন্; ফা হাশ্‌ত, Av a thın Gr okto, Ger acht, Eng eight]

**অষ্টমীতে—১৭১**
(আ অষ্টমিতে)। অষ্টের পূরণীতে; চন্দ্রের অষ্ট কলা ক্রিয়ারূপ তিথি বিশেষে, অষ্টমী তিথিতে।
তু 'ললাট অষ্টমী-ইন্দু।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

**অষ্টাঙ্গ—৫৫**
অষ্টাঙ্গ—দেহের অষ্ট অবয়ব: (১) দুইহাত হৃদয়, কপাল, দুই চক্ষু কণ্ঠ মতান্তরে, বাক্য, মেরুদণ্ড মতান্তরে মন; অথবা দুই হাত, পায়ের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলী দুই হাটু বক্ষ ও নাসা, অথবা প্রণামের অষ্টঅঙ্গ: জানু, পদ, পাণি, বক্ষ, বুদ্ধি, শিরঃ, বাক্য, দৃষ্টি। (২) সেনার অষ্টঅঙ্গ: রথ হস্তী অশ্ব যোধ পত্তি কর্মকারক চার দৈশিক মুখ্য (দেশের প্রধান ব্যক্তি)। (৩) যোগের অষ্টঅঙ্গ: যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। (৪) পূজার অষ্ট উপাচার: জল, ক্ষীর, কুশাগ্র, দধি, ঘৃত, আতপতণ্ডুল, যব ও শ্বেত সর্ষপ। (৫) বিচারালয়ের অষ্ট অঙ্গ: ব্যবহার শাস্ত্র, বিচারক, সভ্য, লেখক, জ্যোতির্বিদ, স্বর্ণ, অগ্নি, জল। (৬) আয়ুর্বেদের অষ্টঅঙ্গ. শল্য, শালাক্য, কায়-চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমার ভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নত ও বাজীকরণ।

**অষ্টঅলংকার—৯৪**
১। নাকফুল, ২। কান ফুল, ৩। কপালের টিকলি, ৪। গলায় হার, ৫। বাজুতে অনন্ত, ৬। হস্তে বলয়। ৭। কটিতে হার ও ৮। পায়ে মল এই অষ্ট অলঙ্কার?

**অসম্ভব—৯৩**
(আ অসম্ভাব)। সম্ভবহীন, যা ঘটেনা বা ঘটান যায়না এমন। [ন বহুব্রী]।

**অসার—২৮**
তুচ্ছ, বাজে, মিথ্যা। [ন বহুব্রী]।

**অসারের—৮০**
অসার বস্তুর।

**অসুর—২৭, ৩২, ১০২**
(আ অসুর)। সুরবিরোধী, সুরশত্রু, দৈত্য। বেদের প্রাচীনতম অংশে 'অসুর' অর্থে দেবতা। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি-গণ এই অর্থে দেবতা ছিলেন। পারসীক আবেস্তায় 'অহুর' অর্থে The Life Giver and the Omniscient: God.
তু 'অসুরঃ সর্বেষাংপ্রাণদঃ'
—ঋগ্বেদ ১ ৩৫ ৭। পরবর্তীকালে যে সমস্ত দেব বিরোধীরা সমুদ্র মন্থনের পরে সুধা পায়নি তাদেরকে অসুর বলা হয় এবং দৈত্য-দানবরূপী দেব-শত্রুরাই অসুর রূপে পরিচিত হয়।

[সং. ন+সুর, ন+সুরা বা অসু (প্রাণ) +র বা √অস্+উর (উরন); ন.বহুব্রী]।
তু. 'সুজন জনাবে বাধ অসুব সংহাবে।'
—মহাভাবত।

কৃষ্ণে প্রীতি যে না কবে সেজন অসুব
—মহাভাবত।

'মনুষ্যেই দেবাসুব দুই মত জন্মে।'
—ভক্তমাল গ্রন্থ।

**অসুরঘাতিনী**—৩২
(আ অসুবঘাতিনী)। দুর্গা।

**অস্তাগিরি**—৪০
পুবাণে কল্পিত পর্বত বিশেষ যাব অন্তবালে সূর্য অস্ত যায বলে কথিত আছে।
[সং. অস্ত {√অস্+ত (ধি, ভা)}+ সং গিবি { √গৃ+ই (র্তৃ) } ]।

**অস্থির**—৩৮, ৬৯
(আ অশ্তিব, অস্তিব)। চঞ্চল, আকুল [ন তৎ]।

**অহঙ্কার**—৭৯
অহমিকা, গর্ব, আত্মাভিমান।
[সং. অহম+কৃ+অ (ভা)]।
তু. 'আমাতে জন্মিয়া জীব কবে অহঙ্কাব।'
—মহাভাবত।

**অহল্যা**—১০১
(আ. অহর্ল্যা)। •গৌতম মুনির স্ত্রী। সর্বপ্রকাব 'হল্য' (কদর্যতা) বা বিরূপতা শন্যা এবং অদ্বিতীয় সুন্দবী বলে সত্যযুগে সৃষ্ট ব্রহ্মার এই মানস কন্যাব নাম অহল্যা। ব্রহ্মা বহুদিন একে গৌতমেব কাছে রাখেন। গৌতম তাঁকে পবিত্র এবং নিষ্কলঙ্ক অবস্থায় ফিবিয়ে দিলে ব্রহ্মা অহল্যাকে গৌতমের হস্তে অর্পণ করেন। একদিন গৌতমের অনুপস্থিতে ইন্দ্র তাঁব কাছে সঙ্গম প্রার্থনা করলে কামার্তা নাবী ইন্দ্রেব বাসনা পূবণ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রত্যাগত গৌতমেব কাছে ব্যাপাবটা ধবা পড়লে তিনি অহল্যাকে অভিশাপ দেন যে অহল্যা সহস্র বৎসব অদৃশ্য অবস্থায শুধু বায়ুভক্ষণ করে অনুতপ্ত অবস্থায বেঁচে থাকাব পব বিষ্ণুরূপী বাম কর্তৃক উদ্ধাব প্রাপ্ত হবেন। শাপ মুক্তিব পব তিনি পতিব সঙ্গে মিলিত হন। অহল্যা পঞ্চ প্রাতঃস্মবণীযা কন্যাদের একজন।

**অহর্নিশি**—১৫৫, ১৫৭, ১৬৯
(আ অহিনিশি, অহোনিসি, যহিনিসি) দিবাবাত্র, সতত, অহোবাত্র।
[সং অহর্নিশ> বাঙ্ অর্হনিশি (অহন্+ নিশা); মৈ অহোনিশি]।
তু 'অহর্নিশি পড়ে মহামাব।'—শিবায়ণ
'সঙ্কীর্তনে হবিনামে অহর্নিশি যায।'
—চৈতন্যমঙ্গল।

'অহনিশি জ্বলে বহ্নি।'
—মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা।

**অহে**—৯০
(আ যহে)। [অব্যয়, সম্বোধনে; তু. অযে (অয়ি, অহে)]।
তু. 'অহে কাক ঝাট বাটি আনহ এখন।'
—চৈতন্যভাগবতী।

'শুন শুন অহে প্রভু গৌব ভগবান।
এতদিনে হৈল মোব প্রসন্ন নয়ান।'
—চৈতন্যমঙ্গল।

'অহে জীব কর আকিঞ্চন।'
—হেমচন্দ্র।

# আ

**আই**—৪, ৮, ৫১, ৫৩
(আ. আই, রাই)। মাতা, মাতামহী, দিদিমা।
[সং অম্বিকা; প্রা আত্তা, আ আ (অত্তা), অভিজআ; গুজরাটী, আঈ; মগধী আঈ; হিন্দী, মরাঠী, ওড়িয়া, মাঈ, মৈ আই; অস আই]।
তু 'মরলো নির্লজ্জ আই। তুইত মাসাশ'
—ভারতচন্দ্র।
'আইবুড়তে যেন আই '
—দশরথি রায়ের পাঁচালী।
'পাটেশ্বরী আই '—চৈতন্য চরিতামৃত।
'কহে কোন আই, আমি যদি পাই,
পলাইয়া যাই এদেশ থেকে।'
—বিদ্যাসুন্দর।

**জ**—১০৪
আজ, অদ্য, এখন।
[সং অদ্য> পালি, প্রা অজ্জ> বাঙ্ আজ> আইজ; হিন্দী, মরাঠী, গুজ মৈ আজ; পাঞ্জাবী অজ্জ, সিন্ধী অজু, ওড়ি, অস আজি; সিংহলী অদঅ, আঞ্চ আইজ (অপ্র)]।
তু 'আজ পেখল ধনি তোহার বড়াই।'
—বিদ্যাপতি।
'আজ মোঞে জানল হরি বড় মন্দ।'
—বিদ্যাপতি।

**আইল**—৪, ৬, ৩০, ৩১, ৩২, ৫৮, ৬৭,
আসিল-র কোমল রূপ। আগমন করল [মাগধী আ দে (আপ্ত Come)]।

**আইসে**—১০৩, ১৫৫
আসে-র অপ্র রূপ। [বাঙ্√আস (সং আ+√বিশ)+আ=আসা ক্রিয়া]
তু 'তরুদল চলএ পবনে।
কাহ্ন আইসে হেন তাক মানে।'
—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

**আইসা**—১৬১, ১৭২
(আ আইস্যা)। আসিয়া-র অপ্র. আঞ্চলিক রূপ।

**আইশে**—১০৪
(আ আইসে)। আশে, আশায়।

**আউটহাত**—৪২, ৬২
ভট্টশালীর মতে অষ্টাঙ্গ বলে মানবদেহ 'আউট' বা আট হাত। 'হর গৌরী সংবাদ'-এর কবি শেখ চান্দের মতে পিতা মাতার অষ্ট চীজে মানবদেহ তৈরী বলে 'আউট' বা আট হাত। যথা
'জনকের অস্থি, মগজ, মণি, রগ এই চারি।
জননীর মাংস, চর্ম, লোম, রক্ত এই চারি॥
আউট হস্ত নৌকার প্রবন্ধ কাণ্ডারী।
খাসত্তর দেন সঙ্গে মন ইচ্ছায় পাড়ি॥'
বসন্ত রঞ্জন রায়ের মতে সাড়ে তিন হাত পরিমিত দেহ যষ্টি: আট <আউট <আহুট; হিন্দী হোঁটা (বিরল প্রযুক্ত), সং অধ-চতুর্থ > অড্‌ঢ> অড্‌ট চতুট্‌ঠ, অড্‌ঢ-জদুট্‌ঠ অড্‌ট-অউট্‌ঠ, অড্‌ঢুট্‌ঠ> আঢুঠ।
তু 'আউট হাতের কেশ এক গোটা বেণী।'
—মাধব কন্দলিকৃত সুন্দরাকাণ্ড।
'আউট হাত প্রমাণ আমার কলেবর।'
—শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।
'আউট হাতের নৌকা ।'
—গোরক্ষ বিজয়।
'আউট কোটি ।'—রামায়ণ।
'আউট কোটি ।' —গঙ্গা মঙ্গল।
'আউট যোজন ।' —চৈতন্যমঙ্গল।
'আউট হাত কেশ'—সুদীর্ঘ কেশ।

**আঁখি**—৮৬
(আ আখি)। চক্ষু। [সং অক্ষি> পালি অক্‌খি, প্রা, অক্‌খি, অংখি> আঁখি; হি. আঁখিয়া, আঁখ; ওড়ি, আখি,

অস. আখি; মৈ আঁখি; গুজ. অংখ; সিন্ধী. অখি]।

তু 'আঁখে কবে জল।'—চণ্ডীদাস।

'আঁখিব কাজল।'—ভাবতচন্দ্র।

'আঁখি অছইতে কইসে খসব কূপ।'

—বিদ্যাপতি।

**আঁখির—১৩৩**

(আ আখিব)। চক্ষুব।

তু 'আঁখিব আড়ে।'

—শ্রীধর্ম্মমঙ্গল (ঘনবাম)।

**আঁখিরমটকে—১৩৩**

আখিদ্বাবা কৃত সঙ্কেতে চক্ষুঠাবে।

তু 'স্বাভিযোগ ববে দুষ্ট আঁখিমটকিযা।'

—ভক্তমাল গ্রন্থ।

**আঁচাইল—১১১**

আঁচমন কবা। আহাবেব পব হস্তমুখ প্রক্ষালন কবন। [সং আচমন, হি অচ্বন, ওড় অংচবণ]।

তু 'মিছামিছা খেযে মিছামিছা আচাইলা।'

—শিবায়ন।

**আঁটখুড়া—১৬**

আঁটকুড, আটকুড়া বা আটকুড়ে। নিঃসন্তান। অনপত্য। ভট্টশালীব মতে হতকুল, বসন্ত বঞ্জন বাযেব মতে আট (সং আত্ত, গৃহীত বা হত)+কুড়া (সং কুল)=হতকুল। [দেশী, ওড়ি আণ্ঠকুড়া]।

তু 'পুত্র না থাকিলে লোকে বলে আঁটকুড়া।'—বামাযণ।

**আঁটিল—১২২**

কষে বা শক্ত কবে বাঁধন। [দেশী আঁট বা আঁটা শব্দ থেকে]।

তু 'এত বস্ত্র আনে এক বেড়ে নাহি আঁটে।'—বামাযণ।

'কাপড় আঁটিয়া যায় পালের ভিতর।'

—রামায়ণ।

'পিতা পুত্রে দুহে আঁটি, গজালে গাঁথিল পাটী, গড়ে ডিঙ্গা দেখিতে রূপস।'—ক ক চণ্ডী।

**আকার—৩০**

আ-কাব চিহ্ন। [সং আ+√কৃ+অ (ঘঞ্) ভা]।

তু 'আবাব হকাব বর্ণে আকাব সংযুক্ত।'

—বিদ্যাসুন্দর।

**আকার—৩৬,**

মূর্ত্তি, চেহাবা আকৃতি। তু 'পর্ব্বত আকাব গ্রাহে জলচবাণ।'—মহাভাবত।

**আকাশ—৮৪, ১৬১**

(আ আকাসো, আকাস)। গগন অন্তবীক্ষ। [সং আ+√কাশ্+অ (বি)], প্রা আগাস, হি আগাস; মৈ আকাস, ফা আসমান, Av. Asha]।

তু 'আকাশে বহেন সব শুনে ভক্তগণ।'

—চৈ চবিতামৃত।

**আকাশের—৩, ১৬১**

গগনেব।

**আকুল—১৬, ৪৫, ১৩০**

উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুল, অস্থিব।

[সং আ+√কুল্+অ(র্তৃ)]।

তু '(শ্যাম নাম) আকুল কবিল মোর প্রাণ।'—চণ্ডীদাস।

'বলি বিলাসিনী আকুল কান।'

—বিদ্যাপতি।

**•আকৃতি—৫১ ৮৬,**

(আ আকিত্তি)। চেহারা, গঠন। [সং আ+√কৃ+তি(ণ)]।

**আখের—১৫২**
পরিণাম, শেষ, সমাপ্তি। [আব. আখীর]।
তু 'একা আমি কি করিব আখেরে অবলা।'—শ্রীধর্ম মঙ্গল (মানিক)।

**আখেরে—৫৭, ১৫০**
পরিণামে, শেষে।
তু 'আখেরে আসিবে তোর বৌ-ঝিয়েব কাছে।'—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘনরাম)।
'হায় হায় আখেরে কি হইবে হিন্দুর।'
—ভারতচন্দ্র।

**আগ—৫৫**
অগ্র, প্রথম। [সং অগ্র> পালি, প্রা অগ্গ> বাঙ্ আগ, আগা, হি আগা, গুজ আগ, অস আগ, সিন্ধী–অগ]।
তু 'গোপীগণ সব গেল আগ।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'না বোল সম্বন্ধ বাধা আহ্মার আগে।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'রথে চড়ি যাএ আগে শঙ্খ বাজাইয়া।'
—রামায়ণ।

**আগম—১৬২**
বেদাদি শাস্ত্র, তন্ত্র-শাস্ত্র। শিবের মুখ বিসৃত ও দুর্গা কর্তৃক শ্রুত শাস্ত্র, অথবা, যা শিব মুখ হতে আগত, গিরিজামুখে গত এবং বাসুদেবের অভিমত—সেই তন্ত্র-শাস্ত্র; অথবা, সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতার্চন, সর্বসাধন, পুরশ্চরণ, ষট্‌কর্মসাধন, চতুর্বিধ ধ্যান—এই সপ্তলক্ষণান্বিত তন্ত্র-শাস্ত্র। [সং আ+√গম+অ]। এখানে খুব সম্ভব অগম শব্দ স্থলে অপপ্রয়োগ।

**আগমন—৮**
(আ. আগমোন)। আগতি, উপস্থিতি [সং. আ+গমন]।

**আগর—৮৫, ৮৮, ১৫৬**
অগুরু। [সং অগরু; প্রা অগরু; অস. অগ্‌রু কাষ্ঠ]।
তু 'গন্ধ আগর।'
—মনসা মঙ্গল (বিজয়গুপ্ত)।
'আগর চন্দন।'—রামায়ণ।
'আগর চন্দন কাষ্ঠে।'
—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা।
'আগর চন্দনে বড়াযি শরীর লেপিআঁ।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'আগর লেপই অঙ্গে।'—গোবিন্দদাস।

**আগুন—১১১**
অগ্নি। [সং অগ্নি> প্রা আগনি> বাঙ্ আগুনি, আগুন, হি অগনী; পাঞ্জা অগন]।
তু 'জ্বলিব আগুন।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'তার কপালে আগুন।'—ভারতচন্দ্র।
'আগুনের কপালে আগুন।'
—ভারতচন্দ্র।

**আগে—১৮, ২৪ ৬৬, ৯৯, ১১৯, ১২১**
অগ্রে, প্রথমে। [আগ দ্রঃ]।
তু 'পূজা হোম যোগ যাগে, তোমার অর্চনা আগে।'—ভারতচন্দ্র।
'সখী আগে জাএ।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**আগ্যায়, আগ্যাএ—১৭৮**
আগুয়ান বা অগ্রসর হয়।
[সং অগ্রযান থেকে আগু বা আগুয়ান; আগুয়ান থেকে গ্রাম্যরূপ আগ্যায়। আগ্যায় বা আওগায় শব্দ বাঙলা দেশের পূর্বাঞ্চলে বেশ প্রচলিত। হি আগ্‌বান]।
তু 'দুই ভাই হৈল আগআন।'—রামায়ণ।

**আঙ্গার—৩৯, ৯৫**
অঙ্গার, কয়লা, পোড়াকাঠ। [সং অনুগ+আর (তৃ)=অঙ্গার; হি অঁগার; অস আঙ্গার]।

তু. 'দুই চক্ষু জ্বলে যেন জ্বলন্ত আঙ্গার।'
—ভক্তমাল গ্রন্থ।
'সহস্র যোজন জুড়িয়া ইন্দ্র আঙ্গার বর্ষে।'
—রামায়ণ।
'ভাঙ্গি চাও কেদা ফল ভিতরে অঙ্গার।'
—ময়নামতীর গান।

**আছে**—৭, ৮, ৩৭, ৫৪, ৫৩, ৭৯, ১০৯ ১১৩
বিদ্যমান বা উপস্থিত। [সং √অস্ > পালি √আচ্ছ, প্রা √আচ্ছ > বা √আচ্ছ, সং √ আস্ > প্রা আচ্ছ—আছে, সং তিষ্ঠতি > প্রা. অচ্ছই > √আচ্ছ > বা √আছ; প্রা আচ্ছই; হি √অছ, মৈ √অছ —অছি, অছএ, অছুইত, অছৈত, আছ > আছে]।

**আছিল**—১৫, ২৩ ৩০, ৩৮, ৫১, ১২৯
ছিল। আছ ধাতু থেকে আছ, আছে, আছিল ইত্যাদি। [আছ (প্রা আছ, সং অস্)+ল বা ইল (ক্ত) > আছিল এবং আ-লোপেছিল]।

**আছেন**—৩৩, ৩৪, ৫১ ১২৯,
আছে-র সম্মানার্থে।

**আজ**—৪০, ১১৩, ১২২,
অদ্য। [আইজ দ্রঃ]।
তু 'আজ পেখল ধনি তোহর বড়াই।'
—বিদ্যাপতি।
'আজ মোঞে জানল হরি বড় মন্দ।'
—বিদ্যাপতি।

**আজি**—৪৮, ১০৮
আজ।

**আজ্ঞা**—৩০, ৩৯, ৬৫, ৮৩, ১২৩, ১৩৪,
(অা আগ্যা, আজ্ঞ।)। আদেশ. হুকুম। [সং. আ+√জ্ঞ+অ-ভা+স্ত্রী আ (টাপ্)]।

**আজ্ঞাকারী**—৬৫,৮৮
(অা আর্গাকারী, আজ্ঞাকারি) আদেশ পালক, ভৃত্য।

**আজ্ঞায়**—২০, ৫০, ১৭১
(আগ্যাএ, আজ্ঞায)। আদেশে।

**আঠার**—৪, ৬৩, ৭৭
১৮ সংখ্যা, অষ্টাদশ সংখ্যক। [সং অষ্টাদশ পালি অট্‌ঠাদস, প্রা অট্‌ঠারহ, অট্‌ঠারস। হি, মৈ অঠারহ; মরাঠী-অঠরা; গুজ আঢার]। তু 'তোমাদের যে কত ছলা, এর কথাটি ওকে বলা, বিশেষ আবার আঠার কলা নষ্ট নারী যারা।'—দাশুরায়ের পাঁচালী।

**আড়**—১৬৭
প্রতিবন্ধক, অন্তরাল, আড়াল। [সং আলি > বাঙ্ আল, আড; হি আড; মৈ আড়,-রি, মরাঠী অড—hindrance, গুজ আড—a line of separation, অস আঁর]। তু 'তাদের কোন দায়দফা পড়লে বাবু আড় হয়ে পড়ে।'—হুতুম পেঁচার নকশা।

**আড়ি**—৮৪,
বিধবা। [মূল-রাঢী, সং রণ্ডা']।

**আতর**—৭৪
আতপ-এর আঞ্চলিক রূপ। সূর্যকিরণ, রৌদ্র। এখানে সিদ্ধ না করে রৌদ্রে শুষ্ক ধান্যের চাল, আতপ চাল, আলোচাল। [সং আ+ √তপ+অ (র্তৃ)]।
তু 'আতপে মিলায় যেন ননীর পুতুল।'
—রামায়ণ।

**আতর**—৮৭
পুষ্পের সারাংশ স্রবিত দ্রব্যবিশেষ, সুগন্ধি পুষ্প সারাদি। [আর ইত্বর; তু.Eng. Attar, ottar, otto]।

**আত্‌মা**—১৫৩, ১৫৭
আত্মা-র কোমল রূপ। দেহাধিষ্ঠিত চৈতন্য ময় সত্ত্বা, জীবাত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, ধর্মকায়

বা তথতা। এখানে পরমাত্মা বা ধর্মকায়। [সং. √অত্+মন্ (মনিন)-ক=আত্মা; তু. Gr. atmos, Gr. atum, athem, odem]।

**আতস—৮২**
(আতশ্, আতস্)। অগ্নি। [ফা আতশ'; Av. atar, pahlavi-ht-as তু সং' হুতাশ]। তু 'ননীর পুত্তলী সীতা আতসে মিলায় —রামায়ণ।

**আদর—৭৯**
যত্ন, খাতির, কদর, অনুরাগ, বাৎসল্য, স্নেহ। [সং আ+√দৃ+অ (অপ্)-ভা]। তু 'এতসব আদর গেও দরশাই।' —বিদ্যাপতি।
'অলৌকিক চেষ্টা যেবা দেখ কিছু তান। তাহাতেও আদর করিতে পাই ত্রাণ।' —চৈতন্যভাগবত।
'সেই বিধে দিনে দিনে আদর বাড়ায়।' —শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**আদি—২, ২৭, ২৮**
প্রভৃতি, ইত্যাদি। [সং আ+√দা+ই (কি) র্ম]।
তু 'ত্রিলোচন-আদি।'—ভারতচন্দ্র।

**আদি—১৬১**
প্রথম আদ্য। [সং ঐ]।
তু 'আদি ক্ষত্রি তুমি বাঘ।' —কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

**আদিমায়ের—১৬১**
(আ আদি মাএর)। আদ্য জননীর। শূন্য পুরাণ বর্ণিত আদ্যাশক্তির কথা বলা হয়েছে বলে মনে হয়।

**আদেশ—১৩, ৩৪, ৩৯, ১২২**
(আ আদেষ, আদেস)। আজ্ঞা, হুকুম আদিষ্ট (৩৪), অনুশাসন। [সং আ+√দিশ+অ]।

**আদেশে—৩১,৩৯**
(আ .আদেসে)। আজ্ঞায়, হুকুমে।

**আদেশিয়া—১১**
(আ . আদোসিয়া)। আদেশ করে। যদিও বিরল আদেশ বিশেষ্য-র ক্রিয়ারূপে ব্যবহার মধ্য যুগে কখনও কখনও দেখা যায়।

**আদ্য—৪১, ৮৬, ১৫২, ১৫৯**
আদি, আদিভব, আদিভূত, প্রথম। [সং আদি+য (য্য) 'তদভব' অর্থে]। তু 'প্রলয়ের তুমি আদ্য মূল।' —মহাভারত।

**আদ্যঅন্ত—১৫৯**
(আদ্যন্ত)। প্রারম্ভ ও অবসান, প্রথম ও শেষ, আগা থেকে গোড়া। [সং আদি ও অন্ত, দ্বন্দ্ব]।
তু 'শুন প্রস্তাব আদ্যন্ত।' —মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা।

**আদ্যচন্দ্র—১৬৯**
(আ আর্দ্ধচন্দ্র)। খুব সম্ভব পিতার ঔরস বিন্দু। পাদ টীকা (দ্রঃ)।

**আদ্যধন—১৫৯**
আদিধন। এখানে যোগের ভাষায় দেহের শক্তি (শুক্র)-কে বলা হয়েছে বলে মনে হয়।

**আধারি—১১৯**
'কাষ্ঠ-পীঠ সংলগ্ন দণ্ড বা যষ্টি (যোগী-ফকিরের ব্যবহার্য), যাহা সাধারণতঃ আসা নামে প্রসিদ্ধ। এই আশা অনেক সময় ফুলের মালা, কড়ি প্রভৃতি দ্বারা সাজান দেখা যায়। হিন্দী পদুমাবতীতে আধারী।' —বসন্ত রঞ্জন রায়।
কিন্তু এই অর্থ কি সঠিক? আধার [সং আ+√ধৃ+অ (ঘি)] -এর সঙ্গে ই যোগে 'আধারি' অর্থে পাত্র বলে মনে হয়। 'বটুয়া আধারি' অর্থে

খুব সম্ভব বটুয়া (ছোট থলে) জাতীয় আধার বা পাত্র। পাঠে আছে:
চকমকি পাথর দিল বটুয়া আধারি।
এখুর মেখুর দিল বসের খাপুবী॥
—১১৯ পৃ:।
তু. 'আধারি এড়িয়া পাইল উয়াবি নেহারি।'
—গোবক্ষবিজয়।

**আন**—৭৩
অন্যকিছু, অন্যপ্রকাব, অপব, ভিন্ন। [সং. অন্য> প্রা. অন্ন> বাঙ্ আন; হি. আন; গুজ. আণ-ন; মৈ আন; অস. আন]।
তু. 'বড়াযি চলিলী আন পথে।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
• 'আন অনুবাগে পিযা আন দেশ গেলা।'
—বিদ্যাপতি।

**আন**—৫০
আনয়ন কব, নিযে এস। [বাঙ্ √আন (সং আ+√নী); প্রা আণ; হি মৈ √আন; মবাঠী √আণ; অস √আন্]।
তু. 'আন গিঅাঁ চন্দ্রাবলী।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'অন্ন-আদি যে কেহ আনয।
—ভক্তমাল গ্রন্থ।
'কতসঞে রূপধনী আনিল চোরি।'
—বিদ্যাপতি।

**আনন্দ**—৩, ৪, ৭, ২২, ৪৯, ৫২, ১১১, ১১২
হর্ষ, পুলক, আহলাদ, সুখ। কোন কোন স্থানে আনন্দিত অর্থে বিশেষণ রূপেও ব্যবহৃত হয়েছে।
[সং. আ+√নন্দ+অ (ভা)]।
তু. 'এতগুনি অনাদি আনন্দ হয়ে বর দিলা।'—শ্রী ধর্ম মঙ্গল (মানিক)।

**আনন্দিত**—৭, ৮
(অা. আনন্দিৎ)। হৃষ্ট, পুলকিত, আহলাদিত। [সং. আ+√নন্দ+ত(ক্ত)-ক]।

**আনল**—১৫৫
[সং. অনল> আনল (অপ্র)]। অগ্নি, অনল।
তু 'প্রজল আনল।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'আনলে পুড়িলে পুন আনলে কাজ।'
—পদকল্পতরু।
'বিবহ-আনল।'—বিদ্যাপতি।

**আনহ**—৩৪
আন, আনয়নকর। [আন ক্রিয়া দ্র:]।
তু 'আনহ কেতকিকের পাত।'
—বিদ্যাপতি।

**আনা**—১১৮
এক টাকাব ষোল ভাগেব এক ভাগ, সম্পূর্ণ দ্রব্য বা সম্পত্তির ষোল ভাগের এক ভাগ।
[প্রা আনঅ; হি আনা; অর্বা, সং. আনক বা আণক]।
তু 'মনেতে আড়াই সেব আনার হিসাব।
—শুভঙ্কর।

**আনি**—১০৮, ১১৮
আনয়ন করে। [আনা ক্রিয়া থেকে আনিয়া আনিয়া-ব 'য়া' বিলোপে আনি]।

**আনিঞা, আনিয়া**—৪৭, ৮৪
আনয়ন কবে। [আন ক্রিয়া দ্র:]।

**আপন**—১১, ২৯, ১৩১
(অা আপোন)। স্বীয নিজ, স্বকীয়। [সং আত্মন> প্রা অাপ্পণ, অপ্পনো> বাঙ্ আপন; হি. অপনা; পা আপণ আপণা; মবাঠী, গুজ. আপণ; মৈ. আপ্পন, অপণ; অস আপোন]।
তু. 'রাখহ আপন মানে।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'আপন বিরহে আপন তনু জব জব।'
—বিদ্যাপতি।

**আপনা—১৫৬**
[আপন> আপনা, মৈ আপনা]। স্বীয় নিজ।

**আপনার—২৮, ৩০, ৪৪, ৬১, ৭০, ৭৪, ১১৩**
নিজেব। [আপনা+ব]। নিজেব।
তু 'আপনাব ঘব আব শশুবেব ঘব।'
—ভাবতচন্দ্র।
'তোমাব এঘবে, আপনাবই কবে, গৃহদীপখানি জ্বাল।'—ববীন্দ্রনাথ।

**আপনে—১৫, ৫৫, ৫৭, ৭৪, ১৭১**
নিজে, আপনি। [আপন+এ]
তু 'আপনাভাবে আপনে বিভোলা'
—গঙ্গামণ্ডল।
'আমি আপনে মনসা।'—মনসা মঙ্গল (বিজব গুপ্ত)।
'আপনে যে মৈল তাবে মাবিয়া কি ধর্ম।'
—চৈতন্য ভাগবত।

**আপনি—৩২, ৪৩, ৬৮**
নিজে। [অস আপুনি, মৈ আপনি]।
তু 'আপনি না বুঝে পবকে মজায।'
—চণ্ডীদাস।
'আপনি আপন সমা।'—ভাবতচন্দ্র।
'যাইব আপনি।'—বামাযণ।

**আব—৮২**
পানি, জল। [ফা আব্, তু সং অপ্, আপ; হি আভ]।
তু 'আব আতস খাক বাদ—এ চাবি মোকাম।
মন দিয়া শুন কহি যাব যেই নাম।।'
—যোগ কলেন্দব।

**আবছায়া—১৪৫**
আলো-ছায়া, মেঘেব ছায়া।
[ফা. আব্ (পানি, মেঘ)+ছায়া]।

**আবল, আববল—১৬, ৩৫, ৫০, ৫২, ১০৮**
আয়ুঃবল, আ র্যুবল। আবল <আববল < আয়ুবল <আয়ুঃবল। [সং আয়ু (√ই বা √অয়+উ, উস্ (র্তৃ)+বল (√বল্ +অ)]।

**আবালের—১৭১**
আয়ুবল-এব বিকৃতরূপ।

**আবের গড়া—৮০**
পানিদ্বাবা গঠিত।
যোগেব ভাষায আব হচেছ প্রবৃত্তি। [পাদ টীকা দ্রঃ]।

**আভা—১২৩**
প্রভা, দীপ্তি। [সং আ+√ভা+অ (অঙ্)+ভা]।
তু 'প্রভা আভাময়ী।'—মাইকেল।

**আমরা—৯৩**
[সং অস্মাকম্ > প্রা অম্হাণ, (অপভ্রংশ) অমহাব> বাঙ্ আহ্মাব,> আহ্মাবা, অহ্মরা (বহুব)> আমাবা (অপ্র), আমবা।
তু 'হি হমাবা, মবাঠী আমচা; ওড়ি আম্ভব, মৈ হুমবা (সভকে)]।
বসন্ত বঞ্জন বায়েব মতেঃ "আমি (সং. অস্মদ> অহম)-ব বহুবচন 'সম্বন্ধেব-ব' তে আকাব যোগ কবিয়া কর্তৃকাবক বহুবচনের চিহ্ন বা' হইতে পাবে। শ্রীযুক্ত বিজয় বাবু বলেন তামিল অব এবং প্রাকৃত আ মিলিয়া ঐ বা' হইযাছে।"
তু 'আমবা চলিব সর্বজন।'—মহাভাবত।

**আমাক—১৩০, ১৩৭**
আমাকে। বিভক্তিব এ-বিলাপে। বর্তমান গ্রন্থে এবং যুগেব অন্যান্য গ্রন্থে এই বিভক্তি লোপেব দৃষ্টান্ত প্রায়ই দেখা যায়।

**আমার—২৪,৩০, ৩৯, ৪০, ৫৭, ৫৮, ৭০, ৯৪,১০৮**
মদীয়। [সং অসমদীয়; প্রা. অম্হার

প্রাচ বাঙ্ আম্মাব, হি হমাব, মৈ. ঐ ]।
তু 'আমব বঁধুযা।'—চণ্ডীদাস।
'আমাব আমব কবি মবে অস্ত্রজনে।"
—মহাভাবত।

**আমাপদ—১৫৮**
অমাপদেব অশুদ্ধ রূপ। অমা—যা ক্ষযোদযে পবিচ্ছিন্ন হযনা, চন্দ্রেব ষোড়শী কলা, মহাকলা। "ইহা চন্দ্রেব ষোড়শী কলা। ইহাব ক্ষয ও উদয নাই, সুতবাং নিত্য। ইহা অন্য কলাব আধাব শক্তিরূপা এবং মান্যেব সূত্রবৎ কলাসমূহেব সহিত অনুস্যূত।"-বঘুনন্দন। [ন মাঃ (চন্দ্রমাঃ) যাতে ন বক্সী]। অমা (অমাবস্যা) +পদ (পক্ষেব প্রথম তিথি)।

**আমাসে—১৫৫**
অর্থ বুঝা গেলনা। আযাসে?

**আমি—১, ৬, ১১, ৩৪, ৪০, ৬৩, ৭০, ১০৮**
(আ আমী, আমি)। বক্তা স্বযং।
[সং অহম্ > প্রা.অস্মি অংমি > বাঙ আমি। তু পালি অহং, হি, পা, নেপালী—মৈং; মৈ, মাগধী, ভোজপুবী—হম্, মবাঠি-মী, গুজ হং, ওড়ি আম্ভ, Av Ajem; L E g, Fr je, ger Ich Eng I Persian Mān ]।
তু 'পাপী আমি দুইজনা।'
—চৈতন্যচবিতামৃত।

**আমোদিত—১২৩**
(আ আমাদিত)। হর্ষযুক্ত, সুবভিত।
[আ+$\sqrt{}$মোদি+ত (ক্ত) র্ম]।
তু 'মন্দাব গন্ধে আমোদিত আশা।'
—শ্রী ধর্মমঙ্গল (ঘন)।

**আর—৪, ২১, ৩৫, ৫৩, ৫৮, ৬৬, ১১১, ১৬৬**
অপর, অন্য, এবং, ও, পুনবায। [সং অপর > প্রা .অব্র, 'অক' > বাঙ্ আব; হি. ঔব, মবাঠি-আণি, ওড়ি আবব; মৈ আওর; অস আরু। বাঙ্ বিভিন্ন কালে রূপঃ আঅব, আওব, অক, আউব, আক, আবর]।
তু 'বঁধু কি আব বলিব আমি।'—চণ্ডীদাস,
'আব অস্ত্র মাবি পদে কবিবা বন্দনা।'
—মহাভাবত।
'আব কাল হৈল মোব কদম্বেব তল।'
—চণ্ডীদাস।

**আরদিন—১৩৯**
কোন একদিন একদিন।
তু 'আব দিনে মুনিব পাইল দবশন।'
—মহাভাবত।
'আব দিনে প্রভুরে কহে।'
—চৈতন্য চবিতামৃত।

**আববার—৭৪**
দ্বিতীয বাব। (আব+বাব, অস, আরুবাব)।
তু 'যদি আসি আববাব।' —গঙ্গামঙ্গল।
'আববাব শ্রী যুক্ত হইল সুবপতি।'
—মনসামঙ্গল।

**আরাধনে—১৬২**
আবাধনায, উপাসনায, পূজায।
[সং আ+$\sqrt{}$বাধ্+অন (ভা)+আ =আবাধনা]।

**আর্জিল—৩৯**
ভোজিল, পাঠাল অর্থে। [আব আর্য শব্দেব অর্থ প্রার্থনা, নিবেদন। আবয্ শব্দ থেকে আর্জিল শব্দেব উৎপত্তি সম্ভব। কিন্তু তা কষ্ট কল্পিত বলে মনে হয়। ভ-এবং বি-পুঁথিব পাঠ দেখে মনে হয প্রকৃত শব্দ ছিল খুব সম্ভব 'সৃজিল'। লিপিকব-প্রমাদে 'আর্জিল']। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**আর্পিয়া—৫৬**
(আ আপিপযা)। ভট্টশালী এই শব্দকে 'রুপিয়া' অর্থে ধবেছেন। 'আপিয়া শিকড়' অর্থে (তাঁর মতে) যোগ বৃক্ষের শিকড়

রোপন করে। এ শব্দের প্রয়োগ অন্য কোথাও দেখা যায়না। [পাদটীকা দ্র:]।

**আলাভোলা**—৮২
কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, বিষয়জ্ঞানশূন্যতা। [হি বালা-ভোলা, আল-বোলা—যবন]।
তু 'আলা ভোলা-প্রায়।'—মদনমোহন তর্কালঙ্কার রচিত বাসবদত্তা।

**আলিঙ্গন**—৪০, ৪৫
কোলাকুলি, বুকে জড়িয়ে ধরা।
[সং আ+√লিঙ্গ্+অন (ভা)]।
তু 'বদনে বদনে আলিঙ্গন।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**আলিপন**—১৩
(আ আলিপোন)। উৎসবে বা মঙ্গলকার্যে গৃহদ্বারে অঙ্গনে, ঘরের দেয়ালে ও তলে পিটালির বা খড়ি প্রভৃতি রঙে চিত্রাঙ্কন বা অঙ্কিত চিত্র। [সং আলিম্পন, আলিম্পনা]।
তু 'আলিপন দধর মোতিমহার।
—বিদ্যাপতি।
'দ্বার দেশে আলিপনা দিয়া বুলে নারী।
—বিষহরি। দ্বিজর শ্রীদাস।
'আলিপনা দুআরে দুআরে।'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।
'পঞ্চ বর্ণের গুলি দিয়া বিচিত্র আলিপন।
— শিবায়ন।

**আলিস**—১৩৬
(আ আলিষ)। [সং আলস্য> বাঙ্ (কথ্য) আলিস্য, আলিস্যি> আলিস (পদ্যে)]। আলস্য, জড়তা।
তু 'আলিসের পরসদে।'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
'পিরীতি বালিসে আলিস ত্যজিব।'
—চণ্ডীদাস।
'বালিসে আলিস রাখি নৃপ ভাসি যায।
—মহাভারত।

**আশ**—৬৬,৮৯
(আ. আস) আশা, কামনা, আকাঙ্খা। [সং আশা <প্রা. আস; হি, মরাঠি, মৈ-আস; অস আশ]। তু 'পুর মোর আশ।'
—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন॥
'আশ নিগড করি, জীউ কত রাখব।'
—বিদ্যাপতি।
'থোরি দরশনে আশ না পূরল।'—ঐ।
'চিরদিন আছে আশ, যাইতে বাপের বাস।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**আশীর্বাদ**—৪৭, ১৩৮
(আ আশিবাদ)। আশীর্বচন, গুরুজন কর্তৃক মঙ্গল কামনা। [আশিষ্+√বদ্ +অ (অণ্) ব]।
তু 'ফলের সুন্দর ফল সুন্দর কুসুমে, আশীবাদ কর না গ্রহণ।'
——রবীন্দ্রনাথ।

**আশীষ**—১৩৭
(আ আসীষ)। আশীর্বাদ। [সং আশী: (আ+√শাস্+ক্বিপ্ (ভা)> পালি আসি, প্রা আসিসা, আসী, আসীসা, হি, মৈ, আসীস]। তু 'আশিষ করেন বাণী।'
—রামায়ণ।
'তোমার আশীষে।'—শ্রীধর্মমঙ্গল (মানিক),
'আশীষ করি।'—ভক্তমাল গ্রন্থ।
'আশীষ করিল।'—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

**আশে**—৩০
আশায় (কাব্যে)। [আশ দ্রঃ]।

**আশ্বিন**—৯২
বাঙ্ সনের ষষ্ঠ মাস। [সং অশ্বিনী+অ] যে মাসে আশ্বিনী পূর্ণিমা।

**আষাঢ়**—৯৩
(আ আসাড)। আষাঢ়ী পৌর্ণমাসী যে মাসে, চান্দ্র আষাঢ় মাস, বাঙ্ অব্দের তৃতীয় মাস। [অস. আহার]।

তু.'আষাঢ়ে পূরিল মহী নব মেঘে জল।'
—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।
'প্রথম বরিষা দেখ প্রবেশে আষাঢ়।
বিরহিণী বিরহ বাড়য় অতি গাঢ়॥'
—দৌলত কাযী।

**আসন**—৮, ১৫, ১৬, ৩০, ৩৩, ৩৪, ৪০, ৭৫
৯৬, ১৫৬
(আ আশোন, আশন, আষন, আসন)।
উপবেশনাধার, বসবার স্থান, উপবেশন
স্থান ও উপবেশন।
[সং√আস্+অন (ল্যুট্) (ভা)]।
তু 'আসন করিয়া বসে আচান্ত হইয়া।'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।
• '(শুনহ গোসাই) আসন কোন ঠাঁই।'
—ভারতচন্দ্র।
'ঈশ্বরী আসন করি বসিলেন নায়।'
—শিবায়ন।

**আসিয়া**—৩০, ৩১
[সং আ+√বিশ্>প্রা (সম্ভাব্য) আ+
√ইস>বাঙ্ √আইস,√আস ক্রিয়া; হি.
মৈ,√আ; অস √আহ্]। এসে, আগমন
করে।
তু 'নিয়ড়ে আসিয়া কান।'—বিদ্যাপতি।
'বাসে আসি বসিল পূজায়।'
—ভারতচন্দ্র।

**আহার**—১৬০
ভোজন, খাদ্য গ্রহণ, ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়
গ্রহণ। [সং.আ+√হৃ+অ (ভ), র্ম]।
তু.'করিনু আহার।'—চণ্ডীদাস।
'না খায় আহার।'—ঐ।
'আহার মাত্র খায়।'—চৈতন্য চরিতামৃত।
'হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার।'
—ভারতচন্দ্র।

# ই

**ই**—৩৪, ৪৮, ১৩৬
এ-র স্থলে ব্যবহৃত। মধ্য যুগে প্রচলিত।
[সং এষঃ>প্রা এহো>বাঙ্ এহো,
এহ, এ, ইহো, ইহ, ই, Av. I—this,
that; হি ঈ; মৈ ই-ঈ; অস **ই**]।
তু 'ই বড় বিষম গণ্ডগোল।'
—শূন্য পুরাণ।
'ই লাগি।'—বিদ্যাপতি।
'ই রস।'—বিদ্যাপতি।
'ই বুঝিয়া।—মীনচেতন।
'ইকুল উকুল আন্ধি কিছু না পাইমু।'
—গোরক্ষ বিজয়।

**ই পঞ্চ**—৪৮
এ পাঁচ।

**ইন্দ্র**—৫৩, ৮৬
যিনি প্রভুত্ব করেন সুরপতি, দেবরাজ।
[√ইন্দ্+র (র্তৃ)]।
পুরাণে ইন্দ্র একতম 'আদিত্য'। এর
মাতা অদিতি, পিতা কশ্যপ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা
উপেন্দ্র (বামন)। 'বুদ্ধ' 'জিন' ইত্যাদির
ন্যায় 'ইন্দ্র' উপাধি বাচক। স্বর্গের
অধিপতি মাত্রই 'ইন্দ্র'। চতুর্দশ মন্বন্তরে
চতুর্দশ ইন্দ্র। বর্তমান মন্বন্তরে 'ইন্দ্র'
—পুরন্দর। ইনি পূর্বদিক পাল। তাঁর পত্নী
শচী, পুত্র জয়ন্ত, পুরী অমরাবতী, প্রাসাদ
বৈজয়ন্ত, হস্তী ঐরাবত, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা,
সারথি মাতলি, প্রমোদবন নন্দন, অস্ত্র বজ্র,
সোমরস পানীয়।

বেদে বর্ণিত দেবতাদের মধ্যে তিনি
প্রধান কিন্তু পুরাণমতে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও
মহেশ্বরের অধীন। সব দেবতাদের উপর
কর্তৃত্ব করেন বলে তিনি দেবরাজ। কিন্তু
তিনি স্বয়ম্ভু নন।

**ইন্দ্রের**—২, ১৩
(আ এন্দ্রের)।

**ইয়ার**—১৩৯, ১৬৯
বন্ধু, বয়স্য, পানাদি দোষাসক্ত সঙ্গী, রসিক।
[ফা এয়ার]।
তু 'কত শত বাবু মিয়ার ইয়ার হয়ে থাকবে।'—দাশুরায়ের পাঁচালী।
'পাঁচ ইয়ারের পরামর্শে সকল রকম জিনিষের আয়োজন হতে লাগলো।'
—হুতোম পেঁচার নক্সা।
'এ যে দেখছি অটল বাবুর ইয়ার।'
—সধবার একাদশী।

**ইষ্ট**—৬২
বাঞ্ছিত, কাম্য, প্রিয়। [সং √ইষ্+ত (র্ম)]।
তু 'ইষ্ট মিত্র কুটুম্বের লাগে মায়া মো।'
—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।
'ইষ্ট কুটুম্ব কান্দে সিতানে বসিয়া।'
—ময়নামতীর গান (ভবানীদাস)।

**ইসপ্ত**—৬৪
এসপ্ত।

**ইহা**—৬৯
এই, এ। [এই> এহা, ইহা, ওড়ি এহা, হি য়হ, সং ইদং]।
তু 'দেখি ইহা, ধৈর্য হিয়া, নহিব কামিনী।'
—মহাভারত।

**ইহার**—১৫৯, ১৭৩
এর, এরস্তর।
তু 'এআন' (এতেষাম্)—কুমার পালচরিত।
'ইহান'—চৈতন্য ভাগ্যবত ও বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ।
[সং এতেষাম> প্রা এআণ (হ)> বাঙ্. (হআ-গমে 'এহাণ')> ইহান, (অপ্র) ইহার, এর]।
তু. 'ইহার হইয়া করে উহার মকর।'
—ভারতচন্দ্র।

**ইহোন**—৯৭
(ই দ্রঃ)। এ হেন, এমন।
তু 'হইবে রামের পুত্র ইহো নাহি আন।'
—রামায়ণ।
'ইহোত না জানে তত্ত্ব অদ্বৈতাদি বলে।'
—চৈতন্য চন্দ্রোদয়।

# ঈ

**ঈশ্বর**—২০, ১০৮, ১৩৬
(আ ঈশ্বর, ইর্শ্বর, ইর্স্বর)। পরমেশ্বর, জগত স্রষ্টা।
[সং √ঈশ্+ইন্ (তৃ)+তা, স্ব]।
তু 'ঈশ্বরী ঈশ্বর তুমি আমার ঈশ্বর।'
—মহাভারত।

# উ

**উ**—১০৪, ১৫৩
[সং সঃ> পালি-সো, প্রা ও, ওই> বাঙ্. উ; ফা-উ, হি উং; মৈ ও, উঅ, উ নেপালী—উ, উ; মাগধী-উ]।
তৃ 'উ ভয় তোর মনে।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তণ।
'উ সব জ্ঞান।'—শ্রী ধর্ম মঙ্গল (মানিক)।
'উটি লজ্জাবতী লতা।''—হেমচন্দ্র।
'উ বেলি না জাইহ মধুরার হাটেল।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তণ।

**উকুল**—১৫৩
[উ দ্র.] ওকুল অর্থে। যোগের ভাষায় পরমাত্মা অর্থে। সাধারণ অর্থে পরলোক। কিন্তু গ্রন্থে বর্ণিত নাথ ধর্মে পরলোক-এর উল্লেখ কোথাও নেই। 'একুল উকুল কেবা'—জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ কি? অথবা বৌদ্ধ তন্ত্রমতে বোধিচিত্ত ও ধর্মকায় এর স্বরূপ কি?

**উকুলের—১৫৪**

ওকুলের। 'মাঝে বন্দীকোঠা, উকুলের কোন ছুটা কায়া ভেদিয়া কর্ণঘাট' (মাঝ দ্বারে বন্দিকুটা অকুলের কোন ছুটা, কর্ণ ভেদিয়া কৈল ঘাট-বি )—এখানে জটিল তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কায়ারূপ বন্দী কোঠায় জীবাত্মা কারারুদ্ধ। পরমাত্মার অংশ জীবাত্মা। সংসার বন্ধনে আবদ্ধ জীবাত্মা (বোধিচিত্ত) পরমাত্মার পরশের দ্বারা মুক্তির আলো পায়। জীবাত্মা মুক্তি চায়। কিন্তু বিষয়-বাসনার বন্ধনে সে অচেতন। কিন্তু পরমাত্মা সেই কারাগারের মধ্যে আলোক বর্তিকা। নিজে এসে মুক্তির পথকে সুগম করে দেয়।

**উচিত—৭৮, ৮৩**

ন্যায্য, সঙ্গত ঠিক।

[সং √বচ্+ইত(র্ন)]।

তু 'তাহার উচিত ফল দিলেহে আমারে।'

—রামায়ণ।

**উচ্চ—১৩৪**

উন্নত উত্থিত [সং উৎ+√চি+অ(র্ন)]।

**উচ্চস্বরে—১৩৪**

(আ উচচস্বরে)। উঁচু গলায়।

তু 'উচচস্বরে কান্দে।'—রামায়ণ।

**উছটি—৮৮**

(আ উঝটি)। উঙ্কট পদাঙ্গুলিভূষণ, পদালঙ্কার বিশেষ। [তু অস উঝটি। উচু নীচু স্থানে চলতে প্রতিঘাত (চোট) লাগা অর্থে থেকে উচোট, উছাট প্রভৃতি শব্দ হতে পারে। উচাট, উছাট, উছোট প্রভৃতি শব্দ থেকে উছটি (পাদালঙ্কার) শব্দের উৎপত্তি হতে পারে। উঙ্কট, উঙ্কটা শব্দের উৎপত্তি ও একই বলে মনে হয়। কেউ কেউ সং উদ্ধৃতি শব্দ থেকে এগুলির উৎপত্তি বলে মনে করেন। খুব সম্ভব শব্দটা দেশী]

তু 'উঙ্কট পরিল বস্ত্রময়।

—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

'উঙ্কটা পরিল।'

—দ্বিজ বংশীদাস রচিত্য বিষহরী।

**উজান—১৫২**

উর্ধ্বগামী স্রোতের বিপরীত দিক।

[সং উদ্+যবন [illegible] উজবনিকা > প্রা. (সম্ভাব্য) উজ্জম নিআ > বাঙ্ (উজ্জানি) উজানি, উজান, হি উজা।]।

তু 'সেহো নহি হইবে উজান।'

—গঙ্গামঙ্গল।

'[illegible] যা [illegible] হইল উজান।'

—গঙ্গামঙ্গল।

'ঘোড়া চড়ি বেড়ায় উজান আর ভাটি।'

—ভারতচন্দ্র।

**উজানি—৫৬**

(উজান দ্রঃ)।

তু 'ধর্ম [illegible] বহে উজানি ভাটানি।'

—শূন্যপুরাণ।

'মহাদেবে [illegible] ভাটি নাবিক উজানি।'

—গঙ্গামঙ্গল।

(আ উজ্জ্বল)। দীপ্ত ভাস্বর, আভাযুক্ত।

[সং উদ+√জ্বল+অ (অচ)-ক)]।

তু 'বেহুলার বস্ত্রখানি উজজ্বল হইল।'

—মনসার ভাসান।

'উজজ্বল কজ্জলবাহী হাবসী জল্লাদ।'

—ভারতচন্দ্র।

**উঠে—১৪**

(আ উঠে)। উত্থিত হয়।

[বাঙ্ উঠ্ (সং উৎ+স্থা)+আ=উঠা; প্রা উট্ঠি (উত্থায়)]।

তু 'উঠই ধরণী ধরি।'—বিদ্যাপতি।
'উঠিআঁ বড়ায়ি রাধাক বুইল।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'উঠিয়া বলিছে জাম্বুবান।'—রামায়ণ।

**উঠানেতে**—১৪৩
প্রাঙ্গনে, আঙ্গিনায়।
[সং উত্থান > পালি উট্‌ঠান ; প্রা. উট্‌ঠাণ > বাঙ্ উঠান; হি উঠান; মরাঠী-উডান ]।
তু. 'আদ্বৈতেরে চুল ধরি পাড়ে উঠানেতে।'
—নবদ্বীপ পরিক্রমা।

**উড়ি**—৩৯
উড্ডীয়মান হয়ে।
[বাঙ্ উড় (সং উৎ+√ডী)+আ+উডা, ক্রিয়া; হি মৈ√উড়; মরাঠী গুজ √উড; অস.√উড়; প্রা. উড্ড—উড্ডন্তি]।
তু 'পাখী জাতি যদি হও, পিয়া পাশ উড়ি জাও।'—বিদ্যাপতি।
'যেন মেরুগিরি পক্ষধরি উড়য়ে অম্বরে।'
—রামায়ণ।
'অতি তেজবান্ ঘোড়া চাহে উড়িবার।'
—চণ্ডিকা বিজয়।

**উত্তম**—৫৭, ১৫৯
(আ. উর্ত্তম)। শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট।
[সং. উৎ+√তম+থ(র্তৃ)]।

**উত্তর**—৮
(আ উর্ত্তর)। দক্ষিণে, বিপরীত দিক।
[উদ্ তর (তরপ)]।

**উত্তর**—১৫১
সাধারণ অর্থে উত্তর দিক। যোগের ভাষায় দেহের মধ্যে কল্পিত বিভিন্ন দিকের মধ্যে এক দিক।

**উত্তরিল**—৩৬, ৩৮, ১৪৮, ১৫০
(আ. উর্ত্তরিল)। পৌঁছল, অবতরণ করল।
[সং.অব+√তৄ > পালি√ওতর;প্রা.(উত্তর) > বাঙ্√উত্ত(ত)র; হি, মরাঠি√উতর]।
তু.'তীরে...তারা উত্তরিলা।'
—ভারতচন্দ্র।
'ঘাটে তবে নৌকা উত্তরিল।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।
'উত্তরিলা আসি সভে নরেন্দ্রের জলে।'
—চৈতন্য ভাগবত।

**উৎপত্তি**—১৫৩, ১৬৩
(আ. উর্ত্তপত্তি, উর্ত্তবত্তি)। জন্ম, উদ্ভব।
[সং. উৎ+√পদ্+তি (ভা)]।

**উৎপত্তিতে**—১৫৪
(আ. উর্ত্তপত্তিতে)। সৃষ্টিতে, জন্মে।
'উৎপত্তিতে প্রলয়'—সৃষ্টির মধ্যেই ধ্বংসের বীজ লুকান রয়েছে।

**উথলে**—৯৪
স্ফীত বা উদ্বেলিত হয়, ফেঁপে উঠে।
[সং.উদ্+√থল্—উচ্ছল> প্রা.√উথল্ল, √উথ্থল> বাঙ্√উথল; হি, গুজ √উথল]।
তু.'বুম্বুকে উথলে জল।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'প্রলয় সময়ে যেন উথলে অর্ণব।'
—মহাভারত।
'উথলিল গঙ্গা দেবী।'—চৈতন্যমঙ্গল।
'দুগ্ধ উথলিলে তুমি নাহি দেও পানি।'
—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

**উদয়**—৭২
(আ. উদএ)। আবির্ভাব, প্রথম প্রকাশ।
[সং. উৎ+√ই+অ (ভা)]।
তু.'ভূমিতে চাঁদের উদয়।' —ভারতচন্দ্র।

**উদয় গিরি**—৩৬, ৪০
(আ. উদাইগিরি, উদায়গিরি)। চন্দ্র-সূর্যের উদয়াচল। পুরাণে বর্ণিত (কল্পিত)

পূর্বদিকে অবস্থিত পর্বত যা থেকে প্রভাতে সূর্যোদয় হয়।

**উদয়পুর—১৫৭**
(আ. উদাএপুব)। 'উদয়পুরে মুনিগণ' -কবির মতে উদয়পুব বলে দেহের মধ্যে একস্থান আছে। কিন্তু কোন স্থান তা বুঝা গেলনা।

**উদর—১১০, ১১১**
(আ. উদোব)। পেট, জঠর, গর্ভ।
[সং. উৎ+√ঋ+অ (তৃ, ধি)।
তু. 'উদব-আকাশে সুত-চাঁদের উদয়।'
—ভাবতচন্দ্র।

**উদরে—৭৬, ১০০, ১০৩**
(আ. উদোবে)। পেটে, গর্ভে।
তু. 'জরম ভৈল মোর দৈবকী-উদবে।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**উদিত—৮৪**
প্রকাশিত, উত্থিত। [সং উদ্+√ই+ত (ক্ত)ক্]।

**উদ্দেশে—২২, ৩৫**
(আ. উদ্দিসে)। লক্ষে, অনুধ্যানে।
[সং. উৎ+√দিশ্+অ (ঘঞ)-ভা]।
তু. 'মহামায়া-উদ্দেশে বিস্তব বৈল স্তব
—ভাবতচন্দ্র।
'রাধার উদ্দেশে বোলো।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'দানব চলিল সেই হেমার উদ্দেশে।'
—রামায়ণ।

**উদ্ধার—৫৩, ১৩৪**
(আ. উথার, উধার)। ত্রাণ, মুক্তি।
[সং. উদ্+হৃ+অ (ঘঞ)-ভা]।
তু. 'ঈষীকা'র তেজে করিব উদ্ধার।'
—মহাভারত।

**উদ্ধারিয়া—২৬**
(আ. উধ্যারিয়া)। ত্রাণ করে।
তু. 'কূপ বইতে ভাঁটা যদি দিয়ে উদ্ধারিয়া।'
—মহাভারত।
'পাপী উদ্ধারিলে।'—চৈতন্য ভাগবত।
'তোহ্মে পাঠাইল রাজা বার্তা উদ্ধারিতে।'
—চণ্ডিকা বিজয়।
'বার্তা উদ্ধারিঞা আইল।'—রামায়ণ।

**উধার—১৪৩**
উদ্ধারেব অপ্রচলিত রূপ। ধার, কর্জ। এখানে পরিত্রাণ বা মুক্তি অর্থে।
[সং. উদ্ধাব > প্রা. উদ্ধাব > বাঙ্ উধার]।
তু. 'উধার কবিতে নাহি স্থান।'
—ক. ক. চণ্ডী।

**উনিশ—৪৩**
(আ. য়নিশ, উনিশ, অনিশ)। ১৯ সংখ্যা।
[সং. একোন বিংশতি > পালি একুন বীসতি > প্রা. এউণবিংসা, এগূণবীস > বাঙ্. উনিশ; হি উন্নীস; মরাঠী একুণবীস -[illegible]-নীস্; গুজ. ওগণীস; মাগধী উনবীসা]।

**উন্মত্ত—১৬৯**
(আ উল মন্ত্র)। ক্ষিপ্ত, পাগল, অতিমত্ত।
'উন্মত্ত চন্দ্র'- দেহেব মদোন্মত্ত শুক্র।
[সং. উদ্+√মদ্+ত(ক্ত)-ব]।
তু.-'তো বিনে উনমত কান।'—বিদ্যাপতি
'তখনে ভগীবথ, হইয়া উনমত, ডাকিয়া বলেন গঙ্গার পাএ।'—গঙ্গামঙ্গল।
'চীব [illegible]না সম্বরি, ধায় উনমতবেশে।'
—চৈতন্যমঙ্গল।

**উপজিল—১৫৫**
জন্মিল। [সং উদ্+√পদ্ (উৎপদ্য) > পালি, প্রা. √উপ্পজ্জ > বাঙ্ √উপজ; হি গুজ. মৈ √উপজ; মরাঠী √উপজ, √পজ; সিন্ধী √পজ; √অস. √ওপজ]।

তু 'তা পর উপজল তরুণ তমাল।'
—বিদ্যাপতি।
'উপজিয়া বাঢ়ে লতা।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।
'উমার উদ্যায় উপজিল মশাগন।'
—শিবায়ণ।

**উপবাস**—১৩৮, ১৫৩
(আ উপোবাস)। অনশন, আহারে বিরতি। [সং উপ+√বস্+অ(ভা)]। প্রাচীন শাস্ত্রে উপবাস শব্দের অর্থে 'নিকটে বাস' অর্থাৎ ব্রতপোযোগী আহারের ব্যবস্থাকে বুঝাত। পরবর্তী কালে অনশন অর্থে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।
তু 'বেঙাচর ফল খায়্যা করি উপবাস।'
—ক. ক. চণ্ডী।

**উপমা**—৪৪
তুলনা, সদৃশীকরণ, দৃষ্টান্ত।
[উপ+√মা+অ]।

**উপর**—৬, ৩১, ৫৪, ১১২
(আ উপোর)। উর্ধভাগ, পৃষ্ঠ।
[সং উপরি> প্রা উপপর> বাঙ্ উপর; হি উপর; অস ওপর; Eng. over]।
তু 'আইল সব অশ্বের উপর।'—রামায়ণ।
'উরজ উপর মম দেয়ল দীঠ।'
—বিদ্যাপতি।

**উপরে**—৯৪, ১৭৫
উর্দ্ধদেশে। 'উপরে খিড়কীর দ্বার নামাএ ত্রিপিনীর ঘাট। এক গাছি কেশ আছে দ্বারের কপাট।'—(পাদ টীকা দ্রঃ)।
তু 'হনুমান চাপুক উহার বোঝার উপরে।'
—মনসার ভাসান।
'লম্ফ দিব থাকি ওই গিরির উপরে।'
—রামায়ণ।
'কনয়া কলস, বিখে পুরাইয়া, উপরে দুধক পুর।'—বিদ্যাপতি।

**উপস্থিত**—৮৮, ১২৪
(আ উবস্থিত)। হাযীর, সমাগত।
[উপ+√স্থা+ত(র্তৃ)]।

**উপহার**—৭৮, ৯০
উপঢৌকন, ভেট। [উপ+√হৃ+অ (ঘঞ)-র্ম্ম]।
তু. 'এ যৌবন ধন দিব উপহার রমণে।'
—মাইকেল।

**উপহাস**—৭৯
অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য. পরিহাস। [উপ+√হস্+অ (ঘঞ)-ভা]।

**উপাদান**—১৮০
(আ. উপাদন)। প্রাপ্তি, লাভ, এখানে সৃষ্টি অর্থে। (উপ+আ+√দা+অন (র্তৃ. ভা)]।
তু. 'শোক হইতে শ্লোকের হৈল উপাদান।'
—রামায়ণ।

**উপায়**—৩৭, ৫০
(আ. উপাএ)। প্রতীকার।
[উপ+√ই+অ(ণ)]।
তু 'তাহাক উপায় নাহি'।
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তণ।

**উপাসন**—৭০
উপাসনা, আরাধনা, পূজা।
[সং উপ+√অস্+অন(ভা)]।

**উবেটা**—১০৪
ওবেটা, ঐ বেটা, ঐ ব্যক্তি। (উ দ্রঃ)।

**উভ**—৯৫
উর্ধ. উন্নত, উচাঁ। [সং. উর্ধ> পালি, প্রা. উব্ভ> বাঙ্ উব, উভ; হি. উভ; মরাঠী, ওড়ি. উভা, গুজ. উভু]।
তু 'উভ অসি চোটাতে ভবানী ওড়ে চালে।'—শ্রী ধর্ম্ম মঙ্গল (ঘন)।

'উভ বান্ধে কেশ।'—চৈতন্য মঙ্গল।
'উভ কাণ করিয়া যায় আহত শশারু
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'সর্বসৈন্য চতুর্দিকে ডাকে উভাননে।'
—মহাভারত।

**উভরাজ—১০২**
চন্দ্রকে এখানে কি কারণে 'উভরাজ' বলা হয়েছে তা বুঝা গেলনা। পাঠে ভুল থাকতে পারে।

**উম্বর—২৪**
উমর, বয়স,। [ফা. উম্‌র্]।
তু 'উমর বরষ পাঁচ।'—ভক্তমাল গ্রন্থ।
'হলে তের বৎসর গত, সুমর নাই গুমর কত।'—দাশুরায়ের পাঁচালী।
•'আমি এয়ছা গুণাগার, দুনিয়াতে নাহি আর, গোজাবিল ওম্মর তামাম।'
—হাতেম তাইর কেচ্ছা (সৈয়দ হামযা)।

**উল্লাস—১৪৭, ১৬২**
হর্ষ, আনন্দ, পরমানন্দ।
[সং. উৎ+√লস্+অ (ভা)]।
তু.'উল্লাস বাজনা বাজে।'
—শ্রী ধর্ম মঙ্গল (ঘন)।

**উস্বাস নিশ্বাস—১৬২**
(আ. উর্স্বাস নির্স্বাস)। উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাস। উচ্ছ্বাস—দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ। নিঃশ্বাস—একই অর্থে। এখানে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অর্থে।

**উহং—১৫০, ১৬৬, ১৬৭**
(অহং বা অহম্-এর স্থলে অপ প্রয়োগ)। আমিত্ব, আমিত্ববোধ, আমিত্ব জ্ঞানবিশিষ্ট সত্তা। [সং. অ হ্+অম্ (র্তৃ) অহং বা অহম্]।
তু.'চলো অহং ছাড়ি অহং-আলাপি।'
—দাশুরায়ের পাঁচালী।

## ঊ

**ঊর্ধ—১৭৫**
[সং. উদ্+√হা+অ (+ব) (র্তৃ)]। উপরের দিক, উপরিভাগ।

**ঊর্ধমুখে—১৭৫**
উপরের দিকে মুখ করে।

**ঊর্ধে—১৫৩**
উপরে।

## ঋ

**ঋক্—১৬৬**
[সং √ঋচ্(স্তব)+ক্বিপ্]। প্রশংসাসাধন, স্তব, বেদস্থ বিশেষ; ঋগ্বেদ।
'ব্রহ্মার চারি মুখ হইতে চারি বেদের উৎপত্তি (শ.ক)। মনুমতে (১.২৩), ব্রহ্মা, অগ্নি বায়ু রবি হইতে যথাক্রমে ঋক্ যজুঃ সাম দোহন করেন। ব্রহ্মা, পুত্র মরীচি-প্রভৃতিকে চারি বেদ উপদেশ করেন। তাঁহারা পুত্রগণকে, এবং পুত্রগণ স্বশিষ্যদিগকে বেদ অধ্যয়ন করান। এই সময়ে দ্বাপরান্তে ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়নরূপে অবতীর্ণ হইয়া ঋক যজুঃ সাম অথর্ব মন্ত্রসমূহ উদ্ধার এবং ঋক্ সংহিতাদি চারি সংহিতায় বিভক্ত করিয়া, স্বশিষ্য পৈল বৈশম্পায়ন জৈমিনি ও সমন্তকে যথাক্রমে ঋগাদি সংহিতা উপদেশ করেন। পৈল স্বসংহিতা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া শিষ্য ইন্দ্র প্রমিতি ও বাস্কলকে অধ্যয়ন করান। ইন্দ্র প্রমিতি, পুত্র মাণ্ডুকেয়কে ও বাস্কল যাজ্ঞবল্ক্যাদি চারি শিষ্যকে চারি ভাগ করিয়া স্বীয় সংহিতা অধ্যাপনা করান। এইরূপে শিষ্যানুশিষ্যক্রমে ঋক্সমূহ নানা শাখায় বিভক্ত হয়। বাস্কল পুত্র বাস্কলি, প্রতি শাখা হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া, বালখিল্য-সংহিতা সঙ্কলন করিলে, বালায়নি

প্রভৃতি—তাহা অধ্যয়ন করেন (ভ.১২.৬)। অধ্যাপকগণ ও শিষ্যরা বহু শতাব্দি মন্ত্রসমূহ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন; সুতরাং, গুরু-শিষ্য-দেশ-কাল-ভেদে পাঠ ভেদ ও উচ্চারণ ভেদ হয়; এইরূপ ভেদই শাখাসমূহের মূল কারণ। এক্ষণে যে ঋগ্বেদ প্রচলিত আছে তাহা শাকলদিগের শাখা; বোধ হয় মাণ্ডুকেয় সুত শাকল্যের নামানুসারে এই নামকরণ হইয়াছে।

ঋক্-সংহিতা দশ মণ্ডলে সম্পূর্ণ। দশ মণ্ডলে সর্ব্বসুদ্ধ ১০১৭টি, ও বালখিল্য সূক্ত লইয়া ১০২৮টি সূক্ত আছে। সূক্ত দেবতার স্তবগীতি। ঋগ্বেদের দুইটি ব্রাহ্মণ প্রসিদ্ধ—কৌষীতকী বা শাঙ্খায়ন ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ইহাদের কর্মকাণ্ড—ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক এবং জ্ঞান কাণ্ড—উপনিষৎ। সুতরাং ঋগ্বেদের উহারাই উপনিষৎ।'—বঙ্গীয় শব্দ কোষ।

**ঋতু**—৪১, ১৬০
(আ. রিতু)। [সং.√ঋ+তু (তুক্)-ক]। 'পর্যায়গামী', বৎসরের ষড়্ ভাগের মাসদ্বয়াত্মক ভাগগ্রীষ্মাদি কাল; স্ত্রী কুসুম, স্ত্রী রজো দর্শন। এখানে শেষোক্ত অর্থে।

**ঋতুবতী**—৪১
(আ. রেতুবতি)। (সং ঋতুমতী)। ঋতুযুক্তা, রজঃস্বলা (নারী)।

**ঋতুস্নান**—৪১
(আ. রেতুস্থান)। ঋতুকালে বিহিত দিবসে (চতুর্থ দিবসে) শুদ্ধর্থে স্নান। রজস্বলা নারীর বিহিত দিবসে স্নান।

**ঋতুকালে**—১৬০
(আ. বিতুকালে)। স্ত্রীকুসুমকালে, গর্ভাধানকালে।

## এ

**এ**—১১, ৩০, ৪৮
[ই দ্রঃ; হি. যহ, এহ, এহি; মরাঠী-হা, হে; পা. ইহ, এহ; নেপালী, ভোজপুরী, মাগধী-ঈ; গুজ. এ; মৈ. ই, ঈ; সিন্ধী—হী, হে; ওড়ি.এ, এহি]। এই, ইহা।
তু.'এ ভরা বাদর মাহ বাদর।' বিদ্যাপতি।
'এ বোল শুনিআঁ, নাগরী রাধা, হানএ
সকল গাএ।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'এ আদি তেত্রিশ কোটি যত দেবগণ।'
—মহাভারত।
'আমার এ ঘরে, আপনার ঘরে, গৃহদীপ
খানি জ্বাল।'—রবীন্দ্রনাথ।
'আমার এ ঘর ভাঙ্গিয়াছে যেবা।'
—জসিমউদ্দিন।

**এক**—৩, ৫, ৭, ৮, ১১, ২৩, ৩১, ৩৩, ৩৮, ৫৫, ৬০, ৬৯, ৯৫, ১০৮, ১৪৯
১ এই সংখ্যা, এক ব্যক্তি, এক জন; এক সংখ্যক, একক। [সং.√ই+ক (র্তৃ); প্রা এক্ক; হি. ই (এক); ফা. য়ক্; L. acquu-s]।
তু.'এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয়।'
—চৈ.চরিতামৃত।

**একই**—১৭৩
প্রভেদহীন, তারতম্যহীন। [এক+ই]। তু.'কেহ কারে জিনিতে নারে একই সোসর।'—রামায়ণ।

**এক অক্ষরে তিন নাম**—১৪৯,
ওঁ। অ, উ, ম যোগে। প্রণব। 'অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্ত মহেশ্বরঃ। মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়োমতাঃ। —অকারের অর্থ বিষ্ণু, উকারের অর্থ মহেশ্বর, মকারের অর্থ ব্রহ্মা। সুতরাং প্রণব দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রতীয়মান হইতেছেন। আদ্যাশক্তি যুক্ত চৈতন্য-

ময় ব্রহ্মই প্রণবের অভিধেয়। আদ্যাশক্তি স্বরূপ প্রণব হইতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের নিমিত্ত তিনটি শক্তি সমুদ্ভূত হইয়াছিল।'
—মহানির্বাণ তন্ত্রম। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**এক গাছ—১৩২, ১৭৫**
(আ. একগছি)। এক গাছ বা এক গাছা অর্থে একটা বা একখানা বুঝায়। [এক+গাছ]।
তু.'এই তোমার একগাছ চুল পেকেছে।'
—গিরীশ গ্রন্থাবলী।

**এক ঠেঁগিয়া—৩৯**
এক পদ বিশিষ্ট (মানুষ)।

**একতিশ—৪**
(আ. একতিস)। ৩১ এই সংখ্যা। [সং. একত্রিংশৎ; পালি একতিংসতি; প্রা. এগতীস; হি. ইকতীস; গু.একত্রীস; বাঙ্.একত্রিশ থেকে আঞ্চলিক রূপ একতিশ।

**একত্র—৫২, ১০৫, ১৬৫**
(আ. একাত্র, একাশ্তব, একাস্তব, একাস্ত, একাগ্র)। একত্রিত, মিলিত, একস্থানে সমবেত। [এক+ত্র]।
তু.'একত্রে সাধিযা বাণ একত্রে মারিব।'
—চণ্ডিকা বিজয়।
'একত্রে শয়ন।'—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

**একথা—৪**
এ বাক্য, এই বচন। (এ দ্রঃ)।
তু.'এ কথা ও কথার পর।'—বঙ্কিমচন্দ্র।

**একেবারে—১১১**
এক দফায়, এক সময়ে, একের অনধিক বারে। [সং. একবারম; ফা.য়ক্‌বার]।
তু.'একবার ছাড়ী দুইবার নাহিঁ মরি।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'তার থানে জাহ একবার।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**একভাত—১১০**
শুধু ভাত (অন্ন ব্যঞ্জন ছাড়া)। এখানে একরকম ভাত।

**একরাত্রি—৩**
কোন রাত্রি অর্থে।

**একা—৭০**
একক, একেলা, সঙ্গীহীন। [সং.এক; প্রা. একক, এক্কা; হি. ইক্কা; মরাঠী-একা—তাসের টেক্কা]।
তু.'একা সাথ আর কেহ নাই।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'একা হনুমান্ যেন দহিলেক লঙ্কা।'
—মহাভারত।
'একা কাঁখে কুম্ভকবি, যমুনাতে জলভরি, জলের ভিতরে শ্যামরায।'—চণ্ডীদাস।
'একা দেখি কুলবধু, কে বট আপনি।'
—ভারতচন্দ্র।

**একান্ত—২**
সর্বতোভাবে, নিঃশেষে।
[এক অন্ত যার, বহুব্রী]।
তু. 'ভবানী সদয়যুক্ত আছেন একান্ত।'
—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা।
'স্ত্রী এরে একান্ত সাধু দেখে দাণ্ডাইয়া।'
—চৈতন্য মঙ্গল।
'জনম গোঙায়বি রোই একান্ত।'
—বিদ্যাপতি।

**একাশ্বরে—৮২**
একেশ্বর-এর অশুদ্ধ রূপ। একা, একাকী। [এক সর> একশ্বর> একেশ্বর; অস, একেশ্বর]।
তু.'মা ভাই নিদ্রা যায় জাগি একেশ্বর।'
—মহাভারত (বিজয়)।
'কেন তুহ্মি একশ্বর।'—গঙ্গা মঙ্গল।
'একেশ্বর থাক রাম রথের উপর।'
—রামায়ণ।
'একেশ্বর যাবেন শিব।'—মনসা মঙ্গল।

**একুনে**—১৪৪
সমষ্টিতে, যোগে, মোট সংখ্যা।
[দেশী? মরাঠী-একূণ]।
তু.'একুনের মোট কড়ি উপরে রাখিবে।'
—শুভঙ্কর।

**একুল**—১৫৩
(আ.আকুল)। এপাড়, এই কূল। যোগের ভাষায় ইহজগত, জীবাত্মা বা অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত।

**একুশ**—১২১
(আ.একোশ)। ২১ সংখ্যা।
[সং.একবিংশতি> পালি একবীসতি; প্রা. এক বীসা; হি, গুজ, মরাঠি একবীস; অস. এৈকেশ; ম.বাঙ্.একইস]।

**একেএকে**—২৯, ৫২, ১৫৪, ১৭৫
একের পর এক, পর পর।
[সং.এক+বাঙ্.এ=একে]।
তু.'সভে মিলে একে এক কর যদি রণ।
অর্জ্জুণ সহিত সমর্থ হইব কোনজন॥'
—মহাভারত (বিজয়)।
'একে একে কহিলাম তোর সকল বাপের কথা।'—রামায়ণ।
'একে একে উদ্ধারিব।'—গঙ্গামঙ্গল।

**এখন**—৩৩, ৪৮, ১১১
এইক্ষণ বা মুহূর্ত, এ সময়, বর্ত্তমানে।
[বাঙ্. এ (এই)+খন (সং.ক্ষণ)]।
তু. 'এখন আহ্মার মরণ বড়ায়ি।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'এখন দেখি লঙ্কাপুরী রাখিস কেমন করে।'
—রামায়ণ।
'এখন আমারে লহ করুণা করে।'
—রবীন্দ্রনাথ।

**এখুর**—১১৯
(পাদটীকা দ্র:)।

**এড়ান**—১৮
নিস্তার, নিষ্কৃতি, অব্যাহতি।
[বাঙ্.√এড়্+আ+অন্]।
তু.'আর্তনাদ করে পাপী নাহিক এড়ান।'
—রামায়ণ।
'পালাইলে দান, এড়ান না জাএ।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'না গেলে এড়ান নাই।'—মনসার ভাসান।

**এড়াইব**—১২৮
নিষ্কৃতি বা অব্যাহতি পাব।
[সং.√হেড়্-√হেল্ (অনাদর); সং.√মুচ্ >প্রা. অব্ হেড়্> √এড়; √এড়্> √এড়া ক্রিয়া]।
তু. 'মরিব রাক্ষস হাতে,....এড়াইবারে নাহিক উপায়।'—গঙ্গামঙ্গল।
'লোভের নিকটে যদি ফাঁদপাতা যায়।
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়।'
—ভারতচন্দ্র।

**এত**—৪৩, ৫২, ৫৩, ৬৪, ৮০, ১১০
(আ. এতো, এথ, এত্)। এই পরিমাণ, এইরূপ অধিক। [সং.ইয়ৎ, এতাবৎ> পালি এত্তক, প্রা. এত্তঅ, এত্তিঅ, ইত্তিঅ >বাঙ্ এত; হি. ইত্তা, এত্তা; মৈ. এত; গুজ. আটলু]।
তু.'এত দুঃখ...পরাণ না সহে।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'এত কাল হাঁউ আছিলে স্বমোহে।'
—চর্যাগীতি।

**এতেক**—৫, ৬, ১০, ১১, ৩৪, ৩৭, ৫১, ৬৯, ৭২, ৯৪, ১০৮, ১১০, ১৩১
এত, এই পরিমান, এরূপ অধি।
[এত+এক; হি.এতিক, মৈ.এতক, এতৈক; অস.এতেক]।
তু.'এতেক বিলম্ব বড়ায়ি কমণ কারণে।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'এতেক যুবতী আছে গোকুল নগরে।'
—চণ্ডীদাস।

**এথা**—৭, ৮, ১৭, ২৯
এস্থানে, এখানে, এদিকে। [সং.অত্র> পালি অত্থ; প্রা. এত্থু, এত্থ> বাঙ্. (এথ) এথা; হি যহাং; মরাঠী-এথেঁ; মৈ এত]।
তু.' মোর এথা আগমন।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

**এথাতে**—২৪, ২৫
এস্থানে, এখানে। [এথা+তে]।
তু.'এথাতে রাজার স্থানে চবে বার্তা কহে।'
—গঙ্গামঙ্গল।
'এথাতে কুমাব আইল বাপেব বিদিত।'
—বঙ্গ সাহিত্য পবিচয়।

**এন্দুর**—৮৭
ইঁদুব-এর আঞ্চলিক রূপ। মূষিক। [সং.উন্দুব> প্রা. ইংদুব (প্রা ম)> বাঙ্ ইঁদুর]।

**এবে**—৫৩
(কাব্যে) এক্ষণে, এখন। [প্রা এম্বহিং (ইদা-নীম্—হে); হি.অব্; মৈ অব; অস. এবে]।
তু.'এবে পাযিলে দরশনে ল।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'এবে মঙ্গল চাহীঞাঁ দেখি লোঁ বড়ায়ি।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'এবে ক্রোধ ক্ষমা কর পাই গুরুভীত।'
—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা।

**এবেসে**—৫০, ১৩১, ১৬৭
এক্ষণে তবে।
তু.'এ বেসি তোহ্মার মুখে শুনী হেন বাণী।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**এমত**—৭২, ৭৮
(আ.অমতো)। এমন, এরূপ। [বাঙ্.এ (এই)+মত; প্রা.এম (এবম্)— ঈদৃশ, এমন; গুজ.এম—thus]।
তু.'এমত শুনিল কুজী সে চেড়ির মুখে।'
—রামায়ণ।

**এমন**—৭০
এরূপ, ঈদৃশ। [বাঙ্ এ (এই)+মন; এমত দ্রঃ]।
তু.'ইহাতে এমন, করিব কেমন, কি হইল পবমাদ।'—চণ্ডীদাস।
'এমন দিনে তাবে বলা যায়।'
—রবীন্দ্রনাথ।

**এলঙগ**—১২২
'উলখড়া।'—ভট্টশালী।

**এসুখ**—৫৯
(আ.এষুক)। এই সুখ। (এ দ্রঃ)।

**এহা**—৫৯
এই, ইহা। ইহা-র আঞ্চলিক রূপ। [এহ> এহা]।
তু.'এহা বাখো আল পুছোঁ রাধার উদ্দেশ।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'এহা আভবণ কহ্নাঞিঁ সব মোর নে।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'আহ্মি এহা দেখি।'—গঙ্গামঙ্গল।

**এহাকে**—১৩৮
ইহাকে।

**এহি**—৯, ২৫, ৩০, ৩৭, ৪৯, ৫৯, ৭০, ১০৮, ১১০
(আ.এহী)। এই, পূর্বোক্ত। [এহ+ই; ই এবং এ দ্রঃ]।
তু.'এহি সব ভাবিতে সুস্থির নহে মন।'
—চণ্ডিকা বিজয়।

'আইলাম মৃগয়া হেতু এহি তপোবন।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'বিদ্যাপতি কহ এহি সে বিচার।'
—বিদ্যাপতি।

**এহিমতে**—১১, ৩৩
এই প্রকারে।
তু.'এহিমতে।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'এহি মত রণ।'—চণ্ডিকা বিজয়।

**এহিরূপে**—৯, ৩০, ৩৩, ৩৪
এই প্রকারে।
তু.'এহি প্রকারে।'—মীনচেতন।

## ও

**ও**—১৫৩
(আ. উ)। [সং. অসৌ, সঃ>প্রা. ও> বাঙ্‌ ও; ফা. ও, উ—তিনি, সে; হি. বৃহ, উ; পা.ওহ, উহ; মৈ উ, উ, ও; কোচবিহার-হু; ব্রজবুলী-ব্বো; নেপালী-উ, উ; ভোজপুরী-উ, ও; মগধী-উ]। অপর, সে, সেই। নাতি-দূরস্থ, ঐ।
তু 'একুল ওকুল দুকুলই ভাঙছে।'
'মাধব ও নবনাগরী বালা।
তুহু বিছুরলি, বিহিক ডারলি, ভেলি নিমালিক মালা।'—বিদ্যাপতি।

**ওকুল**—১৫৩
উকুল দ্রঃ)।

**ওঝা**—৬০
(আ. রোজা)। [সং. উপাধ্যায়> প্রা. ওজ্‌ঝায়> বাঙ্‌. ওঝা; হি, মৈ. ওঝা; অস ওজা; পূ বাঙ্‌ ওজা]।
সর্পবিষের চিকিৎসক, বিষবৈদ্য, গারুড়ী, গুণিন।
তু. 'সাপে যারে কামড়ায়, ওঝা গিয়ে ঝাড়ে তায়।'—ভারতচন্দ্র।
'কেহ কহে যাই, ওঝাদে ঝাড়াই, রাইয়েরে পেয়েছে ভূতে।'—চণ্ডীদাস।
'ওঝা ঠাঞি যাইছোঁ যদি সে ভূত ছাড়ায়।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

**ওড়ন**—৯১
ওড়না-স্থলে ছন্দের মিলের জন্য ওড়ন। উত্তরীয়, গাত্রাবরণ, স্ত্রীলোকের চাদর বা উরনী। [প্রা ওঢণ; হি ওঢ়ন, ওঢ়না; মরাঠী-ওঢণ, ওডণ; অস. ওরণী, ওরোণা]।
তু. 'গায়ে পরিজাত ফুলের ওড়না।'
—বিহারী লাল।
'ওড়ন কাড়ে বলে সানে।
তাক লইয়া ঘর কেনে।'
—বঙ্গসাহিত্য পরিচয়।

**ওযোগ**—১১
উদ্যোগ-এর বিকৃত রূপ। আয়োজন, উদ্যম। [ওযোগ <ওৎ যোগ <উৎযোগ <উদ্যোগ। সং উৎ+√যুজ্‌+অ(ভা) =উদ্যোগ]।

**ওহে**—৯০
(আ. য়হে) [অহে দ্রঃ]

## ঐ

**ঐ**—৩৩
(আ. রৈ, র-আগমে)। [অই>ঐ; সর্বনাম]।
তু.'ঐরাবত পতি করে ঐ পদ কামনা।
—ভারতচন্দ্র।

**ঐরাবত**—১৭৫
(আ. রৈরাবত)। দেবরাজ ইন্দ্রের হস্তী। পুরাণমতে সমুদ্র-মন্থনকালে অন্যান্য বস্তুর সাথে ঐরাবত হস্তীর ও উদ্ভব হয়। দেবরাজ ইন্দ্র নিজের বাহনরূপে এ হস্তীকে গ্রহণ করেন।

কথিত আছে ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন কালে গঙ্গা শিব-জটা হতে বের হলে আপন শক্তিতে মত্ত ঐরাবত গঙ্গা-প্রবাহকে ধারণ করতে অগ্রসর হলে গঙ্গার প্রচণ্ড প্রবাহে ভেসে যায়। পরে গঙ্গার কৃপায় সে আবার বেঁচে উঠে।
ইরাবৎ (ইরা=জল) অর্থাৎ জল থেকে উৎপন্ন বলে ঐরাবত নাম হয়েছে। এক শ্রেণীর চার দাঁত ওয়ালা হস্তীকে ও ঐরাবত বলা হয়। এখানে সাধারণ হস্তী অথবা বৃহৎ হস্তী অর্থে।

## ক

**কই**—৯৫
কহি-র কথ্য রূপ। বলি। [বাঙ্ কহ্; সং √কথি > প্রা √কহ > বাঙ্. √কহ, √ক; হি, মৈ. √কহ, গুজ. √কথ, √কহ; অস √ক]।
তু 'নির্ভয় হয়ে কই।'—শিবায়ণ।
'আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল।'
—ভারতচন্দ্র।

**কউতুক**—৯২, ১১৬
কৌতুক, আমোদ, পরিহাস। [সং কুতুক +অ]।
তু. 'কউতুকে করিবর করি নি খেলান।'
—বিদ্যাপতি।

**কাএ**—১৫, ১৭২
কয়-এর মধ্যযুগীয় রূপ। কত, কয় (প্রশ্নে)। [সং. কতি > প্রা. কই > বাঙ্. কয়, কএ, ক; হি. কঈ; মৈ. কয়]।

**কএ**—৬২, ৮৮, ১৭৪
কহে-র কথ্য রূপ।
[সং. কথয়তি > পালি কথেতি; প্রা. কহই > বাঙ্. কহে > কএ, কয়: 'কই' দ্রঃ।]।
তু. 'সে রূপ লাবণ্য কয় কাহার শকতি।'
—শিবায়ণ।

**কএনাড়ী**—১৭২
নাড়ীর সংখ্যা কত? [পাদ টীকা দ্রঃ]।

**কএ কোঠা**—১৭২
কতকোঠা। যোগের ভাষায় দেহের মধ্যে কত কোঠা বা প্রকোষ্ঠ।

**কএ দুয়ারী**—১৭২
যোগের ভাষায় দেহের মধ্যে অবস্থিত দ্বার বা দুয়ারের সংখ্যা কত? দেহ-ব্রহ্মাণ্ডে সাধারণতঃ দশ দুয়ার'-এর অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়। [১৬৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রঃ]।

**কংসাসুর**--২৭
(আ কংসাষুর)। কংস নামক অসুর। ভোজবংশীয় নৃপতিবিশেষ। তিনি উগ্র সেনেব পুত্র, কৃষ্ণ-জননী দেবকীর ভ্রাতা ও জরাসন্ধেব জামাতা। তিনি দৈববাণীতে অবগত হন যে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান তাকে বধ করবেন। তখন তিনি দেবকী ও তার স্বামী বসুদেবকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু তাঁদেব অষ্টম পুত্র কৃষ্ণ গোকুলে প্রতিপালিত হয়ে কংসকে বধ করেন।

**কঙ্কণ**—১২৫, ১৩৫
(আ. কঙ্কন)। কাঁকন, বলয়, স্ত্রীলোকের কর ভূষণ বিশেষ। [সং. কম্ (সুখ)+ √কণ্+অ (অচ্)-ক]।
তু. 'শাঙ্খের উপরে সাজে সোনার কঙ্কণ।'
—রামায়ণ।

**কঙ্কণা**—৮৬
(আ. কঙ্কনা)। কঙ্কণ।

**কজ্জলের**—৮৬

কাজলের, অঞ্জনের। [কুৎসীত জল যাহা হেতু ইতি কু (কৎ)+জল; √কজ্+অল=কজ্জল]। যা অশ্রুকে কুৎসীত বা অসিত করে, অঞ্জন, কাজল।

তু 'কজ্জল তিলক।'

—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা।

'সামান্য তরুণ স্বরে কজ্জলীতে কার্য্য করে।'—দাশুরায়।

**কঞ্চু**—১২০

(আ কঞ্চু)। গাত্রাবরণ, আঙ্রাখা, জামা। এখানে সন্ন্যাসীর আলখাল্লা বা গাত্রাবরণ। 'কঞ্চু চক্র সন'—ঠিক অর্থ বুঝা গেলনা।

তু 'কঞ্চু অঙ্কিত বক্ষ মৃদুতর।'

—নবদ্বীপ পরিক্রমা।

**কটাক্ষে**—৮৬

বক্র বা আড দৃষ্টিতে, বাঁকা চাহনিতে। [সং কট (গমনকারী)+অক্ষি যাতে, কটাক্ষ, বহুব্রী; সমাসান্ত অ (যচ্)]।

তু 'কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম।'

—ভারতচন্দ্র।

**কটিতলে**—১৫৬

কটি অর্থাৎ কোমরের নীচে, নিতম্বে, পাছায়। তন্ত্র শাস্ত্র মতে বিভিন্ন দেব-দেবীর অবস্থান দেহের বিভিন্ন অংশে। কটিতলে বসুমতী—বসুমতী অর্থাৎ পৃথিবীর অবস্থান নিতম্বে। [সং √কট্+ই (ইন)-র্ম্ম]।

**কটিতে**—১২৫

কোমরে, মাজায়, নিতম্বে। কটিতে কিঙ্কিণী—এখানে নিতম্বে কিঙ্কিণী।

তু 'কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব।'

—বিদ্যাপতি।

'কটির উপরে কিঙ্কিণী নাদ।'—জ্ঞানদাস।

**কড়ার**—১৩

(আ. করার)। অঙ্গীকার, প্রতিজ্ঞা। [আরবী ক'রার]।

তু 'আমার আগেতে যদি রঙ্গমালা মরে। করালে আবদ্ধ আছি কাঠ কইরবাম তারে॥

—পূর্ব বঙ্গগীতিকা।

**কড়াকের**—১৩৬

এক কড়ার, একটি কড়ার, এক কড়া মূল্যের, অতি অল্প মূল্যের। [কড়া+কের]।

**কড়ি**—৮৫, ১২১

শামুক জাতীয় সমুদ্রজাত কীট বিশেষের অস্থিকোশ বা দেহের খোল; কপর্দক, অর্থ। [সং কপর্দিকা>প্রা কবড্ -ডিআ+>বাঙ্ (কউড়িআ) কৌড়ি, কড়ি, কড়ী; হি কৌড়ী; মরাঠী কব্ডী কৌড়ী; পাঞ্জা. কৌড়ী; গুজ কব্ডী]। ভারত, চীন প্রভৃতি দেশে অতি প্রাচীন কাল থেকে মুদ্রা হিসাবে কড়ির প্রচলন ছিল, শ' খানেক বছর আগে পর্যন্ত কড়ির প্রচলন বাঙ্লা দেশে ছিল।

মুদ্রা হিসাবে কড়ির মূল্য ছিল ৫ গণ্ডা অর্থাৎ ২০টা কড়ি ১ পয়সার সমান; ২০ গণ্ডা অর্থাৎ ৮০ কড়িতে এক আনা, ৩২০ গণ্ডা অর্থাৎ ১২৮০ কড়িতে এক কাহন বা এক টাকা)।

তু. 'নব লক্ষ কড়ী।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'শয্যা-তোলা কড়ি।'—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

'প্রজাগণ প্রণামি দিলেক বহু কড়ি।'

—শ্রী ধর্ম মঙ্গল (ঘন)।

'বন্ধু নাই কড়ি বই, কড়ীতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।'—ভারতচন্দ্র।

**কত**—১৪, ৫৭, ৬০, ৬৩, ৬৪, ৮৭, ১২৬ ১৪৪

(আ. কত, কতো)। কিয়ৎ, কি পরিমাণ, কয়টা। [সং. কতি; প্রা কেত্তিঅ, কত্তো>

বাঙ্ কত; হি .কিত্না, কিতনে; মৈ .কত]।
তু. 'কত দিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।
কত দিনে ভ্রমরা কমলে করু কেলি॥'
—বিদ্যাপতি।

**কতই**—৬১
খুব অল্পই অর্থে।

**কতক**—৬২
কিয়ৎ সংখ্যক, কয়েকটা, কিছু।
[কত+ক (স্বার্থে); হি. কেতিক]।
তু.'কতক হবেন শান্ত তব মুখ চেয়ে।'
—রামায়ণ।

**কতকাল**—৬০,
(আ .কতো কাল)। কতদিন, কত সময়।

**কতদূর**—৭৩
(আ .কতদ্বব)। কত দূরবর্তী, কত পরি-মান, কতখানি।

**কতেক**—৬০
কিয়ৎ সংখ্যক, কত।
[সং .কতিক; প্রা কেত্তিঅ; হি .কতেক, 'কেতিক' (তুলসীদাস); ওড়ি কেতেক; মৈ .কতে, কতেক, কতেকোঁ]।
তু.'না জানি কি কৈল তপ কতেক জনম।
—রামায়ণ।

**কতি**—৬০, ১০৫
কোথা, কোন স্থানে।
[সং .কুত্র>পালি, প্রা .কত্থ> বাঙ্ (কথ, কত) কতি, কথি; অস .কত্]।
তু.'কামিন্যা পাইব কথি।'—শূণ্য পুরাণ।
'নটবর বেশ পাইল কথি।'—চণ্ডীদাস।
'মোর ঘরে বিনা ভিক্ষা না করিবে কতি।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

**কথন**—৯৬, ১৭৫
বর্ণন, আখ্যান, কাহিণী।
[সং √কথ+অন্ (ভা)]।
তু.'নেতার সহিত আছে যুকতি কথন।'
—মনসা মঙ্গল (বিজয়)।

**কথা**—২, ৪, ৬, ৭, ৯, ১৫, ৩৩, ৩৬, ৫০, ৫২, ৬৪, ৭০, ৭৮, ১১৬
উক্তি, বচন, আখ্যান, বাক্য।
[সং √কথ্+অ (ভা)]।
তু.'কেমনে সহিবা ঢেউ তার কথা কহ'।
—গঙ্গামঙ্গল।
'মা হওয়া কি মুখের কথা।'
—রামপ্রসাদ।

**কদলী**—১৩
(আ . কদলি)। কলা গাছ, রম্ভাতরু।
[কদি+অল+ঈ (ঙীষ)]।
তু.'উরু শোভে বিপরীত রাম কদলী।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**কদলী**—৩২, ৩৭, ৪৫
(আ .কদালি, কোদালি)। (১) কদলী নামে এক দেশ বা নগর, (২) কদলী দেশ বাসিনী নারী।
তু.(১)'ধরিআ ব্রাহ্মণরূপ কদলীত জাএ'।
—গোবক্ষ বিজয়।
'ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলাম কদলীর স্থানে।'
—মীন চেতন।
(২) 'তোর গুরু পড়িয়াছে কদলীর ভোলে।'
—গোরক্ষ বিজয়।
'ষোড়শ শত কদলী।'—মীনচেতন।

**কদম্ব**—৮৫
যা বিরহীকে দুঃখিত করে। কদম ফুল।
[সং √কদি+অম্ব(অম্বচ);হি .কদম, মরাঠি-কলব]।
তু.'কদম্ব কুসুম সম কলেবর ফুলে।'
—মহাভারত।
'কদম্ব-নিন্দক (কুচ)।'—ভারতচন্দ্র।
'কুটজ কদম্ব।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**কনক**—৮৫, ১২৫
যা দীপ্তি পায়; স্বর্ণ, সোনা।
[সং. √কন্+অক (র্তৃ)]।
তু. 'কনক কলস দুই নিতম্বধারিণী।'
—মহাভারত।
'কনক মহেশ।'—বিদ্যাপতি।
'কনক পঙ্কজ বনে।'—মাইকেল।

**কনকস্তন**—১৩৪
কনকের মত উজ্বল স্তন।

**কন্যা**—৭, ৮, ১০, ১৪, ১৫, ২৬, ৫৮, ৫৯
(আ. কণ্ন্যা) যে দীপ্তি পায়, যে কাম্য; তনয়া, মেয়ে, দুহিতা।
[সং. √কন্+য(র্তৃ)+আ]।
তু. 'কন্যা' —শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'বিভা করি আনে কন্যা।'—মহাভারত।

**কন্যাপাত্র**—১৫
কন্যা ও তার বর। নব বিবাহিত দম্পতি।
তু. 'বর কন্যা যাইতে বাজে মধুর বাজনা।'
—মনসার ভাসান।

**কন্ধ**—২২, ৩২, ৫২, ১৬৯
(আ. কন্দ)। স্কন্ধ, কাঁধ; দেহ, কায়া, রূপস্কন্ধ শরীর। [সং. ক (মস্তক)+√ধা+অ (র্তৃ)-স আগমে স্কন্ধ; সং. স্কন্ধ > পালি, প্রা. খন্ধ > বাঙ্ কন্ধ,কন্দ; গুজ. কংধ; অস. কন্ধ]।
তু. 'কবন্ধ করয়ে রণ কন্ধে নাহি শির।'
—চণ্ডিকা বিজয়।

**কন্ধ বাহু**—১০৩
স্কন্ধ এবং বাহু।

**কন্দ্র**—১২৭
'নর্তকীর কন্দ্র'—খুব সম্ভব নর্তকীর কন্দ, ছন্দের মিলের জন্য 'কন্দ্র'। কন্দ অর্থে কাঁধ হতে পারে। অথবা কন্দ অর্থে মূল, আদি, কারণও হতে পারে।
তু. 'তুঁহু সে নাগরি কানু রসকন্দ।'
—বিদ্যাপতি।
'ভুবনে আনন্দ-কন্দ।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'কাটা কন্দে নাচে সর্বকাল।'
—শূন্যপুরাণ।

**কর্পটি**—৩৬, ৭২
কর্পটি, কপনি, চীরখণ্ড, লেংটি জাতীয় কাপড়। [কর্ (ক্ষেপণীয়) পট+ই স্বার্থে =কপট্টি > কপটি]।

**কপাট**—১৫৩, ১৭৬
যা বায়ু রোধ করে, দরজা, দরজার পাল্লা, আবরণ (মনের কপাট)। [সং. ক + √ পাটি+অ অথবা একপট্ট > কপট > কপাট?]
তু. 'খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট।'
—ভারতচন্দ্র।

**কপাটের**—১৭৬
দরজার। 'কপাটের খিল ভাঙ্গি করিবে দুয়ার'—সাধারণ অর্থে দরজার কীলক ভেঙ্গে পথ করে নেবে। যোগের ভাষায় দেহরূপ দুর্গের অর্গল ভেঙ্গে যমরূপ চোর সে দুর্গে প্রবেশ করবে। তার ফলে 'ছাড়ি যাবে চারি জন বিপর্ত ভুবনে' অর্থাৎ আব, আতস, খাক ও বাত্ এ চার উপাদানে সৃষ্ট মানব দেহ মৃত্যুর করাল স্পর্শে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে।

**কপালে**—৩৬, ৩৭, ৬৫
ললাট দেশে। [সং. ক+√পাল্+ণিচ্+অ (র্তৃ)=কপাল; হি, গুজ, মরাঠী, অস. কপাল]।
তু. 'চন্দন তিলকে আতি শোভিত কপালে।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**কপালে**—৬৬
ভাগে, অদৃষ্ট। [ঐ]।
তু.'যা ছিল কপালে তা দিলেন বিমাতা।
—রামায়ণ।

**কপালের**—৮৩, ১৩৪, ১৭৫
ভাগ্যের, অদৃষ্টের।

**কপালে মারিয়া ঘাও**—৩৭
ললাটে আঘাত (ঘা, ঘা ও) করে।

**কব**—৫৮, ৮৪
(আ.কবো)। বলব, কইব। [বাঙ্.কহ্]।

**কবজ**—১৪৫
অস্ত্রাঘাত বারণার্থ লোহ ইত্যাদি দ্বারা তৈরী যোদ্ধার গাত্রাবরণ, বর্ম; অনুরূপ অর্থে শরীর রক্ষার্থে দেবতামন্ত্র, দেবতার বীজ মন্ত্র, দেহ রক্ষার্থে ভূর্জে লিখিত বীজ বা তৎসদৃশ অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন মন্ত্র(amulet), মাদুলি, তাবিজ। [সং.ক+√বৃ নচ্+অ (র্তৃ); =কবচ > কবজ; অথবা আর. কব্জ্]। তু 'আমি তো বান্ধিনু গলে কবজ করিয়া।'—ভক্তমালগ্রন্থ।
'গলা বেড়া কবজ-পোরা, শোভা করে সুবর্ণ মাদুলি।'—দাশু রায়ের পাচালী।

**কভু**—৭২
কখনও, কোন কালে। [কব+ও (মহাপ্রাণ উচ্চারণে 'হ' আগমে ও>হো)> কবহো, কবহু> ('হ' লোপে) কভো, কভু; মৈ.কবহু; হি.কভী; মধ্য বাঙ্.কবহুঁ]।
তু.'নাহি শুনি হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে।'—মেঘনাদবধ।
'কভু কভু কৃষ্ণপানে—চাহে।'
—চৈতন্য মঙ্গল।

**কমর**—৩৬
কটি কোমর কাঁকাল। [ফা.কমর; মরাঠী কংবর, কমর; গুজ.কম্মর; Av.Kamar]।
তু.'চটের কাবাই দিল চটের কমরবেড়া।'
—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘন)।

**কমরে**—৩০
(আ.কমোরে)। কোমরে, কটিদেশে।
তু.'অধ্যবসের যোগী পাইলে কমরে তুলি কাটে।'—মীনচেতন।
'কমরে কাছুটি।'—গোরক্ষ বিজয়।

**কমল**—৪৮, ১৩৪
পদ্ম, নলিনী। [সং.কম্+√অল+অ (র্তৃ)];
তু.'কমল আসন, কমল ভুষণ, কমল-মালা ললিত।'—ভারতচন্দ্র।

**কমলে**—৫৫, ৭৮, ১৩৪
'বদন কমলে'—কমল সদৃশ মুখে।

**কমলেতে**—৯২
'কমলেতে মধুপান করাএ ভ্রমরে'—(যে নারীর স্বামী ঘরে আছে) সে যেন কমলের মধ্যে ভ্রমরকে মধুপান করায়।

**কমণ্ডলে**—৬৮
(আ.কুমুণ্ডলে)। যা জলদ্বারা মণ্ডিত হয় তাকে কমণ্ডলু বলে। সন্ন্যাসী বা মুনি ঋষিদের মৃন্ময় জলপাত্র বিশেষ।
[সং.ক (জল)+মণ্ড+√লা+উ (র্তৃ)]।
তু.'দণ্ড কমণ্ডল করে।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল(মানিক)।

**কয়**—৫৮, ৮৭
(আ.কয়ে)। বলে, কহে।
(সং.কথয়তি; পালি কথেতি; প্রা.কহই> বাঙ্.কহে, কএ, কয়ে, কয়)।
তু.'সে রূপ লাবণ্য কয় কাহার শকতি
—শিবায়ণ।

**কর**—৫১
হস্ত, হাত, মণিবন্ধ হতে হস্তের শেষাংশ, পাণি। [সং.√কৃ+অ(ণে.)]।
তু.'শিরে দিয়া কর।'—মহাভারত।

**কর**—৫৪, ৫৬, ৭৪, ৭৫, ৭৬

(আ.কর, করো)। সাধন, সম্পাদন ইত্যাদি কর (এখানে আদেশার্থে)। [সং. √কৃ > পালি √কর, প্রা.√কর; হি, মরাঠী, গুজ.মৈ.√কর; অস.√কর; ফা.কার্-দান; Av.Kar L. Cre. Fr. creer; Ger. Karwan]

তু.'একটা নূতন কিছু কর একটা নূতন কিছু কর।'—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

'সঙ্কেত কর বিশোয়াসে।'—বিদ্যাপতি।

'পরিধান কর নেতবাসে।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**করতল**—৮৭

হাতের তেলো, হস্তের তলভাগ। [সং. কর+তল (√তল+অ (র্তৃ)]।

**করতলে**—৭২, ৮৭

হাতের তেলোতে।

**করতার**—১৫২, ১৭০

(আ.করতার, করোতাব)। সৃষ্টিকর্তা, আদিদেব, ধর্মঠাকুর, নিরঞ্জন। [সং.কর্তারঃ > প্রা.কত্তার(ষ) > বাঙ্.করতার; হি.কর্তার, করতার; Eng. creator]।

তু.'সুন গো করতার।'—শূন্যপুরাণ।

'প্রণাম করি প্রভু করতার।'

—গোরক্ষ বিজয়।

'সদয় না হইল করতার।'—শ্রীধর্মমঙ্গল(ঘন)।

**করপূর**—৮৬, ১৩৪

কপূর-এর কাব্যিক রূপ। শুভ্রগন্ধদ্রব্য-বিশেষ, সিতাভ্র। [সং.√কৃপ+উর; পালি কর্পূর; প্রা.কপ্পুর; হি.কপুর; মরাঠী কাপুর; গুজ.কপূর; তামি.করপ্পু; আর.কাফুর; L. campora, Fr. camphre. Eng. Camphor]।

**করহ**—১৫, ২২, ৪৪, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৮১, ৯৮

(আ.করোহ)। কর। [কর দ্রঃ]।

**করাইতে**—৬, ৭, ৮

[√কর+আ=করা ক্রিয়া; প্রা.করাব্; হি. করা; মৈ.করাব্]।

তু.'অসংঘট কাজ পুন সংঘট করাএ।'

—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**করুণা**—১৯, ১১৫

[আ.করুনা]। দয়া, কৃপা; কাতর বাক্য, কাতরোক্তি, এখানে কাতরোক্তি বা বিলাপ অর্থে। [সং.√কৃ+উন্+আ]।

তু.'শুনি দেব রাজার করুণা।
এক ঠাঁই হইল তিনজনা॥'

—গঙ্গামঙ্গল।

'অশেষ করুণা করে রাণী কেন্দে সারা।'

—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

'চান্দর করুণার সীমা নাই।'

—মনসামঙ্গল।

'অতিহ করুণা।'—বিদ্যাপতি।

**করে**—২৩

হাতে। [কর দ্রঃ]।

**করেত**—

করেতে, হস্তে, হাতে। বিভক্তির এ বিলোপ। [কর (হস্ত) দ্রঃ]।

**কর্ণ**—৩৩

(আ.কর্ণ)। কান, শ্রবণেন্দ্রিয়।

**কর্ণ**—২৭

(আ.কর্ণ্য)। মহাভারতে বর্ণিত মহাবীর কর্ণ। [সং.√কৃ+ন (র্তৃ)]।

যদু শ্রেষ্ঠ শূরের কন্যা এবং কুন্তিভোজ রাজার পালিতা কন্যা পৃথা বা কুন্তী দুর্বাশা মুনির কাছে প্রাপ্ত মন্ত্রের বলে একদিন সূর্যকে সঙ্গমে আহ্বান করেন এবং কুমারী অবস্থায় এক পুত্র লাভ করেন। ইনি সহজাত কবচ কুণ্ডলাদি হেতু 'বসুষেন' নামে অভিহিত হন। জন্মের পর কলঙ্কের ভয়ে কুন্তী একটি পাত্রের মধ্যে ভরে জলে

ভাসিয়ে দিলে সূতবংশীয় অধিরথ এবং তাঁর স্ত্রী রাধা তাকে কুড়িয়ে পেয়ে 'বসুষেন' নাম দিয়ে পালন করেন। রাধার নামানুসারে তাঁর অপর নাম হয় 'রাধেয়'। কুন্তীর গর্ভজাত সন্তান হিসাবে কর্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনের অগ্রজ। কিন্তু অর্জুনের প্রতি ঈর্ষা বশতঃ তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধনের সহায়ক হন। বিপ্ররূপী ইন্দ্রের প্রার্থনায় তিনি স্বীয় কবচকুণ্ডল কর্তন করে ইন্দ্রকে দান করেন। তদবধি তিনি 'কর্ণ' ও 'বৈকর্তন' নামে খ্যাত হন। মাতা কুন্তী কর্তৃক প্রকৃত পরিচয় দান করা এবং রাজ্যলাভের লোভ দেখান সত্ত্বেও তিনি দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করেননি। অর্জুণ ছাড়া বাকী চার পাণ্ডব তাঁর হাতে পরাস্ত হলেও তিনি তাঁদেরকে বধ করেননি। যুদ্ধে কর্ণের রথের চাকা মাটিতে গেড়ে গেলে কর্ণ রথ ঠিক করতে নেমে গেলে কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুণ তাঁকে অন্যায় ভাবে বধ করেন।

তিনি অঙ্গ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন মহাদাতা। দাতা কর্ণের কথা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়ে আছে।

**কর্ণদ্বারে—২৭**

কানের দ্বার পথে। কুন্তীর কুমারীত্ব অক্ষুন্ন রেখেই কর্ণের জন্ম হয়েছিল বলে কথিত আছে। কিন্তু 'কর্ণদ্বার' দিয়ে জন্ম হয়েছিল কিনা জানা নেই।

**কর্ণপাটী—৭১**

(আ. কন্ন্যপাটি)। কর্ণভূষণ।

**কর্ণফাটা—৩৩**

(আ. কন্ন্যফাটা)। কানফাঁটা। এক ধরণের যোগী সম্প্রদায়।

**কৰ্ম—১৭**

(আ. কম্ম)। কার্য, ক্রিয়া।
[সং √কৃ+মন্(র্ম); প্রা. কম্ম]।

**কৰ্মস্থান—১২৫**

(আ. কম্মস্থান)। ঠিক অর্থ বুঝা গেলনা। 'অপরূপ কর্মস্থান হৃদয় অতি নির্মাণ' বলতে দেহের কোন অংশকে বুঝাতে চেয়েছে? কোমর অথবা বক্ষস্থলকে কি?

**কর্মের—১০**

(আ. কম্মের)।

**কৰ্ল—২৬, ৩৮, ১৩৪, ১৫৬, ১৭৬**

করিল-র মধ্যযুগীয় রূপ। (আ. 'কর্ল্য'।)

**কলঙ্কনগর—১২৮**

[ভূমিকা দ্রঃ]।

**কলম—১৪৩**

লেখণী। [আর. ক'লম শব্দের মূলগত অর্থ শর, নল (reed) অর্থে লেখনী। কেহ কেহ আর. কলম শব্দ সং 'কলম্ব' শব্দ থেকে গৃহীত বলে মনে করেন। এই অনুমানের কোন ভিত্তি নেই। অমরকোষে ধৃত 'কলম্ব' শব্দ শাক নালিকা (ডাঁটা) হিসাবে ব্যবহৃত। সংস্কৃত সাহিত্যে কলম শব্দের প্রয়োগ নেই। পূর্বকালে লেখনী অর্থে 'শর' 'খাক্,' 'কঞ্চি' ইত্যাদির ব্যবহার থাকলেও এ-অর্থে 'কলম' বা 'কলম্ব'-র ব্যবহার দেখা যায়না। এ শব্দ ভারতীয় ভাষায় মুসলমানের আমদানী এবং তা আরবী ভাষার ক'লম]।

**কলসী—১৩৮**

(আ. কলোসি)। কুম্ভ, বড় ঘড়া।
[প্রা. কলস, ক্ষুদ্রার্থে ঈ প্রত্যয়]।

**কলা—৫৩**

চন্দ্রের ষোড়শ ভাগ অর্থাৎ একাদি ভাগ বা এক এক অংশ; চন্দ্রাংশ অমৃতা, মানদা, পূষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতি, অঙ্গদা, পূর্ণা ও পূর্ণামৃতা—চন্দ্রের ষোল কলা। সূর্যের দ্বাদশাংশের একাংশ বা ভাগ। তপিনী, তাপিনী, ধূম্রা, মরীচি, জ্বালিনী, রুচি, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী ও ক্ষমা—সূর্যের দ্বাদশ কলা। ধূম্রা, অর্চিঃ, উষ্মা, জ্বলিনী, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিণী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা ও হব্যকব্যবহা—অগ্নির দশ কলা।

গীত, বাদ্য, নৃত্য, নাট্য, আলেখ্য (চিত্র) বিশেষকচ্ছেদ্য (তিলকের নানাবিধ রচনা), তণ্ডুলকুসুমাবলিবিকার (পূজার উপহার তণ্ডুল ও পুষ্পের বিবিধ রচনা), পুষ্পাস্তরণ (পুষ্প দ্বারা শয্যা রচনা), দশনবসনাঙ্গ রাগ (বিবিধ রঙ্ দ্বারা দন্ত, বস্ত্র ও দেহ রঞ্জন), মণি-ভূমিকাকর্ম (ময়নির্মিত পাণ্ডবসভাবৎ মণিবন্ধ ভূমিকরণ), শয়ন রচনা (পর্যাঙ্ক ইত্যাদি নির্মাণ), উদকবাদ্য ও উদকঘাত, চিত্রযোগ, প্রহেলকা ইত্যাদি ৬৪ কলা।

ছলনা, কপটতা অর্থেও কলা শব্দ ব্যবহৃত হয়। এখানে এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। [সং √কলি+অ (অচ্)-ক]।

তু. 'ভাঁড়্ জানে কত কলা।'—ক. ক. চণ্ডী।
'কেবা না এতেক জানে কলা। যাহা দেখি ভুলয়ে অবলা॥' —জ্ঞানদাস।

**কলা—৬১**

কদলী ফল, রম্ভা। [সং. কদলক> প্রা. কঅলঅ> বাঙ্ কলা; হি. ও মরাঠি-কেলা। প্রকৃত পক্ষে কলা শব্দ দেশী বলে অনেকে মনে করেন]।

তু. 'দ্বারে পোত কলা বৃক্ষ।'—রামায়ণ।

**কলি—৮৮, ১২৫, ১৩৫**

কলিকা, কুঁড়ি, কোরক। [সং.]।

**কলিকা—৮৮**

কোরক, কলি। [সং.]।

তু. 'কমল কলিকা।' —শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'চম্পক কলিকা।'—ঐ।
'শ্রবণ উপর দেশে, হেমের কলিকা ভাসে।' —কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**কলেবর—২৭, ১২৯**

দেহ। [কলে+বর, অলুক্]।

**কল্পতরু—১৮১**

(আ. কল্পতরু)। সর্ব কামনা পূরণকারী নন্দন বনে (কল্পিত) দিব্য বৃক্ষ। [সং. √ক্লৃপ্+অ(র্ম)=কল্প+√তৃ+উ(র্তৃ)=তরু, কর্মধারয়]।

**কল্পিবে—৯৬**

কল্পনা দ্বারা প্রভাবান্বিত বা বিচলিত হবে। [সং. √কল্পি]।

তু. 'কল্পিলেক দীন নাথ মনে, . . . . ।'
—গোরক্ষ বিজয়।
'তাকে যদি কল্পি এ অনেক উপহার।'
—মহাভারত (বিজয়)।

**কল্য**—৪৩

'আগামী বা পর দিন ; গত দিন, গত কাল এখানে শেষোক্ত অর্থে। [সং. √কলি প্রাপণ+য (যক)-ক।]

তু. 'কল্য যদি আসে তার বুকে খাবে সাপ।'—রামায়ণ।

**কল্যাণ**—১৮২

(আ. কর্ল্বান)। মঙ্গল, কুশল। [সং.]

**কস্তুরী**—৮৫, ৮৯

(আ. কশ্‌তুরি কস্তবি)। মৃগনাভি মৃগমদ, যার গন্ধ দূর থেকে যায়। [সং ]। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে 'খস্তুরী'। কপিল, পিঙ্গল ও কৃষ্ণ এ তিন জাতীয় কস্তুরী যথাক্রমে নেপাল, কাশ্মীর ও কামরূপে পাওয়া যায়।

**কহ**—৮৪

বল, সবিস্তারে বল। [সং. √কথ; প্রা. √কহ; হি, মৈ √কহ; গুজ. √কথ, কহ বাঙ্ √কহ]।

তু. 'কহ বড়ায়ি তাব থান গতী।'

—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'কো কহই আরতি ওর।'—জ্ঞান দাস।

**কহন**—৪৮

বলা, কথন, প্রকাশ। [সং. কথন; প্রা. কহণ; হি. কহন; পাঞ্জা. কহিণা; সি. কহণু]।

তু. দুইজনে 'মহাযুদ্ধ না যায় কহন।'

—মহাভারত।

'চন্দ্রের কিরণ শোভা কহণ না যায়।'

—চৈতন্য ভাগবত।

'আজুক কৌতুক কহনে না যায়।'

—বিদ্যাপতি।

**কহি**—৮

বলি। [বাঙ্ কহ্]।

**কহিত**—৪৫

কথিত, পরিচিত। এ শব্দ বিরল।

**কহিলাঙ**—৫৪

কহিতেছি=এর মধ্যযুগীয় রূপ।

**কহোনা**—২২

কহন-এর অশু. রূপ।

**কাইল**—৪০, ১১২, ১১৪

কাল, পর্ব বা পরদিন। [সং. কল্যে> প্রা. কল্লিং> বাঙ্. কালি, কাইল, কা'ল, কাল; হি. কল; মরাঠি, গুজ. কাল]।

তু. 'দুখর কথা কাইল...কমু।'

—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

'আসিব কাইল।'—চণ্ডিকা বিজয়।

'কাইল যাব।' —ঐ।

**কাঁচা**—৬১

(আ. কাছা)। অল্প বয়স্ক, অপরিণত, অপক্ক। [সং. কন্যা. > প্রা. কংচা, কঞ্চা > বাঙ্. কাঁচা; হি. কচ্চা, কাঁচচা; মৈ, কাঁচ, কাচে; অস. কেঁচা]।

তু. 'কাঁচা কমলে ভ্রমর করু ঝাপে।'

– বিদ্যাপতি।

**কাঁচুলী**—৮৪, ৮৭, ৯৩, ১২৬

(আ. কাছুলি)। স্ত্রীলোকের স্তনাবরক বস্ত্র। [ সং. কঞ্চুলিকা > প্রা. কংচুলি > বাঙ্. কাঁচুলী, কাঁচুলি, কাঁচল, কাঁচলি; হি. কঁচুলী, কাঁচু; মৈ. চোলী; গুজ. কাংচলী]।

তু.'কনক কটোরা অতনু কাঁচল উপাম।'
—বিদ্যাপতি।
'কাচলি বান্ধা .কের উপর।'
— শিবায়ন

**কাঁকালে—১৭৮**
(আ. কাকালে)। কটিতে, কোমরে [সং. কক্ষতল-মল(?); অস. কঁকাইল কাখাইল (কুমিল্লা)]।
তু. 'কাঁকাইলে হৈল বাত।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**কাঁকেড়ার—১৭১**
কাঁকড়ার, কর্কটের। [সং.কর্কট> প্রা. কক্কড; কংকড> বাঙ্ কাঁকাড়া, কাকাড়া, কাঁকড়া, কাকড়া, মরাঠি-খেংকড, খেংকডা; অস. কেঁকোরা; হি. কাকেড়া; মাগধী —কক্কড়এ]।
তু.'আসি খা কাকড়াব লাড়ু।'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**কাঁকেড়ার দহে—১৭২**
কাঁকড়ার গর্তে। [পাদ টীকা দ্রঃ]।

**কাঁটা—১২২, ১২৯**
(আ.কাটা)। কণ্টক। [সং.কণ্টক> প্রা. কংটঅ, কংটয় > বাঙ্ কাঁটা; হি. কাঁটা, কাঁট; মরাঠী. কাংটা, কাটা; মৈ. কাঁট; অস.কাঁইট]।
তু.'মৃণালে গড়িল ভুজ কাঁটা ফেলাইলা।'
—ভারতচন্দ্র।

**কাঁটায়—১২৯**
(আ.কাটাএ)। কণ্টকে।

**কাঁপে—৯৬**
(আ.কাপে)। কম্পিত হয়, থর থর করে। [সং.√কম্প্; প্রা√কাঁপ; হি. √কপ, √কাপ; মরাঠী, গুজ.√কাংপ; অস.√কঁপ; বাঙ্. কাঁপ]।
তু 'হেরইতে দেহ মঝু থরথবি কাঁপা।'
—বিদ্যাপতি।
'পাশ যাইতে জীউ মোর কাঁপে।'
—বিদ্যাপতি।
'কাঁপে ডরে।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**কাকল—১২**
(আ.কাকোল)। একপ্রকার বাদ্য যন্ত্র, বিশেষ। [কাকল থেকে কাকলি?]।

**কাগ—৮০**
[কা+গৈ+অ (ক)-ক; তু.সং.কাক> প্রা.কাগ; হি.মরাঠী, গুজ.কাগ; মৈ.কাগ, কাগা]।
তু.'কাগের খোঁচায়, চঞ্চুটা উচায়।'
—দ্বিজেন ঠাকুর (স্বপ্ন প্রয়াণ)।

**কাছে—১০, ৬৬, ১৫৬, ১৮৩**
নিকটে, সমীপে। [সং কক্ষ> প্রা.কাছ> বাঙ্. কাছ> কাছে]।
তু.'পুরনারীগণ সঙ্গতি করিয়া গৌরী আনিল তাঁব কাছে।'—মনসামঙ্গল।
'হেন বরে বিয়া দিয়া রাখি আপন কাছে।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**কাজল—৮৪**
অঞ্জন, চক্ষুর প্রসাধন দ্রব্য বিশেষ। [সং.কজ্জল> প্রা.কজ্জল> বাঙ্.কাজল; মৈ. কাজলি; কজ্জল দ্রঃ]।
তু.'কাজলে রঞ্জিল দুই আখী।
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**কাঞ্চন**—৪, ১৪, ৮১
স্বর্ণ, স্বর্ণমুদ্রা, ধন।
[সং √কান্‌চ্‌+অন (র্তৃ)]।
তু.'দিয়া যাহ সাতকোটি আমাকে কাঞ্চন।'
—রামায়ণ।

**কাঞ্চনী**—১৩৮
(আ.কাঞ্চনি)। সুলোচনা বেশ্যার দাসীর নাম।

**কাটা**—৪২
ছিন্ন, খণ্ডিত, কর্তিত। [বাঙ্‌.√কাট+আ]।
তু 'কাটা হাত কাটা পা।'—রামায়ণ।
'দন্তী-দন্ত কাটা।'—মহাভারত।

**কাটামুণ্ডে**—১০৪
ছিন্ন মস্তকে, কাটা মাথাতে।
তু.'কাটাগুয়া।'—মনসা মঙ্গল।

**কাটি**—২৭, ৯৮
কেটে, কর্তন করে। [বাঙ্‌ কাটা]।

**কাটে**—১৩৯
(আ.কাটে)। কর্তন করে। [বাঙ্‌ কাটা]

**কাড়া**—১২
বাদ্য বিশেষ। কাড়ার খোল কটাহের মত, মুখ চর্মে আচ্ছাদিত; কটিতে বদ্ধ করে, কাঠি দিয়ে বাজাতে হয়। [সং কটাহ> প্রা.কডাহ> বাঙ্‌. (হ-লোপে 'কঢা') কাঢ়া, কাড়া]।
তু.'কাড়াসোবে কি কথা কোটাল কয় ফুটে।'—শ্রীধর্মমঙ্গল।

**কাড়ে**—৮৮
উচ্চারণ করে। [বাঙ্‌.√কাড় (সং√কৃষ্‌)+আ=কাড়া ক্রিয়া; প্রা. √কড্ঢ; হি.√কাঢ়।]
তু.'রাধা না কাঢ়সি রাএ।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'শার্দুল রা কাড়ে।'—রামায়ণ।
'আর যদি কাড় রা, বসন্তের মাথা খা।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**কাণ্ডারী**—৮০, ১৭৮
(আ.কাণ্ডারি)। নৌকাদির হাল ধরে গতি নিয়ন্ত্রণকারী, মাঝি, কর্ণধার।
[সং.কর্ণধার> প্রা.কণ্ণঢার, কণ্ণহার> বাঙ্‌ (কাণঢার) কাণ্ডার, ঈ যোগে কাণ্ডারী; হি.কংডারী; মরাঠী নবাডী; গুজ নাবডী; ওড়ি. কণঢার]।
তু.'বাহ বাহ বলি ঘন ডাকিছে কাণ্ডারী।'
—মনসা মঙ্গল।
'তারা নাম তরী তাহে কাণ্ডারী শ্রীগুরু।'
—বিদ্যাসুন্দর।

**কাতর**—১২৯
আর্ত, দুঃখাভিভূত। [সং কু+√তৃ+অ (র্তৃ)]।

**কাননে**—৬৯, ১২৯
(আ কাননে)। অরণ্যে, উপবনে। [সং. √কানি (দীপন)+অন(ঘি)=কানন]।
তু 'ঝিরিমিরি দোল-পিণ্ড, কন্দ কানন সন্নিধান।'—ক, ক-চণ্ডী।

**কানাই, কানাঞি**—৩১, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০
কাহ্নপাদের নামান্তর। [ভূমিকা দ্রঃ]।
[সং. কৃষ্ণ, > প্রা কণ্‌হ > বাঙ্‌. কান; হি. পাঞ্জা. কাঁনহ; গুজ. কনৈয়ো; সি কানু; শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে-কাহ্ন; বৈষ্ণব সাহিত্যে-কানাই।

**কানাকানি**—৬৯
কানে কানে বলাবলি, কানফুসকি।
[কান আ+কান-ই; সং. কর্ণাকর্ণি; হি.. কানাকাণী; অস, কণাকণি]।
তু.'শুনি অঙ্গদের বাণী, সবে করে কানাকানি।'—রামায়ণ।

**কানায়ার, কানাএর**—১৫, ৩৭
শ্রীকৃষ্ণের। [কানাই দ্র:]।

**কানে**—৭০, ৭৪, ৮১
কর্ণে, শ্রবণেন্দ্রিয়ে। [সং কর্ণ, > প্রা.কণ্ন > বাঙ্ .কাণ, কান; হি.মারাঠী গুজ .মৈ, ওড়ি .কান; অস কাণ্, পা কন্ন সি .কনু; শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কণ্ন]।
তু.'গৃধিনী সদৃশ দুই কান।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'কাণের ভিতব দিয়া মবমে পশিল গো।'
—চণ্ডীদাস।
'চলিল অসুব সেনা কাণে কাণে জোড়া।'
—চণ্ডিকা বিজয।
'কানে কানে বাউত।'—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘন)।

**কানেকা**—১, ২৮, ৩২, ৩৪, ৩৭, ৩৯
কাহ্নপাদ বা কৃষ্ণচার্যের অপব নাম (ভূমিকা দ: )।

**কান্তাপ্রর**—১২৪
[ভূমিকা দ্র:]।
(আ কান্তাপুর)।

**কান্দ**—২০
ক্রন্দন কব, কাঁদ। [সং √ক্রন্দ্ > পালি √কন্দ; প্রা .√কংদ> বাঙ্ √কাঁদ; হি √কাঁদ মৈ. √কান]।
তু.'না কান্দ না কান্দ কাহ্নাঞি।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**কান্দে**—২, ৫, ৩৪, ৬২, ৬৪, ৮৩, ১৩৯, ১৫৯
ক্রন্দন করে।
তু 'কান্দে বন্য পশু পক্ষী।'—বামাযণ।

**কান্ধ**—
(আ .কান্দ)। স্কন্ধ, দেহ, কায়া।
[কন্ধ দ্র:]।
তু.'কান্ধ পর শোভই।'—জ্ঞানদাস।
'কান্ধে লঅাঁ ভার।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'জে অজরামর হোই দিঢ় কান্ধ।'—৩ চর্যা।

**কাপড়**—৯৩
পরিধেয় বস্ত্র, বসন। [সং .কর্পট > প্রা . কপ্পড > বাঙ্ .কাপড়; হি .কপড়া, কপ্পর; ওড়ি .কবৃটা; অস .কাপোর; মাগধী কপ্পড়এ]।
তু.'ধোপানী কাপড় কাচে কাচড়ার ফুল। বেহুলা কাপড় কাচে সূর্য-সমতুল।'
—মনসাব ভাসান।
'কাহ্নাঞি কাপড না পিন্ধে।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**কাবাই**—৯৪
কা'বা, আলখাল্লা জাতীয় হাঁটুব নীচ পর্যন্ত মুসলমানদেব লম্বা জামা বিশেষ। [কা'বা = যুব্বাহ্; আব ক'বা]।
তু.'কনক কাবাই কণ্ঠহাব।'—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘন)।
'ডিঙ্গা পত্তন কবি, কাবাই পাইল গিবি।'
—বঙ্গ সাহিত্য পবিচয়।
'চিক্কণ কাবাই।'—বিদ্যাসুন্দব।
'কাপড় মেলিযা বাজা ব্যোলে চাই চাই। চুন হলদিব ছাপ, চটের কাবাই॥'
—পদ্মপুবাণ।

**কাম**—২৫, ৫০, ১৪৮
কাজ, কর্ম। [সং .কর্ম > পালি, প্রা .কম্ম> বাঙ্ .কাম; হি, গুজ, মরাঠী, অস. কাম; সিন্ধী কম, সিং .কম]।
তু 'পিতল কাটারি কামে না আয়ল।'
—বিদ্যাপতি।
'হেন কাম না করিএ।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'উরিয়া কবির কাম।'—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী

**কাম**—৪৫, ১২৩, ১৪৪, ১৬৫
ইচ্ছা, ভোগেচ্ছা, যৌন সম্ভোগেচ্ছা। [সং . √কম্ + অ (ঘঞ্)-র্ম]।
তু.'বধিতে যুবতী, গঢ়ল কো বিহি, কাঁবের উপরে কাম।'—বলরাম দাস।

**কামপুরুষ—৪৫**

(আ.কাম পুরুষ)। কামের বশীভূত অথবা কামাতুর পুরুষ।

**কামবাণে—৮৭**

(আ.কামবানে)। কাম-বাণ—মদন দেবের পঞ্চশর যার আঘাতে মানুষ কামোন্মত্ত হয়ে উঠে। সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন অথবা অরবিন্দ, অশোক, আম্র, নবমল্লিকা ও রক্তোৎপল—এই পঞ্চবাণ বা শর।

**কামরূপ—৩৮, ৪১, ৪২**

বর্তমানে আসামের (ভারত) অন্তর্গত স্থান বা দেশ বিশেষ। প্রাগ জ্যোতিষ দেশ। বর্তমান গ্রন্থ অনুসারে পুরুষ-বর্জিত শ্রী পাটনেব স্ত্রীলোকেরা সঙ্গমার্থে কামরূপে গমন করত। মীনচেতন এবং গোরক্ষ বিজয়ে ও অনুরূপ উল্লেখ আছে। প্রকৃত পক্ষে গ্রাম-বাঙ্লায় এই স্থান পুরুষ বর্জিত এবং ছলনাময়ী কামাতুরা নারীজাতির আবাস-স্থল বলে পরিচিত ছিল।

কামরূপ কামাখ্যা তন্ত্র শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ স্থান। ঝাঁড়-ফুঁক, মন্ত্র ইত্যাদিতে আজও কামরূপ কামাখ্যার দোহাই দেওয়া হয়ে থাকে।

হিন্দু-পুরাণমতে বিষ্ণুচক্রে কর্তিত সতীর দেহের বায়ান্ন অংশের একাংশ (যোনি-মণ্ডল) কামরূপে পতিত হয়। এজন্য এ স্থান বায়ান্ন পীঠের একতম। এখানে কামাগিরিতে যোনিপীঠ আছে; রক্ত পাষাণরূপিণী কামাখ্যা দেবী এর অধি-দেবতা, ভৈরব উমানন্দ। [বহুব্রী]।

**কামসিন্দুর—১৩৪**

(আ. কামসেন্দুর)। কামোদ্দীপক সিন্দুর, উজ্জ্বল সিঁদুর।

হিন্দু সধবাদের সীমান্তে সিঁদুর পরা একটি প্রাচীন প্রথা। এর উৎস বলা কঠিন। তবে অতি প্রাচীন কালে (আর্য সভ্যতারও অনেক আগে) যুবতী স্ত্রীলোকেরা ঋতুবতী হওয়ার সময় ঋতু-রক্তের টিপ কপালে ধারণ করে পুরুষকে সঙ্গমে আহবান করত বলে অনেক পণ্ডিতের ধারণা। এসম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা কঠিন হলেও ব্যাপারটা অসম্ভব নাও হতে পারে।

মধ্য যুগের বাঙ্ সাহিত্যে কাম সিন্দুরের কথা আছে। যথা:—

'শিশিত শোভএ তোর কাম সিন্দুর।'—

—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'নিজ হস্তে কাম সিন্দুর কপাল ভরি দিল।'—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা।

'আর এক আইও বলে আপন কপাল নিন্দ।
কাম-সিন্দুর হয় লখাই কপাল ভরিয়া পিন্দ॥'

—বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল।

**কামার—৬৪**

কর্মকার। লৌহের ও স্বর্ণের কর্মজীবি হিন্দু জাতি বিশেষ। [সং.কর্মকার > প্রা. কম্মআর > বাঙ্ (কম্মার) কামার]।

**কামারিয়া সানে—১৫২**

[পাদটীকা দ্রঃ]।

**কামিনী—১৩২**

(আ.কামিনি)। অতি কামবেগ যুক্তা নারী, সুন্দরী, রমণী, পত্নী। [সং. কাম+ইন+ঈ]।

তু.'কামিনী দেখিয়া কামে হইলা বিভোল।'

—মহাভারত।

**কামেশ্বরের নাড়ু—১৩৩**

(আ. কামেশ্বরের..)। 'মোদক ভেদ'—বসন্ত রঞ্জন রায়। কামেশ্বর-এর আভি-ধানিক অর্থ কাম্যের অধিপতি, বিষ্ণু, ঈশ্বর অথবা ভোগ্যের ঈশ্বর, কুবের। এখানে বোধ হয় কাম-উদ্দীপক বড়ির কথা বলা হয়েছে।

তু.'খাওয়াইল কামেশ্বর।'—রামায়ণ।

**কায়স্থ—৬৪**

(আ.কাএস্ত)। করণ বা কায়েত নামীয় হিন্দু জাতি বিশেষ। [সং.কায়+√স্থ অ(র্তৃ)]।

**কায়স্থ** বলতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি জাতীয় কোন বর্ণ ভিত্তিক বা কোন উপবর্ণ ভিত্তিক জাতি ছিল বলে মনে হয় না। করণ-কায়স্থ জাতি ছিল খুব সম্ভব বৃত্তি-ভিত্তিক। গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের বিভিন্ন উৎকীর্ণ লিপিতে এবং কোন কোন অর্বাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে করণ-কায়স্থদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ-সম্বন্ধে ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় বলেন 'ইহারা যে রাজ কর্মচারী এ-সম্বন্ধে সন্দেহ করার অবকাশ নাই। কায়স্থ বলিতে মূলত কোন বর্ণ উপবর্ণ বুঝাইত না। কোষকার বৈজয়ন্তী (একাদশ শতক) কায়স্থ অর্থে বলিতেছেন লেখক, এবং কায়স্থ ও করণ সমার্থক ইহাও বলিতেছেন। ক্ষীর-স্বামী কৃত অমর-কোষের টীকায় ও করণ বলিতে কায়স্থদের মতই এক শ্রেণীর-রাজ কর্মচারীকে বুঝান হইয়াছে। গাহড়-বালরাজ গোবিন্দচন্দ্রের দুইটি পট্টোলীর লেখক জলহণ্ একটিতে নিজের পরিচয় দিতেছেন কায়স্থ বলিয়া, আর একটিতে তিনি "করণিকোদগতো"। চান্দেল্লরাজ ভোজ বর্মার অজয় গড়লিপিতেও করণ ও কায়স্থ সমার্থক বলিয়া ধরা হইয়াছে।'

বিষ্ণুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির টীকাকার প্রভৃতির মতে কায়স্থরা রাজকীয় দলিল পত্রাদির লেখক, হিসাব রক্ষক হিসাবে পরিচিত। করণ শব্দ ও এই সব অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। অবশ্য দু'এক ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রমও আছে। করণ কথার মূল অর্থ খুব সম্ভব কাটবার বা খোদাই করার যন্ত্র। এ অর্থে আজ ও রাজমিস্ত্রির 'করণি' বা 'কর্ণি' শব্দ প্রচলিত। এ দেশের লেখার ইতিহাসের আদিতে খুব সম্ভব লেখার কাজটা 'করণি' অর্থাৎ নরুণ জাতীয় কোন যন্ত্র দ্বারাই সম্পন্ন হত। পরবর্তী কালে হয়ত লেখক মাত্রকেই 'করণ' বলা হত। আদিতে 'করণ'রা বোধ হয় খোদাই কাজই করত আর কায়স্থরা করত লেখার কাজ। কাল-ক্রমে দুই বৃত্তির মিলন ঘটে লেখার কাজের প্রাচুর্যের জন্য এবং উভয় বৃত্তি ভিত্তিক লোকেরা লেখার কাজেই বেশী আত্মনিয়োগ করে বলে করণ এবং কায়স্থের মধ্যে পার্থক্যটা শিথিল হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন অর্বাচীন গ্রন্থে কায়স্থদের বর্ণগত উদ্ভব সম্বন্ধে নানা কাহিণী দেখা যায়। 'ব্যাদব্যাস স্মৃতিমতে কায়স্থরা শূদ্র পর্যায় ভুক্ত।' উদয় সুন্দরী কথা-গ্রন্থের লেখক কবি সোড্ঢল (একাদশ শতক) কায়স্থ বংশীয় ছিলেন। তাঁহার যে বংশ-পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় কায়স্থরা ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত বলে দাবি করতেন। অন্যান্য প্রমাণেও দেখা যায় যে কায়স্থ দেরকে কোথাও দ্বিজ ও কোথাও শূদ্র বলা হয়েছে। 'ব্রাহ্মণেরা ও যে করণ বৃত্তি গ্রহণ করিতেন তাহার একাধিক লিপি প্রমাণ বিদ্যমান।' এদেশে কায়স্থরা মসি-ক্ষত্রিয় বলে দাবী করেন। এ দাবির পেছনে কতখানি যুক্তি আছে বলা কঠিন।

এদেশে ব্রাহ্মণ ছাড়া আর যে ছত্রিশ জাতির (আদতে ৪১ জাতি) পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তারা যে আদিতে শূদ্র ছিলেন তা পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। এঁদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদা ও অন্যান্য কারণে কায়স্থরা ছিলেন (এবং এখনও আছেন) ব্রাহ্মণদের পর পরই। আজ কায়স্থরা বর্ণ হিসাবেই পরিচিত। কিন্তু এই বর্ণ ভিত্তিক অস্তিত্ব অদিতে ছিল বলে মনে হয়না। বৃত্তি ভিত্তিক বিভাগ কেমন করে

**বর্ণ ভিত্তিক বিভাগে পরিণত হয়েছে তা সঠিকভাবে বলা কঠিন। তথা কথিত কুলজি গ্রন্থসমূহের তথা কথিত অকাট্য প্রমাণ এ বর্ণভিত্তিক বিভাগের সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।**

তু. 'কায়স্থ কুলেতে জন্ম।'—মহাভারত
'রক্ষ ঠাকুরাণী, কায়স্থ যত আছে।'
—মনসার ভাসান।
'বিচারিয়া কেহ দেখে, কায়স্থ কাগজ লেখে।,—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

**কায়া—১৫৪, ১৬৩**
(আ. কাএয়া)। শরীর, দেহ, রূপ। [সং. কায়>প্রা. কাআ>বাঙ্ কায়া; হি মরাঠি, গুজ. কায়]।
তু. 'কত মায়া কর, কত কায়া ধর।'
—ভাবতচন্দ্র।

**কার—২,**
কাহাব, কোন ব্যক্তির। [কাহার> কার? 'প্রা. কিং (কিম্) শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে কাণ; এই কাণ হইতে কার এবং স্বরের বলবৃদ্ধি হেতু কাহাণ তথা কাহাব'—বসন্ত রঞ্জন রায়]।
তু. 'তুমি কার কে তোমার।,
—রামমোহন রায়।
'কার শ্রাদ্ধ কে করে। খোলা কেটে বামন মরে।'—প্রবচন।

**কারণ—৮, ১২, ৩১, ৩৮, ৪০, ৬২**
(আ. কারোন, কারন)। হেতু, নিমিত্ত, প্রয়োজন।
[সং. √কৃ+নিচ্+অন (ণ)]।

**কার্জ—৮**
**কর্ম, কাজ। [সং. কার্য্য, কার্য,> কার্জ, অর্ধতদ্ভব শব্দ]**
তু. 'তান ঠাই আমার কহিবে কার্জ্যকথা'
—গোরক্ষ বিজয়।
'থাউক আনের কার্জ্য লোভে মুনিগণ'।
—মীনচেতন।

**কার্তিক—৯১**
(আ. কাত্তিক)। কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত (কাল)। কাতিকী পৌণমাসী যাতে (যে মাসে)। বঙ্গাব্দের সপ্তম মাস। [সং. কৃত্তিকা +অ(অণ)]।

**কার্তিকে—২**
কাতিক মাসে।

**কার্য—১৪৭**
(আ. কার্জ্জ)। [সং √কৃ+য (র্য)]
কৃতিসাধ্য, কাজ, কর্ম।
তু 'গুণেব কি কার্য ধনু কর খান খান।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'হনুমানে বলে কার্য গৌরবে চলিবে।
—চৈতন্য ভাগবত।

**কাল—৬০**
সময়, দিন, দিবসেব ষোড়শ ভাগ।
[সং √কল+ণিচ+অ (তৃ)]।
তু. 'কালে কিনে রাখে কোন জন।'
—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

**কাল—৪৪, ১৫১**
যম, মৃত্যু, বিনাশ। [ঐ]।
তু 'কালের করিব, কাল দোষ যদি পাব।'
—দুর্গাপঞ্চ রাত্রি।
'কাল পুঅাঁ গেল মোরে যৌবনভার।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'কালের কামিনী কালা।'—ভারতচন্দ্র।

**কাল—৪৪**
**কৃষ্ণবর্ণ, সব রঙের অস্তিত্বহীনতায় যে রঙের সৃষ্টি তাকে কাল রঙ্ বলে।**
[সং. কু+√অল্+অ (তৃ)]।

তু. 'কেবা' তোরে বলে ভাল, ভিতরে বাহিরে কাল।'— কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।
'কুল করিলাম কাল।—ঐ।
'কাল কাজনে'; 'কাল ভুরুহী।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**কালাম**—৫৩
(পবিত্র) কথা, বিদ্যা। [আব. কলাম]।
তু কালামাল্লা পড় ভাইরে গোসল করিয়া।
জুম্মার নামাজ পড সকলে মিলিয়া।
—সারিগান।

**কালী**—২৭
(আ. কালি)। কালেব পত্নী, কালিকা, চণ্ডী। [সং. কাল+ঈ]।
তু 'কালী ভেবে, কালী হয়ে, কালী বলে, কাল কাটাব।—রামপ্রসাদ।
'কৃষ্ণচন্দ্রহৃদে কালী সর্বদা উজ্জল।'
—ভাবতচন্দ্র।

**কালি**—৪৮
কল্য, গত দিবস, আগামী দিন।
[সং. কল্যে> প্রা. কল্লিং, কল্ল> বাঙ. (কল্লি) কালি; হি. কালি, কলহি, মৈ. কালহি; অস. ওড়ি. কালি]।
তু. আজিহ কালি, পবান পবিতেজব।
—বিদ্যাপতি।
'কালি হৈতে···করিব দেবার্চন।
—রামায়ণ।
'কালি যাইবু আহ্মে।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন

**কালিন্দী**—৩৭
(আ. কালিন্দিনি)। 'কলিন্দ পর্বতে ভবা', যমুনা নদী। [কলিন্দ+অ (অন)+ঈ]। কালিন্দ পর্বত থেকে উৎপন্ন বলে যমুনার অপর নাম কালিন্দী। (যমুনা দ্র:)।
তু. 'কালিন্দী তীর সুধীর সমীরণ।
—গোবিন্দদাস।
'কালিন্দীকুল কদম্বক ছাহ।'—ঐ।
'তোমার 'সে কালিন্দীভেদন' 'করিনাম'।
—চৈতন্যভাগবত।

**কালু**—১০৮
(আ. কাল্‌্য)। কালু নাম এদেশে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ে অত্যন্ত পরিচিত। কালা রঙ অর্থাৎ শ্যাম বর্ণের আধিক্যে এনাম প্রচলিত হতে পারে অথবা কাল অর্থাৎ কৃষ্ণেব নামেব প্রভাবে। ]।

**কালে**—৫, ৬, ৪৬, ৪৯
সময়ে, বয়সে। [সং. কাল]।

**কালে**—১৭৮
(কালা)। বধির, শ্রবণশক্তিহীন। [সং. কল্য, কল্ল> বাঙ. কাল, কালা; অস. কলা, ওড়ি. কাল]।
তু. 'বুঝিলেনা বুঝে, কহিলেনা সুঝে, তাহাবে বলি যে কালা।'—চণ্ডীদাস।

**কালেত**—৫৪, ৯১
কালেতে, কালে, সময়ে। বিভক্তির এ-লোপে [সং. কাল (সময়)]।

**কাষ্ঠ**—১৪, ২০, ১৩৯
(আ. কাষ্ট)। যা দীপ্ত হয়, কাঠ, ইন্ধন [সং. √কাশ্+থ (কৃথন্)-ক]। যা দীপ্ত হয় 'কাঠ, ইন্ধন।]

**কাস্য**—১৭৪
অর্থ বুঝা গেলনা। পাঠে ভুল থাকতে পারে।

**কাহার**—৩১, ৬৫
কোন জনের। ['প্রা. কিং (কিম্) শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে কাণ; এই কাণ হইতে কার এবং স্বরের বলবৃদ্ধি হেতু কাহাণ তথা কাহার।'—শ্র বসন্ত রঞ্জন রায়]।

**কাহিনী**—২২, ৪১, ৮০

(আ. কাহিনি)। বক্তব্য বিষয়, কহতব্য বিষয়, বৃত্তান্ত, গল্প, উপাখ্যান, আখ্যায়িকা। [সং. কথানক, কথানিকা > প্রা. কহাণ অ, কহাণি আ > বাঙ (কহানি > কহিনি) কাহিনী; হি. কহানী; মরাঠী, গুজ কহানী; সিন্ধী-কিহানী; ওড়ি. কাহানি]।
তু. 'পাত্র মিত্র লৈআ রাম কহেন কাহিনী
—রামায়ণ
'স্বরূপে কাহিনী বড়ায়ি কহ'; 'সুনহ কাহিনী।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'কাহিনী কহয়ে কেহ কেহ হল্য শ্রোতা।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'অবধিক আশ, ভেল সব কাহিনী, কত সহ পাপ পবান।—বিদ্যাপতি।

**কি**—৭, ৮, ৩৬

কি প্রকার, কোন্, কেমন। [সং. কিম্ > প্রা. কিং > বাঙ. কি; হি. ক্যা, কৌন্‌সা; মরাঠী. কোণ; পাঞ্জা. কী; মৈ, কি, কী; ফা. কিহ্]।
তু. 'নান্দের ঘরের, গরু রাখোআল, তাসনে কি মোর নেহা।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'কিরূপ কিরূপ করি কৈল কমলজ।'
—বিদ্যাসুন্দর।
'এ কি মনোহর নাগব।'—ভারতচন্দ্র।
'কি লাগিয়া কান্দ বাছা।'
—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী

**কিঙ্কর**—৯৭, ১২০

ভৃত্য, চাকর, দাস। [সং. কিম্ + √কৃ + অ (র্ত্)]।

**কিঙ্কিনী**—১২৬

যা কুৎসিত রব করে, ঘুঙুর, ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা, ক্ষুদ্র ঘুঙুর বিশিষ্ট কটিভষণ) [সং. কিম্ + √কণ + ঈ]।
তু. 'কিঙ্কিনী নাদ।'—জ্ঞানদাস।
'কিঙ্কিণী বাজে।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিঙ্কিণী'
—রবীন্দ্রনাথ।

**কিছু**—১৬, ২৪

কিঞ্চিৎ, অল্প, একটু। [সং. কিঞ্চিৎ; প্রা. কিছু, কিছুঅ; প্রা. বাঙ্. কিছু কিছো; হি. কিছ্, কুছ; মৈ. কিছ্, কুছ, কুছ্; পা. কুচ; Av. Kasu (little, small)]। তু. 'জমিজমা আছে কি, করে আছে মাথা নীচু।'—রবীন্দ্রনাথ।

**কিঞ্চিৎ**—৬৮, ১৩৫, ১৩৬,

অল্প, ঈষৎ, একটু। [কিম + চিৎ (অসাকল্যার্থে)]।
তু. 'সকলে বাটিয়া লও কিঞ্চিত কিঞ্চিত'
—ভারতচন্দ্র।
'কিঞ্চিত নাহি ক্ষোভ।'
—ভক্তমান গ্রন্থ।

**কিড়া**—৯১, ১০১

ক্রীড়া-র অশুদ্ধ রূপ।

**কিবা**—১১, ৮২, ১১৪, ১৩৯

কি, অথবা কি, কিংবা। [বাঙ্. কি + বা)।
তু. 'কিবা জলে পশি কিবা অনল ভিতর।'
—মহাভারত।
'মইলে মুকুতি কিবা সুরপুর যাই এ।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**কিমত প্রকারে**—৫৪, ১৬৫

কেমনে, কি প্রকারে। 'মত' 'এবং 'প্রকার' এ দুই সমার্থক শব্দের একত্র ব্যবহার লক্ষণীয়।

**কিরূপে**—৬৮

কেমনে, কি প্রকারে। [বাঙ্. কি + রূপ]।

**কিষাণ—৯২**
[সং. কৃষাণ> প্রা (সম্ভাব্য) কিসাণ> বাঙ্‌ কিষাণ; হি. কিসান]। কৃষক, চাষী।
তু. 'আর সব কিসান কাঁদিব মাথে হাত দিয়া'।—শূন্যপুরাণ।

**কিষ্কিন্ধ্যা—৩৬, ৪০**
(আ. কিহ্নিকন্ধ্যা)। রামায়ণে বর্ণিত বানর রাজ বালীর রাজ্য। মহীশূর রাজ্যের উত্তরে পম্পার নিকটে এ রাজ্যের অবস্থান ছিল বলে অনুমিত হয়।

**কিসের—৯২**
কি নিমিত্তে, কি হেতু, কেন। [সং. কস্মাৎ> প্রা. কীস (হ), কিস্‌স> বাঙ. কিসে; হি. কিস্‌সে অথবা বাঙ্‌. কি+এর]।
তু. 'কিসের মুদিত রাধা তোমার যৌবন।
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'কিসের কারণে তোঁ এবেঁ করসি মন।'—ঐ।

**কুকাজ—৬৯**
কুকর্ম, কুৎসিত কাজ.

**কুকিল—১৫, ৪৪**
(আ. কুখিল)। [সং. কোকিল শব্দের অপ্র. রূপ। মরাঠী-কোকীল; ফা, কুকু; Ger. Kokkus; L.Cuculus; Fr. Coucou; Eng. Cuckoo]।
তু. 'নবীন কুকিলে জেন আধ আধ বোলে।'
—গোরক্ষ বিজয়।

**কুকিলার—৪৪, ৫৮, ৮৬**
কোকিলের।
তু. 'পরাণ জ্বলে গেল বিষির কুকিলের ঠোকরে'।
—জামাইবারিক (দীনবন্ধু মিত্র)।

**কুঙর—৩৯, ৭২**
কুমার এর মধ্যযুগীয় রূপ। পঞ্চম থেকে দশম বর্ষীয় বালক; সপ্তদশ থেকে ত্রিশ বর্ষীয় পুরুষ; পুত্র, রাজপুত্র, বালক, অবিবাহিত পুরুষ।
'ডাল-কুঙর'—গাছের ডালকে গাছের পুত্র হিসাবে ধরা হয়েছে অথবা চারাগাছ হিসাবে। (সং. কুমার> প্রা. কুমরো, কুমর> বাঙ. কুঙর, ব্যতিক্রমে কোঁয়র; হি. কুঅর, কু আরা, কুংবর; গুজ. কুংবর]।
তু. 'প্রসবিহ কুঙর।'—রামায়ণ।
'এত বলি গৌরিদাস লইয়া কুঙরে।
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**কুচ—৮৭**
যা সঙ্কুচিত হয়, পয়োধর, যুবতীর স্তন। [সং. √কুচ্‌+অ]।
তু. 'উচচ কুচবর'—ভারতচন্দ্র।
'কুচ হইতে কত উচচ মেরু চূড়া ধরে।'—ঐ

**কুচিলা—৫২, ৫৫, ৮৫**
ঔষধে ব্যবহৃত বিষতরু বিশেষ অথবা তার ফল। আরণ্য বৃক্ষবিশেষ (Strychnos nuxvomica) ও তার ফলের বীজ। পূর্বঙ্গে লতা জাতীয় গাছে জন্মে ছোট পটোলের মত দেখতে এক ফলের নাম কুচিলা। [অবাচীন সং. কুচেলী]।

**কুচলার—১২২**
(আ. কুচুলার)। আরণ্য বৃক্ষ বিশেষ বা তার ফলকে কুচলা বলে। 'এলঙ্গ কুচলার কাটা'—উলুখড় ও কুচলার কাঁটা।

**কুঞ্জবন—৮৪**
(আ. কুঞ্জর বোন)। কুঞ্জযুক্ত বন ও কুঞ্জকানন। 'কুঞ্জর বন' পাঠও হতে পারে। 'কুঞ্জর' শব্দের এক অর্থ কেশ।
তু. 'কুঞ্জবনমে আওলো।'—ভানুসিংহ।

**কুঞ্জর—১৭১**
হস্তী। [সং. কুঞ্জ+র অস্ত্যর্থে]।

তু. 'কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল।' —গোবিন্দ দাস।
'কলিকাল কুঞ্জর কেশরী কালী নাম।'
—বিদ্যাসুন্দর।

**কুটিকের—১৭৬**
(পাদটীকা দ্র:)। [সং. কোটি শব্দের অপ্রচলিত রূপ]।
তু. 'কুটি এ হিরণ্যদান দেলে।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'মুদ্রাআছে লক্ষকুটি।'—গীনাচেতন।

**কুটুম্ব—৪**
জ্ঞাতি, আত্মীয়, বান্ধব। [সং. √কুটুম্বি +অ]।
তু. 'কুটুম্ব সমান তারে করে সম্ভাষণ।'
—রামায়ণ।
'লক্ষীছাড়া পুরুষ কুটুম্ব-বাড়ীযায়।'
—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।
'কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘন)।

**কুণ্ড—৭০**
গর্ত (নাভিকুণ্ড); অগ্নি জল ইত্যাদি রাখার কুণ্ড (যজ্ঞকুণ্ড) ইত্যাদি।
[সং. √কুণ্ড্+অ]।
তু. 'নানাবর্ণ নাগ পড়ে কুণ্ডের ভিতর'
—মহাভারত।
'সখা সহ শীঘ্র কুণ্ড করিল খনন।'
—ব্রজপরিক্রমা।

**কুণ্ডল—৩৫, ৬৫, ১৭৮**
কর্ণভূষণ, কানের অলঙ্কার, বলয়।
[সং. √কুন্ড্+অল (র্তৃ)]।
তু. 'শঙেখর কুণ্ডল কর্ণে।'—রামায়ণ।
'মকর কুণ্ডল।'—মহাভারত।

**কুতি—৬০, ১০৫**
কোথায়, কোন্‌খানে।
[সং. কুত্র> প্রা. কুত্ত> বাঙ্. কুথ> কুথা> কুথি> কুতি]।

**কুন্তী—২৬**
(আ. কুন্তি)। মহাভারতে বর্ণিত কুন্তিভোজ রাজার পালিতা কন্যা। এঁর আদিনাম পৃথা এবং ইনি কৃষ্ণের পিতামহ যদুবংশীয় রাজা শূরের কন্যা। শূর তাঁর পিতৃষ্বসার পুত্র নিঃসন্তান কুন্তিভোজকে এই কন্যা দান করেন। একদা দুর্বাসা মুনি আথিযেতায় সন্তুষ্ট হয়ে কুন্তীকে বর দেন যে কুন্তী মন্ত্রবলে যে কোন দেবতাকে সঙ্গমে আহবান করতে পারবেন। কুমারী অবস্থায় সূর্যের সঙ্গে সঙ্গমের ফলে তিনি কর্ণকে লাভ করেন। [কর্ণ দ্র:]। পাণ্ডু রাজের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিন্তু পাণ্ডু এক শাপের ফলে যৌন সম্ভোগে অক্ষম হয়ে পড়েন। স্বামীর অনুমতিক্রমে কুন্তী ধর্মরাজ, পবন এবং ইন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গম করে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম এবং অর্জুনকে লাভ করেন। সপত্নী মাদ্রী কুন্তীর নিকট থেকে মন্ত্র পেয়ে যুগল দেবতা অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে নকুল ও সহদেবকে লাভ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে পুত্রদের নিকট তিনি কর্ণের সঠিক পরিচয় প্রদান করেন এবং কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হয়ে বনমধ্যে এক দাবানলে প্রাণত্যাগ করেন।

**কুবুদ্ধি—১৪৪**
দুষ্ট বুদ্ধি, খারাপ বুদ্ধি। [কু+বুদ্ধি]।

**কুমার—৬৪**
কুম্ভকার। [সং. কুম্ভকার> প্রা. কুম্ভার> বাঙ্ কুম্ভার, কুমার; হি. মৈ. কুমহার; মরাঠী, গুজ. কুংভার; অস. কুমার]।
তু. 'কেহ বলে কুমার কুমার হবে জেতে।'
—বিদ্যাসুন্দর।
'কুমারের চাক।'—রামায়ণ।

**কুমার—৮, ৪৮, ৪৯,**
(কুঙর দ্র:)

**কুমারী—**

(আ. কুমারি)। অবিবাহিতা বালিকা বা যুবতী। [সং. কুমার+ঈ]।

তু. 'তার মধ্যে কতগুলি কুমারী লইয়া।
করিল কুমারী পূজা বাসভূষা দিয়া।।'
—ভারতচন্দ্র।

'কুমারী দেবতা দেখি কর উপহাস।'
—মনসার ভাসান।

**কুরঙ্গ—৮৬,**

মৃগ, হরিণ, ঈষৎ তাম্রাটে রঙের হরিণ বিশেষ। [সং. √কৃ+অঙ্গ]।

তু. 'নয়ন কুরঙ্গ তরঙ্গ।'—গীত গোবিন্দ
'কুরঙ্গ নয়না।'—ভারতচন্দ্র।

**কুল—৬৩**

কুল মর্য্যাদা, আভিজাত্য। [সং. কু+√লা+অ (র্তৃ)]।

তু. একুল ওকুল দুকুল চাহিতে সংশয় পড়িল রাধা।'—জ্ঞানদাস।

**কুলশীল— ২, ৮**

(আ. কুলসীল)। বংশ ও চরিত্র, জাতি ও স্বভাব।

তু. 'কুলশীল নাশে, কালিয়া প্রেমের মধু।'—চণ্ডীদাস।

**কুলক্ষণে—২৫**

অশুভ সময়ে।

**কূল—৯২**

(আ. কুল)। তীর, পাড়, গতি, উপায় [সং. √কূল্+অ(র্তৃ)]।

**কূলে—২০, ৩০, ৬৮, ১২৯, ১৪৮**

[কূল দ্র:]

তু. 'কর বা না কর পার কূলে আছি বসে।'
—রামায়ণ।

'হেন শূল ভেঙ্গে মূল কোন কূল পান।'
—শিবায়ন।

'যদি কালী কূল দেন কূলে আগমন।'
—ভারতচন্দ্র।

**কুশল—১০, ৫২, ১০৬**

(আ. কুষোল, কুসল)। কল্যাণ, মঙ্গল। [সং. √কুশ্+অল (র্তৃ)]।

**কুষ্ঠি—৩**

(আ. কুষ্টি)। 'কোষ্ঠী' শব্দের কথ্যরূপ কোষ্টী বা কুষ্ঠি। লগ্নাদির কোষ্ঠ বা কোঠা থাকে বলে জন্ম পত্রিকা; জীবনে গ্রহ-নক্ষত্রাদির প্রভাব হেতু মঙ্গলামঙ্গল নির্দেশক জন্ম পত্রিকা (horoscope) [কোষ্ঠ+ঈ=কোষ্ঠী]।

তু. 'নখীন্দরের জন্ম কুষ্ঠী।'
—বিষহরি (বংশীদাস)।

**কুসুম্ভ—৮৮**

(আ. কষুম্ব)। পুষ্প, ফুল।
[সং. √কুস (দীপ্তি)+উম্ভ]।

তু. 'কুসুম্ভ পুষ্পে ভূষণ দিলেন্ত।'
—অশ্বমেধ পর্ব।

**কৃষ্ণপক্ষের—১৭২**

চান্দ্র মাসের যে অংশে চন্দ্রের ক্ষয় হয়।

**কৃষাণে—৯২,**

(আ. কিৃসানে)। কৃষকে। [সং. √কৃষ +আন্ (র্তৃ)=কৃষাণ]।

**কে—৩০**

কোন্ ব্যক্তি (প্রশ্নে)। [সং. কিম্-কে (পুংলিঙ্গ ১মা বহুব)> প্রা. কে (বহুব), কে (১ব-মাগধী) > বাঙ্ কে (১ব); কে

(১ব-ভোজপুরী, মাগধী, মৈথিলী); ফা. কেহ্]।

তু. 'কে মোরা জাএত দূরহুক দূর।'
—বিদ্যাপতি।

**কেওয়া—১২৫**
(আ. কেওা)। কেতকী বা কেয়া ফুল [সং. কেতক> প্রা. কে অ অ, কেঅয়> বাঙ্ কেওয়া, কেয়া; হি. কে্ডা]।
তু. 'দক্ষিণে অশ্বত্থ রূপে বামে বাখে কেওযা।'—মনসামঙ্গল।
'কুড়ি পাতি দন্তপোভা দশ মুখে হাসে। চতুর্দিকে কেয়া যেন ফুটে ভাদ্রমাসে।।'
—রামায়ণ

**কেতাবে—৭০**
(আর. কিতাব)। পুস্তকে, গ্রন্থে। কিতাবে এখানে কোরআন ও হাদিস অর্থে। (হাদিসেতে দ্রঃ)।
তু. 'অপাঠ্য সব পাঠ্য কেতাব সামনে আছে খোলা।'—রবীন্দ্রনাথ।
'কেতাব কোবান তার বড়ই অভ্যাস।'
—মনসামঙ্গল।
'কিতাব লিখিয়া দেও, গলে যেন থাকে।'
—মনসামঙ্গল।
'কাজী কহে তোমার যৈছে বেদ পুরান। তৈছে আমাব শাস্ত্র—কেতাব কোরাণ।।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

**কেন—৫৪**
কি হেতু, কি কারণ। [সং. কিম্মিতি; প্র. কিণো, হি. ক্যো;; তু. 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন 'কেহ্নে.', সঞ্জয়ের মহাভারত 'কেহ্নে']।
তু. 'তাহারে তলব কেনে।'—মীনচেতন।
'ইচিছলে কেনে হেন বরে।'
—কবি কঙ্কণ চণ্ডী।

**কেন্দেরার নালা—৮৭**
স্কন্ধ বা কাধ-এর নালা অর্থাৎ গ্রীবা। [স্কন্ধ শব্দের বিকৃত রূপ কেন্দেরা]।

**কেন্দ্র—৮৫**
মধ্যস্থল, প্রধান স্থান, আকর্ষনের বস্তু।

**কেবল—৪৮, ৫১**
(আ. কেবোল)। এক, একমাত্র, শুধুমাত্র। [সং √কেব্ (সেবন)+অল]।
তু. 'তখন কেবল ছিলি লোহাটা চাঁড়াল'।
—শ্রী ধর্মমঙ্গল (মানিক)।

**কেবা—১৭২**
কোন বা, কোন জনবা। [সং. কে (কিম্)+বা]।
তু. 'পূজা করে কেবা কিবা দিয়া।'
—ভারতচন্দ্র।

**কেমন—৩৮, ৬৬, ৭০, ১২৯**
কি প্রকার, কি রূপ। [বাঙ্. কি (সং. কিম্)+-মন; প্রা. কমণ (কী-দৃশ)]।

**কেমনে—৪৮, ৭০, ৯০**
কি প্রকারে।
তু. 'কেমনে সৈবোঁ পার।'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
'(কানুর পিরীতি) কেমনে প্রবেশে অঙ্গে'।
—চণ্ডীদাস।
'হেন জনের দাসী তুমি হইবে কেমনে।'
—মহাভারত।
'কেমনে এমন গায় মারিয়াছে ছড়ি।'
—ভারতচন্দ্র।

**কেশ—৮৩, ৮৫, ৯৭, ১০৩, ১৭৬**
(আ. ক্ষেশ, কেষ, কেস)। যা মস্তকে থাকে, চুল। চিকুর, কুন্তল। [সং. কে (মস্তকে)+√শী+অ (র্তৃ); প্রা. কেস; হি. মরাঠী কেস]।

**কেশে—৭৪,**
(আ. কেসে। চুল দ্বারা, চুলে।
তু. 'এলোকেশে এলো কে সে।'
—শ্যামা সঙ্গীত।

**কেনে—১৫৫**
কোন ব্যক্তি বা বস্তু।
তু. 'এলোকেশে এলো কে সে।'
—শ্যামা সঙ্গীত।

**কেহ—৫, ১১, ৫৩,**
(আ. কেহ, কেহো)। কোন ব্যক্তি, কোন জন। [সং. কোঽপি> মাগধী প্রা. কেবি> বাঙ্ (কেঅ) কেহ, কেহো, কেহু; ওড়ি, কেই; ভোজপুরী, মাগধী, হি. কেহ]।
তু 'কেহ ডবে পাছু সবে, কেহ কবে মানা।'
—ভারতচন্দ্র।
'ভীষ্ম বলে চল সবে যাইব সঙ্গতি।
কেহ বিভা করুক আমরা ববিয়াতি।।'
—মহাভারত।

**কৈল—১৩৭**
করিল-র মধ্যগীয় রূপ (পদ্যে)।

**কৈলাসে—৩২, ৩৮, ১০২,**
(আ. কৰ্ল্যাসে, কৈর্ল্যাসে, কৈলাসে)। শিবের বাসস্থান বলে কথিত হিমালয়েব উত্তরস্থ পর্বত বিশেষ, শিবলোকে। [সং. কৈল (কেলি প্রয়োজক)+আস (স্থান, আবাস)=কৈলাস; অথবা কেলাস্+অ]।

**কোক—৬২**
(আ. কোক)। উদর, পেট, গর্ভ। (সং. কুক্ষি> প্রা. কুক্খি> বা. কোক, কুক, কোঁক, কুঁক, কোঁখ, কুঁখ, কোখ, কুখ; হি. কোখ; পাঞ্জা. কুক্খ্, কোখ; মরাঠী কুস; গুজ. কুখ]।
তু. 'দশ মাস দশ দিন ধরেছিনু কোখে।
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (মানিক)।

**কোকধরণী—৬২**
(আ. কোক ধবনি)। গর্ভধারিণী।

**কোচাত—১৪৭**
কোঁচাতে, বস্ত্রাঞ্চলে, আঁচলে। [হি. কোঁছী; মূল, ক্রোড়াঞ্চল?]।
তু. 'কোঁচার শোভায় লোভায় রমণী।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।
'শ্রীরামেব প্রসাদে কোঁচার পরিপাটী।'
—রামায়ণ।

**কোটরা—৭৪**
বাটি, কটোরা। [হি. কটোরা]।
তু. 'সুবর্ণ কোটরা করি জল দিল।'
—মীনচেতন।

**কোঠা—১৩৮, ১৬৬, ১৭২**
(আ. কোটা, কোঠা)। কক্ষ, প্রকোষ্ঠ। [সং. কোষ্ঠ; প্রা. কোট্‌ঠ]। (১৬৬পৃ: পাদটীকা দ্র)।
তু. 'চউষঠ্‌ঠি কোঠা গুনিয়া লেহুঁ।'
—১২ চর্যা।

**কোতয়ালে—১৭৯**
কোতোয়াল—নগর রক্ষক, থানাদার। [ফা. কোৎবাল; হি. মরাঠা-ঐ; বাঙ্. কোতোয়াল, কোটাল; সং. কোট্টপাল (অর্বাচীন?)]
তু. 'কোটয়ালে নিবে ধরি।'—মীনচেতন
'কোতয়াল যেন কাল।'—ভারতচন্দ্র।

**কোতা—৪২**
কোথা, কোনস্থানে। [সং. কুত্র> প্রা. কুত্থ> বাঙ্. (কুথ) কুথা> কোথা> কোতা (অপ্রচলিত)]।

**কোথা, কোথাতে—৩৪, ৩৮, ৪২, ৫৪**
(কোতা দ্র:)।
তু. 'কোথাতে পাইমু।'—অশ্বমেধ পর্ব
'কোথা হইতে আসিতেছে গন্ধ মনোহর।'
—মহাভারত।

**কোথাএ—৪০**
কোথায়, কোনখানে। [কোতা দ্র:]।
তু. 'কোথাএ শুনিল।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**কোন**—৭, ২৫, ৩৬, ৪০, ৫২, ৫৩, ৬৭, ১১৪, ১৪৮, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬

অনির্দিষ্ট একটি বা একজন; প্রশ্নে, কে কি, কোনটি বা কোন্ জন। [সং. কঃ পুনঃ, কোনু, কিম; প্রা. (যথাক্রমে) কউণ, কোন্ নু, কবণ; বাঙ্ কৌণ, কোণ (শ্রী-কী), কৌন, কোন, কওন, কঞোন; হি. কবন, কৌন্; মরাঠী, গুজ. কৌণ, অস, কোন্; ওড়ি. কণ; মাগধী কোণ]

তু. 'কোন দেব হইয়া রে যে সে বা খায়ভাঙ্গ। কোন দেব হইয়া বে যে সে বা মস্তকে ধরে গাঙ্গ।।'—মনসামঙ্গল।

**কোন বা**—৬৪, ৭১

কোন।

**কোপ**—৪৯,

রাগ, ক্রোধ, রোষ। [সং √কুপ্+অ (ভা)]।

**কোল**—৫৭,

অঙ্ক, ক্রোড়। [সং. ক্রোড়; প্রা. কোল হি. কোল; মরাঠী-কোব (প্রান্ত ধার)]।

**কোলে**—৪ ২৯, ৫৫, ৬৪, ১১৫

ক্রোড়ে।

তু. 'কোলে কাখে করিতার করিহ পালন।'

—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'অলি পিয়ে মকরন্দ কমলিনী-কোলে।'

—ভারতচন্দ্র।

**কৌতুক**—১৫, ৯২, ১১৬

(আ. কৌত্তক, কৌতুক, কউতুক)। কৌতূহল, পরিহাস, আমোদ, মজা। [সং. কুতুক+অ; মৈথিলী কৈতুক]।

তু. 'কারে কব এ কৌতুক।'—ভারতচন্দ্র।

'হেন জন মারিয়া কৌতুক বাস কি।'

—মনসামঙ্গল।

'কৌতুক চাওনি করে বালা লক্ষীন্দর।'

—মনসামঙ্গল।

**ক্রন্দন**—১৯

(আ. ক্রোন্দন)। কান্না, রোদন। [সং. √ক্রন্দ্+অন (ভা)]। তু 'কুকুর ক্রন্দন-গীত গায় সেইকালে।'

—বঙ্গসাহিত্য পরিচয়।

**ক্রীড়া**—৯১

(আ কিড়া)। খেলা, তামাশা, কেলি, রতি। [সং. √ক্রীড়্+অ (ভা)+আ]।

তু 'তুমি দেব ক্রীড়ারত।'

—চৈতন্য চরিতামৃত।

'দুই জনে ক্রীড়া কলহ লাগিল তথাই।'

—চৈতন্যচরিতামৃত।

**ক্রোধ**—৪৫, ৭৮

কোপ, রোষ। [সং √ক্রুধ্+অ (ভা)]। এখানে 'ক্রোধ হয়া দেও গালি'—তে 'ক্রোধ-র বিশেষণ রূপ অপ্রচলিত।

**ক্ষয়**—৬১, ১৭১

(আ খএ, ক্ষয়, ক্ষএ)। বিনাশ, ধ্বংস, লোপ। [সং √ক্ষি+অ (ভা); প্রা. খঅ; হি খয়]।

তু 'কবিমু তোর ক্ষয়।'—চৈতন্য চরিতামৃত।

**ক্ষীণ**—৮৮

(আ. ক্ষেনু, ক্ষিন)। কৃশ, কৃশাঙ্গ, সরু। [সং. √ক্ষি+ত (র্ত্)]। 'ক্ষীণমাঝা'—সরু কাঁকাল বিশিষ্ট।

তু 'ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ।'—বিদ্যাপতি।

'জিনি মৃগরাজ, তোর ক্ষীণ মাঝ।'

—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**ক্ষীর**—১০৬, ১৩২, ১৪৪

(আ খির)। যা ক্ষরিত হয়, দুধ, রস। [সং √ঘস্ (ভক্ষণ)+ঈর(র্ম), ঘস>ক্ষ]। ক্ষীর নদী—নদী বিশেষের নাম। মধ্যযুগীয় বাঙ্ সাহিত্যে নদী অর্থে এ-নাম প্রায়ই দেখা যায়।

তু. 'স্তনে ক্ষীর দেখি নীর্ বহিল রুধির।'

—ভারতচন্দ্র।

**ক্ষীরোদ—১৭৯**
(আ খিরদ)। ক্ষীর সমুদ্র। এখানে ক্ষীর সমুদ্র জাত মণি। [ক্ষীর উদক (> উদ, পা) যার, বহুব্রী]।
তু 'ক্ষীরোদার্ণবেতে তুমি অনন্ত শয়নী।'
—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা।

**ক্ষুধা—১৩৯**
(আ ক্ষিদা)। ভোজনেচ্ছা, বুভুক্ষা, খিদে। [সং √ক্ষুধ্+ক্বিপ (ভা)+আ]।

**ক্ষেতুয়া, খেতুয়া, খেতু—১৭, ১৯, ৫০**
গোপীচন্দ্রের অন্দর মহলের প্রধান ভৃত্য। [ভূমিকা দ্রঃ]।

**ক্ষেতা—৯৬, ১০৭**
[সং কন্থা > প্রা. কংথা > বাঙ্. কাঁথা > (খাঁতা > খেতা > ক্ষেতা গ্রাম্য); হি কথড়ী, কাথরি]। কন্থা জীর্ণ বস্ত্রাদির সেলাই করা আবরণ বিশেষ।
তু 'ছেঁড়া কাথা পরিধান।'
—মনসার ভাসান।

**ক্ষেম—৫২**
ক্ষমা কর, মার্জনা কর।
[সং. √ক্ষম্; মৈ √ক্ষেম, অপ্রচলিত]।
তু 'অপরাধ ক্ষেম।'—রামায়ণ।

**ক্ষেমা—৪৫, ৪৯, ১৫৪**
ক্ষমা, মার্জনা, সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা, ক্ষান্তি [সং √ক্ষম্+অ (ভা)+আ=ক্ষমা ক্ষেমা অপ্র]।
তু. 'ক্ষেমা কর কাহ্ন মনে।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।'
'ক্ষেমা নাহি দিবা রাত্রি।'—অশ্বমেধ পর্ব।

**ক্ষেমাই—১৬৫**
ক্ষমা। 'ক্ষেমাই অঙ্কুশ'
[১৬৫ পৃঃ পাদটীকা দ্রঃ]।

**ক্ষেমাইর থানা—১৫৫**
নিবৃত্তির স্থান। [পাদটীকা দ্রঃ]।

# খ

**খটক ডমরু—৬৮**
(আ খুটুক ডুম্বর)।
তু 'শিবের আদেশে কহে শিবের কথন।
খটক ডম্বরু, মুখে শিঙ্গার গর্জন॥'
—চৈতন্য মঙ্গল।

**খড়্গে—১০৪**
খাঁড়াতে, অসিতে। [√খড় (ভেদ)+গ (গম); দ্রাবড়ীয়?]। প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র বিশেষ, খাঁড়া।
তু 'তুমি রণে এই খড়্গ শরীরে কাটিবো।'
—রামায়ণ।

**খড়্গেও—১৬৯**
খাড়াতেও।

**খড়ম—৭০**
কাষ্ঠনির্মিত পাদুকা। [দেশী? মূল কাষ্ঠময়? তু, হি খড়াঁও, নৈ খরাম; ওড়ি কঠাউ; গুজ খড়া; অস খরম; পূর্ব বাঙ্ খরম]।
তু 'হংস গমন নহে খড়ম চরণ।
বধূর দোষে নহে পুত্রের মরণ॥'
—বঙ্গসাহিত্য পরিচয়।

**খড়ি—৭১**
শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকা বিশেষ (লেখনার্থে)।
[সং খটিকা; হি খড়িয়া, খড়ী; মরাঠী, গুজ. খড়ী]।
তু 'লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে পাতি খড়ী।'
—ভারতচন্দ্র।

**খড়িকা—১১১**
দাঁত পরিষ্কার করার ছোট কাঠি, খড়কে, খিলাল।
[সং. খড+বাঙ্ ইকা]।

**খণ্ড—১৭১**
খণ্ডিত, ছিন্ন, টুকরা টুকরা।
[সং √খণ্ড্+অ (ভা)]।
তু 'হিআ খণ্ড খণ্ড নখের ঘাএ।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**খণ্ডন**—৩০
ছেদন, কর্তন, মোচন, স্খালন।
[সং √খন্ড্ + অন + (ভা)]।
তু 'দক্ষ পশুমুখ হবে না যায় খণ্ডন।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**খণ্ডে**—১৬৭, ১৬৮
মোচন হয় স্খালন হয়। [সং √খণ্ড; প্রা. √খংড; হি মরাঠী √খংড; বাঙ্ √খণ্ড]।
তু 'শুনিলে খণ্ডএ পাপ।'—রামায়ণ।

**খবর**—১৬, ৩৪, ৩৬, ৪০
সংবাদ, বার্তা, বৃত্তান্ত। [আর খবর]।
তু 'গাজার খবর ষোলআনা।'
—দীনবন্ধু মিত্র।
'তসলিম করিয়া কহে খবর সকল।'
—বিপ্রদাস।

**খরতর**—৩৬
অতি প্রখর, বেগবান দ্রুত। [খর + তর]
তু 'উর গো দেবী খরতর তেজা।'
—মনসার ভাসান।

**খরা**—১৪৩
রৌদ্র, উত্তাপ। [সং খর, প্রা খরা; হি খরস, অস খর (অনবৃষ্টি)।' কুমিল্লা—খরা (গরম), খরান—অনাবৃষ্টি]।
তু 'বসন্তের খরা,' 'চৈত্রের খরা', 'লিভা করি, নয় দিন না লইবে খরা।'
—কবি কঙ্কন চণ্ডী।
'দুই পাখা মেলিয়া পোহায় তথা খরা।'
—রামায়ণ।

**খরানি**—৯২
পূর্ববঙ্গে অনাবৃষ্টি অর্থে 'খরান' বা 'খরানি' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। অনাবৃষ্টি জনিত উত্তাপ অর্থেও এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। [খরা > খরান, খরানি]।

**খরিদ**—৮০, ১৭৮
ক্রয়, কেনা। [ফা খরীদ]।
তু 'পরিচয় দিও, ইনি দারাসেকর খরিদা বাদী।'—বঙ্কিম।

**খরিদ করে**—১৭৭
[পাদটীকা দ্র]।

**খর্বছন্দ**—১৪৫
হ্রস্ব ছন্দ, পয়ার [সং খর্ব + ছন্দ]।
(দীর্ঘ ছন্দ দ্র)।

**খসাইয়া**—১৩৪
খুলে, উন্মোচন করে। [বাঙ্. √খস + আ = খসা ক্রিয়া; হি মরাঠী, গুজ. √খস]। তু. 'বান্ধন খসাআঁ।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'খসাইয়া গুণ দিল।—মহাভারত।
'নীবিবন্ধ খসাওল কান।'—বিদ্যাপতি।
'দেখয়ে খসায়ে চুলি।'—চণ্ডীদাস।
খসাইয়া দিল খাসাজোড়া।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী

**খাএ, খয়**—১৫, ৩৮, ৬৫, ৭৪, ১১৪, ১৮০
(বা খাএ, খায়)। ভোজন করে, আহার করে,। [সং √খাদ, প্রা √খা; হি গুজ, মরাঠী অস √খা, বাঙ্. √খা (সং √খাদ) + আ = খাওয়া, মৈ. খাএব, খএবা]।
তু 'সলিল না খায় কেহ শ্বাপদের ডরে।'
—শিবায়ন।

**খাঁকার**—৬৮
(বা, খাকার)। কলঙ্ক, অপবাদ, বদনাম। [ফা খাক + কার, হি খাখার]।
তু 'দুই কুলে রহিল খাখার।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'কাহা নাহি শুনিয়ে এমতি খাকার।'
—বিদ্যাপতি।

**খাক**—৮২
মাটি। [ফা খাক']।

তু. 'খাকেতে জে খাক জান রহে মাত্র সার।'—গোরক্ষ বিজয়।
'গ্রামটাকেত পুড়িয়ে খাক্ করলে।'
—আলালের ঘরের দুলাল।

**খাটি—৬১**
পরিশ্রম করে, কষ্ট করে, মেহনত করে। [সং কষ্ট > প্রা কট্ঠ > বা. (খাট্ঠ) > খাট > √খাট (?); বাঙ্ √খাট্ + আ = খাটা ক্রিয়া]।
তু. 'যুধিষ্ঠির বচনে সদাই কৃষ্ণ খাটে।'
—মহাভারত।
'সাগরান্ত পৃথিবী খাঁটিল পদতলে।'
—মহাভারত।

**খাড়া—৫১, ৫৫, ১২৩**
সোজাভাবে দণ্ডায়মান। [সং. খড়ক (স্থাণু) মূল (?) মরাঠী, হি খড়া; গু. খড়া (জুতার গোড়ালি)]।
তু. 'করজোড়ে খাড়া আগে।'
—বিদ্যাসুন্দর।
'সিংহদ্বারে খাড়া রহে।'
—চৈতন্যচরিতামৃত।

**খান খান—১৭২**
টুকরা টুকরা, খণ্ড খণ্ড। [সং খণ্ড; পাণ্ড, খণ্ড]।
তু. 'পর্বতেরে করে খান খান।'—রামায়ণ।
'বহু সৈন্য কৈল খান খান।'
—মহাভারত।

**খানা—১৭৫**
গৃহ, ঘর, মোকাম। [ফা. খানাহ্]।
তু. পিল খানা, তোষাখানা, মুসাফির খানা ইত্যাদি।

**খানি—৮৮**
খণ্ড, খান, টুকরা। [খান+ই]।
তু. 'নিরমল কুল খানি।'—চণ্ডীদাস।

**খানে—৩৬, ১৫৩**
স্থানে। [ফা. খানাহ]।
তু 'তারা আইল সেই খানে।'
—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

**খাপরী—৯৮, ১১৯**
(অ খাপুরী) খাকুরী। ভাঙ্গা হাঁড়ি কলসী ইত্যাদির টুকরা, খোলা, খাপরা। [সং খর্পর > প্রা. খপ্পর > বা. খাপর, খাপড় (ছন্দের মিলের জন্য এখানে খাপুরী); হি. খপড়া, খপরা, খপপড়; অস. খাপ্‌রি; ওড়ি খপরা]।
তু 'ব্যঞ্জনের তরে দিল নৌতুন খাপরা।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'খাপরা ভরিয়া জল ঊর্ধ্বে চাপাইল।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

**খায়া—৯৬**
খেয়ে। [বাঙ্. খাওয়া ক্রিয়া]।
তু. "তিন লোক খাআঁ বোলে আহ্মার গোআলী।'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

**খালাষ—১৪৭, ১৪৮**
মুক্তি, বন্ধন মোচন. রেহাই। [আর. খালাস্]।
তু. 'বেতস্কির বেচারা কো দেও জী খালাস।'—বিদ্যাসুন্দর।
'খলাস করিয়া গঙ্গা পার করি দিল।'
—ভক্তমালগ্রন্থ।
'ভাগ্যবতী রাজারাণী আর কর্ণসেনে।
'মহারাজা খালাস করিলা সেই ক্ষণে।।'
—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘন)।

**খালি—৬২**
শূন্য, রিক্ত। [আর. খালী]।
তু. খালিহাত দেখাইয়া কান্দে ডিঙ্গাধর।
কড়ার ভিক্ষুকআমি তোমার চাকর।।"
—পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

**খাসা**—৫৮, ১৩৮
উৎকৃষ্ট, উত্তম। [আব খাস্]। 'খাসা-জোড়া'—উৎকৃষ্ট বসন জোড়া। তু 'খাসা-জোড়া।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'পট্ট যোড়া খাসা।'—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘন)।
"পাত্র মিত্র দিলেন খাসা এক জোড়া"।
—কৃত্তিবাস।

**খিড়কীর দুয়ার**—১৫০, ১৭৫
(আ খিড়কির দুয়ার)। পশ্চাদ্দ্বার।
(পাদটীকা দ্রঃ)। [সং খড়ক্কিকা, খডক্কী, হি খিডকী; মরাঠী ঐ]।
তু 'বাহির হইল দোঁহে খিডকি দিয়া।'
—রামায়ণ।

**খিয়াতি**—১৩০
(আ খিয়াতি)। কীর্তি, প্রসিদ্ধি।
[সং খ্যাতি> বাঙ (স্বরাগমে) খিয়াতি (পদ্যে)]।
তু 'নজদীর বসুমতী রাখিল খিআতি।'
—শূন্যপুরাণ।
'হেন রাক্ষস মারিয়া তুমি থুইলে খেযাতি।'
—রামায়ণ।

**খির**—১০৬, ১৩২, ১৪৬
(আ খীর, খির)। [ক্ষীর দ্রঃ]।
তু 'খিরবাটী।'—শূন্যপুরাণ।
'খাবে খির ননী।'—মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা।

**খিল**—৯৯, ১৭৫
অর্গল, কীলক, হুডকা। [সং কীলক, প্রা. কীলঅ; হি খিল্লী, খীল; মৈ কিল্লী; অস খিলি]।
তু 'আপনি খসিল খিল।'—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
'লোহার কপাট খিল।'—মনসার ভাসান।

**খুঁটি**—৮০
(আ খুটি)। গৃহাদির বাঁশ বা কাঠের খাম। [সং ক্ষোড? প্রা খোংটয়-খোঁটা; খোড—সীমানা নির্দেশক কাষ্ঠ; হি. খুঁটা, খুঁটি; অস, খুঁটি; প্রাচীন বাঙ খুণ্টি)।
তু 'কমল কলিকা জিনি কিবা কুচ দুটি। যুবক জনের মন বান্ধিবার খুঁটি॥'
—শ্রীধর্মমঙ্গল (মানিক)।

**খুঁটিল**—
(আ খুটিল)। খড়কা দিয়ে দন্ত সন্ধিস্থ অন্নাদির কণা বের করল। [হি √খট; মরাঠী √খুংট, √খুট; অস খুটিয়া; বাঙ. খুঁটা, খুটা ক্রিয়া]।

**খুঁড়িতে**—৫০
খনন করতে। [বাঙ √খুড় (সং √খন্) + আ = খুঁড়া ক্রিয়া]।
তু 'মূষিকে খুঁড়িছে মূল।'—মহাভারত।

**খুঁজিলে**—২৫
(আ খুঁজিলে)। সন্ধান করলে।
[সং √খুজ স্তেয়, হি খোঁজ, আব খউজ বাঙ খোঁজা ক্রিয়া]।
তু 'পৃথিবী খুঁজিয়া তারা চলে রসাতলে।'
—রামায়ণ।

**খুদিল**—৩১
খনন করা। [বাঙ্ √খুদ্ (সং √খুদ্) + আ = খোদা ক্রিয়া. হি, মরাঠী, গুজ √খোদ, তু সং √ক্ষুদ্ (ঘূর্ণন, পেষণ)> প্রা √খুদ)।
তু 'রাবিনিধি খুদিতে খুদিতে।'
—মহাভারত।
'দক্ষিণে খুদিবে।—চৈতন্য চরিতামৃত।
'দেখ মৃত্তিকা খুদিয়া।'—ভক্তমাল গ্রন্থ।

**খুব**—
উত্তম, ভাল, আচ্ছা। [ফা খুব]।
তু 'তবায আসিবি যাবি পাবি খুব চিরা।'
—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘন)।

**খুর**—৩১
ক্ষুর, চুল-দাড়ি কামাবার অস্ত্র বিশেষ। [√খুর্+অ (র্তৃ); সং ক্ষুর; পালি ক্ষুর প্রা খুর (অস্ত্র); হি, মরাঠী খুর]।
তু 'আইহন খুরের ধার।'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

**খুরি—১২৪**

মাটির তৈরী ছোট ভার বা বাটি, ছোট কটোরা বা বাটি। [খোরা+ই; হি. খুরিয়া, খোরিয়া; ফা খুরহ্; অস খুরী; দ্রাবিড় খুরি]। তু. 'চন্দন খুরি।'; 'খুরি ডাবরে পূরিআ লহি চন্দন।'--শূন্যপরাণ।
'কাঁসারী পাতিয়া শাল, ঝারী খুরী গড়ে।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'না লয় মোর ঘটিবাটি না লয় মোর খুরী।
যে ঘরেতে সুন্দরী বৌ সে ঘরেতে চুরি॥
—লোচন দাস।

**খুরে—৩৩**

খুর বা ক্ষুর দ্বারা। [খুর দ্রঃ]।
তু 'হীরার কোদাল দিমু খুরের যে ধার।'
—ময়নামতীর গান

**খেতা—৯৬, ১০৭**

(ক্ষেতা দ্রঃ)।

**খেলা—১১৫, ১৫৫**

(আ ক্ষেলা)। ক্রীড়া, রঙ্গ, তামাশা। (সং· √খেল্+অ (ভা)+আ; হি, পা. খেল; মরাঠী ঐ)।
তু. 'অবতার হৈলে হয় এই মত খেলা।'
—চৈতন্য ভাগবত।
'দেখহ কালীর খেলা।'—ভারতচন্দ্র।

**খেলে—৩৮, ৩৯, ৮৩**

ক্রীড়া করে। [খেলা > √খেলা; সং. √খেলা--বিলাস]।
তু 'চাঁচরী খেলাওঁ।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'খেলাইতে যান মাঠে।'—ভক্তমাল গ্রন্থ।

**খোঁপা—৮৫**

(আ. খোপা)। কবরী, বেণী। [প্রা. বাঙ. খোপ্যাক; ম. বাঙ্. খোম্পা (অপ্র); হি. খোংপা, খোপা; মরাঠী খোংপা; সং. ক্ষুপ?)
তু 'শম্ভু সদৃশ তোর খোম্পা।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'কানড় খোঁপায় কনক চাপা।'
—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

**খোঁপাতে—১৩৫**

(আ. খোপাতে)। [খোঁপা দ্রঃ]।
তু 'ধরিল খোঁপাতে।'—বাইশকবি মনসা।

**খোওয়া—৭৪**

(আ. খোওা)। গাঢ়, ঘন। [সং. ক্ষয় (পালি ক্ষয়) > প্রা খয় > বাঙ্ (খয়া) > খোয়া > খোওয়া]। খোয়া দুগ্ধ—শুষ্ক ক্ষীর বা গাঢ় দুগ্ধ।

**খোল—১২, ১২৬**

চর্মাবৃত বাদ্য যন্ত্র বিশেষ; মৃদঙ্গ। [সং 'খল্ল'--মূল? হি খোল; মরাঠী খোল (গভীর); গুজ. খোল (ক্রোড়); অস খোল; 'খল্ল'—কোটর, গহ্বর]।

**খোশ—৫২, ৫৩**

(আ. খোর্শ্, খোর্শ)। প্রীত, হৃষ্ট, প্রসন্ন। [ফা. খুশ্; হি. খুশ্]।
তু. 'কাজির মনে হইল খোস।'
—মনসামঙ্গল।
'মুইনি তোমার সাতে বাতচিত করতে বহুত খোস আছে।'—আ. ঘরের দুলাল।
'তার আগে খোষ খানা..।'
—বিদ্যাসুন্দর।

## গ

**গগন—১৫৭**
যা ব্যাপ্ত করে, আকাশ, শূন্য। [সং √গম্+অন (যুচ্)-ক; প্রা গঅণ, গগণ]।
ত 'মৃগমদ কুচযুগ গগন মাঝার।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**'গগন মন্দিরে'**—তন্ত্র শাস্ত্র মতে চন্দ্র-সূর্য অর্থাৎ ইডাপিঙ্গলার গতি (স্থিতি নয়) গগন মন্দির অর্থাৎ উষ্ণীষকমলের (শূন্যতার) দিকে। গগন মন্দির অর্থে এখানে শূন্যতার অবস্থান স্থল উষ্ণীষ কমলকে বুঝাচ্ছে। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**গঙ্গা—৬৮, ৮০**
গঙ্গা বা ভাগীরথী নদী। এখানে সাধারণ নদী অর্থে। [সং√গম্+গ (র্তৃ)+আ; অথবা, সং গদ্‌গদ্>প্রা (সম্ভাব্য) গগ্‌গঅ>গগ্‌গা>গংগা (?)]। একমতে গঙ্গা মেনকার গর্ভজাতা হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। (গঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে ৬৮ পৃঃ পাদটীকা দ্রঃ)।
তু 'গঙ্গা নামে সতা।'—ভারতচন্দ্র।
'গঙ্গা মধ্যে সাগর আমি।'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**গঙ্গাজল—১১০**
গঙ্গার জল (পবিত্রতা ও নির্মলতার জন্য বিখ্যাত)।
তু '(নৃপ মহাশয়) পবিত্র নির্মল যেন গঙ্গাজল।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**গঙ্গাদেবী—৬০**
(গঙ্গা দ্রঃ)।

**গঙ্গাস্নান—৯২**
(আ গঙ্গাস্নান)। গঙ্গা নদীতে স্নান করলে পাপ ক্ষয় এবং পুণ্য লাভ হয় বলে হিন্দুদের বিশ্বাস।

**গজ—২৭**
যে মত্ত হয়, হস্তী। [সং √গজ্ (মদ)+অ (অচ্) ক; প্রা. গজ্জ]।

**গজমতি—৮৬**
গজকুম্ভজাত মুক্তা। মেঘ, মৎস, সর্প প্রভৃতি জাত আট প্রকার মুক্তার মধ্যে গজমুক্তাই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত। [সং গজ+মতি (সং মৌক্তিক>প্রা. মোত্তিঅ, মুক্তি>বাঙ্ মোতি, মুতি, মতি); হি গজমোতি]। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে 'গজ মুতী'। 'গীম গজমোতি হারা।'
—বিদ্যাপতি

**গজেন্দ্র—৯০**
(আ গজ ইন্দ্র)। গজরাজ, ঐরাবত। [সং গজ+ইন্দ্র]। 'গজেন্দ্র গমন'—গজরাজের মত ধীর মহিমাব্যঞ্জক গতি।
তু 'গজেন্দ্র গমন।'—বিদ্যাসুন্দর।

**গঞ্জনা—২৬**
তিরস্কার, লাঞ্ছনা, নিন্দা। [সং √গন্‌জ্+অন্ (ভা, র্তৃ)]।
তু 'লোকের গঞ্জনা হতে পাইব নিস্তার।'
—পদ্যপাঠ ১ম ভাগ।

**গঠন—৮৭**
গড়ন, নির্মান। [√গঠ+অন; সং গ্রন্থন; হি গঠন; অস গঢ়ন]।
তু 'কৈছে দেহের গঠন।'
—চৈতন্য ভাগবত।

**গড়—৩১**
পরিখা বেষ্টিত কেল্লা বা দুর্গ। এখানে খাত বা গর্ত। [সং গর্ত>প্রা গডড, গড>বাঙ্ গড; হি গড়, গঢ়; মৈ গঢ়; অস গড়্]।
তু 'সুমেরু আস্থাক গড়ে।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'দুর্জয় গড়।'—শ্রী ধর্মমঙ্গল (মানিক)।

**গড়ে—৫২**
দুর্গে। 'ডাহুকার গড়ে'—ডাহুকার মাঠ বা যুদ্ধক্ষেত্র অর্থে। [পাদটীকা দ্র:]।

**গড়াগড়ি—৬৯**
পুন: পুন: গড়ান বা আবর্তন। [গড়া+গড়ি (সহচর শব্দ)]।
তু.'গড়াগড়ি দিয়া যায় রামগিলি বারে।'
—রামায়ণ।
'হাসে কান্দে পড়ে উঠে গড়াগড়ি যায়।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

**গণপতি—১৫৬, ১৫৭**
(আ গনপতি)। গণ নামক দেবগণের পতি, গণেশ। হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করার পর সতী হিমালয়ের কন্যা পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাদেবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। অনেক কাল পরে গণেশের জন্ম হলে সকল দেবতাদেব সঙ্গে শনি ও নবজাতককে দেখতে আসেন। স্ত্রীর অভিশাপে শনি কারো দিকে তাকালেই তার মাথা কাটা যাবে জেনে শনি গণেশের দিকে দৃষ্টিপাত করতে বিরত থাকেন। কিন্তু পার্বতীর বারংবার অনুরোধে শিশুর দিকে লক্ষ্য করতেই তাঁর মাথা কাটা যায়। বিষ্ণু তখন সুদর্শন চক্রদ্বারা একটি গজের মাথা কেটে এনে গণেশকে বাঁচিয়ে তুলেন। এজন্য গণেশ যাতে অনাদৃত না হন সেজন্য দেবতারা নিয়ম করেন যে প্রথমে গণেশের পূজা না হলে কেউ তাঁরা পূজা নেবেন না; সেজন্য সকল কর্মের আগে সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা করা হয়।

শিব ও পার্বতীর অনুচরদের 'গণ' বলা হয়। এই গণরা সর্বদা শিব ও গণেশের কঠোর শাসনে থাকত। এ জন্য গণেশকে গণপতি বলা হয়।

**গণিনু—৭৯**
(আ গনিনু)। গণনা করিনু। [বাঙ্. √গণ √গন (সং √গণ)+আ=গণা ক্রিয়া; সং. √গণ্; প্রা. √গণ্; হি. √গিণ; মরাঠী, গুজ. √গণ, অস. √গণ]।
তু.'গণইতে মোতিম হারা।'—বিদ্যাপতি
'গণক আনিয়া তবে দুই রাশি গণ।'
—মনসার ভাসান।

**গতি—৫৩**
উপায়। [বাঙ্ √গম+তি (ভা)]।
তু.'জীবন সংশয় হইল এবে কোন গতি।'
—গোরক্ষ বিজয়।
'সভার মরণ মাত্র গতি।'—মহাভারত।

**গতে—১২৬**
গত হবার পরে, অতীত হলে, গেলে। [গত+এ]।
তু 'দিবা গতে থাকে গৃহে আপন পালা বুঝে।'—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয।

**গদা—৯৬**
যা মেঘবৎ শব্দ করে, মুদ্গর; 'গদ' নামক অসুরের অস্থি নির্মিত অস্ত্র 'গদা' (বায়ু পুরাণ)। [সং √গদ্+অ (র্ণ)+আ]।
তু.'গদা কাটা গেল বৈল গদামুঠি।'
—মহাভারত।

**গন্ধ—১৭৫**
(আ. (গোন্দ)। সৌরভ, ঘ্রাণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য পৃথিবীগত গুণ বিশেষ, বাস, ঘ্রাণ। [সং. √গন্ধ+অ (র্তৃ)]। গন্ধ দশ প্রকার: ইষ্ট, অনিষ্ট, মধুর, অম্ল, কটু, নির্হারী, সংহত, স্নি , রূক্ষ ও বিশদ।

**গন্ধব—১৩৮**
(আ. গন্দব)। এ শব্দ অভিধানে দেখা যায়না। গন্ধী, গন্ধযুক্ত (অর্থাৎ গন্ধ-বহন করে) অর্থে ব্যবহৃত।

**গন্ধের**—২

(আ. গন্ধ্রব)। 'গন্ধেব বণিক'—গন্ধ-বণিক, গন্ধ-বেণে।

**গমন**—১৩, ১৬, ১৯, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৫০, ৭৭. ৯০

গতি, চলন, প্রস্থান, যাওন। [সং √গম্+অন (ভা)]।

তু. 'শমন-ভবন, না হয গমন, যে লয বামেব নাম।'—বামাযণ।

'হস্তিনী যেবা নাবী হস্তীব গমন।'

—ময়নামতীব গান।

**গম্ভীর**—৬২

(আ গম্ভিব)। গভীব। [সং √গম্+ঈব (ধি)=গভীব, বিকল্পে গম্ভীব]।

তু 'নাতি গম্ভীব।' শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন। 'তাহাত গম্ভীব আছে এ কালীদহে।'

--শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন। 'দশ গজ গম্ভীব কুণ্ড।'

—ময়নামতীব গান।

**গবল**—৮৪, ১১৪

বিষ, সপ বিষ। [গব+ল (লচ্) স্বার্থে, অথবা √গৃ+অল]।

তু 'কণ্ঠেগবল নহে মৃগমদ সাব।'

--বিদ্যাপতি।

গবল গবাসনে গোবিন্দ গেল।'

--গোবিন্দ দাস।

'কানুব পিবীতি, বাহিবে সবল, অন্তবে গবল হয।'—চণ্ডীদাস।

**গরল চন্দ্র**—১৬৯

[পাদটীকা দ্র:]।

**গরু**—৩২, ৩৮

(আ. গরূ)। গোরু-র অশুদ্ধ কিন্তু অধিক প্রচলিত রূপ। গোজাতি, গাভী, বৃষ। [সং. গো > প্রা. গোণো, গোণ > বাঙ্. গোরু, গরু (ণ > ড় > র, 'উ' আগমে); হি. গোরু; মরাঠী-গুরু; ওড়ি. গোরু]।

তু. 'গরু রাখোয়াল।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন। 'যুদ্ধ জিনতে এসেছিল বথে বেধে গরু।'

—বামায়ণ।

'গরু গোপী গোপ নিত্য কৃষ্ণ-পবিবাব।'

--চৈতন্য চন্দ্রোদয়।

**গর্ভে**—২৭

(আ গর্ব্বে)। উদবে, ভিতবে। [সং. √গৃ+ভ=গভ; প্রা গব্ভ]।

তু 'জননীব গর্ভতলে।'—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**গর্ভের শাল**—৭৭, ১০২

(আ গর্ব্বেব শাল)। গর্ভ-যন্ত্রনা, গর্ভ-শল্য। মা সন্তানকে পেটে ধারণ করে গর্ভ-যন্ত্রনা ভোগ কবে বলে সন্তানেব প্রতি মাযেব স্নেহেব তুল্য আব কাবও স্নেহ হতে পাবেনা।

**গলা**—৮৭

কণ্ঠ, গ্রীবাদেশ। [সং গল+বাঙ্. আ (স্বার্থে), হি গলা, গুজ গলু; মা গল, গুলু]।

তু 'কাটিআঁ নিল ভণিআ গলাব।'

—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**গলিদ**—৬৮

পচা, দুর্গন্ধপূর্ণ। [আব. গ'লিদ্]।

**গলে**—২৩, ৩৬, ৫১, ৫২, ৫৫, ৮৬, ৯৬, ১৪২, ১৪৮

কণ্ঠে।

**গহন**—১২২

নিবিড়, গভীব, দুর্গম। [√গহ্+অন (র্ম, র্ত্)]।

তু 'গহন দুই বাটে।'—বিদ্যাপতি।

**গহিন, গহীন**—৬২, ৬৯, ১৬৫

দুর্গম, গভীর। [গহন ও গভীর শব্দ-দ্বয়ের প্রভাবে গঠিত 'গহিন' বা গহীন'; মরাঠী গহীন— mild, calm; অস. গহীন—ধীর, স্থির]।

তু. 'সাগর গহীন।'—মীনচেতন।
'আমার গহীন গাঙের নাইয়া।'
—পল্লী গীতি।
'ঘন রসময় তজু অন্তের গহীন। নিমগন কতই রমণীমন-মীন।'
—গোবিন্দদাস।
'গহীন নিগড়ে মাতা গলয়ে শরীর।'
—কবি কঙ্কণ চণ্ডী।

**গহিনে—১৬২**
(পাদটীকা দ্র:)।

**গাই—১৭৮**
গাভী, [সং গো, গোব্বী, পালি, গাব্বী; প্রা. গাব্বী, গাঈ; ওড়ি. গাই; হি গায়; মৈ. গাই, গাঈ; গুজ গউ: ফা গাও; Av. gae]।
তু. 'শত সংখ্যা গাই।'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
'বাছুর হারায়া বনে ব্যগ্র যেন গাই।'
—শ্রী ধর্মমঙ্গল (ঘন)।

**গাইনে—১৩**
গায়কে। [সং গায়ন> বাঙ্ গাইন, গাএন, গায়েন (য়> ইঅ> ই, এ)]।
তু. 'গাইনে গায় গীত।'—মনসামঙ্গল।
'এই কালে গাইনে উত্তম বস্ত্র পায়।'
—বিষহরি ও পদ্মাবতী।

**গাও—৮৯**
গা, শরীর, অবযব। [সং গাত্র> প্রা গাঅ, গাআ> বাঙ্. গাও, গা; অস গাব]।
তু. 'নির্মল হইল গাও।'—মনসামঙ্গল।
'পুলকিত হইল গাও।'—গোবক্ষ বিজয়।

**গাএ—১৩, ৬৭, ১২৬**
(গায়) গান করে। [বাঙ্. √গাহ্ (সং √গৈ)+আ=গাওয়া ক্রিয়া]।
তু. 'গায়ই মাধব গঙ্গাদেবীর মঙ্গল।'
—গঙ্গামঙ্গল।

**গাঁথিলেক—৮৫**
(আ. গাথিলেক)। রচনা করল, গ্রন্থনা করল। [সং. √গ্রন্থ> পালি √গন্থ; প্রা. √গংথ> বাঙ্ গাঁথ (+আ=গাঁথা); হি মৈ, অস. √গাঁথ; মরাঠী √গাংথ; প্রাচীন বাঙ্. গান্থি আঁ]।
তু 'একলি আছিনু হাম গাঁথইতে হার।'
—বিদ্যাপতি।
'(হার) গাঁথিযে পুনঅনুপাম।'
—জ্ঞানদাস।
'(মালিকা) গাঁথে বিনাগুণে।'
—ভারতচন্দ্র।

**গাছ—৫৬, ১২৫**
বৃক্ষ, তরু। [সং গচ্ছ; প্রা গচ্ছ, গাছ; অস ওড়ি. গছ; হি. গাছ; কোচবিহার গছ; সিংহলী গহ, গস]।
তু. 'গাছ পাঁচ-সাত গুয়া।'—চৈতন্যভাগবত

**গাছি—১৭৬**
(আ গছি)। সাধারণত: লম্বা ও সরু বস্তুর নামের সঙ্গে প্রযোজ্য। যেমন এক গাছি দড়ি। এখানে 'এক গাছি কেশ'। যোগের ভাষায় প্রবৃত্তির দ্বারে যে অর্গল তা এক গাছি কেশের মত সুক্ষ্ম।

**গাএেন—১২৬**
গাযেন-এর মধ্যযুগীয় রূপ। গায়ক। [গাইন দ্র.]।
তু. 'গাযেন বাযেন সব গাজনের মূল।'
—শ্রী ধর্মমঙ্গল (ঘন)।
'গাএন বাএন।'—শূন্য পুরাণ।
'উর গো গায়েনে।'—ক. ক. চণ্ডী।

**গাড়ু—৮৩**
নলযুক্ত জল পাত্র বিশেষ, ভৃঙ্গার, ঝারি। [সং গড্ডুক, গড়ুক, গড়ু; হি. গড়ুবা]।
তু. 'জলবালি, খাওয়াইল মধু গাড়ু গাড়ু।'
—রামায়ণ।
'সোবর্ণের গাড়ু।'—মীনচেতন।

**গান—১৭**

গীতি, সঙ্গীত। [সং. √গৈ+অন (ভা)];
তু 'কটিতে কিঙ্কিনী বাজে রুনু রুনু গান।
—জ্ঞানদাস।

**গাব—২**

গাইব, প্রচার করব। [বাঙ্ √গাহ্ (সং √গৈ)+আ =গাওয়া ক্রিয়া, সং √ গৈ> পালি, প্রা √গা, হি মরাঠি, গুজ, অস √গা, মৈ √গাব্)।

**গাবুরালি, গাবুর আলি, গাভুরালি—৬২, ১৫০**

যৌবন, যুবক সুলভ দুঃসাহস, যৌবনের স্পর্ধা। [গাবুর+আলি (প্রত্যয়), গাবুর ∠গাবর, গাবর (কুমিল্লা)-- কৈবর্ত, (ঢাকা) মজুর, জেলের গাবরা (২৪ পরগনা)—কাণ্ডজ্ঞানহীন জেলে, গাভুর (নোয়াখালী)—দিনমজুর, মোটা জোয়ান ব্যক্তি। গাবুর বা গাভুর অর্থে সাধারণতঃ মোটা জোয়ান ব্যক্তিকে বুঝায়। হি গবরূ—যুবক, সাদাসিদা, অস গভরু—যুবক, যুবতী]।

বসন্তে রঞ্জন রায়ের মতে 'পূর্বকালে গভরা নামে এক প্রকার নৌকাছিল। গর্ভরার মাঝিরাই গাভুর বা গাবুর হইবে। ভৃত্য অর্থেও গাবুর শব্দের ব্যবহার আছে।' ফারসী গবর (گبر) শব্দের অর্থ অগ্নি উপাসক, বিধর্মী।

তু 'হাতে দণ্ড কেতুয়াল বসিলা গাবর।'
—ধর্মরাজের গীত।

'নাদেখি এমন রাজ গাবরিয়া মুল্লুকে।
—পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

'হাথে কেরোয়াল সব বসিল গাবর।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুরালী।'—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

'তবে সে জানিবে তুমি বিদ্ধের গাবুরালী
—দীনচেতন।

'কতোয়ালে নিব ধরি, ভাঙ্গিবেক গাভুরালি।'
—গোরক্ষ বিজয়।

**গাভী—৪**

(আ গাবি)। ধেনু, গাই। [সং. গব্বী; পালি গাব্বী, প্রা ঐ; বাঙ্ গাভী, গাবী ফা গাব্বী (گاوی)—a bull or cow]
তু 'গাবীগণ দোহনান্তে।'—মহাভারত।

**গাল—১১১**

গণ্ডদেশ, মুখের দুই পাশ, কপোল। [সং. গল্ল, প্রা গল্ল> বাঙ্ গাল, হি মরাঠী, মৈ গাল, গুজ গল্ল]।
তু 'দুই গালে দেহ চূণ কালি।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'সেনাগণ ধরি ধরি কালী গালে পূরে।'
---চণ্ডিকা বিজয়।

**গালি—৭৮**

ভর্ৎসনা কটু বাক্য প্রয়োগ, তিরস্কার, বকুনি। [√গালি+ই, ইন্ (ভা); হি গুজ গালী, মরাঠী গালি]।
তু বাছে মোরে না দিহলি গালি।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**গাহিনি—১২৬**

গায়িকা। (গায়েন> গাহেন (অশুদ্ধ)> গাহেনী (স্ত্রীলিঙ্গ)> গাহিনী বা গাহিনি]।

**গিরি—৩৮**

যে স্তুত হয়, পর্বত। [সং √গৃ<+ ই(র্তৃ)]।

**গিয়া—১৭৫**

গমন করে, যেয়ে। [বাঙ √যা (সং √ গম্)+ইয়া]।

**গির্দা—**

গির্‌দা, গোল বালিশ, পাশ বালিশ, তাকিয়া [ফা. গির্‌দা]।

তু. 'গিরদা শিয়রে সখী রাখে।'
—বিদ্যাসুন্দর।
'তার গ্রিদা চটের চটেব সামিয়ানা।'
—দ্বিজ বংশীবদন

**গিলে—**
গলাধঃকরণ করে, ভক্ষণ করে। [বাঙ্ √ গিল (সং √গিল্)+আ=গিলা ক্রিয়া]।
তু. 'উগাবি গিলে ব বিবরে।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'অমিয়া আচ্ছন্তে বিস গিলেসি বে চিঅ।'—চর্যা।

**গীত—১৩, ৩৮**
(আ গিদ্, গীত)। গান, সঙ্গীত। [সং √গৈ+ত (ম, ভা)]
তু 'ঢেণ্ঢণ পাএব গীত বিবলে বুঝঅ।'
—৩৩ চর্যা।
'অপ্সবা···গীত গায়ন্তি।' —বামায়ণ।

**গুজরী—৮৮**
(আ গুঞ্জবি)। পদালঙ্কাব বিশেষ। [হি গু গুজবী—কব ভূষণ বিশেষ, হি গূজবী, মবাঠী গুজ়রী—পাদাভবণ বিশেষ]।

**গুটিকে—১৭৯**
এক গুটি, অত্যল্প, স্বল্পসংখ্যব, বেশমেব গুটিপোকা অর্থেও হতে পাবে। (পাদটীকা দ্র)। [গুটি+এক]।

**গুঁড়া—১১৩, ১২৫**
(আ গুড়া)। চূর্ণ, বেণু। [সং গুণ্ডক> প্রা গুংডঅ> বাঙ্ গুণ্ডা, গুড়া, গুঁড়া গুঁড়ি]। তু 'গুঁড়া খেলে বুড়ালোক পড়ে থাকে পাছে।'—শিবায়ন।

**গুঁড়ি—১২১**
(আ. গুডি। [গুড়া দ্র]। চূর্ণ, বেণু।
তু. 'গুড়ি কুটি সাজাইল পিঠা।'
—শ্রী ধর্মমঙ্গল (ঘন)।

**গুণ—১৬, ৪৫**
(আ গুন)। সুফল, উপকাব। [সং. √গুণ্+অ]।
তু 'শোভে নানাগুণে।'—ভাবতচন্দ্র।

**গুণ টানে—৮০**
গুণ—নৌকাটেনে নেবাব শক্ত বজ্জু।
তু 'নৌবাহী নৌকা টাণঅ গুণে।
—৩৮ চর্যা।

**গুণধাম—৫৪, ১৪৮**
(আ গুনধাম)। গুণেব ধামতুল্য, গুণ-নিধি, গুণাকব। [সং গুণ+ধাম]।
তু 'গুণধাম।'—ভাবতচন্দ্র।

**গুণবতী—৪, ৫, ৪৪**
(আ গুণবতি)। বাজা গুপিচন্দ্রেব ধাত্রী। [সং গুণ+বৎ+ঈ (স্ত্রীলিঙ্গে)]।

**গুণমান—৯০**
গুণবান-এব স্থলে অপপ্রয়োগ। গুণযুক্ত, গুণী।

**গুণমন্ত—১৮৩**
[সং গুণবৎ> প্রা গুণবন্ত, গুণমন্ত]। গুণবান, গুণসম্পন্ন।
তু 'সকল পুরুষ নাবী নহে গুণবন্ত।'
—বিদ্যাপতি।
প্রভু গুণবন্ত।'—চৈতন্য মঙ্গল।

**গুণে—১৪, ২৭, ৫৮, ৫৯**
(আ গুনে)। চাবিত্রিক উৎকর্ষ তয়
[গুণ দ্র]।

**গুপি, গুবি, গুফিচন্দ্র—১ ২, ৪, ৭, ১১, ৩০, ৫১, ৮০, ৯০**
কাহিনীব নায়ক। [ভূমিকা দ্র.]।

**গুপ্ত—১৮**
(আ গোপ্ত)। [সং. √গুপ্+ত (র্ম)]। গূঢ়, অবিদিত, গোপনীয়।
তু. 'বিপদ পাইয়া গুপ্ত কবে কুলনারী।'
—মহাভারত (বিজয়)।

**গুমান—৯১, ১০৪**
অহঙ্কার, গর্ব, গৌরব। [ফা গুমান্]
তু 'কাহার গরবে তুঞি করিস গুমান।'
—চণ্ডিকা বিজয়।
'গুমান হৈল গুঁড়া।'—ভারতচন্দ্র
গুমানে মরিয়া গুমান বরে।—ঐ।

**গুয়া—১০৭**
সুপারি, পূগফল। [সং গুবাক> প্রা (সম্ভাব্য) গুআঅ বাঙ্ গুআ, গুও, গুয়া; হি গুআ, গুয়া, গুয়াক, অস গুবা; ওড়ি গুবা]।
তু 'গুআ পান।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'গুয়া কাটায় হৈল গণ্ডগোল।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**গুরু—২১, ৩৬, ৩৮, ৪৪, ৪৬, ৫৪, ১৬২**
(আ গুরু)।
শিক্ষাদাতা, দীক্ষাদাতা, মন্ত্রদাতা, তান্ত্রিক মন্ত্রোপদেশক। [সং √গৃ+উ (র্তৃ র্ম), তু 'পালি, প্রা গরু, সং গরিষ্ঠ, গরীয়স্ Gr. garus]।

**গুরুক—৭৫, ১৬৬**
(আ গুরুক)। গুরুকে। দ্বিতীয়ার বি-ভক্তি লোপে।

**গুলাপে—৮৯**
(আ গুলাফে)। গোলাপে। গোলাপ। গুলাপ—সুগন্ধ ফুল-বা তার নির্যাস-মিশ্রিত সুগন্ধ জল। এখানে দ্বিতীয় অর্থে। [ফা গুল্ (ফুল)+আব্ (জল)]।
তু. 'গুলাবস্নান মর্মর আগারে।'
—দ্বিজেন্দ্রলাল।
'চম্পক গোলাপ পুষ্প কারো দেয় মালা।'
—বিদ্যাসুন্দর (গোবিন্দদাস)।
বাম হস্তে গুলাব-ভরা ঝারি।'
—রবীন্দ্রনাথ।

**গুহক চণ্ডাল—৩৬, ৩৭, ৪০**
গুহ বা গুহক নামক নিষাদ রাজ। গঙ্গা তীরস্থ শৃঙ্গবের পুর নামক স্থানের এক পরাক্রমশীল নৃপতি এবং রামচন্দ্রের মিত্র। বনবাস গমন কালে রাম, লক্ষণ ও সীতা প্রথমে গুহকের রাজ্যে উপস্থিত হলে তিনি যথোচিত ভাবে তাদের পরিচর্যা করেন এবং রাম-লক্ষণের জটানির্মাণের জন্য বটের নির্যাস সংগ্রহ করেন এবং ভাগীরথীর অপর পাড়ে যাবার জন্য নৌকাও সংগ্রহ করে দেন। সসৈন্যে রামের অন্বেষণে যাবার কালে ভরত তার আতিথ্য গ্রহণ করেন। চৌদ্দ বৎসর বনবাসের পর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন কালে রাম গুহকের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ করেন।—রামায়ণ।
নিষাদ জাতীয় বলে গুহককে এখানে চণ্ডাল বলা হয়েছে।

**গৃধিনী—৭৫**
(আ গ্রিধিনি)। গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ শকুনি বিশেষ, গিন্নীশকুন। [সং গৃধ্র+ইনী গৃধ্রিনী> গৃধিনী, হি. গিদ্ধ, গিধ, গীধ, মারাঠী-গীধ]।
তু 'নিন্দিয়া গৃধিনীশ্রুতি শ্রবণ গেল।'
—বিদ্যাসুন্দর।

**গৃধিনী—৮৬**
আ (গ্রিধনি)। সাধারণ অর্থে শকুনি। যোগের ভাষায় তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত সাধন-পদ্ধতির বিভিন্ন আসনের মধ্যে একটি।

**গৃহ—১১৭**
(আ গ্রিহ)। ঘর, বাড়ী, কক্ষ। [সং. √গ্রহ্+অ. (র্তৃ)]।

**গৃহবাস—১১৭**
(আ. গ্রিহবাষ)। সংসার ধর্ম প্রতিপালন করন।

**গেইলাম—১০**
গেলাম, গমন করলাম।

**গেনু**—৭৪
গিয়াছিলাম। (আ গেম্ব)।

**গেল**—৭, ৮, ২৬, ২৯, ৩১, ৩৬, ৬০, ৬৭, ৭৮, ১৪২
গমন করল। [বাঙ্‌ √যা (সং √যা)+ইল (অতীতে); মাগধী গদে, গদএ (গত)]।

**গেলহ**—১২৭
গমন করল। [ম বাঙ্‌ পদ্যে]।

**গোঁসাঞি, গোঁসাই**—৩, ৫, ১১, ৫২
প্রভু, নিরঞ্জন, ঈশ্বর, গুরু। [সং গোস্বামী, প্রা গোসামিউ, বাঙ্‌ (গোস্‌সামী> গোসাঁঈ) গোসাঁই, গোসাঞি ঞী, হি পা- গোসাঈং; মরাঠী- গোসামী,-ব্বী, মৈ গোসৈঅা, গোসাঁঈ, ওড়ি গোশাঈং, সিন্ধী গোসাংঈ]।
তু 'ঝুরি কোদাল নাঞি, সঙরে গোসাঞি,
—শূন্যপুরাণ।
'অনন্ত শয়নে গোসাঞি শয়ন তোহ্মারে।'
—গঙ্গামঙ্গল।
'এই মাত্র সার গোসাঞি আর মিছামায়া।'
—শ্রী কৃষ্ণমঙ্গল।

**গোচর**—৯৮
সমীপ, সম্মুখ, নিকট।
[সং গো+√চর+অ]।
তু 'কহে রাজার গোচরে।'—মহাভারত।
'হাটখানি বৈসে রাবানসীর গোচর।'
—রামায়ণ।

**গোটা**—৭৪
বস্তু বা সংখ্যা নির্দেষক টা, সমস্ত, সম্পূর্ণ। [শব্দ কোষের মতে' "সং এক> প্রা এক্ক+টা> এক্‌কটা> এক-'কটা'> কট, গটা,> গোটা (?)।" প্রকৃত পক্ষে শব্দটা বোধ হয় দেশী। তু মৈ গোট, ওড়ি গোটা' অস গোট, গোটা]।
তু 'এক গোটা মূল'; 'ষোল গোটা বাণ।'
—মহাভারত
'গোটা তিন বাণ।'—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

**গোতম, গৌতম**—২৭, ১০১
(আ গোত্তম)। মহর্ষি গোতম। (পাদটীকা এবং অহল্যা দ্রঃ)। [গো-ধ্বস্ত তমঃ যার, বহুব্রী, যাঁর তমঃ (অজ্ঞানান্ধকার) জ্ঞান বিধ্বস্ত]।

**গোপকুলে**—৬০
(আ গোফকুলে)। গোপালক বা গোয়ালা জাতে, গোপদের জাতে। [সং গো+√পা+অ=গোপ+কুলে]।

**গোপ্তভেদ**—১৮
গুপ্তভেদ, সংবৃত ভেদ। [সং গুপ্ত]।

**গোফকুলেতে**—৬৫
যোগের ভাষায় ব্রহ্ম রন্ধ্রে বা সহস্রারে। [খুব সম্ভব গোফা শব্দ থেকে]।

**গোফা**—৫. ১৫, ২৩, ৫০, ১১২
গুহা, কন্দর, সাধুর ভজনার্থ নির্জন গহ্বর। [সং গুহা, হি গুফা, গুম্ফা (কোচবিহার)]।
তু 'গোফার দুয়ারে।'—ভক্তমাল গ্রন্থ।
গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নিজন গোফায়।'
—চৈতন্য ভাগবত।

**গোয়াল**—৬৪
(আ গোওাল)। গোপজাতি, গোপালক। [সং গোপাল> প্রা গোব্‌াল, গোআল, গোয়াল> বাঙ্‌ গোয়াল, হি গ্বাল, মৈঁ গো-আর]।
তু 'গোআলার মায়্যা।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'প্রথম বএসেঁ মোঁ রাধিকা গোআলী।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'জাতিয়ে গোআল।'—মহাভারত।

**গোরনাবেত**—১৮০
এক প্রকার মোটা বেত। এই বেতে লাঠি তৈরী হয়।

**গোর্খনাথ—৭০**
গোরক্ষনাথ। (ভূমিকা দ্রঃ)। [সং গো +√রক্ষ্+অ]। গোরক্ষক, পশুপালক।

**গোলাম—৫২**
ক্রীতদাস, ভৃত্য, নফর। [আর গো'লাম] তু 'গোলাম গোলামী কৈল।'—ভারতচন্দ্র।
'গোলামের জাতি শিখেছে গোলামী।'
—হেমচন্দ্র।
'আমি তোমার হইলাম গোলাম।'
—পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

**গোস্বা—৩১, ৫২**
[আর গু'স্স্ব]। রাগ ক্রোধ, রাগান্বিত, ক্রুদ্ধ।
তু 'বড গোস্বা হইলা তুমি আমার উপর।'
—পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

**গৌর—১৩৬,**
(আ গৌরী)। পীত, হরিদ্রাবর্ণ ফরসা। [সং গৌর্+অ]।
তু গৌর কান্তি।'—ভারতচন্দ্র।
'চম্পক দাম গৌরী।'—ঐ।
গৌরদুকুল।'—গীত গোবিন্দ।

**গৌরী পার্বতী—৩১**
(আ গৌরী পার্ব্বতি)। গৌরী এবং পার্বতী দুর্গা-র অপর দুই নাম। গ্রন্থে কবির নামের স্থলে এই ভণিতার ব্যবহার সর্বত্রই আছে। (ভূমিকা দ্রঃ)।

**গ্রহণ—১০৪**
(আ গ্রহন)। গ্রহাদির গ্রাস বা অদৃশ্য হওন, রাহুগ্রাস।' রাহু কর্তৃক চন্দ্র-সূর্যকে গ্রাস করাকে গ্রহণ বলে। (সং √গ্রহ+ অন(ভা)]।

**গ্রাস—১০৪**
ভক্ষণ, গলাধঃকরণ, গেলা। (পঞ্চগ্রাস দ্রঃ)। [সং. √গ্রস+অ (ভা)]।
তু 'ছোট গ্রাস তোলে যেন তে-আটিয়া তাল।'—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

**গ্রাসি—১৭২**
গ্রাস। ছন্দের মিলের জন্য 'গ্রাসি।'

**গ্রীবার—৮৭**
গলদেশের, ঘাড়ের। [সং√গৄ+ব (ণ) +আ=গ্রীবা]।

**গ্রোখহরিহর—১, ৩, ৫, ১৮, ৩১**
গোরক্ষ নাথ। (ভূমিকা দ্রঃ)।

## ঘ

**ঘট—১৬৫, ১৭২, ১৭৪**
(আ ঘটী, ঘট)। যা মৃত্তিকাদি দ্বারা ঘটে কলস, কুম্ভ। যোগের ভাষায় দেহ বা কায়া। [সং √ঘট্+অ]।
তু 'আত্মরূপে সর্বঘটে ভ্রমিয়া বেড়ায়।
—মহাভারত।
'তুমি সর্বঘটময়া।'—বাইশ কবি মনসা।
সর্বঘটে আছ কৃষ্ণ।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**ঘটক—১১**
সংঘটনকর্তা, ঘটয়িতা বিবাহের সম্বন্ধ স্থাপনকারী ব্যক্তি। [সং √ঘট্+অক (র্তৃ)]।
ত 'ঘটক নারদ ভায়া।'—ভারতচন্দ্র
'ঘটকেরা কুলক্ষয়।'—ঐ।

**ঘটিল—১৪৫**
সংঘটিত হল। [বাঙ্ √ঘট্ (সং √ঘট্) +আ=ঘটা-ক্রিয়ার সঙ্গে ইল (অতীতে) প্রত্যয় যোগে, তু 'পালি√ঘট্; প্রা. √ঘড]।
তু 'লাভে হইতে মোর ফের ঘটে।'
—ভারতচন্দ্র।
'বিঘটি কি ঘটল চকোরক জোর।'
—গোবিন্দদাস।

**ঘড়া—১০৮**
কলসী, বড় কলসী, পিতলের কলসী। [সং. ঘট> প্রা ঘড> বাঙ্ ঘড়া, হি মরাঠী, পাঞ্জা, ঘড়া, গুজ ঘড, ওড়ি ঘরা, ঘয়লা (মালদহ)]।
তু. 'একঘড়া ধন।'—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী
'খাওয়াইল বাসনে বারুণী বার ঘড়া।'
—শ্রীধর্মমঙ্গল (ধন)।

**ঘনেঘন—৯৬, ১৪২**
ঘনঘন, নিরবকাশ, নিরন্তর। [সং √হন্+অ(র্ম), কাঠিন্যার্থে হন্> ঘন]।
তু 'ঘন ঘন ঘন ঘন গাজে।'
—ভারতচন্দ্র।
'ঘন ঘনাকারে রেণু উড়িল।'
—মেঘনাদ বধ।

**ঘর—৫৮, ৬১, ১৩৪**
গৃহ, বাড়ী। [সং গৃহ, পালি গহ, ঘর; প্রা ঘর, হি মরাঠী, মৈ ঐ]।
তু 'বিরহিনী চলি গেল ঘর।'
—মীন চেতন।
'অভিমানে ঘর ছাড় কেনি।'
—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।
'ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।'
—চণ্ডী দাস।

**ঘর্ম—**
(আ ঘর্ম্ম)। যা গাত্র থেকে ক্ষরে, শ্রমবারি, স্বেদ ঘাম। [স' √ঘৃ (ক্ষরণ) +ম (ণ)]।

**ঘাও—৩৭, ১১৬**
আঘাত, চোট। [সং ঘাত> প্রা ঘায, ঘাঅ> বা. ঘাও, ঘা; হি. মরাঠী-ঘায; মৈ.ঘাও; ওড়ি ঘা]।
তু 'এক ঘায়ে বাঘাতরে ত্যাজিল জীবন।'
—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।
'সেই ঘায় গঙ্গা-পুত্র হৈল অচেতন।'
—মহাভারত।

'বুকে ঘাঅ দিল।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন
'শিলা-তৃণ অঙ্কুরে লাগযে যদি ঘাও।'
—বাসপঞ্চাধ্যায়।

**ঘাএ—১৪১**
(ঘাও দ্রঃ)।
তু 'পড়ে বক্ত কণ্টকের ঘাএ।'—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা।

**ঘাট—৬৭**
পুকুর, নদী প্রভৃতি জলাশয়ে অবতরণ স্থান। [সং ঘট্ট, হি মরাঠী, গুজ, মৈ, অস ঘাট]।
তু 'বরণ গোরী, পেখনু ঘাটের কূলে।'
—চণ্ডীদাস।

**ঘাট (ত্রিপিনীর ঘাট)—৮১, ১৫২**
ত্রিবেনীর ঘাট। গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী নদীত্রয়ের মিলন স্থল। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**ঘাটা—১২২**
ঘাট।

**ঘাটে—৬৭, ১১৪**
তু 'সেই ঘাটে দান সাধে ঘাটের জগাতী।'
—মনসার ভাসান।
'বেহুলা আইল সেই ঘাটে।'—ঐ।

**ঘাটে (ক্ষেমাইর থানা)—১৫৬**
খুব সম্ভব ত্রিপিনীর ঘাট। কারণ সেখানেই 'ক্ষেমা' অর্থাৎ নিবৃত্তির রাজ্য আরম্ভ।

**ঘাত—১৪৫**
আঘাত, দুঃখ। [√হন্+অ (ভা)]
তু 'বুকে মারি ঘাত।'—মীনচেতন।

**ঘাতিনী—৩২**
হন্তা, বধকারিনী। [ঘাত+ইন+ঈ]।
তু 'পতিঘাতিনী।'—রামায়ণ (কাশীনাথ সং)]।

**ঘিউ—১৬১**
ঘৃত। [সং. ঘৃত> প্রা. ঘিঅ> বাঙ্. ঘিউ'

ঘিই (মধ্যবাঙ্.), ঘি; হি. পাঞ্জা. ঘিউ; মৈ. ঘী; ওড়ি. ঘিঅ]।
তু. 'কটোরা ভরি ঘিউ।'—গোবিন্দদাস
'দুর্বলা দিল ঘি।'—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

**ঘুঙ্গরি—৮৮**
(ঘুঙুর)। নূপুর, কিঙ্কিনী। [সং. ঘর্ঘরা হি. ঘুঁঘরু; মরাঠী-ঘুংগুর; মৈ. ঘুঘুরু; পূর্ব বঙ্গে ঘুগরা বা গুগ্‌রা]।
তু. 'চরণে ঘুঙ্গর বোল।'—জ্ঞানদাস।
'ঘুঙ্গুর বাজে।'—ভক্তমাল গ্রন্থ।

**ঘুচাইয়া—৭৪**
সরিয়ে, অপসৃত করে। [বাঙ্. ঘুচা (√ঘুচ্+আ) ক্রিয়া. তু. হি. √ঘুসা—দূর হয়ে যাওয়া; মরাঠী- √ঘস; অস. √গুচ্—তিরোহিত হওয়া]।
তু. 'কাঞ্চুলি ঘুচাএ বাধা দেহ মোরে কোল।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'লোহার বাসর দেখে কপাট ঘুচাইয়া।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**ঘুচিল—১১৩, ১১৭, ১৮২**
লোপ পেল, অপসৃত হল।

**ঘুণ—৬১**
(আ. ঘুন)। কাঠভক্ষণকারী পোকাবিশেষ [সং √ঘুণ্ (ভ্রমণ)+অ; হি মৈ ঘুন]।
তু. 'পাষাণ বিন্ধিল ঘুণে।'
—বঙ্গ সাহিত পরিচয়।
'পাঞ্জর দহিল কালঘুণে।'
—ময়নামতীর গান।

**ঘুষিব—৪৫**
(আ. ঘুশিব)। ঘোষণা করবে, প্রচার করবে। [বাঙ্. √ঘুষ্ (সং ঘুষ্)+আ= ঘুষা, ঘোষা ক্রিয়া; প্রা. √ঘুস]।
তু. 'এই যশঃ আমার ঘুষিবে ত্রিভুবনে।'
—রামায়ণ।
'লোকে ঘোষে অপযশ।'—ক.ক-চণ্ডী।
'ঘুষিবে পৌরুষ।'—মনসামঙ্গল।

**ঘৃতের—১১২**
(আ ঘ্রির্তের)। ঘিয়ের। [সং. √ঘৃ+ত (র্ম)=ঘৃত (যা ক্ষরিত হয় বা যা দ্বারা বহ্নি দীপ্ত হয়)]।
তু 'ঘৃত পক্ক লুচি।'—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘন)।

**ঘোড়া—১৪, ৫৮, ১৩৭**
অশ্ব, তুরঙ্গ। [সং ঘোটক>প্রা ঘোডঅ, ঘোড়অ>বাঙ্ ঘোড়া; হি, পাঞ্জা মৈ. ঘোড়া; মরাঠী-ঘোড়, ঘোড়া; গুজ, সিন্ধী-ঘোড; তেলেগু-গুর্‌রম]।

**ঘোর—১৬২**
ভীষণ, ভয়ানক, দারুণ। [সং. √ঘুর্ (ভীষণীভাব)+অ(র্তৃ)]।
তু 'তুমি বিনা মোর, ঘর হৈল ঘোর।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'আমি চক্ষুতে দেখি ঘোর।'—মনসামঙ্গল।

**ঘোষণা—১২৮, ১৪৬, ১৪৮**
(আ ঘোষনা)। নামখ্যাতি, কীর্তিকথা, প্রচার। [সং √ঘুষ্+অন (ভা)+আ]।
তু 'ঘোষণা রাখিব বীরের অবনী ভিতরে।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'রথের ঘোষণা।'—মহাভারত (বিজয়)।

**চকমাক—১২৭**
অগ্নি-প্রস্তর, যে পাথর থেকে আঘাতে অগ্নি বের হয়। [তুর্কী-চক্‌মক্ (আলো-জ্বালা); ফা চক্‌মাক্; হি মরাঠী-চক্‌মক্]।
তু 'এ দাঁড় বহে, ও চকমকি নিয়ে আগুন করে।'—আলালের ঘরের দুলাল।
'নে কয়লা চকমকী আর হুঁকো।'
—দাশুরায়ের পাঁচালী।

**চকি**—১৭৫

পাহারা। [হি.চৌকী, চৌকি> বাঙ্ চকি (অপ্র)]।

তু '...তোমার চকি থাকে।'
—মীনচেতন।

'পথে পথে চকি খাড়া।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**চকিখানা**—১৭৫

প্রহরীর ঘাঁটি।

**চক্র**—৪২

চাকা, সুদর্শন চক্র।

[সং √কৃ+অ (ঘঞর্থে ক); ফা চর্খ্; Av. chakhra; তু 'চক্কর'-কুণ্ডল]।

তু 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ।'

'দেব চক্র না বুঝিবে মনুষ্য বর্বর।'
—বিষহরি ও পদাবতীর পাঁচালী।

'এ সংসারের অনন্ত চক্র দয়াদাক্ষিণ্যশূন্য।'
—বঙ্কিম।

**চক্ষ্**—২৯, ৪৪, ৫১, ৮২, ১৪৮

(আ চক্ষি)। নয়ন, চোখ। [সং চক্ষু (√চক্ষ্+উস্ (ণ); প্রা চক্খু; হি.গুজ. চক্ষু; চক্ষুর আঞ্চলিক এবং বিকৃত রূপ চক্ষি]।

**চক্ষ্মূলে**—১৮২

(আ চক্ষিমূলে)। চোখে।

**চক্ষ্**—২৯. ৪৪, ৫১, ১৪৮

নয়ন. চোখ।

**চক্ষ্দান**—১৪৮

দৃষ্টিশক্তি দান।

তু 'অন্ধজন শুনিলে সে পায় চক্ষু দান।'
—মীনচেতন।

'দুটি চক্ষুদান দিল দিয়া চূণ কালী।'
—শিবায়ন।

**চঞ্চল**—১০৮, ১১০

(আ ছঞ্চাল, ছঞ্চল)। অতিশয় বা পুনঃ পুনঃ চল, অস্থির। [সং.√চল্+যঙ্লুক +অ (র্তৃ)]।

তু 'আমি নহিয়ে চঞ্চল।'; 'চঞ্চলের বুদ্ধ্যে আজি প্রাণ হারাই।'—চৈতন্য ভাগবত।

**চটকে**—১২৬, ১৬২

(আ ছটকে)। সৌন্দর্যে, মনোহারিতায়, বাহারে। [দেশী চটক; তু হি চটক; মরাঠী চটক—কৌশল; গু চটক—টকটকে লাল]।

তু 'চটকের রূপে মন চটা যায়।'
—বিহারীলাল চক্রবর্তী।

'সুন্দর কটক, চটকে তাটক, লাগল কামের আঁখি।'—রায় শেখর পদাবলী।

**চড়াইল**—১১৯

আরোপ করল. লাগাল।

[বাঙ্ √চড়+আ=চড়া ক্রিয়া]।

**চড়িতে**—৫৮

আরোহণ করতে. উপরে উঠতে।

[সং আ+√রুহ্.√চট্> প্রা চড> বাঙ্ √চড. চঢ়; হি, মৈ,√চঢ়; গুজ. √চড, চঢ]।

তু 'তহিঁ চডি।'—চর্যাপদ।

তু 'চঢ়িলী রাধা নাএ।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'রতি চতুর্দোলে চড়ে।'
—কবি কঙ্কণ চণ্ডী।

**চড়িয়া**—১৪

আরোহণ করে। [চড়িতে দ্রঃ]।

তু 'মহাপাপ মোর স্কন্ধে চড়ে।'
—মহাভারত।

**চণ্ডাল**—১০৩, ১০৪

(আ চাণ্ডাল)। ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জাত সন্তান এবং তাদের দ্বারা গঠিত জাতি বিশেষ, চাঁড়াল।

[সং. √চণ্ড্+আল, চণ্ড+√অল+অ (র্তৃ)]।
তু 'চণ্ডালী হইল মোর কৈকেয়ী সতিনী।'
—রামায়ণ।

**চণ্ডিকারে—৯৩**
দুর্গাকে। [চণ্ডী দ্রঃ]।

**চণ্ডী—৩২**
(আ চণ্ডি)। মূলতঃ অনার্যদের দ্বারা পূজিত এবং পরবর্তীকালে দুর্গার রূপ বিশেষে আর্যদের দ্বারা পূজিত দেবী।
(সং √চণ্ড্+অ (র্তৃ)+ঈ]।
তু 'চণ্ডী হৈল অশুদ্ধ তখন।'—রামায়ণ।
'চণ্ডী তার নাম।'—ভারতচন্দ্র।
'গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী।'
— ভারতচন্দ্র।

**চতুর—২০**
চার। [সং চত্বারঃ, চতুঃ, ফা চাহার; Av Chathru; L quatuor; R. Chetvero (চিত্রের)]।

**চতুরদশ—৭৫**
(আ চতুরদষ)। চতুর্দশ, চৌদ্দ।
[সং চতুর্+দশ্‌ন]।

**চতুরদশ ভুবন—৭৫**
চৌদ্দভুবন। (চৌদ্দ ভুবন দ্রঃ)।

**চতুরভুজা—৯৩**
(চতুর্ভুজা)। চার হাত বিশিষ্টা।
(চতুর+ভুজা)।

**চতুরমুখী—৬৭, ১০২**
চতুর্মুখ অর্থাৎ ব্রহ্মা অর্থে। চার মুখ বিশিষ্ট। একমতে শিবের অপর নাম চতুর্মুখ। [বহুব্রী]।
তু 'বজ্রর পড়ুক চতুর্মুখের মাথায়।'
—ভারতচন্দ্র।
'আমার সৃষ্টি করা চতুর্মুখ।'
—দাশু রায়।

**চন্দন—১৩, ৬৮, ৮৯, ১৫৭**
'আহলাদ জনক', আনন্দজনক, সুগন্ধ কাঠ বিশেষ, চন্দন কাঠ বা গাছ।
[সং√চন্দ+অন (র্তৃ)]।
তু 'চন্দন চাঁদনি রাতি।'—গোবিন্দ দাস।
'সজনি কানু সে বরজ ভুজঙ্গ। সো মঝু হৃদয়-চন্দনসহে লাগল।'—গোবিন্দ দাস।

**চন্দনা—৭**
পুঁথির নায়ক গুপিচন্দ্রের এক স্ত্রী। পাখায় রক্ত চন্দনের মত চিহ্নযুক্ত একজাতীয় টিয়া।

**চন্দ্র—৩, ৫৩, ৮৩, ১২২, ১৬১, ১৬৮, ১৬৯ ১৭১**
চাঁদ। [সং √চন্দ্+র (র্ত)। পুরাণমতে, ব্রহ্মার মানস পুত্র অত্রি মুনির নেত্রনীর থেকে চন্দ্রের জন্ম। মহাভারত মতে সমুদ্র মন্থনে প্রাপ্ত চতুর্দশ রত্নের মধ্যে চন্দ্র একতম। রোহিণী প্রভৃতি দক্ষের ২৭জন কন্যাকে চন্দ্র বিবাহ করেন। রোহিণীর প্রতি অত্যধিক আসক্তি হেতু অন্যান্য কন্যাদের অভিযোগের ফলে দক্ষ কর্তৃক শাপান্বিত হয়ে চন্দ্র ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হলে কন্যাদেরই প্রার্থনায় 'চন্দ্রের এক পক্ষে ক্ষয় এবং অন্য পক্ষে বৃদ্ধি হবে' দক্ষ এ বর দেন। দেবীপুরাণমতে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের পর্যায়ক্রমে চন্দ্র কলা ভক্ষণ হেতু চন্দ্রের ক্ষয় হয়। এক মতে শিবের ললাট দেশ থেকে চন্দ্রের জন্ম।
তন্ত্র শাস্ত্র মতে দেহের শুক্র হচ্ছে চন্দ্র। রজঃ বহনকারী দেহের বাম পার্শ্বে অবস্থিত ইড়া নাড়ীর অপর নাম চন্দ্র। শুক্র অর্থে চন্দ্রের ব্যবহার সাধারণভাবে প্রচলিত। তু.
'মাংসে মাংস বাড়ে ঘৃতে বাড়ে বল।
দুধে চন্দ্র বাড়ে শাকে বাড়ে মল।।'
—ডাকের বচন।

**চন্দ্র কিশোর—৪১**
(আ চন্দ্র কিসর)। এক কল্পিত রাজার নাম।

**চন্দ্র সূর্য—১৫৮**
(আ চন্দ্র ষুর্জ্জ)। চন্দ্র ও সূর্য। যোগের ভাষায় ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী হয়।

**চম্পকের—১২৫, ১২৬**
চাঁপাফুলের। [সং √চম্প+অক্ (র্তৃ) =চম্পক; প্রা চম্প অ)।
তু 'চম্পকদাম গৌরী।'—ভারতচন্দ্র।

**চর—৯৫**
নদী গর্ভে পলি পড়ে উৎপন্ন উন্নত স্থল-ভাগ। [দেশী; তু সং তট, তটা; হি. চর; মরাঠী-চঢ়—উচ্চতা]। চড়া।
'চরে পাছে ঠেকে ডিঙ্গিখান।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'রেণুময় চরে।'—সদভাব শতক।

**চরণ—১, ২, ৪, ৭, ১৬, ৩২, ৩৪, ৫১**
(আ. চরন, চবোন)। পদ, পাদ, পা, যা দ্বারা চলা যায়। [সং. √চর্+অন]।

**চরণে—৫, ৩৪, ৬৪**
(আ চরোনে, চরনে)। পাযে। [চরণ দ্রঃ]।
'মাসির চবণে, ফহিয়া বচনে,, গোপতে আনিবে বহুঁ।'—রায় শেখর পদাবলী।

**চরায়—৩৮, ৩৯**
(আ. চবায, চবাএ)। তৃণাদি ভক্ষণ করায়। [বাঙ. √চর্ (সং. √চর্)+আ =চরা ক্রিয়া]।
তু. 'আমি (উষ্ট্র) মুখ···বাড়াইয়া চরাই।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'সব পশু ওর গোচরে, না চরালে কেবা চরে।'
—দাশুরায়ের পাচাঁলী।

**চরাইতে—৩২**
তৃণাদি ভক্ষণ করাতে। [চরায় দ্রঃ]।

**চর্ম—৯৮**
(আ. চন্ম)। চামড়া, ত্বক। [সং. √চর্ +ম (ণে)]। মধ্য যুগে 'চন্ম' শব্দের প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়।

**চলি—১১৪**
(আ. চলী, চলি)। গিয়ে, গমন করে। [বাঙ্. √চল্ (সং. √চল্)+আ=চলা ক্রিয়ার অসমাপিকা রূপ চলিয়া>(কাব্যে) চলি; প্রা. √চল; হি মরাঠী-√চল; গুজ. √চলি]। তু. 'শ্রীরাম চলিতে পথে চলেন লক্ষ্মণ।—রামায়ণ।

'স্নানেরে চলিল।'—মহাভারত।
'চল সন্ধ্যা কর গিয়া।'—চৈ, ভাগবত।

**চাই—৭৮,**
ইচ্ছা বা কামনা করি, বাঞ্ছা করি। [বাঙ. √চাহ্+আ=চাওয়া ক্রিয়া; সং. √বাঞ্ছ> প্রা. √চাহ> বাঙ. √চাহ্, হি. মৈ. √চাহ্]।
তু. 'নাহি চাহি তোমার ধন।'—মীনচেতন।
'চাহি বাসা-প্রসাদ।'—চৈ. চরিতামৃত।

**চাইর—৫৭, ৭৫, ২১৫**
চার। ৪ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং চতুর; অর্ধ মাগধী–চত্তারি (চত্বারি); চারি> চাইর]।

**চাইল—৭৮**
ইচ্ছা প্রকাশ করল। [চাই দ্রঃ]।
তু. 'পিতৃ-পিতামহ-পূর্ব বাক্য হতে চায়।'
—শিবায়ন।

**চাউলের—৭৩**
চালের, তণ্ডুলের। [দেশী? তু. সং. তণ্ডুল; হি. চাব্‌ল; মরাঠী-তান্দুল; মৈ. চাউব্; ওড়ি. চাইল; প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্. তাঁড়ুল, তাঁউল, চাঁলু, চাঁউলা, তণ্ডুলী; পূর্ব বাঙ. চাইল,]।
তু. 'হাটে না বিকায় চাউল।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

**চাএ, (চাষ)—৬১**
দেখে, অবলোকন করে। [সং √চায়্—চাক্ষুষজ্ঞান, হি √চাহ্ (√সং চক্ষ> চক্‌খ> √চাখ> √চাহ?)।
তু 'যে পথে কুশল হয় সেই পথ চাহ।'
—মহাভারত (বিজয়)।
'সম্বিল যুগল অস্ত্র উত্তর (দিক) চাহিয়া'।
—মহাভারত।

**চাঁদের—৫**
চন্দ্রের। [সং চন্দ্র, পালি চন্দ, প্রা চংদ> বাঙ্ চাঁদ, হি মরাঠী, গুজ ওড়ি. চাংদ, পাঞ্জা. চংদ, সি চংডু, মৈ চাঁদ অস, চান্দ]।
তু 'কপালে তিলক চাঁদ।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'চাঁদ মুখে চুম্বন করে মুখ চাদে।'
—শ্রী ধর্মমঙ্গল (ঘন)।

**চাকা—৩৫**
চক্র। [সং. চক্র> পালি, প্রা চক্‌ক> বাঙ্ চাক, চাকা, হি চক্কা]।
তু 'তোমার হাতের বাঁধনটা চাকার উপরে রাখ।'— বঙ্কিমচন্দ্র।

**চাকিকড়ি—৮৬**
চাকি অর্থাৎ চক্রাকারে নির্মিত কড়ি এবং স্ত্রীবার কর্ণভূষণ বিশেষ। [বাঙ্ চাক্+ই=চাকি+কড়ি]।
তু 'কনক নাগে কৈলা কর্ণের চাকি।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'উপর কর্ণে চাকি পরে।'—ঐ।

**চাকি কুণ্ডল—১৫০**
(পাদটীকা দ্রঃ)।

**চাতুরী—১৩১**
(আ চাত্তরি)। চতুরতা, ছল। [সং. চতুর+অ(ভা)+ঈ]।
তু 'রাজার চাতুরী।'—রামায়ণ।

**চান্দোয়া—১৩৬**
চাঁদোয়া, চন্দ্রাতপ। [সং চন্দ্রাতপ, হি. চংদবা, মরাঠী-চাংদ্‌বা; প্রা বাঙ্ চাঁদআ]।
তু 'চাঁদআ টানাল্য।'—রামায়ণ।
'চান্দোয়া'—চৈতন্য ভাগবত, বিষহরি ও পদ্মাবতী ও বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**চাপদাড়ি—৭৩**
মুখমণ্ডল ব্যাপী জমাট দাড়ি।
[সং চাপট> চাপড থেকে বাঙ্ চাপ+দাড়ি (সং দাঢিকা), চাপ শব্দ খুব সম্ভব দেশী]।
তু 'মুখে পাকা চাঁপদাড়ি।'
— বাইশ কবিমনসা।
'চাঁদ মুখে চাঁপদাড়ি।' - বিদ্যাসুন্দর।

**চাপাএ—১৬২**
চাপায়, চাপ বা ভর দেয়।
[বাঙ্ √চাপ (সং √চপ্)+আ=চাপা ক্রিয়া]। তু 'বুকে চাপাইল তার পর্বত শিখর।'—রামায়ণ।
'পাথর চাপায়।'— ভারতচন্দ্র।

**চাপালি—১২৬**
চপল বা চঞ্চল স্বার্থ। [সং √চপ+অল (র্ত)]।

**চাবায়—৭৪**
চর্বণ করে, চিবায়। [সং √চর্ব> প্রা. (√চব্ব) √চাব্> বাঙ্ √চাবা, হি চাব্, Eng. Chew.]।
তু 'চানা চাবায়।'—চৈতন্য চরিতামৃত।
'চনা চাবাইয়া।'—ভক্তমাল গ্রন্থ।

**চামর—৩৫, ৯৮**
চমরী গরুর পুচ্ছনির্মিত ব্যজন। সাধারণ অর্থে ব্যজন বা হাতপাখা জাতীয় বস্তু।
[সং চমরী+অ=চামর, হি চৌরী, ওড়ি চঁঅর; মধ্য বাঙ্ চোয়র, চোওর, চোমর]।
তু 'কেশ নিঙ্গারিতে বহে জলধারা। চামরে

গলয়ে জনু মোতিমহারা।'—বিদ্যাপতি।
'চামর ঢুলান।'—রামায়ণ।

**চাম্পার**—১২৬
চম্পক বা চাঁপাফুলের।
[সং চম্পক; হি. চংপা; মরাঠি-চাংপা; গু চংপু, চাংপু]।
তু 'চাম্পা ফুল।'—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**চারি**—১৩, ২৪, ৩২, ৫৬, ৭১, ৯০, ১২৬, ১২৯, ১৩১
(আ চারি, চারী)। [সং. চতুর্—চত্বারঃ, চত্বারি > প্রা চত্তার, চারি > বাঙ্. চারি, চার; ফা চাহার; মৈ. চারি; হি. মরাঠি; গুজ. চার]।

**চারিজন**—১৭৩, ১৭৬
(আ চারী)। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**চালেচালে**—১৭৭
এক চালের সঙ্গে লাগান অন্য চাল। অত্যন্ত ঘনবসতি। [সং চাল (√চল্ + অ (ণ) > বাঙ্ 'চাল' শব্দের এক অর্থ গৃহাদির কাঁচা আচ্ছাদন বা ছাদ। বাঙ্. চাল' শব্দ খুব সম্ভব দেশী; মৈ চার]।
তু 'বড় ঘরের চাল।'—রামায়ণ।
'চালেতে পেচক ডাকে।'—মহাভারত।
'নগরে মনিশ্র্ব নাই ঘর চালে চালে।'
—মীনচেতন।

**চালের**—১১১
চাল থেকে নেওয়া। [চাল দ্রঃ]।

**চাষ**—৬১
কৃষি, ভূমিকর্ষণ। [সং √চষ্ + অ (ভা)]।
তু 'চাষ চষি।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'চাষ।'—শিবায়ন।
'চাস করে।'—ভক্তমাল গ্রন্থ।

**চাহিতে**—১৬৭
(চাইতে)। চেয়ে, অপেক্ষা (গৌণার্থে)।
(হি. চাহি; √চাহ + ইত + এ (?)]।

তু. 'এ বস্ত্র দিগে চাইতে আমার বস্ত্র পচা।'
—বিষহরি ও পদ্মাবতী।
'কিবা হয় কোটি মণি সে নখ চাহিতে।'
—চৈতন্য ভগবত।
'খাবার চাইতে খিদের আদর।'
—রবীন্দ্রনাথ।

**চিঁড়া**—১৩৯
(আ চিড়া)। ভিজা ধান ঈষৎ ভেজে ঢেঁকিতে পেষণ পূর্বক প্রস্তুত খাদ্য; চিপিটক।
[সং চিপিটক > প্রা চিইডঅ (সম্ভাব্য) > বাঙ্ চিড়া, চিঁড়া; হি চিড়্‌বা, চূড়া, চুরা; মৈ চূড়া (সং চিপুট); ওড়ি চিড়া]।
তু 'চিড়্যা'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী;
'চিড়া', 'চিঁড়া'—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘন)।

**চিকন**—৯৫
চকচকে, উজ্জ্বল। [সং চিক্কণ; হি চিক্‌না মরাঠি-চিকণ; গুজ চিকণু; মৈ চিকণ; ফা চিকন--সূচিকর্ম; তেলেগু-'চিককনি; —সুন্দর]।
তু 'চূড়া চিকণ বনান।'—জ্ঞানদাস।
'চিকন দেহা।'—চণ্ডীদাস।
'বরণ চিকণ কালা।'—ভারতচন্দ্র।

**চিজে**—১৭৩
পদার্থে, দ্রব্যে। [ফা. চীজ]
তু 'সে পদ পূজিলে পাব সেই পদে ঠাঁই।
হায়রে পূজিব কিসে কোন চীজ নাই॥'
—অনুদামঙ্গল।
'খাওনের চিজ নহে কাটিয়া খাইব।'
—পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

**চিত**—৪৪
চিত্ত, মন, হৃদয়, অন্তঃকরণ। [সং √চিত্ + ত (ণ) = চিত্ত > প্রা চিত্ত > বাঙ্ চীত, চিত; হি. মৈ ঐ]।
তু. 'হেন বুঝি চিতে।'—চণ্ডীদাস।
'চমকে চীত।'—চণ্ডীদাস।
'উমা-পদে হিত-চিত।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**চিতর**—১৪১
(আ চিতোর)। চিৎ, ঊর্ধমুখ হয়ে শায়িত। [হি মৈ চিত; মরাঠি, গুজ চীত; বাঙ্. চিৎ, র-আগমে চিতর (অপ্র )]।
তু 'চিতর।'—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**চিত্ত**—৩০, ৪৩, ৯৬, ১১০
(আ চিত্র. চির্ত্ত, চিত্য)। [চিত দ্রঃ]।
তু 'কবির চিত্ত ফুলবন মধু।'—মাইকেল।

**চিন**—৬২
চিহ্নে বা লক্ষণে জান, পরিচয় লাভ কর, পরামর্থভাবে বা স্বরূপে জান।
[বাঙ্ √চিন্ (সং √চিহ্ন)+আ=চিনা ক্রিয়া]।
তু.'হয় নয় চিন মিত্র গীতাব ভূষণ।'
—বামায়ণ।
'কতবাব দেখিযাছি নাহি চিন কেনে।'
—মহাভারত।

**চিন**—১২২
লক্ষণ, নিদর্শন, চিহ্ন।
[সং চিহ্ন> পালি চিন্হ, প্রা চিণ্হ> বাঙ্ চীন, চিন; হি চীনহ; মবাঠি-চিন্হ; পাঞ্জা চিহণ্; সিন্ধী-চিহনু; নেপালী-চীংনু ]।
তু.'আজি হৈতে সম্পদের চিন।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'দুঃখ ঘোচে কালুয়ার হেন দেখি চিন।
—মনসামঙ্গল (বিজয়)।
'নাহি ছিল বন্ন চিন।'—শূন্য পুবাণ।
'গায়ে নানা তীর্থ-চীন।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**চীনি**—৮২
পরিচয় লাভ করি। [চিন দ্রঃ]।

**চিন্ত**—৫৬, ৫৭
চিন্তা কর, ভাব, বুঝ। [সং.√চিন্ত > প্রা.√চিংত; হি. গুজ.√চিংত]।
তু. 'চিন্ত উপাএ।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'বিবাহের কার্য্য মনে চিন্তে।'
—চৈতন্য ভগবত।
'চিন্তিতে··একচিতে দেবরাজ তনু হইতে হইল প্রকৃতি।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**চিন্তা**—৫, ৫২, ১৩২
চিন্তন, মনন, ভাবনা। [সং.√চিন্ত+অ (ভা)+আ]।

**চিন্তিত**—১৭, ৯০
(আ. চিন্তিৎ)। ভাবিত, উদ্বিগ্ন। [সং. √চিন্ত+ত (র্ম, র্তৃ)]।

**চিরি**—১৩৫
ফাঁক করে, বিদাবণ করে।
[বাঙ্ √চিব+আ=চিরা ক্রিয়া; হি. চিবনা; সং. চীর্ণ (বিদীর্ণ, খণ্ডিত)> √চিব; গু. মৈ. চীব> √চীব]।
তু. 'চিবনীতে চিবিয়া চিকুব বদ্ধ কৈল।'
---শ্রীধর্মমঙ্গল (মানিক)।
'পাট চিরি নাও দিল।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'কুচ গিরি, নখাঘাতে চিব চিবি।'
—ভারতচন্দ্র।

**চিরণী**—৮৫, ১৩৫
(আ. চিবোনী)। যা দ্বারা চুল চিরে বা আঁচড়ায়, কাঁকই।
[চিবি দ্রঃ। বাঙ্. √চির+উনি (ণ)]।
তু. 'শিরে না দেও চিরণী।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**চিরে কেশ**—৮৫
(আ. চিবে কেষ)। মাথার চুল দুভাগ করে সীঁথি কাটে। [চিবি দ্রঃ]।

**চুকাইর**—১১৬
চুকাই ফলের। অম্ল স্বাদ বিশিষ্ট এক প্রকার গোলাকার ছোট ফল।
(চুকা+ই=চুকাই; চুকা <সং চুক্র, চুক্রা (অম্ল, টক); হি. চুকা; মরাঠী.চুকা]।
তু. 'ঘোল চুকা কি মধুর।'—মনসামঙ্গল।

**চুম্ব—৫৫, ৭৮**
(আ . চুম্ব)। চুম্বন, চুমা, ওষ্ঠাধর দ্বারা স্পর্শ। [সং. √চু্‌ন্‌+অ, (ভা); মৈ. চুম্মা, চুমা; ওড়ি. চুম্ব; অস. চুমা]।
তু. 'বসে চুম্ব চাহ।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'মুখে চুম্ব দিল।'—মহাভারত।
'চুম্ব দেউক।'—রামায়ণ।

**চুরি—১৩৬, ১৭২, ১৭৫, ১৭৬**
অপহরণ, চৌর্য। [সং.>চৌর্য>প্রা. চোরিঅ>বাঙ. (চোরি) চুরি; হি. মরাঠী গুজ. চোরী]।
তু. 'তোর জিম্মা মোর পুরী, বিদ্যার মন্দিরে চুরি।'—ভারতচন্দ্র।

**চুল—৪২, ৬৩, ৯৯**
কেশ। [সং. চুল; তু. সং. চূড়া (শিখা); প্রা. চূল; হি. বাল, চুল (শিখা); মরাঠী-বাল; ওড়ি. বাল]।
তু. 'নাহি বান্ধে চুলি।'—রামায়ণ।
'ফুলের গাথনি, দেখয়ে খসায়ে চুলি।'
—চণ্ডীদাস।
'সীতার ধরে চুলে।'—রামায়ণ।

**চুলিত—২০**
চুলিতে, চুলাতে, উনুনে। বিভক্তির এ লোপে। [সং. চুল্লী; হি. চুলহা; মরাঠী. চূল; মৈ. চূল্‌হি]।
তু. 'চুলোতে রাখিয়া বেসালি।'
—পদরত্নাবলী।
'রাবনের চুলির মত জ্বলছে।'—আলালের ঘরের দুলাল।

**চূড়া—৬৫**
(আ. চূড়া)। যা উন্নমিত হয়, শীর্ষদেশ, শিখর, মস্তক। এখানে যোগের ভাষায় উষ্ণীষ কমল বা সহস্রার। [সং. √চুল (উন্নতি-)+অ (র্ম)+আ]।
তু. 'ভারত রসের চূড়া।'—ভারতচন্দ্র।

**চূড়াএ—১৭৮**
(পাদটীকা দ্রঃ)।

**চূড়ামণি—১৭৪**
(আ. চুড়ামনি)। চূড়াস্থ মণি, শিরোমণি। এখানে যোগের ভাষায় ধর্মকায় বা পরমাত্মা। ফুলের মধ্যে যেমন গন্ধ, দুগ্ধের মধ্যে যেমন ননী থাকে তেমনি শরীরের মধ্যে ধর্মকায় বা পরমাত্মা বিরাজমান।

**চেড়ী—১১৬**
(আ. চেড়ি)। দাসী। [সং. চেট, চেটক, চেড় শব্দের অর্থ 'কার্যার্থে প্রেষ-নীয়', দাস; চেড় শব্দের সঙ্গে ঈ যোগে চেড়ী, চেড়ি—দাসী; সং. √চেট (প্রেষণ) +অ (র্ম)+ঈ; প্রা. চেটিকা; তু. প্রা. চেডী, চেডীআ; পূর্ব বাঙ্‌. ছেড়ি বা ছেড়ী]।
তু. 'দুরন্ত চেড়ী।'—মাইকেল।

**চেরেঙ্গা—৩২**
চৌরঙ্গীনাথ। [পাদটীকা দ্রঃ]।

**চৈতন—২২**
শ্রী চৈতন্য। নদীয়া জেলার নবদ্বীপে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে এবং শচীদেবীর গর্ভে তিনি নিমাই নামে জন্ম-গ্রহণ করেন। বিশ্বম্ভর তাঁর অপর নাম। তাঁর প্রথমা স্ত্রী লক্ষীপ্রিয়ার সর্পাঘাতে মৃত্যু হবার পর তাঁর বৈরাগ্য ভাব উপস্থিত হয়। মায়ের পীড়াপীড়িতে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে আবার বিয়ে হয়। কিন্তু সংসারের প্রতি তাঁর আসক্তি চলে যায়। তিনি ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সংসার পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কাটে জগন্নাথ ক্ষেত্রে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে।

তিনি যে নূতন ধর্ম প্রবর্তন করেন সেই ধর্মকে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম বলা হয়। হরিনাম সঙ্কীর্তন এই ধর্মের প্রধান অঙ্গ। এই ধর্ম এক ভাবের বন্যা এনে দেয়।

অদ্বৈত ঠাকুর, স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, নিত্যানন্দ, প্রভৃতি এঁর প্রধান ভক্ত ছিলেন। তাঁকে গৌরাঙ্গ নামেও ডাকা হত। শ্রীচৈতন্যদেব নামে তিনি বিশেষ ভাবে পরিচিত। তাঁর ভক্তরা তাঁকে অবতার বলে জানেন। কেশব ভারতী 'এর সন্ন্যাসমন্ত্রদাতা।

**চৈতন—২৮, ৭০, ১১৪**
চৈতন্য, সংজ্ঞা, চেতনা। [সং √চিৎ অন (ভা)+আ=চেতনা শব্দের আঞ্চলিক রূপ]।

**চৈত্র—৯৪, ৯৫**
(আ. চৈত্রি)। চৈত্র মাস, বাঙ্. সনের দ্বাদশ মাস; চিত্রা নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী বিশিষ্ট মাস; মধুমাস। [সং চৈত্রী+অ]।

**চোবে—১৭৮**
চোয়ায় বা চুয়ায়, বিন্দু বিন্দু করে পড়ে বা ক্ষরিত হয়। [বাঙ্. √চু (সং. √চ্য) +আ=চুয়া, চোয়া > চোয়ায > চোবে]।
তু. 'সদ্য দিলহ চুয়াইয়া সাতঘড়া সুরা।'
—শ্রীধর্মমঙ্গল (মানিক)।
'স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত।'
—পদকল্পতরু।

**চোয়া—৮৯**
(আ. চোওা)। যা চুইয়ে পাওয়া যায় এমন গন্ধ দ্রব্য বিশেষ। [সং. √সু—সুবাসন্ধান; হি. চোআ; মরাঠী-চুবা; ওড়ি. চুআ, তু. প্রা. চুয়]।
তু. 'চন্দন চুয়া।'—রামায়ণ।
'গন্ধ চুয়া।'—কবি কঙ্কন-চণ্ডী।
'চন্দন চুয়া'।—ভারত চন্দ্র।

**চোর—১৬৫**
চৌর্যকারক, তস্কর। [সং. √চুর্+অ(র্তৃ)]।
তু. 'যাহার লাগিয়া, চুরি করি গিয়া সেই জন কহে চোর।'—ভারতচন্দ্র।
'এ বেটা চতুর চোর।···চিত চুরি কৈল মোর।'—ভারতচন্দ্র।

**চোরা—১৭৫, ১৭৬**
চোর, অপহারক। [চোর+আ (স্বার্থে)]। (পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।
তু. 'চোরা নাহি শুনে কভু ধর্মের কাহিনী।'
—মহাভারত।
'বিদ্যারে করিয়া চুরি এ হইল চোরা'
—ভারতচন্দ্র।

**চৌউর—৮০**
চোহুড়, চৌহুড়, লগি, ধ্বজি, নৌকা ঠেলে নিয়ে যাবার বংশ খণ্ড; পূর্ব বাঙ্. চৈড়, চৌড়, চোড়। 'আগে পানির ছিটা পরে চৈড়ের গুতা।'—পূর্ববঙ্গের লোক প্রবাদ। 'রঘুনাথ চক্রবর্তী কৃত অমর কোষের টীকায় 'নোকো দাণ্ডতি চৌড় ইতিখ্যাতে।'—বসন্ত রঞ্জন রায়।
এখানে যোগের ভাষায় ইড়া -পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**চৌচীর—৬৯**
(আ. চৌচির)। চার খণ্ডে চেরা (বিদীর্ণ), চার খণ্ডে বিভক্ত, খণ্ড বিখণ্ডি। [সং. চতুর+চির]।
তু. 'ঘন গগনে গরজে গভীর। হিয়ে সোয়ত যেঙ চৌচীর।'-বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**চৌদ্দ—৭৫**
(আ. চৌর্দ্দ)। ১৪ সংখ্যা, চতুর্দশ। [সং. চতুর্দশ > প্রা. চউদ্দহ, চোদ্দহ > বাঙ্. চউদ্দ. চৌদ্দ; হি. মৈ. চৌদহ; মরাঠী-চৌদা, পাঞ্জা, চৌদাং; গুজ, ওড়ি. চৌদ, চউদ; মাগধী চোদা; সিন্ধী চোডহঁ; ফা. চাহারদহ্]।
তু. 'চৌদ'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'চউদ্দ সহস্র।', 'ভাই চৌদ্দ জন।'
—রামায়ণ।

**চৌদশ**—১৫০
(আ . চৌদস)। চৌদ্দ। 'চৌদশ-ভুবন'- চৌদাভুবন দ্রঃ।

**চৌদাভুবন**—২৫
চতুর্দশ ভুবন। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ জন, তপ ও সত্য এই সপ্ত স্বর্গ এবং অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল এই সপ্ত পাতাল নিয়ে চৌদ্দ ভুবন।
তন্ত্রশাস্ত্র মতে দেহের মধ্যে চৌদ্দ ভুবনের অস্তিত্ব আছে। (১৪৯ পৃষ্টার পাদটীকা দ্রঃ)

**চৌরাঙ্গার**—১
চৌরঙ্গীনাথের। (ভূমিকা দ্রঃ)।

**চৌরাশি**—১, ২৮, ৩২
(আ . চৌরাসি)। চুরাশি, ৮৪ সংখ্যা। [সং চতবশীতি> পালি চতুরাসীতি, প্রা . চউরাসী> বাঙ . চৌরাশী, চৌরাশি; হি . চৌরাসী; মরাঠী-চৌর্‍্যাশী; গু চোরাসী]। তু . 'চৌরাশী লাখ।'—রামায়ণ।

**চৌলত**—৪৮, ৬৫
চৌলে, চুলুকে, গণ্ডুষে, চুমুকে। [√চুল্ (উন্নতি)+উক ?—চুলুক; চলুক-এর আঞ্চলিক রূপ—চৌলত]।

**চৌষটিট**--২৪
(আ চৌসটিট)। চৌষট্টি, ৬৪ সংখ্যা। যোগের ভাষায় চোষট্টি শব্দ বিশেষ অর্থ বোধক। বৌদ্ধ তন্ত্র মতে নির্মাণ চক্রে ৬৪ দল বিদ্যমান। তু 'এক সো পাদুমা চৌষঠ্‌ঠী পাখুড়ী।'—১০ নং চর্যা।
'চৌষাট।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
[সং চতুঃষষ্টি> পালি চতুসট্টি, প্রা . চউসট্টি >বাঙ্ . চৌষট্টি; হি চৌঁসঠ; অস . চৌষষ্টি ; গু . চোসট, চোসঠ]।

# ছ

**ছএ**—৩, ৬, ১১৩, ১১৪
(আ ছএ, ছয়ে )। ছয়, ৬ সংখ্যা। [সং ষট্; প্রা ছ, ছঅ>বাঙ্ . ছয়, ছএ (অপ্র) ; তু Gr. hex; L. sex; ger. sechs; Eng. Six]।
তু 'কার্তিকেয় ছয় মুখে খায়।'—ভারতচন্দ্র

**ছণ্ডার**—১৮০
পূর্ববঙ্গে ঘরের চালের সর্বনিম্নভাগকে 'ছঞ্চা' বলে। ছনের চাল=ছন চাল> ছঞ্চাল> ছঞ্চা হতে পারে। এদেশে টিনের প্রচলন হওয়ার আগে ছন দিয়ে ঘরের চাল তৈরী হত। আজও গ্রাম-বাঙ্‌লায় তা দেখা যায়। ছনের চাল বেয়ে যে-পানি পড়ত তাকে 'ছঞ্চার পানি' বলা হত। এই অর্থে চালেব পানিকে আজও 'ছঞ্চার পানি' বলে। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**ছটা**—৯৫, ১৩৪
(আ ছাটা)। দীপ্তি, প্রভা, আভা। [সং √ছো+অট (র্তৃ)+আ]।
তু 'মাণিকের ছটা।'—ভারতচন্দ্র।
'বুঝিলাম মহাকবি শ্লোকের ছটায়।'
—ভারতচন্দ্র।
'বন্ধুককুসচ্ছটা।'—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

**ছড়া, ছরা**—১২৪, ১৩৯
প্রাঙ্গণাদিতে জল, গোবরজল, ইত্যাদি ছিটিয়ে ঝাড়ু দেওয়া, গোবরছিটা। [সং ছটা> প্রা . ছড়া (জলবিন্দু, ছিটা)> বাঙ্ . ছড়া]।
তু . 'বরের চক্ষেতে দিল সেই জল-ছড়া।'
—বাইশ কবি মনসা।
'মোলে শেষে দিবে গোবর-ছড়া।'
—রামপ্রসাদ।

**ছত্রিশের—১২৬**
(আ ছত্তিসের)। ৩৬ সংখ্যার। [সং. ষট্‌ত্রিংশৎ> পালি ছত্তিংসতি, প্রা ছত্তীস> বাঙ্ ছত্রিশ; হি, মরাঠী-ছত্তীস; গু ছত্রীস]।
তু 'ছত্রিশ জেতে যোগী।'
—দাশুরায়ের পাঁচালী।

**ছত্রিশের রাগিনী—১২৬**
(আ ছত্তিশের রাগিনি)। সঙ্গীতে ছয় রাগের ছত্রিশ পত্নী অর্থাৎ ছয়টি মূল সুর থেকে উপজাত ছত্রিশটি প্রধান সুর।

**ছয়—১১৩**
(ছত্র দ্রঃ)।
তু 'কার্তিকেয় ছয় মুখে খায।'
—ভারতচন্দ্র

**ছল—৫৩**
কৌশল, ছলনা, শাঠ্য। [সং √ছল্+অ (ভা)]।
তু 'ছাবালেরে ছাড ছল।'—ভারতচন্দ্র।
'বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল।'
—চৈ চরিতামৃত।
'কেন চাহ—কার তরে, কত ছল ভরে।'
—রবীন্দ্রনাথ।

**ছাই—৩৯, ৪০, ৫৭, ৬৩, ৭৮**
ভস্ম, খাক। [সং ক্ষার> প্রা ছার (ছারি) > বাঙ্ ছার> ছারি> ছাই; হি ছাঈ; মৈ ছাউর; পূর্ব বাঙ্. ছালি]।
তু 'চন্দনে কি করে, ঘন করে মাখ ছাই।'
—ভারতচন্দ্র।

**ছাইলার—৩**
ছেলের, পুত্রের। [সং. ছল্লি; হি, মৈ. ছৈলা; পূর্ব বঙ্গে ছেলে অর্থে ছাইলা শব্দের প্রয়োগ আছে]।

**ছাও—১৭৭**
(আ. ছার্ত্ত)। ছা, ছানা, শাবক। [সং. শাব্> প্রা. ছাব্> বাঙ্. ছাঅ, ছাও; হি. ছাবুর, ছাবুরা; মরাঠী-ছাবুডা; গুজ. ছাবু; ওড়ি., ছুআ, ছা; পূর্ববঙ্গে ছাও]।
তু. 'ডিম্ব ভাঙ্গি ছাও হয়।'—চণ্ডিকাবিজয়।
'বাসাতে নাহি ডিম্ব ছাও কেন উড়ে।'
—মীনচেতন।

**ছাওয়াল—২৪**
(আ ছাওাল)। ছেলে, পুত্র, সন্তান। [সং. শাব্> প্রা. ছাব্, ছাবল (ছাব্+ল) স্বার্থে > বাঙ্. ছাওআল, ছাওয়াল; অস. ছাবল]।
তু 'ছাওয়াল না দেখ মোরে।'
---শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
'সর্বদেশ নষ্ট কৈলি না রাখ ছাওয়াল।'
—রামায়ণ

**ছায়া—১৪৫**
ছায়া, 'সূর্যকর-চ্ছেদক; অনাতপ, রৌদ্রাভাব। [সং. √ছো+য (র্ত্)+আ = ছায়া> ছায়া (অপ্র); ফা. সায]।
তু. 'কনকরচিত সীতার শ্রবণ কুণ্ডল। লেগেছে তাহার ছায়া গগন মণ্ডল।'
---রামায়ণ।

**ছায়াবতী—১০৯**
সূর্যের স্ত্রী সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করতে না পেরে মায়াবলে স্বীয় ছায়া থেকে নিজের অনুরূপ এক নারী মূর্তি সৃষ্টি করে তাঁকে সূর্যের কাছে রেখে এবং নিজের পুত্র-কন্যাদের ভার তার হাতে দিয়ে তাঁর পিতা ত্বষ্টার (বিশ্বকর্মা) কাছে চলে গেলে সূর্য ছায়াকে নিজ স্ত্রী সংজ্ঞা মনে করে তাঁর সঙ্গে বসবাস করেন এবং ছায়ার গর্ভে সাবর্ণি-মনু ও শনির জন্ম হয়। একদা সংজ্ঞার পুত্র শনি ছায়ার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে পদাঘাত করতে চাইলে ছায়া তাঁকে অভিশাপ দেন। সূর্য ছায়াকে তিরস্কার করলে ছায়া সংজ্ঞার বিবরণ সূর্যকে দেন। তখন সূর্য অনুসন্ধান করে সংজ্ঞাকে ফিরিয়ে আনেন এবং নিজ তেজের কিছু অংশ লাঘব করে সংজ্ঞার সঙ্গে বসবাস করতে থাকেন।

**ছাঞি—১৬৩**

ছায়া, প্রতিরূপ, সাদৃশ্য। এখানে প্রভাব অর্থে। [সং. ছায়া; প্রা. ছাহী (ছায়া); হি. ছাঁহ; ফা. সা. য়্; ছায়া > ছাঞা > ছাঞি]।

**ছাটা—৯৫**

[ছটা > ছাটা (অপ.)। কান্তি, সৌন্দর্য, শোভা]।

তু. 'নটির ছাটাএ খোপার ছাটাএ এক লাগ্য পাএ।'—গোপীচন্দ্রের গান।

**ছাড়—৫৭, ৫৯, ৬৩, ৭৮**

পরিত্যাগ কর, ত্যাগ কর। [বাঙ্. √ছাড়্ (সং স্বজ(?)+আ=ছাড়া ক্রিয়া। সং. √ছর্দ্দ, √মুচ্ > প্রা. ছড্ড্ > বাঙ্. √ছাড়; হি √ছাঁড় √ছাড়; পাঞ্জা √ছডড; ওড়ি √ছাড; সিন্ধী-ছড। 'প্রা. ত্যজ্ স্থানে ছড্ড্ আদেশে হ; বাং. ছাড়।'—বসন্তরঞ্জন রায়]।

তু. 'তুহু সব ছাড়সি প্রসূন।'

—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

'ছাড়ন্তি নিশ্বাস।'— রামায়ণ।

'ফতেমা বিবির আজ্ঞা ছাড় ছাড় ছাড়।'

—ভারতচন্দ্র।

'বদনে রুধির ছাড়ি ত্যাজিল জীবন।'

—মহাভারত (বিজয়)।

**ছাতি—১৭২, ১৭৩**

ছত্র, রৌদ্র ও বৃষ্টি এড়াবার আবরণ বিশেষ। [সং. ছত্র.> প্রা. ছত্ত > বাঙ্. ছাতা, ছাতি; হি. ছাতা; মৈ. ছত্তা, ছাতী]।

তু. 'খাটে খাটায় লাভের পাতি। তার অর্ধেক মাথায় ছাতি ॥'—খনা।

**ছাপাইয়া—৭৪**

(আ. ছাফাইয়া)। চেপে, ঢেকে। এখানে ঢেকে বা গোপন করে। [বাঙ্. √ছাপ্ (সং. √চপ্)+আ=ছাপা ক্রিয়া; হি. মরাঠী, গুজ. √ছাপ্; মৈ. √ছাপা]।

তু. 'অম্বরে বদন ছাপাই।'—বিদ্যাপতি।

'তুই নাগর বলে আনলি চোর বলে ছাপালি।'

—জামাই বারিক (দীনবন্ধু মিত্র।)

**ছারখার—১৪, ২৬, ৫৩**

ভস্মবৎ অসার, সর্বনাশ, বিনাশপ্রাপ্ত। [সং. ক্ষার > প্রা. ছার > বাঙ্. ছার+খার (<ক্ষার)]।

তু. অহঙ্কারে গেলে ছারখারে।'

—ভারতচন্দ্র।

'তুমি গেলে ছারেখারে।'—মনসার ভাসান।

**ছালা—**

বস্তা, থলে। [সং. শান > পালি, প্রা. সাণ > বাঙ্. (ছাণ) ছালা]।'

তু. 'দুইটা স্তন যেন দুইখান ছালা।'

—মনসামঙ্গল।

'ছালা হেন দুই স্তন।'—বিষহরি ও পদ্মাবতী।

"ছালা ছালা ছিনা জোক।'—শিবায়ন।

**ছিচেন—১৭৬**

সেচন করেন। [বাঙ্. √সেচ্ (সং. √সিচ্) +আ=সেচা ক্রিয়া]।

তু. 'ছিচএ দিব পানি।'—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**ছিল—২, ৩, ৮, ৫৯, ৬৫**

আছ্ ধাতুর অতীতকালের নাম পুরুষের রূপ। [√আছ (প্রা. অচ্ছ, সং. অস্)+ল বা ইল (ক্ত)=আছিল এবং আ- লোপে ছিল; সং. স্থিত > প্রা. থিঅ, থিদ (সম্ভাব্য) > বাঙ্. (থিল) ছিল; হি. থা; মৈ ছল ; ওড়ি. থিল]।

**ছিয়াপাট—৪১**

শ্রীপোটন বা স্ত্রীপাটন। কেউ কেউ পাটনা বলে ধারণ করেন। কোন কল্পিত স্থানের নাম বলে মনে হয়।

**ছুটিলে**—৬২
মুক্ত হলে, শিথিল হলে। টুটে গেলে।
[সং. √ক্ষিপ্ত> প্রা. ৼ্চ, ছুট্‌ঠ, √ছুট> বাঙ্. √ছুট্; হি. √ছুট; গু. মৈ. অস√ ছুট]।
তু. 'বেয়াধি কেমনে ছুটে।'—চণ্ডীদাস।
'কপাট আপনি যদি ছুটে।'
—বাইশ কবি মনসা।
'অস্থিসন্ধি ছুটিল।'—চৈতন্য চরিতামৃত।

**ছুরতি**—১৩২
(আ ছুবোতি)। সুরতি, মৈথুন, রতি ক্রিয়া। [সং সু+√রম্+ত (ভা)= সুরত, সুরতি> ছুবতি (আঞ্চ, কাব্যে)]।
তু.'গঙ্গা.. ছুরতি দেহি দান।'
—গঙ্গামঙ্গল।

**ছেদ**—১৫৫
ছেদন, কর্তন। [সং√ছিদ্+অ(ভা, র্ম)]।

**ছেদিয়া**—১০৪
ছেদন করে, বিচ্ছিন্ন করে, কর্তন করে
[সং √ছেদি; হি, মরাঠি, গুজ. √ছেদ; বাঙ্ √ছেদ]।
তু 'ছেদিলো মদণ বাণ।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন

**ছেলে**—
পুত্র, সন্তান, বালক। [সং. ছল্লী; দেশী প্রা চিল্ল; বাঙ্ .ছাওয়াল> ছাইলা> ছাল্যা, ছালিয়া, ছেল্যা, ছেল্যে, ছেলে]।
তু 'কার কোলে ছেলে।'—ভারতচন্দ্র।

**ছৈ**—২
নৌকা বা গরুর গাড়ীর উপরের আচ্ছাদন। এখানে চান্দয়া জাতীয় আচ্ছাদন।
[সং ছদি> প্রা ছই> বাঙ্ ছই, ছৈ]।
তু 'ছৈ ঘর চাপিয়া বসিল সদাগর।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'ছুইঘর খান খান।'
—বিষহরি ও পদ্মাবতী।

**ছোট**—১৫, ৫৯, ৬৮, ১২৫
ক্ষুদ্র, খর্ব, হ্রস্বাকৃতি, কনিষ্ঠ।
[সং ক্ষুদ্র> প্রা ছুড্ড, ছুট্টঅ, ছুট> বাঙ্ (ছোড) ছোট; হি, মৈ ছোট; ওড়ি. ছুটিয়া]।
তু.'ছোট বড় সাজিয়া আসুক মম সনে।'
—রামায়ণ।
'কুলেশীলে নহে ছোট।'
—রায়শেখর পদাবলী।
'ছোট হৈয়া মুকুন্দএবে হৈলা মোর জ্যেষ্ঠ।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

## জ

**জখন**—৩, ৫, ৪৯, ৫২, ৭৮, ৮৩, ১১৫
যখন, যে সময়ে। [সং. যৎক্ষণ> বাঙ্. যখন > জখন (অপ্র)।
তু 'জীয়াইমু আপন ভাই মারিছি জখন।'
—গোরক্ষ বিজয়।

**জগতের**—১৬৭
পৃথিবীর। [সং√গম্+ক্বিপ (র্তৃ)= জগৎ]।
তু 'জগত-ঈশ্বরী।'—চণ্ডিকা বিজয়।

**জগন্নাথ**—২৮
জগন্নাথ মিশ্র। শ্রী চৈতন্যের পিতা।

**জগন্নাথ**—১৫৬, ১৫৮
(আ জগতনাথ, জগন্নাত)। বিশ্বপতি, জগতের পিতা, বিষ্ণু, শিব, প্রভু।
[সং জগৎ+নাথ, ষ.ত]।
(১৫৬ পৃ: পাদটীকা দ্র:)।

**জঞ্জাল**—৪৪, ১০৪
আপদ, ঝঞ্ঝাট, লেঠা। [হি, মৈ. জংজাল; মূল—ঝঞ্ঝাট?]।
তু 'বাড়িবে জঞ্জাল।'—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘন)।
'খণ্ডউ সব জঞ্জালে।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন

**জটা**—৯৫
বিশৃঙ্খলভাবে জড়ানো ও চাপ খাওয়া কেশ। [সং √জট্+অ (র্তৃ)+আ]।
তু 'রচিতকচজট কমনিয়া।'—ভারতচন্দ্র।
'মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য করে কে'।
—রবীন্দ্রনাথ।

**জড়িত**—৮৬, ১৩৫
(আ জড়িৎ, জড়িত)। খচিত, বেষ্টিত। এখানে খচিত। [সং √জড়া+ইত]।
তু 'রুধিরে জড়িত অঙ্গ।'
—মহাভারত (বিজয়)।
'তুয়া প্রেম বিষসোঁ, জড়িত ভেল অন্তর।'
—পদকল্পতরু।

**জত**—১, ৩, ৪, ৩০, ৪৮, ৫৭, ৫৯,৮৮,১৫০
যত, যে পরিমাণ। (সং যাবৎ, যতি> প্রা. জেত্তিঅ, জেত্তক> বাঙ্. জত, যত; হি. জিতনা, জিত্তা, জেতিক; মৈ জত]।
তু 'জত অপরাধ।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'জত ছিল ছার পাঁস।'—শূন্যপুরাণ।

**জতুঘরে**—২৬
লাক্ষা, গালা, ইত্যাদি দ্বারা তৈরী ঘরে। [সং √জন্+উ (র্তৃ)=জতু+ঘর)।
তু 'ক্ষুদ্র জতুগৃহ যেন উঠিল জ্বলিয়া।'
—নবীনচন্দ্র।

**জন**—১০, ১২, ২৮, ৩৯, ৪৯, ৫৮, ১,১৬২৪
(আ জন, জোন, যোন)। জন্মী, লোক, মানুষ। [সং √জন্+অ (র্তৃ)]।
তু 'জীবজন্তু যত জন।'—মহাভারত।
'দুষ্ট জন রাক্ষসের থানা।'—রামায়ণ।

**জননী**—২১, ৬৪, ১০২
(আ জননি, যননি, জলনি)। প্রসবিত্রী, মাতা, জন্মদাত্রী। [সং. √জন্+নিচ্+অন (র্তৃ)+ঈ]।

**জনম**—৭০, ১১৭
(আ যনম)। জন্ম-র কোমল রূপ। উৎপত্তি, সৃষ্টি। [সং জন্ম(√জন্+মন্ (ভা)> বাঙ্. জনম; মৈ. জনম; প্র বাঙ্. জরম; ম. বাঙ্. জন্ম; হি জরম]।
তু 'জনম অবধি, মায়ের সোহাগে, সোহাগিণী বড় আমি।'—চণ্ডীদাস।
'আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়নু।'
—বিদ্যাপতি।
'জনম অবধি পীরিতি বেয়াধি।'
—চণ্ডীদাস।

**জনম ভিখারী**—৮৫
আজন্ম ভিখারী।
তু 'স্বামী মোর জনম ভিখারী।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**জন্ম**—৭১
(আ জন্ম)। (জনম দ্রঃ)।

**জন্মিনু**—১১৬, ১৪৪
(আ জন্মিনু)। জন্ম গ্রহণ করেছিলাম। [বাঙ্ √জন্ম+আ=জন্মা ক্রিয়া; সং √জন> প্রা জন্ম]।
তু 'পুত্র জন্মায়ে উদরে।'—মহাভারত।
'তুমি জন্মিলেনা, মরিলেনা।'
—রামপ্রসাদ।

**জন্মে**—৬১
জন্ম থেকে। এখানে 'জন্মে এ তিন ভাই।' —সৃষ্টির জন্ম থেকে এ তিন ভাই অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব।

**জন্য**—
জায়মান, জাত; নিমিত্ত, কারণ। [সং √জন্+য (র্তৃ)]।

**জপ**—১২৪
ইষ্ট মন্ত্রাদি মনে মনে উচ্চারণ বা স্মরণ কর। (বাঙ্ √জপ্ (সং √জপ্)+আ= জপা ক্রিয়া; পালি √জপ; প্রা √জব্; হি, মরাঠি, গুজ ওড়ি মৈ √জপ]।
তু 'সদত, তুয়া নাম জপই।'—জ্ঞানদাস।
'জপতহি তুয়া গুণমালা।'—পদকল্পতরু।

**জপিলে**—২৫
(আ জফিলে)। জপ কবলে।

**জবা**—১২৪
লাল বঙেব ফুল বিশেষ, জবাফুল, [সং. জপা>প্রা জবা বাঙ্ >জবা]।
তু ‘জবা কুসুম সঙ্কাশ।’
‘পাযে আলতাব বাহাব, কালোতে বাঙ্গা, যেন যমুনাতেই জবা।’—বঙ্কিমচন্দ্র।

**জমী**—৬২
ভূমি, কৃষিক্ষেত্র। [ফা যমীন্। Av. Ziem]। ‘বন্দগী কবিবে বন্দা জমীন ঠুকিয়া।’—ভাবতচন্দ্র।
‘জমি জমা আছে কিছু।’—ববীন্দ্রনাথ।

**জয়**—৫১, ৫৩
(আ জএ)। বিজয, সাফল্য। এখানে জযধ্বনি। [সং √জি+অ (ভা)]।
তু ‘জয জগদীশ হবে।’—গীতগোবিন্দ।
‘জয জয জয গঙ্গা।’—গঙ্গামঙ্গল।

**জরা**—৭৫, ১৫৩
বার্ধক্য, স্থবিবতা। [সং. √জৄ+অ(ভা)]।
তু ‘যদি পতি হয জবা।’
‘জবাকে যৌবন দিতে বিফল।’
—শ্রী ধর্মমঙ্গল (মানিক)।
‘জবাকে যৌবন দিব কেনে।’
—শিবাযন।

**জল**—৪৮, ৫২, ৫৮, ৯০, ১১৪, ১৪০, ১৪১, ১৫০
বাবি, পানি, সলিল। [সং √জল্ (জীবন) +অ (র্তৃ)]।
তু ‘প্রলযপযোধিজল।’—গীতগোবিন্দ।

**জলকর**—১৪, ৫৮
জলাশযাদির উপব ধার্য কর। অন্য অর্থে ডিঙ্গি নৌকা। পাঠান্তরে ‘জলচর’ অর্থাৎ জলে চরে যে, নৌকা ইত্যাদি।
তু ‘জল কব’ (ডিঙ্গি বিশেষ)।
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**জলেন্দর**—১, ৬৬
জলন্ধব, জলন্ধবী পাদ, হাড়িপা।
(ভূমিকা দ্রঃ)।

**জাই**—৬০
[সং যদ্>প্রা জ, জা>বাঙ্ জা; হি, মৈ জা]। যিনি, যে, যাহা।
তু ‘পাপী হবে জাবা।’—বামাযণ।
‘তাব সে ভোগ হএত।’—অশ্বমেধ পর্ব।
‘পুলকিত সব গা, আপাদ মস্তক জা।’
—চৈতন্য মঙ্গল।

**জাইত**—৬৬
জাত-এর আঞ্চলিক রূপ। বর্ণ বা সামাজিক শ্রেণী। [সং √জন+ত (ভা) =জাত>জাইত (আঞ্চঃ)]।

**জাএ**—২২, ৬১
[সং √যা>প্রা √জা>বাঙ্ √জা, √জাএ, হি, মৈ √জা]।
তু ‘বান বধু জায।’—বামাযণ।
‘অনিল গতি জায।’—শ্রী ধর্মমঙ্গল (ঘন)

**জাগিতে**—১৭৫
বিনিদ্র অবস্থায থাকতে। [বাঙ্ √জাগ্ (সং জাগৃ)+আ=জাগা ক্রিয়া; সং √জাগৃ; প্রা √জগ্গ; হি, মবাঠি, গুজ, মৈ, অস √জাগ]।
তু ‘সসুবা নিদ গেল বহুডী জাগঅ।’
—চর্যাপদ ৪।
‘সকল বজনী জাগিল।’—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**জাঙ**—৫৯
যাই। উত্তম পুরুষেব বর্তমান কালের ক্রিয়া। মধ্য বাঙ্ ‘যাঁও’ শব্দও প্রচলিত ছিল।

**জাড়ের—৯১**
শীতের, ঠাণ্ডার। [সং জাড্য> প্রা.জড্ড, 'জড্ডা'> বাঙ্ জাড়, জাড়া; হি. ওড়ি জাটু—জাড়]।
তু 'কটকের হৈল জাড়।', 'সেনামরে জাড়ে।'—রামায়ণ।
'পৌষে গরামি বৈশাখে জাড়া। প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া।'—খনা।

**জাতিকুল—৬৪,**
বংশ মর্যাদা, সতীধর্ম।

**জাত—২**
[সং √জন্+ত (তৃ, ভা)]। উৎপন্ন, প্রসূত।

**জাদ—৮৫, ১৩৪**
বেণীর অগ্রভাগে ব্যবহৃত স্নুবর্ণ খচিত ফিতা, কেশ-বন্ধন-রজ্জু। [আর, যাদ্‌বল্ (প্রত্যন্ত রেখা, পাড়্)]।
তু.'জাদ দিলা চুল বান্দিবার।'
—ময়নামতীর গান।
'জাদ কেবা নাহি পরে।'—গোবিন্দ দাস।
'জাদে বিচিত্র কবরী বাঁধে।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**জান—৮৪, ১৮০**
প্রাণ, প্রাণবায়ু। [ফা জান্]।
তু 'জান যায় হায় হায় মাফ কর বাবা।'
—আলালের ঘরের দুলাল।

**জানাই—৬৫, ৭৮**
জ্ঞাত করাই, নিবেদন করি।
[বাঙ্ √জান্ (সং. √জ্ঞা) +আ+ ন=জানান ক্রিয়া]।
তু 'তৈখনে জানয়বি হৃদয়ে জনু লাগ।'
—বিদ্যাপতি।

**জানানাস্তি—৬৮**
জানেনা, অবগত নহে। [জানা+নাস্তি (সং. ন+অস্তি)]।

**জানিলাঙ—৯৫**
জানলাম, জ্ঞাত হলাম।

**জামতাক—১৪**
(আ. যামতাক)। জামাতাকে, জামাইকে। [সং.জায়া+√মা+তৃ(র্তৃ)=জামাতা> বাঙ্.জামাতা, জামতা (অপ্র.)]।
তু. 'জামতা'—রামায়ণ, বাইশকবি মনসা।

**জামাজোড়া—১৪**
(আ. যামাজোড়া)। জামা ও শালের জোড়া। [ফা. জামাহ্]।
তু. 'শিরে চীরা জামা গায়।'—ভারতচন্দ্র।

**জারজার—১৯, ১৩০,**
(কান্নায়) ভেঙ্গে পড়া, অতি কান্না। [ফা. যার্ যার্]।
তু. 'মায়ে কান্দে ঝিয়ে কান্দে কান্দি জার জার।'—ময়মনসিংহ গীতিকা।

**জারেজার—৪৮**
(জার জার দ্রঃ তু. সং.

**জাল—৮১**
পাশ, ফাঁদ, মোহিণী শক্তি, কুহক। [সং. √জল+অ (তৃ, ণে)]।
তু. 'স্বামী গেছে জালে।'
—বাইশকবি মনসা।

**জিউ (জীউ)—৯০, ১৬১**
জীবন, প্রাণ, জীবাত্মা। [সং. জীব> প্রা. জীঅ, জিঅ> বাঙ্. জীউ, জিউ; পা. সিন্ধী, মৈ. জীউ; হি. জীউ)]।
তু. 'জিউ দিয়া সেনের রাখন্ত জাতি কুল।'
—শ্রী ধর্মমঙ্গল (মানিক)।
'যাউ জিউ রহু পিউ।'—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
'জীউ করে টলমল।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**জিও—১৬, ২৩, ৫০, ১৬১**
(আ. জিও, জিউ, জীও)। বেঁচে থাক, দীর্ঘজীবি হও। [জিএ দ্রঃ]।

**জিওন—৫৬**
জীবন, প্রাণধারণ। [সং. জীব্‌ন> প্রা. জীঅণ> বাঙ্‌. জিওন; হি. জীঅন (পদ্যে)]।

**জিএ—৬২**
জিয়ে, বেঁচে থাকে, প্রাণধারণ করে। [সং. √জীব্ > প্রা. জীঅ, জিঅ> বাঙ., √জী, জি; হি √জী; মরাঠী √জিব্]।
তু. 'বিনে জলে কথাতে শুনিছ জিয়ে মাছ।'
—মীনচেতন।
'না জীয়ে বর নারী।'—বিদ্যাপতি।
'বৃথাই জীবনে জী।'—চণ্ডীদাস।

**জিওন্তে—১৪**
(আ. যিওন্তে)। জিয়ন্তে, জীবিত থাকা কালীন। [সং. জীবৎ> প্রা. জীব্‌ংত> বাঙ্‌. জীয়ন্ত]।
তু. 'স্বামীর জীয়ন্তে ভার্যা যদি মরে।'
—মহাভারত।'
'নারী যার স্বতন্তরা, সেজন জীয়ন্তে মরা।'
—ভারতচন্দ্র।

**জিনি—১৫, ৫৯**
(আ. যিনি, জিনি)। জয় করে, পরাজিত করে। [সং. √জি> প্রা. √জিণ+বাঙ্‌. √জিন ক্রিয়া]।
তু. 'তোমা জিনি নাহি আর পৃথিবী ঈশ্বর।'
—রামায়ণ।
'হের নিলাম জিনিয়া।'
—মহাভারত।

**জিনিঞা—৩, ১৪, ১৬, ৮০, ৮৭**
(আ. যিনিঞা, জিনিঞা)। জয় করে। [জিনি দ্রঃ]। তু. 'জিনিঞা'—রামায়ণ

**জিঞ্জির—৯৯**
শৃঙ্খল, শিকল। (ফা. জন্‌জির্)।
তু. 'কামের গলায় দেহ লোহার জিঞ্জির।'
—মীনচেতন।
'লোহার জিঞ্জির বান্ধে হাতে আর গলায়।
—মঙ্গল চণ্ডীর গীত।

**জিয়াই—৪৩**
জীবিত করি, বাচিয়ে তুলি। [বাঙ্‌. √জিয়া (সং. √জীব্) +আন=জীয়ান, জিয়ান ক্রিয়া]।
তু. 'জীয়াও অমর নর।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'যেমন জীয়ালে মরা জীয়াইবে হাতী।'
—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘন)।

**জিহবা—৯৮**
(আ. জিভ্যা)। 'লেহন সাধন', রসনা, জিব। [সং √লিহ+ব(ণ)+আ> প্রা. জিব্‌ভা, পালি-জিব্‌হা; প্রা. বাঙ্‌. জিভ্যা, জিভা]।

**জীব—১৫৩, ১৭২**
(আ. জিব)। প্রাণ, পরমাত্মা, শিব [সং √জী+অ (র্তৃ)]।
মানব দেহ পরমাত্মা অর্থাৎ শিবকে কি করে বন্দী করে রাখল? (১৭২)।
তু 'জীব-নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।'
—চৈ চরিতামৃত।

**জীবন—১৬, ৪৫, ৮৫**
(আ. জিবন, জিবোন, যিবন)। প্রাণ ধারণ, প্রাণ। [সং √জীব্+অন (ভাবে)]।
তু. 'ইহার জীবনে বড় পাইব সন্তাপ।'
—মহাভারত।

**জীবের—১৬১**
(আ. জিবের)। প্রাণীর। (জীব দ্রঃ)

**জীবার—৯০**
(আ. জিবার)। বাঁচবার, প্রাণধারণ করবার
তু. 'বরে জীবুক ব্রাহ্মণ কোঙার।'
—রামায়ণ।
'যদি জীবেন লক্ষণ।' —মাইকেল।

**জীর্ণ—১১১**
(আ. জিন্ন্য)। পরিপাক, হজম। [সং. √জৄ+ত (র্তৃ, র্ম)]।

**জাড়ের—৯১**
শীতের, ঠাণ্ডার। [সং জাড্য> প্রা .জডড, 'জডডা'> বাঙ্ জাড়, জাড়া; হি. ওড়ি জাটু—জাড়]।
তু 'কটকের হৈল জাড়।', 'সেনামরে জাড়ে।'—রামায়ণ।
'পৌষে গরামি বৈশাখে জাড়া। প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া।'—খনা।

**জাতিকুল—৬৪,**
বংশ মর্যাদা, সতীধর্ম।

**জাত—২**
[সং √জন্+ত (তৃ, ভা)]। উৎপন্ন, প্রসূত।

**জাদ—৮৫, ১৩৪**
বেণীর অগ্রভাগে ব্যবহৃত স্বুবর্ণ খচিত ফিতা, কেশ-বন্ধন-বজ্জু। [আর, যাদ্‌বল্ (প্রত্যন্ত রেখা, পাড়্)]।
তু 'জাদ দিলা চুল বান্দিবার।'
—ময়নামতীর গান।
'জাদ কেবা নাহি পরে।'—গোবিন্দ দাস।
'জাদে বিচিত্র কবরী বাঁধে।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**জান—৮৪, ১৮০**
প্রাণ, প্রাণবায়ু। [ফা জান্]।
তু 'জান যায় হায় হায় মাফ কর বাবা।'
—আলালের ঘরের দুলাল।

**জানাই—৬৫, ৭৮**
জ্ঞাত করাই, নিবেদন করি।
[বাঙ্ √জান্ (সং. √জ্ঞা) +আ+ন=জানান ক্রিয়া]।
তু 'তৈখনে জানয়বি হৃদয়ে জনু লাগ।'
—বিদ্যাপতি।

**জানানাস্তি—৬৮**
জানেনা, অবগত নহে। [জানা+নাস্তি (সং. ন+অস্তি)]।

**জানিলাঙ—৯৫**
জানলাম, জ্ঞাত হলাম।

**জামতাক—১৪**
(আ. যামতাক)। জামাতাকে, জামাইকে। [সং .জায়া+√মা+তৃ(র্তৃ)=জামাতা> বাঙ্ .জামাতা, জামতা (অপ্র .)]।
তু. 'জামতা'—রামায়ণ, বাইশকবি মনসা।

**জামাজোড়া—১৪**
(আ. যামাজোড়া)। জামা ও শালের জোড়া। [ফা. জামাহ্]।
তু. 'শিরে চীরা জামা গায়।'—ভারতচন্দ্র।

**জারজার—১৯, ১৩০,**
(কান্নায়) ভেঙ্গে পড়া, অতি কান্না। [ফা. যার্ যার্]।
তু. 'মায়ে কান্দে ঝিয়ে কান্দে কান্দি জার জাব।'—ময়মনসিংহ গীতিকা।

**জারেজার—৪৮**
(জার জার দ্রঃ তু. সং. জর্জর)।

**জাল—৮১**
পাশ, ফাঁদ, মোহিণী শক্তি, কুহক। [সং. √জল+অ (তৃ, ণে)]।
তু. 'স্বামী গেছে জালে।'
—বাইশকবি মনসা।

**জিউ (জীউ)—৯০, ১৬১**
জীবন, প্রাণ, জীবাত্মা। [সং. জীব> প্রা. জীঅ, জিঅ> বাঙ্. জীউ, জিউ; পা. সিন্ধী, মৈ. জীউ; হি. জীউ)]।
তু. 'জিউ দিয়া সেনের রাখন্ত জাতি কুল।'
—শ্রী ধর্মমঙ্গল (মানিক)।
'যাউ জিউ রহু পিউ।'—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
'জীউ করে টলমল।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**জিও—১৬, ২৩, ৫০, ১৬১**
(আ. জিও, জিউ, জীও)। বেঁচে থাক, দীর্ঘজীবি হও। [জিএ দ্রঃ]।

**জিওন**—৫৬

জীবন, প্রাণধারণ। [সং. জীব্‌ন> প্রা. জীঅণ> বাঙ্‌. জিওন; হি. জীঅন (পদ্যে)]।

**জিএ**—৬২

জিয়ে, বেঁচে থাকে, প্রাণধারণ করে। [সং. √জীব্‌> প্রা. জীঅ, জিঅ> বাঙ, √জী, জি; হি √জী; মরাঠী √জিব্‌]।

তু. 'বিনে জলে কথাতে শুনিছ জিয়ে মাছ।'

—মীনচেতন।

'না জীযে বর নারী।'—বিদ্যাপতি।

'বৃথাই জীবনে জী।'—চণ্ডীদাস।

**জিওন্তে**—৯৪

(আ. যিওন্তে)। জিয়ন্তে, জীবিত থাকা কালীন। [সং. জীবৎ> প্রা. জীব্‌ংত> বাঙ্‌ জীয়ন্ত]।

তু. 'স্বামীর জীয়ন্তে ভার্যা যদি মরে।'

—মহাভারত।'

'নারী যার স্বতন্তরা, সেজন জীয়ন্তে মরা।'

—ভারতচন্দ্র।

**জিনি**—১৫, ৫৯

(আ. যিনি, জিনি)। জয় করে, পরাজিত করে। [সং. √জি> প্রা √জিণ+বাঙ্‌. √জিন ক্রিয়া]।

তু 'তোমা জিনি নাহি আর পৃথিবী ঈশ্বর।'

—রামায়ণ।

'হের নিলাম জিনিয়া।'

—মহাভারত।

**জিনিঞা**—৩, ১৪, ১৫, ৮০, ৮৭

(আ. যিনিঞা, জিনিঞা)। জয় করে। [জিনি দ্রঃ]। তু. 'জিনিঞা'—রামায়ণ

**জিঞ্জির**—৯৯

শৃঙ্খল, শিকল। (ফা. জন্‌জির্‌)।

তু. 'কামের গলায় দেহ লোহার জিঞ্জির।'

—মীনচেতন।

'লোহার জিঞ্জির বান্ধে হাতে আর গলায়।

—মঙ্গল চণ্ডীর গীত।

**জিয়াই**—৪৩

জীবিত করি, বাচিয়ে তুলি। [বাঙ্‌. √জিয়া (সং. √জীব্‌) + আন = জীয়ান, জিয়ান ক্রিয়া]।

তু. 'জীযাও অমর নর।'

—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'যেমন জীয়ালে মরা জীয়াইবে হাতী।'

—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘন)।

**জিহবা**—৯৮

(আ. জিভ্যা)। 'লেহন সাধন', রসনা, জিব। [সং √লিহ+ব(ণ)+আ> প্রা. জিব্‌ভা, পালি-জিব্‌হা; প্রা. বাঙ্‌. জিভ্যা, জিভা]।

**জীব**—১৫৩, ১৭২

(আ. জিব)। প্রাণ, পরমাত্মা, শিব [সং √জী + অ (র্তৃ)]।

মানব দেহ পরমাত্মা অর্থাৎ শিবকে কি করে বন্দী করে রাখল? (১৭২)।

তু 'জীব-নাম তটস্থাখ্য এক শক্তি হয়।'

—চৈ চরিতামৃত।

**জীবন**—১৬, ৪৫, ৮৫

(আ জিবন, জিবোন, যিবন)। প্রাণ ধারণ, প্রাণ। [সং √জীব্‌+অন (ভাবে)]।

তু. 'ইহার জীবনে বড় পাইব সন্তাপ।'

—মহাভারত।

**জীবের**—১৬১

(আ জিবের)। প্রাণীর। (জীব দ্রঃ)

**জীবার**—৯

(আ জিবার)। বাঁচবার, প্রাণধারণ করবার

তু 'বরে জীবুক ব্রাহ্মণ বোঙার।'

—রামায়ণ।

'যদি জীবেন লক্ষ্মণ।' —মাইকেল।

**জীর্ণ**—১১১

(আ. জিন্ন্য)। পরিপাক, হজম। [সং. √জৄ+ত (র্তৃ, র্ম)]।

**জুবতি—৯৬**
(যুবতী। তরুণী। ১৬ থেকে ৪০ বৎসর [শাস্ত্রমতে ১৬ থেকে ৩০ বৎসর।) বয়স্কা স্ত্রীলোক। [সং. যুবতী,-তি > প্রা. জুব্‌ই]।
তু 'জুবতী।'—মীনচেতন।

**জুড়াতে—১১৭**
(আ. জুড়াতে)। শীতল হতে, শান্ত হতে। [বাঙ্ √জুড়া+আন=জুড়ান;হি √জুড়া, মৈ. 'জুড়, জুব'; তু সং. জড়—জল]।
তু. 'তপত দুধ জুড়াবিলে সোআদ তাএ।
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**জুড়িয়া—৫৫,**
(আ যুড়িয়া)। যোজিত করে। [সং. √যোজি-যোজয় > প্রা. √জোড > বাঙ্. জুড় ক্রিয়া)।

**জে—২**
যে। [প্রা. জে; সং. যদ্]।
তু. শোভে করে জে কঙ্কণ।'—রামায়ণ।
'তুই বড়হি জে দই।'
—মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা।
'নারীগণে মঙ্গল জে করে।'—ঐ।
'নাম থুইল বিন্দুক জে নাথ।'
—গোরক্ষ বিজয়।

**জেই—৬৫**
যেই, যখনই, যে মুহূর্তে। [সং. যদা; প্রা. জেহি; প্রাচীন রূপ-জেহি, যেহি]।

**জেন— ৩, ৮৮, ১৬০**
যেন, যেমন। [সং. যেন > প্রা. জেণ মৈ. জেনা]।
তু. 'ধনুক টঙ্কার জেন মেঘের গর্জন।'
—রামায়ণ।
'আয়ুধেতে জে বজ্র।'—মহাভারত।

**জেহি—১৩৫**
যেই। [জে+হি (অপ্র ); মৈ জেঁহি]।
তু.'সমরে অধিক জেহি।—চণ্ডিকা বিজয়।

**জেহিমাত্র—১০৪**
যেই মাত্র।

**জোখা—১৩৭**
[মূল-'যোগ'?; হি √জুখ, √জোখ; মরাঠী, গুজ √জোখ; মুণ্ডারী—জোকা' বাঙ্. জোখা, জোঁখা]। মাপের সঙ্গে মিলানো।
তু 'মন্ত্র করি জোঁখিয়া জোখার যোত্র দেখে।'—শিবায়ন।

**জোড়—১৯, ৩৯, ৫১, ৫৩, ৭৪, ৯১**
যুক্ত, মিলিত, সংযুক্ত। [সং যোজিত > প্রা জোডিঅ > বাঙ্ (জোড়ি) জোড়, জোড়া]।
তু 'জোড় কর।'—মহাভারত।
'জোড় করি পাণি।'—মহাভারত।

**জোড় মন্দির—১৫, ৮৪**
পরস্পর সংলগ্ন দুখানি মন্দির বা অট্টালিকা। এক মন্দিরের গাত্রে অন্য খানা সংলগ্ন ভাবে নির্মিত। ছাদ সাধারণতঃ দুচালা ঘরের মত হত। প্রাচীন ভগ্নাবশেষের মধ্যে এরকম মন্দিরের চিহ্ন কদাচিৎ দেখা যায়।

**জোড় হস্তে—১০৯**
জোড় হাতে, করজোড়ে।

**জোড়খাই—১২**
(আ জোড় খাই)। এক রকমের বাদ্য যন্ত্র। খুব সম্ভব বড় করতাল।

**জোড়া—৫৭, ৬২**
(আ যোড়া)। যুক্ত, যুগল, দুইখানি। [জোড় দ্রঃ]।
তু 'খাসা জোড়া।'—ক.ক-চণ্ডী।

**জোয়ারের—৯৪**
চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণে আমাবস্যা ও পূর্ণিমায় জলস্ফীতিকে জোয়ার বলে। এই জল বৃদ্ধির সময়কে পূর্বাঞ্চলের স্থানীয় ভাষায় বলে 'জো' বা 'যো'। 'যোগ' থেকে এ

শব্দের উৎপত্তি কিনা বলা কঠিন। তবে 'যো' বা 'জো' থেকে 'জোয়াব' শব্দের উৎপত্তি অনুমান করা যেতে পারে। [হি. জআর, জার; মরাঠী—ভরতী; সং. জলবার-মূল (?); খুব সম্ভব এটি দেশী শব্দ]।
তু 'জোয় জোয় জল বাড়ে।'—প্রবাদ।
'যোয়ারের পানি নারীর যৌবন।'
—চণ্ডীদাস।
'জোয়ারে মারিল নৌকা সাগরের জলে।'
—গোবক্ষ বিজয়।
'জোয়ারে মরিল ডুবি।'—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**জ্ঞাতি—৪**
আত্মীয়, কুটুম্ব, একই আদিপুরুষের বংশধর। [সং √জ্ঞা+তি (র্ম))।

**জ্ঞান—২, ২২, ২৪, ২৯, ৪১, ৪৫, ৪৯, ৬৪, ৭১, ৯১, ৯২**
(আ গ্যান, জ্ঞান)। বোধ, অবগতি, তত্ত্বজ্ঞান, [সং √জ্ঞা+অন (ভা)]।

**জ্ঞান মন্ত—৪৫**
(আ জ্ঞানমন্ত্র)। জ্ঞানবন্ত-র অপ্র.রূপ।

**জ্ঞানী—৭৮, ৭৯**
(আ গ্যানি)। জ্ঞানবান, আত্মজ্ঞানবান। তত্ত্বজ্ঞানী। [জ্ঞান+ইন্]।

**জ্যৈষ্ঠ—৯২**
(আ জষ্ঠি)। জ্যৈষ্ঠীপৌর্ণমাসী যুক্ত মাস। বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় মাস। [সং. বৃদ্ধ (প্রশস্য) +ইষ্ঠ+অ]।

**জ্যোতেৎ—১৬১**
(আ জোতেৎ)। জ্যোতিতে, আলোকে, দীপ্তিতে। [সং √দ্যুত্+ইস্ (ভা. র্তৃ)= জ্যোতিঃ; পালি জোতি; হি, মরাঠী, গুজ. জ্যোতি]।
তু 'বর্ণের জ্যোতিতে আলো করে দশ দিগে।'—রামায়ণ।

**জ্বরেতে—১৯**
জ্বরে, ব্যাধিবিশেষে। [সং √জ্বর্+অ (র্তৃ)=জ্বর]।
তু. 'ভীত মহেশ্বর-জ্বর।'—শিবায়ন।

**জ্বলিয়া—২১**
(আ যলিয়া)। দগ্ধ হয়ে, প্রজ্বলিত হয়ে। [বাঙ্ √জ্বল্ (সং √জ্বল্)+আ=জ্বলা ক্রিয়া; সং √জ্বল; পালি প্রা √জ্বল; হি. মরাঠী √জল]।
তু 'একঘরে অগ্নি দিতে আর ঘর জ্বলে।'
—রামায়ণ।

**জ্বালায়া—১১৭**
(আ যালায়া)। জ্বালিয়ে, প্রজ্বলিত করে। [বাঙ্ √জ্বলা (সং √জ্বল্+ণিচ্) + আন (জ্বলান ক্রিয়া]। তু 'চৌদিকে জ্বালিয়ে অগ্নি।'—ভারতচন্দ্র।

**জ্বালাইয়া—২০**
জ্বালিয়ে। [জ্বলায়া দ্রঃ]।
তু 'দেউটি সব জ্বালে।'—চৈতন্য চরিতামৃত।

**জ্বালা—১৪৫**
পীড়াজনক বিষয়, তেজ, জ্যোতি। [সং. জ্বাল্+আ]।
তু 'এক জ্বালা গুরুজন, আর জ্বালা কানু।'
—চণ্ডীদাস।

## ঝ

**ঝড়—১৭৬**
ঝঞ্ঝা, ঝটিকা প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ। [প্রা. ঝড়ী; হি. ঝড়ী, ঝড়; মরাঠী-ঝড, ঝডী; ওড়ি. ঝড়ি; পাঞ্জা ঝরি; গুজ. ঝড়ী; পূ. বাঙ্ ঝরি (বৃষ্টি)]।
তু. 'গমনে বহে ঝড়।'—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘন)

**ঝমঝম—৮৯**
ধাতুদ্রব্যের শব্দ, পদালঙ্কার পায়ে দিয়ে চলার শব্দ। [দেশী, হি. মরাঠী-ঝমঝম;

তু. সং. √ ধ্বন্]। তু. 'সুবর্ণনূপুর চৌদিকে ঝমঝম বাজে।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডি।

'ঝমঝম ঘাঘর।'—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
'ঝমঝম ধ্বনি করি বাজাএ খঞ্জরি।'
—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা।

**ঝলমল—৭২**
ঝলকে ঝলকে উজ্জ্বলতা প্রকাশ করে। [দেশী ? হি. ঝলমল; মরাঠী ঐ]। তু. 'উঠিলেন গোসাঞি ঝলমল করিআ।'
—শূন্যপুরাণ।

'ঝলমল হেম-অলঙ্কার।'—চৈ. চরিতামৃত।

**ঝাঁজরা—১২**
(আ. ঝঞ্জরা)। ঝাঁজর বা ঝাঁঝর, কাংস্য নির্মিত বাদ্য যন্ত্র বিশেষ। [সং. ঝর্ঝর> প্রা. ঝাজঝর> বাঙ্. ঝাজর; হি. ঝাজরী]।
তু. 'ঝকমক ঝাঁঝর বাজে করতাল।'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**ঝাঁটা—১২৪**
(আ. ঝাট)। ঝাড়ু, সম্মার্জনী। [দেশী (?) হি. ঝাড়ু]। তু. 'ঝাটাপাবা দুই গোঁপ।'
—ক. ক-চণ্ডী।

**ঝাঁপা—৮৫**
খোপার মত বেণীর বা স্ত্রীভূষণের সজ্জা-দ্রব্য বিশেষ। [বাঙ্. ঝাঁপ+আ]।
তু. 'তাটঙ্ক তাবিজ তাহে ঝাপা সুলম্বিত।'
—ভক্তমাল গ্রন্থ।

'কানড় খোপা কনকঝাঁপা।'—ক. ক-চণ্ডী।

**ঝাড়াঝাড়ি—১২৪**
ঝাড় পোঁছ. ঝাঁটা ইত্যাদি দ্বারা পরিস্কার করা। [দেশী]।

**ঝাড়ি—১৪৭**
উজাড় করে, খালি ক'রে। [বাঙ্. ঝাড়া ক্রিয়া]।
তু. 'অঙ্গেতে মাখিয়া বালি ঝাড়য়ে অঙ্গল।'
—রামায়ণ।

'গায়ের ধূলা ঝাড়ে।'—ঐ

**ঝাড়ি—১২৪**
ঝারি, ছোট ঘট, ভৃঙ্গার, গাড়ু। [ঝারা> ঝারি, ঝারী, ঝাড়ি; হি. মরাঠি, গুজ. ঝারী; মৈ. ঝাড়ী, ঝারী]। তু. 'ঝাড়ী ভরি পেম বিষ।'—মনসা মঙ্গল।
'পীন পয়োধর রচল ঝারি।'—বিদ্যাপতি।
'কারো হাতে ঝারি।'—গোরক্ষ বিজয়।
'রূপার ঝারিতে লইল খীর।'—শূন্যপুরাণ।

**ঝি—১৪, ৫৮, ৭১**
কন্যা, মেয়ে। [সং. দুহিতা> পালি ধীতা, প্রা. ধীআ> বাঙ্. (ঝীআ) ঝী, ঝি; হি. পাঞ্জা, গুজ. ধী; মৈ. ধিআ, ধী; ওড়ি. ঝিঅ]। তু. 'রাজার ঝি।'
—বিদ্যাপতি।

'বহুঝি'; 'আম্মে বড়ার ঝী।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন
'রাউলের ঝি।'—গোরক্ষবিজয়।
'বসিলা ঝি জামাতা লঞা।'—রামায়ণ।

**ঝুনাঝুনি—১২৬**
(আ ঝুনাঝুনি)। ঝুনঝুন। নূপুর, ঘুঙুর ইত্যাদি পদালঙ্কারের মৃদু মধুর ধ্বনি। [দেশী; তু হি. ঝুনঝুনা]।
তু. 'ঝুন ঝুন করি বাজে...নূপুর।'
—মনসা মঙ্গল।

**ঝুমুর ঝুমুর—১২৬**
মল, নূপুর ইত্যাদি পদালঙ্কারের জোর শব্দ [দেশী]।
তু. 'ঝুম ঝুম বাজে ওই মল।'
—অশুক গুচ্ছ (দেবেন্দ্রনাথ সেন)

**ঝুরিয়া—৯৫**
ঝরে অথবা গলে পড়বে। এখানে শিথিল হয়ে পড়বে। [বাঙ্ √ঝুর (সং. √ঝর) +আ=ঝুরা ক্রিয়া; সং. √খিদ্> প্রা.

√জুর্, √ক্ষি> √ঝুর> বাঙ্ . ঝুর; হি . মরাঠী, গুজ, মৈ . √ঝুর]।

তু . 'কানুর পিরীতে ঝুরি দিবা রাতে।' —চণ্ডীদাস।

'ঝুরত তুয়া বিনু রাই।'—গোবিন্দ দাস।

**ঝুল—৩৮, ৩৯**
দোল। [সং . √দুল্—উৎক্ষেপ; হি . √ঝুল; মরাঠী, গুজ . √ঝুল]।

**ঝুল তলিতে—৩৮, ৩৯**
ঝুলটঙ্গিতে, দোলখেলার মঞ্চতে।

**ঝুলাতে—১৩১**
ঝোলাতে, থলিতে। [দেশী ঝোলা; হি . মরাঠী, ঝোলা; মৈ . ঝোরা; মুণ্ডারি 'ঝোলা']।

**ঝুলি, ঝুলী—৫১, ১১৩, ১৩০, ১৪৭**
কাপড়ের থলি। [দেশী প্রা . ঝোলিঅ; মুণ্ডারি 'ঝোলা'; হি . ঝোলী, মরাঠী, গুজ . ঝোলা; মৈ . ঝোরী]।

তু . 'মারিয়া জে বিন্দুনাথ ঝুলি খসাইল।' —গোরক্ষ বিজয়।

**ঝোপঝাপ—১২৩**
ঝাড়-জঙ্গল, লতাগুল্ম। [সং ক্ষুপ> প্রা . ঝুব> ঝোপ (?)+ঝাপ দেশী]।

তু . 'উকটিয়া ঝোপঝাড়,...পাইল বাঘের দরশন।'—ক ক .-চণ্ডী।

'নাক কাণ ঠাঁই ঠাঁই দেখি ঝোপা ঝোপা।' —বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

## ঞ

**ঞাড়ী—৯৪**
রাঁড়ী, বিধবা। [ঞাড়ী <আঁড়ী < রাঁড়ী <সং . রণ্ডা]।

## ট

**টঙ্গতে—৭৩**
মাচা; জল বা বাগানের মধ্যে উচ্চ বিলাস-গৃহ। জলটঙ্গি, ফুলটঙ্গি। [দেশী; তু অস . 'চাং'; টঙ্গ, চাঙ্—কুমিল্লা। কেহ কেহ অনুমান করেন যে সং তুঙ্গ (চূড়া) মূল]।

তু . '.. দেখিতে পাইল বোঁচা (বিড়াল) টঙ্গের উপর।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'টঙ্গ ভাঙ্গি দেই নাড়া।' —বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**টলিয়া—১১১**
বিচলিত হয়ে, অধীর হয়ে। [বাঙ্ √টল (সং √টল্)+আ=টলা ক্রিয়া; হি √টল্; পা, মরাঠী; গুজ √টল; সিন্ধী-√টর]।

**টলিল—৩২, ৬৬**
বিচলিত হল। [টলিয়া দ্রঃ]।

তু 'মুনি মন টলে।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'দেখিয়া মুনির মন টলে।' —গোরক্ষ বিজয়।

'মহেশের বিন্দু টলে।'—ক . ক .-চণ্ডী।

**টাকা—৬**
রৌপ্য মুদ্রা বিশেষ, ধন। [সং টঙ্ক; হি, মৈ, পাঞ্জা মরাঠী-টকা; ওড়ি টঙ্কা; ফা . তন্খ্বাহ্—বেতন]।

তু 'ষটী টাকা দিয়াছিলে সবগুলি খোঁটা।' —ভারতচন্দ্র।

**টাটি—৮০**
বেড়া; বাঁশ, শর ইত্যাদির আগড়, পাল্লা বা ঝাঁপ। [প্রা . তট্টি; হি . টট্টি; সং তটী তুলনীয়]।

তু 'তৃণটাটি দিয়া চারিদিক আবরিল।' —চৈতন্য চরিতামৃত।

'দুয়ারে লাগিল টাটি না পারি বাহিরাতে।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'টাটি ভাঙ্গিয়া গোদা জমএ দৌড় দিল।'
—ঐ।

**টান**—১৬৫
আকর্ষণ। [বাঙ্ √টান্ (সং √তন)+ অ; হি টান]।
তু 'শ্রীরাম দিলেন গুণে টান।'
—রামায়ণ
'দরশনে মায়া হৈল সম্বন্ধের টান।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**টানে**—১৬৫
আকর্ষণ করে। [বাঙ্ √টান্ (সং √তন ?)+আ=টানা ক্রিয়া; সং √তন্; হি √টান; মরাঠী, সিন্ধী, ওড়ি √টাণ; মৈ √ঠান; √তান]।
তু 'পুষ্পের শিশির টানি গেছে মধ্যদিন।'
—রবীন্দ্রনাথ।

**টিকারা**—১২
নাকাড়া জাতীয় বাদ্য যন্ত্র বিশেষ, কাড়া, দুন্দুভি। [দেশী; হি চিকারা]।
তু 'টিকারা।'—রামায়ণ।

**টুঞি**—১৮০
ঘরের চূড়া বা মটকা। ঘরের চালের সর্বোচ্চ অংশ। [সং তুঙ্গ> তুঙ্গি> তুঁই> টুঞি >টুঁই; টঁই (দিনাজপুর) টই (বাঁকুড়া); পূঃ বাঙ্. টুয়া]।
তু 'টুঁই মুড়িয়া নামএ এল বিসান্তর।'
—শূন্যপুরাণ।
'বড় বড় চণ্ডীমণ্ডপ টুঁই অতি উঁচা।'
—বঙ্গসাহিত্য পরিচয়।

**টুটা**—১৭১
[সং. √তুড় √ত্রুট্> প্রা. √তুট্ট, √টুট্ট >বাঙ্ (√তুট) টুট ভূ.টুট—টুটিত >টুটা; হি. টুটা]।
ছিন্ন, খণ্ডিত; ক্ষয় প্রাপ্ত।
তু.'পক্ষভেদে চন্দ্রমা যেমন বাড়াটুটা।'
—শ্রী ধর্মমঙ্গল (ঘন)।
'সমান বয়স কার কেহ বাড়াটুটা।'
—ঐ।
'তোমার প্রসাদে আমি কোন কর্মে টুটা।'
—মনসামঙ্গল।

## ঠ

**ঠাই**—১৩০, ১৩১, ১৩৭, ১৬৮
(আ ঠাই)। স্থান, আধার, আশ্রয়। [সং স্থান> প্রা ঠান> বাঙ্ (ঠানি) ঠাঁই; হি ঠাঁ, ঠাঁঈং, ঠাঁয়; মরাঠি ঠায়]।
তু.'ঠাকুরের উপায়ে সে ঠাঁই নাই থুতে।'
—শিবায়ন।
'তব ঠাঁই পক্ষিরাজ মানি পরাজয়।
—রামায়ণ।

**ঠাঞি**—১, ২৩
ঠাঁই। [ঠাঁই> ঠাঞি]।
তু 'দরিদ্র যেমন, পাইয়া রতন, থুইতে ঠাঞি নাই পায়।'—বিদ্যাপতি।

**ঠাকুর**—৯৬
দেবতা, প্রভু। [অর্বা.সং ঠক্কুর> প্রা. ঠক্কুর, ঠকুর> বাঙ্. ঠাকুর; হি.মরাঠি ঠাকুর; গুজ ঠাকোর]।
তু 'অভিশাপ দিলেন ঠাকুর।'
—শ্রী ধর্মমঙ্গল (ঘন)
'মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'শুন ঠাকুর রাম।'—রামায়ণ।

**ঠাট**—৭০, ১২৭
সাজসজ্জা, ঢঙ্, আড়ম্বর। [হি.ঠাট; মরাঠী,-থাট; গুজ ঠাঠ, ঠাঠু]।
তু 'নেত চামরের ঠাট।'—মীনচেতন।
'গোয়ালিনী ঠাট দেখি, হাসে ওঝা আড় আঁখি।'—মনসামঙ্গল।

**ঠাণ্ডা—৬৩**
শীতল স্নিগ্ধ। [দেশী? তু প্রা. ঠড্‌চ (স্তব্ধ)> ঠংড (সম্ভাব্য)> বাঙ্ ঠাণ্ডা(?); হি ঠংডা, ঠংঢা; গুজ ঠংডু; ওড়ি ঠাণ্ডা]।
তু 'তাঁহাদিগের গুণ এই যে একত্র হইলে ঠাণ্ডারূপে কথোপথন করা ভার।'
—আলালের ঘরের দুলাল।

**ঠার—১২৭**
ঠার শব্দের আভিধানিক অর্থ ঈশারা, ইঙ্গিত। এখানে 'ঠাহর' অর্থাৎ দৃষ্টি বা নিরীক্ষণ অর্থে ব্যবহৃত। [সং স্থাবর> প্রা ঠাব্‌র, ঠাঅর> বাঙ্ (ঠাউঅর) ঠাওর, ঠাহর> ঠার)।
তু 'কিবা নয়নের ঠার কাড়ি লয় প্রাণ।'
—ভারতচন্দ্র।

**ঠারে—১৩৫**
ঈশারায়। [ঠার শব্দ খুব সম্ভব দেশী]।
তু 'শাশুড়ি...আখির ঠারে তাজে।'
—রায়শেখর পদাবলী।

**ঠুঁটা—৯৯**
(আ ঠুঠা)। হস্তহীন, নুলো। [প্রা. টুংট; হি টুংড, টুংডা, ঠুঠা; গুজ টুংড পু বাঙ্ টুণ্ডা]।
তু 'ঠুটা ভাইয়ে মাদল বাজায়।'
—গোরক্ষ বিজয়।
'ঠুটা খোঁড়া হইল কেহ।'—শিবায়ণ।

**ঠেকিলাম—১৩১**
সঙ্কটাপন্ন হলাম। [বাঙ্ √ঠেক্+আ= ঠেকা ক্রিয়া]।
তু'ঠেকিনু পিরীতি রসে।'—চণ্ডীদাস।
'এনহে কদাচ চোর সাধু গেছে ঠেকে।'
—শ্রী ধর্মমঙ্গল (ঘন)।

**ঠেঙ্গিয়ার—৩৮**
এক ঠেঙ্গিয়ার—এক পদ বিশিষ্ট মানুষের। (সং.টঙ্ক; হি টাগ; মরাঠি, গুজ ঠাংগ অস.ঠেং। সং.টঙ্ক> বাঙ্ ঠেঙ্গ; ঠেঙ্গ> ঠেঙ্গিয়া)।

## ড

**ডমরু—৬৮**
(আ. ডুম্বর)। ডমডম শব্দকারক ক্ষীণ মধ্য বাদ্য যন্ত্রবিশেষ। এখানে শিবের বাদ্য-যন্ত্র ডুগডুগি। [সং. ডম+√ঋ+উ]।
তু. 'অনহা ডমরু বাজই বীরনাদে।'
—১১ চর্যা॥
'ডিমি ডিমি ডমরু বাজিছে।'
—ভারতচন্দ্র।

**ডর—৪৮**
ভয়, শঙ্কা। [সং. দর> প্রা. ডর> বাঙ্. ডর; হি. গুজ. মৈ. অস. ডর)।
তু. 'হবি ডরে হরিনী।'—বিদ্যাপতি
'ডব কাতর।'—গোবিন্দদাস।

**ডরে—৪৮**
ভয় পায়। [সং. √ত্রস্> প্রা √ডর> বাঙ্ ডর, ডরা ক্রিয়া]।
তু. 'তুহু পুন কাহে ডরাসি।'—বিদ্যাপতি।
'চন্দ্র সূর্য্য দুই চক্ষু দেখিয়া ডরাই।'
—রামায়ণ।

**ডহডহ—৯২**
সতত জ্বলিত, ধকধক করে পুড়ে এমন রৌদ্রতাপ। [দেশী; হি. ডহডহা—তাজা]।
তু. 'ডহডহ বিরহ সহই নাপার।'
—গোবিন্দদাস।
'অহনিশি ডহডহ, দু:সহ বিরহক দাহ।'
—বলরামদাস।

**ডাউকার, ডাহুকার—৩২, ৫২, ৫৩**
বিভিন্ন নাথ-গ্রন্থে উল্লিখিত ডাহুকার বা ডাউকার গড়ের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ রাঢ় দেশ বলে অনুমান করেন।

**ডাইন—**
ডান, দক্ষিণ, [সং.দক্ষিণ> প্রা দক্‌খিন. দাহিণ <বাঙ্. (দাইন) ডাইন, ডান; হি. দাহিনা; মৈ. দহিন, দহিনা; সিন্ধী-ডখিণু (দিক্)]।

**ডাঁড়ুকা—৯৯**

বন্দীর পায়ের কাঠের বা লোহার বেড়ী, পদ-শৃঙ্খল। (মরাঠী-দাংড়ুকা, দাংড়ুক—কাষ্ঠদণ্ড 'দণ্ড'—মূল?]।

তু. 'ডাঁড়ুকা চরণে।'—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।
'বন্দীর ডাঁড়ুকা তারা ছেয়ানিতে কাটে।
—ঐ।
'খসাইল পায়ের ডাঁড়ুকা।'—রামায়ণ।
'আপনি খসিল খিল দাড়ুক নিগড়ে।'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**ডাক—৬৭**

সম্বোধন, আহ্বান। [বাঙ্. ডাক্+অ(ভা)]।

তু. 'বাহিরে ইন্দ্রল ডাকে ঘন ঘন ডাক।
—রামায়ণ

**ডাঙ্গর—৬১**

বড়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। [মুণ্ডারি-ডাঙ্গ (বংশদণ্ড) থেকে ডাঙ্গর? দেশী?]।

তু. 'আন্ধাহৈতে কোন জন আছয়ে ডাঙ্গর।
—ময়নামতীর গান।
'ডাঙ্গর পক্ষী যেন পর্বতের চূড়া।'
—মনসা মঙ্গল।

**ডাঙ্গাইত—৫৬**

ডাকাত (লুটেরা) বা ডাকাইত শব্দের মধ্য-যুগীয় আঞ্চলিক রূপ। [বাঙ্ √ডাক্+আত, আইত (র্তৃ)=ডাকাত, ডাকাইত> ডাঙ্গাইত; হি. ডকৈত; মরাঠী-ডাকাঈত—Smart, prompt; মুণ্ডারি-ডাঙ্গ (বংশদণ্ড)> ডাঙ্গা (লাঠি দিয়ে মারা)> ডাঙ্গাইত (লাঠি ইত্যাদি অস্ত্রের সাহায্যে যে লুটতরাজ করে)]।

তু. 'ডাঙ্গাইত।'—গোরক্ষ বিজয়

**ডাল—৩৯, ৬২, ১৫৩, ১৬২, ১৭০**

শাখা, বৃক্ষশাখা। [দেশী? তু. সং. দল; প্রা. ডাল; হি, পাঞ্জা, ওড়ি. ডাল; মরাঠী ডাহলা; গুজ. ডাল, ডালী; মৈ. ডার, ডারি; পু. বাঙ্. ডাইল, ঠাইল, ডালা ঠালা]।

তু. 'ধবল নামেতে নদী গঙ্গার ডাল।'
—মনসা মঙ্গল।

**ডুবাইনু—১৪৪**

(আ. ডুবাইনু)। জলে নিমগ্ন করলাম, সর্বনাশ করলাম। [বাঙ্. √ডুব্+আ=ডুব ক্রিয়া; হি. মৈ. অস. √ডুবা; মুণ্ডারি—'ডুবাও']।

তু. 'আপনে ডুবালা গুরু কায়া আপনার।'
—গোরক্ষ বিজয়।
'ডুবাব সাধুর ডিঙ্গা'।—ক. ক-চণ্ডী।

**ডুবিল—১৭১, ১৮০**

নিমগ্ন হল। (সং √মস্‌জ্> প্রা √বু> বাঙ (√বুড) √বুড়, √ডুব; হি √ডুব; মরাঠী, গুজ. মৈ. ওড়ি. অস √ডুব]।

তু. 'ডিঙ্গা জলে ডুবে গেল।'—ক.ক-চণ্ডী।
'আপনে ডুবিলা গুরু সোচা কৈল কায়া।'
—গোরক্ষ বিজয়।

**ডুম্বুর—৮৮**

[ডমরু এবং পাদটীকা দ্রঃ]।

তু. 'ডম্বুরে ধরএ তাল।'—শূন্য পুরাণ

**ডেড়ি—১৬৫**

এক অর্থে ডেড়গুণ অর্থাৎ দেড়গুণ (ডেড় +ই) অন্য এক অর্থে দৃঢ়(দৃঢ়> ডেড়ি)। অমঙ্গল অর্থেও এ শব্দের ব্যবহার-আছে।
'ঘরের মধ্যে থাকে মনাই ডেড়ি টান টানে।
সুপথ থাকিতে লইয়া যায় গহীন বনে॥'
এই দুই পদের হচ্ছে যে মন-চোর দেহের মধ্যে থেকে কামনার জালে আবদ্ধ করে সাধককে অমঙ্গলের পথে নিয়ে যায়।

তু. 'এক ঘড়া অবশেষে দেখি মহাবীর।
নিতে নারে ডেড়ি ভার হইল অস্থির॥'
—ক. ক-চণ্ডী।
'ডেড়ি অন্ন নাহি থাকে।'— ঐ।

**ডোর**—৩৩

বন্ধন-সূত্র, সূত্র, হার। [হি. মরাঠী-ডোর; তু. 'দোর'—কটিসূত্র]।
তু. 'প্রেমডোর'—ক.ক-চণ্ডী।
'চন্দনাক্ত প্রসাদ ডোর দ্বিভজে অঙ্গদ।'
—চৈ. চরিতামৃত।
'ডোরে ধরি কৈলা ঘোড়া মাতাব গোচর।'—রামায়ণ।
'নীবিছলে তখি, বান্ধল পাটক ডোর।'
—ব বামাস।

## ঢ

**ঢঙ্গে**—৯০

(আ. ঢংঙ্গে)। ছলাকলায়, ছলনায়, ঢঙে। [দেশী ঢঙ্; তু হি, মরাঠী গুজ. ঢংগ]।
তু. 'জানে ঢের ঢঙ্গ।'—শ্রীধর্মমঙ্গল (মানিক)।
'পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে।'
—চৈ. চরিতামৃত।
'ঢেঁকিরে ডাকিয়া বলে ঢঙ্গ করি চল।'
—শিবায়ন।

**ঢাকঢোল**—১২

(আ. ঢাগঢোল)। ঢাক—চর্মাচ্ছাদিত বৃহৎবাদ্য যন্ত্র বিশেষ। [সং ঢক্ক> প্রা. ঢক্কা> বাঙ্ (ঢাকা) ঢাক; হি, মৈ. ঢাক]। ঢোল—চর্মাচ্ছাদিত বাদ্য যন্ত্র বিশেষ। আকারে ঢাকের চেয়ে ছোট। [মুণ্ডারি-'ঢোল']।

**ঢালিল**—১১১

ঢেলে দিল। [বাঙ্√ঢাল্+আ=ঢাল ক্রিয়া]।
তু. 'ঢালে ইন্দু অমৃতধার।'—ভানু সিংহ।
'(কাম) কনয়া শম্ভুপরি, ঢারত সুরধনী ধারা।' —বিদ্যাপতি।

**ঢুঁড়িল**—৩৮

অন্বেষণ করল, খুঁজল। [বাঙ্.√ঢুঁড় (সং.√ঢুণ্ট্)+আ=ঢুঁড়া ক্রিয়া; তু. প্রা. √ঢুন্টুল্ল; হি.√ঢুঁঢ়; মরাঠী √ঢাংঢুল; গুজ.√ঢুংঢ, ঢুংড]।
তু. 'ঢুঁবিতে ঢুঁরিতে চন্দ্রাবলী কুঞ্জে. শ্যাম সৌরভ পায়।'—বলরামদাস।
'স্থান ঢুঁরি ইথি-উথি ধায়ে।'
—ভক্তমালা গ্রন্থ।

**ঢুলি (ঢুলী)**—১২

ঢোল বাদক। [ঢোল+ঈ; মূল ঢৌলিক? তু. হি. ঢোলিয়া; মরাঠী ঢোলক্যা; গুজ, ঢোলা; তু. মুণ্ডারি 'ঢোল']।
তু. 'ঢুলি।'—রামায়ণ।

**ঢেও**—১৫৪

ঢেউ, তরঙ্গ, ঊর্মি। [দেশী ঢেউ> ঢেও; তু. হি. ঢেউ; কেহ কেহ অনুমান করেন যে সং√ধাব্ থেকে ঢেউ]।
তু. 'ঢেউয়ের পরে ধবব পাড়ি।'
—রবীন্দ্রনাথ।

**ঢেকা**—১১২

হাত দিয়ে জোর করে ঠেলা, ধাক্কা। [হি, পাঞ্জা, গুজ, মৈ-ধক্কা; মারাঠী-ঢকা ধক্কা; সিন্ধী-ধিক; ওড়ি. ধকা; আধুনিক বাঙ্. ধাক্কা]।
তু. 'দুইজনে মহাবণ হএ ঢেকাঢেকি।
—রামায়ণ
'ধনু লয়ে ঢেকামারি করেন বাহির।'
—মহাভারত।
'পৃষ্টে মারে ঢেকা।'—ক.ক-চণ্ডী।

**ঢোলাব**—৯৮

ব্যজন করব দোলাব। [বাঙ্.√ঢুল+আ= ঢুলা, ঢোলা ক্রিয়া; সং.√দুল (দোলয়)> প্রা. √ডোল> বাঙ্ (√ডুল), √ঢুল্ √ ঢোল্; হি. √ঢুল]।
তু.'চামর ঢুলান তাঁরে ভরত।'—রামায়ণ।

## ত

**তকারণ**—৩৩, ৪৩, ৮০, ১৬১, ১৭৩

(আ. তকারন, তকারোন, তকারোনে) তেকারণে, সেই কারণে, সেই হেতু। [সং. তেন> বা. তেঁ, তে+কারণ=তে-কারণ> তকারণ (অপ্র.)]।

তু. 'তে কারণে থীর নহে মনে।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'তে কারণে হইলাম লাথির ভাজন।'
—রামায়ণ।

'তে কারণে তোমারে করিল অনুগ্রহ।'
—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

**তখন**—৩৯, ৫১, ৫৪, ৭৫

তৎক্ষণে, সে সময়ে। [সং. তৎক্ষণ> প্রা. তক্খণ> (তক্ষণ, অপ্র.) তখন; মৈ. তখন]।

তু. 'তখন লক্ষণ কহিলেন।'—সীতার বনবাস।

**তঙ্কা**—১০৯, ১১০

(আ. তঙ্খা, তঙ্কা)। টাকা। [সং. টঙ্ক; ফা. তন্খ্বাহ, হি. তন্খা—বেতন, মাহিনা।

তু. 'এক শত তঙ্কা।'—ময়নামতীর গান

**তৎ**—৩৮

তত্ত্ব, খবর, সন্ধান। ছন্দের জন্য তত্ত্ব স্থলে তৎ। [তত্ত্ব দ্রঃ। তু. 'ওঁ তৎ সৎ' —গীতা]।

**তত্ত্ব**—৯৭, ১৭১

(আ. তর্ত্ত)। তদভাব, স্বরূপ, সত্য, ব্রহ্ম, পরমাত্মা। [সং. তদ+ত্ব (ভা)= তত্ত্ব; প্রা. তত্ত্ব]।

তু. 'কোন দেশে পালায়াছে আছে কিবা নাই। তার তত্ত্ব করে মোরা ফিরি ঠাঁই ঠাঁই॥'—রামায়ণ।

**তত্ত্বকথা**—৯৮

(আ. তর্ত্তকথা)। তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান।

**তত্ত্বজ্ঞান**—১৩৮

(আ. তর্ত্তগ্যান) প্রকৃতজ্ঞান, ব্রহ্ম জ্ঞান, অদ্বয় জ্ঞান।

তু. 'অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ। ব্রহ্ম আত্মা ভগবান তিনতার রূপ॥'
—চৈ. চরিতামৃত।

**তথা**—২৩, ৩৩, ৩৭, ৫০, ১২৭

সেই স্থানে, সেখানে। [সং. তত্র> প্রা. তত্থ> বাঙ্. (তত্থা) তথা; হি. মৈ. তঁহা; মরাঠী—তহা, তহাং; গু তহীং; ওড়ি. সেঠা]।

তু. 'অঞ্জনার তথা বায়ু যান নিতি নিতি।'
—রামায়ণ।

'দর্শন দিলেন তথা।—মহাভারত।
'বাত্রেৎ তথা রহি।'—চৈ. চরিতামৃত।

**তথাএ, তথায়**—৩৬, ১৫৫

[তথা দ্রঃ]।

তু. 'তথায় অদ্ভুত বৃক্ষ।'—রামায়ণ।

**তন**—৫৬, ৫৭, ১৭২

তনু-র মধ্য যুগীয় কাব্যিক রূপ। দেহ, কায়া। [সং. √তন্+উ=তনু; ফা, হি, মরাঠী, গুজ তন]।

তু 'ক্ষীন হৈল তন।'—চৈতন্য মঙ্গল।
'নাহিক তোমার মনে চেতাইতে তন।'
—গোরক্ষ বিজয়।

**তনয়**—১০৪

(আ তন্নায়ে)। পুত্র, ছেলে। [সং. √তন্+অয় (র্তৃ)=তনয়]।

তু 'ইন্দ্রের তনএ।'—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা

**তনু**—১৫, ১১৭, ১২৪, ১৩৫

(আ. তনু, তনু)। দেহ, কায়। [তন দ্রঃ)]।

**তপ**—১০২, ১২৪

কঠোর সাধনা, তপস্যা। [সং √তপ্+অস্(ণে)]।

**তপসি, তপসী**—১০১, ১৬৭

তপস্বী, তাপস, মুনি।
[সং তপস্বী (তপস+বিন্)> বাঙ্ তপসী, তপসি (অপ্র.)]।
তু 'পৌলস্ত্য তপসী।'—রামায়ণ।
'ধর্ম্মের তপসি।'—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।
'বিড়াল তপসী।'—ঐ।

**তবহু**—১০৫

তবু. তথাপি, তা সত্ত্বেও।
[প্রা. তহবি, তহবিহ; ম বাঙ্ তবহু]।
তু 'তবহু ব্যাধক গীত শুনি করু সাধ।'
—বিদ্যাপতি।
'তবহু তাহার পরশ না ভেল।'
—চণ্ডীদাস।

**তবে**—৪, ৭, ৮, ২৮, ৩৬, ১১৮, ১৩৪, ১৭৭

তখন, তা হলে। [হি তব্+এ]।
তু 'যবে দরশন ভেল। তবে কেহ্নে না তেজিল॥'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন।
'তবে আমি করিব প্রলয়।'—ভারতচন্দ্র।

**তভুত**—৮০

তবুত। [তবহু—তভু, তবু]।
তু. 'শত দ্রোণ হৈয়া যদি আইস সমরে।
'তভু কি তাহার শক্তি ধরিবে তোমারে॥'
—মহাভারত।
'পুন মরিবার তভু উপায় চিন্তয়ে।'
—ভক্তমালগ্রন্থ।

**তম্বুরা**—১২.

তানপুরা, বীণার ন্যায় বাদ্য যন্ত্র বিশেষ। [আর তন্বুর্হ (তুরস্কের বেহালা বিশেষ); হি তংবুরা; মরাঠি-তংবরা; গুজ তংবুরী)]।
তু 'দুই কন্যা তম্বুরা লইয়া কৃষ্ণগুণ করে।'
—ভক্তমালগ্রন্থ।
'তম্বুরা রবাব।'—ভারতচন্দ্র।
'শ্রীনারদ গোসাঞি তম্বুরা করি সঙ্গে।'
—চৈ, ভাগবত।

**তরঙ্গ**—৯৩

ঊর্মি, ঢেউ। [সং. √তৃ+অঙ্গ (র্তৃ)]।

**তরণি**—৪৯

(আ তরোণী)। নৌকা। [সং√তৃ+অন+ই]।
তু 'বিষম জলের পথে নাহিক তরণি।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**তরাতরি**—৪৯

তাড়াতাড়ি, অতি শীঘ্র। [ত্বরাত্বরি> তরাতুরি, তরাতরি (অপ্র)]।
তু 'তরাতুরি আইলা।'—শূন্যপুরাণ।
'ধায় তরাতরি।'—রামায়ণ।

**তরিবার**—৫৮, ১৪১

পার হবার, উদ্ধার পাবার। [বাঙ্ √তর (সং√তৃ)+আ=তরা ক্রিয়া]।
তু 'ভবসিন্ধু তরিবারে রামনাম ভেলা।'
—রামায়ণ।
'ভব ভজি ভব তর।'—ভারতচন্দ্র।

**তরু**—৯২

(আ তরু)। বৃক্ষ, গাছ। [সং √তৃ+অ(র্তৃ); তু'দ্রু' (দরু> তরু)]।
তু 'তরুলতা হইয়া থকিব এক ঠাঁই।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**তরুবর**—৯২

(আ. তরুবর)। বৃক্ষশ্রেষ্ঠ। বট, অশ্বত্থ, তাল, আম ইত্যাদি বড় গাছ। এখানে সাধারণ বৃক্ষ অর্থে।

**তরুণী**—৯৩
(আ. তরনি)। নব যৌবন প্রাপ্তা যুবতী।
[সং. √তৃ+উন্+ঈ]।
তু. 'তরুণী তোহারি পথ চায়।'
—গোবিন্দ দাস।

**তরে**—৭, ৮, ১৭, ৩০ ৫১, ৫৪, ৬৪, ১৭০ ১৭৩
জন্যে, নিমিত্তে, সমীপে, সন্নিধানে, উদ্দেশে
[সং অন্তর> অন্তরে> বাঙ্ তরে (কাব্যে)]।
তু. 'শিশু কান্দে ওদনের তরে।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'দেবকীর তরে বসিবার।'
—চৈতন্য মঙ্গল।
'প্রণাম করেন রাজা শ্বশুরের তরে।'
—রামায়ণ।
'রাজা তরে করিয়া স্তবন।'
—চণ্ডিকা বিজয়।

**তল**—১১৪
সাধারণ অর্থে নিম্নদেশ, অধোভাগ, নদী সমুদ্র ইত্যাদির তলদেশ। এখানে 'নাহি হএ তল' অর্থে না ডুবে। [সং. √তল+অ (র্তৃ)]।
তু 'সীতা গেল তল।'—রামায়ণ।
'ডিঙ্গা তল কৈল।'—বাইস কবি মনসা।

**তল্লাশে**—৩৬, ৩৮, ৩৯
(আ. তর্ল্লাসে, তর্ল্লাষে)। খোঁজে, অনুসন্ধানে। [আর তলাশ্]।
তু. 'তল্লাস করহ ধন কি আছে ভাণ্ডারে।'
—রামায়ণ।
'কিরাত নগরে কন্যা করহ তল্লাস।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'আমাদের তালাসে আইলা গুরুনাথ।'
—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

**তল্লাশিল**—৩৬
(আ তর্ল্লাসিল)। অনুসন্ধান করল।
[আর তলাস (অনুসন্ধান) বিশেষ্য ক্রিয়া রূপে ব্যবহৃত]।

**তসরি**—১৩৭
তসর অর্থাৎ গুঁটিপোকার সুতার তৈরী কাপড়। [√তন্+সর (র্ম)=তসর> তসরি]। 'তসরি মশরী'—রেশমের কাপড়, মশারী ইত্যাদি না ভাত-টাত, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি অর্থে ?
তু 'পিন্দে কাপড় নাম যে তসর।'
—ময়নামতীর গান।

**তাকে**—৮৫
সেই ব্যক্তিকে, তাহাকে। [সং. তদ্ > প্রা. তা (তাগংধ, তাক্কর, তাক)> বাঙ্. তা, তাহা; মৈ. তা-তাসম, তাসহ]।
তু. 'তাক দিও ঠাই।'—শূন্যপুরাণ।

**তাঁতীর**—৯৩
(আ. তাতির)। তন্তুবায়ের, জোলার।
[সং তান্তি> প্রা. তংতি (সম্ভাব্য)> বা তাঁতি, তাঁতী; হি. তাঁতী]।
তু. 'তাঁতগাড়ে পড়ে তাঁতি।'
—শ্রধর্ম মঙ্গল (মানিক)।

**তাজী**—১৪
(আ. তাজি)। উৎকৃষ্ট আরব দেশীয় অশ্ব।
[ফা. তাযী (تازی)]। 'তাজি নামে ঘোড়া'—ঘোড়ার জাত তাযী, নাম নয়।

**তাতে**—৩৫, ৫৭, ৮২, ১১১
(আ. তাতে, তাথে)। তাহাতে-র চলিত রূপ। [তা (তদ)+তে=তাতে, তাথে]।
তু. 'কমণ্ডলু ছিল হাতে, ভরিল সকল তাতে।'—গঙ্গামঙ্গল।
'কেয়ুর কঙ্কণ তাথে উত্তম সাজিল।'
—চণ্ডিকাবিজয়।

**তান**—১২৫
সুর, সুরের আলাপ, সঙ্গীতের রাগ বিস্তার [সং. √তন্+অ(র্ম, ভা]। 'পঞ্চম রসের তান'—বৈষ্ণব সাধনা ও সাহিত্যে 'শান্ত

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, উজ্জ্বল বা মধুর এ' পাঁচ প্রকার বৈশিষ্ট বা পঞ্চাকে পঞ্চরস বলা হয়। এখানে 'পঞ্চ' নয় 'পঞ্চম' রসের কথা বলা হয়েছে। লিপিকর প্রমাদে পঞ্চ স্থলে পঞ্চম না পঞ্চম বলতে 'মধুর' রসের কথা বলা হয়েছে?

তু. 'কিবা বাজে তান।'—চণ্ডীদাস

'কহিতে কহিতে কলা করে কততান।'

—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘন)।

**তাপিনী—১১৭**

(আ. তাপিনি)। দুঃখক্লিষ্টা, সন্তাপযুক্তা। [সং. √তাপ+ইন+ঈ]।

তু. 'কেমনে এড়াব সখী তাপিনীর হাতে।'

—চণ্ডীদাস

'হায় ধনী তাপিনী।'—বিদ্যাপতি।

**তাবৎ—৮২**

(আ. তাবত)। তৎপরিমান বিশিষ্ট, সমুদয়। [সং. তদ্+বৎ]।

তু. 'তাবৎ দেশেব গল্পে লিখিত আছে যে লোকেরা আকাশ পথে গমন কবিয়াছেন।'

—রামমোহন রায়।

**তাম্বার—৭২**

তামাব, তাম্রনির্মিত। [সং. তাম্র> প্রা. তংব্, তম্ব> বাঙ্. তাম্বা (অপ্র)]। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে 'তাম্বা' শব্দের ব্যবহার আছে।

**তাম্বুল—১৫, ৫৪, ৫৯**

পান, লতা বিশেষেব পাতা যা চূণ, খয়ের ইত্যাদির সংযোগে খাওয়া হয়; সাজা পান। [সং. √তম্+উল, ব-আগম]।

**তার—৩, ৪, ৫৮**

[তাহার শব্দের চলিত রূপ। প্রা. ত (তদ্) শব্দ ষষ্ঠীর বহুবচনে তাণং, তাণ; তাণ থেকে তাঁর; পরে অনুনাসিকের চিহ্ন বিলপ্তিতে তার। বাঙ্. দেশের পূর্বাঞ্চলে অনেক স্থানে সম্মানার্থে তান, তানের, তানার শব্দের ব্যবহার আছে। প্রা. বাঙ্. তান, তাহান শব্দের ব্যবহার দেখা যায়]।

**তারা—১৫৬**

তাহারা শব্দের চলিত রূপ।

**তারা—১১৭, ১২৫**

নক্ষত্র, তারকা। [সং. √তৃ+ণিচ+অ (র্তৃ) আ; তু. Av. Stara; Ger. aster L. astrum, stella; Eng. star; ফা. সিতারাহ্]।

তু. 'তারা-হারা হয়ে আমি হয়ে আছি তারা-হারা।'— দাশুরায়ের পাচালি।

**তাল—৯২**

বৃক্ষ বিশেষ বা তার ফল। [সং. তল+অ]

**তাল—১২০**

সঙ্গীতে সময়ের বিভাগ বা মাত্রা; বৃদ্ধাঙ্গুলী ও মধ্যমার মধ্যস্থ প্রসারণ পরিমাণ। [সং. তল+অ]।

**তালাই—১১২**

চেটা বা চাটাই (পূ. বাঙ্.)। বাঁশের অতি পাতলা চেচারী, তাল-খেজুর পাত বা হোগ্‌লা নামক একপ্রকার পাতাদ্বারা তৈবী চাটাই। [দেশী ? তু. সং. 'তলাচী'—দরমা]।

**তালি—১৫০**

তালা (কুলুপ) শব্দের রূপ ভেদ। [সং. তালিক; হি. তালী; মারঠী-তাল।

তু. 'কর্ণে লাগে তালি।'—মহাভারত

'হয় রবে লাগে তালি।'—কবি কঙ্কণ চণ্ডী।

'তালি মারি বহে নাথ দশমীর দুয়ার।'

—মীনচেতন।

**তাহা—১৫৪**

সে বিষয় বা বস্তু। [সং. তদ> প্রা. তা> বাঙ্. তাহ, তাহা (হ-আগমে)]।

তু. 'কা সঞে বিলসব কো কব তাহ।'

—বিদ্যাপতি।

**তাহাতে—৫২, ১৪২**

তাহা অপেক্ষা তার উপর। [তাহা দ্রঃ]। তু. 'তাহাতে অধিক।' —বিষহরি ও পদ্মাবতী।

**তাহাক—৫৬**

তাহাকে। বিভক্তির এ-লোপ যুগের প্রচলিত রীতি। [তাহা দ্রঃ]। তু. 'তাক বয়ান।'—বিদ্যাপতি। 'তাক দিও ঠাই।'—শূন্যপুরাণ।

**তিথি—১৩, ১০৫, ১৫৪, ১৫৮, ১৭২**

(আ. ত্রিতি, ত্রিথি, তিথি)। চান্দ্র দিন, চান্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি দ্বারা সীমাবদ্ধ কাল; প্রতিপদ দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী ইত্যাদি। [সং √অত+ইথি (র্তৃ)]।

তু. 'পাঁচ পঞ্চ গুণ সিন্ধু বিন্দু তাহে, তিথি তথি হরণই কেল।'—জ্ঞানদাস।

**তিন—৬, ৭, ২৯, ৬০, ৬৮, ১৪৬**

ত্রিসংখ্যক, ৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ত্রি-ত্রীণি> পালি তীণি, প্রা. তিণ্ণি, তিণ্ণ> বাঙ্ তীনি, তিনি, তীন, তিন; হি. মরাঠী, গুজ. তীন; মৈ. তীনি; অস. তিনি]।

তু. 'তিন সাতবার।'—রামায়ণ। 'তিনসপ্ত-বার।'—মহাভারত।

**তিন কোন—১৫১**

'ভগবান ক্ষীরোদ সাগরে বটপত্রের উপর শয়ান ছিলেন। আর কিছুই ছিলনা। একদা তাঁহার সৃষ্টি করিবার বাসনা জন্মিল। অমনি নাভি কমলের কিঞ্চিৎমল তুলিয়া ফেলিলেন। তাহা হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি হইল। কিন্তু শক্তি ব্যতিত সৃষ্টি করা কাহার সাধ্য, ইহা ভাবিয়া নারায়ণ পুনরায় ললাট ফলক হইতে একবিন্দু স্বেদ ত্যাগ করিলেন। তাহাতেই আদ্যা শক্তির উদ্ভব। আদ্যার গর্ভে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন পুরুষ রত্ন জাত এবং যথাক্রমে সৃজন, পালন ও সংহার কার্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন শক্তি ভগবানকে কহিলেন, আমায় কি অনুমতি করেন, আমি কাহার আশ্রয় লইব? উত্তরে ভগবান বলিলেন, তোমার তিন জনের যাহাকে অভিরুচি তাহাকে ভজনা কর। তাহা শুনিয়া শক্তি একে একে দেবত্রয়ের নিকট গমন করিলেন। দেবগণ ত্রাসে তিন দিকে পলাইলেন। এই হেতু পৃথিবী তিন কোন। [নারদ সংবাদ]।' —বসন্ত রঞ্জন রায়।

তু 'তিন কোন পৃথিবী আল্পি ঠাঞি বসি গনি।'—ময়নামতীর গান।

**তিন নাম—১৪৯, ১৬৭**

(পাদ টীকা ও এক অক্ষরে তিন নাম দ্রঃ)।

**তিন তেহড়ি—১৫০**

তিউড়ি, তিহড়ি বা তেহড়ি শব্দের সাধারণ অর্থ তিন মাথা বিশিষ্ট উনুন বা চুল্লী। এখানে যোগের ভাষায় ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না নাড়ীত্রয়ের মিলন স্থল ত্রিপিণীর ঘাটকে বলা হয়েছে বলে মনে হয়। (পাদ টীকা দ্রঃ)।

[মূল ত্রিগুটিক?]।

তু 'চন্দন কাষ্ঠে জ্বালিল তিউড়ি।' —শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘন)।

'তিন নারিকেল দিয়া সাজায় তিওড়ি।' —মনসার ভাসান।

'বালির তিহড়ি।'—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘন)।

**তিলক—৮৫, ১২৪**

ললাট, বাহু ইত্যাদি দেহের বারটি স্থানে চন্দনাদির ফোঁটা বা চিহ্ন। [সং তিল+ক]।

তু 'যেমত তিলক পানী, তেমত অসত্য বাণী, সত্যবাণী তিলক চন্দন।' —ক. ক-চণ্ডী।

'সে বংশে তোমার ধ্রুব তিলক।'

—চৈতন্য মঙ্গল।

'ছোট পুত্রটি...তিলক সেবা করেনা।'

—আলালের ঘরের দুলাল।

**তীর্থে—১৫২**

(আ তির্থে)। তীর্থ—'অবতরণ প্রদেশ', দেবতাদির অধিষ্ঠান বা তপস্যাদি হেতু পবিত্র স্থান, পুণ্যস্থান। এখানে যোগের ভাষায় দেহ ব্রহ্মাণ্ড। 'আদ্য নাম ভেদিয়া তীর্থে কর্ল থানা'—আত্মাই ব্রহ্ম এই দার্শনিক মতবাদ ভিত্তিক তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতিতে সাধকের যখন মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ ঘটে তখন নিজদেহের মধ্যেই পরমাত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে। অর্থাৎ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যখন মিলন ঘটে তখন দেহ রূপ ব্রহ্মাণ্ডই তীর্থ রূপে পরিগণিত হয়।

**তুণ্ডে—৮৪**

(আ.টুণ্ডে)। মুখে, ওষ্ঠাধরে। [সং √তুণ্ড্+অ(র্তৃ)=তুণ্ড, তু 'তুংড' আস্য]। তু 'তুণ্ডের উপর।'—মহাভারত।

'বাক্য..শঙ্করের তুণ্ডে।'

—ক. ক-চণ্ডী।

**তুমি—৯, ৪৯, ৫২, ৬২**

(আ.তুমী, তুমি)। কর্তৃকারকের মধ্যম পুরুষের একবচনের সর্বনাম। [সং. ত্বম্>প্রা তুম্হে(যূয়ম)<বাঙ্ (তুমহি) তুহ্মি; তুহ্মি, তুমি; ওড়ি তুম্ভে. বৈদিক তুম্যে Av. tum; La. tu; Fr. tu; G. du; Eng. thou; ফা তু]। তু 'তুমি পুত্র রাজা হও সেই পুণ্যফলে।'—রামায়ণ।

'তুমি হর তুমি হরি তুমি সর্ববীজ।'

—মহাভারত।

'প্রসবিনু তুমি বিষ্ণুবিধি তিনজনে।'

—ভারতচন্দ্র।

**তুরিত—৩৭, ১৩৩**

(আ. তুরীত)। দ্রুত, তাড়াতাড়ি। [সং. ত্বরিত>প্রা তুরিঅ>বাঙ্ তুরিত (অর্ধতত্ভব); হি তুরত; মৈ তোরিত; মরাঠী–তুরূত]।

তু.'তুরিত গমনে।'—মীনচেতন।

'দূত পাঠাইল তুরিত।'—রামায়ণ।

'তুরিতে হাম আয়নু।'—বিদ্যাপতি।

**তুরিতে—৩৫, ৪৬**

(আ তুরীতে)। তুরিত।

তু.'চলিল তুরিতে।'—ক. ক-চণ্ডী।

'তুরিতে লুকায়লী।'—রায়শেখর পদাবলী।

**তুল—**

[সং.তুলা> প্রা.তুল্ল>বাঙ্ (তুল) তুল; হি.তুলী)। সদৃশ, সমান।

তু. 'কালদণ্ডধর তুল।'—অশ্বমেধপর্ব।

'ওঠ আধর তার বান্ধুলীর তুল।'

—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**তুলনা—১০৪**

(আ. তুলর্বনা)। উপমা, সাদৃশ। [সং. √তুল্+অন (ভা)+আ]।

**তুলিয়া—১৩, ৩৫, ৫৩, ১৫২**

(আ.তুলিয়া)। উত্তোলন করে, উঠিয়ে। [বাঙ্ √তুল (সং. √তুল্)+আ=তুলা বা তোলা ক্রিয়া; সং. √তুল √তোলি> প্রা √তুল>বাঙ্ √তুল্; হি √তুলাব্‌না]।

তু 'ধনুক তোলহ রাম।'—রামায়ণ।

'স্নান করি রূপবতি, নীর তোলে শীঘ্রগতি।'—ক. ক-চণ্ডী।

**তুষিল—১১**

তুষ্ট বা প্রীত করল। [সং.√তুষ্>প্রা. তুস্>বাঙ্√তুষ্+আ=তুষা ক্রিয়া]।

তু 'গরবেঁ না তুষিলেঁ হরী।'

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

**তুষ্ট**—৮, ৯, ৭২

তোষযুক্ত, প্রীত, তৃপ্ত। [সং.√তুষ্+ত (র্ত্)]।
তু 'মহাতুষ্ট।'—চৈ.চরিতামৃত।

**তৃণ**—৭৯

(আ তিণ্ন্যি)। পশুর ভক্ষ্য, ঘাস, খড়। [সং. √তৃণ (ভক্ষণ)+অ (র্ম)]।
তু.'দেবতারে তৃণ হেন মানে।'
—গঙ্গামঙ্গল।

**তৃষ্ণা**—১৩৯

(আ ত্রিস্না)। পিপাসা, ভোগের প্রবল ইচ্ছা বা আকাঙ্খা। [সং.√তৃষ্+ন (ভা)+আ]।
তু 'সর্বপূর্ণ হৈল তৃষ্ণা নহে নিবারণ।'
—মহাভারত।
'এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ।'
—চৈ. চরিতামৃত।

**তেজব**—৮৪

ত্যাগ করব, ছাড়ব। [বাঙ্ √তেজ বা √ত্যাজ (সং √ত্যাজ, প্রা.√তেজ্জ) +আ=তেজা ক্রিয়া; মৈ; তেজ]।
তু 'তেজই তীখনি শাস।'—বিদ্যাপতি।
'তেজ তেজ ও বিহার।'
—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
'কামিনী কি তেজই কান্তক-কোর।'
—গোবিন্দ দাস।
—'সুন্দরী অব তুঁহু তেজসি কান।'
—বলরাম দাস।

**তেমতি**—১৫. ৯৪, ১৪৪

তেমত-র আঞ্চলিক রূপ। সেরূপ, তাদৃশ। [তে-মন্ত> (তেমন্ত) তেমন, তেমত, তেমতি; তু.মৈ.তেহন]।
তু 'তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।'
—চণ্ডীদাস।

**তের**—৯১

ত্রয়োদশ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. ত্রয়োদশ> পালি তেরস; প্রা.তেরস, তেরহ; হি, মৈ.তেরহ; পাঞ্জা.তেরাং; মরাঠী তের; গুজ, ওড়ি.তের; বাঙ্ তের]।

**তেলী**—৬৪

(আ তেলি)। তৈল ব্যবসায়ী, হিন্দু জাতিবিশেষ, কলু। [সং তৈলিক> প্রা. তেল্লিঅ> বাঙ্. তেলি, তেলী; হি.মরাঠী, গুজ তেলী]।
তু 'তেলী।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**তৈল**—১৩৪

(আ শতুল)। তিল বিকার, তিলজাত স্নেহদ্রব্য বিশেষ, সষপাদি-স্নেহ। [সং. তিল+অ; পালি-তেল; প্রা তেল্ল, তেল; হি, মরাঠী, মৈ, গুজ তেল]।
তু 'রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈল শাক।'
—ভারতচন্দ্র।

**তোমার**—৭, ৮, ৪৯, ৫২, ৫৩, ৯৭

তুমি-র সম্বন্ধার্থক রূপ। [সং যূয়ম্> প্রা. তুম্হ> বাঙ. (তুমহা, তুম্হা, তুমা) তোমা; তোমা+র (সম্বন্ধার্থক)=তোমার; প্রা বাঙ তোম্হার; প্রা তুমহার]।
তু 'তোমার যে জন পূজে।'—চণ্ডিকা বিজয়।

**তোর**—৫৭

তুই-এর সম্বন্ধার্থক রূপ। [সং ত্বম > পালি তুবং, প্রা.তুং, তুহ বাঙ তুঁ, তু, তুই; প্রা.তুহর> তোর]।
তু.'কনক বউলী, শোভিছে তোর কুন্তলে।'
—ক, ক-চণ্ডী।

**তোরা**—৬, ৭

তুই শব্দের বহুবচনের রূপ। [তো' শব্দের উত্তর বহুবচনের রা' প্রত্যয়]।
তু 'কে তোরা।'—মাইকেল।

**তোলা—১৪৫**
ভরি। পাঁচ তোলায় এক ছটাক। [সং. তোল, তোলক> প্রা তোল, তোলঅ> বাঙ্ তোলা; হি তোলা; মরাঠী তোল]।
তু 'সূতো তার টাকা তোলা।'
—দাশু রায়।

**ত্যাগির—১০০**
(আ তেগির)। ত্যাগ করব, বর্জন করব। [সং √ত্যজ্+অ (ভা)=ত্যাগ ক্রিয়া]।
তু 'ত্যাগিয়া দেহের পাংশু গন্ধরে চলিল।'
—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা।

**ত্যাগিনু—১৬৫**
(আ তেগিনু)। ত্যাগ করেছিলাম।

**ত্রাপ—৫৩**
তাপ বা শাপ উভয় অর্থেই হতে পারে। অনেক প্রাচীন পুঁথিতে শ্রাপ শব্দ আছে। 'শ্র' এবং 'ত্র' প্রায় একই ভাবে লিখা হত। লিপিকর প্রমাদে 'শ্রাপ' শব্দে অনেক স্থানে 'ত্রাপে' পরিগণিত হয়েছে।

**ত্রিজগতের—১৭৩**
স্বর্গ, মর্ত, পাতাল। ত্রিভুবন।
তু.'ত্রিজগত মাতা।'—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা।

**ত্রিপদী—২৬, ৫৮**
(আ ত্রিপদি)। বাঙলা কাব্যে তিন চরণ বিশিষ্ট ছন্দ। এর প্রথমার্ধে তিন চরণ এবং দ্বিতীয়ার্ধে তিন চরণ। প্রথমে দ্বিতীয়ে, চতুর্থে পঞ্চমে এবং তৃতীয় ও ষষ্ঠ মিত্র বর্ণ)।

**ত্রিপিনীর ঘাট—৮১, ১৫৪**
(পাদটীকা দ্রঃ)।

**ত্রিভুবন—৩, ২৩, ২৮, ৫৩**
(আ.ত্রিভুবোন, ত্রিভুবন)। স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল। [সং]।

## থ

**থমকে থমকে—৬৮, ১২৬**
ঠমকে ঠমকে, মন্থরভাবে, থেমে থেমে। [সং স্তম্ভ> প্রা থম্ভ> বাঙ্. (থাম), থম-ক (?) না দেশী? তু. হি. থমকনা]।
তু. 'মত্ত মাতঙ্গের মত গতির থমক।'
—রঙ্গলাল।

**থরথরে—১৪৩**
[থর থর,—কাঁপা (দেশী); মুণ্ডারি—'√থরথর'-ভয়ে বা শীতে কাঁপা; মরাঠী, হি. থরথর]। দ্রুত কম্পনের সাথে।
তু. 'ক্রোধে অঙ্গ কাঁপে থরথর।'
—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
'তনু কাঁপে থরথর।'—ভারতচন্দ্র।
'থর থর করে অঙ্গ।'—ক. ক-চণ্ডী।

**থাকি—৬২, ৬৪, ১৬৫**
(আ. থাকী, থাকি)। থেকে, রহে, বাস বা অবস্থান করে। [সং.√স্থা> প্রা. থক্ক> বাঙ্ থাক-+আ=থাকা ক্রিয়া। থাকিতে, থাকিবে, থাকির, থাকিলে, থাকে ইত্যাদি থাকা ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ]।
তু.'দেশে থাক রাম তুমি 'না' যাইও বন।'
—রামায়ণ।
'দুঃখ পাসরিবে যদি দাসী থাকে পাশে।'
—ঐ।

**থাকে থাকে—১৫৫**
স্তবকে স্তবকে, গুচ্ছে গুচ্ছে। [সং. স্তবক ?]
তু. 'মণি গুচ্ছা দেন তার মধ্যে থাকে থাকে।'
—ভক্ত মাল গ্রন্থ।
'রাবনের পৃষ্ঠ মাংস থাকে থাকে ফাড়ে।'
—রামায়ণ।

**থানা—৮২, ১৫৩**
আস্তানা, আশ্রয়স্থান, প্রহরীর আডডা। [সং. স্থান > প্রা. থাণ > বাঙ্. থান; থান+আ=থানা; হি. থানা]।
তু. 'যমরাজার বসিবার থানা।'
—শূন্যপুরাণ।

**থাপা—৩৯, ৭৪**
থাবা, পাঞ্জা, করতল। [মূল সং. স্থাপ; বাঙ্. থাপড়, থাপড়া, থাবড়, থাবড়া, থাপা, থাবা (মূল থাপ); হি. থপ্‌পড়, থাপ; মরাঠী, থপ্পড, থাপ, থাপট, থাপড; গুজ. থাপ, থাপট]।
তু. 'থাপা দিয়া ধরিলেক গায়ের বসন।'
—দ্বিজ বংশীদাস।
'থাবা দিয়া ধরে শিব চণ্ডিকার করে।'
—বাইশ কবি মনসা।

**থাল—৫৪, ১১১, ১১২**
ধাতুনির্মিত গোলাকার পাত্র বিশেষ। [সং স্থাল> প্রা. থাল> বাঙ্. থাল, থালা; হি. থাল; মরাঠী-থালা; গুজ. থাল; মৈ. থার]।
তু. 'আচ্ছাদন দিল থাল।'—ক. ক-চণ্ডী।
'সুবর্ণের থালায়।'—মনসার ভাসান।

**থুইল—৬৯, ১১১, ১৯৭**
রাখল, স্থাপন করল। [বাঙ্. √থু+ আ=থোয়া ক্রিয়া]।
তু. 'ফাস জড়াইয়া গুণ গুড়াইয়া থুলা ভূরু ধনুতুলে।'—ভারতচন্দ্র।
'নাম থুইও লক্ষীন্দর।'—মনসামঙ্গল।

**থুনিতে—৬১**
খুটিতে, স্তম্ভেতে। [সং. স্থূণা> প্রা. থূণ> বাঙ্ (ঠূন) ঠুনি, ঠুনী> থুনি (অপ্র.)। পূ. বাঙ্. ঠুনি শব্দের বহুল প্রচলন আছে।]
তু. 'সুবর্ণের ঠুনি।'—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'স্ফটিকের ঠুনী।'—,বিদ্যাপতি।

**থোড় কলা—৬১**
(আ. থোর কলা)। কচি কলা, মোচা থেকে সদ্য বের হয়ে আসা কলা। [থুড—বৃক্ষস্কন্ধ; হি. থোর; মরাঠী-থোংট—বৃক্ষকাণ্ড]। (পাদটীকা দ্রঃ)।
তু. 'কত কষ্টে মিলে এটে নাহি মিলে থোর।'—ভারতচন্দ্র।

**থোরা—১০৮**
অল্প, একটুখানি। [হি. থোড়া; মৈ. থোড়; বাঙ্. থোড়া, থোরা। সং. স্তোক পারা (মূল?)]।
তু. 'সই চাহনি মোহনী থোর।'—চণ্ডীদাস।
'পীবই অধর সুধারস থোর।'—রায় শেখর পদাবলী।
'(উরজ) থোর থোর দরশায়।'
—বিদ্যাপতি।
'থোরি দরশনে আশা না পূরল।'—ঐ।
'অলখিতে হামে হেরি বিহসলি থোরি'
—বিদ্যাপতি।
'সন্ধা গায়ত্রী জানিস থোড়াথুরি।'
—দাশুরায়

## দ

**দক্ষিণ—১৫২**
(আ. দক্ষিন)। উত্তরের বিপরীত দিক। যোগের ভাষায় উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম ইত্যাদি দিক সমূহ দেহের মধ্যে অবস্থান রত। [সং. √দক্ষ্+ইণ(র্তৃ); প্রা. দক্‌খিণ]।

**দক্ষিণা—৪**
যাদ্বারা যজ্ঞ দক্ষ হয়; ক্রিয়া কর্মান্তে গুরু পুরোহিত প্রভৃতিদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক অথবা তাঁদেরকে দেওয়া দান খয়রাত। [সং. দক্ষিণ+আ]।
তু. 'ভাল দিলি গুরুর দক্ষিণা।'
—রামায়ণ।

**দাক্ষিণি—১২**
দক্ষিণা অর্থাৎ দক্ষিণ দেশীয় অর্থে।

**দড়—৫৬, ১২৭, ১৪২**

দৃঢ়, শক্ত। [সং. দৃঢ়> প্রা. দঢ> বাঙ্. দড়, দঢ়]
তু 'কষিয়া বান্ধিয়া দড় করে টুয়া।'
—মনসা মঙ্গল।
'দঢ় ভাতার হৈলে ইহার নাকে দিত পদ।'
—ক.ক-চণ্ডী।

**দড়ি—৩০, ৩৩, ১১২, ১৩২, ১৬৬**

রজ্জু, রশি। [বাঙ্. দড়া (মোটাদড়ি, কাছি]+ই (ক্ষুদ্রার্থে)=দড়ি (দেশী?)
তু. সং. দোরক; প্রা. দোর (কটিসূত্র)।
হি. ডোরী; মরাঠী, গুজ. দোরী।
তু. 'না মিলিল দড়ী, না মিলিল কড়ি, কলসী কিনিতে তোরে।'—ভারতচন্দ্র।

**দণ্ড—১২৯**

(আ. ডণ্ড)। কিয়ৎক্ষণ; সময়ের পরিমাপ বিশেষ: ৬০ পলে এক দণ্ড (২৪ মিনিট), সাড়ে সাত দণ্ডে এক প্রহর, আট প্রহরে একদিন। এখানে কিছুক্ষণ অর্থে।
[সং √দণ্ড+অ]।

**দধি—১৬১**

দই। [সং √দধ (ধারণ)+ই (র্তৃ); প্রা,.দহি; বাঙ.দই; হি, মরাঠী. পাঞ্জা. মৈ.দহী; সিন্ধী ডহি; ওড়ি দহি]।

**দন্ত—১১১, ১২৪**

দশন, দাঁত। [সং.√দম্+ত (ণে); তু L. dentis]।
তু 'তিন সন্ধ্যা পায় পড়ি দন্তে করি কুটা।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**দয়া—৫৭, ৬২**

সমবেদনা, করুণা, অনুকম্পা।
[সং.√দয়+অ (ভা)+আ]।
তু.'বড় দয়া লাগে মাও তব কথা শুনি।'
—বাইশ কবি মনসা।

**দরবার—৩২**

রাজসভা, সভা, বিচারালয়। [ফা. দর্‌বার্]।
তু.'অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার।'
—ভারতচন্দ্র।
'নয় দেউড়ি পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসন পরে।।'
—কৃত্তিবাস।

**দরশন—১৯, ২৩, ৩৬, ৯১, ১১০**

(আ. দরোসন, দরসন, দরশন)। দর্শন-এর কোমল রূপ। দেখা, সাক্ষাৎকার, মোলাকাত। [সং√দৃশ+অন=দর্শন> দরশন; হি দরসন; মৈ.দরশন; প্রা. দরিসণ; দরিশন (শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন)]।
তু.'দুহুঁ দরশনে বিদ্যাপতি ভোর।'
—বিদ্যাপতি।
'দেবী দিল দরশন।'—গোরক্ষ বিজয়।
'রাধা দরশনে।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**দর্পণ—৮৫**

যা হৃষ্ট করে, মুকুর, আরশি, আয়না।
[সং √দৃপ+অন (র্তৃ)]।
তু 'বাণেতে সবার মুখে হইল দর্পণ।'
—রামায়ণ।
'স্বচ্ছ সলিল-দর্পণে।'—সদ্ভাবশতক।

**দল—৮৬**

পল্লব, পাতা, পাপড়ি।
[সং √দল্+অ (ভা)]।

**দশ—৪৩, ৭৭**

(আ দস, দশ)। দশ সংখ্যা বা সংখ্যক [সং√দন্‌শ্+অন্=দশ; প্রা, হি দস; মরাঠি-দাহা; মৈ.দহ; ফা দহ্; Av. dasa; Greek. Dekos; L.d.com. R. desyat; Ger. tehan; Eng.ten]।
তু.'পদে পদে গণি দশ চরণ চলিল।'
—মহাভারত।

**দশ্তে—১৩২**

হাতে। [ফা. দাস্ত]।

তু 'আজি পরীক্ষা কাহার দস্ত হয়েছে
কত দরাজ।'—নজরুল।

'আদালতের বেলকুল আদমি তেনার দস্তের বিচা'—আলালের ঘরের দুলাল। 'শিকার দস্তে এল এল হয়, আবার পেলিয়ে যায়।'
--ঐ।

**দশন—১৫, ৮৬**

(আ দষন, দসন, দশন)। 'দংশন সাধন', দন্ত, দাঁত। [সং √দন্‌শ্‌+অন (ণে, ভা)]।

তু 'মতি ভোলে রাধিকার দশন রসনে।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**দশমী দুয়ার—৭৪**

(আ দসমিদুয়ার)। তন্ত্র শাস্ত্র মতে দেহের মধ্যে নয়টি দ্বার (নবদ্বার) অর্থাৎ ছিদ্র আছে যথা: দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা মুখ, গুহ্যদ্বার ও লিঙ্গদ্বার। এদের সঙ্গে ব্রহ্মরন্ধ্রকে যোগ করে দশ দুয়ার। চর্যাতে এ-দ্বারকে বৈরোচন দ্বার বলা হয়েছে।

তু 'দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ।
আইল গরাহক আপণে বহিআ॥'
—চর্যাপদ ৭।

'এ দশমি দুয়ারে দিলো কপাট।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'ভেদিয়া দশমী দ্বার খোলে জর ভর।'
গোরক্ষ বিজয়।

'নিরোধিল দৈত্য দশ দ্বার।'
—কৃষ্ণমঙ্গল (মাধবআচার্য)।

'পুরমেকা দশদ্বারম্‌... ।'
—কঠোপনিষৎ ৫মী বল্লীতে।

**দশমিত—১৫০**

এখানে 'দশমী' অর্থে দশম নয়, দশ দ্বার। তন্ত্রশাস্ত্রের 'নবদ্বার' (নয় ছিদ্রের) সঙ্গে ব্রহ্মরন্ধ্রকে (চর্যাপদে যাকে বৈরোচন দ্বার বলা হয়েছে) যোগ করে 'দশ দ্বার'। 'দশমিত দিল তালি'--অর্থাৎ দশ দ্বারে কুলুপ লাগাল।

(দশমী দুয়ার ও ১৫০ পৃ: পাদটীকা দ্র:)।

**দশভুজা—২৭**

(আ দষ ভুজা)। দশহস্ত বিশিষ্টা দুর্গা-দেবী। এ দেবী স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আবির্ভূতা হন।

তু 'অধিক বিলম্ব হলে মহারাণী দশভুজা হবেন।'—অমৃত গ্রন্থাবলী।

**দশানন—১৪৪**

দশ মস্তক বিশিষ্ট রাক্ষসরাজ রাবণ। [সং. দশ+আনন, বহুব্রী]। ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য, তাঁর পুত্র বিশ্রবা। বিশ্রবা মুনির ঔরসে ও সুমালী রাক্ষসের কন্যা কৈকসী-র গর্ভে রাবণের জন্ম। রাবণের দশ মাথা, বিশ বাহু, গায়ের রঙ ঘোর কৃষবর্ণ, কেশ প্রদীপ্ত ও লোহিত বর্ণ ওষ্ঠ। ব্রহ্মার বরে রাবণ দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ (মানুষ নয়, মানুষ রাবণের কাছে তৃণ-তুল্য) প্রভৃতি দ্বারা অজেয়, অবধ্য।

দানব-শিল্পী ময় দানবের কন্যা মন্দোদরী রাবণের স্ত্রী। রাবণ আপন বৈমাত্রের ভ্রাতা কুবেরকে লঙ্কা থেকে তাড়িয়ে সেখানে রাজ্য স্থাপন করেন এবং পুষ্পক রথের অধিকারী হন।

একবার পুষ্পক রথে কৈলাস পর্বতের নিকট দিয়ে যাবার কালে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কৈলাস পর্বত উত্তোলন করলে মহাদেবের পদাঙ্গুষ্ঠের চাপে ত্রিলোক কম্পিত করে তিনি গর্জন করে উঠেন। স্তবে তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে মুক্ত করেন এবং পর্বতের ভারে দারুণ 'রব' করার জন্য তাঁর নাম দেন 'রাবণ'।

বিষ্ণুর অবতার মানবরূপী রামের বনবাস কালে রাবণ রামের স্ত্রী সীতাকে হরণ করেন। রাম-লক্ষ্মণ কিস্কিন্ধার অধিপতি সুগ্রীবের বানর সেনার সাহায্যে লঙ্কা আক্রমণ করেন। রাবণ ভ্রাতা বিভীষণ রামের সহায়ক হন।

দুই পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাম রাবণকে সবংশে নিহত করে সীতাকে উদ্ধার করেন।—রামায়ণ।

**দস্ত—৭৪**

হাত, হস্ত। [ফা. দাস্‌ত্‌]। (দশ্‌ত দ্রঃ)

**দহে—১৭১**

[সং হ্রদ 7 দ্রহ (ধ্বনিপরিবৃত্তি) > প্রা দহ 7 বাঙ্‌. দহ, দ; হি, দহ, ডোহ; গুজ. ডোহ; অস. 'দ'; প্রা. বাঙ্‌. 'দয়', 'দ']।

তু. 'দহতে পেলায়িরো।'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

'দহ বুলি ঝাপ দিলো, সে মোর সুখাইল।' —ঐ।

'কালি দয় সাগর।'—মনসা মঙ্গল।

'কালীদ সলিলো পরে।'—মঙ্গল-চণ্ডী পাঞ্চালিকা।

**দাই—৪, ৫**

উপমাতা, ধাত্রী, ধাইমা Wetnurse। [সং. ধাত্রী 7 পালি ধাতী; প্রা. ধত্তী, ধাঈ 7 বাঙ্‌. ধাই. দাই; হি. মরাঠী, গুজ. দাঈ; ফা. দাযা (دایه) henroost]।

তু. 'গুড়িঝালে রাণীকে চেতন করে দাই।' —শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘন)।

**দাএ (দায়)—১২৮, ১৩১, ১৩৯**

সঙ্কট, বিপদ। [সং. √দা + অ (ভা)]।

তু. 'সুধন্য বাঁকুড়া রায়, ভাঙ্গিল সকলদায়।' —ক.ক.চণ্ডী।

'মূল রাখা হৈল দায়।'—ভারতচন্দ্র।

'তাহাদিয়া রাজা তার দায় ঘুচাইল।' —রামায়ণ।

**দাঁড়াইল—৬, ১৭, ২৩**

(আ. ডাড়াইল)। দণ্ডায়মান হল। [সং √দণ্ডায় > বাঙ্‌. √দাণ্ডা, √দাঁড়া + আন = দাঁড়ান. ক্রিয়া]।

তু. 'নখাই উঠিয়া দাঁড়ায়।'—মনসার ভাসান।

'দাঁড়াইতে স্থান নাই।'—মহাভারত।

**দাঁড়ুকা—৯৯**

(আ. ডাড়ুকা)। (ডাঁড়ুকা দ্রঃ)।

**দাগা—৫৬**

আঘাত, শঠতাহেতু মর্মবেদনা, প্রতারণা [ফা. দগা (دغا)]।

তু. 'শয়তান দিল দাগা।'—ভারতচন্দ্র।

'শেষে যেন নাহি পাই দাগা।' —কবি ক-চণ্ডী।।

'ছেড়ে দাও আজি হতে দাগাবাজি কাম।' —পূর্ব বঙ্গ গীতিকা।

'নারীহীন পুরুষ পেয়েছে বড় দাগা।' —শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘন)।

**দাড়ি—৪২**

শ্মশ্রু (beard) [সং. দাঢ়িকা; প্রা. দাঢ়িআ হি. গুজ. দাঢ়িকা, দাঢ়ী; মৈ. দাঢ়ী পা. দাহড়, দাহঢ, দাহড়ী; অস. ডাঢ়ি]।

তু. 'বসিল বুকে উপারিল দাড়ী।' —শিবায়ন।

'পুড়িল সকল দাড়ি।'—ক.ক-চণ্ডী।

**দাদা—৪৩**

'পিতৃতুল্য', জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বড় ভাই। এ-খানে সম্মানার্থে সম্বোধন। [সং. তাত 7 প্রা. তাদ 7 বাঙ্‌. (দাদ) দাদা; হি. মরাঠী দাদা—অগ্রজ; মৈ. দাদা—পিতামহ। বাঙ্‌. পিতামহ এবং অগ্রজ উভয় অর্থেই]।

তু. 'দাদার বিনাশ।'—ময়নামতিরগান।

**দান**—৪, ১০, ১৪, ১৫, ১৪৮,
অর্পণ, প্রদান, বিতরণ। [সং. √দা+অন (ভা)]।
তু. 'কেহ কেহ দান পাইল তুরগ বারণ।'
—মহাভারত।
'নিবেক তোমার দান।'—ক. ক-চণ্ডী।
'সেই ঘাটে দান সাধে জগাতী।'
—মনসার ভাসান।

**দাবানলে**—১১৭
বনজাত অগ্নি, বনবহ্নি। এখানে পদুনার দুঃখকে দাবানলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। [সং. দাব (বনাগ্নি)+অনল]।

**দামড়া**—৯৭
বলদ, হালের বা গাড়ীর গরু। [দেশী তু. সং. দম্য]।
তু.'গোঠ মজলে দামড়া বিয়ায়।'—প্রবাদ।

**দামিনী**—১২৫
(আ. দামিনি)। 'দামযুক্তা', বিদ্যুৎ। [সং. দাম+ইন্+ঈ]।
তু. 'দামিনী তকতক।'—ভারতচন্দ্র।
'দামিনী চমক-নেহারিণী রে।'—গোবিন্দ দাস।

**দায়**—১৩১, ১৩৯
(আ. দাএ)। [দাএ দ্রঃ]।

**দারু**—৫
(আ. দারু)। ঔষধ, মদ। এখানে দুগ্ধ অর্থে। [ফা. দারু (دارو)]।
তু. 'যাহার পাইলে জে তবে ছত্রদারু।'
—গোরক্ষ বিজয়।

**দারুণ**—১১৬
(আ. দারুণ)। অতি কঠিন, নির্দয়। [√দৃ+নিচ্+উন (র্তৃ)]।
তু. 'দারুণ বজ্র বিলোকন থোর।'
—বিদ্যাপতি।
'দারুণ কর্মের ফলে আমি তব ঝি।'
—ক.ক-চণ্ডী।

**দালান**—১৩৭
অট্টালিকা, পাকাবাড়ি। [ফা.দালান্(دالان)]
তু. '(লতায় নির্মিত) দালান।'—ভক্তমাল গ্রহ।

**দাস**—১৪৯
ভৃত্য, শূদ্র। ঋগ্বেদে 'দাস' শব্দে ইন্দ্র কর্তৃক বিজিত 'নমুচিশম্বর' প্রভৃতি অসুর। ভারতের আদিম অধিবাসীরা আর্য্যদের গবাদি বলপূর্ব্বক হরণ করত বলে তারা 'দস্যু' বা 'দাস' শব্দে আখ্যাত হত। পরে এরা আর্যদের বশীভূত হয় ও ভৃত্যত্ব স্বীকার করে। এতে দেখা যায় 'দাস' শব্দ মূলতঃ 'ভৃত্য' বাচী নয়। 'দাস' বা দস্যুরা 'ভৃত্যত্ব' গ্রহণ করায় তারা গৌনার্থে ভৃত্য এবং পরবর্ত্তী কালে শূদ্র নামে পরিচিত। [সং. √দাস্+অ]। মনু-র মতে দাস সপ্তবিধ, যথা:—ধ্বজাহৃত, ভক্তদাস, গৃহজাত (দাসীপুত্র), ক্রীত, দত্রিম, পৈতৃক ও দণ্ডদাস। মতান্তরে দাস পনের রকমের।
তু. 'আমি তুয়া দাস-দাস-দাসী-পুত্র হই।'
—বিদ্যাসুন্দর।

**দাসী**—৫৮, ১৩৪
(আ. দাসি, দাসী)। ভৃত্যা, চাকরাণী। [সং. দাস+ঈ] (দাস দ্রঃ)।
তু. 'দাসী করি রাখ নিজ দাস।'
—ক.ক-চণ্ডী।

**দাহন**—১৯ ২০, ১১২
(আ. দাহোন, দাহন)। দহন, ভস্মী করণ, জ্বালান। [সং. √দহ্+নিচ্+অন (ভা)]।
তু. 'দাবানলে বন যেন করায়ে দাহন।'
—মহাভারত।

**দিউটি**—১২৪

(আ. দিহটি)। প্রদীপ, দীপ। [সং. দীপবর্তি > প্রা. দীবঅট্টি > বাঙ্. (দীবটি) দিউটি, দেউটি]।

তু. 'জলন্ত দিউটি।'—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল। 'আকাশ-দিউটী বীরের দুটাচক্ষু জলে।' —বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**দিগ**—৪, ৩১

উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈঋত, ঊর্ধ ও অধঃ এই দশকোণের যে কোনটি। [সং দিক, দিগ; হি. দিগ]।

তু. 'যেই দিগে .... যায়।' —মহাভারত।

**দিগন্তর**—৪, ৩১

(আ. দিগান্তর)। ভিন্ন দিক। দিগ দিগন্তর—বিভিন্ন দেশ, দূরদেশ। [সং. দিক্+অন্তর]।

তু. 'নিশ্বাসে পড়িল উড়ে দিগ দিগান্তরে।' —রামায়ণ।

**দিঙ্গল**—১৩৫

দীঘল, দিঘল-এর আঞ্চলিক রূপ। দীর্ঘ, লম্বা। [সং. দীর্ঘ > পালি দীর্ঘ; প্রা. দিগ্ঘল > বাঙ্. দিঘল, দীঘল > দিঙ্গল (আঞ্চ)]।

তু. 'দীঘল কেশ।'—বিদ্যাপতি।

**দিড়**—৫৬, ৫৭, ১৫০

দৃঢ়-র আঞ্চলিক ও বিকৃত রূপ। শক্ত কঠিন। [সং. √দৃহ্+ত (র্ত)]।

**দিতে**—৬, ৭, ৫৬

দান করতে, সম্প্রদান করতে। [সং. √দা > পালি, √দি, √দে, প্রা. √দি, √দে > বাঙ্. √দি √দে; হি, মরাঠী, পা, গুজ. ওড়ি. মৈ. √দে; সিন্ধী-√ড়িঅ; অস. √দি]।

তু. 'জেই দিএ তাই পাইএ।'—রামায়ণ। 'তাহারে কন্যা দিব।'—মনসার ভাসান।

**দিন**—২৯, ১৮০

দিবস, দিবা। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাল; এক সূর্যোদয় থেকে অন্য সূর্যোদয় পর্যন্ত কাল। মুসলমানী মতে এক সূর্যাস্ত থেকে অন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়। ইউরোপীয় মতে রাত বারটা থেকে পরের রাত বারটা পর্যন্ত। ২৪ ঘণ্টা, ৬০ দণ্ড, অষ্টপ্রহর। [সং. √দো+ইন]।

তু. 'শুনহে দেবতাগণ কিবা তব দিন।' —চণ্ডিকাবিজয়।

**দিননাথ**—১০১

দিনপতি, সূর্য।

তু. 'দিননাথ সুতার জন্যে।'—দাশুরায়।

**দিনমণি**—১০১

দিনের দ্যোতক, সূর্য।

তু 'দিনমণি মণ্ডল মন্তন।'—গীতগোবিন্দ।

**দিনেদিনে**—৬২

ক্রমশঃ, উত্তরোত্তর।

**দিবস**—৯২, ১০৪

(আ. দিবোষ, দিবস)। দিন, দিনমান। (দিন দ্রঃ)। [সং. √দিব্+অস্ (খি)]।

তু. 'দিবস দুপোরে অন্ধকার।' —ক.ক-চণ্ডী।

**দিবা**—৬৬, ৯৬

দিনমান। [সং. √দিব্+আ (খি)]।

**দিবাকর**—৩৬, ৪০, ৮৫, ১০১

সূর্য। [সং. দিবা+√কৃ+অ]।

**দিবানিশি**—১১৭

(আ. দিবানিসি)। দিনরাত, অহোরাত্র।

**দিব্ব, দিব্য**—৯, ৮৭

(আ. দিব্ব)। দিবে ভব, স্বর্গীয়, মনোহর, উত্তম, অলৌকিক। [সং. দিব্য (√দিব্+য)>প্রা. দিব্ব>বাঙ দিবব, দিব্য]।

তু. 'দিব্ব্য ধুতি।'—দীনচেতন।

'দিব্য ধনু ধরে দৈত্য।'—চণ্ডিকাবিজয়।

**দিল**—৪, ১৪, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৫৩, ৫৮, ৬৭, ১০৩, ১০৮, ১০৯, ১১১, ১৫১

দান করল, প্রদান করল। [সং. √দি+ইল: 'শৌরসেনী ভাষায় √দা স্থানে দে' আদেশ হয়; তাহার উত্তর ইল প্রত্যয়।'—বসন্ত রঞ্জন রায়]।

তু. 'তাতে দিল বেঢ়িআঁ চম্পা।'

—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

'এত ধন দিল কোন জন।'—রামায়ণ।

'তোক্ষা মোরে দিল বিধী।'

—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**দিশিদিশি**—১৬১

(আ. দিসিদিসি)। দিকে দিকে, চারদিকে। [সং. দিশ্>প্রা. দিসি>বাঙ. দিশি; হি. দিশি; মৈ. দিসি, দিসী]।

তু 'দিশাহারা দিশিদিশি চায়।'

—বাসবদত্তা।

'(আসে) দিশিদিশি হতে তরনী।'

—রবীন্দ্রনাথ।

**দিহটি**—১২৪

(দেউটি দ্র:)।

**দীপ্ত**—১৩৪

(আ. দিফ্ত)। দীপ্তিযুক্ত, ভাস্বর, বিভাসিত। [সং. √দীপ+ত (র্তৃ)]।

তু. 'তোমারে বধিলে তবে দীপ্ত হবে নাম।'

—মহাভারত।

**দীর্ঘছন্দ**—১৫৪

(আ. দিগছন্দ)। দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ বা নাচাড়ি। বিপরীত 'খর্বছন্দ'। দীর্ঘছন্দের প্রথমার্ধে তিন চরণে ২৬ অক্ষর (৮+৮+১০) এবং দ্বিতীয়ার্ধেও ২৬ অক্ষর—সর্বসাকুল্যে ৫২ অক্ষর। খর্বছন্দের চার চরণের প্রথম ও তৃতীয়ের আট-আট অক্ষর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থে ছয় ছয় অক্ষর—সর্বমোট ২৮ অক্ষর। সেজন্য একে খর্ব বা ক্ষিপ্র ছন্দ বলে। দীর্ঘ ছন্দ অপেক্ষাকৃত ধীর গতি।

দীর্ঘ ছন্দের ন্যায় 'মধ্যছন্দে' প্রথমার্ধে তিন চরণে কুড়ি (৬+৬+৮) এবং দ্বিতীয়ার্ধেও ২০ অক্ষর। মধ্যছন্দ খর্বছন্দ অপেক্ষা ধীরগতি এবং দীর্ঘছন্দ অপেক্ষা ঈষৎ দ্রুত, সুতরাং মধ্যছন্দ। খর্বছন্দকে 'খর্বছন্দ' পয়ার ও বলা হয়।

[সং. √দ্রাঘ্+অ (র্তৃ)=দীর্ঘ+সং √ছন্দ+অস. (র্ম)=ছন্দ]।

**দুই**—১৪, ৪১, ৬৫, ৭৪, ১০৮, ১৭৪

(আ. দ্বই)। ২ সংখ্যা বা সংখ্যাক। উভয়। [সং. দ্বি>প্রা. দুঅ, দোই, দুই>বাঙ. দুই; হি. দুই; পা. দুআ; মৈ. দুই, দুঈ; 'দুই,' 'দুউ,' 'দুয়ে'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন; ফা. দুহ্, R. dua; Eng. two]।

তু 'ইহকাল পরকাল দুই যায় ক্ষয়।'

—ভক্তমাল গ্রন্থ।

**দুইখানি**—৭৪, ৮০

(আ. দ্বই খানি)। দুইটি, দুইটা।

**দুইটি, দুটি**—৬২, ৪৪

(আ. দ্বইটি, দ্বটি)। ২ সংখ্যা। [দুই-এর সঙ্গে টি (তোলগু-টি) যোগে]।

**দুঃখ**—২২, ১১৬, ১৪০

(আ. দ্বখ. দ্বক্খু)। কষ্ট, মর্মপীড়া, দুর্দশা। [সং √দুঃখ্+অ (ভা); প্রা. দুক্খ)।

**দুঃখভার—১৬৪**

(আ. দুক্ষুভার)। দুঃখের ভার, দুঃখের বোঝা।

**দুঃখিনী—১১৭**

(আ. দুখনি)। দুঃখ ভোগকারিণী। [সং.দুঃখিনী; প্রা. দুক্‌খিনী]।

**দুখ—২২, ১১৭**

(আ. দুখ)। দুঃখ। [সং.দুঃখ> পালি দুক্‌খ্; প্রা. দুক্‌খ> বাঙ্. দুখ; মরাঠী দুখ; গুজ. মৈ. দুখ (পদ্যে)]।

তু. 'সুখ দুখ দুই ভাই।'—চণ্ডী দাস। 'আমি সুখ বলে, দুখ চেয়েছিনু, তুমি দুখ বলে সুখ দিয়েছ।'—রবীন্দ্রনাথ।

**দুগ্ধ—৫**

(আ. দুগ্ধ, দুগদ)। দুধ, পয়ঃ, স্ত্রীস্তন-নিস্থত দ্রব দ্রব্য বিশেষ, স্তন্য। [সং. √দুহ্+ত (র্ম)]।

তু. 'ভাল স্বামী পাইল আমি দুগ্ধ খেতে চায়।'—মীনচেতন।

'জননী গো যাও দুগ্ধ দিয়া।'

—শ্রী ধর্মমঙ্গল (মানিক)।

**দুগ্ধেভাত—৫৭**

(আ.দুগেগ ভাতে)।দুধে ভাতে, (গৌনার্থে) উৎকৃষ্ট অন্ন।

তু. 'আমার সন্তান....দুগ্ধভাত খাউক।'

—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।'

—ভারতচন্দ্র।

**দুধে—৫৭**

দুগ্ধে। [সং. দুগ্ধ> পালি, প্রা দুদ্ধ> বাঙ্. দুধ, দুদ; হি. মরাঠী, গুজ., মৈ. দুধ; অস. 'দুদ্', দুদু—স্ত্রীলোকের স্তন; ঢাকা—ঐ]।

তু. 'ফেলাও রাণী হৃদয়ের বসন রাজা খাউক দুধ।'—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**দুয়ার—৭৯, ১৩২, ১৬২**

(আ. দুয়ার, দুওার)। দ্বার, দরজা, প্রবেশ-পথ। [সং. দ্বার> পালি দুবার; প্রা. দার, দুআর,দুবার> বাঙ্. দুয়ার, দুআর (প্রা. বাঙ্.), দোর (চলিত রূপ); হি. দুআর, দুবর; মৈ. দুআর]। 'দু-আরত'- চর্যা পদ; 'দুআর'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন; 'দুআর' —রামায়ণ; 'দুয়ার'-চৈতন্য ভাগবত। 'খড়গ লয়ে থাক তুমি সিদ্দের দুআরে।'—মহাভারত।

**দুয়ারী—১৭৩, ১৭৫**

(আ. দুয়ারি)। দ্বারী, দ্বারবিশিষ্ট। [সং. দ্বারী> প্রা. দুবারি> বাঙ্. দুয়ারী, দুয়ারি]। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**দুরাচার—৬১**

(আ. দুরাচার)। দুর্বৃত্ত, পাপিষ্ঠ, কদা-চারী। [সং. দুর্+আচার, বহুব্রী]। তু. 'দেশের দুরাচার।'—ক. ক-চণ্ডী। 'আক্ষি দুরাচারী।'—মঙ্গল চণ্ডীপাঞ্চালিকা।

**দুর্গতি—৬, ৪২, ৫৩, ৬০**

(আ. দুর্গতি)। দুরবস্থা, দুর্দশা, নিগ্রহ। [স. দুর+√গম+ত+ঈ]।

**দুর্গা—৬৬, ৯৬**

(আ. দুগা)। দুর্গতি নাশকারিনী দেবী; শিব পত্নী ভগবতী, উমা, পার্বতী। (মহাবিঘ্নাদিনাশিনী দেবী 'দুর্গা'। মতা-ন্তরে, দুর্গ নামক দৈত্যনাশ হেতু 'দুর্গা'। দ কার দৈত্যনাশ, উ কার বিঘ্ননাশ, র কার রোগনাশক, গ কার পাপনাশ ও আকার ভয় নাশ-হেতু 'দুর্গা'। [সং. দুর্+√গম্+অ+আ অথবা গৈ+অ(র্ম)+আ]। দুর্গা 'অর্থ, যিনি দুর্গমস্থানে—অরণ্যে মরুদেশে পর্বতে—বাস করেন, যাঁহার ধরা ছোঁওয়া পাওয়া কঠিন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (দেবী) দুর্গার নাম প্রথমে

পাওয়া গেল (১০·২·৩)। সেখানে নামটি দুর্গিরূপেও রহিয়াছে।'—ডক্টর সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ। ৪৯১ পৃঃ।

**দুর্গারাম—৬**

(আ. দুর্গারাম)। গ্রন্থে বর্ণিত একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত।

**দুর্জন—১৬৭**

(আ. দুর্জ্জন)। দুষ্ট বা খল ব্যক্তি, দুরাত্মা। [সং. দুর্+জন]।

**দুশমন—১০৪**

(আ. দুসপোন)। শত্রু, দুর্বৃত্ত। [ফা. দুশ্‌মন; তু. হি. গুজ. দুশমন; মরাঠী দুসমন]।

তু. 'ভিনদেশী দুষমন যে যদুমন্ত্র জানে।'
—ময়মনসিংহ গীতিকা।

'আমার মাথা খাও কন্যা আমার মাথা খাও। দুষমনি করিয়া আর মোরে না ভারাও॥'—ঐ।

**দুষ্ট—২০**

(আ. দুষ্ট)। অসৎ, মন্দ, দুর্বৃত্ত। [সং. √দুষ+ত (র্তৃ)]।

**দুষ্টক—১৬৭**

(আ. দুষ্টক)। দুষ্টকে, বিভক্তির-এ-লোপে।

**দুহার—৪৫**

(আ. দুহার)। দুই জনের। [দুহে. দ্রঃ]।

তু. 'দুহাঁর কপট হাসি।'
—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

**দুহিতা—১৪, ৩৩, ৫৮**

(আ. দুহিতা)। যে বিবাহাদিতে ধনাদি গ্রহণ করে, অথবা যে গো দোহন করে। (বৈদিক যুগে কন্যারা গোদোহন করত); কন্যা, নন্দিনী। (সং. √দুহ্+তৃ (র্তৃ); তু. ফা. দুখ্‌তার্ (دختر); Av. dughdar Gr. thugator, Ger. tochter; T dauhter; Lith. dukter, Dutch. dochter; A. S. dohter. [Eng. daughter]।

**দুহে—৪০**

(আ. দুহে)। দুইজনে। [হি. দুহুঁ মরাঠী-দোন্‌হী; মৈ. দুহু, দুহূ; তু. সং. দ্বৌ > প্রা. দুবে]।

তু. 'দুহে দুঁহা পেয়ে হৈল মদন বিহারী।'
—ভারতচন্দ্র।

'দুহে গেলা ঘর।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'ঘর গেলা দুহে দুঁহা হৃদয় লইয়া।'—ঐ।

**দূত—৬৪**

(আ. দুত)। চর, প্রতিনিধি। [সং. √দু+ত (র্তৃ)]।

তু. 'নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা, রে দূত।'—মাইকেল।

**দূতে—৭৫**

(আ. দুতে)। কর্তৃকারকে বিভক্তির এ-যোগে।

**দূর—৭৪, ৮৩, ৯৬, ৯৯, ১১২, ১৫০**

(আ. দুর)। অনিকট, নিকটে নহে। [সং দুর্+√ই+র (র্তৃ); ফা. দু-র]।

**দূরদেশে—১০০**

(আ. দুরদেসে)। দূরবর্তী দেশে, প্রবাসে।

**দূষী—৪৪**

(আ. দুসি)। দোষী, অপরাধী। [দোষী > দূষী, দুষী]।

তু. 'কোন দোষে দূষী আমি।'—মহাভারত।
'মুক্তি হৈনু দূষী।'—ভক্তমাল গ্রন্থ।

**দৃঢ়—৫৬, ৫৭, ১৫০**

(আ. দিড়)। (দিড় দ্রঃ)।

**দৃষ্টে—২৭**

(আ দিষ্টে)। দৃষ্টিতে, নয়নে, নযরে। (সং দৃষ্টি+এ)।

তু. 'শুভদৃষ্টে কোপদৃষ্টে যার পানে চাই।'
—রামায়ণ।

'যথা দৃষ্ট চলে তথা সব ছিল জল।'
—চণ্ডিকা বিজয়।

**দেএ (দেয়)—১৭৭**

দান করে, প্রদান করে। [বাঙ্. √দি (সং √দা)+আ=দেওয়া ক্রিয়া]।

**দেওয়ানী—৮০**

(আ দেয়ানি)। দেওয়ান [আর. দীৱান (دیوان)] শব্দের অর্থ রাজা বা জমিদারের প্রধান কর্মচারী, মন্ত্রী বা ওযীর। এখানে 'নৌকার দেয়ানি' অর্থে দেহ রূপ নৌকার কাণ্ডারী হচ্ছে সংবৃত বোধিচিত্ত অর্থাৎ বাসনার জালে আবদ্ধ মন। ছন্দের জন্য দেওয়ানী।

তু 'দেওয়ান বসিল বাজ কাজে রে।'
—ভারতচন্দ্র।

'নিমকের দাওয়ান।'—হুতুম পেঁচার নক্সা।

**দেখ—৫৬**

অবলোকন কর, দর্শন কর, দৃষ্টি কর। [সং √দৃশ > প্রা √দেক্‌খ > বাঙ দেখ; হি, মরাঠি, গুজ মৈ √দেখ; তু. 'দেকখই' (দেখে), 'দেক্‌খহু' (দখ)]।

'হরিণ-নয়নী দেখিনু আঙ্গিনার মাঝ।'
—চণ্ডীদাস।

**দেখিবার—৪৫**

কোন কোন মতে 'দেখিবা' শব্দের উত্তর নিমিত্তার্থে বিভক্তির ক-যোগে 'দেখিবাক' হয় এবং এই ক-থেকে র-আসতে পারে। অন্য মতে অ' 'তব্য' প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন। 'দেখিবার যোগ্য নয়'—দেখবার মত সুপুরুষ বা সুন্দর নয় অর্থাৎ শাস্ত্রের পণ্ডিত দেখতে সুদর্শন নয়।

**দেব—২৭, ৬০, ৬৬, ১৭৩**

দ্যোতমান, দীপ্যমান, দেবতা, ঈশ্বর। [সং √দিব্+অ (র্ত্); Av. dawa=a Demon god; Gr. Zeus; L. Deus; Fr. Dieu]।

**দেবতা—১৪**

দেব বা দেবী। মূলতঃ স্ত্রীলিঙ্গ। বাঙ্. উভয় লিঙ্গে ব্যবহৃত। [দেব দ্রঃ]।

**দেবকন্যা—৬০**

দেবদুহিতা, অপ্সরা।

**দেবদারু—৯৫**

(আ দেবদারু)। দেবগণের প্রিয়, বৃক্ষ বিশেষ।

**দেবী—৩১**

(আ দেবি)। দেব-এর স্ত্রীলিঙ্গ; দুর্গা, ভগবতী, আদ্যাশক্তি। [সং. দেব+ঈ]।

**দেশ—১১৬**

(আ দেস, দেশ)। পৃথিবীর ভৌগলিক বা রাজনৈতিক বিভাগ বিশেষ। [সং. √দিশ (নির্দেশ)+অ (র্ম)]।

তু 'খুজিতে পাঠাও দেশাদেশ।'
—মহাভারত।

'নন্দের দেশে মিলি গেল ধাই।'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**দেশান্তর—৬, ২৪, ৫৪**

(আ দেষান্তর, দেসান্তর)। অন্য দেশ, ভিন্নদেশ। এখানে 'দেশান্তরী' অর্থে।

**দেশান্তরী—৬, ২৪**

(আ দেয়ান্তরি, দেসান্তরি)। দেশান্তর বাসী। বিদেশগত বা স্বদেশত্যাগী। এখানে দেশ ছাড়া। [সং. দেশান্তরিত]।

তু. 'দেশান্তরী হইল ছিরা পিতার উদ্দেশে।'
—ক. ক-চণ্ডী।

'সুগ্রী দেশান্তরী।'—রামায়ণ।

**দেশেদেশে**—৪০
(আ.দেসে দেসে)। বিভিন্ন দেশে। [দেশ দ্রঃ]।

**দেহ**—৮২, ১১৮
(আ.দেহো. দেহ)। যা' বাড়ে, কায়, শরীর। [সং.√দিহ্+অ (র্ন)]।

**দেহ**—৫৬
দেও-এর অন্যরূপ (কাব্যে)। [দে+হ]। তু.'দেহ ও পদপঙ্কজ।'—রামায়ণ।

**দেহা**—১৫৯
দেহ, কায়। [ব্রজবুলি ও প্রা.বাঙ. দেহা]।
তু 'দেহা'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'দেহা'—চৈতন্যচেতন।

**দৈবযোগে**—৭২, ১৪২
দৈবক্রমে, দৈবাৎ, ভাগ্যক্রমে। [সং. দেব+অ=দৈব+সং √যুজ+অ=যোগ (মিলন)]।

**দোওয়াদশ**—৫, ২৪, ৪৩
(আ দোওাদশ. দোওয়াদষ)। দ্বাদশ, বার। [সং. দ্বাদশ (দ্বা>দুআ, দুয়া, দোওয়া); হি.দুয়াদস]।
তু.'দোআদশ রবি।'—রামায়ণ।

**দোকান**—১৭৭
বিপণি, পণ্যশালা, পসার। [ফা.দুকান; মরাঠি, হি.দুকান; মৈ.দকান, দুকান, দোকান]। এখানে গুরু কর্তৃক শিষ্যকে জ্ঞান বিতরণ করার অর্থে।
তু.'খেপা রইল তোর সাধের দোকানদারী।'
—বাউল সঙ্গীত।

**দোতারা**—১২
গ্রাম-বাঙ্‌লায় ব্যবহৃত কাঠের খোলের সঙ্গে তারের সংযোগে তৈরী বাদ্যযন্ত্র নামে দোতারা (দুইতারা) হলেও এতে তারের সংখ্যা দুই এর অধিক। [ফা. দু+তার্; তু. হি. দুতারা]।

**দোলা**—১৭২
শিবিকা, চতুর্দোল। এখানে যোগের ভাষায় দেহ অর্থাৎ দেহ-চতুর্দোল। মানুষের দেহ হচেছ প্রাণের শিবিকা। এই দেহ-শিবিকাকে ইড়া-পিঙ্গলা ('রবি-শশী') নাড়ী দ্বয় বহন করে নিয়ে যায়। (পাদটীকা দ্রঃ)। [সং.√দুল+অ+আ; তু. ডোলা, 'ডুলী']।
তু. 'ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে।'—রবীন্দ্র।

**দোলে**—১৭৮
আন্দোলিত হয়, দোল খায়। [বাঙ√দুল (সং.√দুল্)+আ=দোলা ক্রিয়া; প্রা.√দোল; হি√দুল]।
তু. 'আচম্বিতে হিয়া দোলে ডান আঁখি নড়ে।'—রামায়ণ।
'তার আকাশ-ভরা কোলে, মোদের দোলে হৃদয় দোলে।'—রবীন্দ্রনাথ।

**দোষ**—৪৩, ৭৬
অপরাধ, ত্রুটি। [সং.√দুষ্+অ+(ভা)]।

**দোসর**—২, ৫, ৪৩, ১৪৮
(আ.দোষোর, দোসোর, দোসর)। দ্বিতীয়, সহযোগী, সহায়, সমকক্ষ। [হি. দুসরা; মরাঠী, ওড়ি.দুসরা; মৈ.দোসরা, দোসর]।
তু. 'এক খানি কুড়িআ দোসর নাহি আর।'—রামায়ণ।

**দোহে**—৪০
দুই জন। [দুহে দ্রঃ]।

**দোহাই**—১৭, ৭৮
দিব্য, শপথ, ঘোষণা, ঘোষণার্থ ডঙ্কা দেওয়া [হি. দুহাঈ, দোহাঈ]।
তু. 'তোহারি দোহাই।'—বিদ্যাপতি।
'চণ্ডীর দোহাই।'—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

**দোহাএ—১৭৮**

দোহায়, দোহন করে, শোষণ করে। [বাঙ. √দুহ্, √দু (সং. √দুহ্-)+আ=দোহা, বা দোয়া ক্রিয়া; হি√ দুহা]। (পাদটীকা দ্রঃ)।

তু. 'দুহিল দুধকি বেণ্টে যামাঅ।'
—চর্যা (৩৩)।

**দ্রব্য—৯১**

(আ. দর্ব্ব)। বস্তু, পদার্থ। [সং √দ্রু+য (র্ম)]।

তু. 'আমি দুঃখী চাষী দ্রব্যবান নই।'
—শিবায়ন।

**দ্বাদশ—৫৪, ৫৫ ,১২০**

(আ. দ্বাদায, দ্যাদস, দোওাদন)। বার। এখানে জপের দ্বাদশ গুটিকা। এমন পুরাণ মতে দ্বাদশ পত্র বা দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র ('ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়')। [সং. দ্বি+দশন]।

**দ্বারী—১৭০, ১৭৫**

(আ. দ্বারি, দারি)। দ্বার রক্ষক, দ্বার পাল। [সং. দ্বার-, ঈ]।

**দ্বিজ—৮, ৯, ৭১**

(আ. দ্বির্জ, দির্জ্জ)। একবার মাতৃ-গর্ভ হতে জন্ম এবং পুনরায় উপনয়নাদি সংস্কার রূপ নব জন্ম লাভ হয় বলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতি দ্বিজ। পাখী, কচ্ছপ, সর্প ইত্যাদি অণ্ডজ প্রাণীরা একবার অণ্ডরূপে এবং দ্বিতীয় বার প্রাণী রূপে জন্ম লাভ করে বলে দ্বিজ। [সং. দ্বি+√জন+অ]।

**দ্বিতীয়—১৪১**

(আ. দ্বতিয়া)। 'দ্বিতীয় প্রহর'—দ্বি-প্রহর, দুপুর (বেলা), মধ্যাহ্ন কাল। [দ্বি+তীয়]।

তু. 'শ্রীরামের কভু নাহি দ্বিতীয় বচন।'
—দুর্গাপঞ্চরাত্রি।

'আমার দ্বিতীয় কিংবা দ্বিতীয় শূলীর।
যদি থাকে তবে হবে দ্বিতীয় কাশীর॥'
—ভারতচন্দ্র।

## ধ

**ধড়া—১২৩**

চীর, কটিবস্ত্র, বস্ত্র খণ্ড। [সং. ধটিকা> প্রা. ধডিআ (সম্ভাব্য)> বাঙ্. ধড়ি, ধড়া; মৈ ধড়িআ]।

তু 'তড়িত লুটায় পায় ধড়ার আঁচলে।'
—ভারতচন্দ্র।

'পীতধড়া নন্দপরায়া।'—পদকল্পতরু।

**ধন—৪, ৫৮, ৬১, ৭০, ১৩৩**

যা দ্বারা বাঁচে অর্থাৎ অর্থ, সম্পদ, টাকাকড়ি। [সং√ধন্+অ (র্তৃ)]।

**ধনমাল—১১, ২০**

অর্থ ও পণ্য দ্রব্য। [সং ধন+আর. মাল (مال দ্রব্য, পণ্যদ্রব্য)]। এখানে ধন সম্পদ।

**ধনি—২৭, ৫৮, ৮১**

(১) ধ্বনি, শব্দ, মাহাত্ম্য। [সং. ধ্বনি প্রা ধণি> বাঙ্ ধনি (অপ্র)]।

তু 'জয় শুভধনি।'—গঙ্গামঙ্গল।

'বাদ্য বাজে নানা ধনি।'—গৌরচেতন।

(২) ধন্য, প্রশংসনীয়, ভাগ্যবান। [সং ধন্য> প্রা. ধনিআ> বাঙ্ ধনী, ধনি]।

তু 'ধনি ধনি রমণী জনম ধনি তোর।'
—বিদ্যাপতি।

'ধনি তুহু মাধব ধনি তুয়ালেহ। ধনি ধনি সো ধনি পরিহার গেহ॥'
—গোবিন্দ..

**ধন্দ—৫৫, ৫৬, ১৫০**

(আ. ধন্দ্র, ধন্দ) সংশয়, ধাঁধা। [সং. দ্বন্দ্ব-মূল]।

তু. 'বিদ্যাপতি রহু ধন্ধ।'—বিদ্যাপতি।

'মরা জামাই দেখিয়া সবার লাগে ধন্দ।'

—মনসামঙ্গল (বিজয় গুপ্ত)।

'মিথ্যা কথা কহি বেটা পাড় মহাধন্দ।'

—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**ধন্যা—১৪**

প্রশংসার পাত্রী, পুণ্যবতী। [সং ধন+য+আ]।

তু 'দিন অবসানে সন্ধ্যা ধন্য রম্য বেলা।'

—চৈতন্য মঙ্গল।

**ধন্বন্তরি—৬০**

(আ ধনেন্তরি)। দেব চিকিৎসক।

সমুদ্র মন্থন কালে ইনি অমৃতভাণ্ড হস্তে উত্থিত হন এবং দেব বৈদ্যরূপে গৃহীত হন। 'হরিবংশ' মতে দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনকালে ইনি অমৃত-কলস হতে উৎপন্ন হন এবং জল হতে উৎপন্ন বলে তাঁর নাম হয় অব্জ দেব। তিনি দেবতা না হয়ে দেবতার পুত্র বলে গৃহীত হন।

বিষ্ণুর বরে দ্বাপরে দ্বিতীয় জন্মকালে কাশীরাজ ধন্ব-র আরাধনায় অব্জদেব তাঁর পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর নাম হয় ধন্বন্তরি। ইনি মহর্ষি ভরদ্বাজের কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন এবং পরে আয়ুর্বেদকে অষ্টভাগে বিভক্ত করেন। তাঁকে আয়ুর্বেদ প্রবর্তক বলা হয়। পদ্মাপুরাণে ধন্বন্তরীর মৃত্যুর গল্প বর্ণিত আছে।

**ধবল—৩৫**

(আ. ধবোল)। শুভ্র, নির্মল, বিশুদ্ধ, শ্বেতবর্ণ। [সং]।

**ধরি—৪৮, ৫৯**

ধারণ বা গ্রহণ করি। [বাঙ. √ধর (সং. √ধৃ)+আ=ধরা ক্রিয়া; সং√ধৃ> পালি, প্রা. √ধর; হি, মরাঠী, গুজ. মৈ√ধর]।

তু. 'স্বামী যারে ধরয়ে মস্তকে।'

—ক. ক-চণ্ডী।

'ধরিতে নারিব মহীভার।'—মহাভারত।

**ধরণী—১৯, ২০**

(আ ধরনি, ধরোনী)। জীবাদি ধারিকা, পৃথিবী, ভূতল, ভূমি। [সং. √ধৃ+অনি (র্তৃ)+ঈ]।

তু 'লুঠতি ধরণি শয়নে।'—গীতগোবিন্দ।

**ধর্ম—৫৯**

(আ ধর্ম্ম)। 'লোকধারক', শ্রেয়, সৃষ্টি-কর্তার উপাসনা পদ্ধতি, আচার-আচরণ পরকাল বিষয়ক নির্দেশ ও তত্ত্ব; স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা। [সং √ধৃ+ম (র্তৃ); প্রা ধম্ম]।

**ধর্মজ্ঞান—১০, ৭২**

(আ ধর্ম্ম জ্ঞান, ধর্ম্মগ্যান)। ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান। এখানে ধর্মজ্ঞানী বা ধার্মিক অর্থে।

**ধর্মরাজ—১০১**

(আ ধর্ম্মরাজ)। যমকে সাধারণতঃ ধর্মরাজ বলা হয়। এখানে 'দিননাথ' এবং 'দিবাকর' অর্থে সূর্যকে ধর্মরাজ বলা হয়েছে।

**ধাই—৪**

[দ্রঃ দাই। হি ধাই, ধাঈ; মরাঠি-ধাএ; গুজ ধাই--স্ত্রীস্তন, চূচুক]। উপমাতা, ধাই-মা।

তু হের আইসে সাধু ঘরের ধাই।'

—ক. ক-চণ্ডী।

'খোনকারের ধাই।'—মনসামঙ্গল।

**ধাইত চন্দ্র—৭৬**

কাহিনীর মতে গুপিচন্দ্রের পূর্বপুরুষ।

**ধাএ—১৩৬, ১৪০**

ধায়, ধাবন করে, দৌড়ায়। [বাঙ্. √ধা (সং √ধাব্)+আ=ধাওয়া ক্রিয়া; সং √ধাব> প্রা √ধা> বাঙ্ √ধা; হি. গুজ. মৈ. √ধা]।

তু.'কি কাজে ধাও তুমি আগে।'
—গঙ্গামঙ্গল।

'বেগে ধায় ভোগবতী।'—ক.ক-চণ্ডী।

'অধো মুখে আধার ধুননে ধায় ধন।'
—শিবায়ন।

'খেলে ধন পাতাল যায়।
না খেলে ধন আকাশ ধায়।'—প্রবাদ।

**ধাঙসা—১২**

ধামসা, 'ধাম' শব্দকারী বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, ঢেমচা। [দেশী]।

তু 'ধাঁউ ধাঁউ ধামসা ধ্বনি।'
—শ্রী ধর্মমঙ্গল (ঘন)।

'ধাঙসা বাজে।'— ঐ।

ধাঁধাঁ। ধামসা গাজে।'—ভারতচন্দ্র।

**ধান—৯২**

ধান্য, ধানগাছ। [সং. ধান্য> প্রা. ধন্ন, ধন্ন> বাঙ ধান: হি মরাঠী. গুজ মৈ. ধান]।

তু. 'চারি ধানে বতি হয়।'—শুভঙ্কর।

**ধান্দা—১০৭**

ধান্ধা, ধাঁধা, ধোঁকা. সংশয়, দৃষ্টি-বিভ্রম। [সং. ধন্দ, ধন্ধ> বাঙ. ধান্দা, ধান্ধা]।

তু.'এহাত সুন্দরী রাধা না নাপাত ধান্ধা।'
—শ্রী কৃষ্ণ কীর্তন।

'দেখিয়া বরের রূপ লেগে গেল ধান্ধা।'
—কবি কঙ্কণচণ্ডী।

'তুমি না ভাঙ্গিলে ধান্দা, কর্ম পাশে থাকে বান্ধা।'—শিবায়ন।

**ধাম—২৬**

'দ্রব্যজাত ধারক', গৃহ, বাসস্থান। [সং √ধা+মন]।

তু. 'নিদ্রা যাই সেই ধামে।'—ক.ক-চণ্ডী।

'বিদ্যাপতি, রসধাম।'—পদকল্পতরু।

'শুনেছি পণ্ডিত ধামে সতী সাবিত্রীর উপাখ্যান।'—ক. ক-চণ্ডী।

**ধায়া—১২৩**

ধেয়ে, ধাবন করে। [বাঙ. ধাওয়া ক্রিয়া] (ধাএ দ্র:)।

**ধারা—১৫৭**

দ্রবদ্রব্যের অবিচ্ছেদ প্রপাত, প্রবাহ। [সং. √ধারি+অ (ভা)+আ]।

তু.'গোযুগে গলিত ধারা।'—বিদ্যাসুন্দর।

'মদন শর ধারা।'—বিদ্যাপতি।

**ধিয়াএ—১৩৯**

ধিয়ায়, ধ্যান করে। [সং. √ধৈ-ধ্যা> (স্বরাগমে) ধিয়া]।

তু. 'সনকাদি ···· মোর স্বরূপ ধিয়ায়।'
—শ্রী ধর্মমঙ্গল (মানিক)।

'ধর্মকে ধিয়ান।'—শ্রীধর্ম মঙ্গল (মানিক)।

**ধিয়ানে—৭৯, ১৩০**

ধ্যানে-র মধ্যযুগীয় রূপ (পদ্যে)। ধ্যান (ধিয়ান)—একাগ্রচিন্তা, অভিনিবেশ সহকারে মনন বা স্মরণ। [সং. ধ্যান> (স্বরাগমে) ধিয়ান]।

তু. 'মন্ত্রধিয়ানে।'—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

'মন্ত্রধিয়ানে।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**ধীর—৪৪, ৬৫**

(আ. ধীর, দিড়)। স্থির, শান্ত, মৃদু (৬৫) [সং. ধী+√রা+অ (র্তৃ)]।

তু. 'ধীর সমীরে যমুনা তীর।'
—গীত গোবিন্দ।

**ধুতুরা—৫১**

ধুস্তুর বৃক্ষ বা তার ফল; এক রকম গুল্ম জাতীয় গাছ বা তার ফল। গাছে কদম্বের আকারের কাঁটাওয়ালা ফল ধরে। ফল,

ফুল ও পাতা বিষাক্ত। [সং. ধুস্তুর> প্রা. ধুত্থুর, ধুংথর> বাঙ. ধুথুর, ধুতুর, ধুঁথুর ধুঁতুর, ধুতুরা; মরাঠী-ধোতরা; মৈ. ধুথুর]।

**ধুতুরার ফুল—১০**

তু. 'ধুতুরার ফুল।'—ভারতচন্দ্র।

**ধুপতি—৯৮**

সং. ধূপ [√ধূপ+অ (র্তৃ)] থেকে বাঙ. ধুপ্‌তি (চলিত), ধুপুতি বা ধুপতি (অশুদ্ধ)। সুগন্ধ ধূম্র উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত গন্ধ দ্রব্য বিশেষ।

**ধূলা—১১৬**

(আ. ধূলা)। শুষ্ক মাটি বা যেকোন শুষ্ক বস্তুর গুড়া। [সং. ধূলি; হি. ধুল; সিন্ধী ধুড়ি; অস. ধূলা]।

তু. 'ধূলা-ঘরে দিতেছিনু পুতুলের বিয়ে।'
—ভারতচন্দ্র

**ধোপার—৯৩**

রজকের। [সং. ধাবক; মরাঠী, হি. ধোবী, ওড়ি. ধোবা; বাঙ. ধোপা, ধোবা]।

**ধোওয়ানু—৭৩**

(আ. ধোওয়ানু)। ধৌত করলাম।

**ধোয়াল—১৬**

((আ. ধোওয়াল)। ধৌত করল। [বাঙ. √ধু (সং. √ধাব্)+আ=ধোয়া ক্রিয়া; √সং. √ধাব্> পালি √ধোব্, প্রা. √ধুব্, √ধুব, √ধুঅ> বাঙ. √ধু]।

তু. 'ধুইলে না যাবে ধোয়া।'
—ভারতচন্দ্র।

**ধ্যান—৬, ১২, ৩৪, ৫১, ৯৬**

[ধিয়ানে দ্রঃ]।

তু. 'বিদ্যার আকার ধ্যান।'—ভারতচন্দ্র।

**ধ্বজা—৬২**

(আ. ধ্বজা)। পতাকা, নিশান; দীর্ঘ বংশাদির দণ্ড। বাঙলার পূর্বাঞ্চলে এ শব্দ ঘরের বাইরের দিক থেকে দেওয়া খুঁটিকে বুঝায়। [সং. ধ্বজ; হি. মৈ. মরাঠী, গুজ. ধবজা]।

তু. 'দাড়ী ধবজি পোঁতে নৌকা বাঁধিবারে।
—স্বপ্ন প্রয়াণ (দ্বিজেন্দ্র.ঠা.কু)।

**ধ্বনি—৫৩**

(ধনি দ্রঃ)।

**নও—২৮, ৩৩**

নয়, ৯ সংখ্যা বা সংখ্যক। নও লাখ—নয় লক্ষ। (পাদটীকা দ্রঃ)। [ফা. নও> (নয়); সং. নব্ (নবন)> প্রা. ণঅ> বাঙ্ 'ন', নও; হি. মে. নউ, নৌ]।

তু. 'নও কড়া কড়ি।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

'ন বুড়ি...কড়ি।'—শ্রী ধর্মমঙ্গল (ঘন)।

**নএ—৮৮**

নয়, নহে। [বাঙ্. না+হয়]।

**নএ, নয়—**

নয় সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং নব্> প্রা. ণঅ> বাঙ্. নয়)।

**নকুল—১৩০**

সিদ্ধি ইত্যাদি মাদক দ্রব্য খাওয়ার পর ভোজ্য দ্রব্য, চাট। [আর. নুক্‌ল্ (نقل) 'any thing given at entertainments along with wine, as fruits or sweetmeats']।

তু 'ঘটে ভাজা নকুল।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

'আকুল হইল বড় নকুল লাগিয়া।'
—ভারতচন্দ্র।

**নক্ষ—৭২, ৮৮ ১২৩**

নখ-এর অপ্রচলিত রূপ; আঙুলের অগ্রভাগে অবস্থিত উপাস্থি বিশেষ। [সং. নখ; ফা. নাখুন (ناخون)]।

**নক্তে—১০২**

(আ নৈক্ষেত্রে)। তারকা, তারা। [সং. নক্ষত্র]। এখানে চন্দ্রের ২৭ স্ত্রীর কথা বলা হয়েছে।

অশ্বিণী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আদ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব-ফাল্গুনী, উত্তর-ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বা-ষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদা, উত্তর ভাদ্রপদা ও রেবতী—এই সাতাশ নক্ষত্র চন্দ্র পত্নীরূপে বর্ণিত।

**নগদি—১৭৪**

নগদী (আর নক'দ (نقد) শব্দের অর্থ হচ্ছে যে ভৃত্য খোরাকী সমেত নগদ টাকা লয়। এখানে 'নগদি গুরুর' কথা বলা হয়েছে। ঠিক অর্থ বুঝা গেলনা। পাঠে ভুল আছে মনে হয়।

**নগর—৩৬, ৪৭**

'পর্বততুল্য প্রাসাদবান্', পুরী, শহর। [সং. নগ+র]। যমের নগর—যমের ভুবন, যমঘর।

**নগরেতে—১৭৭**

(পাদটীকা দ্রঃ)।

**নগরি—২৭, ৪১**

নগর অর্থে।

**নগরি—৮৭**

'নগরি পঁউছি সাজে'—নগরি শব্দের অর্থ বোঝা গেলনা। পঁউছি বা পঁহুচি শব্দের অর্থ হাতের পোছার উপর (মণিবন্ধে) পরিধেয় স্ত্রীভূষণ বিশেষ।

**নজর—৭৪**

(আ নজর)। দৃষ্টি, লক্ষ্য। [আর. নয্‌র্ (نظر)]।

তু 'উচচ ডালে বইসারে পাখী নজর বহুদূরে।'—ময়মনসিংহ গীতিকা।

'কোথায় চলিয়া গেছে না চলে নজর।'
—সারদামঙ্গল।

'ক্ষুদ্র লোকের ক্ষুদ্র নজর।'—দাশুরায়।'

**নঞানে—৭৪, ১০৭, ১৪৮**

নয়নে চক্ষুতে, দৃষ্টিতে। [সং নয়ন> প্রা. ণযণ> বাঙ্. নঞণ (য> অ> ঞ); নয়ান > নঞান (অপ্র)]।

তু 'এ তিন নঞনী।'—চণ্ডিকা বিজয়।

'নঞানে বহে লোহ।'—চণ্ডিকা বিজয়।

'কমল-নঞান।'—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

'কুরঙ্গ নঞানী।'—ঐ।

**নটী—৩৩, ৩৮**

(আ. নটি)। নট-স্ত্রী, বেশ্যা, নর্তকী। এখানে বেশ্যা অর্থে। [সং. √নট্+অ (র্তৃ)+ঈ]।

**নাটনীর—১৩০, ১৩২**

(আ নৈটানির, নাটিনির)। নর্তকীর, বারঙ্গনাব। [সং. নট+ইনী=নাটিনী; হি নটিন, নাটিনী; মৈ. নাটিন, নাটিনিআ]।

তু 'নাটিনী জিনিয়া ঠাট।'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

'তটিনী নেচে চলে যেন নাটিনী।'
—রবীন্দ্রনাথ।

**নড়ে—১৪৪**

(আ লড়ে)। (সং √নড্; মরাঠী, তামিল √নড)। অন্যথা না হয়।

তু 'কথা নাহি নড়ে।'—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘন)।

'এ কথা না নড়ে।'—ভারতচন্দ্র।

**নদী—১৩২**

(আ নদি)। অষ্ট সহস্র ধনুঃ পরিমিত স্ত্রীবাচক জল প্রবাহ। স্বাভাবিক জলস্রোত, স্রোতাস্বিনী। [সং. √নদ্+অ(র্তৃ)+ঈ]।

**নদীয়া—১৮**

(আ. নদিয়া)। বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের একটি জিলা। [সং. নবদ্বীপ> প্রা (সম্ভাব্য) ণঅ+দীঅ> বাঙ্. (নদীআ) নদীয়া]।

**ননী—১৭৪**

(আ. ননি)। মাখন, দুগ্ধ সরজাত স্নেহ জাতীয় পদার্থ বিশেষ। [সং. নব্‌নীত> প্রা. ণব্‌ণীয়, ণঅণীঅ <বাঙ্. ননী; হি. নব্‌নী, লুনী; মরাঠী. লোনী; পা. নৌনী]।
তু. 'মা হইয়া বলে ননী চোরা।'
—বলরামদাস।

**নন্দন—৫, ৪৩, ১৪৫**

পুত্র, অপত্য, স্বর্গের উদ্যান। [সং. √নন্দ+ণিচ্+অন (র্তৃ)]।
তু. 'ব্রজকুল নন্দন।'—চণ্ডীদাস।
'নন্দ নন্দন।'—ভারতচন্দ্র।

**নফর—১৭, ৫২, ৫৪, ৬৫, ১৩২, ১৪৬**

ভৃত্য, চাকর, নোকর। [আর. নফর (نفر)]।
তু. 'দ্বিজ হবে শূদ্রের নফ্‌র।'
—শ্রীধর্ম পুরান (ময়ূরভট্ট)।

**নব—৬, ৭, ৮**

নূতন। [সং. √নু+অ (র্ম); Av. neva; Gr. neos; L. nouvs; Eng. New]।

**নব—১, ১৪**

৯ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং √নু+অন্ (র্ম); [L. Novem—nine]।

**নবগুণ—৬, ৭, ৮**

রাজা মানিকচন্দ্রের একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত। নয়টি গুণে (সূতায) তৈরী বলে উপবীতের এক নাম নবগুণ।

**নবলক্ষ—১, ১৪**

নয লক্ষ।

**নবীন—৮৯**

(আ. নবিন)। নব, নূতন, তরুণ। [সং. নব+ঈন]।
তু. 'কালিন্দী-নীল নবীন জীবনে।'
—নবীনচন্দ্র ॥
'নবীন ভাবুক।'—রঙ্গলাল

**নমনম—১**

(আ. নমোনমো, নমনম)। নমস্কার, প্রণাম। পুনঃ পুনঃ নমস্কার। [সং. নমস্> পালি নম, প্রা. ণমো; মরাঠী, হি. নম. বাঙ্. নম)।
তু. 'নম নম—গৌররায়।'—চৈতন্য মঙ্গল।
'নম নম পঞ্চানন,' 'নমোনম দিগম্বর।'
—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিক।

**নয়ানে—১০**

নয়নে, লোচনে, নেত্রে। [সং. নয়ন> নয়ান।] (নঞান দ্র:)।
তু. 'নয়ানে নয়ানে দোঁহার।'—ভিদ্যাপতি।
'নয়ানে নয়ানে চাহ।'—গো. বিজয়।

**নর—১০২**

মানুষ, পুরুষ। [সং. √ণৃ+অ (র্তৃ)]।

**নরপতি—৭, ৮, ১৪, ৬০**

নৃপতি, রাজা।

**নর্ত্তকী—১৩**

[সং. √নৃত্+অক (র্তৃ)+ঈ]। নৃত্যকারিনী, নটী।

**নষ্ট—১৫৮**

(আ. নষ্ট)। নাশ প্রাপ্ত, বিধ্বস্ত। [সং√নশ্+ত (র্তৃ)]।

**নহে—৩০, ১৩১**

নয়, না হয়। [বাঙ্. না+হি+আ= নহা ক্রিয়া)।

**না—৩, ৬, ৩০, ৩৭, ৩৯, ৫৬, ১১৪**

নিষেধ। [তু. সং. ন> প্রা. না; সংস্কৃতে এর প্রয়োগ নেই, বাঙ্‌লায় বহুল প্রচলন। ক্রিয়ান্বিত, উহ্যক্রিয়ান্বিত, বিশেষণান্বিত ইত্যাদি প্রয়োগ দেখা যায়]। অব্যয় রূপে ও না এর ব্যবহার বাঙ্. ভাষায় আছে। প্রশ্ন, অনুনয়, অবধারণ ইত্যাদিতে এর ব্যবহার দেখা যায়।

তু. 'কথাঁ না যাসি বড়ায়ি।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'কত না যতনে।'—বিদ্যাপতি।
'কত না পারিব গোঁসাই কেওদা বাঘের ছড়।'—শূণ্য পুবাণ।
'কে না বঁধুরে দেখে বুক ফেটে মরে।'
—চণ্ডীদাস।

**নাই**—২, ৩, ৫, ৫৪, ৭৮
আছে বা আছেননা। [সং. নাস্তি> প্রা. ণত্থি, নত্থি, ণহি (পৈ)> বাঙ. (নাহি) নাই; 'কামতা বিহারী ভাষায ও অসমীযাতে নহোইঃ> না হএ> নাহে> নাহি> নাই;' তু গুজ. নথী]।
তু. 'যত আনি তত নাই।'—ভাবতচন্দ্র।
'নাই নাই' ভয সে শুধু আমাব।'
—ববীন্দ্রনাথ।

**নাও**—১৭২
না, নৌকা। [সং. নৌ—নাব্: (প্রথমা বহুব)> পালি নাবা; প্রা. ণাবা, নাবা, ণাব্; হি. নাউ, নাব্; মবাঠী-নাব্; মৈ. নাও; বাঙ্. না, নাও]।
তু. সাত নায়ে কর যে বেপার।'
—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।
'পাতি আছে নাএ।'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
'পিয়া দরিয়ার না।'—বিদ্যাপতি।

**নাএর**—৮০
নায়েব, নৌকার। [নাও দ্র:]।

**নাকারা**—১২
নাকাড়া, ক্ষুদ্র ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বিশেষ; নাগাবা, নাগাড়া। [আর. নকা'রা; মবাঠী নগারা]।
তু. 'নাগারা ঢেক-ঢেক (বাজয়ে)।'
—ক. ক-চণ্ডী।
'ধাঁধাঁ গুড় গুড় বাজে নাগারা।'
—ভারতচন্দ্র।
'গুড় গুড় গরজিত নাকারা।'
—রঙ্গলাল।

**নাগ**—১২৮
পর্বতে স্থিত বা জাত, হস্তী, সর্প। এখানে সর্প অর্থে। [সং. নাগ+অ)।
তু. 'ভুজযুগে নিন্দে নাগে।'—মহাভারত।

**নাগপুরী**—১১৭
(আ. নাগপুরি)। পাতাল, নাগদের বাসস্থান।

**নাগরী**—১২৬
(আ. নাগবি)। প্রণয়নী, রসিকা রমনী। [সং. নাগার+ঈ)।
তু. 'তখন নাগরী বুঝিলা চাতুরী।'
—চণ্ডীদাস।
'নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে।'
—ভারতচন্দ্র
'গামক বসনে বোলিঅ গমার।
নগবহু নাগব বোলিঅ সঁসার॥'
—বিদ্যাপতি॥

**নাগাল**—৪৩
লাগ, সঙ্গ, সাহচর্য। (লাগাল> নাগাল)।
তু 'সর্পের নাগালি যেন না ছাড়ে সাপিণী।'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**নাচনী**—১২৩, ১২৭
(আ নাচনি, লাচোনি)। নর্তকী। [সং নর্তকী, নর্তনী> প্রা ণচ্চণী, নচ্চণীঃ > বাঙ্ নাচণী, নাচনি]।
তু 'ইন্দ্রের নাচনী।'—মহাভারত।
'আম্মে নহোঁ নাচনী।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**নাচিবে**—১২৩
নৃত্য করবে। [সং √নৃত্> পালি √নচ্চ, প্রা ণচ্চ, নচ্চ> বাঙ্ √নাচ্; হি, মরাঠি, গুজ ওড়ি মৈ √নাচ্; পা √নচ্চ; সিন্ধী -√নচ]।
তু 'নাচয়ে নারদ।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'রাবনের নাচে বাম অঙ্গ।'—রামায়ণ।

**নাচাড়ী—১২৭**

নাচাড়ি, নাচারি, নাচারী, লাচাড়ি, লাচাড়ী, লাচারী, লাচারি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত এই ছন্দ সাধারণতঃ দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ বলে ধরা হয়। শ্রী শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর প্রণীত 'সঙ্গীত শাস্ত্র প্রবেশিকা' মতে লাচাড়ি 'লহচাড়ী'—গীত প্রবন্ধ বিশেষ। প্রাচীন বাঙ্লার নাচাড়ী দীর্ঘ ত্রিপদী। 'নাচাড়ি দীর্ঘ ছন্দ' 'দীর্ঘছন্দ নাচাড়ি' (মীনচেতন)-এর নামান্তর। খুব সম্ভব 'খর্পছন্দ' (খর্বছন্দ') পয়ারএর বিশেষক। মতান্তরে 'নাচারি' অর্থাৎ 'চারি পদী' পয়ার নয় অর্থাৎ ত্রিপদী। দ্বিতীয় মত কষ্টকল্পিত বলে ধারণা হয়। প্রাচীন বাঙ্ কাব্যে নাচাড়ী বা লাচাড়ী-র সঙ্গে বিভিন্ন তাল-এর সংযোগে এবং অন্যান্য প্রমাণ দেখে মনে হয় নৃত্য ও গীতের সঙ্গে এই নাচাড়ী বা লাচাড়ীর সম্পর্ক ছিল।

তু 'নাচাড়ি রচিলা কৃত্তিবাস।'—রামায়ণ
'নাচারি।'—বিদ্যাপতি।
'বিলাপ দীর্ঘ ছন্দ নাচারি।'—ময়নামতীর গান। 'ঐ'—গোরক্ষ বিজয়।
'করুণ ভাটিয়াল লাচাড়ী ভাগ।'
—বাইশ কবি মনসা।
'লাচারী', 'লাচাড়ি', 'লাচাড়ী'
—মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা।

প্রাচীন বাঙ্লা কাব্যে অনেক রকমের লাচাড়ী দেখা যায়। যথা :—১। বিলাপ দীর্ঘ-ছন্দ, ২। লাচাড়ী ভাগকরুণ ভাটিয়াল, ৩। চৌপদ লাচাড়ী, ৪। জোড় লাচাড়ি ইত্যাদি।

**নাচনে—১২৬**

নাচনী অর্থে। ছন্দের জন্য নাচনে।

**নাজানি—৬৫**

কি জানি, কে জানে। [না+জানি]।

**নাঞি—৩**

[নাই> নাঞি (অপ্র)]।
তু 'বৃথা যজ্ঞ কেন কর বেদ মান নাঞি।'
—শিবায়ণ।

**নাট—১১৬, ১৫৯**

(আ.লাট)। নৃত্য, তামাশা, কৌতুক [সং.√নট্+অ (ভা); তু সং নৃত্য> প্রা. ণট্ট]। (১৫৯ পৃঃ পাদটীকা দ্রঃ)।
তু.'আইলাম নাট করিবার।'—মীনচেতন।

**নাড়ি, নাড়ী—১৭২**

ধমনী, রক্তবাহী শিরা, স্নায়ু। এখানে যোগের ভাষায় তন্ত্র শাস্ত্রে বর্ণিত বিভিন্ন নাড়ীর কথা বলা হয়েছে। তন্ত্র শাস্ত্র মতে দেহের মধ্যে নাড়ীর সংখ্যা ৩২, মতান্তরে ৬৪। এদের মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না (ললনা-রসনা-অবধুতিকা) প্রধান তিন নাড়ী। (পাদটীকা দ্রঃ)। [সং]।
তু.'সমুদ্র উদর যত নদ নদী নাড়ী।'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল

**নাড়িয়া—৯৮**

নেড়া বা ন্যাড়া-র রূপভেদ। মুণ্ডিত কেশ (নেড়া মাথা) অর্থে এখানে ব্যবহৃত। [নাড়া> নেড়া, ন্যাড়া, নাড়িয়া; দেশী ?]।
তু 'নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহরি কুড়িয়া।
ছোই ছোই জাহ সো বাহ্মণ নাড়িআ॥'
—১০ নং চর্যা পদ।

**নাড়ু—১৩৩**

লাড়ু, গোলাকার মিষ্ট বিশেষ। [সং. লড্ডু> প্রা. লড্ডু, লড্ডুঅ> বাঙ্ লাড়ু, নাড়ু]।
তু 'ঝালের লাড়ু।'—মনসার ভাসান।
'সিদ্ধি লাড়ু।'—ভারতচন্দ্র।

**নাথ—১৫, ১৯, ৪২, ১৩০**

ঈশ্বর, প্রভু, স্বামী, পতি, পালক। [সং.√নাথ+অ]।

তু. 'গচ্ছনাথ ভোজন করিতে।'
—মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা।
'পতি পুত্রগণ, নাথ, পাণ্ডুবধু রাখহ প্রমাদে।'—মহাভারত।

**নাদ**—১৬৩

(আ নাদ, নাদ)। শব্দ, ধ্বনি, হুঙ্কার (সিংহনাদ)। যোগের ভাষায় দেহের মধ্যে অবস্থিত রজঃ বহনকারী ইড়া (বামনাড়ী) নাড়ীর অপর নাম নাদ।
[সং √নদ্+অ (ভা)]।

**নানা, নানান**—৫৩, ৬৮, ৯১, ১১৬

পৃথক, ভিন্ন, অনেক, বহুপ্রকার। [সং না+না (নাঞ্) স্বার্থে; 'নানানম' তুলনীয়]
'তু 'নানান সহরে।'—ক. ক-চণ্ডী।

**নাপিত**—৬৪, ১১৯

ক্ষৌরকার, নরসুন্দর, হিন্দু জাতি বিশেষ। [বৈদিক ভাষায় নাপিত শব্দ নেই। অর্বাচীন সংস্কৃত স্নাপয়িতৃ> ণহাবিঅ ণহাপিত> নাপিত এই বৃৎপত্তি অনুমান করা হয়। হি, মৈ নাঈ, নাউ; মরাঠি-নহারী, ন্হাব্বী; ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত]।
তু 'নরাণাং নাপিতো ধূর্ত।'

**নাভি**—৭০

উদরের মধ্যভাগে ক্ষুদ্রাকৃতি আবর্ত বিশেষ নাই, চক্রাদিব কেন্দ্রাংশ। (কুণ্ড দ্রঃ)। [সং. √নহ্+ই ; ফা নাফ্; Danish Nav. Eng. Nave]।

**নাম**—১, ২, ৪, ৫, ৭, ৮, ২৮, ৩০, ৩১, ৫২ ৫৩, ৫৮, ১০২, ১২৩, ১৬৭

অভিধান, আখ্যা, সংজ্ঞা, পরিচয়, খ্যাতি, ইষ্ট দেবতার নাম ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। [সং. √ম্না+মন্ (র্ম); ফা. নাম্; Gt. Onoma; L. Nomen; Gothic namo; Eng. name]।

**নামকরা**—৪

নামকরণ-এর বিকৃত রূপ। ন জাতকোম একাদশ বা দ্বাদশ দিনে নাম রাখা বা রাখার উৎসব।
[নাম+করণ]।

**নামব্রহ্ম**—৭৫

ব্রহ্ম নাম। নাম ব্রহ্মসার (২৬ পৃঃ)—ব্রহ্ম নামই জগতের একমাত্র সার বস্তু।

**নামা**—১১৩

নীচে। 'হাঁটু নামা'—হাঁটুর নীচে। [সং. লম্ব> লাম, নাম> লামা, নামা]।'
তু. 'অধানে পাকএ সিস নামএ পড়এ কলা।'
—শূন্যপুরাণ।
'বসিল নামোতে।'—রায় শেখর
—পদ্যাবলী।
'নামাতে থাকিয়া মীন হুঙ্কার পূরএ।'
—মীনচেতন।।'

**নামাএ**—১৭৫

নীচে। [নামা ও পাদটীকা দ্রঃ]।

**নারদী মন্দিরা**—১২

করতাল জাতীয় এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। (মন্দিরা দ্রঃ)।

**নারায়ণ**—৬০, ১৫৫

(আ. নারাইয়ন, নারাইরোন)। নার অয়ন যাঁর, প্রলয় সলিল যাঁর আশ্রয়, জীবসমূহের আশ্রয়, বিষ্ণু, পরমাত্মা, নর-দেহস্থিত অন্তর্যামী আত্মা বা ভগবান। [নার অযন যাঁর বহুব্রী; 'নারাঅন'—শূন্য পুরাণ]

বিষ্ণুর অপর নাম নারায়ণ। (বিষ্ণু দ্রঃ)। আর্যদের তিন প্রধান দেবতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। জগতের পালনের ভার তাঁর উপর রক্ষিত। তিনি পরমাত্মা, পুরুষ, অব্যয়, ঈশ্বর, অনাময়, বিশ্বব্যাপী ও প্রভু।

প্রলয় সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় নারায়ণ-রূপে মনুষ্য দেহধারী হয়ে তিনি শেষ নাগের উপর শায়িত। তাঁর নাভিপদ্ম থেকে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সৃষ্টি। জগৎ সৃষ্টিকালে মধু ও কৈটভ নামক দুই দানবকে হত্যা করে তাদের মেদ থেকে তিনি মেদিনী (পৃথিবী) সৃষ্টি করেন। ধ্বংসের দেবতা শিব বা রুদ্র তাঁর কপাল থেকে সৃষ্ট। সৃষ্টিকর্তা হিসাবে তিনি ব্রহ্মা, পালনকর্তা হিসাবে তিনি বিষ্ণু (স্বয়ং রক্ষক হিসাবে কৃষ্ণ) এবং ধ্বংসকর্তা হিসাবে রুদ্র বা শিব। তু. " 'অয়ন' শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়। অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।"

—চৈ. চরিতামৃত।

**নারি**—১৫৩

না পারি (পদ্যে)। [না+√পার (সং. ন+√পারি> প্রা .√পারি)]।

**নারী**—১৫, ২৪, ৪১, ৪৪, ৫৩, ৬০, ৬১, ১৩১

(আ. নারি, নারী)। নরজাতির স্ত্রী। নরের ধর্ম্যা, স্ত্রীলোক, পত্নী, রমণী। (সং. নৃ, নর+ঈ)।

তু. 'রামের নারী।'—রামায়ণ।

'সারী নারী শুক পুরুখ।'—জ্ঞানদাস।

**নারে**—৫৫

না পারে। (নারি দ্রঃ)।

**নালএ**—১৩৮

নালয়, লয়না, গ্রহণ করেনা। [বাঙ্. √ল (সং. √লভ্)+আ=লওয়া ক্রিয়ার সঙ্গে না যোগে]।

**নালা**—৮৭

নল, নাল (পদ্মাদির দণ্ড) অর্থাৎ গ্রীবা অর্থে। 'কেন্দেরার নালা'—কাঁধের নল বা নালা অর্থাৎ গ্রীবাদেশ। (কেন্দেরার দ্রঃ)। [নল্+অ=নাল+আ=নালা)।

**নালে**—১৫৩

নালা—খাত, খাল, নর্দমা, জলনিকাশের পথ। 'কোন নালে'—কোন নালা দিয়ে, কোন পথ দিয়ে। [সং. নাল; হি. নালা]।

তু. 'যে নালে উৎপত্তি সেই নালে বিনাশ।'

—গ্রাম্য প্রবাদ।

'কোলে করি নালা পার করে।'

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

'জলে চিনে নাল।'—ময়নামতীর গান।

**নাশ**—১৭১

(আ. লাষ)। বিনাশ, ধ্বংস, ক্ষয়। [সং. √নশ্+অ (ভা)]।

**নাসাএ**—৮৬

নাসা, নাসিকা। অপ্রয়োজনীয় এ-ব্যবহার যুগের অন্যান্য গ্রন্থেও দেখা যায়। [সং. √নাস্ (শব্দ)+অ+আ=নাসা]।

তু. 'তিলফুল জিনি নাসা।'

—কবি কঙ্কণ চণ্ডী।

**নাসিকা**—৮৭

নাসা, নাক। [নাসা+ক+আ)। 'এন্দুর নাসিকা মূল'—এ পাঠ প্রমাদপূর্ণ বলে মনে হয়।

**নাসিকাএ**—১৬০

নাসিকাতে, নাকেতে। 'নাসিকাএ যেন কায়' এ পাঠও প্রমাদপূর্ণ বলে মনে হয়।

**নাস্তি**—৬৮

'না আছে' নেই, নয়। [ন+অস্তি]।'

'জানা নাস্তি'—জানা নাই।

তু. 'শুনিয়া করিল নাস্তি রাজা দুর্যোধন।'

—মহাভারত

**নাহি**—২, ৩, ৬, ১৬, ৩৩, ৩৬, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৮, ১০২, ১২৩

(আ.. নাহী, নাহি)। নাই-এর (কাব্যে)

রূপ। আছেনা, আছেন না। [সং. নাই; প্রা. নাহিং (নহি); মাগধী, হি. নাহী; ওড়ি. নাহি]।
তু. 'পড়িল সকল ঠাই নাহি একজন।'
—রামায়ণ।

**নাহিক**—৩৭, ১৭২
নাই-এর (কাব্যিক) রূপ। ['ক্রিয়ার উত্তবে ও এককালে স্বার্থে ক' প্রত্যয়ের ছড়াছড়ি হইয়াছিল। তাহার ফলে অনুজ্ঞার্থক দিউক, যাউক, হউক প্রভৃতিতে ক আসিয়াছে। ইহাদের প্রাকৃত রূপ ক-বিহীন। বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের ভাষায় ভবিষ্যৎ কালে ও এই ক-প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে। বিদ্যাসাগরীয় বাঙ্গালাব ইহা একটি বিশিষ্টতা।'—বসন্ত রঞ্জন রায়]।

**নিঃসঙ্কোচে**—৮
অকুণ্ঠচিত্তে।

**নিকটে**—৫৪, ৯৪, ১০৯, ১৫২
(আ. নিকোটে, নিকটে, সমীপে, সান্নিধ্যে [সং. নি+কট্ (গতি)+অ=নিকট]।
তু. 'নিকটে বহিআঁ।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**নিকুঞ্জেৎ**—২৬
নিকুঞ্জ—লতাগৃহ, উদ্যান। [সং. নি-√ কুঞ্জ+অ(ধি)]।

**নিগমেতে**—১৬৬
(আ. নিগোমেতে)। নিগম—তন্ত্রশাস্ত্র, জ্ঞান সাধন, শ্রুতি। তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে মহাদেব যা বলেন এবং দেবী যা শ্রবণ করেন তা হচ্ছে 'আগম', দেবী যা বলেন এবং মহাদেব যা শুনেন তা হচ্ছে নিগম। [সং.নি+√গম্+অ। (আগম দ্রঃ)]।

**নিগূঢ়**—১৩২, ১৭৩
(আ নিগুড়)। গুপ্ত, দুর্জ্ঞেয়, জটিল, রহস্যময়। [সং.নি+√গুহ+ত (র্ব)]।
তু.'নিগূঢ় সেকথা।'—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'আমি সব বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে চাই।'—আ. ষ. দুলাল।

**নিজ**—২৬, ১২২
স্বীয়, স্বকীয়। [সং নি+√জন্+অ (র্তৃ)]।
তু 'নিজ দোষ।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**নিজচন্দ্র**—১৬৯
চন্দ্রকে এখানে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা :—আদ্য চন্দ্র, নিজ চন্দ্র, উন্মত্ত চন্দ্র ও গরল চন্দ্র। চন্দ্র এখানে দেহের শুক্র বা বীর্য। 'নিজ চন্দ্র' বলতে খুব সম্ভব নর দেহের শুক্রকে কবি বুঝাতে চেয়েছেন।

**নিজনাম**—১৫, ২১, ৫৪, ১৪৮, ১৪৯, ১৫২
(২১ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রঃ)। গুরু কর্তৃক শিষ্যকে প্রদত্ত যে নাম বা মন্ত্রের প্রভাবে শিষ্য সিদ্ধি লাভ করে তাকে ও নিজনাম বা নিজমন্ত্র বলা যেতে পারে।

**নিজমন্ত্র**—১২২
(নিজনাম দ্রঃ)।

**নিজরূপে**—৬৮
স্বকীয় রূপে। নিরঞ্জন অর্থাৎ পরম ব্রহ্ম আপনার প্রকৃত রূপে পরিচয় দিলেন।

**নিতম্ব**—৮৮
[নি+√তম্+ব]। যা গ্লানিপ্রাপ্ত হয়, স্ত্রী কটির পশ্চাৎ ভাগ, পাছা।
তু 'কনক কলস দুই নিতম্বধারিণী।'
—মহাভারত।
'বিপুল নিতম্ব।'—গঙ্গামঙ্গল।

**নিতিনিতি**—১০৫, ১৪৯, ১৫৬
(আ নিতিনিতি নিথি নিথি)। প্রতিদিন, সতত, সর্বদা। [সং নিত্য>বাঙ্ নিত্ত, নিত, নিতি; হি, মরাঠী, গুজ নৈ নিত]।
তু 'ভোগ ভুঞ্জি নিতিনিতি।'—মহাভারত।
'নিতি নিতি বাঢ়ে ধন।'—ক.ক-চণ্ডী।
'আসি নিতি নিতি।'—চৈ.চরিতামৃত।

**নিত্য—১৪৭**
[নি+ত্য]। 'নিয়তধ্রুব', সতত।
তু 'উগারহ নিত্য বিষ।'—ক. ক-চণ্ডী।

**নিদান—৭০**
অন্তিম, চরম, শেষ। [সং নি+√দা+অন]।
তু 'বুঝনু আপন নিদান।'—বিদ্যাপতি।
'কানু ভেল বহুত নিদান।'
—গোবিন্দ দাস।

**নিদারুণ—১৬, ৬৩**
(আ. নিদারুণ)। অতি দারুণ, সুকঠিন।
তু 'কেমনে সহিছে তোরে নিদারুণ ধর্মে।'
—মহাভারত।
'নিদারুণ প্রাণ নাহি যায়।'
—ক ক-চণ্ডী।

**নিদ্রা—৬১, ১৩৯, ১৬৩**
[নি+√দ্রা+অ (ভা)+আ]। সুপ্তি, স্বপ্ন, ঘুম।

**নিদ্রাইল—৬০**
নিদ্রার অধিষ্ঠাত্রী এক দেবীকে এখানে কল্পনা করা হয়েছে। নিদ্রাআলী, নিদ্রাউলি, নিদ্রালিক, নিদালি, নিদুলি, নিদাটি, নিদুটি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে এই কল্পিত দেবীর অস্তিত্ব মধ্যযুগীয় বিভিন্ন বাঙলা কাব্যে দেখা যায়।
তু 'চণ্ডীরে নিদ্রালি দিয়া বাহিরে গেলা হর।'
—মনসামঙ্গল।
'নিদাউলি স্মরি।'
—বিষহরি ও পদ্মাবতী।

**নিধি—৫৭, ৯২, ৯৫**
(আ নীধী, নিধি)। ধন, রত্ন, গচ্ছিত ধন। পুরাণ মতে কুবেরের অষ্ট বা মতান্তরে নয় রত্নকে নিধি বলা হয়। যথা:—পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, কুন্দ, মুকুন্দ, খর্ব ও নীল। [সং. নি+√ধাই(ধা)]।
তু. 'তুমি অষ্টনিধি।'—মহাভারত।
'তুমি, মোর নিধি রাই।'—বলরামদাস।

**নিন—৯৭**
নিদ্রা, ঘুম। [সং. নিদ্রা> পালি নিদ্দ, প্রা. নিদ্দ> বাঙ্. নিন্দ, নিন, নিদ]।
তু 'চক্ষত আইল নিন।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**নিন্দ—১৭৫**
নিদ্রা [নিন দ্র:]। তু
'নয়নক নিন্দ গেও।'—বিদ্যাপতি।
'নিন্দ যাই।'—চৈতন্য মঙ্গল ও জ্ঞানদাস।

**নিন্দে—১০**
নিন্দা করে, অপবাদ বা অখ্যাতি রটায়। [বাঙ্. √নিন্দ (সং. √নিন্দ্) +আ= নিন্দা ক্রিয়া]।
তু 'নিন্দসি কৃষ্ণকালা।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'ভিন্ন জ্ঞানে নিন্দে.. সে মরে পুড়িয়া।'
—চৈ মঙ্গল।

**নিপাতন—১২৩**
বিনাশন, ধ্বংস সাধন।
[সং নি+√পত+ণিচ্+অন (ভা)]।
তু 'রণে নিপাতন।'—চণ্ডিকা বিজয়।

**নিব—৮৩, ৯৯**
(আ নিবো, নিব)। লব। [বাঙ্ √নি (সং √নী)+আ=নেওয়া ক্রিয়া]।

**নিবারণ—৫২, ১১৮**
(আ. নিবারোন, নিবারন)। প্রশমন, নিরাকরণ, দূরিকরণ। [সং নি+√বারি +অন (ভা)।

**নিবেদন—৮, ৬৪, ৭৭, ৭৮**
বিজ্ঞাপন, সমর্পণ. আবেদন। [সং. নি+√বেদি+অন (ভা)]।
তু. 'মোর নিবেদন।'—মহাভারত।

**নিম্ব**—৭৪

তিক্ত ফল বিশেষ বা তার গাছ; তিক্ত স্বাদ। [সং নিম্ব> প্রা. নিংব> বাঙ্ নিম, নীম; হি. মরাঠী-নীম; মাগধী নিম্ব; মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী-নিম্ব]।

তু 'মূলা বাগ্যণ শীম, তাহে দিয়া বান্ধ নিম।'
—ক. ক-চণ্ডী।

'সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি।'
'দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥'
—ভারতচন্দ্র।

**নিমন্তন্ন**—৪, ৩১, ১০৯

[সং. নিমন্ত্রণ> নিমন্তন্ন; মরাঠী, হি. নেব্‌তা; কুমিল্লা-নেওতা, চট্ট. ন্যাতা]।

তু. 'মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্তন্ন।'
—হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা।

**নিমন্ত্রণ**—৪, ৩১, ১০৯

(আ. নিমোন্তন্ন, নিমতোন্য, নিমন্তন)। ভোজে আহ্বান, আহারে দাওয়াত। [সং. নি+√মন্ত্র+অন (ভা)]।

তু. 'নিমন্ত্রণ করি আন তার ভার্যাগণ।'
—মহাভারত।

**নিমাই**—১

শ্রীচৈতন্যদেব। (চৈতন দ্র:)।

'শেষ যে জন্মায়ে তার নাম সে নিমাঞি।'—চৈতন্য ভাগবত। ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিত চিতে, ডরে নাম থুইল নিমাই।'—চৈতন্য চরিতামৃত। "সদ্যঃপ্রসূত শিশু শচীর দেহ অপবিত্র বলিয়া স্তন্যপান করেন নাই। শচী শিশুর অমঙ্গলাশঙ্কায় কাঁদিতে লাগিলেন; তখন এক 'বিলাসিনী' বলিলেন, 'ইহা ষষ্ঠীর খেলা, শিশুকে বৃক্ষের উপরে রাখ।' শচী শিশুকে নিম্ববৃক্ষে রাখিলেন। পরে আচার্য্য শচীর কর্ণে 'হরে কৃষ্ণ' মন্ত্র শুনাইলে, শিশু স্তন্য পান করিলেন। আচার্য্য বলিলেন বালকের নাম রাখিলাম 'নিমাই'—চৈতন্য মঙ্গল-টীকা। ইহাতে বোধ হয় নিমাই শব্দের মূল 'নিম্বায়ু' বা নিম্বাই।"—শব্দকোষ।

**নিরখি**—৫৯

নিরীক্ষণ করে, দেখে। [সং. নির্+ঈক্ষ্=নিরীক্ষ> প্রা. নিরিক্খ> বাঙ. নিরীখ, নিরিখ; হি. মরাঠী, মৈ. নিরখ]।

তু. 'দিনকর নিরিখে আকাশে।'
—মহাভারত।

'নন্দ-নন্দন, নিচয়ে নিরখিনু, নিঠুর নাগর জাতি।'—গোবিন্দ দাস।

**নিরঞ্জন**—১, ৬৭, ১৫৬

(আ. নিরাঞ্জন, নীরাঞ্জন)। 'নির্গতাঞ্জন', অঞ্জনহীন, কলঙ্কহীন, নির্মল; পরমাত্মা, শিব, পরম ব্রহ্ম, শূন্যরূপ দেবতা, ধর্মঠাকুর। (১পৃ: পাদটীকা দ্র:)। [বহুব্রী]।

তু. 'নীরে নিরঞ্জন লোচন।'—বিদ্যাপতি।
'পূজেন নিরঞ্জন।'—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘন)।

**নিরন্তর**—১১৭, ১২৯

নিরবচ্ছিন্ন, অবিরাম। [সং. নির+অন্তর]।

তু. 'নিরন্তর শরজালে গড়িব পঞ্জর।'
—মহাভারত।

**নিরবন্ধ**—২, ১১, ১৬, ৩০, ৫০

(আ. নিরবন্দ, নিরবোন্দ)। নির্বন্ধ-র মধ্যযুগীয় (স্বার্থিক) রূপ। বিধান, ব্যবস্থা। [সং. নির+√বন্ধ+অ (ভা)= নির্বন্ধ]।

তু. 'নির্বন্ধ করিয়া গেল ব্রহ্মার নন্দন।'
—মহাভারত।

'অকস্মাৎ ঘটে আসি দেবের নির্বন্ধ।'
—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘন)।

**নিরমল—৯১**

**নির্মল-এর কোমলরূপ।** অমলিন, স্বচ্ছ, বিশুদ্ধ। [সং. নির্মল > বাঙ্. (স্বরাগমে) নিরমল]।

তু. 'নিরমল তার জল।' —চণ্ডীদাস।

'নিরমল নীরময়ী,' নিরমল আকাশ।'

—সম্ভাবশতক।

**নিরাকার—৬৭**

(আ. নৈরাকাব)। আকারহীন, অবয়ব-হীন, পরম ব্রহ্ম, শিব, বিষ্ণু, নিরঞ্জন। [নির্+আকার]।

তু. 'তারা আমার নিরাকারা।'

—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

'হরি সকল রূপে রূপ মিশায়ে আপনি নিরাকার।'—রবীন্দ্রনাথ।

**নিরাশ—১০১, ১২২**

(আ. নৈরাষ)। আশারহিত, হতাশ [সং. নির্+আশা]।

তু. 'বাড়য়ে নিরাশ।'—মহাভারত।

**নিরাহারে—১৪০**

অনাহারে, উপবাসে। [সং নির্+আহার]।

**নির্বন্ধ—১০**

(নিববন্ধ দ্র:)।

তু. 'তথায় নির্বন্ধ কর শয্যা করিবারে।

—মহাভারত।

'তবে পূর্ব নির্বন্ধ কহিবা তাঁর স্থান।'

**নির্মল—১২৩**

(আ. নিম্মল)। (নিরমল দ্র:)।

তু. 'নির্মল সঙ্গীত।'—শিবায়ন।

**নির্মাণ—১২৫**

(আ. নিম্মান)। রচনা, সৃষ্টি; গঠিত, রচিত। [সং. নির্+মা+অন (ভা)]।

তু. 'প্রকাণ্ড নির্মাণ।'—চণ্ডীকা বিজয়।

**নিল—৭৬, ৭৮, ১১০**

(আ. নিলো, নির্ব, নিল)। লইল, গ্রহণ করল। [বাঙ্. √নি (সং. √নী)+আ-নেওয়া ক্রিয়া; মাগধী লহিদে (লব্ধ:)]।

**নিশব্দ—১২**

(আ. নিসব্দ)। শব্দহীন, নীরব।

তু. 'রাজা হইল নিশবদ।'—গঙ্গামঙ্গল।

**নিশনাথ—১০২**

(আ. নিসানাথ)। চন্দ্র, নিশাপতি। [নিশা+নাথ]।

**নিশি—২৪, ১২৭**

(আ নিসি)। রাত্রি, নিশা। [সং নিশা > প্রা নিসি; হি, মৈ নিশি, নিসি, মরাঠী-নিশি, নিশী]।

তু 'নিশি নিশি জাগি।'—বিদ্যাপতি।

'নিশিব কাহিনী।'—চণ্ডীদাস।

**নিশিনিশি—১৬৩**

(আ নিসিনিসি)। প্রতিনিশি, প্রতি রাত্রি।

তু 'নিশি নিশি জাগি।'—বিদ্যাপতি।

**নিশ্চএ, নিশ্চয়—৮, ৯, ২২, ১৫, ৫৫**

(আ নির্ছএ, নিস্ছএ, নির্শ্ছয়)। [সং. নির্+√চি+অ (ভা)]। নি:সন্দেহ, সংসয়হীন।

তু 'কোথা গেল মোর সতী বলহ নিশ্চয়।'

—ভারতচন্দ্র।

**নিশ্বাস, নিঃশ্বাস—১৩০, ১৬২**

(আ নির্শ্বাস)। নাসিকা বা ফুসফুস থেকে বাইরে নির্গত বায়ু।

তু 'নিশ্বাস প্রশ্বাস উনপঞ্চাশ পবন।'

—বাসবদত্তা।

'ছাড়ে তপত নিঃশ্বাস।'—চৈ মঙ্গল।

**নিষ্ঠুর—৭৭**

(আ. নিঠুর)। অনুকম্পারহিত, কঠোর। [সং. নি+√স্থা+উর (র্তৃ)]।

**নিষ্ফল—৯১**

(আ নিস্ফল)। বিফল, ফলশূন্য, ব্যর্থ। [সং নির্+ফল]।

**নিসাড়ে—৯২**

(আ নিহড়ে)। সাড়াহীন নিদ্রায়। [বাঙ্ নি+সাড়া]।

তু 'তোরা নিসাড় হইয়া, আয়না সজনি।'

—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

'নিসাড় শরীর।'—হেমচন্দ্র।

**নিস্তার—৫০, ৫৩, ৭৭**

(আ নিশ্তার, নিস্তাব)। তরণ, পবিত্রাণ, অব্যাহতি। [সং নির্+√তৃ+অ(ভা)]।

**নিহাল চন্দ্র—৮**

গুপিচন্দ্রের একজন শ্বশুর।

**নীরে—১০৭**

জলে, পানিতে। [সং √নী+র(র্তৃ) =নীব; তামিল-'নীর'; তেলেগু-নীরু, নীলু]।

তু 'পদনখনীর।'—গীত গোবিন্দ।

'নীর লোভে মৃগী, পিয়াসে ধাইতে, ব্যাধ শর দিল বুকে।'—চণ্ডীদাস।

'স্তনে ক্ষীব দেখি নীর হইল রুধির।'

—ভারতচন্দ্র।

**নূপুর—৮৯, ১২৫, ১৭৮**

(আ নফুব, নেপুর, নেফুর)। মঞ্জীর, ঘুঙুব, পাদাঙ্গদ। [সং. ন্যূন(ন্যূনভাগ)+√পূরি+অ(র্তৃ)]।

**নৃত্য—১৩**

(আ নির্ত্ত)। নাচ, নর্তন। [সং.√নৃত্+য (ভা)]।

**নৃপতি—২**

(আ.নিরপপতি)। নরাধিপ, নরপতি, রাজা। [সং.নৃ+পতি]।

তু.'কত কোটি কামের নৃপতি গৌরহরি।'

—চৈ.মঙ্গল।

**নৃপবর—৯**

(আ নিপবর)। নৃপমণি, নরপতিশ্রেষ্ঠ। [সং. নৃ+√পা+অ (র্তৃ)=নৃপ+সং √বৃ+অ=বর]।

**নেত—১৪**

অংশুক বস্ত্র বিশেষ, সূক্ষ্ম পট্ট বস্ত্র। [সং. নেত্র> প্রা. ণেত্ত> বাঙ্ নেত]।

তু 'নেতর বসন'—শূন্য পুরাণ; 'নেতের পাছাড়া।'—রামায়ণ।

'নেতেব বসন পরিধান।'

—কবি কঙ্কণ চণ্ডী।

'নেতের চান্দোয়া দল নেতের মশারী।'

—মনসামঙ্গল।

**নেপুর—৮৯**

[সং নূপুব> প্রা নেউব> নেপুব; হি, গুজ. মৈ নেপুর; মরাঠী-নেপুর]।

তু 'সোনার নেপুর।'—গোরক্ষ বিজয়।

'কাবো ভ্রমে কবতে নেপুর।'

—ক. ক-চণ্ডী।

**নৈরাকার—৬৭, ৬৮**

[সং. নিবাকার> নৈরাকাব-অপ্র]। (নিরাকার দ্রঃ)।

ত. 'নিরঞ্জন নৈরাকার।'—শূন্যপুরাণ।

'মায়াতে মনুষ্যদেহ দেব নৈরাকার।'

—মহাভারত।

'ধর্ম নৈবাকাব।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'তুমি নৈরাকাব।'—চণ্ডিকা বিজয়।

**নৈরাশ—১২৮**

[নৈরাশ্য> নৈরাশ; সং. নিরাশ; অস. নৈরাশ]। নিরাশ, আশাহীন।

তু. 'দৈবে করিল নৈরাশ।'—চণ্ডীদাস।

'দণ্ড উপারিলে যেন ভুজঙ্গ নৈরাশ।'

—মহাভারত।

'কৈলু তপ,হইতে নৈরাশ।'—গঙ্গামঙ্গল।

'নৈরাশ হইয়া সেই থাকি নিজ সুখে।
আশা এড়ি হরি চিন্তি এড়াইল দুঃখে।'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।
'চন্দ্রের প্রকাশে যে তারার নৈরাশ।'
—মহাভারত।

**নৌকা—৮০**
[নৌ+ক(কন্)স্বার্থে+আ]। তরণী, তরি।
তু.'পাদস্পর্শে শিলা নর নৌকা হয় সোনা।'
—রামায়ণ।
'(সংসারসিন্ধু) হেলে তরে সাধুজন ধর্মের নৌকায়।'—মহাভারত।

## প।

**পইল—১৩০**
পড়িল-র মধ্যযুগীয় (কাব্যে) রূপ। [বাঙ্. √পড়্ (সং. √পত্)+আ=পড়া ক্রিয়া]।

**পউষ—৯১**
পৌষ-এর বানান ভেদ। [সং. পুষ্য+অ]। পুষ্যনক্ষত্র যুক্ত; বাঙ্. অব্দের নবম মাস।

**পঁউছি—৮৭**
(আ. পঙছি)। ['হি. (পোহুংচী; মরাঠী -পোহংচী; গুজ. পহোংচী; সং. পুচ্ছ-মূল'—শব্দকোষ]। হাতের পোঁছার উপরে (মণিবন্ধে) পরিধেয় স্ত্রীভূষণ বিশেষ।
তু. 'পহুঁচে'—জ্ঞানদাস। 'পিতলের পঁইছে'—দাশরথি রায়ের পাঁচালী।' 'আগে সাজে পঁউছি পশ্চাতে বাজু বন্ধ।'—শিবায়ণ। 'নগরি পঁউছি সাজে'—'নগরি' শব্দের আগমে বাক্যের অর্থ দুর্বোধ্য।

**পক্ষী—৮২, ৯২, ১৮০**
(আ. পক্ষি)। বিহঙ্গ, পাখী। [সং. পক্ষ+ইন্]।
তু. 'যুবকদল গোখুরী ঝকমারী ও পক্ষীর দলে বিভক্ত হলেন।'—হুঁতোম পঁ্যাচার নক্সা।

**পংখি—৬২**
পক্ষী, পাখী। [সং. পক্ষী> প্রা. পংখি, পঙ্ক্ষি> বাঙ্. পখি, পখী; হি. গুজ. পংখী, মরাঠী পংখ—পক্ষ]।
তু. 'চাতক পখী।'—বঙ্গসাহিত্য পরিচয়।

**পচ্চিম—৯**
(আ. পচ্চিম)। পশ্চিম। পশ্চিম দিগ্‌বর্তী। পূর্বের বিপরীত দিক। [সং. পশ্চিম> পালি পচ্ছিম, প্রা. পচ্চিম, পচ্ছিম> বাঙ্. পচিচম (অপ্র.); হি. পাচ্ছিম]।
তু. 'পচিচম দুআর।', 'পচিচম গেলা'—শূন্য পুরাণ। 'পচিচম ঘাট।'
—মহাভারত (বিজয় গুপ্ত)।

**পঞ্চ—৫, ৩৪, ৫০, ৫৮, ৬৫, ১২৫**
পঞ্চ সংখ্যক বা সংখ্যা, পাঁচ। (সং. √পন্‌চ্+অ (র্তৃ); ফা. পান্‌জ্; Av. Panc-an; Gr. Peent; R. Pyat]। ১। পঞ্চগৌড়: সারস্বত প্রদেশ, কান্যকুবজ, গৌড়, মিথিলা, ও উৎকল। ২। পঞ্চতীর্থ: জ্ঞানব্যাপী, নন্দিকেশ্বর, তারকেশ্বর, মহাকালেশ্বর ও দণ্ডপাণি—কাঁশীর এ পঞ্চতীর্থ ৩। পঞ্চরস: রাগ, অনুরাগ, প্রীতি, স্নেহ ও প্রেম। ৪। পঞ্চামৃত—দধি, দুগ্ধ,, ঘৃত, মধু ও শর্করা। ৫। পঞ্চমহাগুণ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ।

**পঞ্চগ্রাসে—৯১**
ভোজনকালে এক-একবারে যে পরিমান খাদ্য মুখে তোলা হয় তাকে গ্রাস বলে; কবল, খাবলা, পিণ্ড। স্বামীসোহাগিনী নারী একবারে পঞ্চগ্রাস অন্ন মুখে তুলে দেয়। অথবা, ব্রাহ্মণাদির ভোজনে গণ্ডুষের পর পঞ্চ প্রাণের (প্রাণ, আপান, উদান, ব্যান ও সমান) নামে দেয় পঞ্চভাগ অন্ন?
তু. 'গণ্ডুষ করিয়া প্রভু করে পঞ্চগ্রাষী।'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।
'পঞ্চগ্রাস করে সদাগর।'—মনসামঙ্গল।

**পঞ্চজনা—১৫২**

(আ. পঞ্চজোনা)। পঞ্চভূত। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এ পঞ্চ মহাভূতে মানব দেহ সৃষ্ট।(পাদটীকা দ্রঃ)। দেবতা, গন্ধর্ব, মনুষ্য, পিতৃগণ ও সরীসৃপ—পঞ্চজন। ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ ও চণ্ডাল—পঞ্চজন। কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত অসুর—পঞ্চজন।

**পঞ্চবটী—৩৬**

অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, আমলকী ও অশোক এই বৃক্ষ পঞ্চক বা এদের দ্বারা রচিত বন। এখানে রামায়ণে বর্ণিত দণ্ডকারণ্যস্থ বন। বনবাস কালে রাম এখানে সীতা ও লক্ষ্মণ সহ বহু বৎসর কাল অবস্থান করেন। রাবণ কর্তৃক এখানেই সীতাকে হরণ করা হয়।

**পঞ্চশর—১২৫**

সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন (অথবা, অরবিন্দ, অশোক, আম্র, নবমল্লিকা, ও রক্তোৎপল) এই পঞ্চবাণ অথবা তাদের ব্যবহার কর্তা মদন বা কামদেব।
তু. 'পঞ্চশরে দগ্ধ করে, করেছ একি সন্ন্যাসী, বিশ্বময় তারে দিয়াছ ছড়ায়ে।'
—রবীন্দ্রনাথ।

**পঞ্চম—১২৫**

পাঁচের পূরক; সঙ্গীতে স্বর গ্রামের পঞ্চম স্বর বা 'পা'; কোকিলের ধ্বনি।
'পঞ্চম রসের তান'—(তান দ্রঃ)। রাগ, অনুরাগ, প্রীতি, স্নেহ ও প্রেম-কেও পঞ্চরস (প্রেম-শাস্ত্রে) বলা হয়। আদি, করুণ, বীর, অদ্ভুৎ, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত ও বৎসল—সাহিত্যে এই নয় রস। এখানে 'সরের' স্থলে কি লিপিকর প্রমাদে 'রসের' বলা হয়েছে কি? 'সরের' অর্থাৎ 'স্বরের' ধরলে 'পঞ্চম স্বরের' (পা) অধিক অর্থ বোধক হয়। অথবা পঞ্চম রসের (প্রেম) ধরলে ও অর্থ বোধক হয়।

**পঞ্চানন—৭০**

[পঞ্চআনন (মুখ) যার বহুব্রী]। পঞ্চ-মুখবিশিষ্ট বলে শিবের অপর নাম পঞ্চানন।
তু. 'স্বামী ঘোষাল পঞ্চনন।'—ক.ক-চণ্ডী।

**পঞ্চাশ—১১০**

৫০ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. পঞ্চাশৎ,> পালি পঞ্ঞাস, প্রা.'পণ্ণা,' পন্না, পংচাসা; হি, গুজ. মৈ. পচাস; মরাঠী পন্নাস; বাঙ্. পঞ্চাশ]।

**পঠাবে—৪৮**

পাঠাবে স্থলে অপপ্রয়োগ। [পাঠাবে দ্রঃ]।

**পড়ঙ—১০০**

[সং.√পত> প্রা √পড়> বাঙ্.পড়—পতিত হওয়া, পড়া; হি ওড়ি, মৈ. পড়; মরাঠী-√পড়]। পতিত হই, পড়ি।
তু 'কালনেমি পড়ে মধ্যস্থলে।'
—রামায়ণ।

**পড়িতে—৭২**

পাঠ বা অধ্যয়ন করতে। [সং> √পঠ্> প্রা পঢ়> বাঙ্ √পঢ়, √পড়; হি, মৈ. √পঢ়, মরাঠী, গুজ √পঢ;অস. √পঢ়]।
তু '(শ্লোক) পঢ়েন নারদ।'—মহাভারত।
'পড়ে সপ্তশতী।'—ক.ক-চণ্ডী।

**পড়িবে—৯৬, ৯৯**

উদয় হবে, মনে পড়বে।
[বাঙ্.√পড় (সং.√পত)+আ=পড়া ক্রিয়া]।
তু.'চিত্তে না পড়এ আন।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম।'
—রামায়ণ।
'বটপত্রে ভাসে হরি তাহে পড়ে মনে।'
—চণ্ডিকবি।

**পড়ে—১৭৮**
এখানে উড়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে অথে। (পাদটীকা দ্রঃ)।
তু. 'নিষ্কাম পাদপে নাহি পড়ে পক্ষিগণ।'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**পণ্ডিত—৩, ৭, ২৫, ২৮**
(আ পণ্ডিত, পণ্ডিৎ)। বিদ্বান, বুধ, জ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞ। [পণ্ডা+ইত]।
তু 'পণ্ডিতের মান্য পাএ হয় পণ্ডিত মানী।'
—চৈ. চরিতামৃত।

**পতি—৯১**
স্বামী, ভর্তা; কর্তা, প্রভু।
[সং পা+অতি (র্তৃ)]।
তু 'নারীণাং ভূষণং পতি।'—চাণক্য।
'বেদ মতে বিভা করে যে জন সে পতি।'
—ভারতচন্দ্র।

**পতিত—৬৮**
(আ. পথিত)। ভ্রষ্ট, স্খলিত, অধোগত।
[সং √পত্+ত (র্তৃ)]।

**পতিত পাবনী—৬৮**
(আ পথিত পাবনি, পতিত পাবনি)।
পাপীদের পবিত্রতাকারিকা, পাপীদেরত্রাণ কারিকা।
তু 'এই গঙ্গা লয়ে যাও পতিত পাবনী।'
—রামায়ণ।
'পতিত পাবন হেতু তোমার অবতার।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

**পতুকা—৫৫**
বস্ত্র খণ্ড, উত্তরীয়। [তু. পটক—পট, বস্ত্র; রংপুরে এই শব্দ প্রচলিত আছে]।

**পত্তন—১৭৩**
(আ পর্ত্তন)। ভিত্তি, নির্মাণ, প্রতিষ্ঠা।
[সং √পত্+অন]।
তু 'করিল সহস্র (যোজন) তার গোড়ার পত্তন।'—রামায়ণ।
'দেখ গড়ের পত্তন।'—চৈতন্য মঙ্গল।

**পত্র—১১৯**
লিপি, চিঠি। [সং√পত্+ত্র]।
তু 'ছোট বিপ্র কহে,—পত্র করহ লিখন।
পুন যেন নাহি চলে এসব বচন॥'
—চৈ চরিতামৃত।
'তাহারা ও পত্রটত্র পাইতে ইচ্ছা করে।'
—আ. ঘ. দুলাল।

**পথ—১১৩, ১২২, ১৪১, ১৫৩, ১৬৪**
(আ পত, পথ)। মার্গ, রাস্তা, সড়ক; উপায়, গতি। [সং √পথ্+অ (ণ)]।
তু 'চৈতন্য থাকিতে কর আপনার পথ।'
—রামায়ণ।
'নয়ন জলে, পথ ভুলে, পথে বুঝি পতন ঘটে।'—দাশুরায়।
'কহ তার পথ।'—মহাভারত।

**পদ—৭, ২২, ৩৪**
[সং. √পদ্+অ (ণ); Av. padha; Gr. pous; L. pes; Lith. pada (Sole); ফা. পায়]। 'গমন সাধন' পাদ, চরণ।
তু. 'রাই কমল আধ পদ পয়ান।'
—গোবিন্দ দাস।
'তবে মোর পদ পাবে।'—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**পদ—৮৯, ১১৯**
[সং. √পদ্+অ(ণে)]। কবিতার পঙ্ক্তি, শ্লোক, বৈষ্ণব কবিদের রচিত গীত কবিতা বা গান।
তু 'এক পদ বানাইয়া ভট্ট মহাশয়।
শ্রীজীব গোস্বামী স্থানে আনন্দে পাঠায়॥'
—ভক্তমাল গ্রন্থ।

**পদুনা—১৫, ৬০, ১১৪**
(আ. পদ্দনা)। গুপিচন্দ্রের প্রধানা মহিষী অদুনার ভগ্নি। বিবাহ কালে যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত। প্রকৃত নাম পদুমিনী (পদ্মিনী)।
[সং. পদ্মিনী> পালি পদুমিনী; প্রা. পউমিনী; বাঙ্. পদুমিনী> পদুনা; হি. পদুমিনী]।

**পদ্মলোক—১৫**

(আ পদ্মনাক)। পদ্মনাকে। বিভক্তির এ-লোপে।

**পদ্মিনী—১১৬**

(আ পদ্মমনি)। [সং. পদ্মিনী > পালি পদুমিনী; প্রা পউমিনী; হি পদ্মিনী]। তু পদুমিনী পাণি, পরশে পুলকায়িত।'

--গোবিন্দ দাস।

'বিকশিত পদুমিনী।'—ঐ।

'একে ধনি পদুমিনী।'—বিদ্যাপতি।

**পদ্দ—৭২**

(আ পর্দ্দ)। পদ্ম। [সং পদ্ম > বাঙ্. পদ্দ (অপ্র.)]।

**পদ্ম—৭২**

(আ পর্দ্দ, পদ্দ)। নলিন, কমল, পঙ্কজ, উৎপল, অরবিন্দ, ইন্দীবর, শতদল, রাজীব, পুণ্ডরীক, কুবলয়, কোকনদ, তামরস, পুষ্কর প্রভৃতি নামে পরিচিত। [সং. √পদ্ + ম (র্তৃ)]।

**পদ্মকলি—১২৫**

(আ পর্দ্দকলি)। পদ্ম কোরকের মত।

**পন্থ—৫৭**

(আ. পন্থ)। পথ, উপায়। [সং. পথিন্-পন্থাঃ > পালি পন্থ; প্রা. পংথ; হি. পন্থ; মরাঠী পাংথ]।

তু. 'পন্থ-বিপন্থ নাহি মান।'

—বিদ্যাপতি।

'চলাইতে পন্থে।'—গোবিন্দ দাস।

''যথাশক্তি বণিল জানিঞা সাধুপন্থ।'

—ভক্তমাল গ্রন্থ।

**পবন—৩৫, ৩৭**

'পূতিকারক', বাতাস, বায়ু বা এদের অধিদেবতা। [সং. √পূ + অন (র্তৃ)]। তু. 'উনপঞ্চাশ পবন।'—রামায়ণ।

**পবন নন্দন—১২২, ১২৩**

(হনুমান দ্রঃ)।

তু. 'পবন নন্দন।'—মাইকেল।

**পবন সন্ততি—১২২**

(হনুমান দ্রঃ)।

**পবনে—৮০**

বাতাসে অর্থাৎ 'মন-পবনে'। পবন এখানে ইসলামী ভাবধারার আব আতস খাক বাত-এর শেষটি। পবন এখানে চঞ্চল চিত্ত।

**পবনের—১৬০, ১৭৩**

'মনপবনের'—পবন এখানে অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত। (১৬০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রঃ)। সাধারণ অর্থে মন-পবন দুটি কল্পিত গাছ। (মন-পবন দ্রঃ)।

**পবিত্র—৫১, ১৬৪**

পূত, বিশুদ্ধ, নির্মল। [সং. √প + ইত্র (র্তৃ)]। (৫১ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রঃ)।

**পয়ার—২. ৬০, ১১৯**

'চার চরণে চৌদ্দ অক্ষরের বাঙ্লা মিত্রাক্ষর ছন্দোবিশেষ।:—খর্প ছন্দ, পয়ার। বিপ. 'দীর্ঘ ছন্দ'।—শব্দকোষ'। 'দুই চরণের চতুর্দ্দশ অক্ষরে মিলযুক্ত পদবন্ধ ছন্দ। প্রা. পঅ (পদ) শব্দের উত্তর আল বা আর প্রত্যয়।'—বসন্ত রঞ্জণ রায়। [পদ + চার? ওড়ি. পয়ার]। দীর্ঘ ছন্দের (দীর্ঘ-ত্রিপদীর) প্রথমার্ধে তিন চরণে ছাব্বিশ অক্ষর (৮ + ৮ + ১০) এবং দ্বিতীয়ার্ধে ও ছাব্বিশ অক্ষর। যথা :

কমল কলিকা ফুল স্বুরঙ্গ যেন হিঙ্গুল
তাহা জিনি দুকুচ মণ্ডল।
কাঁচুলী তাহার পরে মউরে পেখম ধরে
তাহা দেখি ভুবন বিকল।—৮৮ পৃঃ।

পয়ারের (খর্ব ছন্দের) চার চরণের প্রথম ও তৃতীয়ে আট-আট অক্ষর এবং দ্বিতীয় ও

চতুর্থে ছয়-ছয় অক্ষর (মোট আটাশ অক্ষর)। একে চৌদ্দ অক্ষর বিশিষ্ট মিলযুক্ত দুই চরণ ও বলা যেতে পারে। যথা:

সংসার ভরিল স্বামী বরিষার জলে।
যুবতী পুড়িয়া মরে মদন অনলে॥—

৯২ পৃঃ। মধ্যছন্দ বা লঘু ত্রিপদী বলে যে আর একটি ছন্দ পাওয়া যায় তাতে প্রথমার্ধে তিন চরণে কুড়ি (৬+৬+৮) এবং দ্বিতীয়ার্ধও কুড়ি অক্ষর। মধ্য ছন্দ দীর্ঘ ছন্দ ত্রিপদীর চেয়ে দ্রুত কিন্তু খর্ব ছন্দের চেয়ে ধীর গতি। যথা:

কটিতে কিঙ্কিনী বাজে সুরধনি
রসে রসে তোলে পাও।
কাঁচুলী তরঙ্গে আঁখির মটকে
করে কত কত ভাও॥—১২৬ পৃ:।

**পয়োধর**—১২৫

(আ. পয়েধর)। 'দুগ্ধ ধারক', স্ত্রীস্তন, স্তন। [সং. পয়স+ধৃ+অ (র্তৃ)]।
তু. 'জিনে পয়োধরে হর।'—ভারতচন্দ্র।

**পরছাঞি**—৩৯

ছায়া।

**পরতেক**—

(আ. প্রতেক)। সুস্পষ্ট, ঠিক, প্রত্যক্ষভাবে। [সং. প্রত্যক্ষ> বাঙ্. (পরতক্খ) পরতেক]।
তু. 'চক্ষু যেন নীলোৎপল দেখিতে পরতেক।'— মনসা মঙ্গল।
'বিদর্ভ লইয়া যাব দেখ পরতেক।'
—মাহাভারত (বিজয়)।
'(যতেক দোষ) সভে দেখ পরতেক।'
—মহাভারত।

**পরম**—১০, ৫৩, ৬৬, ১৪৫, ১৬৫

(আ. পরোম, পরম)। উৎকৃষ্ট, প্রকৃষ্ট, উত্তম, অত্যন্ত। [সং. পর+√মা+অ (র্ম)]।
'পরম দুর্জন'—অত্যন্ত দুর্জন।
তু. 'হিতৈষিণী সীতার পরমা তুমি সখি।'
—মাইকেল।

**পরম ব্রহ্মা**—১৩১

(আ. পরোম ব্রহ্মা)। পরম ব্রহ্ম অর্থে বোধ হয়। গুরুকে গুপিচন্দ্র পরম ব্রহ্ম হিসাবে মনে করাতে দেখা যায় গ্রন্থে নাথ ধর্মের গুরু এবং পরম ব্রহ্মের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই।

**পরমহংসা**—১৬০

[পরমহংস (সোহহংআত্মা) যার, বহুব্রী।] (পাদটীকা দ্রঃ)। পরমাত্মা, ধর্মকায়।

**পরয়ার**—২

পালক, তত্ত্বাবধায়ক। এখানে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র কথা বলা হয়েছে। [ফা. পর্‌ৱার]।
তু. 'মোর ভাগ্যে ইহা লিখিয়াছে পরওয়ারে।'
—লাইলা মজনু (মো খাতের)।
'মেহেরবানি করে...গরীব পরবার।'
—তারাশঙ্কর।

**পরশিল**—১১১

(আ. পরোসিল)। স্পর্শ করল। স্পর্শ-র কোমল রূপ পরশ, ক্রীয়াতে রূপান্তরিত। [সং. স্পর্শ> প্রা. পরস> বাঙ্. পরশ; হি. মৈ. √পরস]।
তু. 'পরশিতে তবসি করহি কর ঠেলি।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'পরশিল।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**পরশে**—৩৩

(আ. পরোসে)। পরিবেশন করে অর্থে। [সং. পরি+বিষ্> প্রা. পরিবেস> বাঙ্. পরিশ, পরিস, পরোশ, পরোস, পরশ, পরস; হি. √পরস√পরোস; পা. পরোস; গু. পীরস]।
তু. 'পরোসে রুক্মিণী।'—মহাভারত।
'অন্ন পরশেন মাতা।'—ভারত চন্দ্র।
'পরিসএ জনকের ঝি।'—শূন্য পুরাণ।

**পরায়েব—৫৩**

পরিধান করাব। [বাঙ্‌.√পর (সং. পরি-ধা)+আ=পরা ক্রিয়া; সং. পরি-√ধা> প্রা.√পরিহা> বাঙ্‌ (√পহির, পহির, তু 'পহিরণ')√পহর,√পর; হি. পহির.√পহর, গুজ √পেহব, সিন্ধী-√পহব; বাঙ্‌ √পর+আ=পরা]।

তু. 'ধনু টঙ্কারিলা চাপে পরাইয়া গুণ।'
—মাইকেল।

'পবাইবি সে গলায় দাসত্ব শৃঙ্খল?'
—নবীন চন্দ্র।

**পশর—১৭৮**

(আ পাসার)। '[প্রহরী> পহরী> পশরি > পশর]—প্রহরী।'—বিশ্ব কোষ। 'পশর —প্রহরী।' —বসন্ত রঞ্জন রায়।

তু. 'আশি হাজার সৈন্য দিমু শিযরে পশর।'— ময়নামতীর গান।

'মৈৎস্য পশরি যেন উদকে রাখিলা।'
—ঐ।

'কচু পশরি'; 'ধান্য গোলা পশরি।'—ঐ। আলোচ্য পুঁথির 'পাসার' শব্দ পশর এর রূপান্তরে (পশর> পসর> পসার> পাসার) ঘটতে পারে।

**পরাণি—১৩১**

(আ পরানি)। প্রাণ-এর কোমল রূপ পরাণ। ছন্দের মিলের জন্য 'পরাণি' [সং প্রাণ> প্রা পরাণ; হি মৈ পরান]।

তু 'কঠিন পরাণি।'—বিদ্যাপতি।

'সম্বরিতে নারে ক্রোধ দহিছে পরাণি।'
—মহাভারত।

'অথির পরাণি।' —চণ্ডীদাস।

'অনন্ত গরলে যেন পূরিল পরাণি।'
—হেমচন্দ্র।

**পরিচয়—৫৮, ১৫৪**

(আ পরিচয়, পরিচয়)। নিদর্শন, নাম বংশ প্রভৃতির বিবরণ। [সং. পরি+√চি+অ (ভা)]।

তু 'নব পরিচয় পরিহর কোন অপরাধে।'
—বিদ্যাপতি।

'নব পরিচয় কালিয়া বঁধুর সনে।'
—চণ্ডীদাস।

**পরিত্রাণ—৪২, ৪১, ৯৯**

পরিত্রান, পরিস্থান, পরিশ্রান)। নিষ্কৃতি, মুক্তি, উদ্ধার। (পরি+√ত্রৈ+অন(ভা)]।

**পরিধান—৭২**

(আ পরিধন, পরিধান)। পরিধেয় বস্ত্রাদি, আবরণ। এখানে পরিধানে অর্থে (বিভক্তির এ-লোপে)। [সং পরি+√ধা+অন (ভা, র্ম)]।

তু 'একলি আছিল ঘরে হীন পরিধান।'
—বিদ্যাপতি।

'পরিতে না মিলে পরিধান।'
—ক ক-চণ্ডী।

'পরিধান ছেঁড়া টেনা।'—মনসার ভাসান।

**পরিষ্কার—১২৩**

নির্মল, পরিষ্কৃত, সাফ।
(সং পরি+√কৃ+অ (ভা)]।

**পরিহরি—১৬৬**

(আ পরিহারি)। পরিহার বা পরিত্যাগ করে। [সং পরি+√হৃ> প্রা√পরিহর; হি, মৈ√পরিহর, বাঙ্‌√পরিহর (পদ্যে)]।

তু 'পরিহর মনে কিছু না কর তরাস।'
—বিদ্যাপতি।

'লজ্জা পরিহরি।'—রামায়ণ।

'পতি পরিহরিলে।'—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**পরিহাস্য—৫**

পরিহাস, কৌতুক, অবহেলা।
[সং. পরি+√হস্+য (র্ম)]।

তু 'হাস্য পরিহাস্য শিব পার্বতী সংহতি।'
—বিষহরি (দ্বিজ বংশীদাস)।
'অন্যে অন্যে যেন রূপে পরিহাস্য করি।'
— অশ্বমেধপর্ব।

**পরীক্ষা—২৬**

(আ পরিক্ষ্যা)। দোষ গুণ ভাল মন্দের বিচার। [সং পরি + ঈক্ষ্ + অ (ভা)]।

**পরে—৫৮**

[সং √পৃ + অ = পর]। অতঃপর।

**পরে—৮৫, ৮৮**

[সং উপরি > প্রা উব্‌রি > বাঙ্ উপর > পর, পর + এ = পরে, হি পা মৈ পর, মরাঠী-বর]। উপরি। 'কমলপর', 'উরপর'।
—বিদ্যাপতি।

**পরে—১২৫**

পরিধান করে। [বাঙ্ পরা ক্রিয়া, পরাইব দ্রঃ]।
তু 'মণি তারে দিল পরিবারে।
—অশ্বমেধ পর্ব।
পরিবা বাকল।—রামায়ণ।
'চরণে পরিল নূপুর।'—মহাভারত।
'অলক তিলক পর মোহন কাজল।'
—ক. ক-চণ্ডী।

**পর্বত—৩৮**

'পর্বযুক্ত' গিরি শৈল ভূধর। [সং পর্বন্ + ত]।

**পর্বতীয়—১০৯**

(আ পর্ববর্তিয়া)। পর্বতজাত।

**পলাইল—৬৭**

পলায়ন করল। [সং পরা + √অয়্—পরায়, পলায় > পালি √পলায়, প্রা √পলায়, √পলা; হি √পলা, মৈ √পরৈ]।
তু 'রাজা সব যায় পলাইয়া।'—রামায়ণ।

**পলিতা—৯৮**

প্রদীপের সলিতা, বর্তি। [সং প্রদীপ্ত > প্রা পলিত্ত > বাঙ্ (পলীত) পলিতা; হি, পা পলীতা, মরাঠী, মৈ ওড়ি পলিতা; আর ফ'লীত, ফা পলীত]।
তু 'কাগানে পলিতা দিয়া কাঁপাইল মাটী।'
—শ্রীধর্মমঙ্গল (মানিক)।

**পশু—৮২, ৯১, ১০২**

(আ পশু)। লাঙ্গুল বিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু। জানোয়ার। [সং √পশ্ + উ (র্তৃ)]।

**পশ্চিম—১০**

(আ পচ্চিম, পস্চিম পস্‌ছিম পশ্চিম)। (পচ্চিম দ্র.)।

**পসারিয়া—৫৫, ৭৮, ১৮১**

প্রসারিয়া (বাহু) বিস্তার করে। [সং প্র + সারি—সারয় > পালি √পসার, হি, মৈ √পসার, মরাঠী √পসর, গুজ √পসর পসার, বাঙ্ √পসার (পদ্যে)]।
তু 'পক্ষ পসারিতে পাখ।'—শ্রীধর্মমঙ্গল-(ঘন)।
'হাত পসারিলেক রাজা।'—রামায়ণ।
সবার পানে যেথায় বাহু পসারো।'
—রবীন্দ্রনাথ।
'হস্ত পসারিয়া আলিঙ্গিলা।'
—অশ্বমেধ পর্ব।

**পহর—১১০, ১৪১**

প্রহর, তিনঘণ্টা কাল। [সং প্রহর > প্রা পহর > বাঙ্ পহর, হি, মৈ পহর; মরাঠী পহার, ফা পহর—রাতের চৌকী]
তু 'হাতে শর চাপি পর ভ্রমি।'
—ক. ক-চণ্ডী।

**পহরি—১২৮, ১৭২, ১৭৪**

প্রহরী, চৌকিদার, পাহাড়াওয়ালা। [পহর দ্রঃ]।

**পহেলা—২**

প্রথম। [পহিল (দেশী); হি পহিল' পহিলা; প্রা.পহিল্ল; গুজ. পহেল]।
তু.'পহিলা রণে পড়িল কোটাল।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'পহিল যৌবন রসে।'—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।
'(পয়োধর) পহিল বদরী সম পুন'নব রঙ্গ।
—বিদ্যাপতি।

**পা, ফা—**

(সং পাদ> প্রা পায,পায (সম্ভাব্য)> বাঙ্.পা;ফা.পায়্; হি পা, পাব্;মরাঠী, গুজ. পাব; মৈ. পাএ; পাও (পূর্বাঞ্চল)]। সাধারণ অর্থে পদ। এখানে পূজা সূচক বা গৌরব জনক অর্থে। নাথ সিদ্ধাদের অনেকের নামের পিছনে পা বা ফা শব্দের সংযোগ দেখা যায়। যথা: হাড়িপা, হাডিফা, কানুপা, কানেফা ইত্যাদি। পার্বত্য ত্রিপুরার রাজাদের নামের পিছনে ফা সংযোগ (ছেংথুম ফা, বস্নাফা, রাজাফা) একই কারণে ঘটতে পারে।

**পাই—৬১, ৭৭, ৯৫**

প্রাপ্ত হই, লাভ করি। [সং প্র+আপ্ -প্রাপ্> প্রা. √পাব> বাঙ্ পা; হি. √পা; মরাঠী, মৈ √পাব্; পা √পাউ; সিন্ধী-পাই]।
তু.'আমি আপন দোষে দুঃখ পাই বাসনা অনুগামী।'—রবীন্দ্রনাথ।
'পরান পায়ব হাম পিয়া দরশনে।'
—বিদ্যাপতি।
'পরাব পাওল।'—জ্ঞানদাস।

**পাও—১১১, ১৪৩**

উরু সন্ধি থেকে পাএর পাতা পর্যন্ত অবয়ব, পা, ঠেং (leg)। [সং.পাদ> প্রা.পায, পা অ (সম্ভাব্য)> বাঙ্.পা, পাও; হি.পা, পাবঁ, পাবঁ; মরাঠী, 'গুজ.পায়; ফা.পায়্; মৈ.পাএ]।

তু.'কদলী দিল পাও।'—মীনচেতন।
'রূপার খাটে পাও।'—মনসামঙ্গল।

**পাএ—৫, ৭, ৩৩, ৩৯, ৪৯**

পায়, প্রাপ্ত হয়। [পাই দ্রঃ]।
তু.'কেবোয়ালের ঘা পায়।'—ক, ক-চণ্ডী।

**পাএ—৪১, ১৪৭, ১৫৫, ১৭৮**

পায়ে, পদে, চরণে। [পাও দ্রঃ]।
তু 'পাসে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে।'—ভারতচন্দ্র।

**পাঁচ—১১, ৯৪**

(আ পাচ)। ৫ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং পঞ্চন্> প্রা.পংচ> বাঙ্.পাঁচ; হি, মৈ পাঁচ; মরাঠী-পংচ; পা. পঞ্জা]।
তু 'তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।'
—শিবায়ন।

**পাঁচ পণ্ডিত—৮০, ১৭৫**

(আ পাচ পণ্ডিৎ)। পঞ্চভূত।
(পাদটীকা ও পঞ্চ দ্রঃ)।

**পাঁচালী—৭১**

(আ পাচালি)। [সং.পাঞ্চালী]।
"পাচালী—তাল-লয় যোগে গান করিবার উপযোগী রচনা। সং.পঞ্চালী অর্থে a system of singing। প্রকৃতে ও পঞ্চাল ছন্দ ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে 'পাচালী প্রবন্ধ', 'পাচালির ছন্দ', 'পাচালির গাথা', 'পাচালির কথা' এবং 'পাঞ্চালী', 'পাঞ্চালিকা' ও 'পাচালী'র প্রযোগ অবিরল। শূন্য পুরাণে,—
শ্রীজুত রামাই রচিত পাচালী সঙ্গীত॥
(পৃ:৪০)
গোরক্ষ বিজয়ে,—
গোর্খের বিজয় কথা কবিন্দ্র রচিল।
সঙ্গিত পাচলা করি প্রচারিয়া দিল॥
(পৃ: ১৫৩)

"কেহ কেহ মনে করেন, 'পাঁচ জনে মিলিয়া যাহা গান করা যায় তাহাই পাঁচালী। বিশ্বকোষ এই মতের সমর্থক। অপরে কহেন গান, সাজ-বাজান, ছড়া-কাটান, গানের লড়াই এবং নাচ এই পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট গীতি কৌতুক পাঁচালীর বাচ্য। অবশ্য ১৯শ শতাব্দীর পাঁচালীই উহা দ্বারা লক্ষিত।

"এক সময়ে এ দেশের সবত্র 'পুতলো নাচ' প্রচলিত ছিল। এখনও কোথাও কোথাও আছে। পুতলো-নাচে পুত্তলির সাহায্যে প্রধাণতঃ পৌবাণিক উপাখ্যান বিশেষেব অভিনয় দেখান হয়, এবং বিষয়ের অনুরূপ গীত ও বাদ্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রকাব গানের পবিণতি পাঞ্চালী বা পাঁচালী হইতে পারে। চৈতন্য ভাগবতের 'পুত্তলি কবায় কেহ দিয়া বহু ধনে।।' উক্তি যেন তাহাই সূচিত কবে।"—বসন্ত রঞ্জন রায়। গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, টীকা, ৬৩ পৃষ্ঠা।

"সেকালে উৎসব-উপলক্ষ্যে দুই ধবণের সাহিত্য-সঙ্গীতের আসর বসিত। একটি স্থাবর, অপরটি জঙ্গম। স্থাবর আসর দেব-মন্দিরের সামনে বসিত। অন্যত্র বসিলে দেব-মূর্তি অথবা ঘট-প্রতীক আসরের আগে রাখা হইত। তাহার সামনে গান-নাচ চলিত। দেব-মাহাত্ম্যময় দীর্ঘ গীতি হইলে গেয় বস্তুর পাত্র-পাত্রীর 'পাঞ্চালিকা' অর্থাৎ পুতুল-রূপ (puppet) দেখানো হইত। অর্থাৎ পুতুল-নাচের সঙ্গে চলিত নাট-গান। পুতুলের অভাবে, ছোট আসর হইলে, পট দেখাইয়া গান চলিত। (এ রীতি পশ্চিমবঙ্গে লুপ্ত প্রায় হইলেও এখনো আছে।) এই 'পাঞ্চালী' রীতি পরিপুষ্ট হইয়া একটি বিশিষ্ট ফর্ম গ্রহণ করিবার পরে পুতুল বাজি অংশটুকু বাদ পড়িয়া যায়। আর যেখানে পুতুল বাজি রহিয়া গেল সেখানে গানের অংশ ক্ষীণ হইয়া আসিল। 'পাঞ্চালী' গানের সঙ্গে পুতুল বাজির প্রাচীন যোগাযোগ শুধু নামেই পাইনা (—সংস্কৃতে 'পঞ্চালিকা' বা 'পাঞ্চালিকা' মানে কাঠ কাপড় হাতির দাঁত চামড়া ইত্যাদি নির্মিত পুত্তালিকা—), কিছু বিবরণও পাই। আনুমানিক চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দে বাঙ্গালা দেশে সঙ্কলিত 'বৃহৎ ধর্মপুরাণ'এ গঙ্গাধারার সৃষ্টি সম্বন্ধে যে কাহিনী আছে তাহাতে প্রাচীন কালের পাঞ্চালী নাট-গানের অল্প বর্ণনা আছে।"
—ডক্টর সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ১৮ পৃষ্ঠা।

**পাক—১৫৫**

আবর্ত, ঘূর্ণন। [হি পাগ (পাগড়ী); মূল?]।

তু 'বৃক্ষ ধবি দিল তিন পাক।'—রামায়ণ
'ঘুবণিয়া ঝড়ে ডিঙ্গা দেয় ঘন পাক।'
—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।
'বাণ খায়্যা দুঃশাসন ঘুরে ঘন পাকে।'
--মহাভারত।

**পাক—২**

পবিত্র। [ফা পাক্]।

তু 'এসম-আজম তাবিজের মত আজো তব কহু পাক।'—নজরুল।

**পাকাইব—১৮**

পাক দিব, মোচড়াব। [বাঙ্ পাক+আন=পাকান ক্রিয়া]।

তু 'সেখানে পাকান জটা আটা মেখে চুলে
—রামায়ণ।

**পাকিলে—৬৪, ৯৭**

পক্ক হলে, শুভ্র হলে। [বাঙ্ √পাক্ (সং. √পচ্)+আ=পাকা ক্রিয়া]।

তু .'গাছের পাকিলে পত্র কুড়াইয়া লইব।"
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**পাকে—১৪৫**

দৈব ঘটনায়, পাক চক্রে, হেতুতে বা কারণে। [সং √পচ্‌+অ (ভা)]।
তু 'শোক সিন্ধু মাঝে পড়িনু পাকে তার।'
—মহাভারত।
'তেঁই পাকে বলি চল শ্বশুরের ঘর।'
—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।
'কোন পাকে সেই পত্রী আইল প্রভু স্থানে।'—চৈ চরিতামৃত।
'পাছে কোন পাকে শচী কবেন শ্রবণ।'
—চৈতন্যোদয।

**পাখালিল—১১১**

(আ পাখাইল)। প্রক্ষালন কবল, ধুইল
তু 'পাখালি চবণে।'—শূন্য পুবাণ।
'পাখালিলাম।'—মীনচেতন।
'কর্পটি পাখালি।'—গোবক্ষ বিজয়।
[সং প্র+√ক্ষালি—ক্ষালয়.> প্রা √পক্‌খাল> বাঙ্‌ √পাখাল; হি √পখাল; মরাঠী-√পাখল; গুজ, ওড়ি √পখাল; অস √পখাল]।

**পাছ—৫৬**

পশ্চাৎ, পিছন। 'মবণ কর আগ বাছা জিওন কর পাছ'—এখানে 'পাঁছ' অর্থে মূল্যহীন, অসাব। [সং পশ্চাৎ> প্রা পচ্ছ > বাঙ্‌ পাছ, পাচ; হি পীছে; অস পাচ]।
তু 'বিদায় হইয়া বেহুলা চলিলা পাছ দিয়া।'—বিষহরি (দ্বীজবংশীদাস)।

**পাছে—১৪, ১৮, ৬৭, ১২০**

পশ্চাতে, পরে। [পাছ+এ; হি পাছে' পাঁছে, পাছেত—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন]। তু.
'পাছে যা করে গোঁসাই।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'তার পাছে যমল আর্জুন পাঠায়িল।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'না বুঝিয়া কর কর্ম দুঃখ পাইবা পাছে।'
—মনসামঙ্গল।

**পাট—১৭, ৫৫**

সিংহাসন। [সং. পট্ট> পালি, প্রা .পট্ট> বাঙ্‌ . পাট; হি . পাট; মরাঠী পাট—পীঠ]।
তু. 'পাটে কংস নরবব।'—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।
'এসে বস পাটে।'—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘন)।

**পাট—১৩৭,**

পট্ট, বেশম, কোষ্ঠাগাছ বা তাব আঁশ।
'পাট বস্ত্র'—পট্ট বস্ত্র, পাট দ্বারা তৈরী বস্ত্র। [পাট দ্রঃ]।
তু. 'পাট-নেতাবাস।'—ক. ক-চণ্ডী।
'কালা পাট গলে দোলে।'—জ্ঞান দাস।

**পাটন—৩৯, ৪২**

নগব, রাজ্য, দেশ। [সং. পট্টন, হি. পাটন]।
তু. 'অমব পাটনে।'—গোরক্ষ বিজয়।
'গউব পাটন।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**পাটা—৩৩, ৩৬**

পট্ট; 'যোগ পাটা'—সন্ন্যাসীর উত্তরীয়।
তু. 'পান পাটা, ভালে কোটা।'
—রায়শেখর

**পাটের শাড়ী—১২৪**

পট্ট বস্ত্র।

**পাঠক—৩**

(আ . পাটক)। পাঠকর্তা' অধ্যাপক, উপাধ্যায়। [সং . √পাঠি+অক]।
তু. 'পাঠক বন্ধন করে পুথি।'
—ক .ক-চণ্ডী

**পাঠশালে—৭২**

(আ. পাটসালে)। পাঠশালায়, বিদ্যালয়ে। [পাঠ+শালা=পাঠশালা]।

**পাঠাবে**—৬, ৪৮

(আ . পাঠাবে, পাটাবে)। প্রেরণ করবে। [বাঙ্ . √পাঠা (সং. প্র-√স্থা)+আণ =পাঠান ক্রিয়া; সং. প্র √স্থাপি, প্র + √স্থাপয়> পালি√পট্ঠাপে, প্রা √পট্ঠাব,√পাট্ঠাব্> বাঙ্ √পাঠা+আন= পাঠান ক্রিয়া; হি √পঠা; মরাঠী√পাঠব্; সিন্ধী-√পঠ, মৈ √পঠাব]।

তু 'সন্দেশ না পাঠায়সি, কৈছে জীবয়ো ব্রজবালা।'—বিদ্যাপতি।

'তাহাবে পাঠাও'—রামায়ণ।

**পাড়ে**—১৭৫

তীরে, তটে, কূলে। [সং পার, পাহাড়> বাঙ্ পাড়, তু 'সং প্রাকার> প্রা পার; মৈ পাড়ি (edge)]।

তু. 'উত্তর পাড়ে।'—মীন চেতন।

'উঠিয়া পর্বত পাড়ে।'—ক ক-চণ্ডী।

**পাণি**...২, ১১৬

(আ প্রানি, পানি)। কর, হস্ত, হাত। [সং √পণ্+ই]।

তু 'থোরি পযোধর না পূরিব পাণি।' —বিদ্যাপতি।

'পাণি পাতি প্রবাহের পয পিয়ে চাষী।' —রঙ্গলাল।

**পাণ্ডব**—২৬

পাণ্ডরাজা। বিচিত্রবীর্যের স্ত্রী অম্বালিকার গর্ভে এবং ব্যাসের ঔরসে তাঁর জন্ম। বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর পুত্রার্থে ব্যাসকে নিয়োগ করলে তার কুৎসীৎ রূপ দেখে অম্বালিকা পাণ্ডুবর্ণা হয়ে যান এবং তাঁর যে সন্তান হয় তাঁর পাণ্ডু বর্ন হয়। সেজন্য তাঁর নাম হয় 'পাণ্ডু'। মুনি শাপে তিনি স্ত্রী সহবাস থেকে বঞ্চিত হন। অগত্যা তাঁর স্ত্রী কুন্তী ও মাদ্রী বিভিন্ন দেবতাদের সংসর্গে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপুত্র লাভ করেন। একদা মুনি শাপ উপেক্ষা করে মাদ্রীর সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হলে তাঁর প্রাণান্ত হয়। (কুন্তী দ্রঃ)।

**পাত**—২৩

নিপাত, ধ্বংস, বিনাশ। [সং √পত্ +অ (ভা)]।

তু 'স্বজন পালন পুন পাত।'—মহাভারত।

'খদ্যোত উদয়ে যদি চন্দ্র হয পাত।' —রামায়ণ।

**পাতর**—১৪১

(আ পার্ত্তর)। পাথর, প্রস্তর, শিলাখণ্ড। [সং প্রস্তর> পালি, প্রা পত্থর> বাঙ্ পাতর, পাথর, হি মরাঠী, গুজ পত্থর; মৈ পাথর, ওড়ি পথর। পাতর শব্দ বাঙ্লায় অপ্রচলিত]।

**পাতাল**—২৫, ৬৮, ৮০, ১১৭, ১৫৩

'পাপহেতু পতনস্থান', সপ্ত অধোভুবনের নিম্নতম ভুবন। [সং √পত্+আল(ধি)]। (রসাতল দ্রঃ)।

তু 'সপ্ত পাতালেতে থাকি শুনে বসুমতী।' —রামায়ণ।

**পাতাবে**—৯৮

স্থাপন করবে, গড়ে তুলবে। [বাঙ্ √পাত্ (সং √পত্+ণিচ)+আন—পাতান ক্রিয়া)]।

তু 'ঘরে তারে পাতাইব শাল।' —শিবায়ন।

**পাতিল**—৬, ৭, ৮

(আ পাতীল, পাতিল)। হাঁড়ী, মৃৎপাত্র। [সং. পাত্রী> (স্বরাগমে)পাতরী> পাতিলী অথবা পাতল> পাতিল, পাতিলী; সং পাতলী (মেদিনী); হি. পতীল, পতীলা—পাতলা, পতীলী—ডেকচী; মরাঠী—পাতলে, পাতলী; পাতিল (ঢাকা)—মালসা; পাইলা (ময়মনসিংহ, কুমিল্লা), পাতিল (চট্টগ্রাম)—হাঁড়ি]।'—শব্দকোষ।

'সম্ভাবিত প্রাকৃত রূপ পত্তিল অ, সং. পাতিলী; ম. পাতেলী; ফা. পাতীলা, পতলী শব্দ তুলনীয়।'—বসন্ত রঞ্জন রায়।
তু. 'পাতিলী ভিতরে দেখে।'—রামায়ণ।

**পাতিল ডুবাবে—৬**

(আ. পাতীল ডুবাবে)। 'পাতিল. হাঁড়ী।' জলে হাড়ী ডুবাইয়া বিবাহের সম্বন্ধ নির্ণয় কোথাও হয় কি? অনুরূপ প্রথা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের 'কাপ' শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত আছে। এই বিষয়ে দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমার উকীল শ্রীযুক্ত নলিনী কান্ত চক্রবর্ত্তী, বি, এল, মহাশয়ের পত্রাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

'আমাদের বারেন্দ্র শ্রেণীর কাপের মধ্যে •(বর ও কন্যা উভয়েই কাপ হইলে) বিবাহের দিন প্রাতঃকালে "করণ" বলিয়া একটি অনুষ্ঠান আছে। উহাতে বর ও কন্যা কর্ত্তা কোন নদী বা পুকুরের জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া, উভয় পক্ষই নিজ নিজ গোত্র, প্রবর ও পূর্ব্ব তিন পুরুষ উল্লেখে পরস্পর কন্যা আদান প্রদান করেন। কন্যা এস্থলে কুশময়ী। কন্যা কর্ত্তা নিজকন্যার নামোল্লেখে কুশময়ী কন্যা সম্প্রদান করেন। ঐরূপে বরকর্ত্তা ও একটি দর্ভময়ী কন্যা নিজ ভগনী বা পিসী (বরের পিতা হইলে ভগিনী, বর স্বয়ং হইলে পিসী) বলিয়া কন্যা কর্ত্তাকে ঐরূপ মন্ত্রোল্লেখে দান করেন। এতদ্বারা উভয় ঘরই যে করণীয় ঘর তাহা স্বীকৃত হয়।

'এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে একটি মাটির হাঁড়ির মধ্যে ঐ কুশময়ী কন্যা যুগল রাখিয়া ঐ হাঁড়ী উভয়ে জলাশয়ে ডুবাইয়া দিয়া পরস্পর কোলাকুলি করেন।

'এই প্রথা দিনাজপুর জেলায় ও বারেন্দ্র সমাজে সর্ব্বত্র কাপের মধ্যে প্রচলিত আছে জানিলাম। কুলীনের মধ্যেও আছে জানিলাম।'

"মুসলমান গ্রন্থকার হয়ত এই 'করণ' প্রথারই উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।"—ভট্টশালী সম্পাদিত গোপীচাঁদের সন্ন্যাস। ১, ২ পৃষ্ঠার পাদটীকা। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**পাত্র—১১, ১৭, ৩০, ৫৪, ৫৫**

(আ পাত্র. পাত্র)। মন্ত্রী. উপদেষ্টা।
[সং √পা। ত্র]।
তু 'পাত্র মিত্র।'—শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল (ঘন)।
'রাজপাত্র।'—চৈ চরিতামৃত।
'পাত্র মিত্র আদি সভাসদ।'—মাইকেল।

**পাথর—২৬, ৩১, ৩৩, ১১৩, ১১৭, ১৪১**

(আ পাথর পাত্থর, পাৰ্ত্তর)। [পাতর দ্রঃ]।
তু 'পয়োধর-পাথর হিয়ে দেহ ভারি।'
—বিদ্যাপতি।

**পাথারে—৫৬**

সাগরে বিস্তীর্ণ জলরাশিতে।
[সং পাত্র>বাঙ্ (স্বরাগমে) পাতর> পাথার, পাথার, অথবা, সং প্রস্তার>প্রা. পৎথার, পংথার (সম্ভাব্য)>বাঙ্ পাথার; ওড়ি পত্থার]।
তু 'দেহ ডিঙ্গাইতে চাহে সাগর পাঁথার।'
—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
'খলের বচন পাথারে সাঁতারি, উঠিতে নারিনু ভিতে।' —চণ্ডীদাস।

**পান, পাঁন—৭৪, ১০৭**

তাম্বূল লতা, তাম্বূল। [সং পর্ণ>পালি, প্রা পণ্ণ>বাঙ্ পাণ. পান; হি. মরাঠী, গুজ, মৈ পান; পা পন্না; সিন্ধী-পনু]।
তু 'বানর.মুখে কি শোভয়ে পান।'
—বিদ্যাপতি।
'পানের পিকে রেঙ্গেছে নয়ন।'
—ভারতচন্দ্র।
'যুঝিতে আরতি কৈল দিয়া গুয়া পান।'
—রামায়ণ।

'গুয়া পান দিল সাধু রাখিবারে মান।'
—বাইশ কবি মনসা।

**পান, পাঁন**—৭৪, ১০৫
তরল পদার্থ গলধঃ করণ, জল, দুগ্ধ ইত্যাদি ভক্ষণ। [সং √পা+অন (ভা); পাঁন (অপ্র)]।
তু 'দেহি মুখকমল মধুপানম।'
—গীতগোবিন্দ।
'যোগায় অন্ন পান।'—ক, ব-চণ্ডী।

**পানি**—১৬, ৪৮, ৫৭, ৬৩, ৬৫, ৮০, ৯৫, ১৩২
জল, সলিল। [সং পানীয়> পালি পানীয়, প্রা পাণিঅ> বাঙ্ পাণি পাণী পানি; হি পানী; মরাঠী, গুজ পাণী, মৈ পানি; ওড়ি পাণি]।
তু 'তীর্থ বারাণসীর পানি।—শূন্যপুরাণ।
'যৌবন বাধে পাণির ফোটা।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'জোয়ারের পানী নারীর যৌবন।'
—চণ্ডীদাস।

**পানে**—১০৩
(আ প্রানে)। দিকে প্রতি। [সং প্রবণ> প্রা পবণ (সম্ভাব্য)> বাঙ্ পান-নে (?)'—শব্দকোষ। দেশীপ]।
তু 'পাছু পানে চায়।' - কবিকঙ্কণচণ্ডী।
'চাবি পানে চায়।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (মানিক)।
'মুখ পানে কেন চাস।'—রবীন্দ্রনাথ।

**পাপ**—২৫, ৭১, ১৬৭, ১৬৮
কলুষ, অধর্ম, অন্যায় বা অবিহিত কার্য। [সং]।
তু 'ওহে অপাপ পুরুষ দীনহীন আমি, এসেছি পাপের কূলে।'—রবীন্দ্রনাথ।

**পাপযোগে**—২৫
পাপের সংমিশ্রণে।

**পাপী**—১২৮
(আ পাপি)। পাতকী, পাপাচারী, দুরাত্মা। [সং. পাপ+ইন্ (ইনি)]।
তু 'কোন বিহি সিরজিল পাপিনী রাতি।'
—বিদ্যাপতি।

**পাপের**—৬৩, ৯৬
অপকর্ম দ্বারা অর্জিত (কড়ি)।

**পাবনী**—৬৮
[সং √পাবি+অন=পাবন; স্ত্রী পাবনী] পবিত্রকারিণী, শোধন কারিনী, জন। (পতিত পাবনী দ্রঃ)।
তু 'কুলের পাবনী সীতা।'—রামায়ণ।
'ভগবতী কন্যা ভুবন পাবনী।'
—শ্রীমদ্‌ভাগবত।

**পায়া**—৩৬, ৩৮, ১২২
পেয়ে, প্রাপ্ত হয়ে। [বাঙ্ পাওয়া ক্রিয়া]। (পাই দ্রঃ)।

**পার**—২৫, ২৬, ৯৩, ১৬৯, ১৭০
পরিত্রান, উদ্ধার, অতিক্রম। [সং √পার+অ (ঘি)]।
তু 'নরক হইতে তার কভু পার নয়।'
—মহাভারত।

**পারে**—৪৮, ৮৬, ৯১
সমর্থ হয়। [বাঙ্ √পার্ (সং √পৃ)+আ=পারা ক্রিয়া]।

**পার্বতী**—৬৭
(আ পাবর্বতি)। গৌরী, হৈমবতী, উমা, দুর্গা। [সং পর্বত+অ+ঈ]।
দক্ষ যজ্ঞে, মহাদেবের স্ত্রী সতী অনিমন্ত্রিতা হয়েও উপস্থিত হলে পিতা দক্ষ কর্তৃক র্ভৎসিতা হন। অতঃপর দক্ষ যজ্ঞ সভা শিবনিন্দায় মুখর হয়ে উঠলে সতী সহ্য করতে না পেরে দেহ ত্যাগ করেন। তিনি হিমালয়ের ঔরসে ও মেনকার গর্ভে পার্বতী নামে পুনরায় জন্মগ্রহণ

করেন এবং তপস্যার ফলে মহাদেবকে পুনরায় পতিরূপে লাভ করেন। পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা বলে এঁর নাম পার্বতী। তু 'পার্বতী পর্বতজাতা।'—ক, ক-চণ্ডী।

**পালঙ্গ**—১৩৭

পালঙ্, পালং, পালঙ্ক, পালঙ্গ প্রভৃতি নামে পরিচিত শয্যাধার। মূল্যবান খাট, পর্যঙ্ক। [সং পর্যঙ্ক> পালি পল্লঙ্ক; প্রা পল্লংক> বাঙ্ পালঙ্ক, পালঙ্গ, পালঙ্; হি, মরাঠী, গুজ মৈ পলংগ; পা পলংঘ; সিন্ধী-পলংগু; ওড়ি পলংক. অস পালোঙ্গ; ফা পালাংগ্—বাঘ]।

তু 'খাট পালঙ্গ।'

—গোরক্ষ বিজয় ও ক ক-চণ্ডী।

'সোনার পালঙ্গ।'—মনসা মঙ্গল।

**পালন**—৫, ১১৭, ১১৮, ১২৩

রক্ষণ, প্রতিপালন, ভরণ পোষণ। [সং √পা+ণিচ্+অন (ভা)]।

**পালিব**—১০০

পালন করব। [বাঙ্ √পাল (সং. √পাল্)+আ=পালা ক্রিয়া]।

তু 'পুত্রের সমান পালে সকল প্রজারে।'

—রামায়ণ।

'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে।'

—রবীন্দ্রনাথ।

**পাশা**—৮৩

(আ. পাসা)। অক্ষ, অক্ষক্রীড়া। [সং. পাশক> প্রা. পাসঅ (সম্ভাব্য)> বাঙ্. (পাসা) পাশা; হি. পাসা, মরাঠী-ফাসা; গুজ. পাস]।

পাশা খেলা অত্যন্ত প্রাচীন। ঋক্ ও যজুর্বেদ, স্মৃতি ও পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতে পাশা খেলার কথা আছে। নীতিশাস্ত্রে পাশা খেলার দোষ কীর্তিত। প্রথমে মাটিতে ছক কেটে বহেড়া ফলের সাহায্যে এ খেলা হত।

তু. 'শকুনির বশে ছিল সেই পাশাসারি।'

—মহাভারত।

'এখন তোমার পড়িল পাশা, গড়ায়েনিও ঝুমকো খানা।'—দাশুরায়।

**পাশে**—২০, ১৫, ৮৬

পার্শ্বে, পার্শ্বদেশে, শরীরের ডান ও বাম-দিকে। [সং. পার্শ্ব> পালি পস্স> প্রা. পাস> বাঙ্. পাশ; হি. মরাঠী, সিন্ধী, মৈ. পাস; গুজ. পাস্; ওড়ি. পাখ (পক্ষ)]।

তু. 'পাশ ফিরে শোয় বীর।'

—রামায়ণ।

'উঠবে লক্ষণ ভাই বক্ষে ডুবে পাশে।'

—রামায়ণ

**পাশলী**—৮৮, ১৩৬

(আ. পাসলি)। পাশলি, পাশলী, পাশুলী, পাশুলি, পাষুলি, পাসুলী, পাসুলি, পাসলী, পাসলি ইত্যাদি বানান দেখা যায়। পদাঙ্গুলিভূষণ বিশেষ, চুলটা, উছটা ও এই অর্থে ব্যবহৃত। (সং. পাষক?]।

তু. 'পাসলী।'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

'পাশুলি', 'পাসলি'—রামায়ণ।

'পাশুরী'—মহাভারত।

'পাসলি', পাশলি'—কবি কঙ্কণ চণ্ডী।

'পাদাগ্রে পাসুলি'—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘন)।

'পায়দিল পাতামল পাসুলির পাঁতি।

—শিবায়ন।

**পাসরি**—৬২

ভুলে, বিস্মৃত হয়ে (যায়)। [সং. অপ-√স্মৃ> প্রা. √পস্সর> বাঙ্. √পাসর, পাশর, পাসরা, পাশরা ক্রিয়া; হি. √বিসার; মরাঠী, গুজ √বিসর, ওড়ি. √পসোর]।

তু. 'পাসরেছ রাই-মুখ-ইন্দু।'—চণ্ডীদাস।

'পাসরিতে নারে····শোক।'

—কবি কঙ্কণ

(তোরে) পাশরিব কার মুখ হেরি।'

—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চা।

'পাশরিলাম শোক।'—মনসামঙ্গল।

**পাহাড়—১৭৮**

ক্ষুদ্র পর্বত, টিলা। এখানে পুকুরের উঁচু পাড় অর্থে। [সং পাষাণ > প্রা. পাহাণ> বাঙ্ .পাহাড় (ণ> ড়); হি. মৈ. ওড়ি., পহাড়; মরাঠী, গুজ পহাড়]।

তু. 'পোখরি পাহাড়ে তুলিও ঘর।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

'চারি খানি পাহাড় কৈল যেন মহীধর।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**পিঅ—৬২, ৬৫**

পিয়ে, পান করে। [সং. √পা √পিব, √পী> পালি √পিব, পিব্, প্রা. √পিঅ > বাঙ্.√পি, √পী; হি √পী; মরাঠী, √পি; মৈ. √পি, √পী]।

তু. 'পানি পীযে পিছে জাতিবিচারি।'
—বিদ্যাপতি।

'না পিয়ে নীর।'—চণ্ডীদাস।

'হরিণা পিবই ন পানী।'—চর্যাপদ (৬)।

**পিঁড়া—১১০**

(আ. পিড়া)। পীড়াঁ, পিঁড়ি, পঁীড়ি, পিঁড়ে, পঁীড়ে, পীড়ি, পীড়া, প্রভৃতি বানানও আছে। পীঠ, ক্ষুদ্র ও নীচু কাষ্ঠাসন [সং. পীঠ> প্রা. পীঢ> বাঙ্. পীঢ়া, পীঢ়ি> পী (পি) ড়া-ড়ি, '঺' (আগম)]।

তু. 'মারযে পীড়াব বাড়ি।'
—কবি কঙ্কণচণ্ডী।

'স্থানে স্থানে বসায়েছে রত্নময পীড়ি।'
—রামাযণ।

'বিসকর্ম্মা নির্ম্মাইল পীড়ি।'—শূন্যপুবাণ।

**পিঠ—১৪১**

(আ. পিট)। পীঠ, পৃষ্ঠ। [সং. পৃষ্ঠ > পালি, প্রা. পিট্‌ঠ> বাঙ্. পীঠ, পীট পিঠ, পিট; হি. গুজ. মৈ. পীঠ; ওড়ি. পিঠ]।

তু. 'পীঠ আলিঙ্গনে কত সুখ পাব।'
—বিদ্যাপতি।

**পিঠ মোড়া—১৪১**

পীঠ জুড়ে বাঁধা।

তু. 'দড়ি দিয়ে বান্ধে পিঠমোড়া।'
—মনসা মঙ্গল।

'কাপড দিযা বান্ধে পিঠ মোড়া।'
—বিদ্যাসুন্দর।

**পিণ্ড—৫৬, ৮২, ১৬২**

(আ. পিণ্ডা)। দেহ, শবীব, ভ্রূণের প্রথম অবস্থা। এখানে প্রাণ। [সং. √পিণ্ড্ + অ (র্ম)]।

তু 'মহাগজ) চবণ চাপনে চূর্ণ কবে কাবো পিণ্ড।'—দুর্গাপঞ্চরাত্রি।

**পিণ্ডার—১৫৯**

প্রাণেব। [পিণ্ড দ্রঃ। পিণ্ড শব্দ লিপিকব প্রমাদে সর্বত্রই পিণ্ডা। এ শব্দ অর্থহীন। বাঙ্ পিণ্ডা শব্দেব অর্থ 'পিঁডা, বাবান্দা' ইত্যাদি। যোগেব ভাষায 'পিণ্ড' শব্দ এখানে প্রাণ (বোধিচিত্ত বা জীবাত্মা) অর্থে ব্যবহৃত হযেছে]। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**পিণ্ড প্রাণের—১৬২**

প্রাণেব, প্রাণবাযুব। মাতৃগর্ভে যখন ভ্রূণেব প্রথম জন্ম হয তখন তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কিছুই ছিলনা। ('নাহি ছিল পিণ্ড প্রাণেব উশ্বাস নিঃশ্বাস')।

**পিতা—৫৮, ৭২, ৯৬**

'পালক', জনক, বাপ। [সং. √পা + তৃ (র্তৃ), ফা পেদর্ (پدر); Av. pitar; Gr, L. pater; Teutonic—fadar; kelt. Fathir; Danish, Swedish—fader; Anglo Saxon—faeder; Eng. Father.]। তু. 'পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম জপ তপ পিতা।'—ক.ক-চণ্ডী।

'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম, পিতা কল্প তরু।'
—শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল (মানিক)।

**পিনাক—১২**

'যা ত্রিপুরদাহে স্বর্গ ও আবৃত করেছিল।' শিবধনু, শিবের ধনুকাকৃতি বাদ্য যন্ত্র। এখানে বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। [অপিহত নাক (স্বর্গ) যা কর্তৃক, বহুব্রী, অপিহত> পি; √পা (রক্ষণ)+আক-ক, √পা > পি, 'ন' (নুম); কপিনাস> পিনাস্ > পিনাক]। তু 'বাজয়ে পিনাক।'

—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়

'পিনাক বাদ্য।'—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**পিন্ধন—১২৩**

(আ পিন্ধন)। পরিধান, পরিহিত বসন। [পিন্ধ, পিন্দ+অন]। তু 'শিবের পিন্ধন বাঘ ছাল।'

—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা।

'পিন্ধন বাঘের ছাল।'—মনসা মঙ্গল।
'পিন্ধন হইল গাছের বাকল।'

—মহাভারত (বিজয়)।

**পিন্দে—৮৪**

পরিধান করে। [সং পি (অপি)+√ধা > প্রা √পিংধ> বাঙ্ পিন্ধ, পিন্দ, অথবা পিন+ √ধা> প্রা √পিণিধা> বাঙ্ (√পিণ্ধা) পিন্ধা> পিন্ধ, পিন্দ]। তু 'বস্ত্র তুই পিন্ধিস আমার।'—মহাভারত। 'পিন্ধে ছাল।'—বাইশ কবি মনসা। 'কাপড় পিন্দে।'—মনসা মঙ্গল। 'পিন্দিবারে দিলা প্রভু মেঘনীল শাড়ী।'

—ময়নামতীর গান।

**পিষ্ট—৩০, ১৪২**

পৃষ্ঠ, পীঠ। [সং পৃষ্ঠ> প্রা পিট্ঠ> বাঙ্ পিঠ, পিষ্ট (অর্ধ তৎসম)]। তু 'পিষ্টের উপর।'—ময়নামতীর গান।

**পিষ্ট মোড়া—৩০**

পীঠ জুড়ে বন্ধন করা।

**পুথি—২, ১৩৮**

(আ পুথি)। [সং পুস্তিকা> প্রা পুত্থিআ, পুত্থিআ (সম্ভাব্য)> বাঙ্ পুথি, পুথী; '৺' আগমে পুঁথি, পুঁথী; হি, পা মরাঠী, সিন্ধী, গুজ, ওড়ি, মৈ পোথী; অস পুথি, পুথী]। পুস্তক, হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ। তু 'পাঁজি পুথি।'—রামায়ণ।
'রচিলাম দ্রোণপর্ব পুথি।'—মহাভারত।
'সে সব বলতে গেলে পুঁথী বেড়ে যায়।'

—হুতোম প্যাঁচার নক্সা।

**পুছিতে—৪১**

(আ পুচিতে)। প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করতে। [সং প্রচ্ছ্> পালি, প্রা. √পুচ্ছ্> বাঙ্ (√পুছ) পুছ; হি, মৈ √পুছ, মরাঠী √পুস, ওড়ি √পচার)।
তু 'মোরে কেন পুছ, তুমি পুছ আপন মন।'

- চৈতন্য চরিতামৃত।

'হালো ডোম্বি তো পুছমি সদভাবে।'

—চর্যা, ১০।

'কি পুছসি রে সখি।'— বিদ্যাপতি।
'কর্ণেরে পুছিল।'—মহাভারত।

**পুছারি—১৫৩, ১৫৬, ১৬১**

(আ পুছারি)। জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন।
'পুছারি শিষ্য'—শিষ্যের প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা।
[মৈ পুছারি]।
তু 'জানসি তব কাহে করসি পুছারি।'

—বিদ্যাপতি।

**পুড়িব—১১২**

(আ. পুড়িবো)। দগ্ধ করব। [বাঙ্ √পুড় (সং√পুট্)+আ=পোড়া, পুড়া ক্রিয়া]।
তু 'পুড়িয়া (পুড়াইয়া) ঝাড়িয়া করিলেন ভস্মরাশি।'—চৈতন্য ভাগবত।

**পুঁতিব**—২২

(আ পুতিবো)। প্রোথিত করব, গর্তে নিহিত করব। [বাঙ্ √পুঁত (সং√প্রোথ) +আ=পোঁতা ক্রিয়া]।

তু.'চেয়াড়ে খুঁড়িয়া পোতে সপ্ত ঘড়া ধন।'
—ক. ক-চণ্ডী।

'পাদকায় অশ্ব হস্তী পুতিছে।'
—ভারতচন্দ্র।

**পুতলি**—৫১, ৭২

(আ পুথলি)। পুতুল, মৃত্তিকাদি রচিত শিশুর খেলনা। চিত্র মূর্তি, ছবি। [সং. পুত্রিকা> প্রা. পুতলিয়া, পুত্তলী> বাঙ্ (পূতলি, পূতলী) পুতলি, পুতলী; হি. পুতলী, পুতরী]।

তু 'সোনার পুতলি।'—রামায়ণ।

'চিত্রের পুতলী।'—মহাভারত।

'পাষাণে পুতুলী হৈল ত্যজিয়া জীবন।'
—ঐ।

**পুতুল**—৫০, ৫১, ৫৩

(আ পুতল, পুথল, পুথুল, পুতলা) মূর্তি, প্রতিমূর্তি, প্রতিচ্ছবি। [সং পুত্র > প্রা পুত্তুল্ল> বাঙ্ পুতুল, পুতুলী]।

তু 'পুতুলের বিয়া।'—ভারতচন্দ্র।

'পাষাণ পুতলী হইল ত্যজিয়া জীবন।'
—মহাভারত।

'উমা সোনার পুতুল।'—ভারতচন্দ্র।

**পুত্র**—৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ৪৯, ৫০, ৫৩

(আ.পুত্র, পুত্ত্র)। 'পুত্‌নাম নরক থেকে পিতার ত্রাতা' বলে পুত্র; সুত, তনয়, ছেলে। [সং.পুৎ+√ (ত্রৈ+অ(র্তৃ)]। হিন্দু শাস্ত্র মতে ১২ রকমের পুত্র আছে যথা: 'ঔরস ক্ষেত্রজ দত্ত কৃত্রিম· পুঢ়োৎপন্ন অপবিদ্ধ কানীন সাহোঢ় ক্রীত পৌনর্ভব স্বয়ন্দত্ত শৌদ্র ভেদে পুত্র দ্বাদশবিধ।'—শব্দকোষ।

**পুন**—১৭, ৩৬, ৩৭, ৫৩

(আ পুণ্য)। পুনঃ, আবার, দ্বিতীয় বার পুনরায়। [সং পুনর> পালি পুন, প্রা. পুণ, পুণু; হি পুণি; মরাঠী-পুন; মৈ.পুন]।

তু.'পুন গেলি বকুলের তলে।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'পুন জিজ্ঞাসিলে যদি পুন ইহা পড়ে।'
—ভারতচন্দ্র।

**পুনরপি**—৩৮, ৭৬, ৭৮

(আ পুণ্যরূপি, পুণ্যরূপে)। পুনশ্চ, পুনরায়, পুনঃ। [পুনর্+অপি]।

তু.'পুনরপি কিছু কহিবারে কৈল মন।'
—কবি কঙ্কণ চণ্ডী।

'পুণরপি পঢ়ে।'—চৈ চরিতামৃত।

**পুর**—৭৪

(আ পুর)। নগর, শহর, গ্রাম। [সং.< পুর+অ (ধি)]।

**পুরন্দর**—১৫৬

(আ. পুরান্দর)। [সং পুর্+√দৃ+অ ='পুরন্দর' (অসুরপুর দারয়িতা)]। দেব রাজ ইন্দ্র।

ঋগ্‌বেদের প্রধান দেবতা। বেদে দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের স্থান প্রথম। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রই প্রধান যোদ্ধা ও শ্রেষ্ঠ শক্তি সম্পন্ন। অবশ্য পুরাণে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিন শক্তির অধীন। অপর সকল দেবতাদের উপর কর্তৃত্ব করেন বলে তিনি দেবরাজ। অসুরপুরী ধ্বংস করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় পুরন্দর।

**পুরাণ**—৩

(আ পুরান)। [সং. পুরাতন> প্রা.পুরা-অণ> পুরাণ (?)]। প্রাচীন কালে প্রখ্যাত ব্যক্তি ও সমাজধর্ম ইত্যাদি অবলম্বনে রচিত আখ্যায়িকা। ব্যাসাদি মুনিগণ প্রণীত

পুরাণ রচয়িতা। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত—এ পঞ্চ লক্ষণ যুক্ত ব্যাসাদি মুনিগণ রচিত গ্রন্থকে পুরাণ বলা হয়।

মহাপুরাণ ও উপ পুরাণ নামে পুরাণ দুভাগে বিভক্ত। মহাপুরাণের সংখ্যা ১৮। যথা:—(১) ব্রহ্ম, (২) পদ্ম, (৩) বিষ্ণু, (৪) শিব, (৫) ভাগবত, (৬) নারদ, (৭) মার্কণ্ডেয়, (৮) অগ্নি, (৯) ভবিষ্য, (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত, (১১) লিঙ্গ, (১২) বরাহ, (১৩) স্কন্দ, (১৪) বামন, (১৫) কূর্ম (১৬) মৎস্য, (১৭) গরুড় ও (১৮) ব্রহ্মাণ্ড।

সত্ব, তম ও রজঃ অনুসারে পুরাণগুলি তিন ভাগে বিভক্ত।

উপরোক্ত পুরাণগুলি ছাড়া ১৮টি উপ-পুরাণও আছে। যথা: ১। সনৎ কুমার, ২। নরসিংহ, ৩। নারদীয়, ৪। শিব, ৫। দুর্বাসা, ৬। কপিল, ৭। মানব, ৮। ঔষনস, ৯। বরুণ, ১০। কালিকা, ১১। শাম্ব, ১২। নন্দী, ১৩। সৌর, ১৪। পরাশর, ১৫। আদিত্য, ১৬। মহেশ্বর, ১৭। ভাগবত ও ১৮। বশিষ্ঠ।

**পুরী**—১০, ৩১, ৩৭, ৫৪

(আ পুরি)। পুরী, ভবন, গৃহ, আলয়। [সং পুর+ঈ]।

**পুরিত**—৪, ৯, ৩৬, ১৩৯

(আ পুরিৎ)। পুরীতে। বিভক্তির এ-বিলোপে।

**পুরুষ**[১]—৬১

(আ. পুরুষ)। নর, পুমান, ভর্তা। [সং. √পুর (অগ্রগমন) বা √পৃ+উষ]।

তু. 'না করিলে মোর তোষ পুরুষের কাজ।'

—মহাভারত।

**পুরুষ**[২]—১৬২

(আ. পুরুষ)। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, পরম-ব্রহ্ম, আত্মা। যোগের ভাষায় এখানে পরমব্রহ্ম বা পরমাত্মা। [পুরুষ[১] দ্রঃ]।

তু. 'অবতার সব—পুরুষের কলা অংশ।'

—চৈ. চরিতামৃত।

**পুরে**—২৮

(আ পুরে)। পূর্ণ হয়। [সং √পুরি-পূরয়>প্রা √পূর>বাঙ্ √পুর, √পুর; হি অ √পূর; মরাঠী, গুজ মৈ. √পূর, পুর]।

তু 'পূরে মোর আশ।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**পুরোহিত**—৪, ৬, ৯

(আ পুরাহিৎ, পুরাহিত)। ঋত্বিক, যজন-কর্তা, গৃহস্থের কল্যাণের জন্য যিনি পূজা ইত্যাদি করেন।

[সং পুরস+√ধা+ত(র্ম)]।

**পুলকিত**—৬৮

(আ পুল্যকিৎ)। সঞ্জাতপুলক, আনন্দিত হরষিত। [সং পুলক+ইত]।

তু 'পুলকিত মীননাথে দেখিরূপ সহগাতে।'

—মীনচেতন।

**পুশনি**—৮২

(আ পুশনি)। অর্থ বুঝা গেলনা।

**পুস্কর্ণী**—২৩, ৩০, ৪৩

(আ পুস্কনি, পুস্কর্নি)। পুষ্করিণীর রূপভেদ, পুকুর, জলাশয়। [সং পুষ্করিণী > পুষ্কর্ণী (কথ্য)]। মীনচেতন, গোরক্ষ বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে এ শব্দের ব্যবহার আছে।

**পুষ্প**—৬৭, ৬৮, ১৬১, ১৭৪

(আ. পুষ্প, পুস্ফ)। কুসুম, ফুল। [সং. √পুষ্প+অ]।

**পুস্তক—৫**
(আ পুস্তক)। গ্রন্থ, পুঁথি।
[মূল, ফা পোস্ত (پوست)=চামড়া]।

**পূজা—২৭, ৬৭, ৬৮, ৯৪, ৯৮**
(আ পুজা)। অর্চনা, আরাধনা, উপাসনা।
[সং √পূজ্+অ (ভা)+আ]।
তু 'আগুআন মোর পূজা কয়্যা দিব প্রকার সকল।'—ক ক-চণ্ডী।

**পূজি—৯৮**
(আ পুজি), পূজা করি। [বাঙ্ √পূজ্ (সং √পূজ্)+আ=পূজা ক্রিয়া]।
তু 'পূজিল শঙ্করে।'—মনসার ভাসান।
'ফল পুষ্প দেখি পুজিবে দেবতা।'
—মহাভারত।
'লক্ষণ বলেন সত্য তব কথা পূজি।'
—রামায়ণ।

**পূর্ণ—১৮, ৮২**
(আ পুণ্ন)। পূরিত, সম্পূর্ণ, চরিতার্থ সফল। [সং √পূর্+ত (র্ণ)]।
তু 'পূর্ণ হইত সে পণ।'—রামায়ণ।

**পূর্ণমাসী—১৭০**
(আ পুণ্নবাসি)। যে তিথিতে চান্দ্র মাস পূর্ণ, পূর্ণিমা। [পূর্ণ মাস যাতে, বহুব্রী]।
তু 'অমাবস্যার পর তিথি আগে পূর্ণমাসী
—মনসামঙ্গল।

**পূর্ণিমা—৩**
(আ পুণ্নিমা)। 'পূর্ণতার পরিমাণ কারিণী', পৌর্ণমাসী। [পূর্ণি+√মা+অ (র্তৃ)+আ]।

**পূর্ব ১—১৪২**
(আ পুবর্ব)। আদ্য, আদি, অতীতকাল সম্বন্ধীয়। [সং √পূর্ব+অ (র্তৃ)]।

**পূর্ব ২—৩৬, ১২৩, ১৪০**
(আ.পুবর্ব)। পূর্বদিক, সূর্য যে দিকে উঠে। [পূর্ব ১ দ্র:]।

**পূর্বমুখে—১২৩, ১৪০**
(আ পুবর্বমুখে)। উদয়াচলের দিকে মুখ করে যোগ সাধনা করা তান্ত্রিকদের ধর্মের অঙ্গ বলে মনে হয়।

**পৃথিবীতে—২, ৬৮**
(আ প্রিথিমিতে)। ধরনীতে, ভূতলে।
[সং √প্রথ+ইব (র্তৃ)+ঈ]।
তু 'পৃথিবীতে স্তুতি আছে দেখিতে পাইলা।'—চমৎকার চন্দ্রিকা।

**পেখম—৮৮**
(আ. ফেকোম)। ময়ূরাদির বিস্তৃত পক্ষ পুচ্ছ। বৎসরের বিশেষ সময়ে ময়ূর ইত্যাদি প্রাণী নৃত্য করার পুলকে পক্ষ, পুচ্ছ ইত্যাদি বিস্তার করে। [পালি-'পেখুন'—পক্ষ, সং পক্ষণ > পালি 'পখুম'—মূল (?), মরাঠী 'পেখণ'—নৃত্য।
তু লেজ পোড়া গেলে সে পেকম ধরে কি সে।'—রামায়ণ।

**পেটারি—৮৫, ৯৪, ১৩৪**
পেট্‌রা, ঝাপি, তোরঙ্গ। [সং পেটা—পেটাকার> পেটারি (?), মরাঠী, হি. পেটারী, প্রা পেডাল (দেশী 'পেটাল')—বড় মঞ্জুষা]।
তু 'দিল রাণী পেটারি সিন্দুক।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া (নৈল)।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।
'পেটারি ভরি প্রিয় বংশিল পিল্লা নৈল।'
—ভক্তমাল গ্রন্থ।

**পেটে—১০২, ১১০**
উদরে, গর্ভে। [প্রা পেট, হি. গুজ. মৈ ওড়ি, পেট, মরাঠী পেট; দেশী?]।
তু 'জল খেয়ে ···পেট ফুলে মরে।'
—রামায়ণ।
'ছোট ছোট বানরের বড় বড় পেট।'
লঙ্কা যাইতে বানর মাথা করে হেঁট।'
—প্রবাদ।

**পেটেতে—৬১**
গর্ভে, উদরে।

**পৈখরেতে—১৭৮**
পুকুরে, পুষ্করিণীতে। [সং পুষ্কর, পুষ্করিণী >প্রা. পু (পো) ক্খর—রিণী> বাঙ্. পু (পো) খ(ক) র> পুকুর, পুখরি> পুখুর >পুখর> পৈখর ইত্যাদি; হি মরাঠী পোখর; ওড়ি. পোখরি; অস পুখুরি, পুখুরী]।
তু. 'পুখরি'—শূন্যপুরাণ। (পাদটীকা দ্রঃ)। ঐ—মহাভারত।

**পৈখরের—১৭৫**
পুকুর এখানে দেহ সরোবর।। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**পৈঘর—২২, ৫০, ১৪২**
অশ্বশালা, ঘোড়ার আস্তাবল অর্থে। [ফা. (پا) পায়্ (পদ)+বাঙ্ ঘর (গৃহ)=পায় ঘর (পা রাখার ঘর); ঘোড়ার পায়ঘর (বিকৃত পৈঘর)=অশ্বশালা]।

**পৈল—১৩১, ১৩৮**
পড়িল-র (কাব্যে) রূপ, পতিত হল।

**পোওয়া—১৩৯**
(আ. পোওা, পোয়া)। চতুর্থাংশ, সিকি-ভাগ। [সং পাদ> প্রা. পায; মরাঠী, হি. পাব্]।
তু. 'চারি পোআ ধর্ম।'—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।
'চারি পোওয়া কলি আসিয়া পূরিল।'
—রবীন্দ্রনাথ।

**পোড়ে—৬২**
দগ্ধ হয়, জ্বলে। [বাঙ্. √পুড় (সং. √পুট্)+আ=পুড়া, বা পোড়া ক্রিয়া]।
তু. 'মরোঁ অনলে পুড়িআঁ।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'ছোট বড় পুড়িয়া মরিল।'—রামায়ণ।

**পোঁতা, পোতা—২২, ৩৩, ৬৫, ১২৮**
প্রোথিত, মাটির নীচে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে স্থাপিত। [বাঙ্. √পুঁত্ (সং. প্রোথ) +আ]।

**পোহায়, পোহাও—৯২, ১৪০**
ভোর হয়, শেষ হয়। [সং. প্র-√ভা. > প্রা √পহা (সম্ভাব্য)> বাঙ্. পুহা, পোহা; তু. সং. প্রভা> প্রা. পহা; হি. পহ, পোহ, মরাঠী-পহাঠ (প্রভাত); গুজ. পোহা]।
তু. 'না পোহায় রজনী।'—রামায়ণ।
'রাতি নাহি পোহাইতে দুঘড়ী বাজায়।'
—ভারতচন্দ্র।
'রাতি মোঁ প্রদীপ জালিআঁ পোহাওঁ।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**পোষাঅন্ধকারি—৯১**
পৌষ মাসের ঘন অন্ধকার। অন্ধকারের সঙ্গে কুয়াসা যোগ হয়ে রাতের অন্ধকারকে আরও গাঢ়তর করে।

**পৌতুকা—৩৫**
পতাকা-র বিকৃত রূপ।

**প্রকার—১১০**
ভেদ, বিশেষ, রকম। [সং. প্র+√কৃ +অ (ভা)]।
তু. 'উত্তম প্রসাদ-প্রকার যার নানা।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।
'দুঃখ বিবিধ প্রকার।'—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘন)।
'সজনি, কিয়ে করব পরকার।'
—বিদ্যাপতি।

**প্রকারে—৩৫, ৭২, ৯৮, ১৭৫**
প্রবন্ধে, কৌশলে, ফিকিরে। [প্রকার দ্রঃ]।

**প্রকাশ—২, ১২২, ১৬২**
(আ. প্রকাষ, প্রকাস, প্রকাশ)। বিকাশ, ব্যক্ত, উদয়। [সং. প্র+√কাশ+অ (ভা, র্তৃ)]।
তু. 'চন্দ্রের সদৃশ দেখি তোমার প্রকাশ।'
—মহাভারত।
'দেবীর আজ্ঞাএ মেঘে করিল প্রকাশ।'
—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা।

**প্রচণ্ড—১১, ১৬৪**

(আ. প্রছণ্ড, প্রচণ্ড)। প্রবল, তীব্র, প্রখর। [সং. প্র+√চণ্ড্+অ]।
তু. 'নিজ নিজ শাস্ত্রে গভে উদ্‌গ্রাহে প্রচণ্ড।'—চৈ. চরিতামৃত।
'দামোদর পণ্ডিত-শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড।'
—চৈ চরিতামৃত।

**প্রজা—৪, ১৭, ৫৬, ১২০**

জন, রায়ত, জনসাধারণ। [সং. প্র+√জন্+ণিচ+অন (ভা)]।
তু. 'দেখিল আপন প্রজা বিনাশে বিপক্ষ।'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**প্রণতি—৯, ৫২, ৫৭, ১৬৪**

(আ. প্রন্ন্যতি, প্রনিত, প্রনতি)। প্রণাম, নমস্কার, নতভাব। [সং. প্র+√নম্+ত+ই]।
তু. 'মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া (সুখী হইলা)।'
--চৈতন্য চরিতামৃত।

**প্রণাম—৮, ২৩, ৩০, ৩৫, ৫০, ৫১, ৭১, ৭৮, ১০৯, ১৪৯**

(আ. প্রনাম)। প্রণতি, ভূমিতে বা পায়ের উপরে আনত হয়ে অভিবাদন। 'অভিবাদন পঞ্চাঙ্গ অষ্টাঙ্গ কর শির: সংযোগভেদে প্রণাম চতুর্বিধ।' [সং. প্র+√নম+অ (ভা)]।

**প্রণামিঞা, প্রণামিয়া—১৯, ১৬৪**

প্রণাম করে। [প্রণাম শব্দ ক্রিয়া রূপে ব্যবহৃত]।

**প্রতাপে—২৭**

(আ. প্রতাবে)। পরাক্রমে, তেজে, প্রভাবে। [সং. প্র+√তপ্+অ (ভা)]।
তু. 'দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে।'
—ভারতচন্দ্র।

**প্রতি—৬১**

(আ. প্রিথি)। প্রত্যেক। 'প্রতিঘরে'—ঘরে ঘরে, প্রত্যেক ঘরে। [উপসর্গ বিশেষ]।
তু. 'প্রতি ঘরে ঘরে।'—ক ক-চণ্ডী ও
—চৈতন্য ভাগবত।
'প্রতি ঘাটে ঘাটে', 'প্রতি পায় পায়।'
—বাইশ কবি মনসা।
'প্রতি বর্ণে বং।'—বিদ্যাসুন্দর।

**প্রতিজ্ঞা—৭**

(আ. প্রিতিজ্ঞ্যা)। অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি। [সং. প্রতি+√জ্ঞা+অ (ভা)]।

**প্রতিদিন—১৩৯**

(আ. প্রিথিদিন)। দিনে দিনে, প্রত্যহ। [সং. প্রতি+দিন]।

**প্রতিপদ—১৭০**

(আ. প্রিথিবদ)। শুক্ল বা কৃষ্ণ পক্ষের প্রথম তিথি। [সং. প্রতি+√পদ+ক্বিপ্ (ধি)]।

**প্রতিমা—১৩৬**

প্রতিকৃতি, প্রতিমূর্তি, বিগ্রহ। [সং. প্রতি+√মা+অ (র্ম)]।
তু.'তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।'
—বঙ্কিমচন্দ্র।

**প্রতিলোমে—১৬১**

(আ. পিন্তিলোমে)। প্রত্যেক লোমে, 'প্রতিলোম জিউ'—প্রাণ-শক্তি সারা অঙ্গে বিদ্যমান ছিল।

**প্রতেক—৭৯, ১৮১**

প্রত্যক্ষ-র বিকৃত রূপ। প্রত্যক্ষ, সত্য, স্পষ্ট। [সং. প্রতি+অক্ষ]।

**প্রত্যয়—৮৫**

(আ. প্রত্তয়)। বিশ্বাস, নিশ্চয়তা, প্রতীতি, স্থির ধারণা। (সং. প্রতি+√ই+অ (র্ম)]।

**প্রথম—১৮, ১২৫**

(আ. পথম, প্রথমো, প্রথম)। নুতন, নবীন, আদি, প্রধান, মুখ্য। [সং. √প্রথ্+অম(র্তৃ)]। 'প্রথম যৌবন'—নবীন যৌবন, নব যৌবন।

**প্রদীপ—১৮ ১৩৫**

(আ. প্রিদিপ, প্রিদিফ, প্রিদিব)। দীপ, বাতি। [সং. প্র+√দীপ্+অ (র্তৃ)]। তু. 'যে কর্ম করিবে তায় অপ্রদীপে হইবে প্রদীপ।'—ভারতচন্দ্র।

'(কুমার)' আনি মণি আভরণ, পরদীপে গোরস চোরে।'—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

**প্রধান—৬৪, ৭০, ৯০**

মুখ্য, শ্রেষ্ঠ, উত্তম। [প্রকৃষ্ট ধান (ধারণ-স্থান) যার, বহুব্রী]।

**প্রবন্ধ[১]—৪৯**

বাক্য কৌশল, কৌশল, চাতুরী, চালাকী। [সং প্র+√বন্ধ্+অ (ভা)]। তু. 'চাতুরী প্রবন্ধে (কহে কান কথা)।'
—কবি কঙ্কণ চণ্ডী।

'প্রবন্ধ করিয়া কহে ।'—চৈতন্য মঙ্গল।

'প্রবন্ধ করিয়া বাক্য কহিবে।—চৈতন্য চন্দ্রোদয়।

'প্রচুর প্রবন্ধে কৈল পার্বতীর মা।'
—শিবায়ণ।

**প্রবন্ধ[২]—১১৯**

রচনা, সন্দর্ভ, নিবন্ধ। [প্রবন্ধ[১] দ্রঃ]। 'পয়ার প্রবন্ধ'—(পয়ার দ্রঃ)। তু. 'পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিল।'
—মহাভারত।

**প্রবাল—৭, ৮৬, ১০১, ১২৫**

সামুদ্রিক কীটবিশেষ থেকে জাত লোহিত বর্ণ রত্ন, পলা, বিদ্রুম।
[সং. প্র+√বল্+অ (র্তৃ)]।

**প্রবাসে—৮**

বিদেশবাসে, দেশান্তর বাসে, বিদেশে। [সং. প্র+√বস্+অ (ভা)=প্রবাস)। তু. 'খেয়াব তনুর তরী প্রবাস সাগরে।'
—ভারতচন্দ্র।

**প্রবেশ—৪২, ১৫৫**

(আ. প্রবেষ. প্রবেস)। অন্তর্গমন, ভিতরে গমন, ঢোকা।
[সং. প্র+√বিশ্+অ (ভা)]।
তু. 'বরিষা পরবেশ।'—বিদ্যাপতি।

**প্রভাত—১২৭**

ভাতিযুক্ত. দীপ্তি বিশিষ্ট, প্রাতঃকাল।
[সং. প্র+√ভা+ত (ভা, র্তৃ); প্রকৃষ্ট ভাত যাতে, বহুব্রী]।
তু 'প্রসন্ন নবীন, জাগিল প্রভাত।'
—রবীন্দ্রনাথ।

**প্রভু—৬৭, ৯০, ৯৫**

স্বামী, অধিপতি, মনিব, অধিকারী।
[সং প্র+√ভূ+উ (র্তৃ)]। তু.
'পরশুরাম-পরাভব প্রভু রামের ঠাঁই।'
—রামায়ণ।

'সত্যবতী নাহি প্রভু তুমি মোর সত্য।'
—ক.ক-চণ্ডী।

**প্রমাই, প্রমাঞি, প্রোমাঞি, পরমাই—৩, ১৬, ২০, ৩৫, ৫৬, ১৩৮, ১৪৩**

পরমায়ু, আয়ু, জীবনকাল। [পরমায়ু> পরমাই, প্রমাই, প্রমাঞি, প্রোমাঞি]। তু. 'এ বার বৎসর বাড়উক প্রমাই।'—গোরক্ষ বিজয়।

'পরমাই'—কবি কঙ্কণ চণ্ডী; 'পরমাঞি'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**প্রয়োজন—৮৪**

(আ. প্রএজন)। দরকার, কার্য, হেতু।
[সং. প্র+√যুজ+অন (ভা)]।
তু. 'শুভ প্রয়োজন।'—মনসামঙ্গল।

**প্রলএ, প্রলয়—৫৩, ৬৮, ১৫৪**

অত্যয়, নাশ, ধ্বংস, সৃষ্টিনাশ।
[সং প্র+√লী+অ (ভা)]।

**'প্রলএ কালেতে তুমি করিবেক নিস্তার।'—৫৩**

বৌদ্ধ বা নাথ ধর্মে প্রলয় সম্বন্ধে বিশেষ কোন বক্তব্য আছে বলে মনে হয়না। হিন্দু ধর্মে প্রলয়, মহাপ্রলয়ের কথা আছে। কিন্তু সেখানে সৃষ্টির মহাধ্বংসের সঙ্গে জীবজগতের বিচার বা সেই বিচারের ফলাফলের কথা নেই। বর্তমান ভাব ধারা ইসলাম থেকে নেওয়া হয়েছে।
তু. 'প্রলয় পাবকে কার অঙ্গ গেল পোড়া।'
—শিবায়ন।

**প্রলয় গতি—৬৮**

'বিষ্ণু হইল প্রলয় গতি'—ঠিক অর্থ বুঝা গেলনা। মৃতরূপে ভেসে আসা নিরঞ্জনকে বিষ্ণু চিনতে পারলেন না। এর সঙ্গে প্রলয়-গতি-র কি সম্পর্ক?

**প্রসব—১১৬, ১৭৮**

গর্ভমোচন, জন্ম, ভূমিষ্ঠ হওন।
[সং.প্র+√সূ+অ (ভা)]।

**প্রসাদে—৩, ২৩**

অনুগ্রহে, প্রসন্নতায়। [সং.প্র+√সদ্+অ (ভা)=প্রসাদ]।
তু.'তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ।'
—চৈ.চরিতামৃত।

**প্রসারিল—১৬৩**

প্রসারিত বা বিস্তারিত করল, বাড়াল। [সং.প্র+√সৃ+অ (ভা)=প্রসার ক্রিয়া রূপে রূপে ব্যবহৃত। (পসারিয়া দ্রঃ)।
তু 'হাথ প্রসারিল।'—রামায়ণ।

**প্রহরী—১৫৫**

[সং.প্রহর+ইন]। 'প্রহর কালাধিকৃত': পাহারাওয়ালা, চৌকিদার।

**প্রহার—২১**

মার, আঘাত, নিগ্রহ। [সং.প্র+√হৃ+অ (ভা)]।
তু.'পর্বতে পর্বতে যেন হইল প্রহার।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**প্রাএ, প্রায়—১১৭, ১২৩**

সদৃশ, তুল্য। [সং.প্র+√ই+অ]।
তু.'কনকলতার প্রায় জনক দুহিতা।'
—রামায়ণ।

'অলি প্রাএ।'—মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা।

**প্রাণ—১৪, ৯৬**

(আ প্রান)। জীবন, অনিল, বায়ু, প্রাণবায়ু; দেহের পঞ্চ বৃত্তিক প্রাণ পানাদি বায়ু। "দেহে ভিন্ন স্থান ও ক্রিয়া হেতু, (১) হৃদয়স্থবায়ু 'প্রাণ', গুহ্যস্থ বায়ু 'অপান', (৩) নাভিস্থ বায়ু 'সমান', (৪) কণ্ঠস্থ বায়ু 'উদান', (৫) সর্বশরীরস্থ বায়ু 'ব্যান' নামে অভিহিত। ইহাদের কার্য যথাক্রমে 'অন্ন প্রবেশন' 'মূত্রাদিত্যাগ' 'অন্নবিপাচন' 'ভাষণাদি' 'নিমেষাদি'। কেহ কেহ বলেন দেহে নাগ কূর্ম কৃকর দেবদত্ত ধনঞ্জয়—এই পঞ্চ বায়ু আছে; যথাক্রমে উদ্গিরণ নিমীলনাদি ক্ষুধা জৃম্ভণ পোষণ—এদের কার্য। কিন্তু অন্য মতে ইহারা প্রাণাদিনই অন্তর্ভূত (বেদান্ত সার)। 'প্রাণ' প্রাণাদি বায়ুর ব্যাপার সমবায় হেতু সতত বহুবচন।"—শব্দকোষ।
[সং প্র+√অন্+অ (ভা)]।

**প্রাণনাথ—১৪, ৯৬**

(আ প্রাননাথ)। হৃদয়েশ্বর, স্বামী, পতি।
তু '(বঁধু) জনমে জনমে, প্রাণনাথ হৈও তুমি।'—চণ্ডীদাস।
'নিজ প্রাণনাথ দেখি শ্রীবাস পণ্ডিত।'
—চৈ.ভাগবত।

**প্রাতঃকালে—৮**
(আ প্রতেক কালে)। প্রভাতে, প্রভাত কালে, সকাল বেলায়। [সং প্র+√অৎ +অর=প্রাত:+কাল=প্রাতঃকাল]।

**প্রীতি—১৭১**
(আ প্রিতী)। প্রেম, প্রণয়। [সং √প্রী+তি (ভা)]।

**প্রেম—৪৫**
প্রিয় ভাব, সৌহার্দ, স্নেহ, ভালবাসা। [সং.প্রিয়+ ইমন্]।
তু 'বতি গাঢ় হইলে তাব প্রেম নাম কয়।'
—চৈ চবিতামৃত।

**প্রেম-আলিঙ্গন—৪৫**
পবস্পবেব প্রতি সৌহার্দেব আলিঙ্গন।

**প্লাবিয়া—১২৪**
প্লাবন কবে, বন্যাব জলেব মত চাব দিকে বিস্তাব কবে। [সং √প্লু+ণিচ+অন (ভা)=প্লাবন বিশেষ্য পদ ক্রিয়া রূপে ব্যবহৃত]।

## ফ

**ফকির, ফকীর—৭৩ ১২৫**
মুসলমান সন্ন্যাসী, অলী, পীব, দববেশ। [আব ফক'ীব (فقير)]।
তু 'গনেশ হইল গাজী, কার্তিক হইল কাজী, ফকীব হইল যত মুনিগণ।'
—শূন্য পুবাণ।
'আমায় ফিকিবে ফকিব বানাযে বসে আছ বাজকুমাবী।'—বামপ্রসাদ।

**ফণী—৮৫**
(আ ফেনি)। ফণা, ছন্দেব জন্য ফেণি। ফণা—'বিস্তাবগত,' সর্পেব বিস্তৃত মস্তক, চক্কব। ফণা আছে বলে সাপেব অপর নাম ফণী বা ফণধর। [সং.√ফণ্+অ (র্তৃ)+আ=ফণা]।
তু.'মণিহারা ফণী।'—রামায়ণ।

**ফন্দনা—১০**
গুপিচন্দ্রের একজন স্ত্রী।

**ফল[১]—১৪৩**
[ফল[২] দ্র:]। পবিণাম, শাস্তি।
তু 'সমুচিত ফল।'—মহাভাবত।
'ঘট লঙ্ঘনের ফল।'—ক.ক-চণ্ডী।
'পাপে হএ নবকেব ফল।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**ফল[২]—৬২**
বৃক্ষাদিব শস্য বা বীজাধাব। এখানে নাবীব স্তনকে ফলেব সঙ্গে তুলনা করা হযেছে। [সং √ফল্+অ (র্তৃ)]।

**ফাঁসে—৮৬**
[সং পাশ>পাশি, প্রা পাস; বাঙ্ ফাঁস; হি ঐ; ফা ফাশ্ (فاش)]। 'অন্ধকাব বাত্রি ফাঁসে'—কন্যাব কর্ণালঙ্কাবেব জ্যোতিতে বাত্রিব অন্ধকাব বিদূবিত হয।

**ফান্দে—২১**
জালে, ফাঁসে, ফাঁদে। [ফা ফন্দ (فند), হি ফংদ্]।
তু 'মৃগ বন্দী হৈল যেন না বুঝিয়া ফান্দ।'
—রামায়ণ।
'যমুনাত পাতিলোঁ যো ফান্ধে।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'মো পুনি পড়িয়া গেনু নয়ান-ফাঁদে।'
—জ্ঞানদাস।

**ফালগুন—৯**
ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী যুক্ত মাস। বাঙ্ সনেব একাদশ মাস। [সং ফল্গুন+অ]।

**ফাতেমা—৬০**
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) কন্যা ও হযরত আলীর স্ত্রী। তিনি অতিশয় পুণ্যবতী এবং দানশীলা রমণী ছিলেন। হযরত হাসান ও হযরত হুসায়েন তাঁর পুত্রদ্বয়।

**ফাফর, ফাঁপর—৩৮**

কম্পমান, রুদ্ধ শ্বাস, বিব্রত। [ফাঁপ,-ফ +র, দেশী]।

তু 'ভাত যোগাইতে হইল ফাঁফর।'
—মনসামঙ্গল।

'লক্ষণের কোপ দেখি হইল ফাঁফর।'
—রামায়ণ।

**ফিরে—৩৬, ৪১, ৪২**

প্রত্যাবর্তন করে, ঘুরে বেড়ায়, প্রত্যাবৃত্ত হয়ে। [হি মরাঠী, মৈ √ফির; গুজ. √ফর; ওড়ি√ফের; তিব্বতী ফ্যির—again, back]।

তু.'ফিরে যদি দেখা হয় ফিরে কি চাহিবে।'
—ভারতচন্দ্র।

'মস্তকে লাঙ্গল ফিরে।'--মহাভারত।
'ফিরিয়া চলিল প্রভু।'—চণ্ডিকা বিজয়।

**ফুরাইলে—৬১**

শেষ বা অবসান হলে। [বাঙ্ √ফুর্ +আন=ফুরান ক্রিয়া]।

তু 'ফুরাবার নয়।'—শিবায়ন।

**ফুটি—১৮০**

ভিন্ন বা বিদীর্ণ হয়ে, ফেটে। 'ছুঞ্চার পানি ফুটি....'—পানি ছুঞ্চা ভেদ করে। [সং.√স্ফুট্> প্রা স্ফুট;√হি. √ফুট; মৈ.√ফুট, ফুট: অস.√ফুট]।

**ফুল—৮৭, ৯৩, ১৬৭**

পুষ্প, কুসুম। [সং.ফুল্ল> প্রা.ফুল্ল, ফুল; হি, মরাঠী, গুজ. ফুল; মৈ.ফুল, ফূল]।

**ফুলটুঙ্গিতে—৭৩**

বাগানের মধ্যে উচ্চ বিলাস গৃহে। [টুঙ্গিতে দ্র:]।

**ফুলবাড়ী—২৩**

পুষ্প বাটিকা, ফুলবাগান। আগেকার দিনে রাজবাড়ী, দেবালয় ইত্যাদির পাশে পুষ্পোদ্যান থাকত। সেগুলিকে ফুলবাড়ী বলা হত। সেই উদ্যানের ফুলে দেবতার পূজা বা রাজা এবং রাজ পরিবারের লোকদের মনোরঞ্জন হত। প্রত্যেক জেলায় ফুলবাড়ী নামে অনেক স্থানের নাম দেখা যায়। কোন কোন স্থানে ফুলবাড়ী বলে কোন মৌষা নেই অথচ স্থানের নাম ফুলবাড়ী।

**ফেরে—১১৭**

দুর্বিপাকে, কুফলে। 'কপালের ফেরে'—অদৃষ্টের দুর্বিপাকে। [হি. মরাঠী, গুজ. ফের]।

তু. 'তুমি আমি দুজনের দুঃখিত কর্মের ফেরে'
—ভারতচন্দ্র।

**ফেলি--১১২**

(আ. ফেলী,.ফেলি)। ফেলে, বর্জন করে। [সং.√ক্ষিপ্> প্রা.√ফেল্ল> বাঙ্.√ফেল, ফেলা; তু. 'পল', 'পেলা']।

তু. 'ধনুক বাণ ফেলে রাম খত দিউক নাকে।'—রামায়ণ।

('বিন্দু) অনলে ফেলিল গৌরী, অনল সহিতে নারি, ফেলাইল জাহ্নবীর নীরে।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**ফোঁটা—৬১, ৭৩, ১৩৪**

(আ. ফোটা)। ১। বিন্দু (৬১) ২। তিলক (৭৩)। '[ফুট> ফোঁটা]।

১। তু. 'মুষল প্রমাণ ফোঁটা।'
—বিষহরি ও পদ্মাবতী।

'এক ফোটা পানী।'—মনসা মঙ্গল।
'ফোঁটা ফোঁটা'—আলালের ঘরের দুলাল।

২। তু. 'কৌটাখুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা, সীমন্তে।'—মাইকেল।
'ফোঁটা দিয়ে বিন্ধে রোঝা।'—ক.ক-চণ্ডী।

# ব

**বএস**—৭৩
বয়ঃক্রম, উমর্। [সং. বয়স্; মৈ. বএস]।
তু. 'বএসে।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'এমন বএসে জান এত বড় কলা।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'বএসে নাহিক দোষ।'—মীনচেতন।
'প্রথম বএস তোর।'—গোরক্ষ বিজয়।

**বংশ**—১১৫, ১১৬
(আ. বংস)। যা অঙ্কুর বা পুত্রপৌত্রাদি উদপাদন করে; পুরুষপরম্পরা, গোষ্ঠী। এখানে সন্তান অর্থে। [সং. √বম্+শ (র্ম) অথবা √বশ্+অ (র্তৃ)]।

**বংশীর**—৫৮, ৮৬
(আ. বংসির)। বাঁশির, বেণুর, মুরলীর। [সং. বংশ+অ+ঈ]।
তু. 'বংশীরব।'—গীত গোবিন্দ।

**বক্ষ**—১৬
[সং. √বহ বা বক্ষ্+অস্ (র্তৃ); প্রা. ব্ক্খ, হি. ব্ক্ষ]।
তু. 'কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।'
—চৈ. চরিতামৃত।

**বগলী**—৭৩, ১১৯
(আ. বকুলি, বগলি)। ছোট থলে। [আর. বগ'লী (بغلی), ফা. ঐ]।

**বগলে**—৭৩, ১১৯
বাহুমূল, (armpit), কক্ষ। এখানে বাহুমূলের নিম্নদেশ। [আর. বগ'ল (بغل); ফা. ঐ; হি. পা. বগল]।
তু. 'বাঞ্ছারাম শুনিবা মাত্র বগল বাজিয়ে উঠলেন।'—আ. ঘ. দুলাল।

**বঙ্গের**—২০, ১২০
(আ. বংঙ্গের)। [বন্গ্ (গতি)+অ (ঘ)]।
প্রাচীন কালে বর্তমান বাঙ্লাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের একাংশের নাম ছিল বঙ্গ। মহাভারতের মতে বলিরাজার স্ত্রী সুদেষ্ণার গর্ভে এবং দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে জাত অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও বঙ্গ নামক পাঁচ পুত্রের মধ্যে বঙ্গের অধীনে যে রাজ্য ছিল তার নাম 'বঙ্গ'। তিব্বতীয় মতে বান্স্ (bans—জলময়, স্যাতসেতে) থেকে 'বঙ্গ' শব্দের উৎপত্তি। পুরাকালে এ অঞ্চল নদীবহুল ও জলময় দেশ ছিল। নিম্নবঙ্গের বর্তমান রূপ দেখে তা আজও কিছুটা অনুমান করা যায়। এতে মনে হয় যে তিব্বতীয় bans বা ban শব্দ থেকে 'বঙ্গ' শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব নয়।

আদি ও মধ্যযুগের প্রথম ভাগে 'বঙ্গ' বলতে বর্তমান বাঙ্লাদেশের পূর্বাঞ্চলকেই বুঝাত। মুসলমান আমলের শেষের দিকে বর্তমান বাঙ্লাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ সমেত সমগ্র দেশটাকেই বুঝাত।

**বচন**—৫৫, ৫৮, ৬৩, ৭৩, ৮৭, ৮৮, ১৭৩
(আ. বচন, বচন)। বাক্য, কথন, কথ উক্তি, উপদেশ। [সং. √বচ্+অন]।
তু. 'আহ্মার বচনধর।'—গোরক্ষ বিজয়।
'এই মতে দুর্যোধনে কহিবে বচন।'
—মহাভারত।

**বচ্ছর**—৪, ৪৮
(আ. বচ্ছর, বচ্ছ্র)। বৎসর-এর কথ্য রূপ। বর্ষ, অব্দ; সন। বার মাসে এক বৎসর। [সং. ব্ৎসর > প্রা. ব্চ্ছর > বাঙ্. বচ্ছর, বছর]।
তু. 'চৌদ্দবচ্ছর।'—শ্রীধর্ম মঙ্গল।
'বয়েশ আশী বচচরের উপর।'
—আলালের ঘরের দুলাল।

**বজ্রাঘাত**—১৩০
বজ্রের আঘাত। [সং. √বজ+র(র্তৃ)= বজ্র (বাজ, অশনি, ইন্দ্রের অস্ত্র)+আঘাত]।

**বজ্র**—ইন্দ্রের অস্ত্র বিশেষ, কুলিশ, অশনি। অন্য অর্থে, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, শিবের শূল, ইন্দ্রের বজ্র, ব্রহ্মার অক্ষ, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, কার্তিকের শক্তি ও দুর্গার অসি—এই অষ্ট বজ্র।
তু 'এ বজ্রাঘাতে, কত যে কাতর সে, তা জানেন সেজন।'—মাইকেল।

**বঞ্চব**—১২৩, ১৩৮
কাটাব, গত করব, যাপন করব। [সং √বঞ্চ্> প্রা. √বুংচ> বাঙ বঞ্চ]। তু 'যামিনী বঞ্চলি আনহি সাথ।'—বিদ্যাপতি। 'আমি বঞ্চিয়ে একাকী।'—মহাভারত। 'তোহ্মা বিনে বঞ্চিতেঁ না পারি।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**বঞ্চিল**—৩, ২৯
রাত্রি যাপন করল। [বঞ্চিব দ্রঃ]। তু 'যোধাপুত্র কবি মনে, বঞ্চিল ইন্দ্রের সনে, অর্জুনের জন্ম হৈল তাতে।'
—শিবায়ন।

**বট**—৩৯
ন্যগ্রোধ, বটগাছ। [√বট্+অ (র্তৃ); তু সং. √বৃত্> প্রা. বুট্ট (বৃত্তাকার);—মণ্ডলাকার হেতু 'মণ্ডলী'—বটবৃক্ষ]। তু 'বটে ববকচি থাকি শুনিল।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**বটুয়া**—১১৯
[হি বটুআ, বটুবা; ওড়ি বটুআ; মূল সং 'বর্তুল'?]। (পাদ টীকা দ্রঃ)।

**বড়**—১০, ৫৬, ৫৭, ১০৯, ১২৩, ১২৫, ১৫৭, ১৬৭, ১৬৮
(আ. বড়ো, বড়)। বৃহৎ, প্রকাণ্ড, দীর্ঘ, উত্তম, অতি। [তু সং বড্র (ডড> ড্র—সাধু ভাষা); হি. বড়া; মরাঠি বডা; মৈ. বড়; ফা বর্ (بر) (উপর)]।
তু. 'রসের নাগর বড় কালা।'—চণ্ডীদাস।

**বড়াই**—১০
গৌরব, প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠত্ব, গর্বের কথা। এখানে গর্বের কথা। [বড়+আই]। তু 'মহাদেবের মিত হইল বড়াই শুনাইতে।'
—রামায়ণ।
'ছাড় গঙ্গা আপন বড়াই।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'বিস্তর করিল বড়াই।'—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

**বড়ি**—১৩০, ১৩৩
বটিকা, গুলি। [সং. বৃগী> প্রা. বুট্টী> বাঙ্. বড়ী, বড়ি; হি. বড়ী]।
তু 'খণ্ডে খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয়া।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**বণিক**—২
(আ. বনিক)। ক্রয় বিক্রয় ব্যবহারী নৈগম, সওদাগর, বেনে। [সং √বণ্+ইক্ (র্তৃ)]।

**বন্টন**—৫২
ভাগ, বিভাজন, বিতরণ। [সং √বন্ট্+অন (ভা)]।

**বত্রিশ**—৩৫, ১৪৮, ১৬৬
(আ বত্তিষ, বত্রিস)। বত্রিশ সংখ্যা বা সংখ্যক। [সং. দ্বাত্রিংশৎ> পালি বৃত্তিংসতি, প্রা বত্তিস, বত্তীস; মরাঠী, হি. বত্তীস; পা বত্তী; সিন্ধী বৃটোহ; ওড়ি বত্তিরিশ; পূ বাঙ্ বত্তিরিশ বা বত্তিরিশ]।

**বত্রিশ অক্ষর**—১৪৮
(পাদটীকা দ্রঃ)।

**বত্রিশ কোঠা**—১৭৩
(পাদটীকা দ্রঃ)।

**বৎসর**—৫, ১৬, ২৩, ২৪, ৫৫, ৭৯
(আ বৎশুর, বৎসর, বশ্ছর, বর্চ্ছর)। [√বস্+সর (ধি)]। দ্বাদশমাসাত্মক কাল, বর্ষ। (বচ্ছর দ্রঃ)।

**বদন**—৫৫, ৭৮, ৯৪, ১২০
মুখ, মুখমণ্ডল। [আর. বদন (بدن)—দেহ, শরীর; সং √বদ্+অন (ণ)]।
তু 'বদন মেলিলা কৃষ্ণ।'—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**বদন কমলে**—৫৫,৭৮
পদ্মের মত সুন্দর মুখমণ্ডলে।

**বদলে**—৮১, ৯৯
বিনিময়ে, পরিবর্ত্তে। [আর. বদল (بدل)—বিনিময়]।
তু 'আমার বদলে তুমি পালহ পৃথিবী।'
—রামায়ণ।

**বদের**—
মন্দের, নিন্দার। [ফা. বদ্ (بد)—খারাপ; তু. Eng. bad]

**বধ**—২৭
হনন, হিংসা, নিধন। [সং √হন্+অ (ভা), হন্> বধ্]।

**বধি**—১১৮
বধক অর্থাৎ বধকারী, হন্তা অর্থে। এ শব্দের প্রচলন কোথাও দেখা যায়না।

**বধুকে**—৬, ৭৯
(গ্রা. বদ্বকে)। স্ত্রীকে, পত্নীকে। বধু—'ভর্তা কর্তৃক ঊঢ়া', 'যে যুবকের মন বাঁধে', জায়া, ভার্যা, পত্নী। [সং √বহ+উ (র্ম), হ> ধ্; বন্ধ+উ (ন-লোপে)= বধূ]।
তু 'বড়ুয়ার বধূ।'—চণ্ডীদাস।
'বণিকের বধূগণ।'—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চা..।

**বন**—১২৩, ১৫৬
(আঃ বোন)। অরণ্য, কানন, বিপিন। [সং বন্+অ (র্তৃ)]।
তু 'গজ প্রবেশিল বনতলে।'—ক.ক-চণ্ডী।

**বনচর**—১৪৪
বনচারী, বনে বাসকারী, বন্যপশু। এখানে বনে বাসকারী বানর।

**বনপথে**—১২২
অরণ্য সমাকুল পথে, জঙ্গলের পথে।

**বনমালী**—৩২
৮৪ সিদ্ধার তালিকার মধ্যে বনমালী-র নাম পাওয়া যায়না।

**বন্দ**—১, ২
বন্দনা, প্রণাম বা স্তব কর, বা করি। [সং √বন্দ্> পালি √বন্দ্, প্রা. বংদ]।
তু. 'বন্দিলাম.. নিরঞ্জন।'
—মনসার ভাসান।
'বন্দ মাতা সরস্বতী।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'বন্দয়ে নৃপ বরাবরে।'—ক. ক-চণ্ডী।

**বন্দহ**—১
বন্দ অর্থে।

**বন্দনা**—২
স্তব, স্তুতি, প্রণাম। [সং. √বন্দ্+অন (ভা)+আ]। আল্লাহ্, ঈশ্বর, নিরঞ্জন, গুরু, পিতামাতা, বিভিন্ন দিক ইত্যাদি বন্দনা করে কাব্য বা পালা গান আর করার রীতি প্রচলিত ছিল।

**বন্দী**—১৫৪, ১৭২
অবরুদ্ধ ব্যক্তি, কয়েদি, অবরুদ্ধ, আটকা পড়া। [সং. √বন্দ্+ইন]।
তু 'আপনি হইল বন্দি লক্ষণের তরে।'
—রামায়ণ।
'তাহে বন্দী জীবগণ।'—ভক্তমাল গ্রন্থ।
'দুই ভুজ....বন্দি নাগপাশে।'
—দুর্গাপঞ্চরাত্রি।

**বন্ধ**—১৫০
বন্ধন, সংযমন, বাঁধন, অবরোধ, যোগশাস্ত্রে অবয়ব সংস্থানভেদ। [সং. √বন্ধ্+অ (ভা)]। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**বন্ধন**—২০, ৩০
(আ. বন্দন)। বাঁধন, বন্ধন সাধন। [সং. √বন্ধ+অন]।

**বন্ধু—**৬২, ১৩৭

(আ. বন্দু, বন্ধু)। [সং. √বন্ধ্+উ(র্ত্তু)]।
'প্রীতিবন্ধক', মিত্র, সগোত্র, সখা।
তু. 'কপালে সিন্দুর বিন্দু, নব-অরবিন্দ,
বন্ধু',—ক. ক-চণ্ডী।
'শ্যাম বন্ধুর পিরীতি।'—জ্ঞানদাস।
'বান্ধুলি বন্ধু অধরে···মৃদু হাস।'
—গোবিন্দদাস।

**বয়—**

বহে-র চলিত রূপ। অতিবাহিত হয়,
প্রবাহিত হয়। [সং. √বহ্> পালি, প্রা.
√বুহ্> বাঙ্. বহ; মরাঠী √বুহ]।
তু. 'ফুলগন্ধ মন্দগন্ধবহ বয়।'—ভারতচন্দ্র।

**বয়—**১৫৯

ব্যয়-এর অশুদ্ধ রূপ। [বি+√ই+অ
(ভা)]। অপচয়, নাশ, খরচ, ক্ষয়।

**বর** [১]—২৩, ৩৫, ৭৭, ৯৮, ১০৯

[সং. √বৃ +অ]। 'প্রার্থনীয়' দেবতা,
গুরু, মুনি, গুরুজন, প্রভৃতিদের কাছ থেকে
ইপ্সিত বস্তু, আশীর্বাদ।
তু. 'মম বরে হও তুমি মদন মোহন।'
—রামায়ণ।
'বর মাগ মনোনীত।'—ভারতচন্দ্র।

**বর** [২]—

জামাতা, বোঢ়া, কন্যার পতিরূপে বরণীয়।
[বর[১] দ্রঃ]।
তু. 'স্মরহর বর বরপিতা পুরহর।'
—ভারতচন্দ্র।
'তৈল নাহি ঘরে, ইচ্ছিলে হেন বরে।'
—ক. ক-চণ্ডী।

**বরণ—**১৩৯

(আ. বরোন)। বর্ণ-র কোমল রূপ।
কান্তি রূপ। [সং. √বর্ণ+অ]।
তু. 'জলদ বরণ কানু।'—চণ্ডীদাস।
'এযে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ।'
—রবীন্দ্রনাথ।
'সোনার বরণ।'—ভারতচন্দ্র।
'সুবরণ বরণ, হেরি নিজ কুবরণ, মানি
আপন মনতাপে।'—জগদানন্দ পদাবলী।

**বর্বর—**৭৯, ১৭৯

বর্বর-এর বানান ভেদ। [সং. √বৃ+বর;
তু. Ger. barbaros; L. barbarus;
Eng. barbarian.]। অসভ্য, নীচজন,
পামর, কাণ্ডজ্ঞানহীন।
তু. 'কি বলিতে কিবা বলি বুড়ালে বর্বর।'
—শিবায়ণ।
'চাঁদ, তুমি কেবল বর্বর।'
—বাইশ কবি মনসা।

**বরিষার—**৯২

বর্ষার-এর কোমল রূপ। বরিষা—
বর্ষাকাল, যে ঋতুতে বৃষ্টি হয়। [সং.
বৃর্ষা> প্রা. বৃরিশা> বাঙ্. বরিষা; হি.
বরিষা; ফা. 'বারিশ্' (بارش)—বৃষ্টি]।
তু. 'বরিষার ছত্র পিয়া।'—বিদ্যাপতি।
'বরিষা সমএ।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'বরিষা-কালেতে।'—মহাভারত।

**বরিষণে—**৯২

(আ. বরিসনে)। বর্ষণের কোমল রূপ।
বৃষ্টিপাত, ধারাপতন। [সং. বৃর্ষণ> প্রা.
বৃরিসন> বাঙ্. বরিষণ]।
তু. 'কর ঝড় বরিষণ।'—কবি কঙ্কণ চণ্ডী।
'আজি বরিষণ মুখরিত. . .।'
—রবীন্দ্রনাথ।
'বাণ করয়ে বরিসণ।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (মানিক)।

**বরেক—**১৩

অর্থ বুঝা গেলনা। পাঠে ভুল আছে
মনে হয়। 'আলিপন বরেক দিল'—
আলপনা ইত্যাদি দিয়ে আঙিনা সুশোভিত
করণ অর্থে।

**বল—১২৩**

শক্তি, সামর্থ, ক্ষমতা। [√বল্+অ]।

**বল—৫৭**

(আ. বোল)। কহ, আদেশ কর। [বোল> বল]।

তু.'কি বলিতে কি বা বলি।'—শিবায়ন।

'মুঞি যদি বলি, পাসর কানু, মন সে নালয় আন।'—গোবিন্দদাস।

'সখি কি আর বলিব তোরে।'

—চণ্ডীদাস।

**বলদ—১৮০**

বৃষ, ষাড়, বৃষণহীন বৃষ। [সং বলীবর্দ> প্রা. বলীঅদ্দ> বলদ (?)]। (পাদটীকা দ্রঃ)।

তু. 'যে বুড়া বলদ আছে।'—ভারতচন্দ্র।

'বলদে বাহিয়া নাম বলায় মুকেরি।'

—কবি কঙ্কণ চণ্ডী।

**বলি—৬৩,১১০**

কহি, ব্যক্তকরি। [বাঙ্. √বল্ (সং. √বদ্ বা ব্রূ)+আ=বলা ক্রিয়া]।

**বশ—৬১**

(আ. বষ)। আয়ত্বাধীন, আজ্ঞানুবর্তী। [সং. √বশ্+অ]।

তু. 'ইহা ধরি দ্রৌপদী বশ কৈল নাথ।'

—ক. ক-চণ্ডী।

**বষ্টম—১৩৯**

বৈষ্ণব, বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীলোক, বিষ্ণু ভক্ত। [সং. বৈষ্ণব > বৈষ্টব > বইষ্টব > বইষ্টম > বষ্টম (ণ> ট)]।

তু. 'বষ্টুম তন্ত্র।'—হুতুম পেঁচার নক্সা।

**বসত—৭**

(আ. বষত)। বসতি-র রূপ ভেদ। নিবাস, বাসস্থান।

তু. 'পর্বত হৈল প্রধান বসত।'

—শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

'বনে বসত আমার।'

—বঙ্গসাহিত্য পরিচয়।

'গোঠে ছিল বসত।'

—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘনরাম)।

**বসতি—২, ৪১, ৫৪, ৬৫, ১৪০, ১৭২, ১৭৩, ১৭৭**

(আ বসতি, বসোতি)। বাস, অবস্থান। [সং √বস+অতি, (ভা. ধি)।]

তু. 'বসতি লোকে পূর্ণ সব।'—মহাভারত।

**বসন—১৬, ৩২, ৫২, ৬৫, ৯৩, ১০৭, ১০৯, ১৪৮**

(আ .বসন, বশন)। [সং √বস্+অন]। ছাদন, আবরণ, বস্ত্র। তু.

'বসনে পরিধূসরে বসানা।'

—অভিজ্ঞান শকুন্তল (ঈশ্বর চন্দ্র)।

**বসতে—১২২**

বসতি, ছন্দের জন্য বসতে।

**বসন্ত—৮৮, ১৫১**

[সং √বস্+অন্ত (ধি)]। 'যাতে কামের বাস', মধুকাল, বসন্ত ঋতু, ষষ্ঠ ঋতু—ফাল্গুন ও চৈত্র।

তু.'বিহরিত হবিরিহ সরসবসন্তে।'

—গীত গোবিন্দ।

**বসন্তের খরা—১৪১**

(আ .বসোন্তরো খরা)। বসন্তকাল অর্থাৎ চৈত্র মাসের উত্তাপ। (খরা দ্রঃ)।

**বসাইল—২৭, ৭৫**

(আ .বশাইল)। উপবেশন করাল। [বাঙ √বসা (সং √বস্+ণিচ্)+আন =বসান ক্রিয়া]।

তু.'তার বাম ভিতে লয়া বসাইল মোরে।'

—জ্ঞানদাস।

'বিস্তারি পাষাণে কেবা, রতন বসাইল রে।'

—চণ্ডীদাস।

**বসিয়া**—২, ৭৫, ৮৩, ১৭৩, ১৮০
বসে, উপবেশন করে। [বাঙ্ √বস্ (সং. √বস্)+আ=বসা ক্রিয়া]।
তু 'বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।'
—ভারতচন্দ্র।
'যেখানেতে বসিয়াছে রাই।'—চণ্ডীদাস।

**বসুমতী**—৬১, ১৫৬, ১৫৭
(আ বসমতি)। [বসু (রত্ন, মণি, ধন)+মতী]। 'স্বর্ণবান', পৃথিবী, বসুন্ধরা; বসুমতীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
তু 'সূচ্যগ্র খননে যত উঠে বসুমতী।'
—রামায়ণ।
'সপ্তপাতালেতে থাকি শুনে বসুমতী।'
—রামায়ণ।

**বসের**—১১৯
(পাদটীকা দ্রঃ)। পাবা লাউ-এর শূন্য খোলকে, বস্ নামান্তরে 'বাওস', 'বাউস', 'বাওয়াস' বলে।
তু 'বাওয়াস ভাঙ্গিয়া তান পলায়েন।'
—চৈ ভাগবত।
'বাউস বদলে সুবর্ণ কলস লইল।'
—মনসামঙ্গল।

**বস্ত্র**—৪, ১৪, ৩৩, ৮৩, ৯৪
(আ বশ্র, বস্ত, বস্ত্র)। [সং √বস্+ত্র (ণ)]। 'আচ্ছাদন সাধন', বসন, পরিচ্ছদ, কাপড়।

**বহিয়া**—৫৬
'উজানি বহিয়া',—উজানে অগ্রসর হয়ে।
তু 'উছলিয়ে বহি যায়।'—চণ্ডীদাস।

**বহিয়া**—১০৭
প্লাবিত করে, ভাসিয়ে। 'বুক বহিয়া পানি'-বুক ভাসিয়ে (চোখের) পানি ঝরে।
তু 'বয়ান বহিয়া পড়ে নয়নের নীর।'
—রামায়ণ।
[বাঙ্. √বহ্ (সং. √বহ্)+আ=বহা ক্রিয়া)।

**বহে**—৩৫, ১৭২
বহন করে। 'রাজহংস বহে রথ।'

**বহে**—১৫৭
প্রবাহিত হয়। 'অহর্নিশি বহে দুই ধারা। (পাদটীকা দ্রঃ)।
তু 'বয়ান বহিয়া পড়ে নয়নের নীর।'
—রামায়ণ।

**বহে**—১৭২, ১৭৫
'রহে বহে'—ধারণ করে। স্থিতিশীল হয়। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**বহেত পবন**—১৪৫
বাতাস প্রবাহিত হয়।
তু 'রণে ঝড় বয়ে যায়।'—রামায়ণ।

**বহুত**—৪৬
অনেক, প্রভূত, অধিক। [সং. প্রভূত> প্রা. বহুত্ত> বাঙ্ বহুত; হি, মরাঠী, পা, গুজ, মৈ বহুত]।
তু. 'চৈতন্য গণ করে বহুত ভক্ষণ।'
—চৈ চরিতামৃত।
'প্রাণী বৃদ্ধি হইল বহুত।'—ক ক-চণ্ডী।
'এ সখি বহুত কয়ল হিয়া গাহ।'
—বিদ্যাপতি।

**বাই**—১৫৩, ১৬২, ১৭২
বায়ু, প্রাণবায়ু, মন-পবন। [সং বাতিক> প্রা বাইঅ> বাঙ বাই]। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**বাইন**—৮০
বুনানি, দুই তখ্তার সন্ধি বা জোড়মুখ। [সং. বাণি (বয়ন)> বাঙ্ বাইন]।
তু. 'বাইনে বাইনে রাঙ্গঝাল।'—বিষহরি ও পদ্মাবতীর পাঁচালী (দ্বিজ বংশীদাস)।

**বাইল ভাদাই**—৩৪
(ভূমিকা দ্রঃ)।

**বাএ**—১৭৮
বায়, বাজায় (বাঁশী বাএ)। [সং. √বাদি-বাদয় > প্রা. বাজ > বাঙ. √বা, √বাহ

(হ-আগমে)—বাদিত করা, বাজান]।
তু 'পাইক শিঙ্গা বায়।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'কেহ নাচে, কেহ গায়, বায়রে।'
—চৈতন্য ভাগবত।
'বায়নে মৃদঙ্গ বায়।'—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।
'বাইয়ি মোহন বংশ।'—জ্ঞানদাস।

**বাএ—৮৯, ১৩৫**
বায়ুতে, বাতাসে। [সং বা্ত> প্রা বা্অ > বাঙ বা; হি. বায়—বাতাস]।
তু 'বসন নেই ঘন ঘন কর বা।'
—বিদ্যাপতি।
'না লব তাহার বা।'—চণ্ডীদাস।
'সে পদশীতল বা লাগুক কলেবরে।'
—চৈতন্য ভাগবত।
• 'টল.টল করে জল মন্দ মন্দ বায।'
---ভারতচন্দ্র।

**বাও—১৪৫**
বায়ু, বাতাস। [সং বায়ু> প্রা বাউ> বাঙ্ বাউ, বাও; হি বাব্উ; সিন্ধী পাঞ্জা, বা্উ; মরাঠী বা্ব্; ওড়ি বা্অ]।
তু 'বাও নহে, বাতাস নহে, তবে কেনে হেলে।'—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'চো ওরে..করে বাও।'
- —গোরক্ষ বিজয়।
'নাহি বহে বাও।'-- মনসা মঙ্গল।

**বাকপাতা মল—**
তরঙ্গাকৃতি বাঁকা মল বা পদালঙ্কার বিশেষ।
তু 'রজতের মলবঙ্ক।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

**বাঁচাইতে—৪৩**
রক্ষা করতে। [সং √বঞ্চ> প্রা. √বংচ > বাঙ. √বাঁচ; √বাঁচ+আ= √বাঁচা; মৈ. √বচার]।
তু 'মনসা বসিলা মধ্যে লখাই বাঁচাইতে।'
—মনসার ভাসান;
'দেখিব হিঙ্গুর ভূত বাঁচায় কেমনে।'
—ভারতচন্দ্র।

**বাঁটিতে—১০৩**
বণ্ট্‌ন করতে। [সং. √বৃণ্ট > প্রা. (সম্ভাব্য) √বৃংট> বাঙ্. √বাঁট; হি. মৈ. √বাঁট; মরাঠী= √বা্ংট]।
তু. 'যেজনা জানয়ে, সেই সে জীয়ায়, মরণ বাঁটিয়া লেই।' 'বাঁটিলে মরণ, জীয়ে দুইজন।'—চণ্ডীদাস।
'বাঁটিয়া লহবে পঞ্চ ভ্রাতা।'—মহাভারত।

**বাঁশ—২০**
(আ. বাষ)। [সং. বৃংশ> পালি, প্রা. বৃংস> বাঙ্. বাঁস, বাঁশ। হি. মৈ. বাঁস; মরাঠী বাংসা; গুজ বা্ংস; ওড়ি. বা্উশ]।
তৃণ জাতীয় লম্বা গাছ, বংশ, বেণু।
তু. 'বাঁসের আকড়সি হাতে বাগর ফুল সাজি।'
—শূন্য পুরাণ।

**বাঁশী—১২, ১৫, ১৭৮**
(আ বাসি, বাশি)। [সং. বংশী]।
মুরলী।
তু 'ঐ বুঝি বাঁশী বাজে, বনমাঝে কি মনমাঝে।'—রবীন্দ্রনাথ।

**বাক্য—১২৩**
কথিত বিষয়। কথা, বচন। [সং. √বচ্+য (র্য)]।

**বাক্যসিদ্ধ—৪৫**
(আ. বাক্কসির্দ্ধা)। বাক্‌সিদ্ধ, বাক্য বিষয়ে সিদ্ধি প্রাপ্ত, যার বাক্য অব্যর্থ।
তু 'তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্যসিদ্ধ হয়।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

**বাখানি—৪৪**
[সং. ব্যাখ্যান> প্রা. বৃক্খাণ, বৃখাণ> বাঙ্. বাখান (পদ্যের মিলের জন্য ই বা ঈ যোগে বাখানি, বাখানী); হি. মৈ. বখানা মরাঠী বা্খাণ]। ব্যাখ্যা, প্রশংসা, উৎকর্ষ;
তু. 'দূর বেটা চোর আর না কর বাখান।'
—রামায়ণ।

'সর্বরাজ্য হোতে এই রাজ্যের বাখানি।'
—গোরক্ষ বিজয়।
'রূপেগুণে কুলে শীলে সকল বাখানি।'
—মহাভারত।

**বাগম্বার**—৪৪
এক স্থানের নাম।

**বাগার**—১১০
সম্বরা, ফোড়ন। [দেশী; তু. হি. বঘার]। গরম ঘি তেলে মশলাদি ভেজে ডাল ব্যঞ্জনাদির মিশ্রনকে বাঙ্. দেশের পূর্বাঞ্চলে বাগার বা বাঘার দেওয়া বলে। এতে এতে রান্না সুস্বাদু হয়।

**বাঘ**—১০০, ১২৮
[সং. ব্যাঘ্র > পালি ব্যগ্‌ঘ, প্রা. ব্‌গ্‌ঘ> বাঙ্. বাঘ, বাগ; হি. পাঞ্জা, ওড়ি, মৈ. বাঘ; মরাঠী, গুজ. ব্‌াঘ; সিন্ধী-বাঘু; সিংহলী ব্‌গ]। ব্যাঘ্র, শার্দূল।

**বাঘাম্‌বর**—১১৯
(আ. আঘামবর)। বাঘাম্বর, ব্যাঘ্রচর্মবসন, বাঘের ছালের বসন।
তু. 'অর্ধ বাঘাম্বর বটি।'—মহাভারত
'বাঘাম্বর শিবের শক্তি চণ্ডী।'—রামায়ণ।

**বাছা**—১৬, ৩৫, ৫০, ৫৬, ৫৭, ৬০, ৬৩, ৮৮, ১৬৭, ১৬৮
(আ. বাচা, বাছা)। [সং. ব্‌ৎস> পালি; প্রা. বচ্ছ> বাঙ্. (বচ্ছা) বাচ্ছা, বাচচা, বাছা; হি. বচচা, বচ্ছা, বাছা; মরাঠী, পাঞ্জা বচচা; গুজ. বচ্চু; সিন্ধী-বাচ; মৈ. বাচচা, বাচ্ছা]। বৎস, সন্তান-পুত্র, শিশু।
তু. 'বাছা বাছা বলি, ব্যাকুলি চলিলা, হেঁকে।'—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘন)।
'ওরে বাছা তোরে মহাতুষ্ট হইলাম আমি।'
—শিবায়ন।
'ওরে বাছা ব্যাস।'—ভারতচন্দ্র।

**বাছিয়া**—৭৯, ৮২
(আ. বাঁচিয়া)। বেছে, পচছন্দ করে। নির্বাচন করে। [সং. বি√অস্-ব্যস> প্রা. (সম্ভাব্য) √ব্‌স্ (বছ)> বাঙ্. বাছ(?) হি. √বীছ; পা. √বংছুন]।
তু. 'বাছিয়া কটক তুমি লহ।'—রামায়ণ।
'বাছিয়া বানর লহ বনেতে প্রধান।'—ঐ

**বাছুরেক**—১৮০
বাছুরকে (অন্তবর্ণের স্থলে তার পূর্ববর্ণে বিভক্তির এ-প্রয়োগে), গোবৎসকে। [সং. ব্‌ৎসতর> প্রা. ব্‌চ্ছদর, ব্‌চ্ছঅর, (সম্ভাব্য)> বাঙ্. (বাছর) বাছুর, বাছুরি; হি. বাছ্‌রা, বাছ্‌রূ; মরাঠী-বছ্‌রা, বছরী, ব্‌াসরূ; ওড়ি. বাছুরী; অস. বাছুরু]।
তু. 'বাছুর হারায়ে বনে ব্যগ্র যেন গাই।'
—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘন)।
'মিলিয়া বাছুরি সব পিয়ায় তখন।'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**বাজন**—১২
বাদ্যধ্বনি, বাজনা, বাদ্য। (প্রা. √ব্‌জ্জ (ব্‌জ্জই-বীণা) তু. > বাঙ্. √বাজ; বাজ+অন=বাজন]।
তু. 'দেবলোকে ব্রহ্মলোকে আনন্দ বাজন।
—গঙ্গামঙ্গল।
'বাজন নূপুর।'—রামায়ণ।
'রণ বাজন বাজে।'—বিদ্যাপতি।

**বাজনা**—১২
বাদ্যধ্বনি, বাজন। [বাজন> বাজনা]
তু. 'বাদ্যের বাজনা শুনি।'—মহাভারত।
'রামজয় বাজাও বাজনা।'—রামায়ণ।

**বাজারের**—১০৮
হাঁটের, ক্রয়বিক্রয়ের স্থানের। [ফা. বাযার্ (بازار)]।
তু. 'পুষ্পের বাজার পড়ু।'—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**বাযু—৮৭**
হাত, বাহু, উপর-হাত। [ফা. বাযু (بازو), মরাঠি, হি. ব্াজু; Av. bazu, Pahlavi-bazak]।

**বাযুবন্দ—৮৭**
তাগা জাতীয় বাহুর অলঙ্কার বিশেষ। [ফা. বাযু+বন্দ্]।

**বাজে—৮৯**
বাদিত বা ধ্বনিত হয়। [বাঙ্. √বাজ (সং. √বাদ্, √বাধ) +আ=বাজাক্রিয়া; অথবা প্রা. √বজ্জ (বৃজ্জই-বীণা) > বাঙ্. √বাজ; হি. √বাজ; √মরাঠী √বাজ]।
তু. 'কঙ্কণ বাজ।'—বিদ্যাপতি।
'নূপুর হয়ে চরণে বাজিব।'—রামায়ণ।
'বাদ্য ভাণ্ড বাজি আছে।'—চণ্ডিকা বিজয়।

**বাঞ্ছা—১৮**
(আ· বাঞ্ছা)। অভিলাষ, কামনা, সাধ। [সং. √বাঞ্ছ্+অ (ভা)+আ]।

**বাটন—১০৩**
বণ্টন, বিভাগ। [বাঙ্. √বাঁট (সং. √বৃণ্ট > প্রা. বৃংট (সম্ভাব্য); বাঙ্. √বাঁট > বাট+অন=বাটন]।
তু. 'তাহা করিলা বাটনে।'—রামায়ণ।

**বাটা—১২৩**
থালা, বাটি, বড় পাত্র। (দেশী; তু. মৈ. হি. বাট্ট; গুজ. বাটা]।
তু. 'থাল ঝারি বাটা বাটি।'—মহাভারত।
'বাটাজ করিয়া নিল কর্পূর তাম্বূল।'
—শূন্য পুরাণ।
'বাটা ভরে পান দিব।'—ঘুম পাড়ানী গান।
'হাতে তাম্বুলের বাটা।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**বাড়াইল—১৩০**
(হস্ত) প্রসারিত করল। [বাঙ. √বাড়্+আ=বাড়া ক্রিয়া; সং. √বৃর্দ্ধয়> প্রা. √বুড্ঢ, বুড্ঢর; হি. √বঢ়া; মরাঠী √বঢ়রি; মৈ. বঢার]।
তু 'অবহি মদন খাড়ায়ল দীঠ।'
—বিদ্যাপতি।
'বাড়ায়েছি চাঁদে হাত হইয়া বামন।'
—শ্রী ধর্মমঙ্গল (মানিক)।
'হাত বাড়াইল চাঁদে।'—চণ্ডীদাস।

**[illegible]র্তা—১৭১**
বর্ধিত (ও নয়), ক্ষয়প্রাপ্ত (ও নয়)।
'বাড়া টুটা নহে চন্দ্র'—চন্দ্র বাড়েওনা কমেওনা।

**বাড়া—১৭১**
(বাড+আ)। অধিক, বেশী, বর্ধিত।

**বাড়ি—৬৯**
আঘাত, দণ্ডের আঘাত। [দেশী]।
তু 'ভাঙ্গিল দশন..মারিয়া গুবের বাড়ি।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'মারে ধনুকের বাড়ি।'—ঐ।
'গুবের বাড়ি মারে।'—শিবায়ন।
'মারয়ে লোহার বাড়ি।'—মহাভারত।
'বাড়ি মারিয়া তোর পাঞ্জর করতাম গুড়া।'—মনসামঙ্গল।

**বাড়ি, বাড়ী—৮৪, ৯৪**
বাসস্থান, গৃহ। মৌলিক অর্থ বাস্তু সংলগ্ন বেষ্টিত স্থান। এখানে বাসস্থান। [সং. ব্াটিকা, বাটি (উদ্যান)> প্রা. ব্াড়িআ, বাডী> বাঙ্ বাড়ী, বাড়ি; হি. 'বাড়ী'—উদ্যান; মরাঠী, গুজ. 'বাডী'—ঘেরা স্থান; মৈ. 'বাড়ী,—উদ্বাস্তু; তামিল, তেলেগু ব্ড়ু]।
তু. 'ছয় জামাই ছয় চেড়ী, এই হেতু সাত বাড়ী।'—ক. ক-চণ্ডী।

**বাড়ে—৩২**
পরিবেশন করে। [বাঙ. √বাঁট> √বাড় > বাড়া ক্রিয়া]।

তু 'নাহি রান্ধে নাহি বাড়ে।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'রান্ধিয়া বাড়িয়া কাঁকাইলে হৈল বাত।' —ঐ।
'কে রান্ধে কে বাড়ে।'—ভারত চন্দ্র।

**বাড়ে—১৫০**
বৃদ্ধি পায়। [সং √বৃধ্> পালি, প্রা √বুড্ট> বাঙ বাঢ়, বাড, হি, মৈ বাঢ়, মরাঠী √বাঢ়]।
তু 'দিনে দিনে চান্দ কলাসম বাঢ়ি।' —বিদ্যাপতি।
'(পিরিতি) তিলে তিলে বাঢ়ি যায।' —চণ্ডীদাস।
'ধনে জনে বাডে যেবা আমারে পূজয়।' —বাইশকবি মনসা।

**বাণ—৪২**
শর, তীর, তান্ত্রিক মারণ মন্ত্র বিশেষ। [সং √বণ্+ণিচ+অ (র্তৃ)]।
তু 'ভবাণী বাণী বাণ।'—শিবায়ন।

**বাণী—৭০**
উক্তি, বচন, বাক্য। [সং √বণ্ (শব্দ) +অ+ঈ]।
তু "সেনাপতি 'বণ' বাণী যাব।" —চণ্ডিকা বিজয়।

**বাত—৮২**
সমীরণ, বায়ু, বাতাস। [সং √বা +ত(র্ম) —প্রবাহিত]।
তু সুফিশাস্ত্রের 'আব আতস খাক বাত।'
'দূরে বহবি জনু বাত বিভঙ্গ।' —বিদ্যাপতি।
'রাবণের ভয়ে বাত না বহে পবন।' —রামায়ণ।

**বাতাইল—১৬৪**
বুঝিয়ে দিল, বলল। [বাঙ √বাতলা+আন=বাতলান ক্রিয়া; তু হি বাৎলানা]।

**বাতাস—**
বায়ু, পবন, হাওয়া। [সং বাত, হি. বতাস, মৈ বসাত; 'বাসাত' (গ্রাম্য)]।
তু 'বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।' —ভারতচন্দ্র।

**বাতি—৯৮**
দীপ, প্রদীপ, আলো। [সং বর্ত্তি> প্রা বত্তি> বাঙ্ বাতি, হি, মরাঠী, গুজ বত্তী; মৈ বাতী]।
তু 'জ্বালিবের বাতি।'—রামায়ণ।
'আন্ধারের বাতি।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**বাদ—১৭, ৪৮, ১৩৪**
বিবাদ, বৈরিতা। [সং অপবাদ> বাদ? অথবা সং বাধ> বাদ?]।
তু 'কাজী কবিল কীর্তনবাদ।'—নবদ্বীপ পরিক্রমা।
'সঙ্কীর্তনবাদ যৈছে না হয় নদীয়ায়।' —চৈতন্য চরিতামৃত।

**বাদ—৭৯**
বাতাস। [ফা বাদ (باد)—বাতাস; তু সং 'বাত']।
'বাদ বিন্নি'—ঠিক অর্থ বুঝা গেলনা।

**বাদিয়া—১০৮**
(আ বাদীয়া)। বিয বৈদ্য, বেদিয়া, বেদে। এক প্রকার যাযাবর জাতীয় নিম্নশ্রেণীর লোক, সাধারণতঃ নৌকায় বাস করে। এরা বাঁশী বাজিয়ে সাপ ধরে, সাপের খেলা দেখায়, ঝাডফুক করে, গাছ-গাছড়ার বিষনাশক ঔষধ তৈরী ও বিক্রি করে। [আর বা' দি' (بادی)—মরু বাসিন্দা An inhabi ant of the desert) অথবা, বা' দিয়হ (بادیہ)—মরু, অথবা বদ্ (بدو) a tribe of Arabs inhabiting the desert; সং বাদ্য > (স্বরাগমে) বাদিয়> বাদিয়া, বাদ্যা (?)]।

তু 'বাদিআ।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'বাদিয়ার বেশ ধরি, বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী।'—চণ্ডীদাস।
'সাপের আঁটুলি আনে খুঁজি বাদ্যা ঘরে।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**বাদুড়ে—৬১**
(আ বাদুরে)। বড় চামচিকার ন্যায় পক্ষযুক্ত ও স্তন্যপায়ী প্রাণী। [সং. বাতুলি; মরাঠি বটুরী; ওড়ি. বাদুড়া; Eng. bat]।

**বাদ্য—১১৬**
বাদ্যধ্বনি, বাজনা। [সং. √বদ্+ণিচ্ +য (ভা, র্ম)]।
তু 'বাদ্য করে বাদ্যকর কিঙ্কিণী কঙ্কণ।'
—ভারতচন্দ্র।

**বানর—২৬, ১৪৩**
[সং বান+√রা (গ্রহণ)+অ; বন +√রম+অ—বনর+অ]। 'বন ফল গ্রাহী', বনে রমণ কারী; মর্কট, কপি, বাঁদর।
তু 'বানর কণ্ঠে কি মোতিম মাল।'
—বিদ্যাপতি।

**বানাইবে—৫০**
প্রস্তুত বা গঠন করবে। [সং √বর্ণি-বর্ণয় > প্রা. √বণ্ণ, বন্ন > বাঙ (বান) বানা > বানান, বানানো ক্রিয়া, হি, মৈ √বনা]।
তু.'জটা জুট বানাইল বিনাইয়া কেশ।'
—ভারতচন্দ্র।

**বানিজে ডাদাই—১, ৩১, ৫৩**
(পাদটীকা দ্রঃ)।

**বান্দি—১৩৮**
সেবিকা, দাসী, কৃতদাসী, বাঁদী। [ফা. বান্দী; হি.বাঁদী; মরাঠি বাংদী; তু. সং বন্দী]।

তু.'পরদার পাপ বলে বাঁদী রাখে নাই।'
—ভারতচন্দ্র।
'মরিল দুলাল বান্দী।'—মনসামঙ্গল।

**বান্তে পারে—১৩২**
বাঁধতে-র গ্রাম্য রূপ। বন্ধন করতে পারে।

**বান্ধ—৫৬, ৯৭**
(আ বান্দ)। বন্ধন কর, বাঁধ। [সং. √বন্ধ্ > পালি √বন্ধ, প্রা √বংধ> বাঙ্ বন্ধ; হি. মৈ. √বাঁধ; মরাঠী, গুজ √বাংধ]।
তু 'দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিহক বন্ধ।'
—বিদ্যাপতি।
'আমারে বান্ধিতে চাহে।'—মহাভারত।
'তব ভয় পাইয়া বান্ধিয়াছি পাণি।'
—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চা.।

**বান্ধা—১০৭**
(আ. বান্দা)। বন্ধ, বাঁধা। [সং. বন্ধ +আ=বান্ধা]।
তু. 'প্রাণ তোমার ঠাঞি বান্ধা।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'তার মাঝে হিয়ার পুতলি রইল বান্ধা।'
—জ্ঞানদাস।
'হাঁটিতে না পারে চান্দ পায় পড়ে বান্ধা।
—মনসা মঙ্গল।

**বান্ধা—১৩৩**
বন্ধক।
তু. 'বংশী বান্ধা রাখিয়া।'—ভক্তমাল গ্রন্থ।
'বান্ধা. . . .দিয়া চরকা।'
—শ্রী ধর্ম মঙ্গল (ঘন)।
'বান্ধা।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**বান্ধব—১৩৭**
(আ. বন্দব)। মিত্র, সুহৃদ, ইয়ার। এখানে ইয়ার অর্থে। [সং. বন্ধু+অ (অণ্) স্বার্থে]।
তু. 'ঘরের বান্ধবগণ।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**বান্ধুলি—৮৬**
(আ. বানিন্দির)। পুষ্পবিশেষ, বাঁধুলি ফুল। [সং. বন্ধুলি> বাঙ্. বান্ধুলি]।
তু. 'বান্ধুলি বরণ ওষ্ঠাধর।'—মহাভারত।
'বান্ধুলি বন্ধু, অধরে মৃদুহাস।'
—গোবিন্দ দাস।

**বাপ—২৬, ১৬৭**
পিতা, বাবা, জনক। [সং. বৃপ্র> প্রা. বৃপ্প> বাঙ্. বাপ; হি. মরাঠী, গুজ. মৈ. ওড়ি. অস. 'বাপ'; Gr. pappas; L. pappas—tutor; Eng. papa]।
তু. 'তুমি মোর বাপ।'—ভারতচন্দ্র।
'সকল বাপের কথা।'—রামায়ণ।

**বাপু—৯**
পিতা, পিতৃবৎ গুরু। এখানে শেষ অর্থে [বাপ> বাপু; হি. বাপু; মরাঠী বাপু]।
তু. 'অএ বাপু চিননি আমারে।'
—মীনচেতন

**বাপুর—৭৬**
পিতার।
তু. 'কালকেতু বোলে বাপু বৈস এই স্থান।'
—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা।
'বাপুরে আগেতে গিয়া কর নিবেদন।'।
—অশ্বমেধ পর্ব।

**বাম১—৫৭, ৯৩**
অশুভসূচক, প্রতিকূল, বিরোধী। দক্ষিণ দিককে কল্যাণের দিক ধরা হয়। দক্ষিণের বিপরীত অর্থাৎ অকল্যাণের দিক বাম। [সং. √বা+ম (র্তৃ)]।
তু. 'বিধি যদি নহে বামা।'—বিদ্যাপতি।
'বিধাতা বাম।'—মহাভারত।
'পতি মোর বাম।'—ভারতচন্দ্র।

**বাম২—২০, ৭৫, ১১৩, ১২৪**
বাঁ-দিক, ডাইনের বিপরীত দিক, দেহের বাম ভাগস্থ। [বাম১ দ্রঃ]।
তু. 'বাম গণ্ডখানি।'—ভারতচন্দ্র।

**বার—১০৪, ১০৯**
১২ সংখ্যা বা সংখ্যক, দ্বাদশ। [সং. দ্বাদশ> পালি দ্বারস, প্রা. দ্বারহ> বাঙ্. বার; হি. মৈ. বারহ; মরাঠী-বারা; পা. বারাং; ওড়ি. বার]।
তু. 'বারহ'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'তিন জনে বার মুখ পাঁচ হাতে খায়।'
—শিবায়ন।

**বারণ—৯২**
(আ. বারোন, বারন)। নিষেধ, নিবারণ [সং. √বারি+অন (ভা)]।
তু. 'মদমত্তবারণ—বারণ হবে কিসে।'
—বিদ্যাসুন্দর
'বারণ···না মানে।'— ঐ।

**বারুণী—৯২**
(আ. ভারনি)। [সং. বারুণ+ঈ]। শতভিষানক্ষত্রযুক্তা চৈত্রকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি। এ দিনে যে স্নান হয়। তাকে বারুণী স্নান বলা হয়। শনিবারে হলে মহাবারুণী।

**বালক—৩, ৪, ৫, ৪৩**
(আ. বার্লক, বাল্লক)। [সং. বাল+ক (স্বার্থে)]। অচিরজাত, শিশু, অল্প বয়স্ক লোক। সাধারনতঃ ষোল বৎসর পর্যন্ত বালক কাল ধরা হয়।
তু. 'শিবানন্দের বালক নাম চৈতন্যদাস।'
—চৈতন্যচরিতামৃত।
'বালক অজাত পক্ষ এ চারি নন্দন।'
—মহাভারত।

**বালা—৬৪**
বর্তমানে সাধারণ অর্থে বালিকা (বাল-এর স্ত্রীলিঙ্গ)। প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় বালক অর্থে বালা শব্দের প্রয়োগ আছে। [সং. বাল> প্রা. বালা> বাঙ্. বালা; । হি. বালা] 'শুয়ে নিদ্রা যায় বালা করয়ে দেহালা।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'বালা নীলাম্বর, অঙ্গুলি করিয়া নিল পাণ।'
—ঐ।
'বালা নখীন্দর।'—বিষহরি ও পদ্মাবতীর পাঁচালি।
'না পেয়ে বাঘের লাগ লাউসেন বালা।'
—শ্রীধর্মমঙ্গল মানিক।
'শিব শিব বলিয়া বালা ডাকেন ঘন ঘন।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**বালাই**—৭২
আপদ, অমঙ্গল, অশুভ। [আর. বলা' (بلاء) মরাঠী-বলাঈ; পা. বলা, ওডি. বলাই; অস. বিলাই]।
তু. 'মরি তোমার বালাই লয্যা।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'আহা মরে যাই, লইয়া বালাই।'
—ভারতচন্দ্র।
'বালাই লইয়া আমি মরি।'—ভক্তমাল গ্রন্থ।

**বালিশ**—১০৬, ১৩৬
(আ. বালিষ)। উপধান। [ফা. বালিশ্ (بالش); Av. barezis]।
তু. 'তুলার বালিশ।'—মনসামঙ্গল।
'পিরীতি বালিশে আলিস ত্যজিব।'
—চণ্ডীদাস।
'বালিশে আলিস রাখি নৃপভাসি যায়।'
—মহাভারত।

**বালুর**—৯৪, ১১৪
(আ. বালুর)। বালির, বালুকার। [সং বালুকা> প্রা. বালুআ> বাঙ্. বালু; হি. বালু; গুজ. বালু; মৈ. বালু, বালূ; ওড়ি. অস. বালি]।
তু. 'তপ্ত বালুতে পা পোড়ে।'
—চৈ. চরিতামৃত।

**বালমীক**—১০১
(আ. বাল্মীমিক)। রামায়ণ রচয়িতা আদি কবি বাল্মীকি। [সং. বল্মীক+ অ]। পুরাণমতে ইনি বরুণের পুত্র। প্রথম জীবনে এর পেশা ছিল দস্যুবৃত্তি এবং নাম ছিল রত্নাকর। নারদের উপদেশে তিনি ষাট হাযার বৎসর রাম-মন্ত্র জপ করে সিদ্ধিলাভ করেন। তপস্যাকালে, তাঁর সর্বদেহ বল্মীকে (উইঢিবি) আচ্ছাদিত হয় বলে তাঁর নাম হয় বাল্মীকি। ব্রহ্মার উপদেশে ইনি সমস্ত রামচরিত বর্ণনা করেন। একারণে তিনি 'আদি কবি' 'কবিগুরু' নামে অভিহিত।

**বাস**—১২৮
বাসস্থান, বসতি, গৃহ। [সং. √বস+অ (ভা)]।
তু. 'চল নিজ বাস।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'সে থাকে যার হৃদয়-বাসে, সেকি বাসে বাস করে।'—দাশু রায়।

**বাসনা**—৭৬
কামনা, বাঞ্ছা। [সং. √বস্ +ণিচ্+অন- (ভা)+আ]।
তু. 'বাসনার বশে মন অবিরত, ধায় দশ দিক পাগলের মত।'—রবীন্দ্রনাথ।
'জাইবার বাসনা।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**বাসর**—৫৯
[সং. বাসগৃহ> প্রা. বাসঘর > বাঙ্. (বাসঘর) বাসর]। বাসগৃহ, শয়ন মন্দির, বিয়ের রাতে নবদম্পতির শয়ন কক্ষ।
তু 'বেহুলা আছে শয়ন আপন বাসর।'
—মনসামঙ্গল।
'পুত্রবধু শোয়াব বাসরে।'
—মনসার ভাসান।
'সাধুএ করেছেন আজ্ঞা জাইতে বাসরে।'
—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চা।

**বাসাতে**—১৭৭
নীড়, পক্ষীর বাসস্থান। [সং.বাস> প্রা. বাসা; হি.মৈ.বাসা]। (পাদটীকা দ্রঃ)।

তু 'কুরুয়ার বাসা।'--বিপ্রহরি ও পদ্মাবতীর পাঁচালী (বংশীদাস)।

'ফণির বাসায়, যে জন বাড়ায় হাত।'
--স্বপ্ন প্রয়াণ।

**বাসে—১২৫**
গন্ধে, সৌরভে। [সং √বাস + এ (তৃ)]
তু 'পাইয়া ধনের বাস ধায় বেণে খড়কীর পথে।' —কবি কঙ্কণ চণ্ডী।
'তোর মুখে দূর বাস। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**বাহনে—১০৩**
বাহন—যা দ্বারা বহন করা হয় বা যাতে চড়ে যাওয়া যায়। বিভিন্ন পশু বা পক্ষী বিভিন্ন দেব-দেবীর বাহন বলে পুরাণে কথিত আছে। যেমন শিবের বাহন, বৃষ, বিষ্ণুর বাহন গরুড়, দেবীর বাহন সিংহ, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, ইত্যাদি। [সং √বহ + ণিচ + অন (ণ)]।

**বাহির—১১২**
বহির্গত, নিষ্ক্রান্ত। [সং বাহ্য > পালি প্রা বাহির; হি.পা.বাহর, মরাঠী-বাহের, মৈ বহার]।
তু 'ঘরত বাহির নহো।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'কুম্ভকর্ণ হইল যদি গড়ের বাহির।'
—রামায়ণ।

**বাহিয়া—১৫৪**
বেয়ে, অতিক্রম করে। [বাঙ √বাহ (সং √বহ + ণিচ) + আ = বাহা ক্রিয়া]।

**বাহু—৪৫, ৫৫, ৭৮, ৮৭, ১২৫**
[সং √বহ বা √বাধ + উ (তৃ), AV. bazu ফা.বাযু (بازو)]
'শত্রু বাধন সাধন'; ভুজ, হস্ত, হাত।
তু 'বাহু করে টার বালা।'—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘন)।
'বাহুদশে বাজুবন্দ।'—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**বাহুড়িয়া—১৬০**
প্রত্যাবর্তিত হয়ে, প্রত্যাগমন করে, ফিরে। [সং বি-আ + √বুট ব্যাবুট > প্রা √বাহুড (সম্ভাব্য) > বাঙ বাহুড় ক্রিয়া]।
তু 'বাহুডএ কাহ্নরূপ মুরারী।'
—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

'পুনঃ আসে কি বাহুড়ে।'—রামায়ণ।
'বাহুডিল দরিদ্র ব্রাহ্মণ।'—মহাভারত।
'বাহুডিয়া না আসিহ।'
—কবি কঙ্কণ- চণ্ডী।

'বাহুড বাহুড দিদি চল ঘরে যাই।'
—মনসার ভাসান।

**বাহুনাড়া—১২৬**
(আ বাহুনাড়া)। কর সঙ্কেতে আহ্বান।

**বিকল—৩৮, ৩৯, ৬২, ৮৮, ৯৫**
[বিগত কলা যা হতে, বহুব্রী]। কলা-হীন, স্বভাবহীন, অচল, অক্ষম, বিহ্বল, কাতর।
তু 'মোর রূপ দেখি নহ বিকল মুরারী।'
—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

'কান্দিয়া বিকল রাম।'—রামায়ণ।
'তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল।'
— চৈতন্য চরিতামৃত।

'বিনপতি বিকল তবোহতি।'
—গীত গোবিন্দ।

**বিকশিত—১৩৫**
(আ বিকোসিৎ)। প্রস্ফুটিত, প্রকাশিত। [সং বিকসিত]।
তু 'বিকশিত কমল কানন।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'অন্তর মম বিকশিত কর।'—
—রবীন্দ্রনাথ।

**বিকিকিনি—৮১**

(আ বিক্রিকিনি)। বেচা-কেনা, খরিদ ও বিক্রয়। [সং বি-√ক্রী> প্রা. √বিক্ক> বাঙ বিকি, বিকী; হি বিক্রী; বিকি+কিনি=বিকি কিনি]।

তু 'বিকিকিনি।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'বিকিকিনি।'

—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল ও মনসা মঙ্গল।

**বিচার—৩, ৫৩, ১৪৮, ১৫২, ১৬৭, ১৭২**

(আ বিচ্চার, বীচার)। [সং বি+√চারি +অ (ভা)]। প্রমাণ দ্বারা বস্তুতত্ত্ব পরীক্ষণ, মীমাংসা, নিষ্পত্তি কর্তব্যা-কর্তব্য নির্ণয়।

তু 'আমার সনে বিচার না কৈল গর্ব্ব করয়া।'—ক ক-চণ্ডী।

**বিচারিবা—৩.**

বিচার করে, অনুসন্ধান ক (সং বি+√চারি, বাঙ [illegible] হি √বিচার]।

তু 'সর্বশাস্ত্র বিচা[illegible]।'—[illegible]ভারত।

'বিচারিআ চাহ মো[illegible] পবিত্র পসারে।'

—[illegible]কৃষ্ণ কীর্তন।

**বিচি, বীচি—৫১, ৫২, ১১৩**

ফল বা শষ্যাদির ক্ষুদ্র আটি দানা [সং বীজ, মরাঠী বীং]।

তু 'যত বীচি আছে এই অলাবু ভিতর।'

—মহাভারত।

'দাড়িম্ব বীচি।'—[illegible] ক-চণ্ডী।

**বিছনের—৬১**

বিচন (রাজশাহী) বিছন (রংপুর) শব্দ বীজ (চারাগাছ) অর্থে উত্তর বঙ্গে প্রচলিত। 'বিছনের বিনাশ'—যোগের ভাষায় নারী সংসর্গে পুরুষের শুক্র (বিছন) ক্ষয় (অমরত্ব লাভের প্রতিবন্ধক)।

**বিজয়—৩৫**

(আ ব্রিজয)। [সং বি+√জি+অ (ভা)]। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**বিজলীর—১৩৪**

(আ বিজ্জুলির)। বিদ্যুতের। [সং. বিদ্যুৎ> প্রা বিজ্জুলিয়া, বিজ্জুলি আ বিজ্জুনা বিজ্জুলি> বাঙ বিজলী, -লি; হি, পা মরাঠী-বিজলী; গুজ. বিজলী; ওড়ি বিজুলী, অস বিজুলী, বিদুলী]।

তু 'বেকত বিজুলি শোভে চম্পক মালা।'

—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'জানকীর করে তথা পড়িছে বিজুলী।'

—রামায়ণ।

'হাসিতে বিজুলী খেলে।'

—ক[illegible]ক-চণ্ডী।

**বিড়ম্বন—২২,৬১**

(আ বিডমন বিডোমন)। নিগ্রহ, পীড়া [সং √বিডম্ব+অন (ভা)]।

তু '[illegible] আমারে দুষ্ট কর বিড়ম্বন।'

—মহাভারত।

যেই পায় সেই মাত্র করে বিড়ম্বন।'

[illegible] ও [illegible] পাচালী।

**বিড়া—১০৭**

[সং বীটি, বীটিকা, বীটী> প্রা বীড়ি, বাড়িআ বীড়া> বাঙ বীড়া, বীড়ী, বিড়া, বিড়ী হি বীড়া, বীড়ী; মরাঠী-বিড়া, বিড়ী, নে বীড়া, মুণ্ডারি—'বিড়া'—a bundle of Crop; এক বিড়া ধান (ধানের গাছ), এক বিড়া পান (কুমিল্লা)]। সাজা-পান, পানের খিলি; ৮০টা পানে এক বিড়া।

তু 'রসাল পানের বিড়া।'

—মনসার ভাসান (ক্ষেমানন্দ)।

'বাখে ছটা বিড়া বান্ধি খিলি সাজাইয়া।'

—ভারতচন্দ্র

**বিড়বাম্ধাপান**—১০৭
সাজান পান, পানের খিলি।

**বিড়াল**—১৮০
(আ. বিরার)। মার্জার। [সং. বিড়াল; পালি-বিলাল, বিলার; তামিল পুরু(লো); তেলেগু-বিল্লি, পিল্লি; ওড়ি. বিলেই; গ্রাম-বাঙ্. বিল্লী, বিল্লি, বিলাই (পূর্বাঞ্চলে)]।
তু. 'কালো তাবা যাব নাই লো সখি, সে ধনীর নাম বিড়াল চোখী।'—দাশুরায়।

**বিদরে**—১১৬, ১৪২
বিদীর্ণ হয়,ফেটে যায়। [সং বি-√দৃ,—বিদরণ > বাঙ্. বিদর ক্রিয়া; হি.√বিদর]।
তু. '(কুচযুগ দেখি) পাকা দাড়িম্ব বিদরে।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'বুক বিদরিয়া যায।'—শিবায়ণ।

**বিদায়, বিদায়**—৪, ৮২, ১২৩, ১৬৪
গমন, গমনের অনুমতি। [আব. বিদা (وداع)]।
তু 'সুমন্ত্রে বিদায় দিয়া শ্রীবাম চিন্তিত।'
—বামাযণ।
'কথঞ্চিত সভা-প্রতি হইল বিদায।'
—চৈতন্য ভাগবত।

**বিদিত**—১৫০
জ্ঞাত, অবগত, বিখ্যাত। [সং √বিদ্+ত(র্ম)]।
তু. 'ভুবন বিদিত অজের কুলে।'
—কাব্যনির্ণয়।

**বিদ্যা**—২৮, ৬০
(আ. বিদ্যা, বিদ্দা)। জ্ঞান সাধন, তত্ত্বজ্ঞান, বিদ্যাহেতু শাস্ত্র, পাণ্ডিত্য, [সং. √ বিদ+য (ণ)+আ)]। ত্রয়ী (বেদত্রয়ী), আন্বীক্ষিকী (আত্ম বিদ্যা) দণ্ডনীতি (অর্থ শাস্ত্র) ও বার্তা (কৃষি, বানিজ্য (আয়ুর্বেদ ইত্যাদি)—এ চার বিদ্যা; মতান্তরে বেদ চতুষ্টয়, বেদের ষড়ঙ্গ, মীমাংসা ন্যায়, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র—এ চতুর্দশবিদ্যা। শুক্রাচার্য মতে দ্বাত্রিংশৎ বিদ্যা।

**বিদ্যাধর**—৪৪, ১২৪
(আ. বিদ্দাধর)।

**বিদ্যাধরী**—৪৪, ৫৮, ৯০, ১২৪
(আ. বিদ্দাধরি)। 'বিদ্যার ধারক' (বিদ্যাধর)। দেবযোনি বিশেষ। বিদ্যাধর অর্থাৎ সংগীত বিদ্যাধর। পুরাণমতে এরা স্বর্গের গায়ক ও গায়িকা। এরা পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থলে বাস করে। এরা সাধারণতঃ মঙ্গলকামী। অনুচর হলেও এদের রাজা ছিল। এরা মানুষের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করত। নিজে-দের চেহারা ইচ্ছামত পরিবর্তন করতে পারত বলে এদেরকে কামরূপী বলা হত। মতান্তরে এদের বাসস্থান হিমালয় পর্বত।

**বিধাতা**—২
[সং বি+√ধা+তৃ (র্তৃ)]। বিধানকর্তা, স্রষ্টা, প্রজাপতি, ব্রহ্মা, ঈশ্বর। এক মতে বিধাতা মহর্ষি ভৃগুর পুত্র এবং নিয়তি তাঁর স্ত্রী। অন্যমতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার অপর নাম বিধাতা।

**বিধি**—২২, ৫৭, ৯৩
(আ. বীধী)। [√বিধ্+ই]। বিধান-কর্তা, বিধাতা, ব্রহ্মা, স্রষ্টা।
তু. 'বিধি কন বিধি আছে।'—রামায়ণ।
'বিধি তাহে বিধি দিলা।'—ভারতচন্দ্র।

**বিনাশ**—৬১, ৭৯
(আ. বিনাস)। [সং. বি+√নশ্+অ (ভা)]। বিধ্বংস, ক্ষয়, লোপ, বিলয়।

**বিনে**—৬, ১১, ৫৫, ৯২, ৯৩, ১১৮
[সং.বিনা > প্রা. বিণ; হি. বিনি, বিন;

হি. বিন, বিনু]। ব্যতিরেকে, ছাড়া, ব্যতীত।
তু. ''সাধন বিনহি ভাঙ্গল মন্মথমান।'
—বিদ্যাপতি।
'তু বিনে উনমত কান।'—ঐ।
'জল বিনু মীন জনু।'—চণ্ডীদাস।

**বিন্নি—৭৯**
(আ. বিন্নি)। খুব সম্ভব বিন্না (বেনা-ঘাস)-র বিকৃত রূপ।

**বিন্দু—১৫২, ১৬২**
[সং. √বিন্দ (অবযব)+উ]। ফোটা, শুক্র-বীর্য। এখানে বীর্য অর্থে। যোগের ভাষায় নাদ-বিন্দু বলতে ইড়া-পিঙ্গলা নাড়ী দ্বয়কে বুঝায়। (পাদটীকা দ্রঃ)।
তু. 'অমোঘ শিবের বিন্দু।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'বিন্দুপাত।'—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা।
'স্তানস্থানে আস্তব জন্মিয়া আছে বিন্দু।'
—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা।

**বিন্দু বিন্দু—১২৪**
ফোঁটা ফোটা (ঘাম)।

**বিপত্য—১৪১**
(আ. বিপথ্য, বিপর্ত)। [সং. বিপত্তি; ত্তি> ত্য)]। বিশেষ্য বিপত্য বিশেষণ রূপ ব্যবহৃত।
তু. 'বিপত্য সাগর।'
—শ্রী ধর্মমঙ্গল (মানিক)।
'বিপত্ত'।—শ্রী ধর্মমঙ্গল (ঘন)।

**বিপত্তভুবনে—১৭২**
বিপদ সঙ্কুল পৃথিবীতে। [বিপত্য দ্রঃ]।

**বিপতি পাথারে—৫৬**
[সং. বিপত্তি> বাঙ্. বিপতি]। বিপদে পরিপূর্ণ সমুদ্রে।
তু. 'বিরহ বিপতি।'—বিদ্যাপতি।
'ফল ফুল কালে এবে বাড়িল বিপতি।'
—জ্ঞানদাস।

**বিবরণ—৭৭**
(আ. বিভোরন)। ব্যাখ্যান, বর্ণনা, কথন। [সং. বি+√বৃ+অন(ভা)]।

**বিভা—৫, ৬, ৭, ১৩, ৫৭, ৭৫**
[সং. বিবাহ> (হ-লোপে) বিভা, বিবা]। বিবাহ, পরিণয়।
তু. 'বিভাব বেশ।'—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।
'রাজ কন্যা বিভা কৈল।'—অশ্বমেধপর্ব।

**বিভোর—৩৩, ৪২**
[সং. বিহ্বল> প্রা. বিব্ভল> বাঙ্ বিভল > বিভোল, বিভোর]। বিহ্বল, মত্ত, আত্ম-হারা, অভিভূত।
তু. 'কালিন্দী পুলিন, কুঞ্জনব শোভন, নব নব প্রেম বিভোব।'—বিদ্যাপতি।
'নাচেরে ভোলানাথ আপনে বিভোর।'
—মনসামঙ্গল
'বিভোব হইয়া কার বদনে বদন।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (মানিক)।
'মদন মদালসে শ্যাম বিভোব।'
—বিদ্যাপতি।
'পেখনু গৌরাঙ্গচন্দ্র বিভোব।'
—গোবিন্দদাস।

**বিমোচন—৩৩, ৫৩**
(আ. বিম্বোচন, বিমচন)। [বি+√মুচ্+অন)। বন্ধন মুক্তি, মুক্তি।
তু. 'তুমি গর্বিগব-বিমোচন।'—মহাভারত।

**বিয়া—১৭, ১৪২**
[বিবাহ> বিবা, বিভা> বিআ, বিয়া]। বিবাহ।
তু. 'হব গৌবী বিয়া।'—ভারতচন্দ্র।

**বিয়ানি—১৩৪**
বেণী।

**বিয়াল্লিশ—৪২**
(আ. বিয়াল্লিস)। [সং. দ্বা (দ্বি) চত্বারিংশৎ> পালি দ্বা (দ্বি) চত্তালীসতি;

প্রা. বাআলীস; হি. বয়ালীস; মরাঠী বেচালীস; গুজ. বেতালীস; পা বত্তালী; ওড়ি. ব্যালিশ]।
তু. 'বেয়াল্লিশ বাজনা।'—রামায়ণ।
'বিয়াল্লিশ বাজনা।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'বিয়াল্লিস বাজনা।'—মনসারভাসান।
'ব্যাল্লিশ বাজনা।'—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**বিরলে—১৫৩**
(আ. বিরোলে)। নিভৃতে, একান্তে [সং. বি+√রা+অল (র্তৃ)]।
তু. 'আমি থাকিবাব স্থান করিহ বিরল।'
—চৈতন্য ভাবগত।
'তোমা সনে আছে তার বিরল কথন।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'বসিয়া বিরলে'।—চণ্ডীদাস।

**বিরহ—৯৩**
[সং. বি+√বহ (চবাদি)+অ (ভা)]। ত্যাগ, বিচ্ছেদ, অদর্শন।

**বিলাপ—১১৫**
(আ. বির্ল্যাপ)। খেদোক্তি, ক্রন্দন, শোক প্রকাশ। [সং. বি+√লপ্+অ (ভা)]।
তু. 'বিলাপ করেন রাম।'—রামায়ণ।.
'বিরচিত বিবিধ বিলাপ।'—গীত গোবিন্দ।

**বিশেষ—১১৫**
(আ. বিসেষ)। অসামান্য, অসাধারণ, উপশম, লাঘব। [সং. বি+√শিষ্+(র্ম)
তু. 'আছয়ে বিশেষ কাজ।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**বিশ্বাসে—৭**
(আ. বির্শ্বাশে)। প্রত্যয়ে, বিশ্বাস করে। [সং. বি+√শ্বস্+অ (ভা)]।
তু. 'সখ্যে বিশ্বাসময়।'—চৈ. চরিতামৃত।

**বিষ—৮৪, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১৪**
[সং. √বিষ্+অ (র্তৃ); Gr. ios; L. Virus; প্রা. বিস]।
'শরীর ব্যাপক', গরল, হলাহল।
তু. 'কণ্ঠ ভরা বিষ।'—ভারতচন্দ্র।
'বিষ-বিষয় বাসনা।'—শিবায়ন।

**বিষম—৮২, ১০২**
[বি+সম, (বিরুদ্ধ সম)]। দারুণ, দুঃসহ।
তু 'কোপেতে বিষম শাস্তি দিবেক রাবণ।'
—রামায়ণ।

**বিষ্ণু ৬৭**
(আ. বিষ্ণু)। [সং. √বিষ+ণু (র্তৃ)]।
'বিশ্বব্যাপক', 'বিশ্ব প্রবেশক', পরমেশ্বর নারায়ণ, কৃষ্ণ। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমূর্তির একতম ও সৃষ্টির পালক। ইনি দ্বাদশাদিত্যের একতম এবং ইন্দ্রের 'অনুজ' উপেন্দ্র নামে অভিহিত। প্রজাপতি কশ্যপ তাঁর পিতা এবং অদিতি মাতা। লোক রক্ষার্থে বিভিন্ন যুগে তিনি মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি অবতার রূপে জন্ম গ্রহণ করেন এবং অসুর কুলকে বধ করেন।
ইনি ক্ষীরোদ শায়ী। তার শয্যা অনন্ত, পত্নীদ্বয় লক্ষ্মী ও সরস্বতী, পুত্র কামদেব, ধাম বৈকুণ্ঠ, বাহন গরুড়, ধনু শার্ঙ্গ ও চক্র সুদর্শন। তিনি আদি পুরুষ। তাঁর সহস্র নাম।
তিনি পরমাত্মা, পুরুষ, অব্যয়, ঈশ্বর, অনামর ও প্রভু। তাঁর থেকেই এ জগতের সৃষ্টি।

**বিসম্বাদ—৪৫**
[সং বিসংবাদ]। বিবাদ, কলহ, বিরোধ।
তু. 'বিসম্বাদ করিলে কার্য হইবে বাদ।'
—রামায়ণ।
'ভাই সহ করে বিসম্বাদ।'—মহাভারত।
'শিখী তৃণে বিসম্বাদ।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'দেবের সঙ্গে বিসম্বাদ।'
—মহাভারত (বিজয়)।

**বিসারিলে—১৬, ৮২, ১৪০**

বিস্মরিলে, ভুলে গেলে, বিস্মৃত হয়ে গেলে। [বাঙ্ √বিসর (সং বি+√স্মৃ) +আ=বিসরা ক্রিয়া; সং বি+√স্মৃ> পালি √বিস্সর; হি, মৈ √বিসর; মরাঠী, গুজ. √বিসর]।

তু 'তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিনু।'
—বিদ্যাপতি।

'মায়া মোহে বদ্ধ হয়্যা তত্ত্ব বিসরিল।'
—মহাভারত।

'বিসরিতে চাহি নহত পুন বিসরণ।'
—জগদানন্দ পদাবলী।

**বিসার—৩২**

[সং বি+√স্থ+অ (ভা)]। বিস্তার, প্রসার। 'বসন পরিল দেবী ভুবন বিসার।' এখানে 'বিসার' অর্থ উৎকৃষ্ট হতে পারে। তবে বিস্তার বা প্রসার অর্থই অধিক সঙ্গত মনে হয়।

তু 'অযোধ্যা নগরে হল আনন্দ বিসার।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (মানিক)।

**বিহানে—৩০**

প্রভাতে, প্রাতঃকালে। [সং বিভাত, প্রা. বিহাণ; হি বিহান; বাঙ্ বিহান]।

তু 'কোন ন দেখত সখি হোত বিহান?'
—বিদ্যাপতি।

'বিহানে চলিল বাস।'—চণ্ডীদাস।

'তাম্বা চূড়া রাএ হৈল বিহান।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'না জানি বিহান নিশি।'—জ্ঞানদাস।

'বেহান বিকাল যায় দহন সেবনে।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**বিহার—১৬০**

[সং বি+√হৃ+অ (ভা)]। ক্রীড়ার্থে গমন, ক্রীড়া, ক্রীড়াস্থান। এখানে শেষোক্ত অর্থে।

তু 'বিহার যে সব, সে সব কি কব।'
—ভারতচন্দ্র।

**বীজ—১৪৯**

(সং বি+√জন্+অ (কর্তৃ); √বীজ্+অ]। তত্ত্ব; তন্ত্রশাস্ত্রে দেবতা বিশেষের সারভূত বর্ণাত্মক মন্ত্র। a mysticalletter sacred to a deity.

তু 'তুহু বীজ ইহ কর দান।'—বিদ্যাপতি।

'আমি ত ইহার কিছু নাহি জানি বীজ।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**বীজমন্ত্র—১৪৯**

ইষ্ট মন্ত্র, ইষ্ট দেবতার প্রতিক স্বরূপ মন্ত্র।

তু 'বিজয়ার বীজ মন্ত্র।'—ভারতচন্দ্র।

**বীনদের—৯৩**

বিনোদন শব্দের বিকৃত রূপ বলে মনে হয়। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**বীর—১২২**

[সং √বীর্+অ (কর্তৃ); তু Av. vir—a man; Gr. heros; L virilis (Vir—a man, hero); Fr. Viril; Anglo-saxon, Ger. wer-a hero; Eng. Virile]। বীর্যবান, বিক্রান্ত, বলী, শক্তিমান।

তু 'বীর প্রবেশিল গজঠাটে।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**বীর্য—১৬২**

[বীর+য]। শুক্র, রেতঃ। (পাদটীকা দ্রঃ)।

তু 'মহেশের বীর্য দিলে।'—মনসার ভাসান।

**বুক—১০৭, ১১৬**

[সং বুক্ক> বাঙ্ বুক]। বক্ষঃস্থল।

তু 'বুক মেলে চার।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'(তোহারি) গরবে ভরল বুক।'
—চণ্ডীদাস।

'ধন্য মোর বুক তেঞি সহি এতকাল।'
—জগৎমঙ্গল।

'বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে।'
—ভারতচন্দ্র।

**বুজাএ—১৬**

প্রবোধ দেয়, বোধ দেয়, উপলব্ধি করায়। [বাঙ্ √বুঝ (সং √বুধ্)+আন=বুঝান বা বোঝান ক্রিয়া; সং √বুধ্— (বুধ্যতে) বুধ্য> পালি, প্রা. বুজ্ঝ> বাঙ্. (বুঝ, বুজ) √বুজ, √বুঝা; হি. √বুঝ; মরাঠী √ বুজ, √বুঝ; গু. √বুজ; মৈ. √বুঝ, √ বুঝ; ওড়ি. √বুঝিবা]।

তু 'বুঝিলেক এই কন্যা সকলের জেঠ।'
—মীনচেতন।

'বুঝাইলে না বুঝ বড়ই অশক্য।'
—মনসামঙ্গল।

'আন্ধারে বহলু বুঝাই।'—বিদ্যাপতি।

'বুজাই বলিল রাজা সেই পক্ষী আনি।'
—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চা।

**বুঝাএ—১৬, ১৮**

[বুজাএ দ্রঃ]।

তু. 'আন্ধারে বহলু বুঝাই।'—
—বিদ্যাপতি।

**বুজান—৮২**

বুঝানে, সমঝানে। [বুজাএ দ্রঃ]।

**বুড়ি—১২১, ১৩০**

পাঁচ গণ্ডা, সিকিপণ, ২০টা, ২০ কপর্দক। [সং বোড্রী; অপভ্রংশ প্রা. 'বোড্ডিআ' (কপর্দিকা)> বাঙ্ (বোড়ি) বুড়ি, বুড়িকা]।

তু 'দেড় বুড়ি।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'পণে বুড়ি নিরূপন।'—ভারতচন্দ্র।

'আঠার বুড়ি কড়ি।'—শিবায়ণ।

**বুদ্ধি—৬৫**

(আ বুর্দ্ধি)। [সং. √বুধ্+তি]। 'বোধ সাধন', ধী, প্রজ্ঞা, বিচার শক্তি।

তু 'বুদ্ধি বল নেও গো উপায় বল মোরে।'
—মনসার ভাসান।

**বুদ্ধিহত—১২৫**

(আ. বুধ্যিহত)। [সং হতবুদ্ধি]। বুদ্ধিহারা।

তু 'বিক্রহস্ত গৃহস্থ দাঁড়ায় বুদ্ধিহত।'
—ভারতচন্দ্র।

**বুদ্ধিহারা—৬৬**

হতবুদ্ধি।

তু 'বুদ্ধি হারা হইয়াছি শুদ্ধি নাহি পাই।'
—ভারতচন্দ্র।

**বৃক্ষ—৩৯**

(আ. বিক্ষ্য)। তরু, পাদপ, গাছ। [সং. √ব্রশ্চ+স (র্ম)]।

তু. 'নানা পক্ষী এক বৃক্ষে,
নিশিতে বিহরে সুখে।'—রাম মোহন রায়।

**বৃত্তান্ত—৭**

(আ. বীর্ত্তান্ত)। [সং. বৃত্ত (জাত) অন্ত (সমাপ্তি) যাতে, বহুব্রী]। বার্তা, বর্ণনা, সংবাদ।

**বৃথা—৩৪, ৯০, ১০৭**

(আ. ব্রেথা)। [সং √বৃ+থা (র্ম)]। নিরর্থক, অকারণ, ব্যর্থ।

**বৃন্দাবন—৩৭**

(আ. বিন্দাবোন)। বৃন্দার তপস্যা বা বিহারের স্থান। ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণ মতে কেদার রাজ কন্যা 'বৃন্দা' এখানে তপস্যা ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিহার করেন বলে এস্থানের নাম হয় বৃন্দাবন।

মথুরার তিন ক্রোশ দূরে ও যমুনার পশ্চিম তটে এ স্থান অবস্থিত। পুরাণ ইত্যাদি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে, গোকুলে দানবদের ধ্বংস করে পরে বৃন্দাবনে আসেন।

তু. 'বৃন্দাবনে বিহরই মাধব।'
—গোবিন্দ দাস।

'বৃন্দাবন বিপিন।'—গীত গোবিন্দ।

**বৃহস্পতি—১০১**

[সং. বৃহৎ+পতি]। দেবগণের গুরুত্ব-হেতু পতি, সুরাচার্য, দেবগুরু।

বেদে বৃহস্পতি জগতের নিয়ন্ত্রণ কর্তা, সর্বময় পিতা, সর্ব দেবতা স্বরূপ বর্ণিত। তিনি দেবতাদের পুরোহিত।

পুরাণের যুগে তিনি ঋষিরূপে খ্যাত এবং দেবতাদের গুরু। তিনি ঋষি অঙ্গিরার পুত্র, তারা তাঁর স্ত্রী এবং কচ তাঁর পুত্র। চন্দ্র তারাকে অপহরণ করেন। ফলে সংঘর্ষ বাধে। পরে দেবতাদের মধ্যস্থতায় চন্দ্র যখন তারাকে ফিরিয়ে দেন তখন চন্দ্রের ঔরসে তারার গর্ভে বুধ নামক এক পুত্র সন্তান হয়। বৃহস্পতি তারাকে পুনরায় গ্রহণ করেন।

**বেকড়ার—১৩১**

(আ. বেকরার)। প্রতিজ্ঞা বা চুক্তি ভঙ্গকারী। [ফা. বে (ছাড়া, হীন Without) + আব. 'করার'-(قرار) প্রতিজ্ঞা, চুক্তি) = বেকড়ার]।

**বেগর—১০০**

বিনা, ব্যতীত, ছাড়া। [আব. ব্-গ'ইর (بغیر) Without]।

তু. 'বেগর কন্দলে তোর নাহি হয় খেলা।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'শ্যাম চাঁদ বেগোর তোম দোরস্তহোগা নেই।'—নীলদর্পণ।

**বেগার—৬১**

বিনা বেতনে কাজ, অনর্থক। [ফা. বী-গার (بیگار)]।

তু.'বেগার চাহিযা ফিরে রাজনের লোক।'
—মহাভারত।

'তোর গুণধর, যত কারিকর, হইবে দু:খী বেগার।'—ভারত চন্দ্র।

'বৈদ্য বেগার খাটায়।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘন)।

'সহরে পড়িল বড় বেগারের ধুম।'
—বিদ্যাসুন্দর (রামপ্রসাদ সেন)।

**বেগেনার—৬১**

অপরিচিতের, অনাত্মীয়ের, অন্যের, ভিন্ন লোকের। [ফা. বী + গানাহ্ (بیگانه)]।

তু. 'বেগনা পুরুষের সঙ্গে ভুঞ্জিতেছে রতি।'—ময়না মতীর গান।

'তাহার বেগানা হইলাম নছিবের দোষ।'
—পূর্ব বঙ্গ গীতিকা।

'বাংলাদেশকে তো বলতে পারিনা বেগানা দেশ।'—সোনার তরী, সূচনা।

**বেঙ্গ—১৭৯**

[সং. ব্যঙ্গ; হি. বেঁগ; মরাঠী-বেংগ (আলিঙ্গন), বেড়ুক (মণ্ডুক); মৈ. বেঁগ বেঙ্; ওড়ি বেংগ; বাঙ্. বেং, বেঙ্, বেঙ্গ, ব্যঙ্গ, ব্যাং]। ভেক, মণ্ডুক। [সং. বি (বিকৃত) + অঙ্গ = ব্যঙ্গ]। অঙ্গহীন, বিকলাঙ্গ। এখানে যোগের ভাষায় উভয় অর্থেই ব্যবহৃত। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**বেটা—৪২, ৪৮, ৫২, ১৩২, ১৪৬**

[সং. পুত্র > প্রা. বিট্ট > বাঙ্. (বিট) বেটা; হি. মরাঠী, গুজ. মৈ বেটা]। পুত্র, ছেলে।

তু 'না কান্দ বাছা দুর্ভাগার বেটা।'
—চৈতন্য ভাগবত।

'তুই কোন ঠাকুরের বেটা।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

'এখনি প্রসব হৈবে চাঁদপানা বেটা।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘন)।

**বেটি—২৫**

[প্রা. বিট্টা; হি. মরাঠী, গুজ, মৈ. বেটী]। পুত্রী, কন্যা।

'বিশ্বনাথে বেটী দিল বাপ।'—শিবায়ন।

'রান্ধিতে বেটী নিল গুয়া পান।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী

**বেড়াই—৬৩, ৭৮**

ভ্রমন করি, বিচরণ করি। [সং. √বেষ্ট্ > প্রা. বেড্ঢ > √বেঢ় > বাঙ্. বেঢ়,

বেড় > বেঢ়া, বেড়া বেষ্টন করে ভ্রমণ করা অর্থে, পর্যটন করা ইত্যাদি অর্থে]।
তু. 'কাহ্নাঞিঁ বেড়াএ বিছোহে।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'মুকুট উপরে বেড়ায় ফিরি ফিরি।'
—রামায়ণ।

'নানাদেশ বেড়াইয়া উপনীত হইল বর্ধমান।'
—ভারত চন্দ্র।

**বেড়িয়া—৬২**

বেষ্টন করে, ঘিরে। [বাঙ্ √বেড়্ (সং √বেষ্ট্)+-আ (ভা)=বেড়া ক্রিয়া]।

**বেণি—৮, ৮৫**

(আ. বেনি)। [সং. √বেণ+ই, ঈ]। প্রোষিতভর্তৃকার বদ্ধ কেশ, বিনুনি।

**বেদ—১৪৮**

[সং. √বিদ্+অ(র্ম)]। 'ধর্মজ্ঞান সাধন', 'ধর্মাধর্মজ্ঞাপক' ধর্মব্রহ্মপ্রতিপাদক, অপৌরুষেয় বাক্য; শ্রুতি, আম্নায়। ঋক্ যজু ও সাম—এ তিন বেদ 'ত্রয়ী' এবং চতুর্থ অথর্ববেদ। বেদ মন্ত্রসমূহ অপৌরুষেয় বলে কথিত। বেদের কল্প সত্রাদি ছয় অঙ্গ। বেদ থেকে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের উৎপত্তি। এর কর্মকাণ্ড থেকে মীমাংসা দর্শন ও জ্ঞানকাণ্ড থেকে বেদান্ত দর্শন। পরে ইতিহাস ও পুরাণ বেদ পর্যায়ে পঞ্চম বেদ বলে পরিগণিত হয় [ঋক্ বেদ দ্রঃ]।

**বেপার—৬১**

[সং. ব্যাপার> বেপার; হি, মরাঠী, গুজ. বেপার]। বাণিজ্য, বেবসায়, কেনাবেচা।
তু. 'সাত নায়ে কর যে বেপার।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'গুড় বেপারের তরে।'—ভক্ত মাল গ্রন্থ।

**বেবহার—৪১**

(আ. বেবোহার)। [সং. ব্যবহার> বেবহার (অপ্র)]। আচরণ, চরিত্র, প্রথা, আচার, রীতিনীতি।
তু 'সিদ্ধাগণের কেমন জানিলা বেবহার।'
—গোরক্ষ বিজয়।

'কেমনে জানিব আমি দেশের বেবহার।'
—গোরক্ষ বিজয়।

**বেরণ—৬১**

"বেরণ—দাসত্ব। তুলনা—কবি কঙ্কণের 'বের‌ণিয়া'; গ্রীয়ারসনের মানিকচন্দ্রের 'ভরণ' ভরণ (ভৃতি) হইতে।"—ভট্টশালী।
তু. 'বেরুণিযা।'—রায়মঙ্গল (কৃষ্ণরাম)।
'মহাবীর কাটে বন, শুনি বেরুণিয়াগণ, আইসে তারা নানা দেশ হইতে।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'তোমার বেরুণে নাহি সাধ।'—ঐ।
'পালিল পেট করিয়া বেরুন।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘনরাম)।

"[(ফা. বেরূন্) বাহিরের অর্থাৎ ভিন্ন দেশের মজুর।...বেরুণ-ন—বি. বেরুণিয়ার কর্ম; মজুরী। বেরুন—মজুরী ধান্য (বাঁকুড়া)]"—শব্দ কোষ। 'ব্যারন= [ফ কু]-বি, মজুরী, মজুরী স্বরূপ কৃষাণদেরকে দেওয়ার ধান।।'
—আঞ্চলিক ভাষার অভিধান।

ফারসী অভিধানে 'বিরুণ' বা 'বেরুণ' বা এ জাতীয় শব্দের অর্থ মজুরী অর্থে কোথাও নেই। বহিরাগত বা ভিন্ন-দেশীয় অর্থে আছে। যথা: (بیرون) —without, out of doors, exterior, foreign'—Persian, Eng. Dictionary by Dr. Steinglass. 'মজুরী বা 'মজুর' অর্থ বোধ হয় বাঙ্. ভাষার সংযোগ। শব্দটা যে ফা. ভাষা থেকে গৃহীত তাতে কোন সন্দেহ নেই। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**বেলদার**—৩১, ৫০

[ফা.বেল্‌দার্ (بیلدار)—a digger, a pioneer.)]। কোদালিয়া, খনক। মুসলমান আমলে বেলদারগণ, যুদ্ধের সময় গড তৈরী, পরিখা খনন ইত্যাদি কাজ করত। মীর্যা নাথন রচিত 'বাহেরি স্থানে খায়েবী' গ্রন্থে এদের উল্লেখ আছে। উত্তর বঙ্গে 'বেলদার' সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথা ভট্টশালী ও তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

তু.'একাযুত বেলদার আগে আগে ধায়।
উচু নীচু কুপথ সুপথ করে যায়॥'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘনরাম)।

'বেলদারে কাটে জত অবণ্য সকল।'
—রামায়ণ।

**বেশ**—৮৫, ৮৯

(আ বেস)। সজ্জা, পোশাক। [সং √বিশ্+অ (ঘি)]।

**বেশর**—৮৬, ১৩৪

(আ.বেসর)। [দেশী। তু বেশবর> প্রা. বেসহর (সম্ভাব্য)> বেশর, বেসর (?); মরাঠি, হি.বেসর]। অর্ধচন্দ্রাকার নাকের গহনা। তু 'নাকেতে বেশর দিল।'
—রামায়ণ।

'ডান নাকেতে বেসর নথ বাম নাকে।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

'নাসার বেশর পরশ করিয়া ঈষৎ মধুর হাসে।'
—চণ্ডীদাস।

**বেশ্যা**—১৩২, ১৩৪

(আ বেশ্যা)। [সং.বেশ্+য (যৎ)+(স্ত্রী) আ]। বারস্ত্রী, গণিকা, বারাঙ্গনা।

তু.'শ্মশান কুসুম সম বর্জনীয়া বেশ্যে।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘনরাম)।

**বেষ্টিত**—৯৯

পরিবৃত, পরীক্ষিপ্ত।

**বৈঠা**—৮০

(আ বৈটা)। বহিত্র, নৌকা চালাবার ক্ষুদ্র হাত দাঁড়। [সং বহিত্র? দেশী? হি বৈঠা]।

তু 'ডোমনী বহিছে বৈঠা।'—বাইশ কবি মনসা।

'দাঁড় বৈঠা।'—মনসা মঙ্গল (বিজয় গুপ্ত)।

**বৈদ্য**—৬৪

(আ বদ্য)। [সং বিদ্যা+অ]। বিদ্বান, পণ্ডিত; ভিষক, চিকিৎসক, কবিরাজ; হিন্দু জাতি বিশেষ। বৈশ্য এবং শূদ্রের সংমিশ্রণে জাত জাতি বিশেষ। রোগহর, বিষহর, শল্যহর ও কৃত্যাহর ভেদে বৈদ্য চার প্রকারের।

তু.'হরি বৈদ্য।'—রামায়ণ।

'হরি বৈদ্য আমি, হরিবারে দুখ, ভ্রমন করি ভুবনে।'—দাশুরায়।

**বৈরাগ**—১৪০

[সং.বিরাগ+অ]। বিরাগভাব, বৈরাগ্য, বিষয় নিস্পৃহতা, সংসারে অনাসক্তি।

তু.'বৈরাগে চলিলা ত্রিলোচন।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'জ্ঞানের বৈরাগ।'—মহাভারত।

'পরম বৈরাগ।'—ভক্তমাল গ্রন্থ।

**বৈরাগী**—১৩৯

(আ.বৈরাগি)। সন্ন্যাসী, যোগী।

তু.'রাজ-সম্পদময়ে আছিয়ে মৈছে বৈরাগী।'
—বিদ্যাপতি।

'ভণ্ডনা করিয়া লোকে বলাহ বৈরাগী।'
—মহাভারত।

'স্বামীটি তাঁহার সংসারে বৈরাগী।'
—পদ কল্পতরু।

**বৈরাতি**—১৩

বরযাত্রী, বরের সহগামী আত্মীয় কুটুম্বাদি। [বরিয়াতী> বৈরাতী, বৈরাতী, হি বরাতি; মরাঠী, পা.বরাত; মৈ.বরিআত]।

তু.'নড়িল বৈরাত ভাগ।'—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**বৈশাখ—৯২**

(আ. বৈসাখ)। [সং বৈশাখী+অ (অণ্)]। যে মাসে বৈশাখী অর্থাৎ বিশাখা নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী। বাঙ্. অব্দের প্রথম মাস।

**বৈসে—৫৬, ১৫৫, ১৫৭, ১৬০**

(আ. বৈস্বে, বৈসে)। বসে, উপবেশন করে, স্থিত হয়। [সং উপ√বিশ>প্রা. উব্ইস>বাঙ্ (√বইস) √বৈস, বস ক্রিয়া; হি, মরাঠী, ওড়ি √বস]।

তু. 'উলুকের পৃষ্ঠে প্রভু বৈসে।'
—শূন্যপুরাণ।

'পশুপতি বৈসে বাণের মধ্যখানে।'
—রামায়ণ।

'হেন ক্ষিতি তৃণবৎ শিরে বৈসে যাঁর।'
—মহাভারত।

**বোঁটা—১৭৩**

(আ. বোটা)। [সং. বৃন্ত>প্রা. বোণ্ট>বাঙ্. বোঁট, বোঁটা]। বৃন্ত, ডাঁটা. স্তনাগ্র। এখানে বৃন্ত অর্থে।

তু. '(ফুল) কেউ হয়েছে বোঁটা সার।'
---বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

'এক বোঁটায় আমরা দুই ফুল।'
—বঙ্কিম চন্দ্র।

'উর্ধমুখে আছে মাতা পবনের বোঁটা।'
—এখানে পবনের বোঁটা হচ্ছে মন-পবনের বৃন্ত। তৃষ্ণার (ভোগের) প্রতীক যে মন (অপরিশুদ্ধ বোধিচিত্ত, জীবাত্মা) তা ভোগের জন্য সদা উদগ্রীব (উর্ধমুখী)। অর্থাৎ ভোগের জন্য সে সব বন্ধন ভেদ করে বের হয়ে আসতে চায়। তাই সে উর্ধমুখী।

**বোকা—১৩৮, ১৩৯**

সং. বুক্ক থেকে বোকা শব্দের উৎপত্তি বলে ধরা হয় এবং তার অর্থ দাঁড়ায় ছাগ, পাঁটা, নির্বোধ। সেই অর্থে পা. ও হি. বোক, মৈ. বৌক—বুক। কিন্তু বোকা এখানে সচ্ছিদ্র অথবা কানা ভাঙ্গা অর্থে। এই বোকা শব্দ খুব সম্ভব ফা. 'বোক' (بوک)—removing with a stick rubbish from a fountain or aqueduct to make the water move freely]

**বোঝাও—১৫৫**

প্রবোধ দাও।

**বোলাইল—১৬৮**

বুলাইল অর্থে। [সং.√গম্>প্রা.√ ব্োল>বাঙ্. √বুল; সং.√ব্রজ>প্রা. √বুল>বাঙ্. √বুল; √বুল্ল ('বুল্লউ'-ঘূর্ণতু, গুঞ্জন্তু>বাঙ্. √বুল; মরাঠী√ বুল—to crawl about; অস. √বুল; √বুল+আ=বুলা ক্রিয়া]।

আলতোভাবে স্পর্শ করল।

তু. 'হাত বুলায়ে দেখ গলে আছে লেজের চিন।'—রামায়ণ।

'গর্ভে বুলাইল হাত।'—মহাভারত।

'পশুগণের অঙ্গে চণ্ডী বুলানপদ্মহাত।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**ব্যংগ—১৭৯**

[দ্রঃ বেঙ্গ]।

**ব্যঞ্জন—৭৪, ৯৪, ১১১**

ব্যান্নন, রাঁধা তরকারী, সুপশাকাদি অন্নোপকরণ। [সং. বি+√অন্জ্+অন (ভা)]।

তু. 'আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশো আর দিলোঁ।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**ব্যবসা—১৩৬**

(আ. বেবোর্সা)। [সং. বি-অব+√সো+অ (ভা)=ব্যবসায়]। বাণিজ্য, কারবার, চরিত, ব্যবহার। এখানে কারবার (profession) অর্থে।

**ব্যয়**—১৫৯
[সং বি+√ই+অ (ভা)]। নাশ, ক্ষয়, খরচ।

**ব্যস্ত**—৩৪
(আ ব্রেশ্‌ত)। [সং বি+√অস্‌+ত (র্ম)]। ব্যাকুল, অস্থির।

**ব্যাকুল**—৭৬, ১৩১
[সং বি-আ + √কুল্‌ +অ]। ইতি কর্তব্যতাশুন্য, বিহবল, অস্থির।
তু॰ 'নাজে ব্যাকুল দেবী চাহে চারিভিতে।'
—মনসা মঙ্গল (বিজয়)।

**ব্যাখ্যান**—৪৪
(আ ব্যাক্ষান)। বিশদ বিবরণ, কথন, বর্ণনা। [সং বি-আ+√খ্যা+অ+আন]।
তু 'আমারে বলহ মুনি বিয়া ব্যাখ্যান।'
—মহাভারত।
'ভাগবতের ব্যাখ্যান।'—চৈতন্য ভাগবত।

**ব্যাখ্যিত**—৪৪, ৪৫
(আ ব্যাক্ষিত)। বর্ণিত পরিচিত।

**ব্যাঘ্র**—১২৮
(আ ব্রিঘ্র, ব্রেঘ্র) [বি-আ+√ঘ্রা+অ (র্ত)]। শার্দুল, বাঘ।

**ব্যাস**—২০, ১০১
[সং বি-আ+√অস+অ]। মহর্ষি বেদব্যাস। বশিষ্ঠ পৌত্র পরাশর মুনি একদা খেয়া নৌকাযোগে নদী [illegible] কালে ধীবর কন্যা সত্যবতীর সঙ্গে সহবাস করেন এবং ফলে তাঁদের এক সন্তান তৎক্ষণাৎ জন্ম গ্রহণ করে। এ সন্তানকে দ্বীপে নিক্ষেপ করা হয় এবং এঁর বর্ণ কৃষ্ণ ছিল বলে নাম হয় কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। ইনিই মহর্ষি বেদব্যাস। পরবর্তী কালে মাতা সত্যবতীর সঙ্গে শান্তনু রাজার বিবাহ হলে তাঁদের পুত্র বিচিত্রবীর্য নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। বংশ রক্ষার্থে ব্যাসকে নিয়োগ করা হলে তাঁর ঔরসে ও অম্বিকা অম্বালিকা ও শূদ্রা দাসীর গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম লাভ হয়। ইনি মহাভারত, ভাগবত ও অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা, 'ব্যাস-সংহিতা' এর স্মৃতি। ব্রহ্ম সুত্র বা বেদান্ত এর দর্শন। ইনি শাখা ভেদে বেদের বিভাগ বা বিস্তার করেন বলে 'বেদব্যাস' নামে খ্যাত।

**ব্রহ্ম**—৫৩,৬৩
[সং √বৃহ + মন (র্ত)]। 'অব্যয় অব্যক্ত, চিরন্তন সর্ব সৃষ্টি কর্তা, সর্বব্যাপক, স্বয়ম্ভু। ইনি নাম চিহ্নের অতীত, ইনি স্থিতি ও সৃষ্টির কর্তা, ইনি স্বীয় মহিমায় অদ্বিতীয়। ইনি, অদৃশ্য, আদি ও অন্তহীন। অসীম ও অনন্ত, সমস্ত জিনিষ এঁর থেকেই সৃষ্ট এবং সমস্তই এঁতে বিলীন হয়। ইনি কালের ও সীমার অতীত।'—পৌরাণিক অভিধান।

**ব্রহ্মজ্ঞান**—১৪৮
(আ ব্রহ্মগ্যান)। ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধীয় জ্ঞান, তত্ত্ব-জ্ঞান।

**ব্রহ্মগণ্ণ**—৬৩
ব্রহ্ম রজজু, সুষুম্না নাড়ী।

**ব্রহ্মপুরী**—৩৮, ১৫৭
(আ ব্রহ্মপুরি)। ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মার বাসস্থান। পুরাণে বর্ণিত সপ্ত লোকের মধ্যে উচ্চতম লোক অর্থাৎ স্বর্গ, সত্যলোক। মস্তপ্রদেশ অর্থাৎ সহস্রার (১৫৭)।

**ব্রহ্মবাণী**—১৮
ব্রহ্মার বাণী।

**ব্রহ্মলোক**—১৫৬
ব্রহ্মপুরী।

**ব্রহ্মহুতাসন**—২১
ব্রহ্মাগ্নি।

**ব্রহ্মা—৬৭**

মহাপ্রলয়ের শেষে পরম ব্রহ্মের তেজ থেকে যে অণ্ড সৃষ্টি হয় তাতে সেই মহাপুরুষ ব্রহ্ম, ব্রহ্মা রূপে অবস্থান করেন। পরে অণ্ড দু ভাগে বিভক্ত হলে এক ভাগে আকাশ ও অন্য ভাগে ভূমণ্ডলের সৃষ্টি হয়। এর পরে ব্রহ্মা মরীচি, অত্রি অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ ও নারদ-এ দশজন প্রজাপতিকে মন থেকে উৎপন্ন করেন। প্রজাপতিদের মাধ্যমে তিনি সৃষ্টি করেন। সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী, দেবসেনা ও দৈত্যসেনা-এঁর কন্যাদ্বয়। মতান্তরে সরস্বতী বিষ্ণুর স্ত্রী।

**ব্রহ্মাদেব—৬৭**

ব্রহ্মা।

**ব্রহ্মাণ্ড—১৭, ১০২,**

(আ ব্রভাণ্ড, ব্রহ্মভাণ্ড)। মনু সংহিতা মতে, স্বর্ণময় অণ্ড থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি। এ অণ্ডের উর্ধ্বকপালে স্বর্গ, অধঃকপালে পৃথিবী ও মধ্যে আকাশ সৃষ্টি হয়। এজন্য স্বর্গাদিত্রয়াত্মক বিশ্বকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়।

**ব্রাহ্মণ—২, ৭, ৮, ৬৪**

[সং ব্রহ্মণ্ + অ]। ব্রহ্মার অপত্য জাতি বিশেষ। দ্বিজ, বিপ্র। হিন্দু শাস্ত্র মতে ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণের, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়ের, উরু দেশে বৈশ্যের এবং পদতলে শূদ্রের সৃষ্টি। এ চার বর্ণের মধ্যে আদি ও প্রধান বর্ণ।

'প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক শাখার একটি করে ব্রাহ্মণ ছিল। ব্রাহ্মণ ভাগ সংহিতা হতে বিভিন্ন। বৈদিক যজ্ঞের ক্রিয়া প্রণালী, ক্রিয়ার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য নির্ণয় ও ব্যাখ্যা ও আখ্যানাদি বর্ণনা করাই ব্রাহ্মণগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণভাগ সাধারণতঃ গদ্যে রচিত; কিন্তু কোন কোন স্থানে গাথা বা পদ্যময় অংশও আছে। এই ব্রাহ্মণের শেষ অংশের নাম 'আরণ্যক' এবং আরণ্যকের শেষ ভাগ উপনিষৎ। আরণ্যকগুলি গার্হস্থাশ্রমের শেষে নিভৃত অরণ্যে পাঠ্য ছিল বলে এই নাম প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ ভাগে তিনটি বিষয় আছে—(১) যজ্ঞ প্রণালী, (২) অর্থবাদ বা ব্যাখ্যা, (৩) উপনিষৎ বা ব্রহ্মতত্ত্ব।'—পৌরাণিক অভিধান।

এখানে ব্রাহ্মণ শব্দ বর্ণ অর্থে ব্যবহৃত। তু 'ব্রাহ্মণ বদনে হইল।'—শিবায়ন।

## ভ

**ভএ, ভয়—২৮, ৫৯, ৬৭, ৭৯, ১১৮, ১২৮, ১৫২**

ভীতি, শঙ্কা। [সং √ভী+অ (ভা)]

**ভএঙ্কর—১১**

(আ. ভএহুঙ্কার)। [সং. ভয়+√কৃ+অ (র্তৃ)]। ভয়জনক, ভীষণ।

**ভকতি—৭৪**

(আ ভগতি)। ভক্তির কোমল রূপ (পদ্যে)। [সং. ভজ+তি ,(ভা)]। সৃষ্টি কর্তা, দেবতা বা পূজ্য ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, সেবা, আরাধনা।

**ভক্তি—৭৪**

[ভকতি দ্রঃ]।

**ভক্ষণ—৬২, ৭৭, ১০৫, ১০৯**

(আ. ...)। ভোজন, আহার। [সং. √ভক্ষ+অন (ভা)]।

তু. 'সেই জল করিল ভক্ষণ।'

—চৈ চরিতামৃত।

**ভক্ষ্যকে—২৬**

(আ. ভক্ষকে)। ভক্ষণীয়, ভোজ্য। [সং. √ভক্ষ্+য (র্ম)]।

তু. 'অমৃতে কি কাজ যার ভক্ষ্য সিদ্ধিগুলি।

—মহাভারত।

**ভগবতী**—৭, ৬৭, ৬৯

(আ. ভগবতি)। [ভগ+বতী]। 'ভগ-বচ্ছক্তি' দুর্গা, দেবী। মহিষমর্দিনী দুর্গার এক নাম ভগবতী। ইনি ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র, সূর্য, যম, বরুণ পৃথিবী বসুগণ, কুবের, অগ্নি, বিশ্বকর্মা প্রভৃতি দেব-দেবীগণের তেজ সম্ভূতা বলে কথিত আছে। তিনি এঁদের তেজ ধারণ করে এবং এঁদের অস্ত্রের সাহায্যে মহিষাসুরকে বধ করেন। তিনি প্রকৃতি স্বরূপিণী মহামায়াদেবী। রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে অবতারে রামচন্দ্র মানসে রাম ভগবতীর পূজা করেছিলেন। মহিষাসুর, রক্তবীজ চণ্ডাসুর, শুম্ভনিশুম্ভ প্রভৃতি দানবগণ এঁর হাতে নিহত হয়।

দ্র 'তুষ্ট হয়ে সীতারে দিলেন ভগবতী।'
—রামায়ণ।

**ভগীরথে**—৬৮

ভগীরথ—ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা সগর, সগরের পুত্র অংশুমান, অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ। কপিল মুনির শাপে সগরের ষাট হাজার পুত্র ভস্মীভূত হয়। তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে প্রীত করে ভগীরথ পূর্ব পুরুষদের স্বর্গ লাভের বর প্রার্থনা করেন। 'গঙ্গাজলে ধৌত হলে তাঁরা স্বর্গে যাবেন'—এ-বর ব্রহ্মা তাঁকে দেন। গঙ্গার গতিবেগ এক মাত্র মহাদেব ধারণ করতে পারেন বলে ভগীরথ মহাদেবকে তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। গঙ্গার গর্ব খর্ব করার জন্য মহাদেব তাঁকে সহস্র বৎসর জটার মধ্যে আবদ্ধ রাখলে ভগীরথের স্তবে প্রীত হয়ে গঙ্গাকে ছেড়ে দিলে গঙ্গা সপ্ত ধারায় বইতে থাকেন। মধ্য ধারা ভাগীরথকে অনুসরণ করে বলে তার নাম হয় ভাগীরথী। অতঃপর সগর রাজার পুত্রগণ গঙ্গার জলে ধৌত হয়ে স্বর্গে গমন করেন।

**ভগে**—১৫৫

[সং √ভজ+অ (ঘ) র্ম=ভগ; Av. bagha; ভগ—ভজনীয় (ঋগ্বেদ), ভজনীয় দেব]। দ্বাদশাদিত্যের অন্যতম। (ইনি ধনদাতা, পূর্ব ফাল্গুনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, উষার ভ্রাতা এবং প্রেম ও বিবাহের দেবতা।) ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী (শোভা), জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয় জ্ঞান। এ ছয় জ্ঞানের যিনি অধিকারী তিনিই ভগবান। এখানে স্ত্রী যোনি অর্থাৎ প্রকৃতি। (পাদটীকা দ্রঃ)-দ্র 'ভগাঙ্গপুরন্দর।'
—মহাভারত।

**ভগ্নীর**—১১৬

(আ ভগ্নির)। [সং ভগিনী (ভগ+ইন্+ঈ> ভগ্নী]। সহোদরার, বোনের।

**ভঙ্গ**—১২, ১৪, ৩৪, ৫১, ৫৬, ৭৫, ১৫২

[সং √ভন্জ্+অ(ভা)]। চূর্ণন অবসান সমাপ্তি, পলায়ন।

দ্র 'ভিখারীকে ভয় ভাবি ভঙ্গ দেয় পাছে।'
—শিবায়ন।

'দড়বড় দড়ি ছিঁড়ে বৃষ দিল ভঙ্গ।'—ঐ

'রণে ভঙ্গ না দেই অঙ্গদ বুঝো হনুমান।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**ভজ**—২২, ৭০, ৮১

[সং √ভজ্> পালি, প্রা √ভজ, হি. মরাঠী, গুজ, মৈ √ভজ, অস √ভজ] ভজনা কর, উপাসনা কর।

দ্র 'ভজ সেই বিষ্ণু পদ।'—মহাভারত।

'(পদ) ভজিলে ভঞ্জয়ে খেদ।'
—দুর্গাপঞ্চ রাত্রি।

'তোহ্মাতে ভজিলোঁ।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**ভজন**—২৭, ১০৮

[সং. √ভজ্+অন (ভা)]। আরাধনা, পূজা, সেবা।

**ভণে, ভনে**—৭০, ১২৯
(আ. ভুনে)। [ভণ, ভন—সং. √ভণ্ >প্রা. √ভণ; হি. গুজ, অস. √ভণ; মরাঠী-√ম্হণ; মৈ. √ভন]। বলে, মন্তব্য রূপে বলে; বর্ণনা করে, রচনা করে, কীর্তন করে, গান করে।
তু. 'ভণতি বিদ্যাপতি.......এহেন জগৎ নাহি আনে।'—বিদ্যাপতি।
'চণ্ডীদাস ভণে, করি অনুমানে, ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে।'—চণ্ডীদাস।
'কাশী ভণে, কৃষ্ণ জনে কি কর্ম অশক্য।'
—মহাভারত।
'ভাঁড়ু দত্ত সব সত্য ভণে।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর।'—শিবায়ন।
'গীত কবিরত্ন ভণে।'—রামায়ণ।

**ভণ্ড**—১০০, ১৩২, ১৩৮
(অ. ভণ্ডৎ, ভণ্ড)। [সং. √ভণ্ড+অ (ভা)]। পরিহাসক, প্রতারক, শঠ, কপট।
তু. 'নদীয়ায় এত উপজিল ভণ্ড।'
—চৈতন্য ভাগবত।

**ভব**—২৮, ৪৮, ১৩৮, ১৪২
(আ. ভবো)। [সং. √ভূ+অ]। বিদ্য-. মান; ইহলোক, সংসার।
তু. 'ভব নাম ভব করিতে পার।'
—ভারতচন্দ্র।

**ভবানীর**—২২, ৩২
(আ. ভোবানির)। [ভবাণী--(সং. ভব+আনী)]। ভবপত্নী, দুর্গা, পার্বতী।
তু. 'ভয় ভাঙ্গ ভবানী গো ভবের ভাবিনী।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**ভয়ঙ্কর**—১১২
(ভএঙ্কর দ্রঃ)।

**ভমর**—৩৫, ৮৫, ১৫২
[সং. ভ্রমর্>প্রা. ভমর্>বাঙ্. ভমর; গুজ. ভমর, ভমরী; মৈ. ভমর, ভমরা, ভঁবর; মাগধী-ভোবঁরা; সিন্ধী-ভৌক]॥ ভ্রমর, অলি, মৌমাছি, মধুপ।
তু. 'অবসখি ভমরা, ভেল হের পরবশ।'
--বিদ্যাপতি।
'কাজর ভমর তিমির জনু তনুরুচি।'
—পদ কল্পতরু।
'ভমরা ভমরি ধরত তান।'—পদকল্পতরু॥

**ভমর কোঠা**—১৫১
ব্রহ্মরন্ধ্র। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**ভমরা গোকাতে**—৮০
ব্রহ্ম রন্ধ্রে। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**ভর**—৬১, ১৪১
(আ. ভর, ভরো)। [সং. √ভৃ+অ=ভর]। ভার, চাপ।
তু. 'যেই ভিতে হনুমান দেয় কিছু ভর।'
—রামায়ণ।
'গুরুয়া নিতম্ব ভর।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'ভ্রমর ভর স্পন্দিত, নীল পুস্পতুল্য... লোচন যুগল।'—বঙ্কিমচন্দ্র।
'রসের ভরে অঙ্গ না ধরে।'
—গোবিন্দ দাস।

**ভরপুর**—৮১
(আ. ভরিপুরে)। [ভরা-পূরা> ভরপুর; হি. ভরপূর; মরাঠী, গুজ. ভরপুর]। কানায় কানায় পূর্ণ, পরিপূর্ণ।
তু. 'ভরিপুর।'—পদকল্পতরু।
'স্নেহে ভরপুর, নারীর সরল উদার প্রাণ।
—বঙ্গ সুন্দরী, (বিহারীলাল চক্রবর্তী)
'বাদ্যে ভরপুর।'—রবীন্দ্রনাথ।

**ভরসা**—১৩৭
(আ. ভরোসা)। [হি. ভরোসা; মরাঠী-ভরাসা; গুজ. মৈ. ভরোস; ওড়ি. ভরসা; ভরাসা; ভরোসা (পাদকল্পতরু)]। আশা, নির্ভর।
তু. 'মনন্ব ইচ্ছা কর তুমি কার ভরসায়।'
—মহাভারত।

'কিবা ভরসায় আইস কাছে। না জানি মরমে কিভাব আছে।।'—জ্ঞানদাস।
'বনে পরবেশ কৈলে কি ভরসা করি।'
—রায় শেখর পদাবলী।

**ভরা—১৪১**
[ভর (সং. √ভৃ+অ)+আ=ভরা; তু. সং. ভৃত>প্রা. ভরি-অ; হি. ভর]। ভার, চাপ।
তু. 'যার লাগি তো সবারে দিনু দুঃখভরা।'
—রামায়ণ।
'ননদী নাগিনী বিষের ভরা।'
—ভারতচন্দ্র।
'যত ইচ্ছা ভরা দেহ নায়।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'হোরা নায়ের ভরা।'—মনসামঙ্গল।

**ভরিব—৯৪**
[সং. √ভৃ>প্রা. √ভর>বাঙ্. √ভর; হি. মরাঠী, গুজ. মৈ.অস.√ভর]। পূর্ণ- করব, ভর্তি করব।
তু. 'কাম কম্বু ভরি... ঢারত সুরধুনী ধারা।'—বিদ্যাপতি।
'তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী।'
—বিদ্যাপতি।
'সিন্দুর কপাল ভরি দিল।'
—মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা।
'আড়া ভরি ভরি সেচহ জল।'
—মনসা মঙ্গল।

**ভস্ম—২১, ৫১, ৬৫**
(আ. ভর্স্ব, ভর্শ্ব)। [সং. √ভস্+মন (র্তৃ)]। দগ্ধকাষ্ঠ বিকার, ছাই, ভূতি।
তু. 'এক ভস্ম আর ছার দোষ গুণ কব কার।'—ভারতচন্দ্র।

**ভস্মধূল—২১**
ছাইমাটী। [সং. ভস্ম+ধুল]।

**ভস্মময়—৫১**
ভস্মে পরিণত, ছাইয়ে পরিণত।

**ভাই—১, ৪৩, ৬২**
[সং ভ্রাতৃ>প্রা.ভাই (ভাতি) বাঙ্ ভাই; হি, মরাঠী, পা.ভাঈ; মৈ.ভাই, ভাঈ; সিন্ধী, গুজ.ওড়ি ভাই]। ভ্রাতা, সহোদর।
তু 'দুর্যোধন শত ভাই।'—মহাভারত।
'সুখ দুখ দুটি ভাই।'—চণ্ডীদাস।
এখানে শিষ্টাচার পূর্বক সম্বোধন পদ।
তু 'মরবি কেন ভাই।'—রামায়ণ।
'ওরে ভাই কর্ণধার।'—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।
'শুন কর্ণসেন ভাই।'—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘন)।
'সুন্দর কহেন ভাই, ঘোড়া জোড়া ছেড়ে যাই।'—ভারতচন্দ্র।

**ভাও—১২৬, ১৪৩**
[সং ভাব; হি ভাউ; মৈ ভাও]। ভাব, আকার, ভাবগতিক, অবস্থা।
তু 'রাত্রি দিন বাহে নৌকা গাঙ্গের বুঝি ভাও।'—মনসামঙ্গল।
'আসিয়া না বুঝি ভাও।'—গোরক্ষ বিজয়।
'না জানে চান্দ নাগিবার ভাও।'
—মনসামঙ্গল।
'বুঝি মন কার্য্যের ভাও।'—মনসামঙ্গল।

**ভাঁড়—১৩৯**
(আ ভাব)। [সং. ভাণ্ড>প্রা ভংড> বাঙ্ ভাড; হি মৈ ভাড়; মরাঠী-ভাংড]। মৃৎপাত্র, ছোট কলসী।
তু.'ভাল তো আমার ভাঁড়ে মা ভবানী।'
—অমৃত গ্রন্থাবলী।
'মদিরা ভাঁড়।'—মহাভারত।

**ভাগ—১১৮**
[সং. √ভজ্+অ (ভা)]। অংশ, বখরা (share)।

**ভাগবত—২৫, ৭২**
[সং. ভগবৎ+অ]। অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম 'শ্রীমদ্ভাগবত' নামক পুরাণ

বিশেষ। ভাগবতে অধ্যায় শেষে 'মহা-পুরাণ' বলে এর উল্লেখ আছে। ব্যাসদেব এ-পুরাণ রচনা করেন। তাঁর পুত্র শুকদেব পিতার কাছ থেকে শ্রবণ করেন এবং গঙ্গাতীরে ব্রহ্ম শাপগ্রস্ত পরীক্ষিতের প্রার্থনায় এই ভাগবত কথা কীর্তন করেন। শুক মুখে তা শ্রবণ করে সুত, নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি মুনিগণের প্রার্থনায় মুনি মণ্ডলে তা বিবৃত করেন। এই পুরাণের দশম ভাগে শ্রীকৃষ্ণের বিস্তৃত ইতিহাস পাওয়া যায়।

তু 'আর ভাগবত—ভক্তিরসপাত্র।'
—চৈ চরিতামৃত।

**ভাগী—১১৮**

(আ. ভাগি)। [সং. √ভজ+ইন্]। অংশী।

তু 'সুন্দরী, হরিণ বধে তুহুঁ ভেলি ভাগী।'
—বিদ্যাপতি।

'নিমিত্তের ভাগী।'—মহাভারত।

**ভাগীরথী—৬৫**

(আ ভাগরথি)। পুরাণ মতে ভগীরথ কর্তৃক আনিত বলে গঙ্গার অপর নাম ভাগীরথী। (ভগীরথে দ্রঃ)।

[সং ভগীরথ্+অ+ঈ]।

তু 'ভূমে ভাগীরথী।'—মহাভারত।

**ভাগ্যমান—৭১**

(আ ভার্গমান)। [সং.ভাগ্যবান]। সৌভাগ্যশালী।

তু 'মহাপূজা করে মোর যেহি ভাগ্যমান।'
—চণ্ডিকা বিজয়।

**ভাগ্যবতী—৯২, ১০০**

(আ. ভার্গবতি)। সৌভাগ্য শালিনী।

**ভাঙ্গি—১৩৮**

ভেঙ্গে, ভগ্ন বা চূর্ণ করে, খণ্ডিত করে।

[বাঙ্ √ভাঙ্, ভাঙ্ (সং. √ভন‍্জ্)+আ =ভাঙ্গা, ভাঙা ক্রিয়া; হি. √ভঁজ (সং. √ভন‍্জ্); মরাঠী, গুজ. √ভাংগ; অস √ভাগ্]।

তু 'অঙ্কুরে ভাঙ্গল বিনি অপরাধ।'
—বিদ্যাপতি।

'ভাঙ্গিব শিবের ধনু।'—রামায়ণ।

'বাঘার দশন ভাঙ্গি।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'ভেঙ্গে দিব হাড়া।'—শিবায়ন।

**ভাঙ্গেরা—৩০**

[ভাঙ্গ+খোর> (ভাঙ্গোর) ভাঙ্গর, ভাঙ্গরা, ভাঙ্গড়া; হি ভংগড়; মরাঠী, ভংগট, ভংগড; ভাঙ্গরা> ভাঙ্গেরা (অশুদ্ধ)]। সিদ্ধিপানে পটু, ভাঙ্ খোর, সিদ্ধি খোর।

তু.'ভাঙ্গর পাগল ওই না বুড়া।'
—ভারতচন্দ্র।

'যত ভাঙ্গড়গণ তোমার সংহতি।'
—মহাভারত।

'জনক ভাঙ্গর যার কন্যা ও ভাঙ্গর।'
— বাইশ কবি মনসা।

'যতেক ভাণ্ডে মোরে পাগল ভাঙ্গরা।'
—মনসামঙ্গল।

**ভাজন—৩৩, ৪২, ১০৯**

[সং √ভাজ্+অন (ভা)]। উপযুক্ত, যোগ্য, প্রধান।

তু 'অন্ন দিতে যদি আমি হৈব ভাজন।'
—মহাভারত।

'তে-কারণে হইলান আখির ভাজন।'
—রামায়ণ।

'পরম ভাজন।'—রামায়ণ।

**ভাটিয়া সরিবে—৯৫**

ভাটার জলের মত নীচে নেমে পড়বে। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**ভাঁড়াইয়া—১৪২, ১৫০**

(আ.ভাড়াইয়া)। [সং √ভণ্ড> প্রা. √ভংড> বাঙ্. √ভাঁড়া]। প্রতারিত করে, লুকিয়ে।

তু 'বারে বারে ভাঁড়ি যাও কড়ি নাহি দিয়া।'—বাইশ কবি মনসা।
'তুমি যদি ভাঁড় মোরে।'
—বাইশ কবি মনসা।
'ভাঁবাস আমাবে।'
—বিষহরি ও পদ্মাবতীর পাঁচালী।
'বর্বব ভাঁড়াইয়া পূজা খায়।'
—মনসামঙ্গল।

**ভাণ্ড—৬২**
[সং √ভণ্ড্+অ (র্ম)]। পাত্র, আধাব।

**ভাণ্ডার—১৩৭, ১৫৫**
ধন, খাদ্য, অন্ন-বস্ত্র ইত্যাদি সংরক্ষণেব স্থান, ভাণ্ডশালা, ভাঁড়ার।
তু.'জানল মদন ভাণ্ডারক চোরি।'
—বিদ্যাপতি।
'পদবত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নাবি।'—বামপ্রসাদ।
[তু সং ভাণ্ডগার> প্রা ভংডা আর, ভংডার হি, মরাঠী, গুজ, মৈ ভংডার]।

**ভাণ্ডারী—৮০**
[ভাণ্ডার্+ইন্ (ইনি); তু সং ভাণ্ডাগারিন্ > প্রা ভংডাগারি, ভংডারি]। ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ। এখানে ভাণ্ডারের; রক্ষক।

**ভাণ্ডিলে—৫২**
[সং√ভণ্ড্]। প্রতারণা করলে।
তু 'বচন আন্ধারে দিয়া ভাণ্ডহ কেহ্নে।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'কেন ভাণ্ড মোকে।'—মীনচেতন।
'না ভাণ্ডিহ মোরে।'—মহাভারত।

**ভাত—১০০, ১১০, ১১১**
[সং ভক্ত> পালি; প্রা ভত্ত> বাঙ্ ভাত; হি, মরাঠী, গুজ, ওড়ি, মৈ, অস ভাত; পা. ভত্ত; সিন্ধী-ভত্তু]। সিদ্ধ তণ্ডুল, অন্ন।
তু.'হাঁড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।'
—৩৩ চর্যা।
'নিত্য মৃগ বধ করে ভাত আছে ঘরে।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'সুরপতি ভৃত্য নিত্য ঘরে নাই ভাত।'
—শিবায়ন।
'বৃদ্ধকালে তুমি মোরে নাহি দিবে ভাত।'
—চৈতন্য মঙ্গল।

**ভাতি—১৪২**
[সং. ভাঁতি> বাঙ্. ভাতি]। প্রকার।
তু. '(নাগরী) নব নব ভাতি।'
—বিদ্যাপতি।
'লতা নানা ভাতি।'—ভারতচন্দ্র।
'পুরাণ বসন ভাতি, অবলা জনের জাতি, বক্ষা পায় পরম যতনে।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'মালা গাথে নানা ভাঁতি।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**ভাদ্র—৯২**
[সং. ভাদ্রী+অ (অণ্)]। যাতে ভাদ্রী পৌর্ণমাসী আছে। বাঙ্. সনের পঞ্চম মাস।

**ভানু—১৩, ১২৮**
[সং. √ভা+নু (র্তৃ, ভা)। কিরণ্, সূর্য, রবি।
তু. 'হনু ভানু দুই জনে করিব মিতালি।'
—রামায়ণ।
'ভানুর জানে নাসিকাএ যেন কাএ—১৬০' অর্থ ঠিক বুঝা গেলনা। পাঠে ভুল থাকতে পারে।

**ভাব—৫৭**
[সং. √ভাবি-ভাব্য়> পালি √ভাবে; প্রা. √ভাব্; মরাঠী √ভাব্; বাঙ্. √ভাব্+আ=ভাবা ক্রিয়া]। চিন্তা কর, ধ্যান কর, বিবেচনা বা বিচার কর।
তু.'চণ্ডীদাস কয়, এমতি সে নয়, তুমি সে ভাবহ তারে।'—চণ্ডীদাস।
'ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি চিত্তে কৈল সার।'
—মহাভারত।

'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।'
—ভারতচন্দ্র।
'ধর্ম ভাবি তাহার আবেশ যদি হয়।'
—ভারতচন্দ্র।
'আমি ভাবি সদা ভাবি পরমাত্মা পরমেশ্বর।'
—রামমোহন রায়।

**ভাবিত**—৩৭, ৯০
[সং. ভাবি+ত (র্ম)]। চিন্তিত, উদ্বিগ্ন।
তু. 'এতশুনি জ্যেষ্ঠ পুত্র হইল ভাবিত।'
—মহাভারত।

**ভার**[১]—৬৭
[সং. √ভৃ+অ (র্ম); তু. ফা. বার্—বোঝা]। কর্মানুষ্ঠান, যোগ্যতা।
তু. 'পুরুষের ভার যাহা, নারী নাকি পারে তাহা, তুলিতে আপন ভার ভারী।'
—ভারতচন্দ্র।

**ভার**[২]—৫৭
[ভার[১] দ্র:]। গুরু, ভারী।

**ভার**[৩]—৬১, ১৪৩
[ভার[১] দ্র:]। বোঝা, চাপ।
তু. 'সন্দেশের ভার লয়া গেল ভারিগণ।'
—রামায়ণ।
'ভার দুই খণ্ড।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'নিবিড় নিতম্বে অতি ভার।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**ভার**[৪]—১৩৯
[ভাঁড় দ্র:]।
তু. 'নৈবেদ্য দিল ভারে ভারে।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'ভারে ভারে দধি দুগ্ধ ভারে ভারে কলা।'
—রামায়ণ।

**ভারত**—১০১
(আ. ভারোত)। [ভরত+অ (অণ্)]।
ভরতবংশীয় বিষয়ক গ্রন্থ বিশেষ, মহাভারত।
তু. 'পুস্তক ভারত নামধর।'—মহাভারত।
'শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত।'
—ভারতচন্দ্র।
'ভারত আখ্যান', 'গ্রন্থ ভারত।'
—মহাভারত।

**ভারি**—৭৩
[সং. ভারী]। অতিশয়, সমাধিক, বেশী
তু. 'শ্রীরাম বলেন তব বুদ্ধি ভারি নয়।'
—রামায়ণ।
'সুন্দর পয়োধরে নক-খত ভারি।'
—পদকল্পতরু।
'পাবে দুঃখ ভারি।'—চৈতন্য চরিতামৃত।
'মরমে যাতনা ভারি।'—দাশুরায়।

**ভাল**—২৯, ৩৩, ৬০
(আ. ভাল, ভালো)। [সং. ভদ্র (ক)> প্রা. ভল্লঅ> বাঙ্. ভাল; হি. মরাঠী, পাং. ভলা; সিন্ধী ভল, ভলো; মৈ. ভলা]। মঙ্গল, কল্যাণ; শুভ।
তু. 'আহ্মে সহি তোর ভাল চাহি।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'কেহ নাহি কহে কোন ভাল মন্দ কথা।'
—রামায়ণ।
'মেয়ের স্বভাব আমি জানি ভালে ভালে।'
—রামায়ণ।
'ভালে ভালে হাস, অলপে চিহ্ণনু, যৈছন কুটিল কান।'—বিদ্যাপতি।

**ভাল্লুক**—২৬, ১২৮
(আ. ভাল্লুক)। [√ভল্ল্+উক=ভল্লুক; অশুদ্ধ ভাল্লুক]। ভাঁলুক।

**ভাষে**—১২৫
(আ. ভাশে)। [সং. √ভাষ্> পালি, প্রা. √ভাস্> বাঙ্. √ভাস্]। বলে।
তু. 'জগত আনন্দ ভাষই।'
—জগদানন্দ পদাবলী।
'ভাষিল, ব্যাসের মত।'—শিবায়ণ।
"অবোধ যদি উচ্চভাষে, সুবোধ বুঝায়

মৃদুভাষে।'—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'ভূপতি ভাষণে ভাষেন ভগবান।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘন)।

**ভাসা—৬৭**
[ভাস+আ]। ভাসমান, জলের উপরে প্রকাশমান।

**ভাসে—১১২**
[সং. √ভাস্ > প্রা. √ভাস্; হি. মরাঠী, গুজ. √ভাস্; বাঙ্. √ভাস্+আ=ভাসা ক্রিয়া; মৈ. √ভাস্; তু. 'ভাষে' (ভাসে) —শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন]। ভাসমান হয়। জলের উপরে প্রকাশমান হয়।
তু. 'জলে ভাসে শিলা।'—রামায়ণ।
'মুখ মাত্র জলে ভাসে।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

**ভিক্ষা—৮৪, ৯৯**
[সং. √ভিক্ষ্+অ (ভা)+আ]। যাচঞা, প্রার্থনা।
তু. 'ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।
'ভিক্ষা করি বিষ্ণু গৃহে বসিলা।'
—চৈতন্য ভাগবত।

**ভিক্ষুকের—১৩৯**
[সং. √ভিক্ষ্+উ+ক (কর্)]। ভিক্ষণ-শীল, ভীক্ষাজীবী।
তু. 'তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতি-নিধি।'—রবীন্দ্রনাথ।

**ভিখারী—১৩৭**
(আ. ভিকারি. ভিখারি)। [সং. ভিক্ষাকারিন্ > প্রা. (ভিক্খা আঁরি) ভিখারি > বাঙ্. ভিখারী, ভিখারি; হি. গুজ. ভিখারী; মরাঠী-ভিকার, ভিকারী)।
তু. 'পরেরে জে ধন দিয়া য়াপনে ভিকারি।'
—গো. বিজয়।
'শঙ্কর ভিখারি।'—ভারতচন্দ্র।
'আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?'
—মাইকেল।

**ভিঙ্গার—১৬, ১১০, ১৩৬**
[সং. ভৃঙ্গার > প্রা ভিংগার > বাঙ. ভিঙ্গার]। ঝারি, গাড়ু।
তু. 'মুখ পাখালিল ধীরে ভিঙ্গারের জলে।'
—ময়নামতীর গান।

**ভিজা—২১**
[বাঙ √ভিজ্ (সং √অভি-অন্জ্)+আ =ভিজা]। সিক্ত, আদ্র।

**ভিজিল—৬৫, ১০৭**
[সং √অভি-অনজ্ (ভিংজন) ভিজন > বাঙ্ √ভিজ; হি √ভীংজ √ভীজ; মরাঠী, গুজ, সিন্ধী √ভিজা; মৈ ভিজলাহ (সি ?); ওড়ি √ওদা]। আদ্র হল, সিক্ত হল। তু 'বুট ভিজে আর মুগ ভিজে, তাতেই গেল মন ভিজে।'—দাশু রায়।

**ভিতর—৭৪, ১৪৯, ১৫৭**
(আ. ভিতোর, ভিতর)। [সং অভ্যন্তর > প্রা. ভীতর, ভিতরি, ভীতর > বাঙ্ ভিতর; হি. ভীতর; মরাঠী-ভিতর, ভীতর; গুজ. ভিতর; মৈ ভিতরী; ওড়ি. ভিতরি; অর্ধমাগধী আব্‌ভিংতর; পশ্চিমবাঢ় ভিতর, ভিতরি]।
অভ্যন্তর, মধ্য।
তু '(আমি) গাছের ভিতর থাকি।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'ভিতর আবাসে রাম করেন গমন।'
—রামায়ণ।
'লঙ্কার ভিতর।'—রামায়ণ।
'কে তোমারে বলে ভাল, ভিতরে বাহিরে কাল।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**ভিন্ন—১৫৬; ১৫৭**
(আ. ভিণ্ন)। [সং √ভিদ্+ত (র্ত)]। অন্য, আলাদা, পৃথক।
তু. 'ভিন্ন দেশিগণ।'
—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা।

১৭৯
(আ ভুযুঙ্গ)। [ভুজ+ √গম্+অ(র্তৃ)]। 'বক্রগামী', সর্প। (পাদটীকা দ্রঃ)।
তু 'ভুজঙ্গভূষণ।'—ভারতচন্দ্র।

**ভুঞ্জিবে—১০৫, ১৩২**
[সং √ভুজ্ > প্রা √ভুঞ্জ> বাঙ্ √ভুঞ্জ]। উপভোগ বা ভোগ করবে।
তু 'ভুঞ্জিব বসুমতী।'—মহাভারত (বিজয়)
'ভুঞ্জ এহি রাজ্য দেশ।'—গোরক্ষ বিজয়।
'সুখ ভুঞ্জিতেঁ।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'স্বর্গে ভুঞ্জে সেই ফল।'—মহাভারত।
'আপন করমদোষ আপনি ভুঞ্জহ।'
—বিদ্যাপতি।

**ভুবন—১৫, ৩২, ৩৮**
(আ ভুবোন)। [সং √ভূ+অন (তৃ), √ভূ> ভুব্]। পুরাণমতে বিশ্ব স্থূলভাবে, ভূ, ভুবঃ, স্বঃ (পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, স্বর্গ)-এ তিন ভাগে বিভক্ত এবং 'ত্রিভুবন', 'ত্রিলোকী' 'ত্রৈলোক্য' শব্দ দ্বারা পরিচিত। ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্য লোক-এ সপ্ত ঊর্ধ্ব লোক এবং অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল—এই সপ্ত অধোলোক নিয়ে চতুর্দশ ভুবন।

**ভুবন বিসার—৩২**
ভুবন-বিস্তার, ভুবন ব্যাপী প্রসারিত। [বিসার দ্রঃ]।

**ভুরু—৮৫**
[সং ভ্রূ> (স্বরাগমে) ভুরু, ভুরু; হি. ভৌং, ভৌংহ; মৈ ভুহুঁ]। ভ্রূ।
তু 'কামধনু জিনি ভুরু।'—মহাভারত।
'ভুরু দুই ধনুবর।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'ভুরু ভঙ্গে ভবানী ভুবন ভুলে যায়।'
—শিবায়ন।

**ভুলাতে—১৫**
[সং ভ্রান্ত> প্রা ভুল্ল> বাঙ্ (ভুল) ভুল; বাঙ্ √ভুল+আ = ভুলা]। বিস্মৃত করা, মোহিত করা।
তু 'ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্ত পাঁতি তার।'
—ভারতচন্দ্র।
'ভক্তিতে ভজিয়া ভুলায়েছে ভোলানাথ।'
—দুর্গাপঞ্চরাত্রি (কাশিবিলাস)।
'ভেকে ভুলাইয়া পদ্মে ভৃঙ্গ মধু খায়।'
—ভারতচন্দ্র।

**ভুলিবে—৮৩, ৮৮**
[সং ভ্রান্ত> প্রা ভুল্ল> বাঙ্ √ভুল; মরাঠী, গুজ্ √ভুল]। বিস্মৃত হবে, ভুলে যাবে, মোহিত হবে।
তু 'সতী ভুলে নিজ পতি, মুনি ভুলে মৌন।'—চণ্ডীদাস।
'(তব) গিরির আসনে গিয়া বসিল ভুলিয়া।'—ভারতচন্দ্র।
'তা দেখিআঁ না ভুলিলী আইহনের রাণী।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'এ হাতো না ভুলে আর নন্দের নন্দন।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**ভুসন—৭৩, ৮৪**
ভস্ম, ভস্মন-এর অশুদ্ধ রূপ। [সং √ভস্+মন্ (র্তৃ)=ভস্ম]। ছাই, দেহে লেপনার্থ ভস্ম। (ভস্ম দ্রঃ)।

**ভুসুক—৫৪**
ভস্ম, ভস্মন-এর অশুদ্ধ রূপ। [ভস্ম দ্রঃ]।

**ভুমি—১২৯**
(আ ভুমি)। [সং √ভূ+মি (র্ধি)]। 'উৎপত্তিস্থান'; ক্ষেত্র, জমি।
তু 'ভুমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য।'
—চৈ ভাগবত।

**ভূষণ—৭২**
(আ ভুসন)। [সং √ভূষ্ +অন]। অলঙ্কার, আভরণ।
তু 'ভূষণের ভূষণ আমি. আমার ভূষণ কৃষ্ণ।'—দাশু রায়।

**ভূষিত—৮৯, ১৩২**
(আ .ভুষিত)। [সং √ভূষ+ত (র্ম)]। মণ্ডিত, অলঙ্কৃত, শোভিত।

**ভৃঙ্গার—১৬, ৭৪, ১১০**
(আ .ভিৃঙ্গাব)। [সং √ভৃ+আর]। জলপাত্র, ঝাড়ি, গাড়ু। (ভিঙ্গাব দ্রঃ)।

**ভেউর—১২**
[ভেউবব> ভেউব (?)]। বাদ্য যন্ত্র বিশেষ, ভেরী, বড় ঢাক।
তু 'ভেউরি', 'ভেউরী'—মহাভারত; 'ভেউর' —শ্রী ধর্ম মঙ্গল, বিষহরি ও পদ্মাবতী (বংশীদাস), মনসামঙ্গল (বিজয় গুপ্ত)।

**ভেদ—১৮, ৭২, ১০৩, ১২৭, ১৬৫**
[সং. √ভিদ্+অ (ভা)]। ব্যাখ্যা, তত্ত্ব, রহস্য।
তু .'অনুচর হৈতে ভেদ পাইল রাজন।'
—মহাভারত।
'ইহার কারণ শুন কহি তবে ভেদ।'
—ভক্তমাল গ্রন্থ।
'স্বপনে পাইল ভেদ।'—ভারতচন্দ্র।
'নিজ নিজ মন্দিরে, সভে যাই শুতলি, গুরুজন ভেদ নাহি পায়।'
—রায়শেখর পদাবলী।

**ভেদান্ত—১৮, ৫২, ১৪৮**
[বেদান্ত-র অশুদ্ধ রূপ; সং .বেদ+অন্ত]। (বেদান্ত দ্রঃ)। 'ভেদ শাস্ত্র' বলে এক শাস্ত্রের কথা তান্ত্রিক এবং তথাকথিত সুফিদের মুখে শুনা যায়।

**ভেদিল—১৪৮**
[সং. √ভেদ; হি. √ভিদ]। ভেদ করল, রহস্য উদঘাটন করল।
তু. 'পঙ্কজ ভেদিয়া মধু পান করেঅলি।বর
—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা।

**ভোঙার—১৩৪**
(আ .ভোঙার)। [সং .ভ্রূ> প্রা .ভ্রময় (হে), ভোহা > বাঙ্. ভোঁয়া, ভোঁহা > ভুঁড়া (অপ্র); মরাঠী ভোংবূষ্ট]। ভ্রূর।

**ভোগ—২৬, ৫৭, ১০৪**
[সং. ভুজ্+অ (ভা)]। উপভোগ।

**ভোজন—৩২, ৭৩, ১০৯**
[সং. √ভুজ+অন (ভা)]। ভক্ষণ, আহার।
তু .'তাম্বুল ভোজন।'—চৈ ভাগবত।
'সই, ভোজন বিস্বাদ হৈল।'—চণ্ডীদাস।

**ভোলা—৮২**
[বিহ্বল> প্রা. বিব্ভল> বাঙ্ (বিব্ভোল) ভোল> ভোলা]। বিহ্বল, ভ্রান্ত, নারীকলা মোহিত।
তু. 'মুনি মন হয় ভোলা।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'আপনা পাসরি সব ভোলা হইল চিত।'
—গোরক্ষ বিজয়।
(আলাভোলা দ্রঃ)।

**ভোলানাথ—১, ৩০, ৩৩**
[ভোলা+নাথ; অর্বাচীন সং] শিবের এক নাম ভোলানাথ।

**ভ্রমণ—৩৬, ৪২**
[সং. √ভ্রম্+অন (ভা)]। পর্যটন, চলন।

**ভ্রমর—১৩৫**
[সং. √ভ্রম+অর]। অলি, মধুকর। (ভমর দ্রঃ)।
তু .'পুরুষ ভ্রমর জাতি।'
—বাইশকবি মনসা।

**ভ্রমে**—১২২, ১২৯

[বাঙ্. √ভ্রম (সং. √ভ্রম)+আ=ভ্রমা ক্রিয়া; সং. √ভ্রম্ > পালি, প্রা. √ভম্; হি. √ভ্রম্]। ভ্রমণ করে, ঘুরে বেড়ায়।

তু. 'কে তুমি একাকী ভ্রম নিজ্জন কানন।'
—মহাভারত।

'ভ্রমই ভবন বনে জনু অগেয়ান।'
—গোবিন্দ দাস।

**ভ্রমিলাঙ**—৪০

ভ্রমণ করলাম।

## ম

**মউরে**—৪৮

[সং. ময়ুর > প্রা. মউর > বাঙ্. মউর, মউর; হি, মরাঠী, গুজ, মৈ. মোর]। ময়ুরে। ময়ুর—শিখী, কলাপী।

তু. 'জাএ মউর গমনে।'—গোরক্ষ বিজয়।

'মউর পুচ্ছর।'—শূন্যপুরাণ।

'মউর-পতাকা।'—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

'মউর মউরিগণ ঘন দেই নাদ।'
—পদকল্পতরু।

**মএনামতী, মঞেনামতী, মএনা, ময়না**—১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০, ২৮

(আ. মএনা মুন্ত্রি, মঞেনামুন্ত্রি, মএনা, ময়না)। (ভূমিকা দ্রঃ)।

**মএ**—৬৬

[সং. ময়ট্]। চিত্ত, বিকার।

**মএশ্বর**—৬৭

মহেশ্বর-এর অশুদ্ধ রূপ। শিব, মহাদেব।

**মএশ্বরী**—৩২

(আ. মএর্শ্বরি)। উমা, পার্বতী, দুর্গা। [মহেশ্বরীর অশুদ্ধ রূপ]।

**মকর**—৬৮, ১৭৮

(আ. মগর, মকর)। পৌরাণিক জল-জন্তু বিশেষ, গঙ্গাদেবীর বাহন; কন্দর্পের ধ্বজচিহ্ন; কুবেরের 'নিধি' বিশেষ; রাশিচক্রের দশম রাশি। [সং. মুখ+√কৃ+অ]।

তু. 'আমি মৎস্যতে মকর।'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

'মকরে মানুষ কাটে'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**মকর কুণ্ডল**—১৭৮

মকরাকৃতি কর্ণভূষন, মকরাকার কুণ্ডল বিশেষ।

তু. 'মকরকুণ্ডল'—মহাভারত ও চৈতন্য-চরিতামৃত।

'মকর মনোহর কুণ্ডল।'—গীত গোবিন্দ।

**মকরন্দ**—৩৫, ৮৭

[সং. মকর+√দা+অ]। 'কামদাতা', পুষ্পমধু, পুষ্পরস।

তু 'মুখে মকরন্দ।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'পাদ মকরন্দরস।'—চৈতন্য মঙ্গল।

**মকসের**—১৭৯

অর্থ বুঝা গেলনা। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**মগম**—১৬২

'আগম মন্দির মধ্যে মগম দুয়ার' পদে মগম শব্দের অর্থ উদ্ধার করা গেলনা। পাঠে ভুল আছে বলে মনে হয়। প্রকৃত পাঠ খুব সম্ভব 'অগম মন্দির মধ্যে নিগম দুয়ার'। সেক্ষেত্রে পাঠ অথবোধক হয়।

**মগ্ন**—১৪

[সং. √মস্‌জ্+ত]। নিবিষ্ট।

**মঙ্গল**—১৩

(আ মোঙ্গল)। [সং √মঙ্গ (গতি)+অল]।

শুভ; কল্যাণকর দ্রব্য, কল্যাণকর আচার অনুষ্ঠান।

তু. 'মঙ্গল রচিয়া বসিয়া আছে দুইজনে।'
—চণ্ডিকা বিজয়।

'অন্তরীক্ষে দেবগণ মঙ্গল উচচারে।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**মঙ্গলাচরণ—৬**
নির্বিঘ্নে কার্য সমাপ্তির জন্য কার্যারম্ভে করণীয় মঙ্গলানুষ্ঠান। [কর্মধারয়]।
তু. 'প্রথমে শ্লোকে কহি সামান্য মঙ্গলাচরণ।'—চৈতন্য চরিতামৃত।

**মচ্ছ—৬২**
(আ. মচ্ছ্)। [তু সং. মৎস্য> পালি, প্রা. মচ্ছ; হি, মরাঠী, গুজ. মচ্ছ]। মৎস্য, মাছ।
তু. 'গচি মচ্ছ'—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**মছন্দালি, মছলন্দি—১, ৩২**
মীননাথের বিভিন্ন নাম। (ভূমিকায়, মীননাথ দ্রঃ)।

**মঞ্জরে—৯১**
• (আ• মযরে)। [সং. √মঞ্জ+অর= মঞ্জর ক্রিয়া]।
মঞ্জর যুক্ত হয়, মুকুলিত বা পুষ্পিত হয়।
তু 'শুষ্ক কাষ্ঠ ছিল, পল্লব মঞ্জরিল।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'মৃত বৃক্ষ মঞ্জরিল।'
শ্রীধর্ম মঙ্গল (মানিক)।

**মটকে—১২৬, ১৩৪**
কটাক্ষে, চক্ষুর উদ্দেশ্যমূলক ইঙ্গিতে। [হি. √মটকা; মরাঠী √মটকা; বাঙ. মটকা ক্রিয়া]।
তু. 'শুক্রাচার্য পুনঃ পুনঃ আঁখি মটকায়। বাক্য অপহ্নব করিবারে যে কহয়॥'
—ভক্তমাল গ্রন্থ।
'মুচকি মুচকি হাসে আঁখি মটকিয়া।'
—ভক্তমাল গ্রন্থ।
'আঁখি মটকিয়া হাস।'—জ্ঞানদাস।

**মণি—১৭৯**
[√মণ্+ই; তু. L. monile; Ger. mane, Mahne]।
অশ্মজাতি, মুক্তাপ্রবালহীরকাদি।
তু. 'যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মাননা মণি।'—রবীন্দ্রনাথ।

**মণ্ডপে—৫৯**
[সং. মণ্ড+√পা+অ(র্তৃ)]। মণ্ডপায়ী, ফেনপ; পূজা, বিবাহ, সভা ইত্যাদির জন্য নির্মিত ছাদযুক্ত চত্বর বা স্থান; চান্দোয়া ঢাকা স্থান।
তু 'সাজ বাড়াইয়া দিল মণ্ডপ ভিতরে।'
—শূন্যপুরাণ।
'পুষ্পবাক্ষ নামে শিব মণ্ডপ ভিতর।'
—মহাভারত।
'একাই মণ্ডপে বন্দোঁ এ চারি দুআর।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'তখন মণ্ডপে গিয়া দিল দরশন।'
—রামায়ণ।

**মণ্ডল—৮৮, ১১৭**
[সং √মণ্ড+-অল (র্তৃ)]। 'মণ্ডলবান' বৃত্তাকার; গোলাকার স্থান; স্থান। 'দুকুচ-মণ্ডল'—বৃত্তাকার স্তন যুগল (৮৮) 'ভব মণ্ডল'—গোলক।

**মত—৬১, ১৩৭**
(আ মত, মোত)। [সং মৎ> প্রা. মংত > বাঙ্. (মন্ত) মত; মরাঠী-মংত] সদৃশ, তুল্য।
তু. 'যেন জন্মান্তরে তোমার মত গুণের দেবর ভাই।'—সীতার বনবাস।

**মতি—৫৩, ৬৭, ৬৯, ১৪২**
[সং √মন+তি (ভা)]। ভাব, মতি-গতি, চিত্ত।
তু. 'বীরের ধন লইতে না করিস মতি।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'সমাধান বুঝাবারে ওঝা কৈল মতি।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**মতে—১১৫**

[সং. √মন্+ত(র্ম) মত]। প্রকারে। 'কি মতে'—কি প্রকারে, কি প্রকারে।

তু. 'বহুমতে ভ্রাতা তার করে নিবারণ।'

—মহাভারত।

**মতিচুর—১২৪**

[হি, মরাঠী-মোতীচুর]। একরকম মিষ্টি বিশেষ. মিষ্টিদানা দেখতে চূর্ণ মতির মত বলে মতিচুর বা মতিচুর?

'দন্তমতিচুর'—মতিচুরের ন্যায় দাঁত।

**মত্ত—৫২, ৯৭, ১১৬**

(আ. মর্ত্ত)। [সং √মদ্+ত(র্ম)]। মদ্যমদ বিহ্বল, সুরাদি পানে বিহ্বল, প্রমত্ত, মাতাল।

**মৎস্যের—১১৭**

(আ মর্শ্চের)। মাছের, মীনের। [সং √মদ্+স্য=মৎস্য]।

**মথনে—১০৩, ১৬১**

[সং. √মথ্+অন (ভা, র্তৃ)]। মন্থনে, বিলোড়নে, ঘোটনে।

তু. 'এক লক্ষ নৃপ সৈন্য করিল মথন।'

—মহাভারত।

'সমুদ্র মথন।'—মহাভারত।

'দধিমথনে।'—গো. বিজয়।

**মথুরা—২৭, ৪৮, ৬০**

[সং. √মথ্+উর+আ; মধুপুরা (মধুপুরী)>মধুরা>মথুরা অথবা মধুরা (মনোহরা)>মথুরা (?)]।

পুরাণমতে মধু নামে এক দৈত্য তপস্যা করে মহাদেবের নিকট থেকে এক শূল পায়। মহাদেবের বরে এ শূল যতদিন মধুর পুত্রের হাতে থাকবে ততদিন তাঁর মৃত্যু হবেনা। মধু এ বর পেয়ে এক সুরম্য পুরী নির্মান করে নাম রাখে 'মধুপুরী' এবং তার পুত্র 'লবণ' এর হাতে শূল অর্পণ করে সমুদ্রে প্রবেশ করে। লবণের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মুনিগণের প্রার্থনায় রামের আদেশে শত্রুঘ্ন লবণকে বধ করেন।

যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত এ নগরী মধু দৈত্য কর্তৃক নির্মিত বলে এর নাম মধুপুরা বা মথুরা। মথুরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান ও কংসের রাজধানী। বর্ত্তমানে মথুরা আগ্রার অন্তর্গত।

**মদ—৯৭**

[সং. √মদ্+অ (ভা)]। ও 'মত্ততা সাধন', মদ্য, সুরা।

পুরাণমতে মহর্ষি চ্যবনের সঙ্গে বিবাদে ইন্দ্র চ্যবনকে বধ করার মানসে বজ্র নিক্ষেপ করেন। চ্যবন মন্ত্র বলে যজ্ঞাগ্নি থেকে এক ভীষণাকার দৈত্য সৃষ্টি করলে সেই দৈত্য ইন্দ্রের বজ্রকে গ্রাস করে ফেলে। এই দৈত্যের নাম মদ।

পরে ইন্দ্র চ্যবনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে দেবতাদের ভয় দূর করার জন্য চ্যবন এই দৈত্যকে কামিনী, সুরা, দ্যূতক্রীড়া, মৃগয়া ইত্যাদি চার অংশে বিভক্ত করেন।—(দেবী ভাগবত)।

**মদন—৯২, ১৪২**

[সং. মদ্+নিচ্+অন(র্তৃ)]। 'মদয়িতা' কাম; প্রেম ও কামের অধিদেবতা, কামদেব অতনু, পঞ্চশর।

কালিকা পুরাণ মতে ব্রহ্মা সন্ধ্যাকে সৃষ্টি করার পর মন থেকে এক অপূর্ব সুন্দর পুরুষ সৃষ্টি করলেন। পুষ্পময় পঞ্চশর ও কুসুমকার্মুকে শোভিত এই সুন্দর পুরুষ দেবতাদের চিত্ত মথিত করেছিলেন বলে এর নাম 'মন্মথ', অসাধারণ কামরূপী বলে 'কাম', মহাদেবের দর্প চূর্ণ করেছিলেন বলে 'কন্দর্প' এবং

দেব, দানব, গন্ধব, কিন্নর, মানুষ, পশু-পক্ষী প্রভৃতি সকল প্রাণীর চিত্তকে মত্ত করে বলে 'মদন'।

দক্ষের দেহজাত কন্যা 'রতি'-র সঙ্গে মদনের বিবাহ হয়। দেবতাদের অনুরোধে মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ করতে গেলে মহাদেবের অগ্নিবাণে মদন দগ্ধ হয়ে যায়। মহাদেবের সঙ্গে পার্বতীর বিবাহ হলে মদন শাপমুক্ত হয়ে নিজ দেহ ফিরে পান।

**মদন কান্দ্র—৮৫**

খুব সম্ভব রমণীর ভ্রূযুগলকে 'মদন কেন্দ্র' বলা হয়েছে। লিপিকর প্রমাদে 'মদন কান্দ্র'।

• **মদন•বিলাসী—৯২**

রতিবিলাসী, রতিক্রিয়ায় আগ্রহী বা পটু।

**মধু—৯২, ১৩৬**

[সং √মন+উ(ণে); তু Gr. methu; Ger. meth; Lithuanian–mdus, medus; Eng. mead]। পুষ্পরস, মকরন্দ, মউ, অমৃত।

তু 'উহ মধু-জীব তুহু মধু বাশে।'
--বিদ্যাপতি।

'মধুকর তৃপ্ত কর মুখ-মধু দিয়া।'
--ভক্তমালগ্রন্থ।

**মধুর—১৫, ৫৮, ১২৪**

(আ. মধুর, মধুর)। [মধু+র]। মধুযুক্ত, মিষ্ট, ললিত।

তু. 'মধুর সঙ্গীত।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**মধুর মধুর—৫৮**

অতি মধুর।

তু 'মধুর মধুর করতাল।'—বিদ্যাপতি।
'মধুর মধুর বোলে।'—নবদ্বীপ পরিক্রমা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

**মধ্য—১৪১**

[সং. √মন+য(র্ম)]। মধ্যবর্তী, অন্তরস্থ, মাঝ।

তু. 'মণ্ডলের মধ্যে রবি মহিমায় করেন বিরাজ।'—রবীন্দ্রনাথ।

**মন—৫, ২১, ২২, ৩২, ৩৪, ৪৫, ৪৯, ৫৩**

(আ. মোন, মন)। [সং. মনস (মনঃ) > পালি 'মন'-মনাপ, প্রা. মণ; হি, মরাঠী, গুজ, মৈ. 'মন'; 'মণ'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তণ]। চিত্ত, হৃদয়, অন্তকরণ, অভিলাষ; সংবৃত বোধিচিত্ত, জীবাত্মা (যোগের ভাষায়); প্রবৃত্তির মোহে আবদ্ধ সংসারচিত্ত।

তু 'মনঞি চিন্তহ কুতূহলে।'—শূন্য পুরাণ।
'অনুরাগ-ছুরি, বৈসে মনোপরি, জাতির বাহির সে।'--চণ্ডীদাস।
'মনমৃগী সেই কালে, পড়িল রূপের জালে।'
—জগদানন্দ পদাবলী।

'যে পাপ করিতে যদি থাকে তব মন।'
--রামায়ণ

**মন, মণ—৫২**

[আর মন(من); সং মান; হি, মৈ. মন; মরাঠী, গুজ. মণ; ওড়ি মহণ]। ৪০ সের।

তু 'মণে মণে মাপে....মোহর।'
--বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

'পাঁচ মোন সোনা।'--ভক্তমালগ্রন্থ।
'মণ লক্ষ বার।'--ভারতচন্দ্র।

**মন-পবন—১৬০**

বৃক্ষ বিশেষ। সাধারণ অর্থে রূপকথার রাজ্যের দুটি বা একটি কল্পিত গাছ।

তু. 'হিজল কাঠের নৌকা, মন পবনের বৈঠা।'—পদ্মা পুরাণ, 'বাইশ কবি মনসা' প্রভৃতি কাব্যে একটি গাছ অর্থেও ব্যবহৃত।

যোগের ভাষায় চঞ্চল [চিত্ত অর্থাৎ কামনা-বাসনার মোহে আবদ্ধ সংবৃত্ত বোধচিত্ত। (পাদটীকা দ্রঃ)।
তু. 'মন পবন বেণি করণ্ডকশালা।'—১৯ চর্যা।

**মনঝুরে—৮৫, ৮৮**
মনঝুরে যাতে, মন আকৃষ্ট হয় যাতে। ভট্টশালী আদর্শের মঞ্জুর-কে অনিন্দ্য অর্থে ধরেছেন আরবী 'মঞ্জুর' শব্দ হিসাবে। আর. 'মঞ্জুর' (منظور) শব্দ সম্মতি, স্বীকার (Sanction) অর্থে ব্যবহৃত। বাঙ 'মঞ্জু' (শোভন, মনোরম, মনোজ্ঞ) শব্দ ধরলে অবশ্য অর্থবোধক হয়। কিন্তু মঞ্জুর শব্দ নয়। 'মন-ঝুরি' শব্দ ('যাহা দেখিলে মন ঝুরে বা গলে'—শব্দ কোষ) প্রাচীন সাহিত্যে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়। এখানে মন ঝুরে অর্থে।

**মনস্কাম—২৮, ১০০**
(আ. মোনসকাম)। মনস্কাম, মনোবাঞ্ছা।

**মনাই—৫৬**
(আ. মোনাই)। যোগের ভাষায় ব্যবহৃত মনাই শব্দ চঞ্চল চিত্ত অর্থাৎ সংবৃত্ত বোধিচিত্ত অর্থাৎ বিষয়-বাসনার জালে আবদ্ধ জীবাত্মা হিসাবে ব্যবহৃত। মনাই এবং তনাই অর্থাৎ মন এবং দেহ। (মন ও পাদটীকা দ্রঃ)।

**মনস্তাপে—১১৬**
(আ মোনস্তাপে)। [সং মনস্ + তাপ = মনস্তাপ]। মনঃপীড়ায়, মনঃ কষ্টে।

**মনুষ্য—২১, ১১৪, ১৭৭**
(আ. মনুস্য, মনুর্শ্য)। [সং. মনু + য (ধ্য) অপত্যার্থে]। মানুষ; মানব জাতি; পুরুষ।
তু. 'শুনিয়া রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইল।'—চৈ. চরিতামৃত।

**মনুরাই—৮০**
মন, চঞ্চল চিত্ত; ১৯ চর্যার 'মন-পবন'। (মন-পবন দ্রঃ)। [আর. মন্‌নূর (منور)]।

**মনোবাঞ্ছা—**
(আ. মনবাঞ্ছা)। মনস্কাম।
তু. 'মনবাঞ্ছা পূরিব তোমার।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (মানিক)।

**মনোহর—১২**
(আ. মনুহর)। [সং. মনস্ + হৃ + অ(র্তৃ)]। চিত্তদ্রাবক, চিত্তাকর্ষক, রমণীয়, সুন্দর।
তু 'পবিগলোগন্ধে জন মনোহরে।'
—অমরকোষ।
'কোন হয় সোনের না হয় মনোহর।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘন)।

**মন্ত্র—১৪৯**
[সং. √মন্ত্র + অ (ভা)]। গুপ্ত পরিভাষণ, গুপ্তবাদ, মন্ত্রনা, পরামর্শ; রহস্য, গুপ্তকথা।
তু 'মন্ত্র পরি স্বামীনে হানিবে পঞ্চবাণ।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**মন্ত্রী—**
[সং মন্ত্র + ইন্]। 'মন্ত্রবান' মন্ত্রনাকুশল সচিব, অমাত্য।

**মন্দ—৩৩, ৮৭, ১৭৩**
(আ মন্দ, মোন্দ)। [সং. √মন্দ + অ(র্তৃ)। কটু, কর্কশ।
তু 'সে মন্দ হোক, আমি মন্দ না হইলে আমায় কে মন্দ করিবে।'—বঙ্কিমচন্দ্র।

**মন্দা—১৪৫**
(আ মোন্দা)। [সং. মন্দ; হি. মংদা]। ক্ষীণ, অল্প, কম, মৃদু।
তু. 'পথশ্রম হবে মন্দা কিনিহ তোড়ানি জোন্দা।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'মন্দা মন্দা'—মৃদু মৃদু। 'মন্দা বাও'—মৃদু বাতাস।

**মন্দির**—১৩৬

[সং. √মন্দ+ইর (ধি)]। 'নিদ্রাস্থান', গৃহ, ভবন; দেবালয়, উপাসনালয়।

তু 'পিতৃমন্দির।'—মহাভারত।

'কারে দিব বিনোদ মন্দির।'

—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**মন্দিরা**—১২

(আ. মন্দুরা)। [সং মন্দ্র> (স্বরাগমে) মন্দিরা, তু সং মঞ্জীর]। মন্দ্রধ্বনিযুক্ত ছোট কাঁসার বাটির করতাল বিশেষ।

তু 'মুরজ মন্দিরা।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী ও চৈতন্য মঙ্গল।

**ময়**—৬৬

(মএ দ্রঃ)।

**ময়না**—৭৬

[সং মদন সারিকা; প্রা মযণা, মরাঠী, হি মৈনা]। পক্ষী বিশেষ। বালিকার আদরের নাম, খা স্বভাব নারী, কুটনী। এখানে ময়নামতী। (মএনামতী দ্রঃ)।

**মরণ**—১৯, ৩৫, ৫৬, ৬৪, ৭৭, ১১২, ১১৪, ১৫৯, ১৭২

(আ মরোন, মরন)। [সং √মৃ+অন (ভা)]। মৃত্যু, নাশ।

তু 'রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে।' 'মরণরে, তুহু মম শ্যামসমান।'

—রবীন্দ্রনাথ।

**মরি**—৬০, ৬৮, ৮৭

[বাঙ্ √মর্ (সং √মৃ)+আ=মরা ক্রিয়া, সং √মৃ> পালি,প্রা √মর; বাঙ্. √মর; হি, মরাঠী, গুজ, °মৈ √মর; ফা. মর্দান্ (مردن); Av. √mar; L. mori; Fr. Mou-rir]। প্রাণত্যাগ করে, মরে।

তু.'দেখিব করিয়া দ্ব মরি কিবা মারি।'

—রামায়ণ।

'আপনি মরিবে ধাতা ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর।'

—মহাভারত।

'ভবিষ্যৎ ভাবি কেবা বর্তমানে মরে।'

—ভারতচন্দ্র।

**মরা**—

[সং মৃত> প্রা মড> বাঙ্ মড়া, মরা; ওড়ি মলা, সিন্ধী মুঅ]। মৃত, মৃতদেহ, শব।

**মর্ত**—২৫, ১১৭

(আ মর্ত্ত)। [সং √মৃ+ত (র্তৃ)]। মর-লোক, পৃথিবী, মনুষ্যলোক।

**মর্ম**—৬১, ১২৪

(আ মর্ম্ম)। [সং √মৃ+মন্ (ধি)]। তত্ত্ব, রহস্য, গূঢ় অর্থ।

তু 'আপনে না জান কেনে আপনার মর্ম।'

—বিষহরি ও পদ্মাবতীর পাঁচালী (বংশীদাস)।

'হানে নারীমৃগী মর্ম।'—চৈ চরিতামৃত।

**মল**—৮৮, ১৩৫

নূপুর জাতীয় পদোলঙ্কার বিশেষ। [দেশী]।

তু 'পা ... মল।'

—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘন)।

'মল্ল তো' —শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'মল্লতোড়ন।'—চণ্ডীদাস।

**মলয় গিরি**—৩৮

(আ মোলাই গিরি)। [সং মলয় (√মল+অয়)+গিরি]। দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা, স্বর্গীয় উদ্যান, নন্দন কানন।

**মলিন**—৯১, ১৪০

[সং. √মল+ইন (র্তৃ)]। বিষণ্ণ, ম্লান।

তু 'কাজল মলিন কুচকঙ্কুম পাখালে।'

—রায়শেখর পদাবলী।

**মশারী—১৩৭**

(আ. মসরি)। [সং মশকহরী > মশহরী > বাঙ. মশারী]। মশার উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার নিমিত্ত শয্যার উপরে খাটাবার জন্য বস্ত্র নির্মিত আচ্ছাদন।

তু. 'মাশূরী', 'মসারি।'—রামায়ণ।

'পাটের মশারি।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**মস্তক—৫৪, ৬৯, ৭৩, ৯৯, ১২০**

(আ. মশ্তক, মস্তক)। [সং. মস্ত+ক)]। মাথা, শির।

**মহন্ত—৩, ৩০, ৪৫**

(আ. মহোন্ত, মোহন্ত)। [সং. √মহ+অন্ত (র্ম); তু. সং. মহৎ > প্রা. মহন্ত (মহামুনি); হি, পা. মরাঠী, গুজ. মহংত; বাঙ্. মোহন্ত, মহন্ত]। মঠস্বামী, মঠাধ্যক্ষ, সাধু, সন্ন্যাসী।

তু. 'মহন্ত মুনির ঠাঁই, আমার নাহি বড়াই।'

— গঙ্গামঙ্গল।

'এই মত স্তুতি করে সকল মহান্ত।'

—চৈ. ভাগবত।

'মহান্ত সব ভক্তি রস-দক্ষ।'

—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**মহল—৩০**

[আর. মহ'ল ( محل )]। গৃহ, ভবন, অট্টালিকার এক অংশ (রাণীমহল)।

তু. 'আনন্দে রহিলা মাতা আপন মহলে।'

— চণ্ডিকা বিজয়।

'সপ্তম মহলে তোলে চণ্ডীর দেউল।'

—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'মহল দুয়ারে আসি ডেকে কন রায়।'

—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘন)।

'মহলে নাহিক মহারাজা।'

—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘন)।

'শ্রীমতির মহল।'—ভক্তমাল গ্রন্থ।

**মহাকাল—৯২**

সংহার মূর্তিধর শিব, শিবের রুদ্ররূপ। এখানে মহাসর্বনাশের কারণ। [কর্মধারয়]।

**মহাকালের—৯৫**

মাকালের। মহাকালের এক অর্থ মাকাল ফল।

**মহাজন—৬০, ৭৭**

মহাপুরুষ, সাধুপুরুষ, মহাত্মা। [কর্মধারয়]।

তু. 'ক্রোধ হইয়া কামবাণ টানে মহাজন।'

—মীনচেতন।

'মহাজন কৃষ্ণদাস জান এসকল।'

—চৈতন্য মঙ্গল।

'আমা সভা ছাড়ি কোথা গেল মহাজন।'

—মহাভারত।

'তুমি ত পণ্ডিত মহাজন।'—মনসামঙ্গল।

'কি বলিতে পারি আমি শুন মহাজন।'

—মহাভারত (বিজয়)

**মহাভারী—৯১**

অত্যন্ত ভারী; অত্যন্ত বেদনাময়।

**মহামাই—১৬৫**

[সং. মহামায়া > প্রা. মহামাঈ > বাঙ্. মহামাই (অপ্র); হি. মহামাঈ]।

দুর্গা, পার্বতী। এখানে ময়নামতী।

**মহামায়া—২৭, ১০২**

(আ. মহামএয়া)। [মহতী মায়া যার, বহুব্রী]। দুর্গা; শিবজননী, শিবপত্নী।

**মহারস—৬১, ১৬০**

(আ. মহারষ)। [বহুব্রী]। শিববীর্য, বীর্য পারদ। পারদ শিববীর্য, এহেতু মহারস।

**মহারাজার—৫৯**

সম্রাট, মহারাজ, নৃপতি। [মহান্ রাজা-কর্মধা]।

তু. 'ডাকিয়া বলেন সীতা শুন মহারাজ।'

—রামায়ণ।

**মহাশএ—১০২, ১৫৬**

(আ. মহাসএ)। [সং. মহান আশয় যাঁর, বহুব্রী]। মহানুভব, মহাত্মা।

তু. 'মহাশয় যুধিষ্ঠির।'—মহাভারত (বিজয়)

'নন্দ মহাশয়।'—চৈতন্য চরিতামৃত।

'অধোমুখি হইল মহাশয।'—মহাভারত।

**মহি—৪৮**

[সং. মিহ্+ই (র্ম)]। 'পূজ্য', পৃথিবী।

'মহিতল'—ভূতল। পৃথিবী।

**মহিমা—২২, ২৫**

[সং. মহৎ+ইমন্)। মহত্ত্ব, বিশালতা, মাহাত্ম্য]।

তু. 'ইহাতে কি আমার মহিমা।'

—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

"'শ্রী হরিদাস মহিমা কথনং।'

—চৈ. চরিতামৃত।

**মহেশ্বর, মহেশ্বরী—**

(মএশ্বর, মএশ্বরী দ্রঃ)।

**মা, মাও—৯, ২২, ৫০, ৫৮, ৭৮, ১৪২, ১৭৩**

[সং মাতৃ> প্রা. মাআ, মাউ> বাঙ্. 'মা'; প্রাচীন বাঙ্. মাঅ; মধ্য বাঙ্. মাও, মাঅ; হি. মাঁ, মাঈ; মরাঠী; গুজ. মা, মাঈ; পা. মা; মৈ. মাই, মাঈ, মাএ; ওড়ি. মা]। মাতা, জননী।

তু. 'মা হওয়া কি মুখের কথা।'

—রামপ্রসাদ।

'মা মা বলিয়া রাম উঁচৈচঃস্বরে ডাকে।'

—রামায়ণ।

'মাও'—[সং মাতৃ> প্রা. মাউ> বাঙ্. মাও]

তু. 'রজ বীজে জনম তার নাহিক বাপ মাও।'—শূন্যপুরাণ।

'না চিনিস বাপ মাও।'

—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'দুর্গতি নাশিতে মাও দেবেক করি দয়া।'—চণ্ডিকা বিজয়।

**মাই—১৬৫**

[সং. মাতা> প্রা. মাই (প্রা. মাআ> মায়া > মাইয়া> মাই?)]। মাতা।

তু. 'জগতের মাই।'—মীনচেতন।

'আস্তিক মুনির মাই।'—মহাভারত।

**মাএ—৫৮, ৭৮, ১৮২**

মায, মাতায়।

**মাংস—৬১, ৮০**

(আ. মাংষ, মাংস)। [সং. √মন্+স (র্ম)]। পিশিত, আমিষ, গোশ্‌ত।

**মক্কাএ—১৬৬**

মক্কায়? পাঠের ভুলের জন্য ঠিক অর্থ বুঝা গেলনা।

**মাকেড়ার—১৭৬**

মাকড়া-র আঞ্চলিক রূপ। [সং. মর্কট > প্রা. মক্কড> বাঙ্. মাকড়; হি. মাকড়া, মকড়ী; মরাঠী-মাক (বানর); মৈ. মকবা]। উর্ণনাভ, মাকড়সা, মাকড়।

তু. 'মাকড়েব ডিম্ব হেন তোব লঙ্কা দেখি।'

—রামায়ণ।

'মাকড়ের জালে যেন বান্ধা গেল হাথী।'

'মাকড়েব হাথে যেহ্ন ঝুনা নারীকুল।'

—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**মাখ—৬৩**

[সং. √ম্রক্ষ্> পালি, √মক্খে, প্রা. √মক্খ> বাঙ্√মাখ; √মরাঠী √মাখ)। লেপন কর।

তু. 'ঘন কবে মাখ ছাই।'—ভারতচন্দ্র।

'মাখী'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**মাগুয়া—১০০**

[সং. মাতৃগ্রাম> পালি মাতুগাম; প্রা. মাউগ-গাম> বাঙ্. (মাউগা) মাউগ> মাগ; মাগ (স্ত্রী) থেকে মাউগা, মাগুয়া (স্ত্রৈণ); মৈ. 'মাগু'—স্ত্রী]।

তু. 'মাউগা জুগি বলি বাপু না দিও জে খোটা।'—মীনচেতন।

'মাগু মৈল।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**মাঘ—৯২**

[সং. মঘা+অ]। মাঘী পৌর্ণ মাসীযুক্ত মাস, দশম মাস।

**মাগিয়া—৮৪**

[সং. √ মার্গ্-মার্গয়্ > প্রা. √ মগ্গ, মংগ (সম্ভাব্য)> বাঙ্. √মাগ, √মাঁগ, √মাঙ; হি. মৈ. √ মাঁগ; মরাঠী, গুজ. √ মাগ]। প্রার্থনা করে, চেয়ে, ভিক্ষা করে।

তু. 'ভিক্ষামাঙ্গে।', 'মাঙ্গিল বিদায়।'

—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী·

**মাঝার—১৪৯**

(আ. মাজার) [মজ্ঝ আর > বাঙ্. মাঝার, মাজার (অপ্র.); হি. মঝার]। মধ্য, ভিতর।

তু. 'হিয়ার মাঝারে, যতনে রাখিব, বিরল মনের কথা।'—চণ্ডীদাস।

'গগন মাঝার।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'মালাটি হিয়ার মাঝারে দোলে।'

—গোবিন্দদাস।

**মাঝে—১১৯, ১৫৪**

[সং মধ্য > পালি, প্রা মজ্ঝ > বাঙ্. মাঝ, মাজ (অপ্র.); হি মংঝা; মরাঠী মাজ; পা মংজ, মংঝ, মাজক্; সিন্ধী-মংঝু; মৈ মাঁঝ]। মধ্যে, অভ্যন্তরে, মাঝখানে।

তু. 'দ্বার কর পর্বতের মাজ।'—গঙ্গামঙ্গল।

'আয়ুধের কড়কড়ি জোয়ানের মাজে।'

—শিবায়ন।

'(ফুলধনু) লুকায় মাজার মাঝে।'

—ভারতচন্দ্র।

'কেশরী জিনিয়া মাঝ।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**মাঞ্জা—৮৮, ৮৯, ১৩৫**

[সং. মধ্য> পালি, প্রা. মজ্ঝ > বাঙ্. মাজ (মধ্য) > মাজা> মাঞ্জা]। মধ্যদেশ, কটিদেশ।

তু. 'মাজা অতি ক্ষীণা।' 'মাঝা মৃগরাজ-তুল।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'খিন্য মাঞ্জা।', 'মাঞ্জা মোটা।'

—ময়নামতীর গান।

**মাজিয়া—৭৪**

মাজিয়া (মেঁজে) ঘসে, পরিষ্কার করে।

[সং. √মৃজ্> পালি, প্রা. √মজ্জ> বাঙ্. √মাজ (ঘসে পরিষ্কার করা); হি. √মাঁজ; পা. √ মাংজ; মরাঠী √মাংজ, √মাজ; ওড়ি. √মাজি]।

তু. 'কোধনী মাজিছে গা।'—চণ্ডীদাস।

'গন্ধ আমলকী দিয়া মস্তক মাজিল।'

—চৈতন্য মঙ্গল।

'তনু সিন্দুরে মাজিয়া।'—ভারতচন্দ্র।

**মাটিতে—৬১**

মৃত্তিকাতে, ভূমিতে। [সং. মৃত্তিকা> পালি মত্তিকা, প্রা. মট্টিআ, মিত্তিআ> বাঙ্. মাটি, মাটী; হি. মট্টি, মাটি, মিট্টি; মরাঠী-মাতী; পা. মিট্টী; গুজ. মাটী, মিট্টী, সিন্ধী-মিটী; ওড়ি মাটী; মৈ. মাটী; পূর্ব বাঙ্. মাড়ি]।

তু. 'কেঁপে গেল সিমূলের মাটী।'

—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘন)।

'এই মাটি গো, এই পৃথিবী।'

—রবীন্দ্রনাথ।

**মাণিক—৩২, ৩৫**

(আ. মানিক, মানীক)। [সং. মাণিক্য > প্রা. মাণিক্ক > বাঙ্ (মাণীক) মাণিক; হি. ঐ; মরাঠী মাণীক; মৈ. মাণিক]। মাণিক্য, পদ্মরাগ।

তু. 'মাণিক অঙ্গুরী।'—মনসার ভাসান।

'মাণিকে করিল চক্ষুদান।'

—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'গোকুল-মাণিক কে হরি নিল।'

—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**মাতা**—১, ৫৬, ১৭৩
(আ. মাথা, মাতা)। [সং. √মা+তৃ (র্তৃ); তু ফা মাদার (مادر); Av. matar; Gr. meter; L. mater; Ger. mutter; Anglo-saxon moder; Eng. mother]। 'পুজনীয়া', জননী, মা। হিন্দু শাস্ত্রমতে মা সাত প্রকার। যথা :—১। গর্ভ-ধারিনী, ২। ধাত্রী, ৩। গুরু-পত্নী, ৪। ব্রাহ্মণী, ৫। রাজপত্নী, ৬। পৃথিবী ও ৭। গাভী। মতান্তরে মাতা ষোড়শবিধ।

**মাথা**—২৭, ৯০, ১১০, ১১৪
(আ. মাতা, মাথা)। [সং. মস্তক> প্রা. মথঅ, মত্থা> বাঙ্. মাথা, মাতা হি মরাঠী মাথা; গুজ. মাথু; সিন্ধী মাথ; মৈ মাঁথ, মাঁথা, মাথ, মাথা; ওড়ি. মথা]। মস্তক, শির।
তু 'সীতা নাড়ে হাতটি বানরে নাড়ে মাথা।'—রামায়ণ।
'শুনিয়া মায়ের বাক্য মাথা হেঁট কৈল।'
—রামায়ণ।
'উচিত বলিতে পাছে মাথা কর হেঁট।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'রঘুনাথের পায়ে মুঞি বেচিয়াঁছো মাথা।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

**মান**—৪৪
[সং √মান্+অ(ভা)]। মর্যাদা, গৌরব, সম্ভ্রম।
তু 'যেই ক্রোধে দম্পতির রসের বিচ্ছেদ (সেই মান)।'—ভারতচন্দ্র।

**মানা**—১২
[আর. মনা' (منع); হি, মরাঠী, গুজ, ওড়ি মনা; তু সং. মা, না—নিষেধ]। বারণ, নিষেধ।
তু 'এক নারী না আইল স্বামীর মানায়।'
—মহাভারত।
'মানা নাহি মানে।'—চৈতন্য ভাগবত।
'কেহ করে মানা।'—ভারতচন্দ্র।
'শুনে নাই মানা।'—শিবায়ণ।
'পালঙ্গে শুইতে মোর দেবের আছে মানা।'
—মৈমনসিংহ গীতিকা।
'কৈকেয়ী করিল মানা।'—রামায়ণ।
'দেখি নারীগণ করয়ে মানা।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**মান্য**—৭, ১৪, ৮৫ ১০৯
(আ. মান্যা)। [সং. √মান্+য (র্ম)]। মাননীয় পূজ্য। এখানে সম্মানার্থে দেয় ধনাদি, উপহার, সমাদর।
তু. 'সিদ্ধিপুত্র রাখ বাপু দিয়া মান্যদান।'
—মীনচেতন।
'নহে বা লাঘব পাইবা মান্য পরিহরি।'
—গোরক্ষ বিজয়।
'দ্রুপদ রাজার মান্য দেহ বহুধন।'
—মহাভারত।

**মাপে**—৫৯
[সং √মাপি—মাপন > বাঙ্ √মাপ হি মরাঠী, গুজ. √মাপ; ওড়ি. √মপ]। পরিমাণ করে। এখানে বিতরণ করে অর্থে

**মায়া**—৮৩, ৯৯, ১০২
(আ. মায়া, ময়া)। [সং. √মা+য (ণে)+আ]। মমতা, স্নেহ, টান, কাপট্য।
তু. 'কহিব সকল কথা না করিব মায়া।'
—মীনচেতন।
'জিনিতে প্রজার মায়া জমি দিব মাপিয়া।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**মায়াবন্ধ**—৫১, ১১২
(আ. মাএয়া বন্ধ)। কপট প্রবন্ধ, ছলনা।

**মায়ার জাল**—৮১
মায়া সৃষ্ট জাল, স্নেহের বন্ধন।
তু.'ভাণ্ডিবারে পাতে মায়াজাল।'
—রামায়ণ।

**মারে—২৬, ১২৩**

বিনাশ করে, বধ করে। [সং. √মারি-মারয়্ > পালি √মারে, প্রা. √মার > বাঙ্. √মার; হি, মরাঠী, ওড়ি, মৈ, অস. √মার]। তু. 'মারিছি আমার ভাই।'
—গোরক্ষ বিজয়।

'বেগে ধায় নারায়ণ ভীষ্মকে মারিতে।'
—মহাভারত।

'কারে মারে মুষ্টিঘাত কারে মারে লাথি।'
—মহাভারত।

**মাল—৪, ১১, ২০**

[আর. মাল্ (مال)]। ধন, সম্পদ, টাকা, দ্রব্য, সামগ্রী।

তু. 'কলিকাতার মাল, আদালত ও ফৌজদারী এই তিনকর্ম নির্বাহের ভার একজন সাহেবের উপর ছিল।'—আ, ঘ, দুলাল।

**মালৈ—৯৯**

মালই, মালাইচাকি, জানুসন্ধির উপরিস্থ চক্রাকার অস্থি খণ্ড। [সং. মালচক্রক—মাল > মালাই > মালই > মালৈ]।

তু. 'হাটুর মালাইচাকি রাঘব বোয়ালে গিলে।'—মনসার ভাসান।

**মালতীর—১২৫**

(আ. মালতির)। মালতী ফুলের।
[সং. √মল্ + অত + ঈ = মালতী]।

**মালা—৩৬, ১২৫**

(আ. মালা, মালে)। [সং. মা + √লা + অ (র্তৃ) + আ; তু. তামিল-মালার্—পুষ্প]। মাল্য, হার, পুষ্পমাল্য।

তু. 'মালা মাঝে পত্র দিব।'—ভারতচন্দ্র।
'গলে মুণ্ডমালা।'—মহাভারত।
'মনে মনে মনমালা বদল করিয়া।
ঘরে গেলা দুঁহে দুঁহা হৃদয় লইয়া॥'
—মহাভারত।

**মালা—৫৯**

[সং. মল্লক > প্রা. মল্লয়, মল্লঅ (সম্ভাব্য), মল্লআ, মল্লয়া > বাঙ্. (মল্লা, মালিআ, মালিয়া) মালা; হি. মলিয়া, ব্‌লা, বেলা; পূর্ববাঙ্. মালা]। নারিকেলের কঠিন আবরণ বা আবরণের খণ্ড; আঁইচা (পূর্ব বাঙ্); এখানে করঙ্ক, পানের ডিবা। তু. 'গাছে লাগাএ মালা।'—ময়নামতীর গান।

**মালী—৬৪**

(সং. মালী)। মালাকার, জাতিবিশেষ।

**মাসের—৫**

(আ. মাষের)। [সং. √মস্ + অ(র্ম) = মাস] মাস—যা পক্ষদ্বয় বা সৌরাদি মান দ্বারা পরিমিত; পক্ষদ্বয়াত্মক কাল। (চান্দ্র, সাবন, ভাস্কর বা সৌর ও নাক্ষত্র—এই চতুর্বিধ মাস। ত্রিশ তিথিতে চান্দ্র মাস, ত্রিশ ষষ্টি দণ্ডাত্মক অহোরাত্রে নাক্ষত্র মাস, ত্রিশ সূর্যোদয়ে সাবন মাস, সংক্রান্তিতে ভাস্কর মাস।)

**মাসী—১১৬**

[সং মাতৃষ্বসা > প্রা. মাউসিয়া, মাউসী > বাঙ্. মাসী; হি. মউসী, মৌসী, মাসী মরাঠী মাব্‌শী, মাব্‌সী; গুজ. মাসী; মৈ. মৌসী; ওড়ি. মাউসী]। মা-এর বোন, খালা।
তু. 'মাসী।'—ভারতচন্দ্র।

**মাহুর—১১৮**

[সং. মধুর > প্রা. মহুর > বাঙ্. মাহুর; হি. মাহুর; মরাঠী-মাহুর—গুড়; তু. আর. মুহি'র (موحر)—The reptile wah'rat infecting (meat or drink) with Venom.]। বিষ, তীব্র বিষ।

'সং. ময়ূরক অর্থে তুতিয়া, ইহা হইতে বিষ।'—ভট্টশালী।

'মাহুর বিষ—তীব্র বিষ, মারাত্মক বিষ। ফা. মুহর (ঝলক)?'—বসন্ত রঞ্জন রায়।
তু. 'মাহুর।'—ক: ক. চণ্ডী।

**মিত্র**—১১, ৩০, ৬১, ১২০
[সং. √মিদ্+ত্র, √মী (গতি)+ইত্র (ডিত্র); √মি+ত্র]। বন্ধু, সখা।

**মিথ্যা**—২২, ৪৩, ৫৫
(আ. মিত্ত্যা, মির্থা)। [সং. √মিথ্+য (র্ম)+আ]। অসত্য, অলীক, কপট।

**মিলিল**—৬৫
জুটিল, পাওয়া গেল। [সং. √মিল> প্রা. মিল> বাঙ্ √মিল; হি, মৈ. √মিল]।
তু. 'ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি।'
—বিদ্যাপতি।
'শ্যাম কোরে মিলিল রসের মঞ্জরী।'
—জ্ঞানদাস।
'তথায় তোমার স্বামী মিলিবে তোমারে।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রসবন্ত।'
—বিদ্যাপতি।
'বিরিখের ফল নহে ত পিরীতি, নাহি মিলে যথাতথা।'—চণ্ডীদাস।
'যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন।'
—ভারতচন্দ্র।

**মিশায়া**—৫২
(আ. মিসায়া)। মিশ্রিত করে, একত্রিত করে। [সং. √মিশ্র-মিশ্রয়> পালি, প্রা. √মিস্স> বাঙ্. √মিশ; √মিশ+আ= √মিশা=মিশ্রিত করা]।
তু. 'সিদ্ধি মিশাইয়া, ধুতুরা খাইতে হবে।'
—ভারতচন্দ্র।
'যন্ত্রের স্বর-তরঙ্গে গলা মিশাইয়া, বসন্ত-কোকিল কি হে দিতেছ ঝঙ্কার।'
—নবীনচন্দ্র।

**মীন**—১৫৩
(আ. মিন)। [সং. √মী+ন(র্ম); তামিল-মীন; কর্ণাটী-'মিনু']। মৎস্য, মাছ। এখানে যোগের ভাষায় দেহস্থ প্রাণ; পরমাত্মা।
তু. 'জলের সঙ্গে মীনের পীরিত গো সখী, জল ছাড়া মীন বাঁচেনা।'—মুর্শিদী গান।
'নত্র যুগ্ম মীন।'—মহাভারত।

**মুই, মুঞি**—২, ১১৭
[সং. বয়ম্> প্রা. মো> বাঙ্. মু; মু+ই> মুই, মুঞি]। আমি-র প্রাচীন রূপ।
তু. 'মুঞি সেই, মুঞি বিশ্ব ধরোঁ।'
— চৈতন্য ভাগবত।
'মুঞি উদ্ধারিল মোর গজেন্দ্র কিঙ্কর।'
—ঐ।
'তুহি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো।'
—ভারতচন্দ্র।
'ব্রহ্মানি আচার মুহি।'—মীনচেতন।
'বন্দোঁ মুঞি।'—ক. ক. চণ্ডী।

**মুকতি**—১৫৬
মুক্তি-র কোমলরূপ। পরিত্রাণ, নিষ্কৃতি, নির্বাণ। [সং. মুক্তি (√মুচ+তি-ভা) > মুকতি (স্বরাগমে)]।
তু. 'হেনমতে মুকুতি লভিল গোপীগণে।'
—রাসপঞ্চাধ্যায়।
'সর্ব পাপে হএ সে মুকুতি।'—গঙ্গামঙ্গল।

**মুকুতা**—১৫
মুক্তার কোমল রূপ (পদ্যে)। [সং. মুক্তা > মুকুতা (স্বরাগমে)]। রত্ন বিশেষ, মোতি।

**মুক্ত**—১৬৬
(আ. মুক্তি)। [সং. √মুচ্+ত (র্ম)]। মোক্ষপ্রাপ্ত, পরিত্রাত, নির্বাণপ্রাপ্ত।
তু. 'মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে,— তোমার বিশ্বের সভাতে।'—রবীন্দ্রনাথ।

**মুখ**—৮৮, ১১৬, ১২৪
(আ. মুখ, মুক্ষু)। [সং. √খন্+অ (র্ম), মু (মুট) আগম, উ]। 'খাদ্য খনন সাধন', বদন, তুণ্ড (mouth); আনন, মুখমণ্ডল।

তু 'মুখে বোল নাহি।' - শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
'পর নারী মুখে মুখ দেয় যেইজন।
'তার মুখে মুখ দেয় সে নারী কেমন॥'
—ভারতচন্দ্র।

**মুখে—৪১, ৫৭, ৬২, ৭৩, ৭৮, ৮৪, ১০৪, ১২০, ১৬৫**
তু 'পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে।'
—মাইকেল।

**মুচঙ্গ—১২**
(আ মুচুবঙ্গ)। [মুখচঙ্গ — মূল; হি. মুঁহচঙ্গ, মুরচঙ্গ]। ফুৎকারে বাদনীয় লৌহের চঙ্গাকার (চোঙার আকারে) বাদ্য বিশেষ। মুখচঙ্গ, মোচঙ্গ, মুরসঙ্গ, মোচোং এবং অন্যান্য রূপ।
'মোচঙ্গ' - রামায়ণ, ভারতচন্দ্র ও শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘ)।
'মুরসঙ্গ'- নবদ্বীপ পরিক্রমা।
'মুখচঙ্গ'- - শিবায়ণ।
'মোচোং'-- ত পেঁ ... কথা।

**মুচকি—১৩৫**
[দেশী? তু সং স্মিতক - সিতক> মিচক > মুচক মুচকা > মুচকি ? হি √ মুসকরা. √ মুসকা (স্মিত + কৃ)]। স্মিত করা; ঈষৎ, অস্পষ্ট, বদ্ধ ওষ্ঠাধরে সামান্যভাবে প্রকাশিত হাসি।
তু 'মুচকি মুচকি হাসে' -চণ্ডীদাস।
'মুচকি মুচকি হাসে।' ভক্তমালগ্রন্থ।
'মুচকি হাসিতে (অমিয়ার সায়র যেন)।'
চৈতন্যমঙ্গল।

'হাসত না হাসত মুখ মুচকি '--জ্ঞানদাস।

**মুছিয়া—১৯**
(আ মুচিবা) বস্ত্রাদি দ্বারা অপসারণ, পরিস্কার বা শুষ্ক করা।
তু 'মুছিলান্ত নয়নের পাণী।'
--শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'মুছিয়া পেলাইবো সিসের সিন্দুর।'
--শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'আঁচরে শ্রমজল মোছল মোরি।'
—বিদ্যাপতি।
'মুখানি আমার মুছে।'—চণ্ডীদাস।
[বাঙ্ √মুছ (সং. প্র+উন্‌ছ্)+আ= মোছা ক্রিয়া]।

**মুঞিরে—১, ৫২**
(মুই দ্রঃ)।

**মুঞ্জি—৩৩, ৫১, ১৬৪**
[সং √মুদ্রি—মুদ্রয় > প্রা √মুদ্দ, মুংদ (সম্ভাব্য)> বাঙ্ √মুঁদ> √মুঞ্জ্ (অপ্র)]। মুদ্রিত করে, নিমীলিত করে।
তু 'নয়ন মুঁদিলে দেখ দুর্বাদলশ্যাম।'
-- বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**মুড়া—১২৩**
[সং মুণ্ড > প্রা মুংণ্ড > বাঙ্ মুড়, মূড়, মুড়া, মুড়া; হি মুংড, মূড; মরাঠী মুংড; মৈ. মূড, মুড়ী মূড; অস মুড়]। মস্তক মাথা; শিখর, চূড়া। এখানে ছোট পাহাড়ের টিলা।
তু 'গিরি-মুড়া উপাড়িয়া করে ছারখার।'
--বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'কটনড়ে মুড়ে মুড়ে।'--রামায়ণ।

**মুড়াইয়া—৫৪**
মুণ্ডিত করে, খুর দিয়ে কেশহীন করে।
[সং. √ মুণ্ড্-মুণ্ডয়> প্রা. √মুংড়> বাঙ্ (মূড়) √মুড়া; হি √ মুড়বা; মরাঠী √মুংড]।
তু. 'আপনা করে হাম, মুড় মুড়ায়নু।'
—বিদ্যাপতি।
'চুল বন্দীর মুড়ায় নাপিত।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'ইহার মুড়াবে জটা কেটা।'—ভারতচন্দ্র।
'মুড়ায়্যা কুন্তলভার নিবে অষ্ট অলঙ্কার।'
—ক. ক. চণ্ডী।

**মুণ্ড—২৭, ১০৪**
(আ. মুণ্ড)। [সং. √মুণ্ড্+অ (র্ম)]। **মস্তক, মাথা, শীর।**
তু 'কাটামুণ্ড।'—রামায়ণ।
'মীনমুণ্ড।'—ন. চ পাঞ্চালিকা॥

**মুণ্ডিত—**
[সং. √মুণ্ড্+ত (র্ম)]। কৃত মুণ্ডন, নেড়া মাথা।

**মুদি—২৯**
মুদ্রিত করে, নিমীলিত করে। [সং √মুদ্র-মুদ্রয়,> প্রা. √মুদ্দ, √মুংদ(সম্ভাব্য) >বাঙ্. √মুদ; হি √মূঁদ; মরাঠী মুংধ; মৈ √মুন]।
তু. 'মুদই দুই আঁখি।', 'মুদি রহু দুনয়ান।'
—বিদ্যাপতি।
'নয়ন মুদাসি।'—জ্ঞানদাস।
'মুদয়ে নয়াণ।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**মুদির—১৩৩**
**মুদী**—চাল, ডাল, লবন, তৈল ইত্যাদি বিক্রেতা (grocer)। [সং মোদক? হি, মরাঠী, পা, গুজ, ওড়ি. মোদী]।
তু 'মুদি।'—চৈতন্য চরিতামৃত।

**মুদ্গর—৬৯**
(আ. মদ্গর)। [মুদ্ (হর্ষ), তার গর (নাশক), ষ. ত]। 'হর্ষনাশক', লৌহময় আয়ুধবিশেষ; মুগুর।

**মুদ্রা—১০৮**
(সং. √মুদ্+র (ণ)+আ]। মোহর, টাকা, (Coin)।

**মুনি—৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ৪৮, ১০১, ১৭৯**
(আ. মনি)। [সং. √মন্+ই (ইন্)]
'মননশীল', ঋষি, তাপস।
তু. 'মুনি কহ বিবরণ।'—রামায়ণ।
'মুনি শব্দে মননশীল, আর কহে মৌনী।'
—চৈ. চরিতামৃত।

**মুরতি—১৩৩**
[সং. মূর্তি (√মূর্চ্ছ্+তি (র্তৃ)> মূরতি, মুরতি (স্বরাগমে); হি. মৈ. মূরতি]। মূর্তি, রূপ।
তু. 'মুরুতী'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'হেম মূরতি।'—বিদ্যাপতি।
'ব্রজবালক মুরুতি।'—রাসপঞ্চাধ্যায়।
'মুরতি বিকাশ।'—পদকল্পতরু।

**মুরারি—১০**
[মুর+অরি, ষ. ত., মুর নামক দৈত্যকে বধ করেছিলেন বলে শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম মুরারি]। শ্রীকৃষ্ণ। 'রূপের মুরারি'—দেহ সৌষ্ঠবে অতি শ্রীমান বলে শ্রীকৃষ্ণের মত সুন্দর।
তু. '(সুরেশ্বরী) মুরারিচরণচারী।'
—দর্গা পঞ্চরাত্রি।

**মুরলী—১৩৫**
(আ. মুরোলি)। [সং. মুর+ √লা+অ+ঈ; মুলী (বাঁশ)> মুরলী (?)]। বংশী, বাঁশি।
তু. 'মুরলী করাও উপদেশ।'—জ্ঞানদাস।

**মুরুখ—৯১**
(আ. মুরুগ)। [সং. মুর্খ> প্রা. মুরক্খ> বাঙ্ মুরক্ষ, মুরখ্য, মুরখ, মুরুখ; হি. মূরখ; মৈ. মুরুখ]। মুর্খ, মূঢ়, ভ্রান্তবুদ্ধি। এখানে অবোধ অর্থে।
তু. '(এই পুত্র) হইবে মুরুখ।'—মহাভারত।
'এত শুনি কহে তবে কীচক মুরুখ।'
— মহাভারত।
'না বুঝিয়া শাস্ত্রজ্ঞান করায় মুরুখ।'
—চৈতন্য মঙ্গল।
'তুহু সম মূরখ জগতে নাহি আন।'
—বিদ্যাপতি।

**মুষ্টি—৪**
[সং. √মুষ্+তি; ফা.মুশ্‌ত্—মুষ্টি]। যা দ্বারা অঙ্গুলি মুষিত হয়, মুঠা; মুষ্টি পরিমিতি দ্রব্য। এখানে শেষোক্ত অর্থে।
তু.'মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালি।'
—রামায়ণ।

**মুসলমান—১৬৭**
(আ.মছলমান, মসলমান)।

**মূর্তি—১১২**
(মূর্তি দ্রঃ)।

**মূল—৬১, ৮৭**
(আ.মুল)। [সং. √মূল্+অ (র্তৃ)]। বৃক্ষাদির বন্ধনকারক বা স্থিতি সাধন; প্রধান শিকড়, প্রধান অবলম্বন।
তু. 'শূলে হতে শূল দেও মূল থাকু হাতে।'
—শিবায়ন।

**মূল—৬৪**
(আ.মুল)। মূল্য-র কোমল রূপ, দাম। [সং.মূল্য> প্রা.মুল্ল, মোল্ল> বাঙ্.মূল; মরাঠী, হি.মোল; গুজ.ওড়ি.মূল]।
তু.'দাড়িতে কনক দ্বিগুণ হযে মূল।'
—বিদ্যাপতি।
'প্রেম পবশ রস আরতি অমূল।'
—জ্ঞানদাস।
'মূলে যদি ঘাটি হয় বদলে কি ফল।'
—বাইশ কবি মনসা।
'বিনা মূলে কিনিলে আমারে।'
—ভারতচন্দ্র।

**মৃকুল—২, ৭. ৮, ১৫**
(আ.মিকুল)। মেহের কুল। (ভূমিকা দ্রঃ)।

**মৃগমদ—৮৫**
(আ.মৃগিমদ)। [মৃগের মদ যা হতে, বহুব্রী]। মৃগনাভি, কস্তুরী।
তু. 'মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধি কভু না লুকায়।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।
'কৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদভর।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।
'মৃগমদ বিন্দু চিবুক উপর।'—জ্ঞানদাস।

**মৃণাল—৮৭, ১২৫**
(আ.মিনাল)। [সং.√মৃণ্ (হিংসা)+আল (র্ম); মৃৎ+নাল> মৃন্নাল> মৃনাল> মৃণাল (?)]। 'যা ভক্ষণার্থ হিংসিত হয়'; পদ্মনাল, পদ্মের ডাঁটা।
তু.'ভুজভয় পঙ্কে মৃণাল লুকাএল।'
—বিদ্যাপতি।
'বাহু যুগ মৃণাল সঙ্কাশ।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'(ভুজ) কনক মৃণাল রাজে।'
—ভারতচন্দ্র।
'মৃণালে গড়িল ভুজ কাঁটা ফেলাইয়া।'
—ভারতচন্দ্র।

**মৃত—৬৭, ৬৮**
(আ. মিত্যা)। [সং. √মৃ+ত (র্তৃ)]। গতপ্রাণ, গতাসু, শব।
তু. '(পিপীলিকা) না আইসে মৃত খাইতে।'
—রামায়ণ।
'খায় মৃত-মাস।'—রামায়ণ।

**মৃত্তিকাতে—১৬১**
(আ.মিত্তিকাতে)। মাটিতে, ভূমিতে। [সং. √মৃদ্+তিক্+আ=মৃত্তিকা]।

**মৃত্যু—২, ৩, ১৮, ৬৭**
(আ.মির্ত্ত, মিত্তু)। [সং. √মৃ+ত্যু (ভা)]। মরণ, নিধন, অন্ত।

**মৃদঙ্গ—১২, ১২৫**
(আ. মিরতোঙ্গ, মিতঙ্গ)। [সং √মৃদ +অঙ্গ; মৃদ অঙ্গ যার, বহুব্রী]। 'যা আহত হয়'; পাখোয়াজ, শ্রীখোল, মুরজ। দুই দিক চামড়া দ্বারা আচ্ছাদিত (সাধারণতঃ মৃত্তিকা নির্মিত) বাদ্য যন্ত্র। 'মর্দল'—মৃত্তিকা নির্মিত হলে 'মৃদঙ্গ', কাষ্ঠ নির্মিত হলে পাখোয়াজ। সাওতালদের 'মাদল' প্রায় পাখোয়াজের মত, মৃদঙ্গের মত নয়।

**মেখলি**—৭৩, ১১৯

[সং. √মি+খল-(র্তৃ)+আ=মেখলা> বাঙ্. মেখলি; হি. মেখলী]। হাত-কাটা উপর-চওড়া নীচে-সরু সাধুর পরিধেয় পরিচ্ছদ বিশেষ। মেখলা—'উপনয়ন কালে ধারণীয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের মুঞ্জমূর্বাশণ তন্তুময় সূত্রত্রয়।' সংস্কৃত মেখলা শব্দের এ অর্থ থেকে খুব সম্ভব সাধুর পরিধেয় 'মেখলি'-র উৎপত্তি।

তু 'সোনার মেখলা।'– রামায়ণ।

'স্বর্ণ শিবলিঙ্গ তাতে কাঞ্চণ মেখলা।'
--রামায়ণ।

'সিদ্ধ ঝুলি মেখলি দিয়া গাএ।'
---গোরক্ষ বিজয়।

'মেখলা এড়িয়া পাইলে লেপ মেহালি।'
-- মীনচেতন।

মেখলা শব্দের সাধারণ অর্থ কটিভূষণ, চন্দ্রহার, কটিবন্ধ, কটি বেষ্টণী ইত্যাদি। কটিদেশের বসন বা ভূষণ হিসাবে এ শব্দের ব্যবহার এ গ্রন্থের মধ্যে আছে। 'ঘোর মেখলি'—কৃষ্ণবর্ণের মেখলি?

**মেঘের**—১৩৪

মেঘ—[সং. √মিহ্+অ (র্তৃ); ফা. মেগ্ (میغ)—মেঘ, কুজ্ঝটিকা; Av. maēg.] জলধর, জলদ, বারিদ, নীরদ।

**মেলা**—১৬০

[সং. √মিল্+ই (ণিচ্)+অ (ভা)+আ]।
মিলন, সঙ্গ, সংযোগ।

তু. 'অহিসঙ্গে যার মেলা।'
- -কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

'সে (ভ্রমর) করে কুমুদে মেলা।'
—ভারতচন্দ্র।

'নদীর চরে চখা-চখীর মেলা।'
—রবীন্দ্রনাথ।

**মেহের নাথ**—৩১

**মৈল**—১১৬

মরিল।

তু 'বাসঘরে মৈল প্রভু।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**মোক, মোকে, মোখে**—১১৫, ১৬৩, ১৭০

আমাক, আমাকে। [সং. আস্মান্> প্রা. অম্হে> বাঙ্. মো; মোকে> মো (?)]।

তু 'সোনেকা লুকায়া পূজে মো।'
—মনসা মঙ্গল (বিজয়)।

'বিধি বিড়ম্বিল মো।'
---মনসা মঙ্গল (বিজয়)।

'না চিনিল মোক।'—অশ্বমেধ পর্ব।

'মুক্তি দেহ মোক।'—অশ্বমেধ পর্ব।

**মোছাইয়া**—৭৪

[মুছিয়া দ্রঃ; √মুচ> √মুছা, √মোছ।]।

তু 'মুছাইল বদন চাঁদ আপন অঞ্চলে।'
- জ্ঞানদাস।

**মোড়াইল**—১১৯

মুণ্ডন করল।

**মোহ**—৪৫, ৫৪, ১৬৫

[সং. √মুহ্+অ (ঘঞ্) ভা]। চিত্ত বৈকল্য, ভ্রম, ভ্রান্তি, অজ্ঞান, অবিদ্যা।

তু. 'মোহ দিয়া মোহিনী এখানে তিরোধান।'--শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘন)।

**মোহন**—১৩৩

[সং. √মুহ্+ণিচ+অন]। মোহজনক, মোহকর, মনোহর, চিত্তাকর্ষক।

তু 'মোহন মধুরি পুরূপম্।'
---গীত গোবিন্দ।

'সাজ ভূবন মোহিনী।'—মীনচেতন।

'চাহনী মোহনী খোর।'—চণ্ডীদাস।

**মোহর**—৫০, ৯৪

(আ মোহোব)। [ফা মোহর্ (مهر)]। মুদ্রা, প্রত্যায়ার্থ মুদ্রা (seal)। এখানে মুদ্রা (টাকা) অর্থে।

তু. 'এক থাল মোহব লইল।'
—ভক্তমালগ্রন্থ।

**মোহিত**—৮৬

[সং. √মুহ্+ণিচ্+ত (র্গ)]। মোহ-প্রাপিত, অভিভূত।

তু. 'বিষাদ মোহিতা গোপী।'—বা প।

## য

**যখন**—৫, ৩১, ৫১, ৭৭, ১৫৪

[সং. যৎক্ষণ > প্রা. জক্খণ, জখণ > বাঙ্ জখন, যখন; মৈ জখন; জখণ, জখনে (শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন)]। যেক্ষণে, যে সময়ে।

তু 'যখন প্রলযে হবি অনন্ত শযনে।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'যখন যে পড়ে মনে হয তেন মন।'
—চৈতন্য মঙ্গল।

**যজুঃ**—১৬৭

(আ. জগ্)। [সং √যজ্+উস্ (ণ)] 'দেবগণের পূজা সাধন।' ঋক্ সাম-ভিন্ন যজ্ঞে বিশেষ ভাবে উচ্চার্য আবশ্যক মন্ত্র সমূহ। যজ্ঞানুষ্ঠানে মন্ত্রসমূহ ও নিয়ম পালন এ বেদের বিষয়। এ বেদ গদ্যে রচিত। কৃষ্ণ যজুর্বেদ বা তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং শুক্লযজুর্বেদ বা বাজসনেয়ি সংহিতা এব শাখাদ্বয়।

**যজ্ঞ**—৩১

(আজগ)। [সং √যজ্+ন(ভা)]। যজন, যাগ, হোম, করণ, পূজা; দেবানুগ্রহ লাভার্থে বৈদিক অনুষ্ঠান বিশেষ।

**যত**—১, ৩, ৪, ১২, ১৩, ৩০, ৩১, ৪৮, ৫৭, ৫৯, ১০৭

(আ. জত, যত, যত্ত)। [সং. যাবৎ, যতি > পালি যত্তক, প্রা জেত্তিঅ, 'জত > বাঙ্. জত, যত; হি. জিতনা, জিত্তা, জেতিক; মৈ জত]। যে পরিমান, যে সংখ্যক।

তু. 'তীক্ষ্ণ সূচি অগ্রে ভূমি আচ্ছাদযে যত।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব তত।'
—মহাভারত।

'(গলী) তাব পাছে যত গোয়ালিনী।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'যত আনি তত নাই।'—ভারতচন্দ্র।

**যতন**—

[সং. যত্ন > বাঙ্. (স্বরাগমে) যতন]। যত্ন চেষ্টা, উদ্যোগ।

তু. 'অনেক যতন।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'একা যাব বর্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে নাহি মিলায় রতন।।'
—ভারতচন্দ্র

'যা দেখিআঁ আহ্লাদ্ধি করন্তি যতন।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীতন।

**যতি**—৩, ১০, ২৩, ২৮, ৩৯, ৪০, ৫১,

(আ. জতি, যতি)। [সং √যত্+ই (ইন্)]। 'মোক্ষার্থ যত্নবান', জিতে ন্দ্রি সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, মুনি, তপস্বী।

**যতেক**—১, ১২, ৯০, ৯৫, ১১৬

(আ. যতেকো, যতেক)। [সং যত+ক > যত্তক > যতেক; পালি যত্তত; হি. জেতিক; মৈ. জতেক; ওড়ি যেতিকি]। যৎসংখ্যক, যত, সব।

তু. 'যতেক প্রবন্ধ সব জানহ আপণে।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'যতেক মনকথা।'—চৈতন্য ভাগবত।

'যতেক বৃদ্ধক গেল আপন ভবনে।'
—মহাভারত।

'যতেক ব্রহ্মাণ্ড আছে, সকলি তাহার কাছে।'—ভারতচন্দ্র।

**যথাতে**—১৮, ৩৬, ১২০, ১৩৬

(আ. যথাতে, জথাতে)। যথায়, যেখানে, যে স্থানে। [সং. যত্র> মাগধী প্রা. যত্থ> বাঙ্ যথা+তে=যথাতে]।

তু. 'জথাঁ।'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।'

তু. 'যথাতে গোবিন্দ আছে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।'

—অশ্বমেধপর্ব।

'যথাতে শ্রীহরি।'—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**যদি**—১৮, ২০, ৪৪, ৫৫, ৯৫

(আ. যদি, জদি)। [সং. √যৎ+ই(ভা); প্রা. জদি; হি. জব; মৈ. জদি]। পক্ষান্তর, কার্য-কারণ সম্পর্ক, হেতু, সম্ভাবনা, অথবা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত।

তু. 'তুমি যদি ছাড় দয়া আমি না ছাড়িব।'

—রামায়ণ।

'যদি কালী কূল দেন, কূলে আগমন।'

—ভারতচন্দ্র।

'যদি বা খেলিবে, হারিলে কি দিবে।'

—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**যম**—১৬, ১৮, ৬২, ৭৫

(আ. জম, যম)। [সং √যম্+অ (অচ); প্রা. জম]। মৃত্যুর অধিদেবতা, শমন, ধর্মরাজ, মৃত্যু।

সূর্যের ঔরসে ও সংজ্ঞার গর্ভে যমের জন্ম। বিমাতা ছায়ার ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে পদাঘাত করলে ছায়ার অভিশাপে তার পদদ্বয় ক্ষত ও কীটদষ্ট হয়। সূর্য প্রদত্ত কুকুর কর্তৃক পুঁজ ও কীট ভক্ষণ করার পর যম সুস্থ হন কিন্তু দুর্বলতার জন্য মহিষ বাহনে চলতে হয়।

দক্ষ প্রজাপতির তেরটি কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁরা হচ্ছেন ১। শ্রদ্ধা, ২। মৈত্রী, ৩। দয়া, ৪। শান্তি, ৫। ক্রিয়া, ৬। উন্নতি, ৭। বুদ্ধি, ৮। মেধা, ৯। তিতিক্ষা, ১০। লজ্জা, ১১। মূর্তি প্রভৃতি এবং যমের ঔরসে তাদের গর্ভজাত সন্তানদের নাম যথাক্রমে ১। সত্য, ২। প্রসাদ, ৩। অভয়, ৪। শম, ৫। যোগ, ৬। দর্প, ৭। অর্থ, ৮। স্মৃতি, ৯। মঙ্গল, ১০। বিনয়, ১১। নর-নারায়ণ প্রভৃতি।

কুন্তীর গর্ভে যমের ঔরসে যুধিষ্ঠির জন্ম গ্রহণ করেন।

একমতে; যম স্বর্গের দেবতা হলেও তিনি নরকের অধীশ্বর। যমের পুরীর নাম সংযমনী। এক জন্ম হতে পুনর্জন্ম মধ্যে মানুষ দুষ্কৃতির পরিমাণ অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য নরকে আসে। যমের পাশে থাকে মৃত্যু ও কালদণ্ড। তাই তাঁর নাম দণ্ডধর। দেবগণের মধ্যে সবচেয়ে পুণ্যবান বলে যমের নাম ধর্ম বা ধর্মরাজ। তিনি শান্তি বা নিবৃত্তি এনে দেন বলে তাঁর নাম শমন। কৃতান্ত, অন্তক, পিতৃপতি তাঁর অন্যান্য নাম। তিনি জীবের পাপ-পুণ্যের বিচার কর্তা। পাপ-পুণ্যের হিসাব রক্ষক চিত্রগুপ্ত তাঁর মন্ত্রী এবং মানুষ মৃত্যুর পর নরকে গমন করলে চিত্রগুপ্ত তাঁর খাতা হতে সংশ্লিষ্ট পাপ-পুণ্যের বিবরণ দেন।

**যমরাজা**—২১, ৪৮

অন্যমতে, যম দেবতাদের সঙ্গে একত্রে বৃক্ষের উপর বাস করেন। যম দেবসহচর হলেও কোথাও তাঁকে দেবতা বলা হয়নি। তিনি যমরাজা। বেদে যমকে এভাবে বলা হয়েছে—'যে দেবতা সকল ভূতজাতির পরিচিত, কিন্তু পুণ্যবান বা পাপী সকলের গন্তব্য পথের পরম সহায়, যে বিবস্বানের পুত্র, যে পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে কার্যফল অনুসারে জীবদের এ লোক হতে অন্য লোকে যাবার উপযুক্ত শরীর দান করে থাকেন, যে জীব মাত্রের রাজা বলে পরিচিত—সেই যম।'

**যমুনা—৯২**

(আ .জবুনা)। [সং . √যম্+উন+(উনন্)+আ; প্রা . জউণা; 'জউণা'—চর্যা]। 'গঙ্গায় নিবৃত্তা'; কালিন্দী ; নদী বিশেষ।

হিমালয়ের যমুনোত্রী শৃঙ্গ থেকে নিঃসৃত হয়ে এলাহাবাদে গঙ্গা ও অন্তঃসলিল, সরস্বতীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। নদীত্রয়ের সঙ্গম ত্রিবেণী বা যুক্তবেণী হিন্দুদের পরম পবিত্র তীর্থ।

পুরাণমতে বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার সঙ্গে সূর্যের বিবাহ হলে সূর্যকে দেখে সংজ্ঞা চক্ষু নিমীলিত করেন। এতে সূর্য ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন তাঁদের জাত পুত্র হবে প্রজা-সংযম যম। সংজ্ঞা স্বামীর অভিশাপে আবার স্বামীর প্রতি চঞ্চল দৃষ্টিপাত করলে সূর্য বলেন যে তাদের জাত এ সন্তান হবে কন্যা এবং সে চঞ্চলা নদীরূপে পরিণত হবে। কালক্রমে যম ও যমুনা (যমী) যমজ রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। কালিন্দ পর্বত খেকে যমুনা নদীরূপে প্রবাহিত হন। সেজন্য যমুনার অপর নাম কালিন্দী।

একবার বলরাম মত্ত অবস্থায় স্নান করবেন বলে যমুনাকে আহ্বান করলে যমুনা কাছে না আসায় বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে লাঙ্গল দ্বারা যমুনাকে যেখানে সেখানে তাঁর অনুগমন করতে বাধ্য করেন। অতঃপর যমুনা নারী মূর্তি ধারণ করে বলরামের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে বলরাম তাঁকে ক্ষমা করেন।

ভারত ও বাঙলাদেশে খ্যাত ও অখ্যাত অনেক নদীর নাম যমুনা। এখানে 'যমুনা' সাধারণ ভাবে নদী অর্থে ব্যবহৃত।

**যলেন্দর—৩১**

হাড়িপা। (ভূমিকা দ্র:)।

**যশ—৪৫, ১৬৮**

(আ .জস)। [সং . যশস্> পালি, প্রা .যসু; হি, মরাঠী, গুজ, অস . 'যশ'; মৈ . জস, যশ]। কীর্তি, খ্যাতি।

তু .'যশের মন্দিরে।'—মাইকেল।

**যাই—৬০**

(আ .জাই)। যিনি, যে। [সং .যদ্> পালি জ, প্রা .জ> বাঙ্ জাই, যাই (অপ্র)?]।

**যাই—৩৪, ১৬২**

(আ .জাই, যাই)। গমন করি।
[সং . √যা> পালি, প্রা . √যা (তু .প্রা . জাই, জাসি—হে)> বাঙ্ . √যা; হি, মরাঠী, মৈ . √জা; ওড়ি . √যা]।

তু .'আজ্ঞা কর মাতা আজি আমি যাই বন।'
—রামায়ণ।

'যায় যোগ্য ধাম।'—বিদ্যাসুন্দর।

'কোন পথে যাই বল শ্রীরাম লক্ষণ।'
—রামায়ণ।

'শ্রবণাদি ছয় ঋক্ষ না যাই দক্ষিণে।'
—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

**যাত্রা—১৮২**

[সং . √যা+ত্র (ভা)+আ]। গমন, প্রস্থান, রওয়ানা।

তু .'যাত্রা কালে।'—মনসামঙ্গল।

'ছন্দাময়ী। সেখায় করিবি যাত্রা।'
—রবীন্দ্রনাথ।

**যাবৎ—৬২**

(আ .জাবোত)। [সং .যদ্+বৎ (বতুপ্), যদ্> যা]। যতক্ষণ, যে পর্যন্ত, যত, যৎ-পরিমাণ।

তু .'জিজ্ঞাসিলা জগন্নাথে যাবৎ অবান্তর।'
—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘন)।

'যাবৎ ভকতা কৈল জগতী নির্মাণ।'
—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘন)।

'শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র যাবৎ এথায়।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।
'কাজী হাজী কারী আদি যবন যাবৎ।'
—ভারতচন্দ্র।

**যামিনী**—৩, ১০
(আ.জামিনি)। [সং.যাম+ইন্+ঈ]। 'যামবতী'। রাত্রি।
তু.'যামিনী না যেতে জাগালেনা কেন, বেলা হল মরি লাজে।'—রবীন্দ্রনাথ।

**যার, যাহার**—২, ৩, ৯, ২৭, ৫০, ৬৬, ৯২, ১১৫, ১৬১
(আ.জার, জাহার, যাহার)। [সং.যদ্> পালি 'য', প্রা 'জ'; মরাঠী-'জোঁ'; ওড়ি. যে; সং. যদ্> বাঙ্. যা, সম্বন্ধেরর-যোগে •যার (যাহার); সং.যদ্> বাঙ্. যাহা (দী উচ্চারণে 'হ' আগম), সম্বন্ধের র-যোগে যাহার]। যে বস্তুর, যে বিষয়ের।

**যাহাতে**—১
যা থেকে, যা হতে। [যার দ্রঃ)।

**যুক্তি**—৬, ১১, ৫৭, ১০৭
[সং.√যুজ্+তি (ভা)]। কারণ, হেতু, বিচার, মন্ত্রনা।

**যুগতি**—১১, ৪৩
(সং. যুক্তি> (স্বরাগমে) যুকতি> যুগতি; মরাঠী, হি.জুগত; মৈ.জুগুতি]। উপায়, মন্ত্রনা।
তু.'আপনি যেমন তেমন কহিলে যুগতি।'
—মহাভারত।
'ঐছন যুগতি প্রভু মনে অনুমানে।'
—চৈতন্য মঙ্গল।
'সেনাপতি করয়ে যুগতি।'—চণ্ডিকা বিজয়।

**যুগল**—১১৬
[সং.√যুজ্+অল (কলচ্); যুগ+√লা (গ্রহণ)+অ]। যুগ্ম, দ্বয়, যুক্ত, জোড়। এখানে শেষোক্ত অর্থে।

তু.'দাণ্ডায়্যা আছে দুহাথ যুগলে।'
—মহাভারত।
'দুহাথ যুগল করি।'—মহাভারত।
'করিয়া যুগল পাণি।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**যুগি, যুগী**—৬, ১৮, ৫৮, ৯৫, ৯৬, ৯৭
(আ.জুগি, জুগী, যুগি, যুগী)। [সং.√যুজ্+ইন্=যোগী; যোগী শব্দের ব্যবহার প্রাচীন ও মধ্য.বাঙ্. 'যুগি' অথবা 'যুগী' রূপে দেখা যায়; 'জুগি' 'জুগী' বানানও দৃষ্ট হয়। প্রা.'জোগি' খুব সম্ভব এর মূল]। সমাধিশীল, যোগযুক্ত, ধ্যানী, সাধু, সন্ন্যাসী, সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী।
তু.'পুনরপি হৈমু জুগী কন্যে কুণ্ডল দিয়া।'—মীনচেতন।
'যুবক যুগীয়া তুমি।'—মীনচেতন।
'যুগীর বেশ।'—ময়নামতীর গান ও মীনচেতন।

**যুগিনী**—৯৯
(আ জুগিনি, যুগিনি)। [সং. যোগিনী> প্রা জোগিনী> বাঙ্. যোগিনী> যুগিনী (অপ্র)]। স্ত্রী যোগী, সন্ন্যাসিনী।
তু.'তুমি সে যুগিয়া রাজা আমি সে যুগিনী।
—ময়নামতীর গান।

**যুগে**—৫৬
[সং.√যুজ+অ (র্ম)=যুগ; আর. জুহ্ (جوغ—a yoke); ফা. জো (جو—a yoke; space between heaven and earth.) মরাঠী-জু; Gr. Zugon; L Jugum; Ger. Joct; Fr. Joug; Anglo-Saxon-geoc; Danish-'Juk'; Eng. yoke]। শকট ও লাঙ্গলের অংশ বিশেষ; জোয়াল; সত্যত্রেতাদি যুগ চতুষ্টয়। সুদীর্ঘকাল।

হিন্দু শাস্ত্রমতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এ চার যুগে কাল বিভক্ত। তাদের মধ্যে

তিন 'যুগ' অতীত ও বর্তমান অর্থাৎ কলি চলন্তমান।
১২ বৎসরে এক যুগ ধরা হয়।
'যুগে যুগে'—বিভিন্ন কালে।

**যুঝে—১৮০**

(আ. যুজে)। যুদ্ধকরে, লড়াই করে। [সং. √যুধ্ (যুধ্য-তে) > পালি √যুজ্ঝ, প্রা. √জুজ্ঝ > বাঙ্ √যুঝ, √জুঝ; হি. √জুঝ; মরাঠী √জুংজ, √জুজ, √জুঝ, √জুংঝ]।
তু. 'জুঝএ মরুত রাজা।'
—রামায়ণ (উত্তরা কাণ্ড)।
'জে আইসে জুঝিবার মনে।'
—রামায়ণ (উত্তরা কাণ্ড)।
'মনুষ্য হইয়া তুমি দেবের সঙ্গে যুঝ।'
—মনসা মঙ্গল (বিজয়)।
'যুঝয়ে বীর কোটালে।'— কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
''কৃতবর্মা সহে যুঝে সাত্যকি।'
—মহাভারত।

**যুবক—৮৭**

(আ. যুবোক)। [সং. √যু+অন্ (র্তৃ)+ক; তু. প্রা জুঅণ, জুঅণো; L. Juvenis; Eng. Juvenile]। যে আপনাকে পত্নীর সাথে মিশ্রিত করে; তরুণ, প্রাপ্ত যৌবন। ১৬ থেকে ৪০ (শাস্ত্রমতে ৩০) বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক ব্যক্তি।

**যুবতী—৯, ৪৪, ৫৮, ৯৬**

(আ. যুবোতি, জুবতি)। [সং. যুবন্+তি (স্ত্রীলিঙ্গে)]। যৌবন প্রাপ্তা নারী, যুনী। তরুণী; যে আপনাকে পতির সাথে মিশ্রিত করে। ১৬ থেকে ৪০ (শাস্ত্র মতে ৩০) বৎসর বয়স্কা নারী।
তু. 'যুবতীগণ।'—বিদ্যাপতি।
'যুবতী জনার, ধরমনাশক'—চণ্ডীদাস।

**যুয়াএ—৬২**

যোগ্য হয়, উপযুক্ত হয়। [সং √যুজ্ > প্রা √জুজ্জ (হে) > বাঙ্. (√জুজ্, √জুঅ) জুআ, জুয়া, যুআ, যুয়া]।
তু. 'হাট জাইতেঁ জুআএ।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তণ।
'কহিতে জুআএ।'—গোরক্ষ বিজয়।
'কার্য করিতে যুয়ায়।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'না যুয়াএ নিন্দা যত বুলিলা বারে বার।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'ছুঁইতে না যুয়ায় বেটা অতি নীচ জাতি।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**যে—২, ৭২**

(আ. জে)। [সং যে > প্রা. জে > বাঙ্: জে, যে; হি. মৈ. জে;]। তৃতীয় পুরুষের সর্বনাম।
তু. 'যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়।'
—চণ্ডীদাস।
'যে ছিল কপালে তাহা দিলেন বিমাতা।'
—রামায়ণ।

**যেই—২২, ৬৫**

(আ. যেই, জেই)। [যে দ্রঃ]। যখনই, যে মুহূর্তে।
তু 'সরোবরে দৃষ্টি যেই করেন নৃপতি।'
—মহাভারত।
'যেইমাত্র এ কথা কহিল বিভীষণ।'
—রামায়ণ।

**যেখানে—২৩**

[সং. যৎস্থান]। যে স্থানে।
তু.'যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল।'
—ভারতচন্দ্র।
'যেখানে বাঘের ভয়। সেখানেই রাত হয়।'—প্রবচন।

**যেন**—৩, ১৩, ৫৮, ৭২, ৮৮, ৯৪, ১৬০
(আ জেন.যেন)। [সং. যথা > প্রা জেন > বাঙ্. যেঙ, যেন]। যাদৃশ, যেরূপ, যে প্রকার, যেমন।
তু. 'ঐত ময়না বৈসে আছে যেন যরেব গোসাই।'
--গোবিন্দচন্দ্রের গান (দুর্লভ)।
'পূর্বে মোর ছিল যেন বস্ত্র অলঙ্কার।'
—মহাভারত।
'হব চন্দ্র রাজা যেন গবচন্দ্র পাত্র।'
—বিদ্যাসুন্দর।
'নব মেঘঘটা যেন শোভে মহীতলে।'
—মহাভারত।
'(রাধা) যেন বএ পাঞ্জরের শুআ।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**যেমত**—৭২
(আ. জেমতো, জেমত)। যে প্রকার, যে প্রকারে। 'যে মত প্রকারে'—যে প্রকারে। [যে + মত]।
তু. 'ভাল হয় যেমতে প্রভু সে সব জানে।'
—চৈতন্য ভাগবত।
'মোহক যেমত দেখ তেন যুধিষ্ঠির।'
--অশ্বমেধ পর্ব।

**যেমন**—১৬৫
[যে + মন; তু. প্রা. জেম; মৈ. জেহন]। যে প্রকার, যে রূপ।

**যেহি**—৭৮
[যেই > যেহি (হ-আগমে), জেহি]। যে।
তু. 'যেহি কার্যে আছি মহি তোম্মার গোচর।'—ময়নামতীর গান।
'যেহি দুঃখে বনে বনে ফিরি।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'করহ উচিত যেহি লয় তোমার মনে।'
—চণ্ডিকা বিজয়।

**যোগ**—১, ২, ২৮,৩৬, ৫০, ৫৭, ১১৪, ১৮২
(আ. জোগ, যোগ)। [সং √যুজ্ + অ (ভা); প্রা. জোগ]। সাধনা, তপস্যা, চিত্তবৃত্তি নিরোধ, জীবাত্ম পরমাত্ম-সংযোগ, যম নিয়ম প্রাণায়ামাদি।
তু. 'যোগসূত্র পাকায় যে জন, সে বাঁধে আমারে।'—দাশুরায়।

**যোগপাটা**—৩৪, ৬৫
(আ জোগপাটা) [সং যোগপট্ট]। যৌগাথ পট্ট। যোগী যে বস্ত্র দ্বারা বলয়াকারে পৃষ্ঠজানু দৃঢ় বেষ্টন করে বেঁধে উর্ধ জানু হয়ে উপবিষ্ট হন তাকে যোগপট্ট বা যোগ পাটা বলে। বলয়াকারে পৃষ্ঠজানু বন্ধনার্থ বস্ত্র।
তু. 'যোগপট্ট ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।'
—চৈতন্য ভাগবত।
'যোগপট্ট না লইল-নাম হইল স্বরূপ।'
--চৈতন্য চরিতামৃত।
'ভুজঙ্গে বলিয়া যোগপাটা।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'বামঅঙ্গে যোগপাটা।'—মনসার ভাসান।
'কনক পৈতা ফেলি লহ যোগপাটা।'
—মহাভারত।

**যোগাএ**—৫৫, ৬৫
[সং যোগ + আ; হি. √জুগর; মরাঠী √জুগ]। সরবরাহ করে, এনে দেয়।
তু. 'বৃষ যোগায় নন্দী।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'দেবতা সভায় বস্ত্র যোগাইল নেত।'
—মনসার ভাসান।
'নৌকা যোগাইল।'—বাইশকবি মনসা।
'নিয়মিত ফুল রাজবাড়ীতে যোগাই।'
—ভারতচন্দ্র।

**যোগান্ত**—৫, ১৮
[যোগ+অন্ত]। যোগ অবসিত, যোগ অন্তে যার, যোগসার।

**যোগী, যোগীনী** [যুগী, যুগণী দ্রঃ]।
তু. 'বেহুলা নখাই দোহে যোগী আর যোগিনী।'—মনসার ভাসান।

**যোগ্য**—৪৫
(আ. যুগ)। [যোগ+য (যৎ); √যুজ+য (র্ম)]। যোগে সমর্থ, উপযুক্ত।
তু. 'সভারে বসাইল প্রভু যোগ্যক্রম করি।'
—চৈ. চরিতামৃত।

**যোটন**—৯
[সং. √যৌট-যৌটন> যোটন (?); জুট > জোট> জোটন> যোটন (?)]। সংযোগ, যোগ, যোগে বন্ধন।
তু. '(মত্ত হস্তিগণ) রথে করিল যোটন।'
—চৈ. চরিতামৃত।
'বাজুবন্ধ রতনে জোটন।'—ভক্তমাল গ্রন্থ।

**যোটাইয়া**—৬
[√জুট> √জোট> √যোট> যোটা; মরাঠী, হি. √জুট]। মিলিয়ে, আনিয়ে।
তু. 'ভগবান জোটালেই জোটে, নইলে জোটেনা।'—কমলা কান্তের দপ্তর।

**যৌতুক**—১৫, ৫৮, ১১৬
(আ. জৌতুক)। [যুতক+অ; যুত+ক]। 'যোনি সম্বন্ধভব, বধূবর সম্বন্ধ', পাণি গ্রহণাদিকালে শ্বশুরাদি থেকে প্রাপ্ত (ধন)। বিবাহকালে প্রাপ্ত ধন।
তু. 'দিলেন যৌতুক রথ তুরঙ্গ কুঞ্জরে।'
—ক, ক-চণ্ডী।
'রুক্মিণী বলেন কৃষ্ণ দান পেলে মণি।
যৌতুক পাইলা ষোল-সহস্র রমণী।।'
—মহাভারত।

**যৌবন**—৮৫, ৯২, ৯৩, ৯৪
(আ. জৈবন)। [যুবন+অ (অন)]। যুব-ভাব, তারুণ্য।
তু. 'যৌবনে জীবানুপপৃক্ষতী জরা।'
—অথর্ববেদ।
'যাচিলে যৌবন আল ঐ তাপেতে মরি।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘন)।
'কেন হেন রতন যৌবন তুমি আল।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘন)।

# র

**রক্ত**—৩৬, ১১৯
[সং. √রনজ+ত]। শোনিত, রুধিব; লোহিত।
তু. 'রক্তজবারাগ।'—সপ্তাবশতক।

**রক্ত চন্দন**—৩৬, ১১৯
লালবর্ণ চন্দন কাঠ।

**রক্ষা**—২৭, ৫৩
(আ. রক্ষা, রক্ষ্যা)। [সং. √রক্ষ+অ (ভা)+আ]। রক্ষণ, পালন, নিস্তার।

**রক্ষতা**—২৬
(আ. রক্ষ্যতা)। রক্ষা শব্দের অপপ্রয়োগ (ছন্দের জন্য)।

**রঘুনাথ**—২৬
শ্রীরামচন্দ্র। সূর্যবংশের বিখ্যাত নরপতি রঘু। ইনি দিলীপের প্রপৌত্র ও ককুৎস্থের পুত্র। রঘুবংশমতে ইনি দিলীপের পুত্র। রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ এবং দশরথের পুত্র রামচন্দ্র। এই রাজবংশের নাম রঘুবংশ। রঘুবংশের কুল-তিলক হিসাবে শ্রীরামচন্দ্রের এক নাম রঘুনাথ, রঘুপতি বা রাঘব।

**রঘুপতি**—৬০
শ্রীরামচন্দ্র। (রঘুনাথ দ্রঃ)।

**রঙ্গ**—১২, ৬৮, ১৫২
[ফা. (رنگ) রঙগ; সং √রনজ্+অ (ঘি)]। কৌতুক, তামাশা, আমোদ-প্রমোদ, রস, আনন্দ।

তু.'এ রঙ্গে রঙ্গিণী।'—ভারতচন্দ্র।
'রঙ্গুবধে রত ছিলুঁ রঙ্গে হয়া মত্ত।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'হেনরূপে সখা সবে রঙ্গ আরম্ভিল'।
—বঙ্গ সাহিত্য পবিচয়।

**রচিয়া**—২
রচনা করে, গ্রন্থন করে, (কল্পনা দ্বারা) সৃষ্টি করে। [সং.√রচ্>বাঙ্.>রচ; হি, মরাঠী, গুজ.√রচ, অস.রচ্]।
তু.'ভারত রচিল ফুল কবিতা।'
—ভারতচন্দ্র।
'রচহ সজনি অব কি করি উপায়।'
—বিদ্যাপতি।
'হরিগুণ কথনং, বিরচয় কবিবর ভারততুণ্ডে।'—ভারতচন্দ্র।

**রজত**—৪, ১৪
[সং.√রন্‌জ্+অত (অতচ্)]। রৌপ্য। রৌপ্য অর্থে রজ: শব্দের ব্যবহার বাঙ্‌লায় দেখা যায়; কিন্তু সংস্কৃতে নেই।
তু.'রজতপর্বত গর্ব হবে অঙ্গ-ছটা।'
—নবদ্বীপ পরিক্রমা।

**রজনী**—৩০, ৯৪, ৯৫, ১২৩, ১৪০
(আ.রজনি)। [সং.√রন্‌জ্+অনি (ধি, +ঈ)। 'যাতে রাগিজন অনুরক্ত'; নিশা, রাত্রি, যামিনী, বিভাবরী।

**রণ**—৫৩
(আ.রন)। [সং.√রণ্+অ (ধি,ভা)]। বীরগণ যাতে শব্দ করে, সংগ্রাম, যুদ্ধ।
তু.'রতিরণধীরা।'—গীত গোবিন্দ।

**রণ-শিঙ্গা**—১২
(আ. রনসিঙ্গা)। প্রচীন কালে যুদ্ধে যাবার জন্য শিঙ্গা বাজিয়ে সৈন্যদের আহ্বাণ করার প্রথা ছিল। এই শিঙ্গাকে রণ-শিঙ্গা বলা হত।
তু. 'রণশিঙ্গা।'—রামায়ণ ও বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**রতন**—
[সং. রত্ন>পালি রতন; প্রা. রতণ; হি. মরাঠী, গুজ, মৈ, অস. রতন]। রত্ন, মণি।

**রতি**[১]—২৬, ৬১
[সং.√রম্+তি (র্তৃ, ভা)]। আসক্তি, রমণ, সুরত।

**রতি**[২]—১৪
[রতি[১] দ্র:]। রতিদেবী, যৌন আকাঙ্ক্ষার দেবী। কামী, প্রীতি, কামপত্নী, কাম-কলা, কামপ্রিয়া, রাগলতা, মায়াবতী, সুভঙ্গী, কেলীকলা প্রভৃতি নামে ইনি পরিচিতা। প্রজাপতি দক্ষ নিজ দেহের স্বেদ জল সম্ভূতা এ অপরূপ সুন্দরী কন্যাকে রতি নাম দিয়ে মদনের (কাম-দেব) সঙ্গে বিবাহ দেন। এই কাম-পত্নীকে দেখে দেবতারা পর্যন্ত মোহিত হয়ে পড়েন।

মহাদেবের কোপে মদন ভস্মীভুত হলে রতি স্বামীকে পুনর্জীবিত করার জন্য মর্তলোকে মায়াবতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

**রত্ন**—৭, ৭২, ৮৬
[সং.√রমি+ন-ক, মি>ত্]। 'রময়িতা' রমণীয় সুবর্ণ মণি মুক্তাদি; মণি, অশ্মজাতি, পদ্মরাগ মরকতাদি।
তু. 'পাইলে এমন রত্ন ছাড়ে কোন জন।'
—রামায়ণ।
'এবার মথনে সিন্ধু রত্ন যে আমার।'
—মহাভারত।
'তুমি গো পরম রত্ন।'—মনসার ভাসান।

**রত্নমণি**—৮৬
শ্রেষ্ঠ মণি, অমৃত মণি।
তু. 'রত্নমণি'—মহাভারত।

**রথ**—৩৪, ৩৫, ৩৬

[সং. √রম্+থ(ণ), ম-লোপ; √রম্+থ (ক্থন্)]। যুদ্ধার্থ গচক্র যান, শকট, গাড়ী।

তু 'সুখংরথম্।'—ঋগ্বেদ।

**রথী**—১৩

[সং রথ+ইন্ (ইনি)]। রথপতি, রথারূঢ় পুরুষ।

তু 'দশরথ রথী।'—মাইকেল।

'রথীরথী যুঝিবেক।'—মহাভারত।

**রথরথী**—১৩

রথ এবং রথের আরোহী।

**রন্ধন**—১০৯, ১১০

(আ রন্দন)। [সং. √রধ্+অন(ভা)] রান্না, পাক করণ।

তু 'রন্ধন গৃহ।'—মহাভারত।

**রব**—৮৪

রইব, থাকব, অবস্থান করব। [সং √রহ্ > প্রা √রহ > বাঙ্. √রহ; হি. মৈ. √রহ; মরাঠী √রাহ; গুজ. √রাহ]।

তু 'সেইদিন শ্রীরাম রহেন সেই স্থানে।'
—রামায়ণ।

'রহ বাপ্। ধন্য কর আমার আশ্রম।'
—চৈতন্য ভাগবত।

'দিন কথো রহি আমি যাইব তথায়।'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

'এই পাপ ঘরে রহিতে না জুয়ায়।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'রহিতে নারিনু ঘরে।'—চণ্ডীদাস।

**রবাব**—১২

[ফা. রুবাব্ (رباب); Fr. rubèbe; Ger. rubeba, rebek; Italian-ribebba, ribeca; Spanish-rebeca; Eng. rebeck]। ছোট বেহালার মত চার তারের যন্ত্র বিশেষ। 'A rebeck, a four stringed instrument in the form of a short-necked guitar, but having a surface of parchment instead of wood.'—Persian-Eng. Dictionary by Dr. Steingass.

'সহস্র বৎসর অতীত হইল বসুধা গ্রাম নিবাসী আবদুল্লা এই যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি করিয়া রুবেব এই নাম করণ করেন। উইলার্ড সাহেব বলেন, স্পেনিস্ গীটারের অবয়বের সহিত রবাবের অনেকাংশে সমতা আছে।'—যন্ত্রকোষ।

বিদ্যাপতি, কবি কঙ্কণ প্রভৃতি কবিদের রচনায় রবাব শব্দের প্রয়োগ অছে।

**রবি**—১৭৮

[সং. √রু+ই(র্গ)]। 'স্তবনীয়', সূর্য।

তু. 'লঙ্কার পঙ্কজ রবি।'—মাইকেল।

**রবিসোন**—১৭৬

পাঠের ভুলের জন্য অর্থ বুঝা গেলনা।

**রবি-শশী**—১৫৫

(আ. রবি সসি)। সূর্য ও চন্দ্র। এখানে যোগের ভাষায় ইড়া-পিঙ্গলা (ললনা-রসনা) নাড়ীদ্বয়।

**রমণ**—১০২, ১৩০

(আ.রমন)। [সং. √রম্+অন(ভা)]। ক্রীড়া, সুরত, রতি, রতিক্রিয়া।

তু. 'রমণে রমণী মরে কোথাও না শুনি।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'আত্মারাম রমণে রজনী হৈল শেষ।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (মানিক)।

'অহল্যা সহিত ইন্দ্র ভুঞ্জিল রমণ।'
—মহাভারত।

**রমণী**—১০১

(আ রমনি)। [সং. √রম্+নিচ্+অন (র্তৃ)+ঈ]। 'রময়িত্রী' উৎকৃষ্ট স্ত্রী, পত্নী, নারী।

তু. 'শুনিয়া বাক্য কহিছে রমণী।'
—রামায়ণ।
'জননী রমণী হয়, রমণী জননী।'
—মহাভারত।
'খগেন্দ্র রমা উপেন্দ্র-রমণী।'
—মাইকেল।

**রম্ভা**—১৪
(আ.রম্বা)। [সং.√রম্ভ্+অ(ভা)+আ]। স্বর্গের এক প্রধানা অপ্সরা—সৌন্দর্য ও সঙ্গীত পারদর্শিতার জন্য খ্যাত। ক্ষীরোদ সাগর মন্থনের সময় রম্ভা, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাদের আবির্ভাব হয়। কুবের পুত্র নলকুবেবে পত্নী এই রম্ভাকে রাবণ বলপূর্বক ধর্ষণ কবলে নলকুবের অভিশাপ দেন যে বলপূর্বক অকামা বমণীকে ধর্ষণ করলে তাঁর মস্তক সপ্তধা বিভক্ত হবে।

ইন্দ্রেব আদেশে বিশ্বামিত্রেব ধ্যান ভঙ্গ করার জন্য বিশ্বামিত্রের শাপে বম্ভা শিলাখণ্ডে পবিণত হয়ে সহস্র বৎসব অবস্থান কবেন। বিশ্বামিত্রের আশ্রমে শ্বেতমুনি অঙ্গারিকা নামক এক রাক্ষসীকে এই শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করে বধ করেন এবং এ শিলাখণ্ড কপিতীর্থে নিমগ্ন হলে রম্ভা নিজরূপ ফিরে পান।

জাবালি মুনির ঔরসে ফলবতী নামে এক কন্যা রম্ভাব গর্ভে জন্মগ্রহণ করে।

**রম্য**—২, ৮৭
(আ.রম্ভা,রম্ব)। [সং.√রম+য(ণ্যি)]। রমণীয়, মনোহর, মনোরম, সুন্দর।

**রস**—৩, ১১৬
(আ. রষ)। [সং. √রস+অ (র্ম)]। 'আস্বাদনীয়', রসনাগ্রাহ্য গুণবিশেষ। বিভিন্ন প্রকারের রস আছে। যথা:
১। স্বাদে (৬)—অম্ল, মধুর, তিক্ত, কষায়, লবণ ও কটু।
২। অলঙ্কারে (৯)—আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত ও বৎসল।
৩। বৈষ্ণব সাধন ও সাহিত্যে (৫)—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও উজ্জ্বল বা মধুব।

এখানে আদি (শৃঙ্গার) রস অর্থে শুক্র (প্রবল অনুরাগ বা আসক্তি)-র কথা বলা হয়েছে।
তু.'রসভারে দুঁহু তনু থর থর কাঁপই।'
—চণ্ডীদাস।
'রাখিব রস জনু পুন পুন আব।'
—বিদ্যাপতি।
'ডগমগ তনু রসের ভারে।'
—ভারতচন্দ্র।
'রসেব বসিক মোর রসিক মুরারি।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**রসাতল**—৬২, ১২২
[ষ.ত]। তল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল ও বসাতল—এই সপ্ত পাতালেব শেষ পাতাল।
তু.'তুই যাবি রসাতল।'
—শ্রীধর্মমঙ্গল (মানিক)।
'মানক গরব বসাতল গেল।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'ভাগ্য দোষে হেন বুদ্ধি গেল রসাতল।'
—রামায়ণ।
'ভবতল রসাতলে যাবে।'—মাইকেল।

**রহেবহে**—১২, ১৭২
অবস্থান করে।

**রাই, রাঙ্গি**—৪, ৮, ৫১, ৫৩
[সং.'রাধা'> প্রা.রাহী> বাঙ. [illegible]
—শব্দকোষ। 'রাই—মাতা; [illegible] বিকারে।' 'রাই—ঠাকুর-[illegible]; [illegible] সংক্ষেপে।' প্রা. [illegible]

ম. আঈ। তুল. মা আ > মাঈ > মাই; ভা আ > ভাই। অধ্যাপক June'র মতে শব্দটি দ্রাবিড় ভাষা হইতে আগত। যোগেশ বাবু আর্য্যা হইতে আই করিয়াছেন।' —বসন্ত রঞ্জন রায় (গোঁপীচন্দ্রের গান—টীকা ৫৮ পৃঃ]।
তু. 'ধনী রাই'; 'রসবতী রাই', 'শুন ধনি-রাই।'—বিদ্যাপতি।
'রাই-মুখ-ইন্দু।'—চণ্ডীদাস।
'রাই-রাজা।'—চৈ. মঙ্গল।

**রাও**—৮৯, ১৩৫
[সং. রাব্ > প্রা. রাঅ (সম্ভাব্য) > বাও. বা, রাও; তু. সং. √বৈ-শব্দ > প্রা. √বা; অস. বাও]। শব্দ, কথা, রব।
তু. 'গঙ্গা মাতা কাবে পঞ্চ বাও।'
—গোপীচন্দ্র।
'জাগিয়া না কবে রাও।'
—মনসামঙ্গল (বিজয়)।
'বেহুলার বচনে কেহ নাহি করে রাও।'
—মনসামঙ্গল (বিজয়)।
'মুখেতে না আইসে বাও তাহান বচন।'
—অশ্বমেধ পর্ব।

**রাক্ষসে**—২৬
রাক্ষসকে, অসুরকে। [সং. রক্ষস্, রাক্ষস +অ (স্বার্থে) = রাক্ষস]। রক্ষঃ, নিশাচর। ব্রহ্মার ক্ষুধা থেকে রাক্ষসের উৎপত্তি—বহ্নিপুরাণ।
তু. 'আছে তথা রাক্ষসী রাক্ষস।'
—রামায়ণ।

**রাখ**—৫৪, ১৩৩
রক্ষা কর, বিপদে ত্রান কর, বাঁচিয়ে রাখ; দাও।
[সং. √রক্ষ > পালি, প্রা. √রকখ > বাং √রাখ; হি. √রখ, √রাখ; পা. √রকখ; মরাঠী, গুজ. √রাখ; ওড়ি, অস. রাখ, রাহ]।
তু. 'জীব নিকসব যব রাখব কোই।'
—বিদ্যাপতি।
'পাইয়া শূন্য ঘরে, লহনা খুন করে, দুর্বলা রাখই জীবন।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'এ সঙ্কটে কেন নাহি রাখ।'
—মহাভারত।
'বাখ লাখ বাখ, বাঁচাও আমায়।'
—রবীন্দ্রনাথ।

**রাগ**—
[সং. √রন্জ্ + অ (ভা)]। ক্রোধ, রোষ।
তু 'রাগে মত্ত।'—ভারতচন্দ্র।
'কি ছার মিছার কামধেনু, রাগে ফলে।'
—ভারতচন্দ্র।

**রাগিনী**—১২৬
(আ. বাগিনি)। [সং বাগ+ইন+ঈ]। সুর, গান। সঙ্গীতে ছয় বাগের ছত্রিশ পত্নী, অর্থাৎ ছটি মুল সুর থেকে উপজাত ছত্রিশটি প্রধান সুর।
তু 'ছত্রিশ রাগিণী মেলে, ছয় রাগ সদা খেলে।'—ভারতচন্দ্র।

**রাঙা**—৪৪, ৪৫
[সং. রঙ্গ > বাঙ; রাঙ+আ (যুক্তার্থে)]। রঙ্গযুক্ত, লোহিত, রক্তবর্ণ, লাল।
তু. 'সিন্দুরে মণ্ডিত বাঙা কুণ্ডল।'
—রামায়ণ।
'বিকাইব কায়মন তব রাঙা পায়।'
—মাইকেল।

**রাজ**—৩০, ৫৬
[সং. রাজন > রাজ]। রাজা, নৃপতি।
তু. 'অধ্যাপক নানা শাস্ত্ররাজ।'
—চৈ. ভাগবত।

**রাজন**—৮, ৯, ৫৪
[সং]। রাজা।
তু. 'রাজ্য রক্ষা হেতু ধাতা সৃজিল রাজনে।'
—মহাভারত।
'তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাহিলে রাজন্।'
—রামায়ণ।

**রাজপথে**—৫৫
নগরাদির প্রধান রাস্তায়, সদর রাস্তায়।

**রাজপাট**—৬৩, ৮২
রাজসিংহাসন।
তু 'কার্যনাই রাজপাটে।'—রামায়ণ।
'পড়িআছে রাজপাট।'—মহাভারত।
'লুটে নিল রাজপাট।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘন)।

**রাজপুত্র**—৫
(আ. • রাজপুত্র)। রাজনন্দন, রাজার কুমার।

**রাজহংস**—৩৬, ৩৭
(আ রাজহংষ)। 'হংসশ্রেষ্ঠ', রাজহাঁস, • মরাল্।
তু 'রাজহংস জিনিধ্বনি নুপুবেব বব।'
—বামাযণ।
'বাজহংস রব জিনি, চবণে নূপুব ধ্বনি।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**রাজা**—২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ৩০, ৩১, ৫৯, ৯৪, ১০৯, ১১৫
[সং √রাজ্+অন (র্তৃ); √রাজ—রঞ্জনার্থ']। যিনি প্রজা বঞ্জন কবেন, যিনি দীপ্তি পান; নৃপ, ভূপতি। (শুক্র-চার্য মতে, যাঁব বিংশতি লক্ষ বৌপ্য মুদ্রা আয়, তিনি 'বাজা'।)
তু 'রাজানমধ্ববস্য।'—ঋগেধদ।

**রাজাই**—১৭, ২২, ২৪, ৮৪
[রাজা+আই; হিঁ রাজাঈ]। রাজপদ, রাজত্ব।
তু 'স্বদেশে রাজাই পায়, দেঠয়া দিয়া ঘরে যায়।'—ভারতচন্দ্র।

**রাজ্য**—৩৩, ৫৫, ১১৫
(আ. রাজর্জ, আজ্য)। [সং রাজন্+য, ন-লোপ]। রাজত্ব, রাজপদ রাষ্ট্র।
তু 'রাজ্য করে দশরথ।'—রামায়ণ।

**রাজ্যেশ্বর**—৫, ৬৩, ৭৭
(আ. রার্জেশ্বব, রাজ্জের্শ্বর, রাজ্জের্ব্বর ঈশ্বর)। রাজ্যাধিপতি, রাজা, রাজ্যের মালিক বা অধিপতি।
তু 'শুন রাজ্যেশ্বর।'—চণ্ডিকা বিজয়।

**রাণী**—২১, ৮৪, ৯৪, ১০৮, ১০৯, ১১৩, ১১৪
(আ রানি, রানী)। [সং রাজ্ঞী> প্রা. রাণ্ণি, রণ্ণী (সম্ভাব্য)> বাঙ্. রাণী; হি, মৈ রানী; মবাঠী, গুজ, পা সিন্ধী, ওড়ি বানী]। মহিষী, বাজপত্নী, রাজার স্ত্রী মাত্র।
তু '(বাজা হইল উপনীত) আমি নি সন্ন্যাসী রাণী পণ্ডিত সহিত।'
—শূন্যপুবাণ।
'হা পুত্র বলিয়া রাণী বাম প্রতি বলে।'
—বামায়ণ।
'কুবুজা অব নব বাণী।'
—গেবিন্দদাস।
'শুন গো যশোদা বাণী....শঠ বড় তোমাব কুমাবে।'—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**রাতি**—৯২
[সং বাত্রি> প্রা রত্তি> রাঙ্ রাতি; হি, মৈ বাতি, মবাঠী-বাতী]। রাত্রি, যামিনী।
তু 'রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি।'
—চণ্ডীদাস।

**রাত্রি**—৩, ৬৫, ৯২
[সং √রা+ত্রি (র্তৃ)]। 'বিশ্রামদাত্রী', রজনী, যাঁমিনী।

**রাধিকার**—৬০
(আ. আদিকার)। [সং √রাধ্+অক (র্তৃ) +আ=রাধিকা, ষষ্ঠীর, র-লোপ রাধি-কার]। রাধার।

**রাধা**—"গোলোকে রাস মণ্ডলে ভগবদিচ্ছায় ভগবানের বাম অংশ হইতে ইহার উৎপত্তি হয়, দক্ষিণাংশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীদাম শাপে গোকুলে বৃষভানু সুতারূপে ইনি আবির্ভূতা হন। ইহার মাতা কলাবতী, পতি অভিমন্যু, দেবর দুর্মদ, শ্বশ্রূ জটিলা, ননন্দা কুটিলা। গোলকে কৃত প্রতিজ্ঞা পালনার্থ শ্রীহরি কংস ধ্বংসচ্ছলে গোকুলে আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণও রাধা তত্ত্বতঃ একই, মূর্তিদ্বয় মাত্র। তেজে রূপে গুণে বুদ্ধিতে পরাক্রমে জ্ঞানে ঐশ্বর্য্যে উভয়ই তুল্য । ইনি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি-'হলাদিনী'। আরাধনায় কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্তি করেন বলিয়া, ইনি 'রাধিকা'।"—শব্দকোষ।

**রান্ধিয়া**—১০০

(আ. রান্দিয়া)। রন্ধন করে, পাক করে। [সং. √রধ্+ই (ণিচ)—রান্ধি; হি. √রাধ; মরাঠী, গুজ √বাংধ; অস. √রান্ধ্]।

তু 'রান্ধিবে ছোলার দালি ভথি দিবে খণ্ড।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'রান্ধিয়া বাড়িয়া কাঁকাইলে হইল বাত।'

—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'ভাত রান্ধে।'—ভারতচন্দ্র।

**রাবণে**—২৬

রাবণ—লঙ্কাপতি, দশানন। (দশানন দ্রঃ)। [সং. √রু+ই (ণিচ্)+অন (ল্যুট)-ক]। 'রবকারয়িতা।'

**রাম**—৬০, ৯২

[সং. √রম্+অ (ঘি)]। 'রমণ স্থান', চারু, মনোজ্ঞ, শ্বেত, কৃষ্ণ, পরশুরাম, শ্রী রামচন্দ্র। এখানে শ্রী রামচন্দ্র।

অযোধ্যার সূর্যবংশীয় নৃপতি দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রাম। প্রধানা মহিষী কৌশল্যা তাঁর জননী। তিনি বিষ্ণুর অবতার বলে পরিচিত। তিনি হরধনু ভঙ্গ করে জনক রাজার বীর্য শুল্কা কন্যা সীতাকে বিবাহ করেন। হরধনু ভঙ্গ করার জন্য বিষ্ণুর অপর অবতার পরশুরামের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয় এবং পরশুরাম তাতে পরাজিত হন।

বিমাতা কৈকেয়ীর প্ররোচনায় রামকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনবাসে যেতে হয় এবং স্ত্রী সীতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা (সুমিত্রা পুত্র) লক্ষণও তাঁর সঙ্গে গমন করেন। বনবাস কালে গোদাবরী তীরে পঞ্চবটীতে থাকা কালীন রাবণ সীতাকে হরণ করলে বানর রাজ সুগ্রীব এবং হনুমান প্রভৃতির সাহায্যে রাম লঙ্কা আক্রমন করে রাবণকে সবংশে নিধন করে সীতাকে উদ্ধার করেন বনবাসান্তে ফিরে এলে কৈকেয়ী নন্দন ভরত রামকে রাজ্য ফিরিয়ে দেন। রামের দুই পুত্র লব ও কুশ।

**রামকদলী**—৮৮

বৃহৎ কলা।

তু. 'উরুযুগ শোভে রাম কলা।'

—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**রামরাম**—৬৪

পাপ কথা শ্রবণে ঘৃণায় (সাধারণতঃ ভূতের ভয়ে) উচ্চারণীয় রামনাম।

তু. 'রাম রাম স্মরণ করে জগন্নাথ।'

—ব, সা, পরিচয়।

'রাম। রাম। এ বড় কুস্থান।'

—কাব্য নির্ণয়।

**রামায়ণ**—১০১

(আ. আমায়িয়ন)। বিষ্ণুর সপ্তম অবতার এবং রাজা দশরথের পুত্র রাম এবং তাঁর স্ত্রী সীতার জীবন কাহিনী নিয়ে বাল্মীকি কর্তৃক রচিত মহাকাব্য। ত্রেতাযুগে এ কাহিনী রচিত হয় বলে কথিত আছে।

**রাহু**—৮৫, ১০৩, ১৭০
[সং. √রহ্+উ (উণ্)]। 'যে সূর্য চন্দ্র গ্রাস করে ত্যাগ করে।'
বিপ্রচিত্ত দানবের ঔরসে ও দিতি তনয়া সিংহিকার গর্ভজাত চতুর্দশ সন্তানের অন্যতম। সমুদ্র মন্থনের পর বিষ্ণু দেবতাদের মধ্যে অমৃত ভাগ করে দেবার সময় রাহু দেবতা রূপ ধারণ করে অমৃত ভক্ষণ করেন। অমৃত কণ্ঠ পর্যন্ত প্রবেশ করলে চন্দ্র ও সূর্য এঁর প্রকৃত পরিচয় প্রদান করলে বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা এঁর মস্তক ছেদন করেন। কিন্তু অমৃত পান করার ফলে এঁর মৃত্যু হলনা। এঁর মস্তক ভাগ রাহু এবং দেহ ভাগ কেতু নামে খ্যাত হল।
তখন থেকে চন্দ্র ও সূর্যের সঙ্গে রাহুর বিবাদ আরম্ভ। সুযোগ পেলেই রাহু এঁদেরকে গ্রাস করেন। সূর্যকে গ্রাস করলে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রকে গ্রাস করলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। যেহেতু রাহুর দেহের নিম্নাংশ নেই গ্রাস করলেও চন্দ্র সূর্য বের হয়ে পড়েন।
নব গ্রহের এক গ্রহ হিসাবে রাহু নৈঋত কোনের অধিপতি।

**রুদ্রাক্ষ**—৭৩
(রুদ্রাক্ষের দ্রঃ)।

**রুদ্রাক্ষের**—৩৬
(আ. উদ্রকের)। বৃক্ষ বিশেষ বা তার ফল। পুরাণ মতে ত্রিপুরাসুরকে বধ করার সময় রুদ্রের (মহাদেবের) অক্ষি থেকে যে অশ্রু বিন্দু পতিত হয় তা থেকে এক বৃক্ষ জন্মলাভ করে। এ বৃক্ষে এক রকমের ফল হয়। সে ফল দ্বারা মালা তৈরী করে সাধু সন্ন্যাসীরা জপ করেন। সেই মালাকে রুদ্রাক্ষ মালা বা রুদ্রাক্ষ মালিকা বলা হয়।

**রুপিল**—১৩
(আ. রুপিল)। রোপন করল, পোঁতিল। [সং. √রোপি-রোপয় > প্রা. √রুপ্প> বাঙ্. √রোপ, √রুপ; মৈ √রোপ]।
তু. 'তুলসী কাটিয়া গাছ রুপিল গোঁসাই।'
—রামায়ণ।

**রূপ**—৩, ১১, ৪৪
[সং. √রূপ+অ (র্ম)]। সৌন্দর্য, আকৃতি, শ্রী।
তু 'অপরূপ তব রূপ একরূপ নয়।'
—সম্ভাবশতক।
'কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট।'
—ভারতচন্দ্র।
'তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে।'
—রবীন্দ্র।

**রূপসী**—৫৮, ১৩৬
(আ. রূপসি)। [সং রূপস্বী> বাঙ্. রূপসী]। রূপবতী, সুন্দরী।
তু 'হাম রূপসী তোহার রূপে।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'কি রূপসী, অঙ্গে বসি, অঙ্গ খসি পড়ে।'
—বিদ্যাসুন্দর।
'রূপস রূপসী রূপ করে নিরীক্ষণ।'
—বিদ্যাসুন্দর।

**রেখা**—৮৬
[√লিখ্+অ (র্ম)+আ=লেখা> রেখা]। লম্বা চিহ্ন বা দাগ।
তু. 'নাহি সাধ্য মানবের, সে মঙ্গল নিয়তির, এক রেখা করিবে লঙ্ঘন।'—নবীন চন্দ্র।
'পথের রেখা ধরিয়া প্রফুল্ল অনেক দূরে গেল।'
—বঙ্কিম।

**রোজা**—৬০
[ওজা, ওঝা> রোজা, রোঝা, (র-আগমে) ওঝা, ভূতের গুণিন]।
তু. 'অবশ্য যাইব আমি রোঝা আনিবারে।'
—চমৎকার চন্দ্রিকা। বঙ্গবাসী।
'রোজা ও তাঁর দুই চ্যালায় কি কর্ব্বেন।'
—হুতুম পেঁচার নক্সা।

**রোহিণী**—১১
(আ.রোহিনি, রহিনি)। (১) চন্দ্রের **স্ত্রী**। ভরণী, কৃত্তিকা, আর্দ্রা, অশ্লেষা, মঘা, উত্তর ফাল্গুনী, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া, রোহিণী প্রভৃতি দক্ষের ২৭টি কন্যাকে চন্দ্র বিবাহ করেন। এঁদের মধ্যে রোহিণী চন্দ্রের প্রিয়তমা হবার দরুণ দক্ষ কর্তৃক চন্দ্র অভিশপ্ত হয়ে ক্ষয় রোগগ্রস্ত হন। পরে কন্যাদেরই অনুরোধে দক্ষ **শাপ** বিমোচন করে এক পক্ষে রোগ ভোগ **এবং** অপর পক্ষে রোগ মুক্তির অভিশাপ দেন।

(২) বাসুদেবের স্ত্রী। বলরামের মাতা ও শ্রীকৃষ্ণের বিমাতা।

(৩) কশ্যপ ও সুরভির কন্যা। এই রোহিণী কামধেনু প্রভৃতি গো জাতির মাতা।

(৪) শ্রীকৃষ্ণের এক স্ত্রীর নাম রোহিণী। এখানে চন্দ্রের স্ত্রী রোহিণীর কথা বলা হয়েছে।

## ল

**লইয়া**—৩০, ৫৫, ৮৪, ১১৩, ১১৬
নিয়ে, সঙ্গে করে, সঙ্গে রেখে। [সং.√লভ্> প্রা √লহ> বাঙ্.'ল'।
তু.'অজ হঞা জন্ম লয়।'—চৈতন্য মঙ্গল।
'আহা মরে যাই, লইয়া বালাই।'
—ভারত চন্দ্র।
'যোগিনী হইয়া, উহারে লইয়া, যাই পলাইয়া।'—ভারত চন্দ্র।
'চরণের ধূলি লয় মাথার উপর।'
—রামায়ণ।

**লক্ষ**—৫৫
[সং.√লক্ষ্+অ(র্ম); প্রা.লক্‌খ]। সংখ্যা বিশেষ, দশ অযুত সংখ্যা, লাখ, ১০০০০০।

**লক্ষের**—৫৫, ৫৮
লক্ষ টাকা মূল্যের। [লক্ষ দ্রঃ]।
তু.'লক্ষের জাদ।'—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'লক্ষের কাঁচলি।'—চণ্ডিকা বিজয়।
'লক্ষের পুটলি।'—মনসামঙ্গল।
'লক্ষের ব্যজনী।'—মনসার ভাসান।

**লক্ষ্মী**—৬১
(আ.লক্ষি)। [সং.√লক্ষ্+ম+ঈ(র্ম)]। 'যিনি নীতিমানকে দেখেন'; শ্রী, রমা, কমলা, ধন সম্পদ ও সৌভাগ্যের আধষ্ঠাত্রী দেবী। ঋক্‌বেদে লক্ষ্মী শ্রী ও ঐশ্বর্যের দেবী। তৈত্তিরীয় সংহিতায় লক্ষ্মী ও শ্রী আদিত্যের দুই স্ত্রী। পুরাণমতে ভৃগুর ঔরসে ও দক্ষ কন্যা খ্যাতির গর্ভে লক্ষ্মীর জন্ম এবং নারায়ণের স্ত্রী। দুর্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র ভুবন জয় থেকে বঞ্চিত ও শ্রীহীন হলে সর্ব সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মী সমুদ্রে প্রবেশ করেন। সমুদ্র মন্থন কালে ঘৃত হতে লক্ষ্মী উত্থিত হলে বিষ্ণু তাঁকে পুনরায় গ্রহণ করেন।
তু.'খন খন ঝন ঝনে, আসে লক্ষ্মী বেড় বান্ধে নাই।'—ভারতচন্দ্র।
'তুমি লক্ষ্মী হৈতে রত্নাকর বলি তারে।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'বধুলক্ষ্মী লক্ষ্মী সমা।'—চৈতন্য চরিতামৃত।

**লক্ষীন্দর**—৫৫
(পাদটীকা দ্রঃ)।

**লগ্ন**—৮, ১০
(আ.লগ্ন, নর্গুন)। [সং.√লগ্+ত (ক্ত) ক-নিপাতিত; তু.'লগিত']। সক্ত, শ্লিষ্ট; রাশির উদয় কাল, শুভ সময়, শুভক্ষণ'।
তু.'লগ্ন ভ্রষ্ট কর গিয়া শ্রীরাম সীতার।'
—রামায়ণ।

**লঘুত্রিপদী**—১২৬
(পয়ার দ্রঃ)।

**লঙ্কা**—২৬, ৩৮

[√রম্+ক-ধি+স্ত্রী আ, র> ল]। 'রাক্ষসের রমণ স্থান', রক্ষঃপুরী। বিশ্বকর্মা রাক্ষসের নিবাসার্থে ত্রিকূট শিখরে এই পুরী নির্মাণ করেন এবং পিতার আদেশে কুবের এই পুরীতে বাস করেন। মাতামহ সুমালীর পরামর্শে রাবণ, লঙ্কা গ্রহণ করার মানসে দূত প্রেরণ করলে, কুবের লঙ্কা ছেড়ে কৈলাসে চলে যান। তখন থেকে লঙ্কা রাক্ষসদের বাসস্থান হয়। ভাগবত মতে লঙ্কা জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত অষ্ট উপদ্বীপের একতম।

**লঙ্ঘন**—৩০

(আ.নঙ্গন)। [সং. √লঙ্ঘ্+অন (ভা)]। অপালন, ভঙ্গ, অবমাননা।

**লঙ্ঘিতে**—৩০, ৬৩

(আ.নঙ্গিতে)। পালন না করতে, অবহেলা করতে, অবজ্ঞা করতে। [সং. √লঙ্ঘ্> প্রা. √লংঘ; মরাঠী, হি, √লংঘ]।

তু.'মায়ের বচন লঙ্ঘি পিতৃ বাক্য ধর।'

—রামায়ণ।

'নারীর বচন বীর নারিল লঙ্ঘিতে।'

—মহাভারত।

**লড়াই**—৬৩

(আ.নড়াই) [বাঙ.√লড়্+আ+ই]। যুদ্ধ, সংগ্রামে, সমর।

**লড়ি**—৭৩

[নড়ি> লড়ি, (দেশী); তু.সং যষ্টি> প্রা. লট্‌ঠি; হি.লড়ী]। লাঠি।

তু.'হাথত করী লড়ি।'—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

'অন্ধ যায় যেন হাথে করি লড়ি।'

—রামায়ণ।

'আন্ধলের লড়ি বাছা।'—কবি কঙ্কণ-[illegible]।

'[illegible] লাড়।'—ভারত চন্দ্র।

**লতা**—৭৯

[সং. √লত্ (বেষ্টন)+অ (র্তৃ)+আ]। 'বৃক্ষাদি বেষ্টয়িত্রী', বল্লী, ব্রততি; যে উদ্ভিদ অবলম্বনের অন্য কিছুকে জড়িয়ে বাড়ে।

**লম্বোদর**—২৭

(আ.লমদর)। লম্বা উদরের অধিকারী বলে মহাদেব তনয় শ্রীমান গণেশের এক নাম লম্বোদর। [বহুব্রী]। (গণপতি দ্রঃ)।

**ললাট**—৮৫

(আ.লওলাট, ললাট)। [সং. √লল্+আট]। ভাল, কপাল।

তু.'সুন্দর ললাটে দিব ফোটা।'

—মাইকেল।

**লস্কর**—৬৩

[ফা.লশ্‌কর; (لشکر) হি.ঐ; মরাঠী লস্কর; মৈ. লগকর]। সৈন্য, সেনাগণ, ফৌজ।

তু.'লোক লস্কর।'—বঙ্গসাহিত্য পরিচয়।

'বিস্তর লস্কর সঙ্গে।'—ভারত চন্দ্র।

'লস্কর বন্দুক তোপ।'—ভক্তমাল গ্রন্থ।

'হাতী ঘোড়া আছে আমার লোক লস্কর।'—মৈ.গীতিকা।

'লস্করী বিষয় পাইয়া মহামতি।'

—ছুটিখানের মহাভারত।

**লাগ**—৩৭, ৩৮

(আ লাইগ)। [সং.লগ্ন> প্রা নগ্‌গ> বাঙ্. লাগ; হি, মরাঠী গুজ. লাগ]। সাক্ষাৎকার, দেখা, সঙ্গ।

তু. 'দুই চারি যোজন ধায়, তবে মোর লাগ পায়।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'যদি লাগ পাই তোরে, পাঠাইব যমপুরে।'—বাইশকবি মনসা।

'[illegible] পায় লাগ লাথি কিল মারিছে।'

—ভারতচন্দ্র।

**লাগাইয়া—১৩২**

সংযুক্ত করে, জোড়ে, সংলগ্ন করে। [সং √লগ্ > প্রা. √লগ্‌গ > বাঙ্. √লাগ; বাঙ্. √লাগ + আ = লাগা' ক্রিয়া]।
তু. 'বিমলা অঞ্চলের চাবি লইয়া ঐ কলে লাগাইলেন।'—বঙ্কিমচন্দ্র।

**লাগিল—৬, ১১, ৩০, ৩৫, ৯৪**

[সং. √লগ্ > প্রা. √লগ্‌গ > বাঙ্. √লাগ, হি, সিন্ধী-√লগ্; মরাঠী, গুজ. অস. ওড়ি, মৈ. √লাগ]।
তু. 'তিতিল বসন তনু লাগি।'
—বিদ্যাপতি।
'জলের সফরী, আহার করিতে, বড়শী লাগিল মুখে।'—চণ্ডীদাস।
'তোহ্মার বচন মোর লাগিল হৃদয়ে।'
—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

**লাগি—৮৪, ১৭১**

(আ. লাগি, লাগী)। [লাগ + ই; তু. সং. √লগ-লগিত্বা > প্রা. √লগগই > বাঙ্. (লগ্‌গি) লাগি; হি লগ, লগি, লাগি; মরাঠী লগী; মৈ. লা, লাঈ; লাই (নোয়াখালী)]। জন্য, নিমিত্তে, উদ্দেশ্যে।
তু. 'তুয়া অভিমান লাগি সোই আকুল।'
—বিদ্যাপতি।

'সুখের লাগিয়া, এঘর বাঁধিনু, আগুণে পুড়িয়া গেল।'—চণ্ডীদাস।
'হস্তিনা আইলু আমি তোমার লাগিয়া।'
—মহাভারত।

**লাঙ্গল—৬১**

[সং. √লঙ্গ + অল (র্তৃ)]। 'ভূমিগামী', ভূকর্ষণ যন্ত্রবিশেষ, হল, সীর।
তু. 'শুনং কৃষতু লাংগলম্।'—ঋক্... ও শুক্লযজুর্বেদ।

**লাচাড়ি, লাচাড়ী—১১৬, ১২২**

**লাভ—৯৭**

[সং √লভ্ + অ (ভা)]। প্রাপ্তি, অধিগম, ফল, বৃদ্ধি, লভ্য।
তু. 'লাভ চাহিতে মূল হারাবে নিশ্চয়।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**লালিব—৯৯**

সস্নেহে পালন করব। [সং √লল্-লালয় > প্রা. √লাল > বাঙ্. √লাল; মরাঠী, হি. √লাল]।
তু. '(শচী ঠাকুরাণী) বালকে লালয় যত কহিতে না জানি।'
—নবদ্বীপ পরিক্রমা।
'লালিয়া পালিয়া মানুষ করিলি ভরতেরে।'
—রামায়ণ।
'লালিয়া পালিয়া ছানা করিলেন বড়।'
—বাইশকবি মনসা।

**লাহুদে—১৫৪**

[আব. লাহুৎ(لاهوت)]। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**লিখন—৮৩**

[সং. √লিখ্ + অন (র্ম)]। লিখিত ফল, বিধিলিপি।
তু. 'কি করিব যথকিছু কর্মের লিখন।'
—গঙ্গাচণ্ডী পাঞ্চালিকা।

'ললাটে লিখন যাহা।'
—বঙ্গসাহিত্য পরিচয়।
'বিধাতার লিখন।'—ভারত চন্দ্র।
'ললাটে লিখন।'—শিবায়ন।

**লিঙ্গে—১৫৫**

(আ নিঙ্গে)। [সং √লিঙ্গ্ + অ(ণ) = লিঙ্গ]। 'জ্ঞাপসাধন', চিহ্ন, লক্ষণ, পুরুষচিহ্ন; শিশ্ন।
তু. 'যোনিরূপে জগন্মাতা লিঙ্গে বেড়ে তবে।'—শিবায়ন।
'...লিঙ্গে বিভেদ আছয়।'
—...নতে।

'লিঙ্গে হয়ে লিঙ্গের লঘুতা কেনে কর।'
—শিবায়ন।

বেদান্ত মতে দেহে সপ্তদশ লিঙ্গ যথা : পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, বুদ্ধি ও মন। সাংখ্যমতে লিঙ্গ হচ্ছে প্রকৃতি।

**লুকি—১৭১**
[সং লুক্কায়িত> প্রা লুক্কিঅ> বাং লুকি, লুকী]। লুক্কায়িত, অদৃশ্য, অলক্ষিত।
তু 'ক্ষণে বথ খাণ দেখি ক্ষনে হয় লুকি।'
—রামায়ণ।
'লুকি হয়ে নিজ কায, ঝোপ ঝাপ উকটে গহণ।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'আমি লুকি হই তবে হবে অনুতাপ।'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।
'গাড়ের ভিতবে থাকি লুকি ভাল জানি।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**লুটায়া—১৯**
(ভূমি ত) গড়াগড়ি দিযে। [লুট> লুটা]।
তু '(যে পদ) হৃদে ধবি ভূতনাথ ভূতলে লুটায।'—ভারতচন্দ্র।

**লেখা—৫৫, ১৪১**
[সং. √লিখ্+অ (র্ম)]। লিখিত বিষয়' বিধিলিপি।
তু.'ভাগ্যের লেখা।'—মহাভাবত।
'পুণ্যেব লেখা।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**লেখাজোখা—৫৫**
(আ লেখাযোখা)। বর্ণনা, গণনার যোগ, হিসাব-কিতাব।
তু 'লেখা জোঁখা নাই দ্রব্য চলিল বিস্তর।'
—রামায়ণ।
'গড়ে সৈন্য নাহি লেখা-যোখা।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**লেপনেহালি—৯১**
(পাদটীকা দ্রঃ)।

**লেশ—৪২**
(আ. লেষ, লেশ)। [সং. √লিশ+অ (ভা)]। অংশ, অণু।
তু. 'অক্ষরের লেশ।'—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।
'এক লেশ প্রীতি।'—চৈ.চরিতামৃত।
'অসত্য কলুষ লেষ।'—হেম।

**লেহ—৫৭**
[নি> লি. লে; সং. √লভ্; প্রা. √লেহ্, √লে–তু. 'লিজ্জই(গৃহ্যতে), লিজ্জহু(গৃহ্যতাম্), লিজ্জে (গৃহাতে), লেই (গৃহীত্বা), লেংই (লভেতে), লেহি, লেহু (গৃহাণ)'; হি, মবাঠী, মৈ. √লে]। লও; গ্রহণ কর।
তু 'আঁচল লেই বদন পর ঝাঁপে।'
—বিদ্যাপতি।
'লেহ লেহ লেহ রাই সাধেব মুরলী।'
—জ্ঞানদাস।
'লেহ বস্ত্র ধন।'—চণ্ডিকা বিজয়।
'ললিতা লেহ কঙ্কণ, বিশাখা লেহ অঙ্গুরী।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**লোক—৪১, ৫০**
[সং √লোক্+অ(র্ম)]। মনুষ্য, ব্যক্তি, জন, জনসাধারণ।
তু 'লোকে যদি কোন লোক মন্দ জাতি হয।'—ভারতচন্দ্র।
'তাহার প্রতাপে লোক থাকিত নির্ভয়।'
—রামায়ণ।
'তোমা প্রায লোক হয়া হৈয়া শোক কি কারণ।'—মহাভারত।

**লোচন—৬৫, ৮২, ১৪৪**
[সং √লোচ্+অন (ণ)]। 'দর্শন সাধন', চক্ষু, নয়ন, নেত্র।
তু 'মনুজলোচন।—সম্ভাবশতক।

**লোভ—৪৫, ১৬৫**
[সং. √লুভ্+অ (ভা)]। পরদ্রব্য গ্রহণের অভিলাষ, লিপ্সা, গ্রহণ স্পৃহা, বিষয়-তৃষ্ণা; ষড়্ রিপুর এক রিপু।

তু 'লোভেব নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়।
পশুপক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়।'
—ভাবতচন্দ্র।
'পেয়েছে বিদ্যাব লোভ আসিবে অবশ্য।'
—ভারতচন্দ্র।

**লোভা—৮৬**
[লোভ+আ]। বিমোহন, মোহজনক।
তু 'বাহু কমল শশি মণ্ড লোভা।'
—বিদ্যাপতি।
'দেখিবে কমল শোভা, সাধুকে লাগিল লোভা।'—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।
'দেখিলে সে রূপ পায় মুনি মন লোভা।'
—মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা।

**লোমে—৮২, ১৬১**
[সং √লু+মন্ (র্ম); লোমন> লোম
তনূরুহ, লোম।
তু 'নাভিব উপবে লোম লতাবলী।
সাপিনী-আকাব শোভা।'—চণ্ডীদাস।

**লোহা—৬১**
[সং. লোহ বাঙ লোহা (লো + হা)
(স্বার্থে): প্রা লোহঅ, হি মৈ লোহা]।
লৌহ, খনিজ ধাতু বিশেষ।
তু 'কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন।'
—রবীন্দ্রনাথ।

**লোহিত—১৪৪**
[বোহিত> লোহিত (ব> ল); লোহ(রুধির)
+ইত (ইতচ)> লোহিত> লোহিত (?)]।
বক্তবর্ণ, রক্ত, শোণ, লাল।
তু 'মণ্ডিত লোহিত ববি-কিবণে সবল।'
—হেম।

**লৌড়ি—১৩৮**
এ শব্দ বাঙলা অভিধানে পাওয়া যায়না। উর্দু ভাষায় চাকবাণী অর্থে লেওণ্ডি শব্দেব ব্যবহাব আছে। এ শব্দ (লৌডি <লেউড়ি <লেউণ্ডি) খুব সম্ভব উর্দু ভাষা থেকে গৃহীত।

## শ

**শকতি—৩১, ৫৪, ১১৪**
(আ সকতি, সকোতি)। শক্তি-র কোমল রূপ (পদ্যে)। [শক্তি দ্রঃ]।

**শকুন—৮০, ১৭৯**
(আ সগুন)। [সং. √শক্+উন (র্তৃ)]।
'দূবগমনে সমর্থ', 'দুবদর্শনে সমর্থ' গৃধ্র, শকুনি।

**শক্তি—১৫৪**
[সং √শক্+তি (ক্তিন্)]। সামর্থ্য, পাবগতা, ক্ষমতা। এখানে শক্তি রূপিনী প্রকৃতি। অষ্ট শক্তি—ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, ব্রাহ্মণী, নাবসিংহী, বাবাহী, মাহেশ্ববী, ভৈববী ও কৌমাবী। নবশক্তি—ইন্দ্রানী প্রভৃতি ছয় এবং বোদ্রী, কার্তিকী ও সর্বমঙ্গলা। 'পঞ্চাশৎ মেধাদি বিষ্ণু শক্তি ও পঞ্চাশৎ বিবজাদি রুদ্রশক্তি।' সিতা ও অসিতা ভেদে রুদ্র শক্তি দ্বিবিধ। সিতা থেকে শান্ত প্রকৃতি গৌবী প্রভৃতি ও অসিতা থেকে উগ্র প্রকৃতি দুর্গা, কালী প্রভতি।'—বায়ুপুবাণ।

**শঙ্কর—৬৮, ৭০, ১২৪**
(আ. 'সঙ্কব, সংস্কব, শংঙ্খব')। [সং শম্+ √কৃ+অ (র্তৃ)]। শিব শুভকব।
মহাদেব সকলেব কল্যাণ কবেন বলে তাঁব নাম শঙ্কব। স্কন্দ পুবাণ মতে শিবেব উক্তি আছে যে তিনি ভক্তদেব স্তবে সন্তুষ্ট হযে তাদেব পবিত্র ও নিবাময় কবেন। তাই তিনি শঙ্কব ও ভূতনাথ নাম গ্রহণ কবেছেন।

**শচী—১৪**
(আ .সচি)। [শচীকে দ্রঃ]।

**শচীকে—১০১**

(আ. ছচিকে)। [সং. √শচ্ (কথন)+অ+ঈ=শচী]। শচী—'ব্যক্ত ভাষিণী' ইন্দ্রাণী। পুরাণ মতে ইনি দৈত্য পুলোমনের কন্যা। ইন্দ্র এর সতীত্ব নষ্ট করেন এবং এঁর পিতার অভিশাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য পুলোমনকে হত্যা করেন। এঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে ইন্দ্র অন্যান্য দেবীদের প্রত্যাখ্যান করে এঁকেই বরণ করেন। রাজা নহুষ এঁর সতীত্ব নষ্ট করতে গিয়ে ব্যর্থ হন।

**শংখধবনি—৫৩**

(আ. শঙখধ্বনি)।

**শংখনা—৮৭**

(আ. সঙ্কনা)। শঙখ নির্মিত স্ত্রীলোকের হাতের অলঙ্কার বিশেষ, শাঁখা। প্রকৃত শব্দ 'শঙ্খ'-এর কিঞ্চিৎ বিকৃত রূপ।
তু 'শঙ্খ কর চুর।'—বিদ্যাপতি।
'গজদন্ত শঙ্খ।'—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**শত—৬, ১০৮, ১০৯**

[দশ দশৎ (দশক)+ত, পরিমাণার্থে 'দশদশৎ' স্থানে 'শ'; ফা সদ্ (سد); Av. satem; Gr. e-katon; L. centun; Ger. hundert; Irish-Cet; Welsh-Cant Old. Eng. hund; Eng. hundred]। শত সংখ্যক; অসংখ্য।

তু. 'শত শত্রু মারিলে যতেক পাপ হয়।
এক গো বধিলে তত পাপের উদয়।।'
—রামায়ণ।

**শতদল—৮৭**

[বহুব্রী]। 'শতপত্র', পদ্ম, কমল। শত বা বহু দল বা পাপড়ি বিশিষ্ট বলে পদ্ম ফুলের এক নাম শতদল।
তু. 'প্রফুল্ল সহস্র শতদল।'—মহাভারত।
'তোমার নামে খুলিল হৃদয় শতদল-দলরাজি।'—রবীন্দ্রনাথ।

**শতভার—১০৯**

(আ. শতোভার)। একশতভার।

**শতেশ্বরী—৮৭, ১৩৫**

(আ. শতেশ্বরি, শতের্স্বরি)। [শতসর>শতসরী>শতেশ্বরী]। শতষষ্টিক হার, শতনরী; শতলহর বিশিষ্ট হার।
তু 'কণ্ঠে শতেশ্বরী হার।'—মহাভারত।
'শতেশ্বরী হার।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'বেতার খচিত, শতেশ্বরী পহিরল।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**শনি—২৭**

(আ সনি)। [সং √শো+অনি (র্তৃ)]। গ্রহবিশেষ; দেবতা বিশেষ।
পুরাণ মতে সূর্যের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী ছায়ার গর্ভে দুই পুত্র শনি ও সাবর্ণি মনুর জন্ম হয়। চিত্ররথের কন্যা এর স্ত্রী। এক সময়ে শনি ধ্যানেমগ্ন ও পূজা রত ছিলেন। সে সময় তাঁর স্ত্রী ঋতুস্নাতা হয়ে সুন্দর বেশভূষা করে তাঁর কাছে এসে সঙ্গম প্রার্থনা করেন। কিন্তু ধ্যানরত শনি স্ত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত না। করায় ক্রুদ্ধা স্ত্রী শনিকে শাপ দেন 'তুমি যার দিকে দৃষ্টিপাত করবে সেই বিনষ্ট হবে।' (গণেশের কাহিনী পাদটীকায় দ্রঃ)।

তু. 'শনির দৃষ্টিতে রাজার ছিড়ে রথ-দড়া।'
—রামায়ণ

**—১১২**

(আ. সবদ)। [সং √শব্দ্+অ (ভা); শপ্+দ (ভা), প্>ব]। সাধারণ অর্থে ধ্বনি, রব, নাদ ইত্যাদি বোঝায়। শব্দ শাস্ত্র অর্থাৎ ব্যাকরণ বলে এক শাস্ত্র আছে। মহাপণ্ডিত শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। এখানে 'শব্দ' সে অর্থে ব্যবহৃত

হয়েছে বলে মনে হয়না। এখানে বিশেষ অর্থে 'প্রকাশ' 'প্রচার' বা 'ঘোষণা' হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়।
তু. 'তিন লোকে শবদ হৈল দানের বাখান।'
—জগৎ মঙ্গল।

'গোপাল প্রকট হৈল দেশে শবদ হৈল।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

**শরীর**—১৬১
(আ. সরির, সরীল)। [সং √শৄ+ঈর (র্ম)]। 'রোগাদিহিংসিত', প্রাণিকায়, দেহ, কলেবর, কায়; জীবাত্মা।

**শশধর**—১৪
(আ. সসধর)। [সং √শশ্+অ=শশ+ধর]। চন্দ্র।

**শশী**—৮২, ১০২, ১৭১
(আ. সসি, শষি)। [সং শশ্+ইন]। 'শশযুক্ত', শশধর, চন্দ্র, চন্দ্রমা।
তু 'নিশাতে শশীর শোভা. শশীতে নিশার।'—(কাব্য নিধি)।

**শহরে**—১৫
[ফা. শহর্ (شهر)]। নগবে সহরে।
তু 'এহেন সহরে নাই মনুষ্যের সাড়া।'
—শিবায়ণ।

'সহরে শাঁখারী ডাকিয়া আন।'—শিবায়ণ।

'লোহাটা বজুর তার সহর কোটান।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘন)।

'সহর বাহির করে শিরে ঘোল ঢেলা।'
—শ্রীধর্মমঙ্গল (মানিক)।

'নানান জাগা ঘুইরা আইলা গৌড়ের সরে।'
—পূর্ব বঙ্গ গীতিকা।

**শানে**—১৫২
√শান্ (তীক্ষ্ণীকরণ)+অ (ণ)=শান]। অস্ত্রাদি তীক্ষ্ণ করনার্থ যন্ত্র বিশেষ।
তু. 'পাপের সংঘর্ষে যার পড়িছে, ভীষণ শান ধর্মের কৃপাণে।'—রবীন্দ্রনাথ।
কামাড়িয়া শানে—(পাদটীকা দ্রঃ)।

**শাপ**—৩২, ৩৩, ৪৪, ৪৯, ৫৩
(আ. স্রাপ, শ্রাপ, স্তাপ শ্তাপ)। [সং √শপ্+অ (ভা)]। অভিসম্পাত, অভিশাপ।

**শারদ**—৩
[সং. শরদ্+অ]। শরৎ সম্বন্ধীয়, শরৎ কালীন।
তু. 'শারদ ইন্দু।'—কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।
'শারদ যামিনী।'—জ্ঞানদাস।
'কে বলে শাবদ শশী সে মুখেব তুলা।'
—ভারতচন্দ্র।

**শাল**—৭৭, ১০২
[সং. শল্য> প্রা. সল্ল> বাঙ্. শাল; মৈ. 'সাল'—কণ্টক]। সূক্ষ্মাগ্র লৌহ শলাকা। এখানে শল্যাঘাত সদৃশ তীব্র বেদনা।
তু. 'এ শাল থাকিল বুকে।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন
'যৌবন মরণকাল, হৃদয়ে রহিল শাল।'
—ক, ক-চণ্ডী।

**শাস্ত্র**—৭১
(আ. সাস্ত্র, শাস্ত্র)। [সং √শাস্+ত্র(ণ)]। 'শাসন-সাধন' ব্যাকরণাদি গ্রন্থ, নীতি বিষয়ক গ্রন্থ, ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ।

**শিওরে**—২০, ১৩৫
(আ. সিওরে)। [সং. শিখর (শৈলবৃক্ষাগ্র) > প্রা. সিহর (সম্ভাব্য) বাঙ্. শিহর, শিঅর, শিওর, শিয়র, সিয়র]। শিয়র—গৌণার্থে দেহের অগ্রভাগ অর্থাৎ মাথা; শায়িত ব্যক্তির মাথা।
তু. 'উত্তর শিয়রে শুয়েছিল (ঐরাবত)।'
—রামায়ণ।

'(পুত্র) মরণ কালে হইবে আমার
শিযরের পসরী।'—গোপীচন্দ্র।
'শিযর না দিব আর কানাইর হাতে।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**শিকড়—৫৬**
(আ সিকর)। [সং শিখা, শিফা; তু শিখর]। গাছের মূল (root)।
তু 'সিখড় কাটিলে তবে পড়ে গাছ।'
—গোরক্ষ বিজয়।
'তোলা ভার এরবার গজালে শিকড়।'
---পদ্য পাঠ, ২য় ভাগ।

**শিকার—৬৯**
(আ শীকার)। [ফা শিকার (شکار)]। পশুপক্ষী বধ, মৃগয়া।
তু.'শার্দুল শিকারে চলে।'—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘনরাম)।
'বিস্তর জানিলাম আমি শিকারের ফন্দি।'
—মৈ. গীতিকা।

**শিক্ষা—২৬, ৯৬**
(আ. সিক্ষা, শিক্ষ্যা)। [সং. √শিক্ষ্+অ (ভা)+আ]। বিদ্যাভাস, বিদ্যাগ্রহণ, শিখন।

**শিখ—**
(আ.সিখ)। [সং.√শিক্ষ্>প্রা √সিক্খ>বাঙ্.√শিখ; হি.√সীখ; প্রা.√সিক্খ; মরাঠী-√শিক্, শিখ্; গুজ √শিখ; সিন্ধী-√সিখ]। শিক্ষা কর, অভ্যাস কর।
তু.'শিখি পক্ষী মুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি।
—মা.

**শিখাইতে—২৫**
(আ. সিকাইতে)। [শিখ+আ=শিখা', ক্রিয়া; সং.√শিক্ষি>প্রা.√সিক্খব্; তু. সং শিক্ষয়>প্রা. সিক্খবিস্থ—হে; হি. √সিখা; মরাঠী-√শিকরি, √সিখরি]।
তু 'হাম শিখায়ব বচন বিশেষ।'
—বিদ্যাপতি।
'কি বা কোন বঁধু শিখাযে দিল।'
—ভারতচন্দ্র।

**শিঙ্গা—১২**
[সং.শৃঙ্গ>প্রা.সিঙ্গ>বাঙ্.শিং শিঙ্, শিঙ্গ; শিঙ্গ>শিঙ্গা]। শৃঙ্গনির্মিত বাদ্য বিশেষ। গোরক্ষ বিজয়, চৈতন্য চরিতামৃত, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ ইত্যাদিতে শিঙ্গা শব্দের ব্যবহার আছে।

**শিঙ্গার—৪২, ১৩১**
(আ টিঙ্গার)। [সং শৃঙ্গার>প্রা সিংগার>বাঙ্. শিঙ্গার]। শৃঙ্গারানুকূল বেশবিন্যাস, বিলাস সজ্জা, রতিক্রিয়া, সুরতি।
তু 'মুকুর লেই অব করত সিঙ্গার।'
—বিদ্যাপতি।
'কি কাজ সিঙ্গারে।'—বিদ্যাপতি।
'নাগর করযে শিঙ্গার।'—জ্ঞানদাস।
'সিঙ্গার নহিলে মোর না রহে জীবন।'
—শূন্যপুরাণ।
'সুরতি শিঙ্গার পিরীতময ভাষ।
মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস।।'
—গোবিন্দ দাস।

**শিব—৩৮**
(আ সিব)। (√শীব্+অ (ঘি)]। 'সর্ব শয়নস্থান', মঙ্গল, মহাদেব। মঙ্গলময়-বলে মহাদেবের এক নাম শিব।
তু.'শিব শিব শিবনাম, সবে বলে শিবধাম, বাম দেব আমার কপালে।'—ভারতচন্দ্র।
হিন্দু-শাস্ত্রমতে ত্রিমূর্তির অন্যতম শিব বা মহাদেব। প্রলযের তমোগুণে তিনি রুদ্র মূর্তিতে বিশ্ব সংহার করেন বলে তিনি 'হর'। 'মহাকাল' এঁরই নামান্তর। ইনি বিরূপনেত্র হেতু 'বিরূপাক্ষ', ত্রিনয়ন

হেতু 'ত্রিলোচন', মৃত্যুঞ্জয়ী বলে 'মৃত্যুঞ্জয়,' অগ্নিনেত্রে কামদাহ হেতু 'স্মরহর'। পিনাক তাঁর ধনু বলে তিনি 'পিনাকী', মস্তকে জটাজুট বলে তিনি 'কপর্দী', হলাহল পানে নীলকণ্ঠ বলে তিনি 'নীলকণ্ঠ'। ইনি ত্রিপুরাসুর বধকারী বলে 'ত্রিপুরারি'।

মহাদেবের অন্য নাম রুদ্র বা মহাকাল, কারণ তিনি সর্বসংহারক। এ সংহার হতেই আবার তাঁর অভ্যুদয় বলে তিনি জননশক্তি হিসাবে শিব বা শঙ্কর। যা ধ্বংস হয়েছে তা পুনর্বার জন্মেছে—সেজন্য তিনি ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান মহাদেব।

তিনি সিদ্ধ, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরা, গন্ধর্ব, এবং প্রমথগণ পরিবেষ্টিত হয়ে হিমালয়ে তপস্যা করেন। ডমরু তাঁর প্রিয় বাদ্য, কৈলাস প্রিয়ধাম, প্রমথগণ প্রিয় সহচর। জগন্মাতা মহামায়া এঁর স্ত্রী। কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও স্বরস্বতী, এঁর পুত্র কন্যা। তিনি স্বয়ং যোগী কিন্তু কুবের তাঁর ধনরক্ষক।

তিনি নৃত্যকলার ও উদ্ভাবক বলে তাঁর এক নাম 'নটরাজ'। তাঁর বাহন নন্দী।

**শিবপুরী—৩৯**
(আ শিবপুরি)। শিবের পুরী, শিবলোক, কৈলাস, বারাণসী।

**শিবাই—৬৭**
(আ সিবাই)। শিব, ছন্দের জন্য বা ক্ষুদ্রার্থে শিবাই।
তু 'পাগল শিবাই।'—মনসামঙ্গল।

**শির—৩১**
(আ .সির)। [সং .শ্রি+অ; তু . সং . শিরস> প্রা সির (হে); ফা সার (سر); হি, সির, মরাঠী-শির; Av. ssara]। মস্তক, মাথা।

তু 'মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লব মুদারম।'—গীতগোবিন্দ।

**শিরপরে—৩০**
(আ সিরপরে)। শিরোপরে। শিরের উপরে, মাথার উপরে।
তু 'নীলকণ্ঠ শিরোপরি জটা।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'শিরোপর।'—বাইশ কবি মনসা ও শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**শিশু—৪২, ১২৮, ১৫৯**
(আ সিষু)। [সং √শো+উ (র্ম), সং √শশ্‌+উ (র্তৃ)]। অল্প বয়স্ক (আট বা ষোল বৎসরের অনধিককাল বয়সের) বালক; শিষ্য। এখানে শিষ্য অর্থে। শিষ্য অর্থে 'শিষু' শব্দের প্রয়োগ মধ্যযুগীন অনেক পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়।

**শিশের—১৯, ৮৩**
(আ সিশের)। [সং শীর্ষ> প্রা সিস্‌স, সীস> বাঙ্ শিশ (অপ্র)=মস্তক, সীমন্ত]। মাথার, সীমন্তের। শিশের সিন্দূর—মাথার সিদূর, সীমান্তের সিদূর।
তু 'শিশের সিন্দুর মৈলান দেখিল।'
—গোপীচন্দ্র।

**শিষ্য—১২৯, ১৫৬**
[সং. √শাস্‌+য (র্ম)]। বেদবিদ্যার্থী, ছাত্র।

**শীঘ্র—৬, ৩৯, ৪৫, ৫০, ১০৮, ১০৯, ১২৩**
(আ সিগ্র, শিগ্র)। [সং √শিঘ্‌ (ব্যাপ্তি) +র (রক)]। লঘু, ক্ষিপ্র, দ্রুত, ত্বরিত, অবিলম্বে।

**শীত—৯১**
(আ . সিত)। [সং .শীত+অ (অচ)]। হিমর্তু, শীতকাল।
তু .'শীতের ওঢ়নী পীয়া।'—বিদ্যাপতি।
'যমসম শীত।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'শীতের বাতাস।'—কথ্য।

**শীতল—৯১, ১৩৬**
(আ সিতল)। শীতবান, হিমযুক্ত, ঠাণ্ডা।
তু ‘চরণতল শীতল, জীতল শরদর বিন্দু।’
—গোবিন্দদাস।
‘শীতল চরণে মোরে দেয়ত অভয়।’
—গঙ্গামঙ্গল।
‘বন্দিয়া গাইব সে শীতল রাঙ্গা পা।’
—চৈ মঙ্গল।

**শীলক্ষীর—১৬৪**
(আ সিল খির)। ঠিক অর্থ বুঝা গেলনা। খুব সম্ভব মায়ের দুধ অর্থে ব্যবহৃত।

**শীলে—২, ৮, ৯**
(আ সিলে)। [√শীল + অ (অচ) = শীল—স্বভাব, চরিত্র, আচার-আচরণ কৌলিন্য, সম্ভ্রম]। কৌলিন্যে মর্যাদায়।
‘কুলেশীলে’ - বংশমর্যাদায়।

**শুঁড়ী—৯৭**
[সং শৌণ্ডিক > প্রা. সুণ্ডিঅ (সম্ভাব্য) বাঙ্ শুঁড়ি শুড়ী, হি সুঁড়ী, মৈ. সুঁড়ি]। মদ্যব্যবসায়ক, মদবিক্রেতা।
তু ‘শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।’—প্রবাদ।

**শুকতা—৭৪**
[সং শুষ্কপত্র > প্রা সুক্খঅত্ত (সম্ভাব্য) > বাঙ্ (সুক্খত্ত) > সুখুতা, সুকুতা, শুকুতা]। শুষ্ক তিক্তপত্র, নালিতা, তিক্ত ব্যঞ্জন।

**শুকান—২৫, ৩০, ৪৩, ৯১**
[সং.শুষ্ক > পালি সুক্খ, প্রা.সুক্খ > বাঙ্. (সুখ. সুক) শুখ, শুক, শুকা; শুকা + অন; মৈ সুখন]। শুষ্ক, জলশূন্য।
তু ‘গামছা কাচিয়া, শুখান করিয়া, রাখল পৃথক করি।’—রায়শেখর।
‘তরল বাঁশের, শুকান কাঠের, তাহাতে কাহার কাজ।’—রায়শেখর পদাবলী।

‘শুকান ডালেতে বসিয়া কু বোলয় কাউ।’
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
‘ডিঙ্গা রাখিল শুখানে।’—বিষহরি ও পদ্মাবতীর পাঁচালী (বংশীদাস)।

**শুণ্ড—২৭**
(আ সুণ্ড)। [√শুণ্ড্ + অ (ণ)]। ‘প্রসাধন’, হস্তিহস্ত, শুঁড়, হাতীর মুখ বা নাসিকা।
তু ‘গজশুণ্ডাকার পড়ে জলধার।’
—মনসার ভাসান।

**শুতিয়া—১৪০**
(আ ষতিয়া)। [সং √স্বপ্ > প্রা √সুঅ (সোব্) √সুঅ > বাঙ্ √সু, √শু (√শী-ধাতুর অনুকরণে), হি, মৈ √সো, অথবা, সং. সুপ্ত > প্রা সুত্ত > বাঙ্ (সুত > √সুত) √সুত, √শুত (√শী ধাতুর অনুকরণে), হি, মৈ √সূত]। শুইয়ে শয্যা গ্রহণ করে।
তু ‘পশ্চিম শিয়রে শুয়ে শ্বেত হস্তি যথা।’
—রামায়ণ।
‘তিন দিনের পর শুইব গঙ্গাতে।’
—মহাভারত।
‘যার চারি হাঁড়িতে সেই স্নান আছে চিত্তে।’—চৈতন্য চরিতামৃত।
‘(বধু) মাথাটা বাহুতে রাখিয়া শুতল কাছে।’—চণ্ডীদাস।
‘সুতি’ ‘সুতিআঁ’, ‘সুতিল’, ‘সুতিব’
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
‘শুতি রইল রাই।’—বিদ্যাপতি।
‘শুতি নিন্দ যায়।’—গোবিন্দদাস।

**শুদ্ধ—৮০**
(আ সুদ্ধ)। [সং. √শুধ্ + ত (ক্ত)]। শুদ্ধিপ্রাপ্ত, নির্দোষ, যথা বিধিকৃত।

**শুন**—৫, ৬, ২৫, ৩৩, ৩৪, ৫০, ৫২, ৯৫
(আ ষুন, সুন)। [সং √শ্রু> পালি √ সুণা; প্রা. √সুণ> বাঙ্> √শুণ্; হি, মৈ √সুন; সিন্ধী-√সুণ; ওড়ি. √শুণ্]।
শ্রবণ কব, শোন।
তু. 'সুন আহ্মাব বচন।'—শূন্যপুবাণ।
'শুন বিনোদিনী, সুখ দুখ দুটি ভাই।'
—চণ্ডীদাস।
'মুবলী শুনিয়া সব বিসবিত ভেল।'
—চণ্ডীদাস।
'অনুনয় বোলইতে, শ্রবণে না শুনবি।'
—জ্ঞানদাস।
'শৈব্যা বলে শুন প্রভু নির্বোদ তোমাবে।'
—বামায়ণ।

**শুনহ**—৭, ৬৪, ৯৪
(আ ষুনহ, সুনহ)। [প্রা সুনহ (শৃনুহ্বু)]।

**শুনাইল**—২৫, ৭৫, ১৪৮
(আ.ষুনাইল)। [শুন+আ=শুনা; হি. √সুনা। শুনা—শ্রবণ কবান, শুনান]।
শ্রবণ কবাল, শুনাল।
তু. 'সই, কেবা শুনাইলে বাম নাম।'
—চণ্ডীদাস।

**শুনিঞা**—৪, ১৩, ১৭, ৩৪, ৫০, ৫১, ৭৭, ৮৬, ৯৪, ৯৬, ১০৯, ১২৫
(আ ষুনিঞা), সুনিঞা, সুনিয়া, শুনিঞা, শুনিয়া]। শুনিয়া, শ্রবণ কবে, শুনে।
[শুন দ্রঃ]।

**শুন্যা**—২৬
(আ. ষুন্যা)। শুনে, শ্রবণ কবে।
[শুনিয়া-ব গ্রাম্যরূপ 'শুন্যা' (অপ্র)]।

**শুভ**—৮, ১০, ১৩
(আ. ষুভ)। [সং. √শুভ্+অ (র্তৃ)]।
শুভজনক, কল্যাণকর, মঙ্গলসূচক।
তু. 'শুভ তিথি শুভকাল, শুভক্ষণে বারি সংস্থাপন।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**শুভলগন**—১৩
(আ.ষুভলগ্ন)। কল্যাণকর বা মঙ্গল-সূচক লগ্ন বা সময; শুভক্ষণ, শুভরাশিব উদয কাল।

**শুয়া**—১৮০
(আ. ষুযা)। [সং শুক> প্রা সুগ (হে), সুঅ, সুয় (সম্ভাব্য)> বাঙ্ শুআ, শুয়া, সুযা; হি. সুআ, সুগ্গা; মৈ, শুগ্বা, সুগ্বা]। তোতা, টিয়া।
'পাঞ্জবেব শুআ।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'(মন!) ওবে আমাব শুয়া পাখী।'
—বামপ্রসাদ।
'কববী বান্ধিল বামা নাম শুয়া ঠুটি (পাঠান্তব)।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**শূন্য**—৬৩, ১২৯, ১৫৩
(আ. ষুণ্য, ষুন্ন্য)। [সং শু (অতিশয) উন]। অনস্তিত্ব, খালি, ফাঁকা, আকাশ। যোগেব ভাষায বিষয-বাসনা রূপ তৃষ্ণাব অবসান হেতু চিত্তে নৈবাত্মা রূপিনী শূণ্যতাব আবির্ভাব।
তু 'শূন্য নযনে।'—সীতাব বনবাস।
'কতক্ষণ বহে শিলা শূন্যেতে মাবিলে।'
—মহাভারত।
'আদি শূন্যে, অন্ত শূন্যে, শূন্যে অবস্থান।'—নবীন চন্দ্র।

**শূন্যপথে**—৬৩, ১২৯
(আ. ষুণ্য পথে, ষুণ্ন্যপথে)। আকাশ পথে। [শূন্য দ্রঃ]।

**শূন্যের**—১৫৩
(শূন্য দ্রঃ)। পাদটীকায় বৌদ্ধ তন্ত্রে বর্ণিত শন্যতার কথা বলা হয়েছে। শূন্য অর্থে ব্রহ্মকেও বুঝায়। এখানে ব্রহ্ম অর্থেও এ শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে।

**শৃগাল**—১৮০
(আ শ্রীকাল)। [সং √সৃজ্+আল, সং অসৃক্√+লা+অ (র্তৃ); ফা শগাল (شغال)]। শিবা, জম্বুক, ফেরু, শিয়াল।
তু 'সিংহ প্রতি শৃগালের নাহি ভাব ভূরি।'
—রামায়ণ।

**শৃগালি**—৮০
(আ. শ্রীকালি)। শৃগাল। ছন্দের জন্য শৃগালি।

**শৃঙ্গার**—২৯, ৪২, ৬২, ৭৬, ৮৯, ১৩১
(আ শিঙ্গার, শ্রীঙ্গার ছিঙ্গার)। [সং শৃঙ্গ+√ঋ+অ(ভা), শৃঙ্গ (মন্মথ) আর (আগমন) যাতে]। রতি স্পৃহা, সুরত, কামোদ্দীপক বেশভূষা।
তু 'শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে? সব রসসার শৃঙ্গার এ। —চণ্ডীদাস।
'মুকুর লেই অব করত সিঙ্গার।'
—বিদ্যাপতি।

[অঙ্গশুচি, মজ্জন (স্নান ইত্যাদি), নির্মলবসন কেশসজ্জা, সীমন্তে সিন্দূর, কপালে তিলক, চিবুকে তিল (মৃগমদ-বিন্দু) হাতে মেহদী, অঙ্গে চন্দনাদি, ভূষণ, পুষ্পদাম সুগন্ধি মুখবাস, দন্তরাগ, অধররাগ, অঞ্জন ইত্যাদি শৃঙ্গারের অঙ্গ। মতান্তরে, 'করে লীলা কমল, নাসাগ্রে মণি, চরণে অলক্তক, কুচোপরে কঙ্কুম'—বিদ্যাপতি। (শিঙ্গার দ্রঃ)।

**শেষ**—৫, ২০, ৭৭
(আ. সেস, সেষ)। [সং √শিষ+অ (র্তৃ, ভা)]। পরিশেষিকৃত অবশিষ্ট।
তু 'অবশেষ একা থাকে তাই 'শেষ' নাম।'
—জামাই বারিক (দীনবন্ধু মিত্র)।
'সহস্র ফণায় ছত্র শিরে ধরে শেষ।'
—মহাভাবত।
'শেষ শয়ন-জলে করিল বিশ্রাম।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

**শোওয়াইল**—২০
[শু+আ > শুআ, শুয়া > শোয়া ক্রিয়া—শায়িত করান]। শায়িত করাল।
তু 'উরুতে রাখিয়া মাথা শোয়াইল পতি।'
—মহাভারত।
'ডান পাশে না শোয়াইয় নারী।'
—গো-বিজয়।

**শোভন**—৭৩
[সং √শুভ্+অন (র্তৃ)]। দীপ্ত, উজ্জ্বল, সুন্দর।
তু 'পরম শোভন।'—মহাভারত।
'ফোটা শোভন।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (মানিক)।

**শোভা**—৮৬,
[সং √শুভ+অ(ভা)+আ]। দীপ্তি-সম্পদ কান্তি দ্যুতি সৌন্দর্য।

**শোভিত**—১৩, ১৩৪, ১৩৬
(আ শোভিত)। [সং √শোভি+ত (র্ম)]। দীপিত ভূষিত, শোভাযুক্ত।

**শ্রবণ**—৮৬
(আ শ্রবন)। [সং √শ্রু+অন (ভা)]। আকর্ণন, শোনা, কর্ণ। এখানে কর্ণ অর্থে।

**শ্রাবণ**—৯২
(আ শ্রাবোন)। [সং শ্রাবণী+অ]। শ্রাবণী পূর্ণিমা যাতে, শ্রাবণ মাস। বাঙলা সনের চতুর্থ মাস।

**শ্রিকাল**—৮০, ১৮১
শৃগালের অশুদ্ধ রূপ। (শৃগাল দ্রঃ)।

**শ্রীকলা**—৮১, ১৫৪, ১৭৬
(পাদটীকা দ্রঃ)।

**শ্রীজন**—২
'ব্রাহ্মণ শ্রীজন'—ব্রাহ্মণ সুজন।

**শ্রীনগরের কোতয়াল**—১৮০
যমরাজার রাজ্যকে এখানে শ্রীনগর এবং যমরাজাকে এ রাজ্যের কোতয়াল বলা হয়েছে।

**শ্রীপাটন**—৩৯, ৪২
খুব সম্ভব পাটনা সহর।

**শ্রীরাই**—১৫৫
(রাই ও রাধিকা দ্রঃ)। এখানে খুব সম্ভব নারী অথবা মহামায়া অর্থে ব্যবহৃত।

**শ্রীহরি**—১৫৬
শ্রীযুত হরি, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ।
তু.'যথালয়ে শ্রীহরি, অক্রূর করে শ্রীহরি, রথচক্র ধরি গোপী বলে।'—দাশুরায়।

**শ্রীহশনি**—১০১
(শনি দ্রঃ)।

**শ্বশুর**—৯৬
[সং. শু (আশু) + অশ্ (ব্যাপ্তি) + উর (উরন)]। পতি ও পত্নীর পিতা।
তু.'আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর।'
—ভারতচন্দ্র।

**শ্বাশুরীকে**—৮৪
(আ. সাযুড়িকে)। [সং. শ্বশুর—(বাঙ্. স্ত্রীলিঙ্গে) শ্বশুরী> শ্বশুড়ী> শ্বাশুরী]। শ্বশুরের স্ত্রী।
তু.'কেমনে পা চলে, মা ভাল মা বলে, বাপার ভাল শ্বাশুড়ী।'—ভারতচন্দ্র।

**শ্বেত**—১৪
(আ. সেত)। [সং. শ্বেত্ + অ (অচ)]। শুভ্র, সিত।
তু.'শ্বেত বর্ণ শ্বেত হাস, শ্বেতবীণা শ্বেত বাস, শ্বেত সরসিজ-নিবাসিনী।'
—ভারতচন্দ্র।

## ষ

**ষষ্ঠী**—৩, ১৮৩
প্রকৃতির ষষ্ঠাংশরূপা কার্তিকের ভার্যা; মাতকা বিশেষ। ইনি শিশুদের প্রতিপালন-কারিণী পুত্র পৌত্র ধাত্রী ও ত্রিভুবন ধাত্রী। দ্বাদশ মাসে এঁর পূজা হয়। স্কন্দ পুরাণ মতে শিশুর জন্মের ষষ্ঠ ও একবিংশ দিবসে এর পূজার বিধান আছে। মতান্তরে জরা রাক্ষসীর নামান্তর ষষ্ঠী ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট এবং গৃহে গৃহে ফিরেন বলে এর নাম গৃহদেবী। মতান্তরে কার্তিকেয়র ছয় মাতৃকার সমবেত মূর্তি ইনি।

**ষোল**—২০, ১২০
[সং. ষোড়শন্> পালি সোলস, প্রা. সোলহ, সোল> বাঙ্ ষোল; হি, মৈ. সোলহ; মরাঠী-সোলা; গুজ. সোল; পা. সোলও; ওড়ি. সোলহ] ষোড়স সংখ্যা বা সংখ্যক।
তু.'সোল উপচার।'—শূন্যপুরাণ।
'সোল সন কন্দলি।'—গোরক্ষ বিজয়।
'চন্দ্র সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।'
—ভারতচন্দ্র।

**সএ**—৬১, ১৪১
[সং. √সহ্; বাঙ্. √সহ্ + আ = সহা ক্রিয়া থেকে সয়> সএ (মধ্য বাঙ্)]। সহে, সহ্য করে।
তু.'যে সয়, সেই রয়'—প্রবচন।
'পীরিতি করিতে গেলে সুখ দুঃখ সব সয়।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'যে করিছে পোলাবধু সউক মোর গাএ।'
—মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা।

• **সংগ্রামে**—১০৪
[সং. √সংগ্রাম+অ(ভা); সম্ (সঙ্গত) গ্রাম (গ্রামবাসী) যাতে; যে বিবাদে গ্রামবাসী মিলিত (প্রতিদ্বন্দ্বী?); এ মুখ্যার্থ থেকে গৌনার্থ যুদ্ধ(?)]। যুদ্ধে, সমরে।

**সংবাদ**—৪৭
[সং. সম+√বদ্+অ (ভা)]। বার্তা, সমাচার, খবর।
তু.'আমার সংবাদ কহ রাজার গোচরে।'
--রামায়ণ।
'সংবাদ লইয়া বিপ্র চলিল সত্বর।'
-- রামায়ণ।
'আমার সংবাদ তানে কহিবা বুঝাই।'
—মীনচেতন।
'আকার ইঙ্গিতে তারে কহে সংবাদ।'
--রামায়ণ।

**সংসার**—৬৬, ৯৫
[সং. সম্+√সৃ+অ]। ইহলোক, জগৎ পৃথিবী।
তু. 'বলোনা কাতর স্বরে, বৃথা জন্ম এ সংসারে।'—হেমচন্দ্র।

**সংহার**—২১, ৪৯
[সং. সম+√হৃ+অ(ভা)]। বধ, বিনাশ, ধ্বংস।
তু.'সব বাণ দুই ভাই করিল সংহার।'
—রামায়ণ।
শোষ অস্ত্রে শ্বেত রাজা করিল সংহার।'—মহাভারত।
'না ছাড় সংহার-শূল।'--ভারত চন্দ্র।

**সঁপিলাম**—২৩, ১৩৭
(আ. সপিলাম)। সমর্পন করলাম।
[সং. সম্+√অর্পি> প্রা. √সমপ্প (পৈ)> বাঙ্. সঁপা, সোঁপা ক্রিয়া]।
তু.'সপীলা', 'সমর্পীয়া', 'সমর্পীলা'
—মীনচেতন।
'সপিআছ।'—গোরক্ষ বিজয়।
'সপিল আপন তনু চণ্ডিকার পায়।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**সকল**—২, ৩০, ৬৬, ৭৭, ১৬২
(আ. সকোল, সকল)। [সং. সহ+কলা]। কলাসমূহ বিশিষ্ট, সর্ব, সমস্ত, সমুদয়।
তু.'সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত।'
—বিদ্যাপতি।

**সকলি**—২৮, ৪১, ৫৬, ১৬২
(আ. সকোলি, সকলি)। সকল।
তু.'যতেক ব্রহ্মাণ্ড আছে সকলি তাঁহার কাছে।' --ভারত চন্দ্র।

**সকাল**—৭
[সং. উষঃ কাল> বাঙ্. (সঃকাল) সক্কাল সকাল; মরাঠী, ওড়ি. সকাল]। প্রত্যুষ, প্রাতঃকাল, দ্রুত, শীঘ্র। এখানে (৭) দ্রুত অর্থে।
তু. 'উপায বোল সকালে।'
--শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'পরনাম কবিঞা বুলে ফুল লহত সকাল।'
—শূন্যপুরাণ।
'ইহার উচিত শাস্তি পাইবে সকাল।'
--মহাভারত।
'সকালে হানিয়া যাব বিলম্ব না কর।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'তাহা না গণিয়া চাঁদ চলিল সকাল।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।"

**সখা**—৫৪
[সহ+√খ্যা+ই (র্ম)]। 'সমানখ্যাত', মিত্র, বন্ধু, সুহৃৎ।
তু.'যেতে চায় নরসখা সখা রাখে ধরি।'
—হেমচন্দ্র।

**সঙরে**—১২২
[সং . √স্মৃ-স্মর> প্রা . √সুমর (হে)> বাঙ্ (সুঙর) সঙর ক্রিয়া]। স্মরণ করে, মনে করে, ধ্যান করে।
তু .'সেই সব সঙরি সাহসে করে ভর।'
— মহাভারত।
'অনুপাম রূপগুণ সঙরি সঙরি (ক্রন্দন করায়)।'—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।
'সঙরে খোদায়।'—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।
'সমরে সাজন করে সঙরি কালিক।'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।
'রামাই সঙরে করতার।'—শূন্যপুরাণ।

**সঙরণ**—১২২, ১৪০
(আ .সঙরোন)। [সং .স্মরণ> প্রা .সুমরণ (সম্ভাব্য)> বাঙ্ .সঙরণ]। স্মরণ, ধ্যান।
তু .'হরি সঙরণে।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'(কৃষ্ণনাম) যে সঙরণ করে।'
—ভক্তমালগ্রন্থ।

**সংকটে**—১৪২
কঠিন বিপদে, সমস্যায়।
[সং .সম্+ √কট্+অ (র্তৃ)=সঙ্কট]।
তু .'পরাণ সঙ্কট লোনা বায়।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**সঙ্গ**—১২, ৫৬, ৯২, ১৫২, ১৬০
[সং . √সন্জ্+অ(ভা)]। আসক্তি, মিলন, সম্বন্ধ, সংসর্গ।
তু .'সঙ্গদোষে চোর হয় সাধু সঙ্গগুণে।'
—মহাভারত।
'তব যৌবন যব সুপুরুখ-সঙ্গ।'
—বিদ্যাপতি।

**সঙ্গতি**—১১৮
[সং . √সম্+ √গম্+তি(ভা)]। সমীপ, নিকট, সঙ্গে, সহিত, সাথে।
তু .' সেবক সঙ্গতি করি গেলা অন্তঃপুরে।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'খেলায় বিনোদপাশা নাগর সঙ্গতি।'
—রায় শেখর পদাবলী।
'সতের সঙ্গতি।'—মহাভারত।
'সজ্জন-সঙ্গতি কারো হয়না বিফল।'
—বিহারীলাল।

**সঞ্চয়**—১২৮
(আ . সঞ্চএ)। [সং . সম্+ √চি+অ (ভা)]। সংগ্রহ, আহরণ।
তু .'পুরাতন বৎসরের যত নিষ্ফল সঞ্চয়।'
—রবীন্দ্র।

**সঞ্চার**—৪১, ৪২, ১০২
(আ . ছন্‌চ্যার)। [সং . সম্+ √চর্+অ (ভা)]। সংক্রমণ, আবির্ভাব।
তু .'সূতার সঞ্চার নাঞি।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'তারার সঞ্চার হেন উঠিল গগনে।'
—বিষহরি ও পদ্মাবতী।
'পিপড়ার সঞ্চার নাই।—মনসামঙ্গল।

**সঞ্চারিল**—১৫৩
(আ .সঞ্চারিল)। আবির্ভূত হল, ব্যাপ্ত হল।
তু .'শরীবের মধ্যে লখাইর সঞ্চারিল জীব।'
—মনসামঙ্গল।
'ভাতের সঙ্গে খাইল বিষ সঞ্চারিল লোমে।'
—মনসামঙ্গল।
'সঞ্চারৌক কীর্তি মোর জগৎ সংসার।'
—অশ্বমেধপর্ব।

**সঞ্চে**—৪৩
[সং . সঞ্চয়; বাঙ্ . সঞ্চ; মরাঠী-সংচ]। সঞ্চ শব্দের এক অর্থ সন্ধি, জোড়। এখানে 'হাড়ে সঞ্চে জোড়া দিয়া'—অর্থে হাড়ের সন্ধিতে বা জোড়ে জোড়া দিয়ে গুরুকে জীবিত করবে।
তু .'যার যেবা হস্ত পদ লাগে সঞ্চে সঞ্চ।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'সঙ্ক জানি হানি চোট বাড়ালে পৌরুষ।'

—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘনরাম)।

'সাজায়ে কদলী মঞ্চে, কাটাবি পাতিয়ে সঞ্চে, ভর দিয়া এল ধর্মবাটে।'

—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘনরাম)।

'সাদরে সতীরে তুলি কহিলা ধূর্জটী।'

—মাইকেল।

'চিতায় আরোহী সতী (ফুলাসনে যেন) বসিলা।'—মাইকেল।

'লুকাইয়া দশ মুর্তি সতি হৈলা সতী।'

—ভারত চন্দ্র।

**সঞ্জগ—১৩৬**

[সং. সংযোগ (সম্+√যুজ্+অ(ভা)> বাঙ্.সংযোগ> সঞ্জগ (অপ্র)]। আয়োজন, যোগাড়।

তু.'সাধ হেতু সংযোগ করিয়া শুভদিনে।'

—শ্রীধর্মমঙ্গল (মানিক)।

'ধনুর্বস্ত্রহীন যত মোর ভক্তগণ।

সংযোগ কেমন তার নাহি কদাচন॥'

মহাভারত।

**সতন্তর—১১৬**

[সং. স্বতন্ত্র> (স্বার্থে) স্বতন্তর [illegible] তন্তর (কাব্যে)]। [illegible]ধীন।

তু.'সকলের [illegible] তমি [illegible] সতন্তর।'

মীনচেতন।

'কেনে চণ্ডী এত সতন্তর।'

—বিষহরা ও পদ্মাবর্ত্তা (বংশীদাস)।

'কি আর বুঝাও, কুলের ধরম মন সতন্তর নয়।'—জ্ঞানদাস।

'বহু সবে নহে সতন্তরী।'

—শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন।

**সতাইর—৯৩**

[সত+আই]। সত-মা।

তু.'শুন সুমিত্রা সতাই।'—রামায়ণ।

'কেকয়ী সতাই।'—রামায়ণ।

'ধ্রুবের সতাই।'—চৈ. মঙ্গল।

**সতী—৩, ২৭**

(আ.সতি)। [সৎ+ঈ]। সাধ্বী, প্রতিব্রতা।

তু.'সে ধনী বল্লান সতী।'—শিবায়ন।

**সত্য—৪৩, ১৫৯**

[সং]। সত্যযুক্ত, যথার্থ, প্রকৃত।

**সত্বরে—৭, ৯**

(আ.সত্তরে)। শীঘ্র, দ্রুত। [সং.সহ (বিদ্যমান) ত্বরা যাতে বহুব্রী]।

তু.'[illegible] নারী তার পাস যায়।'

-শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

'বুঝিতে [illegible] দেব পুরন্দর।'

-শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

'তুঙ্কি [illegible] সত্তরে।'—গোরক্ষ বিজয়।

**সদনে—৯৩**

(আ. সোদনে)। [সং. √সদ+অন]। সমীপে, নিকটে।

তু.'বিদুর বহিল মাত্র অন্ধের সদন।'

—মহাভারত।

'[illegible] দয়া সাধুর সদন।'

—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'না বল এমন তত্ত্ব গৌরীর সদন।'

—বাইশ কবি মনসা।

**সদাএ, সদায়—১৫, ৫৯, ৯৬, ১৫৩, ১৭৪, ১৭৭**

[সং.সর্ব+দা=সর্বদা> বাঙ্.(অসাধু সং) সদা+এ,য়; বৈ.সদায়]। সতত, সর্বদা।

তু.'সদাএ আকুল।'—ময়নামতীর গান।

'পূজিছে সদাএ'—গঙ্গামঙ্গল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

'স্থির নহে এক ঠাঞি বুলয়ে সদায়।'

—চৈতন্য ভাগবত।

'সদায় তরুণ।'---শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
'সদায় আস্বাদ সেই ধন।'
---চৈতন্য চন্দ্রোদয় (মহেশচন্দ্র)।

**সন**—১২০
(পাদটীকা দ্রঃ)।

**সনে**—১৭, ৭৬, ৮৩
[সং. সমম্; বাঙ্. সমে, সনে; হি. সন, সনে পা. সণে; সিন্ধী-সাণু, সেণু]। সঙ্গে, সাথে, সহিত।
তু. 'ইচ্ছা হয় যেই দিনে, বন যায় বাপ সনে।'---কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'চলিল পাক শাসন দেব লইয়া সনে।'
---মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা।
'তা সনে কি মোর নেহা।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'মিলল শ্যামের সনে।'—চণ্ডীদাস।
'কথা কব কোন রাবণের সনে।'
---রামায়ণ।

**সন্ততি**—১২২
[সং. সম্+ √তন্+ তি]। সন্তান, অপত্য, পুত্র, কন্যা। এখানে পুত্র অর্থে।
তু. 'শতেক সন্ততি।'- মহাভারত।

**সন্তোষ**—১৪৪
(আ. সন্তষ)। [সং. সম্+ তোষ, অসাধু]। সন্তুষ্ট, তৃপ্ত, তুষ্ট।
তু 'ব্রহ্মার বচনে অগ্নি হইয়া সন্তোষ।'
--মহাভারত।
'সন্তোষ হইয়া লক্ষ্মী দিলা তাঁরে বর।'
--বিষহরি ও পদ্মাবতীর পাঁচালি।
'সভে সন্তোষ হইলা।'—চৈতন্য ভাগবত।

**সন্ধান**—১৭৬
(আ. সন্দান)। [সং. সম্+ √ধা+অন (ভা)]। অন্বেষণ, অনুসন্ধান, পাত্তা।
তু. 'একাদশ অক্ষৌহিণীর করিল সন্ধান।'
----মহাভারত (বিজয়)

**সন্ধি**—১৪২, ১৭৬
(আ. সন্দি)। [সং. সম্+ √ধা+ই (ভা)]। গূঢ়বিষয়, রহস্য, তত্ত্ব।
তু. 'গন্ধমাদনের সব সন্ধি আমি জানি।'
—রামায়ণ।
'সঙ্গে দামোদর নন্দী, সে জানে স্বপন সন্ধি।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'রণেতে পণ্ডিত বীর জানে নানা সন্ধি।'---রামায়ণ।

**সন্ন্যাস**—৬৬
(আ. সণ্ন্যাষ)। [সং. সম্-নি+ √অস+অ (ভা)]। পরিত্যাগ, কাম্যকর্ম পরিত্যাগ, সংসার ত্যাগান্তে পরলোক চিন্তায় জীবন যাপন।
তু 'সন্ন্যাস তপস্যা যত ব্রাহ্মণের ধর্ম।'
--রামায়ণ।

**সন্ন্যাসী**—২৮, ৮৩
(আ. সণ্ন্যাসি, সণ্ন্যাসী)। সন্ন্যাস অবলম্বনকারী, নিষ্কামকর্মযোগী।
তু. 'সতী ঝি আমার, গৃহিণী তাহার, সন্ন্যাসী বলিবে কেবা।'—ভারতচন্দ্র।
'পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছে একি সন্ন্যাসি।'—রবীন্দ্র।

**সনমান্য**—১৭
(আ. সনমান্ন্য)। সম্মান। এখানে পুরস্কার বা পারিতোষিক অর্থে। [সং. সম্মান> সম্মান্য> সনমান্য (আঞ্চলিক)]।

**সপূর্ণ**—২৫, ১৭৮
(আ. সপুণ্ন্য)। সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ।

**সপ্ত**—২১, ৪৮, ৬৫
[সং. √সপ্+তন্ (র্ম); Av. haptan; Gr. hepta; L. septam; Ger. sieben; Fr. Sept; Slav. Sedmi: Gothic-silun; Eng. seven ফা. হাফ্‌ত্ (هفت)]। সপ্ত সংখ্যক বা সংখ্যা, সাত।

**সপ্তঘর**—২০
সাত ঘর ভরতি বা পূর্ণ।

**সপ্তচক্র**—১৪৯
সাত চক্র। হিন্দু তন্ত্রমতে দেহের মধ্যে অবস্থিত চক্রের সংখ্যা ছয়। সহস্রারকে একটি চক্র হিসাবে ধরলে চক্রের সংখ্যা সাত হতে পারে।

**সফল**—১০০
(আ .সাফল)। [সং .সহ+ফল, বহুব্রী]। বিদ্যমানফল, সাফল্যযুক্ত, সিদ্ধিযুক্ত বা সিদ্ধ।

**সব**—৫৫, ৭৭, ১০৯, ১৭১
[সং .সর্ব্ব > পালি সব্ব, প্রা . সব্ব্ > বাঙ্. সব; হি . সব, সভ; পা .সভ, সব্ব; মরাঠী. গুজ .সব্; মৈ .সভ; সিন্ধী-সভু; ওড়ি . সব; অস .সব]। সকল, সমস্ত।
তু .'বন্ধু বান্ধব সব।'—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।
'সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।'—রবীন্দ্র।

**সবাকার**—৬৬
(আ .সোভাকার)। সকলের। [সং .সর্বে > প্রা .সব্বা > বাঙ্ .সবা+কার]।
তু .'তোমা সবাকার সেই করিবে উদ্ধার।'
—মহাভারত।

**সবার**—২, ৬৪, ৬৭
[সং . সর্ব্বে > প্রা . সব্বা বাঙ্ .সবা+সম্বন্ধের-র]। সকলের।
তু .'ডাকিল সবার তরে ভুজঙ্গ জননী।'
—মনসার ভাসান।

**সবে**—৪, ২০, ৩০, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৮৭
সকলে, সর্বজনে। [সব+এ; তু .সং . সর্ব > পালি সব্বে, প্রা .সব্বে্, সব্বে]
তু .'পাশা খেল সবে মিলি।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'সবে আনন্দিত।'—বলরামদাস।

**সবে**—৯৭
সর্বসাকল্যে, মোটে। 'সবে আমার প্রমাক্রি'—মোটে আমার পরমায়ু।
তু .'সবে ধন বুড়া বৃষ, গলে হাড় মাল।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'যোল সেরে কত রস, সবে বেচি গণ্ডা দশ, তার দান চাহ দুই পণ।'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।
'চন্দ্র সবে যোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।'
—ভারতচন্দ্র।

**সভাতে**—১০৩, ১১০
[সং .সৎ+√ভা+অ (ক)-ক, স্ত্রী আ= সভা; সহ+√ভা+অ (ভ)-ধি+স্ত্রী আ=সভা]। যা সজ্জন দ্বারা ভাত যেখানে সকলে মিলিত ভাবে শোভা পায় পরিষদ, গোষ্ঠি, সমিতি, জনসমাগম।
তু .'সভা মধ্যে বলিলাম হিত যে বচন।'
—রামায়ণ।

**সময়**—৯৫
(আ . সোমাএ)। [সং . সম্+√ই+অ (র্তৃ)]। যা যায়, কাল, যোগ্যকাল।
তু .'কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**সমর**—৬৩
[সং .সম+√ঋ+অ (ধি)]। সংগ্রাম, রণ, যুদ্ধ।

**সমতার**—১৭০
তুল্য, সমান, একবরাবর। [সম+তা= সমতা+র]।

**সমর্পণ**—৬৭
(আ .সম্পরোন)। [সং .সম্+√অর্পি+অন (ভা)]। দান, উৎসর্গ, অর্পণ।

**সমাচার**—১৯, ৩৩, ৪৩, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫৭, ১৭০
[সং. সম-আ+√চর্+অ (ভা)]। সংবাদ, বার্তা, খবর।
তু.'শিবায়ে শুধান সমাচার।'
—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘনরাম)।

**সমান**—৫, ৫০, ১১৪, ১৭১
(আ.শোগান, সোমান)। [সং.সম্+আ+√নী+অ (র্তৃ)]। সমপরিমাণ, একমান, তুল্য।
তু.'সমান সম্বন্ধ তব কুরু পাণ্ডব সনে।'
—মহাভারত।

**সমাসিত্য**—১৬২
এ শব্দের অর্থ বুঝা গেলনা। 'সমাসিত্য কায়া' বলতে কি সমাসীন অর্থাৎ উপবিষ্ট বা সহাসীন কায়াকে বুঝাতে চেয়েছেন? সমাহিত পাঠও হতে পারে।

**সমুখে**—৯০
(আ.সমুকে, সমুখে)। [সং.সম্মুখ> বাঙ্ সমুখ; মৈ.সমুখ]। সামনে, অভিমুখে।
তু.'প্রভাতে আইল সভে প্রভুর সমুখে।'
—চৈতন্য মঙ্গল।
'(রাধা) না চাহ সমুখ দিঠী।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়।'
—বিদ্যাপতি।

**সমুদ্র**—১০৩, ১১৩, ১৪৯
(আ.সমন্বর, সমুদ্র)। [সং. সম্+√উন্দ+র (র্তৃ)]। 'যে চন্দ্রোদয়ে ক্লিন্ন হয়' পারাবার, অর্ণব, সাগর, বৃহৎ জলাশয়।

**সম্পদ**—৫৭, ৫৯, ৯২, ১৪৩
[সং.সম্+√পদ্+ক্বিপ (র্ম)]। ঐশ্বর্য, ধন, বিভব।
তু.'রূপ যৌবন সম্পদ।'—ক, ক-চণ্ডী।
'দেবতার এ উদ্যান, দেখি বহু কুসুম সম্পদ।'—ক, ক-চণ্ডী।

**সম্পূর্ণ**—২৫, ১৭৮
(আ.সপূণ্ন্য)। সম্যক পূরিত, পরিপূর্ণ।
তু.'বদনে নিন্দিয়াছে সম্পূর্ণ-শশী।'
—মঙ্গল-চণ্ডী পাঞ্চালিকা।

**সম্বন্ধ**—৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ৭৬
(আ.সমন্দ)। [সং. সম্+√বন্ধ্+ত (র্ম)]। সম্যক বদ্ধ; বৈবাহিক সম্পর্ক, বিবাহের ঘটকালি।
তু.'শিবের সম্বন্ধ, করিয়া নির্বন্ধ, আইলা নারদ মুনি।'—ভারতচন্দ্র।
'সম্বন্ধ গছাযে দিল সেই আঁটকুড়া।'
—মনসার ভাসান।

**সম্বরে**—৮৩
(আ.সম্ভরে)। [সং.সম্-√বৃ (প্রা.√বর-তে)> বাঙ্.√সম্বর; মরাঠী-√সংবর- আবৃত করা]। আবৃত করে, ঢাকে।
তু.'অম্বরে কুচ নাহি সম্বরু গেল।'
—বিদ্যাপতি।
'সম্বরহ নিজরূপ বিনতা কোঙর।'
—মহাভারত।
'প্রবোধিয়া দিলা বর রূপ সম্বরিয়া।'
—ভারতচন্দ্র।
'তেজ সম্বরিয়া প্রভু নারদে নেহারে।'
—চৈতন্য মঙ্গল।

**সম্ভাষিতে**—১৩, ১৮, ১২০
(আ.সম্ভাসিতে)। [সং.সম্+√ভাষ্= সম্ভাষ]। অভিনন্দন বা সংবর্ধনা জানাতে।
তু.'সম্ভাষিতে রামের আইল বনবাসী।'
—রামায়ণ।
'একে একে সম্ভাষিল ভাই পঞ্চ জনে।'
—মহাভারত।

'পড়িয়া কবিত্ব বাণী, সম্ভাষিনু নৃপমনি।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'নৃপ সম্ভাষিতে সাধু চলিল আনন্দে।'
—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা।

**সয়ালি**—১৮
[সং. সখী > প্রা. সহী > বাঙ্. (পুংলিঙ্গ 'সহা') সয়া > সয়ালি; অথবা, বাঙ্. সই (সখী) + আলি = সয়ালি; তু. হি. 'সহেলী'-সহচরী]। সখীত্ব, বন্ধুত্ব।

**সয়ালের**—৬০, ৬১
[সং সকল > প্রা. সয়ল > বাঙ সয়াল]। সকলের, সংসারের, সবকিছুর।
তু. 'সকল সয়াল গেল দূরে।'—শ্রীধর্মমঙ্গল (মানিক)।

**সরদার**—১০৮
[ফা. সারদার سردار ]। দলপতি, নেতা।
তু. 'সরদার লোকে যত করিছে শেলাম।'
—বিদ্যাসুন্দর।
'ডাকাতি করিয়া বেটা ডাকাইতের সর্দার।'
—মৈ গীতিকা।

**সরস**—১০৬
(আ. সরস)। [বহুব্রী]। রসযুক্ত, মজা।
তু. 'নরমুণ্ড চিবায় যেন সরস গুয়া।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'সরস গুবাক।'—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'অতি সরসম্ (কুচকলসম্)।'—গীত গোবিন্দ।

**সরস্বতী**—১, ৬০, ১৫৬
(আ. সরের্স্বতি)।
ঋগ্বেদে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 'স্বরস্বতী' শব্দ 'সিন্ধুনদ' অর্থে এবং কোন কোন্ ক্ষেত্রে মধ্য দেশীয় 'দেব নদী' অর্থে ব্যবহৃত। পুষা, ইন্দ্র, আশ্বিন ও মরুদ গণের সহিত দেবীরূপে এঁর উল্লেখ দেখা যায়। ব্রাহ্মণে সরস্বতী 'বাক' রূপে এবং পরবর্তী কালে বাক্যের 'অধিষ্ঠাত্রী' দেবীরূপে বর্ণিত আছেন। দ্বিতীয় মণ্ডলে ৪১তম সূক্তে সরস্বতী মাতৃগণের, নদীগণের ও দেবগণের শ্রেষ্ঠা বলে বর্ণিত। ঋষিগণ এঁর তীরে বসবাস করতেন এবং সারা বৎসর এ স্থানে বেদধ্বনি হত বলে এ-নদী বাগ্দেবীর বাসস্থান বলে অবহিত।

পরমাত্মার মুখ থেকে আবির্ভুতা শুক্লাবর্ণা বীণাধারিণী ও চন্দ্রের শোভাযুক্তা এ দেবী সৃষ্টি কালে রাধা, পদ্মা, সাবিত্রী, দুর্গা ও সরস্বতী—এ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হন। এক মতে সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী (দেবী ভাগবত)। ব্রহ্মাবৈবর্তন পুরাণমতে লক্ষী ও স্বরস্বতী নারায়ণের স্ত্রী। এক মতে লক্ষী ও সরস্বতী মহাদেবের দুই কন্যা।

**সরুয়া**—৯৫
[√স্থ+উ; তু. সং. শর > প্রা. সরু > সরুয়া]। ক্ষীণ, কৃশ।
তু. 'সরুয়া কাকলি'—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**সরোবর**—২৫, ৩০, ৩১
([illegible])। [ষষ্ঠীতৎপুরুষ, নিত্য-সমাস]। জলাশয়সমূহে শ্রেষ্ঠ, জলাশয়-ভেদ. পদ্মাকর, তড়াগ।
তু 'সুখ সরোবর, নাভি মনোহর, মদন সফরীবাস।'—ভারতচন্দ্র।

**সর্প**—১২৮
(আ. সোর্প, সর্প)। [সং. √সৃপ্ + অ(র্তৃ); তু. Gr. erpeton; L. Serpens; Eng serpent]। অহি, ভুজঙ্গ, ফণী, সাপ।

**সর্ব**—৩১, ৪৪, ৫০, ৫১, ৫৮, ১৫৫
[সং. √স্থ + ব (বন্)]। সকল, সমুদয়, সমস্ত।

**সর্বথা**—১১৪
সর্বপ্রকারে। [সং. সর্ব+থা (প্রাল)]।
তু. 'সভেই বিরক্ত কৃষ্ণ ভক্ত সর্বথায়।'
—চৈতন্য ভাগবত।
'উত্তম মধ্যম অধম-জনে সর্বথায়।'
—মহাভারত।
'সর্বথাএ নৃপ কন্যা করহ গ্রহণ।'
—মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা।
'সর্বথা আমি অতি অসৎ কর্ম করিয়াছি।'
—সীতার বনবাস।

**সর্বমএ**—৫৩
(সর্বময়)। সর্বব্যাপী।
তু. 'বিষ্ণু সর্বময়।'—চৈতন্য মঙ্গল।
'তুমি সর্বময়।'—জগৎমঙ্গল।

**সর্বাঙ্গ**—৪৪
সর্বশরীর, সর্বাবয়ব।
তু. 'আমারি জানিবে সর্বাঙ্গ সুন্দর।'
—দাশুরায়।

**সর্বলোক**—৪৯
সর্বজন, মানবগণ, সর্বভুবন, বিশ্ব।

**সহর**—২, ৪, ৮, ৯, ১২, ১৯, ৪২
(শহরে দ্রঃ)।

**সহস্র**—৫০, ৬৫, ১২৬, ১২৯
(আ. সহশ্‌ত্তেক, সহশ্র, সহস্র)। [সহস+র, সং]। দশশত সংখ্যা, হাযার, অসংখ্য।
তু. 'কার্তবীর্যার্জুন রাজা সহস্র বাহুধর।'
—রামায়ণ।

**সহস্রলোচন**—১২৬, ১২৯
দেবরাজ ইন্দ্র। তিল তিল করে পৃথিবীর সব সৌন্দর্যকে একত্রিত করে সৃষ্ট তিলোত্তমা দেবগণকে প্রদক্ষিণ করার কালে রূপমুগ্ধ ব্রহ্মার চার মুখ এবং ইন্দ্রের সহস্র নয়ন সৃষ্টি হয়। এজন্য ইন্দ্রের অপর নাম সহস্রলোচন।
মহাভারতে বর্ণিত মতে ইন্দ্র গৌতম মুনির অনুপস্থিতে তাঁর স্ত্রী অহল্যার সঙ্গে অবৈধ সঙ্গমকালে ধরা পড়লে মুনির শাপে ইন্দ্রের সর্বদেহে সহস্র যোনি চিহ্ন প্রকাশ পায়। পরে ইন্দ্রের প্রার্থনায় গৌতম যোনি চিহ্নগুলিকে লোচন চিহ্নে পরিণত করেন বলে ইন্দ্রের অপর নাম সহস্রলোচন।

**সহিত**—১১০
[সং. √সহ্+ইত(র্তৃ)]। সমন্বিত, সংযুক্ত, সঙ্গে।
তু. 'পথে জড়াজড়ি, দেখিনু নাগরী, সখির সহিতে যায়।'—চণ্ডীদাস।

**সহোদর**—৬৭
(আ. সহদর)। [সমান উদর যার, বহুব্রী]। সমানগর্ভ, একগর্ভজাত ভ্রাতা।

**সাঁঞি**—৪১
[সং. স্বামিন্>প্রা. সামি>বাঙ্. সাঁই, সাঞি; পা. হি. সাঈং; মরাঠী—সাঈ; সিন্ধী—সাংঈং; ওড়ি. শাঈং]। প্রভু, সন্ন্যাসী, ফকির।

**সাঁতার**—৯২
[সং. সন্তার>প্রা. সংতার>বাঙ্ সাঁতার]। হাত-পা বা ডানা ইত্যাদির সাহায্যে জল-মধ্যে বিচরণ, সন্তরণ।

**সাক্ষাতে**—১৬, ১৭, ৩৪, ৩৫, ৪৯, ৫১, ১০৮
[সং. সহ+আক্ষি+√অৎ+ক্বিপ্(র্তৃ)=সাক্ষাৎ]। সামনে, সম্মুখে, মূর্তিমান।

**সাক্ষী**—৫৯, ১১৯
[সং. সাক্ষ (সহ+অক্ষি)+ইন্]। প্রত্যক্ষ-দর্শী, সাক্ষাৎদ্রষ্টা, প্রাণীকৃত কর্মের দ্রষ্টা।
তু. 'আপনার সাক্ষীতে বেটা হারিলে আপনি।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'ঠাকুর ! তুমি মোর সাক্ষী।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

**সাগর—৩৬, ৪৮, ৯৩, ৯৪**
[সং .সগর+অ]। 'সগর কর্তৃক খানিত', সগর তনয়গণ কর্তৃক খাত; সিন্ধু, সমুদ্র।

**সাগরি—১২৬**
সাগর (ছন্দের জন্য সাগরি) অর্থাৎ বিপুল আধার অর্থে। 'গুণের সাগরি'—অশেষ গুণের আধার।
তু .'গুণের সাগর'—রামায়ণ।
'রসের সাগর।'—শ্রীধর্ম মঙ্গল (মানিক)।
'ঘৃত মধু দুগ্ধ আদি সাগর সাগর।'
—ভারতচন্দ্র।

**সাজ—১৩**
[সং . সজ্জা : ফা . সাজ্ (ساز)। হি, মরাঠী, গুজ . অস সাজ]। সজ্জা, ভূষণ, পোষাক।
তু .'এমন কমল, বিমল মধুর, না ভেল পুলক সাজ।'—চণ্ডীদাস।
'ধক ধক্ ধক্ দহন সাজ।'—ভারতচন্দ্র
'তেয়াগিয়া ভয় লাজ, সকলে করহ সাজ।'
ভারতচন্দ্র।

**সাজন—১৩, ৩৫**
[সাজ+অন]। সাজ, সজ্জা।
তু .'রথ খান করিল সাজন।'—রামায়ণ।
'দারুক গরুড়ধ্বজ করিল সাজন।'
—মহাভারত।
'এতেক সাজন ছাড় নরের কারণে।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'বরযাত্রী করিল সাজন।'
—কবি কঙ্কন-চণ্ডী
'তারে হাস্য করিতে লক্ষী করিল সাজন।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

**সাজে—৮৭**
সজ্জিত হয়।
তু .'(পাসলি) আঙ্গুলিত সাজে।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'মহামত হস্তী সভ সিন্দূর সাজে গণ্ডে।'
—চণ্ডিকা বিজয়।

**সাজাইয়া—২০**
[সাজ+আ=সাজা ক্রিয়া]। সজ্জিত করে, অলঙ্কৃত করে।
তু . '(রাণী) সাজাইয়া কোজাইয়া সে বদন পানে চায়।'—দুর্গাপঞ্চরাত্রি।
'সাজাঞা কাচাঞা, বসন পরাঞা, আবেশে লইয়া কোরে।···তিতিল নয়ান লোরে।'
—বলরাম-দাস।
'সাজাইয়া সাজি।'—ভারতচন্দ্র।

**সাড়ী—৮৮**
(আ . সাড়ি)। শাড়ীর বানান ভেদ। স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্র। [সং শাটী> প্রা . সাড়ী. সাড়িআ> বাঙ্ . শাড়ী, সাড়ী ; হি সাড়ী ; মরাঠী, গুজ সাড়ী ; মৈ. 'সারী'—ওড়না]।
তু . 'চলে নীল শাড়ী. নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি, পরাণ সহিত মোর।'— চণ্ডীদাস।

**সাড়ে—**
[সং . সার্ধ > প্রা . সাড্ঢ> বাঙ্ (সাঢ) সাঢ়ে, সাড়ে; হি. ওড়ি. সাঢ়ে ; পা. সাঢে; মরাঠী-সাড়ে : গুজ . সাডা ; সিন্ধী-সাঢা]। অর্ধসহ, অর্ধসহিত।
তু . 'সাড়ে সাত প্রহর।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

**সাত—৯৬, ১৭৯**
[সং . সপ্তন্> পালি, প্রা . সত্ত> বাঙ্ . সাত; হি, মরাঠী, গুজ, ওড়ি, মৈ. সাত্ত]। সপ্ত সংখ্যা বা সংখ্যক।

**সাতকাণ্ড—১০১**

সপ্তকাণ্ড বা অধ্যায়ে লিখিত (রামায়ণ) গ্রন্থ।

**সাতে, সাথে—৪৮, ৭২, ১২৭, ১৩৯, ১৬৮, ১৬৯**

(আ সাতে)। [সং. সার্থ > প্রা সৎথ > বাঙ্. সাথ, সাত; হি, মৈ সাথ; মরাঠী-সাথ, সাত; গুজ সাথ]। সঙ্গে, সাহচর্যে।

তু 'অব যদি না মিল মাধব সাথ। বিদ্যাপতি তব না কহব বাত॥'

—বিদ্যাপতি।

'সাতে আসি খাও মধুভাত।'

—দীনচৈতন।

'বন্দে প্রভু ভূতনাথ, ভবানী ভবানী সাথ।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'ভূতনাথ ভূত সাথ দক্ষ-যজ্ঞ নাশিতে।'

—ভারতচন্দ্র।

'বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাথে।'

—চণ্ডীদাস।

**সাতাইশ—১০২**

[সং সপ্তবিংশতি > পালি : সত্তবীসতি, প্রা. সত্তবীসই, সত্তবীসা, 'সত্তাইস', সত্তাঈসা > বাঙ্ সাতাইশ, সাতাইস; হি সত্তাঈস; পা. সত্তাঈ; মরাঠী, গুজ সত্তাবীস; মৈ. সতাইস]। সপ্তবিংশতি সংখ্যা বা সংখ্যক।

তু. 'সাতাইস ভার্যায় রোহিণীনাথ ইন্দু।'

—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**সাদ, সাধ—২২, ৭০, ১০৯**

(আ সাদ)। [সং শ্রদ্ধা > প্রা সদ্ধা > বাঙ্. (সাধা সাদা) সাধ, সাদ; পা. সিন্ধী, হি. সাধ]। অভিলাষ, কামনা ইচ্ছা।

তু. 'সাদলাগে কাহাঞি দেখিবারে।'

কীর্তন।

'সাদ করে একদিন পেট ভরে খাই।'

—ভারতচন্দ্র।

'মাধব বধিলে কি সাধবি সাধে।'

—বিদ্যাপতি।

'সে কেন পিরীতি করে সাধ।'

—চণ্ডীদাস।

**সাধন—২৭**

(আ সাদন)। সাধনা অর্থে। আরাধনা।

তু 'কার্য করিব সাধন।'—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**সাধিয়া—৫৭, ১২৩**

(আ সাদিয়া)। সাধন করে, আরাধনা করে।

তু 'কায়াঁ সাধ লাগা সাব মাদলে সে বলে।'

—দীনচৈতন।

'(আদা গুন) সাধন্ত সিদ্ধা তবিবারে ...'—গোরক্ষ বিজয়।

'বিধি তোরে সাধি শুন, জন্ম যদি দিবে পুন, আমারে আপার যেন, রমণী জনম দিবে।

—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**সানন্দনগর—১০৫**

(ভূমিকা দ্রঃ)।

**সাবধানেতে—২৬**

(আ সবধানেতে)। সতর্ক হয়ে, অবধানের সাথে। [বহুব্রী]।

তু 'শুন সাবধানে।'—রামায়ণ।

'শুন রাজা সাবধানে।'—ভারতচন্দ্র।

**সাম—১৬৪**

[সং. √সো + মন (মনিন্)। 'পাপ-নাশক'; ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই, চারবেদের তৃতীয় বেদ।

"যজ্ঞ সম্পাদনার্থ যে সকল ঋক্ গীত হয় তাহাই 'সাম'। এই গীত ঋক্ সমূহের সমষ্টি 'সামবেদ সংহিতা'। সামবেদের

ত্রয়োদশটি শাখার নাম অবগত হওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কৌথুমী শাখা কাশী কান্যকুব্জ গুর্জ্জর ও বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। রাণায়ণী শাখা দ্রাবিড়ে প্রচলিত আছে। কৌথুমীর ঋক্‌গুলির নাম আর্চিক ও ঋকমূলক গীতগুলির নাম 'গান'। 'ছান্দোগ্য' ও 'কেন' ইহার উপনিষৎ (হিন্দু শাস্ত্র, প্রথম ভাগ)। ব্রহ্মা সূর্য হইতে এই বেদ দোহন করেন। ইহার দেবতা পিতৃগণ (মণু ১.২৩; ৪.১২৪।"—বঙ্গীয় শব্দ কোষ।

**সামনে—৫১, ৫২, ৭৪, ১৪৮, ১৬৪**
(আ. ছামনে, শামনে)। [মরাঠী, হি. সামনে; পা সাহমনে]। সম্মুখে, প্রত্যক্ষে।

**সার—১৮, ২৫, ৪৯, ৫০, ৫৩, ৫৭, ৭৫, ৮০, ১৭২**
[সং. √সৃ+অ (র্ম)]। শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, ঠিক, সত্য।
তু 'তবে ভাবিল গোর্খে মনে করি সার।'
—গোরক্ষ বিজয়।
'ভাবি চিন্তি জতি নাথ মনে কৈল সার।'
—মীনচেতন।
'বার্তা পাইলাম সার।'—মনসা মঙ্গল।

**সারথি—৩৫**
(আ শারোতি)। [সং√সৃ+ই (ণিচ) +অথি;√সৃ+অথি]। অশ্বচালক, সূত, রথচালক।

**সারি—১৩, ১২৪**
পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী। [সং. শ্রেণি?]।
তু 'লক্ষ লক্ষ সারি।'—চণ্ডিকা বিজয়।

**সারিন্দা—১২**
তিন তার বিশিষ্ট খানিকটা বেহালার মত দেখতে এবং ঐ জাতীয় বাদ্য যন্ত্র বিশেষ।
তু. 'ট্যাঙ্গনা বাজায় সারেন্দি।'
—গোপীচন্দ্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

**সালে—১৮৩**
[ফা. সাল্ (سال)]। সাল—সন, অব্দ, বৎসর, বঙ্গাব্দ। হিযরী সন খৃষ্টীয় ৫৯৩ সনে আরম্ভ। এই হিসাবে বর্ত্তমান বাঙ্‌লা সনের তারিখ একই সময়ে পড়ে। বাঙ্. সন কে প্রচলন করেন এবং কবে প্রচলিত হয় সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একমতে সম্রাট আকবর ৯৬৯ হিযরী সনে সৌর গণনার ভিত্তিতে বঙ্গাব্দ প্রচলন করেন। অন্যমতে বাঙ্‌লার সুলতান হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯খৃঃ) হিযরী সন এবং সৌর গণনার ভিত্তিতে বঙ্গাব্দ প্রচলন করেন।

**সিংহ—৮৮**
(আ সিঙ্গ)। [সং √হিন্‌স্+তন(র্ত্তৃ)]। 'পশুহিংসব', মৃগেন্দ্র, কেশরী।
তু 'একা সিংহে না পারে অযুত মত্ত হাতি।'—মহাভারত।

**সিংহনাদ—১৮, ২৩, ৩৬, ৪৮, ৫১, ৫৩, ৭৩**
(আ সিঙ্গনাদ)। সিংহের গর্জ্জন, বীরের হুঙ্কার। এখানে সিদ্ধাদের হুঙ্কার অথবা শিঙ্গার নাদ বা আওয়াজ। [সং. শৃঙ্গ > প্রা. সিঙ্গ > বাঙ্ (সিংঘ) সিংহ +নাদ]। শিঙ্গার নাদ বা আওয়াজ হিসাবে শব্দটা প্রকৃতপক্ষে শিঙ্গনাদ বা সিঙ্গনাদ হবে। কিন্তু সিংহ নাদ হিসাবেই সর্বত্র ব্যবহার দেখা যায়। অবশ্য শিঙ্গার সাহায্য ব্যতিরেকে গুরু যদি নিজেই গর্জ্জন করে উঠেন (যেমন হাড়িফার ক্ষেত্রে দেখা যায়) তবে সিংহনাদ শব্দ ব্যবহারে দোষ নেই।
তু. 'সভাকার ঘরে গিয়া সিংহনাদ পূরে।
—বন সাহিত্য পরিচয়।
'সিংহনাদ শুনি।'—গোরক্ষ বিজয়।

**সিংহাসন—৯, ৫৫**
(আ সিঙ্গাসন)। [সিংহ+আসন; সিংহ প্রধান (সিংহাকার প্রধান) আসন; সিংহ-যুক্ত আসন; সিংহোপলক্ষিত আসন]। রাজাসন, উৎকৃষ্ট আসন।

**সিংহিকার—১০৩**
(আ সিঙ্কার)। [সং. সিংহী+ক+আ]। প্রজাপতি দক্ষের কন্যা দিতি। কশ্যপ দিতির স্বামী। তাঁদের কন্যা সিংহিকা। বিপ্রচিত্ত দানবের ঔরসে সিংহিকার গর্ভে রাহুর জন্ম। (পাদটীকা দ্রঃ)।

**সিংহভমরু—৮৮**
(পাদটীকা দ্রঃ)।

**সিচেন—১৭৬**
(আ. ছিচেন)। [সং. √সিচ্> বাঙ্ √সিচ্]। সেচন করে।
তু. 'নিত্য সিচে জল।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**সিদ্ধা—১, ২৩, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৬, ৫১, ৫২, ৫৩, ৭০**
(আ সির্দ্ধা, সিদ্ধা)। [সং. √সিধ্+ত (র্ম, র্তৃ)=সিদ্ধ> সিদ্ধা, সিদ্দা]। সিদ্ধপুরুষ, সিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগী।
তু 'সিদ্ধার ভেস।'—গোরক্ষ বিজয়।
'গাবুর সিদ্ধাই।'—মীনচেতন।

**সিদ্ধি—৫১, ৫২, ৬৫**
(আ. সিদ্দি)। [সং. √সি+তি (ভা); হি সিদ্ধি; ওড়ি. পতি (পত্র)]। ভাঙ্, গাঁজা।
তু. 'সিদ্ধি বিনা কোন কার্য সিদ্ধ নাহি হএ।'—দুর্গাপঞ্চরাত্রি।
'সিদ্ধি দেহ আনি।'—ভারতচন্দ্র।
'সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধি শুদ্ধ হৈল ভুল।'
—ভারতচন্দ্র।

**সিদ্ধিকায়—১৪০**
(আ. সিদ্দিকাএ)। সিদ্ধি লাভ করে-ছেন এমন কায়াধারী ব্যক্তি।

**সিন্দুর—১৯, ৮৩, ৮৫**
(আ. সেন্দুর)। [সং √স্যান্দ্+উর]। রক্তবর্ণ চূর্ণ বিশেষ, সীমন্তক, সিদূঁর।
তু. 'কি কাজে সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার। ভুলায় তর্কের পাঁতি দন্ত পাতি তার।'
—ভারতচন্দ্র।
'সিন্দূর মুদ্রাঙ্কিত।'—গীত গোবিন্দ।

**সীতাকে—৬০**
(আ. সিতাকে)। [সং. √সি+ত (র্তৃ) +আ; সীরখাতা> সীতা (?); তু. সীতা —লাঙ্গল পদ্ধতি]। লাঙ্গল পদ্ধতি, হলাগ্র, চষা ভূমি; জনক রাজকন্যা, রামচন্দ্রের মহিষী।

ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজের কন্যা বেদবতী রাবণ কর্তৃক ধর্ষিতা হলে অগ্নিতে প্রবেশ করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে রাবণকে অভিশাপ দেন যে তিনি আবার অযোনিয়া কন্যা রূপে জন্ম গ্রহণ করে রাবণ বধের কারণ হবেন। বহুকাল পরে ইনি মেনকার গর্ভে জন্মলাভ করেন। যজ্ঞার্থে ভূমি কর্ষণ করার সময়ে মিথিলার জনক রাজা এঁকে সীতায় অর্থাৎ লাঙ্গলরেখায় প্রাপ্ত হন এবং লাঙ্গল রেখার ন্যায় ক্ষেত্রভূমি বিদীর্ণ করে উত্থান হেতু তাঁর নাম রাখেন সীতা এবং মানস কন্যা রূপে এঁকে প্রতিপালন করেন।

দক্ষযজ্ঞে ব্যবহৃত এবং জনক কর্তৃক বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত মহাদেবের হরধনু ভঙ্গ করে রাম সীতাকে পত্নী রূপে প্রাপ্ত হন। রামের সঙ্গে বনবাস কালে রাবণ তাঁকে হরণ করলে কপি সেনার সাহায্যে রাম রাবণকে সবংশে নিধন করে সীতাকে

উদ্ধার করেন এবং তিনি অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাকে মহিষী রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রজারা তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হলে, রাম গর্ভাবস্থায় তাঁকে পরিত্যাগ করলে বাল্মীকি মুনির আশ্রমে লব কুশ নামক যমজ পুত্রের জন্ম হয়। পরে, অশ্বমেধ যজ্ঞে ঋষি অযোধ্যায় এসে সপুত্র এঁকে রামের হস্তে প্রত্যর্পণ করেন।

ঋগ্বেদে সীতা 'কৃষির অধিদেবতা' শুক্ল যজুর্বেদে 'লাঙ্গল পদ্ধতি', তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 'সাবিত্রী', পারস্কর গৃহ্য সূত্রে 'ইন্দ্রপত্নী এবং রামায়ণে রামপত্নী।

**সীমা**—৪, ২৫,
(আ. সিমা)। [সং √সি। ইমন (তৃ); সীমন+আ]। প্রান্ত শেষ, অবধি।

**সুখ**—২২, ৫৭, ৬২, ৮৮, ১১৭
(আ সুখ, সুখ)। [সং √সুখ+অ] অনুবৃত্তিগুণ বিশেষ প্রীতি হর্ষ আরাম সাচ্ছন্দ, তৃপ্তি।
তু 'সুখ দুখ দুটি ভাই'। —চণ্ডীদাস।

**সুখী**—৬৬
(আ সুকি)। [সুখ+ইন (ইনি)]। সুখবান, সুখযুক্ত।
তু 'যেজন চেতনা মুখী সেই সদা সুখী।'
—ভারতচন্দ্র।
'নহে সুখী সুমুখী নিরখি নন্দিনীরে।'
—বিদ্যাসুন্দর।
'স্বামী পরায়না সেত বড়ই সুখিনী।'
—বঙ্গসাহিত্য পরিচয়।

**সুগন্ধ**—১৩
(আ সুগন্দ)। [সুগন্ধ যার, বহুব্রী]। 'যার অ-স্বাভাবিক গন্ধ শোভন', শোভন গন্ধ অর্থাৎ দ্রব্য যার, গন্ধক, মধুর গন্ধযুক্ত।

**সুজন**—৬৪
(আ সুজোন)। [সং সু+জন]। সজ্জন, সাধু।
তু 'সুজন দেখিয়া, পিরীতি করিনু, এমতি হবে কে জানে।'—চণ্ডীদাস।

**সুত**—৭৭
(আ সুত)। [সং √সু+ত(র্ম)]। উৎপাদিত, জনিত, পুত্র, সন্তান।
তু 'দুটি সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি।'
—শিবায়ণ।

**সুদ**—১৪৬
(আ সুদ)। [ফা সূদ্ (سود)]। কুসীদ, বৃদ্ধি।
তু 'তোর বাপ সুদি বারবার করে।'
—তারাশঙ্কর।

**সুধা**—১০৩
(আ সুদা)। [সং সু+√ধে+অ (র্ম) +আ]। 'সুখপেয়', পীযুষ, অমৃত।
তু 'সুধার কলস কুচ।'—ভারতচন্দ্র।
'সুধাময় নাম সুধাময় ভাষ, দৃষ্টিতে সুধ প্রকাশ।
'মহাভারতের কথা সুধা হইতে সুধা।'
—মহাভারত।

**সুধারস**—১৮৩
[কর্মধা]। 'সুধারূপ রস', সুধাদ্রব, দুগ্ধ।

**সুনাদ**—৫৮, ৮৬
(আ সুনাদ)। [সু+নাদ]। মধুর রব।
তু নুপুর দুটি সুনাদেতে বাজে।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (মানিক)

**সুন্দর**—৪, ৭, ১০, ৪৪, ৪৫
(আ. সুন্দর)। [সং সু+√উন্দ্+অর (র্তৃ)]। রুচির, চারু, মনোরম, কান্ত, রূপবান, সুদৃশ্য।
তু 'সুন্দর সুন্দর নাম পদ্মসুন্দরাস্য।'
—বিদ্যাসুন্দর।

'সুন্দর পণ্ডিতা বিটি সর্ব শাস্ত্র জানে।'
—শ্রীধর্মমঙ্গল (মানিক)।
'প্রফুল্লের বাহির অপেক্ষা ভিতর আরও সুন্দর।'—বঙ্কিম চন্দ্র।

**সুন্দরী—১০, ৫৭, ৯৬**
(আ. সুন্দরি)। [সুন্দর-এর স্ত্রীলিঙ্গ]।
তু 'ভার্যা সুন্দরী নাম সুন্দরী।'
—রামায়ণ (কাশীনাথ)।
'সুন্দরি, হরিবধে তুহু ভেল ভাগী।'
—বিদ্যাপতি।

**সুপথ—১৬৫**
(আ. সুপত)। [সু+পথ]। উত্তম বা সৎপথ।

**সুবর্ণ—১৩, ৪৯, ৫৭**
(আ. সোবর্ণ্য)। [সু বর্ণ যার, বহুব্রী]। শোভনবর্ণ, উত্তম বর্ণবিশিষ্ট, উজ্জ্বল বর্ণ, ভাস্বর; কাঞ্চন, হেম, স্বর্ণ।
তু. 'সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি মুখ কমলজ।'
—বিদ্যাসুন্দর।
'সুবর্ণ সুবর্ণ-বর্ণ আসন অম্বুজ।'
—ভারতচন্দ্র।
'সন্ধ্যা কিরণের সুবর্ণ মদিরা।'
—রবীন্দ্রনাথ।
'সুবর্ণ তিন দিল।'
—শ্রী ধর্ম মঙ্গল (ঘনরাম)।

**সুবর্ণের—১০৯, ১১০**
(আ. সুবর্ণ্যের)। স্বর্ণগঠিত।

**সুবাসিত—১৩৬**
(আ. সুবাসিত)। শোভন গন্ধযুক্ত, উত্তম গন্ধযুক্ত।

**সুবেশ—৮৯**
(আ. সুবেষ)। শোভন পরিচ্ছদ, উত্তম পোষাক।

**সুভগবা—৭৬**
ময়নামতীর কুমারী অবস্থায় নাম।

**সুভাগিনী—৯২**
(আ. সুভাগিনি)। সৌভাগ্যবতী, সৌভাগ-শালিনী।
তু. 'ইংলণ্ডের রাজলক্ষী আমি সুভাগিনী।'
—নবীনচন্দ্র।

**সুমেরু—৪০**
(আ সুমারু)। [সং সু+√মি+র (র্তৃ)]। 'উচ্চতা হেতু সুষ্ঠু জ্যোতিঃ প্রক্ষেপক'; মেরু পর্বত, পৌরাণিক পর্বত বিশেষ; উত্তর মেরু; জপমালার মধ্য গুলিকা। "সুমেরু ইলাবৃতবর্ষের নাভিদেশে স্থিত; এই হেতু মালার মধ্য গুলিকার নাম 'সুমেরু' বোধ হয়।"শব্দ কোষ।
তু 'সুমেরু পর্বত যেন অঙ্গদের দেহ।'
—রামায়ণ।
'সুধন্বার মস্তক পাইয়া শূলপাণি।
মালাতে সুমেরু কৈলা দেখিল ভবানী॥'
—মহাভারত।

**সুর—১০২**
[সং √সুর+অ]
যিনি দীপ্তি পান বা প্রভুত্ব করেন, যারা মন্থমোত্থিত সুরা গ্রহণ করেণ; অমর, দেব।

**সুরতি—১৩২, ১৩৩**
(আ. ছরোতি)। [সং সুরত> সুরতি; তু 'রতি'; হি সুরতি]। কামকেলি, মৈথুন।
তু. 'সেও তোর মাগিল সুরতি।'
—মনসা মঙ্গল।
'সুরতি সংগ্রাম মাঝে মদন ধানুকী।'
—শ্রী ধর্ম মঙ্গল (ঘনরাম)।

'(কুন্তী) ধর্মকে সুরতি দিল।'
—শিবায়ণ।

'তবে তোয় দেয়ব সুরতিদান।'
—রায় শেখর পদাবলী।

'সুরতি খেলিছে।'—ভারতচন্দ্র।

**সুলক্ষণা—৭**
(আ সুলক্খিনি)। [বহুব্রী]। শুভ লক্ষণ যুক্তা।

**সুলোচনী—১৩৬**
সুলচনা-র বিকৃত রূপ। শোভন নয়না, সুনেত্রা। এক বেশ্যার নাম।
তু 'ছিনু মোরা সুলোচনে, গোদাবরী তীরে।'—মাইকেল।

**সুসার—**
(বহুব্রী)। সুরস, মধুর।
তু 'কৃত্তিবাস নাচাড়ি সুসার।'—রামায়ণ।

**সুসরে—৮৬**
'তাহা জিনি বচন সুসরে,' পদে 'সুসরে' যদি সুসর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তবে (সমসর> সোঁসর> সোসর> সুসর) অর্থ দাঁড়ায় সমান বা তুল্য। তাতে অর্থ সঙ্গতি থাকেনা। সর (সং √সৃ> প্রা. √সর> বাঙ্ √সর, হি মরাঠী, গুজ, উড়ি, অস. সর) শব্দের এক অর্থ নির্গত, নিঃসৃত বা বের হওয়া। সু উপসর্গ যোগে এ শব্দের ব্যবহার হয়েছে বলে মনে হয়।

**সুতে—১৭৬**
(আ. ঘুতে)। [সং. সুত্র> পালি; প্রা. সুত্ত > বাঙ্. সুত, সুতা; হি. সুত, সুতা; মরাঠী- সুত, সুত; গুজ. সুতর; অস. সুতা]। সুত্রে।
তু. 'বিনা সুত, কি অদ্ভুত, গাঁথে পুষ্পাহার।'
—বিদ্যাসুন্দর।

**সূর্য—৩, ১৭০, ১৭১**
[সং. √স্ব বা √সূ+য (র্তৃ)]। 'আকাশ গামী', 'কর্মে প্রেরক'; আদিত্য, রবি। আর্যদের বিভিন্ন শাখায় পূজিত প্রাচীনতম দেবতাদের তিনি অন্যতম। গ্রীকদের নিকট ইনি 'হেলিয়স' (Helios) টিউটনদের নিকট 'টির' (Tyr); 'ল্যাটিন' (Latin) দের নিকট 'সল' (Sol), এবং ইরাণীদের নিকট 'খোরশিদ' (خورشید) নামে পরিচিত। সূর্য, সবিতা, আদিত্য, বিবস্বান, বিষ্ণু'—এ পাঁচটি নামে সূর্যের স্তুতি দেখা যায়। বিভিন্ন সময়ে ও মহিমায় সূর্যকে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। 'ঋগ্বেদের ১০টি সূক্তে সূর্যের স্তুতি আছে। এই সূর্য জড় জ্যোতিঃ পিণ্ড নন, ইনি সূর্যমণ্ডল মধ্যবর্তী দেবতা। আলোকোদ্ভাসিত আকাশ এঁর মুখ, সূর্যমণ্ডল এঁর চক্ষু, ইনি হিরণ্যপাণি, সর্বদর্শী, বিশ্বভুবনের চর, মর্ত জনের সৎ ও অসৎ কর্মের সাক্ষী। সপ্তার্শ্ব-যোজিত এক চক্র রথে ইনি বিশ্বপর্যটন করেন। বরুণ এর পথ পরিস্কার করে দেন।...স্থাবর ও জঙ্গম, সমস্ত পদার্থের ইনি প্রাণ স্বরূপ। সূর্যের মাতা দ্যৌঃ বা অদিতি। ধাতা সূর্য ও চন্দ্রকে কল্পনা করে সৃষ্টি করেছেন। ....অথর্ব বেদে রাহুর উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায়। সূর্য সময়ের স্রষ্টা কর্তা। তিনি ৩৬০ দিনে সম্বৎসর গঠন করেন। সূর্য চক্রে বারটি অরা (মাস) আছে। তা আকাশে ৭২০ বার (৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাত্রি) আবর্তিত হয়। অথর্ববেদ ও আরণ্যকে সপ্ত সূর্যের উল্লেখ আছে। ইহা ঋগ্বেদের সপ্তাশ্ব ও সপ্ত রশ্মি।'—পৌরাণিক অভিধান।

পৌরাণিক বর্ণনায় সূর্যের কিছু পরিবর্তিত রূপ দেখা যায়। এখানে সূর্য কশ্যপ

প্রজাপতির পুত্র এবং অদিতি তাঁর মাতা। বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার তাঁর স্ত্রী। (ছাঞাবতী দ্রঃ)। সংজ্ঞার সঙ্গে মিলনের সুবিধার জন্য বিশ্বকর্মা সূর্যের তেজ কমানোর জন্য তাঁর দেহের অষ্টমাংশ ছেদন করে দেন। এ কর্তিত অংশ জ্বলন্ত অবস্থায় পৃথিবীতে পড়ে গেলে বিশ্বকর্মা এর থেকে বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, কুবেরের অস্ত্র, কার্তিকেয়র তরবারি ও অন্যান্য দেবতাদের অস্ত্র প্রস্তুত করেন। (কর্ণ দ্রঃ)।

**সৃজন**—১, ৪২, ৬৭, ১০৬, ১৭০
(আ.ছিরিজন, ছি্জন, শ্রীজন)। সৃষ্টি, নির্মাণ।
তু.'সেই ঘর্মে হৈল স্বর্গ নরক সৃজন।'
—গোরক্ষ বিজয়।
'বচনে সৃজন যার।'—মহাভারত।
'তরঙ্গে সহস্র যোনি হউক সৃজন।'
—মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা।
'জীবাত্মা পরমাত্মা এ দোহান জ্যোতি।
'অনুলক্ষে সৃজন করিল জগপতি।।'
—আগম ও জ্ঞানসাগর (বা.সু.আ.শ.)।

**সৃষ্টি**—২৭, ৬৭, ১৮৩
(আ.ছিৃষ্টি)। [সৃজ+তি (ভা,)]।
সৃজন, উৎপাদন, নির্মাণ, জন্ম।
তু.'সৃষ্টি সৃজিলেক যেই।'—মহাভারত।
'সৃষ্টি করি লয়, . . .আপনি রহিলে শূন্যে।'
—শ্রীধর্মমঙ্গল (মানিক)।

**সে**—১০৯, ১৮৩
[সং.সঃ> প্রা.সো> বাঙ্.সে;হি.সো; ভোজপুরী, মাগধী, মৈ.'স' পূর্ব বাঙ্.হে; সর্ব.]। তাহা, তা।
তু.'যাহার মানসে থাকে যেরূপ সাধনা।
'সেই রূপে প্রভুরে দেখিল সেইজনা।।'
—রামায়ণ।
'সে থাকিতে মহারাজ রক্ষা নাহি আর।'
—রামায়ণ।
'সে কি। সে কি কথা। সে যা হয় হ'ক।
সে নহিলে হেন কেন ব্যবসায় হয়।'
—চৈতন্য চন্দ্রোদয়।

**সে**—১৬৫
[প্রা.সে; হি.সো.অব্য.]। কেবল, ই।
তু.'আমার সঙ্গে জাবে জে সেই সে সিয়ান।
—রামায়ণ।
'তুমি সে আমার দৃষ্টে পাইলা নিস্তার।'
রামায়ণ।
'সেই সে রাবণ তুই।', 'নরকেতে সেই সে পড়য়।'—মহাভারত।
'চণ্ডীদাস কয়, এমতি সে নয়, তুমি সে ভাবহ তারে।'—চণ্ডীদাস।

**সেই**—৯, ১৩, ৩১, ৯৬, ১৬৭
[সে+ই] পূর্বোক্তই, তারই, তাই।
তু.'সেই বেটা প্রধান তার।'—রামায়ণ।
'সেই বালীর সুত আমি।'—রামায়ণ।
'সেই ধনু সেই বাণে করিব সংহার।
সেই বাটে থাক গিয়া ভায়ের নিকট।।'
—রামায়ণ।
'প্রভুর যে আচরণ, সেই করি বর্ণন।'
—চেতন্য চরিতামত।
'সেই সে গৃহিণী যেই অন্নপূর্ণা ভজে।'
—ভারতচন্দ্র।

**সেতু**—২৬
[সং√সি+তু (তুন)]। 'জলবন্ধন সাধন', জলবন্ধ, আলী, জাঙ্গাল, পুল।

**সেতুবন্ধ**—৩৬
রামেশ্বরের দক্ষিণস্থ দ্বীপশ্রেণী হিন্দুদের তীর্থস্থান বলে গণ্য। কথিত আছে যে লঙ্কা অভিযানের সময় বানর সৈন্যের সাহায্যে শ্রীরামচন্দ্র পাথর জলে ভাসিয়ে এ সেতু নির্মাণ করেন।

**সেনাপতি**—১৩, ৫৫
[সং সেনা+পতি]। সেনাধ্যক্ষ. সেনানায়ক।

**সেন্দুর**—১৯, ৮৩
[সং সিন্দূর> প্রা .সেংদূর> বাঙ্ .সেন্দুর]।।
সিঁদুর। (সিন্দুর দ্রঃ)।

**সেব**—৭৭
[বাঙ্ √সেব্ (সং . √সেব্ )+আ=সেবা ক্রিয়া]। সেবা, ভজনা বা আরাধনা কর।
তু 'সেবিলাম শিব শিবা-চরণ কমলে।'
—রামায়ণ।
'ইষ্টের চরণে, সেবোঙ প্রতি জন্মে।'
—চণ্ডিকা বিজয়।
'শয়ন করিলে গুরু চরণ সেবয়।'
—ভক্তমান গ্রন্থ।

**সেবক**—৩, ৫, ২২, ২৩, ২৪, ৪৩, ৫২, ৬৪
(আ . সেবোক, সেবক)। [সং√সেব্+অক (র্তৃ)]। সেবাকারক, পূজাকারী, ভক্ত, উপাসক।
তু 'আমি....তোমার সেবক।'
—রামায়ণ।

**সেবনে**—১৫, ১৬৪
[সং √সেব্+অন (ভা)=সেবন]। সেবায়, উপাসনায়, আরাধনায়।
তু 'সাধুর সেবন।'—চৈ চরিতামৃত।

**সেবা**—৪৪
[সং √সেব্+অ (ভা)+আ]। সেবন, উপাসনা।
তু 'কেবা সেবা নাহি করে মহেশের পদ।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'তাঁর আজ্ঞা মানি সেবা দিলেন দোঁহারে।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।
'শূদ্র বলে কেবা, দ্বিজদের সেবা।'
—ভারতচন্দ্র।

**সেহ, সেহো**—৬০, ৬১, ১৪১
[সে+অ, সে+ও> সেঅ, সেও> (হ-আগমে) সেহ, সেহো; মৈ. সেও, সেহও, সেহো]।
ত. 'নপুংসক সেহো।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'কভু নাহি গায়ে—সেহো হইল গায়ন।'
—চৈতন্য ভাগবত
'বৃক্ষের সহিত সেহ ভস্ম হয়্যা গেল।'
—মহাভারত।
'সেহ নহে তোমার সমান।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'সই। কেমন মোহিনী সেহ।'
—চণ্ডীদাস।
'শ্রীফল সদৃশ কুচ সেহ মোর বৈরী।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'পীত বসন পরা সৌদামিনী সেহ।'
—বিদ্যাপতি।

**সেহি**—৩, ১৪, ২১, ৩৯, ৪৯, ৫০, ১৪৮
[সে+হি]। সেই।
তু 'সেহি শঙখ চক্র।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন
'সেহি মেদ মাংসে হয় পৃথিবী সৃজন।'
—বিষহরি ও পদ্মাবতীর পাঁচালী।
'এহা জানি যেহিযোগ্য সেহি ধীর কর।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'বিধি বিড়ম্বিত হৈল সেহিসে রাজনে।'
—চণ্ডিকা বিজয়।

**সোওয়া**—৫১, ১১৩, ১৪৭
(আ . সোওা)। [সং . সপাদ> প্রা . সবাঅ (সভাব্য)> বাঙ্ (সবা) সওয়া> সোওয়া সোয়া; হি .মরাঠী, পাঞ্জা, গুজ, মৈ .সবা]।
পাদ সহিত, একচতুর্থাংশযুক্ত, সিকিভাগের সহিত, এক এবং তার চতুর্থাংশ।
তু .'সওয়া লক্ষ নাতি।'—রামায়ণ।
'সওয়া যোজন পথ।'—চৈতন্য মঙ্গল।
'সব সওয়া সওয়া।'—রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ।

**সোওয়া মণ—৫১**
একমণ দশ সের।
তু.'সোয়া-সোয়া মণ।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**সোওয়ামী—১৭**
[সং. স্বামী> সোআমী, সোয়ামী> সোওয়ামী, সোওয়ামি; পা. সুআমী]।
স্বামী, পতি।
তু.'হেন বসে সোআমী নাহি কর কি কারণ।'—গোরক্ষবিজয়।
'সোয়ামীর বুকে বসি ঘর করিছে তেই।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**সোনা—৪৯, ৫১, ১৭৫**
[সং. স্বর্ণ> পালি, প্রা. সোণ্ণ> বাঙ্ (সোণ) সোণা, সোনা; হি. সোনা; মরাঠী-সোনে; গুজ. সোনু; মৈ. সোন, সোনা]।
স্বর্ণ।
তু.'সোনা যে নহিল, পিতল হইল।'
—চণ্ডীদাস।
'সোনার বাটা সোনার ডাবর।'
—রামায়ণ।
'সোনে ভবিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥'—চ°। ৮।

**সোণার—৫০**
[সং. স্বর্ণকার> প্রা. সোন্নআর> বাঙ্ সোণার, সোনার; হি. সুনার; মরাঠী, গুজ. মৈ. সোনার]। স্বর্ণকার; সেকরা।
তু 'জনু সে সোণারে, কসি কসটিতে, তেজল কনক রেহা।'—বিদ্যাপতি।
'সই। মদন সোণারে না চিনে সোনা।'
—চণ্ডীদাস।
'মদন সোনার, ভোরি রূপ লালসে, তাহে দেওল নখ-রেহ।'—গোবিন্দ দাস।

**স্তন—২৬, ৪২**
(আ শ্তন, স্তন)। [সং √স্তন্+অ]।
'যা তারুণ্যোদয় বলে', যা শব্দ করে; পয়োধর, কুচ।
তু. 'স্তনে ক্ষীর দেখি নীর হইল রুধির।'
—ভারতচন্দ্র।
'ব্রহ্মার দক্ষিণ স্তনে ধর্ম মহাশয়।'
—মহাভারত।

**স্তুতি—১২২**
[সং √স্তু+তি (ভা)]। স্তব, স্তবন, প্রশংসা, মহিমাকীর্তন।

**স্ত্রী—৫৪, ৫৭, ৯৮, ১৪১**
(আ স্ত্রিরি, স্তিরি, স্ত্রী)। [সং. √স্ত্যৈ+র(ট্)+ঈ]।
'যাতে গর্ভ সংহত বা কঠিন হয়', যোষিৎ, সীমন্তিনী, নারী, পত্নী।
তু. 'স্ত্রীর সঙ্গে হাথাহাথি নাহি বাস লাজ।'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

**স্থান—৫৫, ১২৩**
[সং √স্থা+অন (ধি)]। ঠাঁই. স্থল, জায়গা।

**স্থাপিল—২৭**
[বাঙ্ √স্থাপ্ (সং √স্থা-ণিচ)+আ= স্থাপা ক্রিয়া]। স্থাপন করল, বসাল, রাখল।
তু 'ত্রিভুবনে দুঃখ তাপ স্থাপিছ আমায়।'
—রামায়ণ।
'বৃত্তিদান দিয়া যেবা স্থাপয়ে ব্রাহ্মণে।'
তার পুণ্যফল কত বলিব বদনে॥'
—মহাভারত।
'সুবর্ণের ঘট স্থাপে পিড়ীর উপর।'
—মনসা মঙ্গল।
'ইহা অনুভবি মনে আশা-পাত্র স্থাপি।'
—ভক্তমাল গ্রন্থ।

**স্থিতি**—১৫৬
[সং. √স্থা+তি (ভা)]। অবস্থান, বিদ্যমানতা।
তু. 'উজানী নগরে মোর স্থিতি।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**স্থির**—৩০, ৩৮
(আ. স্থির)। [সং √স্থা+ইর]। স্থিত, অচল, অবি-চলিত।
তু. 'স্থির-আঁখি তুমি মরমে সতত জাগিছ শয়নে স্বপনে।'—রবীন্দ্রনাথ।

**স্নান**—১৩, ২৪, ৩৫, ৬০, ১১৩
(আ স্নান, স্নান)। [সং. √স্না+অন (ভা); প্রা. সিনান; পালি-সিনান, হি নহান; অর্ধমাগধী সিনান]। অবগাহন, মজ্জন।

**স্মরণ**—১৫, ১২২, ১৪০
(আ. সঙরোন, স্বউরন)। [সং স্মৃ+অন (ভা)]। মনে মনে অন্যের সাহায্য কামনা, অনুচিন্তন, অনুধ্যান।
তু 'শিবের স্মরণে বিষ ঘামুখে মর।'
—মনসা মঙ্গল।
'শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন পাদ-সেবন দাসীরে।'—গোবিন্দ দাস।

**স্মরে**—১২২, ১২৪
(আ. স্বরে, স্বঙরে)। [সং. √স্মৃ—স্মরণ > স্মর; তু. প্রা. √সর]। মনে করে, স্মরণ করে, মনে মনে উচ্চারণ করে।
তু. 'শুনি স্মরে কবি রায় ভারত ভারত।'
—ভারতচন্দ্র।
'বরা স্মরে রাম রাম।'—চৈতন্য মঙ্গল।
'আপন সারথি স্মরে দেব নারায়ণ।'
—মহাভারত।
'হর গৌরী স্মরি মরি।'—মঙ্গল চণ্ডী পাঞ্চালিকা।

**স্বপন**—৯৪, ৯৫
(আ. সপর্পন, সর্পন)। [√স্বপ্+অন (ভা); হি. সপনা; মরাঠী-সপন; মৈ. সপন, সপনা]। স্বপ্ন, নিদ্রিতাবস্থায় প্রত্যক্ষবৎ অনুভূত বিষয়।
তু. 'শুনইতে মনে নি-স্বপন স্বরূপ।'
---বিদ্যাপতি।
'চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'কৃষ্ণ দেখিবারে খেদ, স্বপনে পাইল ভেদ, নীল মাধবের এই স্থান।'— ভারতচন্দ্র,

**স্বয়ম্বর**—১০৫, ১১৬
(আ. সএম্বর)। [সং. স্বয়ংবর> স্বয়ম্বর (অসাধু), তৃতীয়া তৎপুরুষ]। স্বেচ্ছায় বরণ, উপস্থিত পাণি-প্রার্থীদের মধ্যে থেকে, কন্যা কর্তৃক স্বেচ্ছায় স্বামী নির্বাচন, স্বচ্ছন্দে কন্যার পতিস্বীকরণ।
তু. 'স্বয়ম্বর নিবর্তিল গেল দেবগণ।'
--মহাভারত।
'পৃথিবীর রাজা সব করি একত্তর।
স্বয়ম্বরে ইচ্ছহ আপনা যোগ্যবর॥'
--অশ্বমেধ পর্ব, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

**স্বর**—১৫
[সং. √স্বৃ+অ (ভা)]। যা শব্দ করে, কণ্ঠধ্বনি, রব; হস্তী, গো, অজ, ময়ূর ক্রৌঞ্চ, বাজী ও কোকিল-এসপ্ত নিষাদাদির রব।

**স্বর্গ**—২৫, ২৮, ৭৯
(আ. সর্গ)। [সং. স্ব+√ঋজ (স্থিতি)+অ (র্ম)]। সুরলোক, ত্রিদিব, ইন্দ্রলোক অমরাবতী, পরলোক, পুণ্যবানেরা মৃত্যুর পরে যেস্থানে বাস করেন, চিরসুখ-ময় স্থান।
তু. 'স্বর্গেতে আইস তুমি মাতলি সহিত।'
--মহাভারত।

**স্বামী**—১৭, ৪৪, ৯২
[সং.স্ব+আমিন্]। পতি, ভর্ত্তা, প্রভু, অধিকারী।
তু.'স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।'—রামায়ণ।

**স্বীকার**—৮
[সং.স্ব+চ্বি+√কৃ+অ (ভা)]। পরিগ্রহ, গ্রহণ, অঙ্গীকার, মেনে নেওয়া।
তু.'যত দেন প্রভু সব করেন স্বীকার।'
—চৈতন্য ভাগবত।

# হ

**হই**—৯৬
[সং√ভূ> প্রা. √হো,√হব্ (হোই হব্ই—ভবতি)> বাঙ্ √হ; বাঙ্.√হ (সং √ভূ বা√ অস) +আ=হওয়া ক্রিয়া]।
তু 'সকল বেদের তাৎপর্য ব্রহ্মে হয়।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'কন্যা হউ এক খানি।'—মহাভারত।
'যে হউ সে হউ পাছে দৈবের ঘটন।'
—মহাভারত।
'যার গানে হৈলা মন্দাকিনী।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'আমা হৈতে যাহা হয় করিব নিশ্চয়।'
—রামায়ণ।

**হইতে, হৈতে**—১৩১, ১৩৩
(আ. হৈতে, হইতে)। [সং. ভসি> প্রা. হিন্তো, হোন্তউ, হোতউ> বাঙ্ (হোত) হোতে> হ'তে, হইতে (?); 'বৈদিক অসন্ত (√অস্)> প্রা অহনতহি > বাঙ্. হইতেঁ, হন্তে, হইতে।'—সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়; মরাঠী-হুন; চট্ট. তুন; শ্রীহট্ট-তনে, হনে]।
অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি; থেকে অবধি, দ্বারা, ফলে।
তু. 'শূল হ'তে মূল দেও, মূল থাকু হাতে।'
—শিবায়ন।
'তেজে হতে ত্রিভুবন কাঁপে।'
—শ্রী ধর্ম মঙ্গল (মানিক)।
'হনুমান হইতে অঙ্গদ বড় বীর।'
—রামায়ণ।
'কোন কালে হেনকর্ম আমা হতে নয়।'
—মনসামঙ্গল।

**হএ**—৩, ৮, ৪১, ৪৩, ৪৯, ৫৪, ৭৯, ৯৬, ১১৪
বাঙ্. হ-ধাতুর নিত্য বর্তমানে প্রথম পুরুষের রূপ। [হই দ্রঃ]।

**হংস**—৩৫, ১৬০
(আ হংষ, হংস)। [সং.√হন্+স (র্ত,র্ত্তৃ)]।
তু·Gr. Khen; L. anser; Ger. gans; Anglo Soxon-gos; Eng. goose]।
'মন্দ গামী', মরাল, লিপ্তপাদ জলচর পক্ষী বিশেষ, হাঁস; পরমাত্মা, অজপা মন্ত্র।
'শুক্ল যজুর্বেদে বর্ণিত হইয়াছে যে হংস অর্থাৎ সূর্য সংসৃষ্ট সোমজল হইতে বেদরূপ কিরণদ্বারা সোম বিযুক্ত করিয়া পান করেন। ঋগ্বেদের বর্ণনায়, পৌরাণিক পক্ষিবিশেষ মিশ্রিত সোমজল হইতে সোমরস গ্রহণ করিয়া পান করে। পরবর্তী সংস্কৃত কাব্যে. কবিগণ বোধ হয় ইহা হইতে হংসের মিশ্র নীরক্ষীরের ক্ষীরভাগ গ্রহণ ও অসার নীরাংশ-পরিত্যাগ বর্ণনা করিয়া দোষ গ্রহণ ও দোষ পরিহারের উপমারূপে ইহা শ্লোকনিবদ্ধ করিয়াছেন।'—শব্দকোষ।

**হংসা**—১৬০
[হংস> হংসা]। এখানে হংস অর্থাৎ পরমাত্মা অর্থে।

**হংসরাজ**—৮৭
রাজহংস।

**হতজ্ঞান**—৪৫, ১৫৮
(আ. হতগ্যানি)। হতবুদ্ধি, মূঢ়।
তু. 'হতজ্ঞান দশরথ বলে ধীরে ধীরে।'
—রামায়ণ।
'অর্জুন বলেন হাসি হতজ্ঞান তুমি।'
—মহাভারত।
'গালি খেয়ে ব্যাসদেব হৈল হতজ্ঞান।'
—ভারতচন্দ্র।

**হনুমান**—১২৩
[সং. হনু+মৎ]। 'প্রশস্ত হনু যুক্ত', পবন-নন্দন, বানর বিশেষ।
কেশরী বানরের ক্ষেত্রজ এবং বায়ুর ঔরসজাত পুত্র হনুমান। কেশরীর স্ত্রী অঞ্জনার রূপে মুগ্ধ হয়ে পবনদেব একদা অঞ্জনাকে আলিঙ্গন করলে অতি পরাক্রম-শালী এবং বায়ুর মত বেগবান এক পুত্র হয়। তাঁর মাতা জন্মের পর বন থেকে ফল আহরণ করতে গেলে ক্ষুধিত শিশু হনুমান নবোদিত রক্তবর্ণ সূর্যকে ফল মনে করে তাঁকে ভক্ষণ করতে যান। সূর্য হনুমানকে শিশু মনে করে দগ্ধ করেন নি। সেদিন রাহু সূর্যকে গ্রাস করতে যাচ্ছিলেন। হনুমান তখন রাহুকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হন। রাহু ইন্দ্রের শরণাপন্ন হলে ইন্দ্র ঐরাবতে চড়ে রাহুকে রক্ষা করতে গেলে হনুমান ঐরাবতকে গ্রাস করতে চান। ইন্দ্র তখন বজ্র প্রহার করলে হনুভঙ্গ হয়ে হনুমান পর্বত শিখরে পতিত হন। পুত্রের এহেন দুর্দশা দেখে পবনদেব হনুমানকে নিয়ে পর্বত-গুহায় প্রবেশ করেন। এতে পৃথিবী বায়ুশূন্য হয়ে পড়ে এবং ত্রিলোকে হাহাকার পড়ে যায়। তখন ব্রহ্মা স্বয়ং গুহায় গিয়ে হনুমানকে পুনর্জীবিত করেন এবং বায়ু ও তখন গুহা ছেড়ে চলে আসেন। বিভিন্ন দেবতারা তখন হনুমানকে বর দেন। ইন্দ্র বলেন যে হনু ভঙ্গ হওয়াতে এর নাম হবে হনুমান এবং এঁর ইচ্ছামৃত্যু হবে। ব্রহ্মা, সূর্য, বিশ্বকর্মা প্রভৃতি সকলেই এঁকে নানা রকম বর দেন। সপ্তচির-জীবিদের মধ্যে হনুমান একজন।

রাম-রাবণের যুদ্ধে হনুমান রামের পক্ষ অবলম্বন করে লঙ্কাপুরী ছারখার করেন এবং যুদ্ধ বিজয়ে রামকে সহায়তা করেন। তিনি রামচন্দ্রের পরম ভক্ত এবং অকট দাস ছিলেন।

পবনের দ্বিতীয় পুত্র দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম হনুমানের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। দ্বাপরে ভীমের সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎকারের কথা মহাভারতে আছে।

**হর**—১২২
[সং. √হৃ+অ (র্তৃ)]। সংহার কর্তা শিব, মহাদেব। প্রলয়ের তমোগুণে বিশ্ব সংহার করেন বলে মহাদেবের অপর নাম হর। (শিব দ্রঃ)।
তু. 'সুরহর বর নরপিতা পুরহর।'
—ভারতচন্দ্র।
'ত্রিপুর হর।'—বিদ্যাসুন্দর।

**হরহাড়ে**—১২২
হরের অর্থাৎ শিবের হাড় থেকে হাড়িপার জন্ম বলে নাথ সাহিত্যে কথিত আছে।
—(ভূমিকা দ্রঃ)।

**হরষিত**—৮৩, ৯৫, ১১৪, ১৩৪
(আ. হরাশিত, হরষিত, হরিসিত)। [সং. হর্ষিত> (স্বরাগমে) হরষিত, হরসিত; হি. হরষিত; মরাঠী—হরুষতে]। আনন্দিত।

তু.'দেখি হরষিত হৈল সুরা সুর নর।'
—মহাভারত।

**হরি—২৭ ৬৮**
[সং.√হৃ+ই (র্তৃ)]। 'পাপহারক', বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ।
তু.'এ হরি এ হরি জগভরি লাজ।'
—জ্ঞানদাস।
'হরিয়া হরির ধন হরি লয়া যায়।'
—শিবায়ন।

**হরিচন্দ্র—৯, ১৪**
হরি বা হরিশ্চন্দ্র নামে একজন রাজা এবং অদুনার পিতা। সাভারের হরিশ্চন্দ্র রাজা বলে কেউ কেউ অনুমান করেন। এ অনুমানের কোন ভিত্তি নেই।

**হরিয়া—৬০**
হরণ করে, চুরি করে। [সং.√হৃ> পালি প্রা.√হর্> বাঙ্.√হ্; হি, মরাঠী, গুজ.√হর্]।
তু.'হরিয়া লইল সীতা দেখি শূন্যালয়।'
—মহাভারত।
'হরিয়া হরির ধন . . .।'—শিবায়ন।

**হরিষ, হরিস—৭৪, ১১০**
[সং.হর্ষ> প্রা.হরিস; হর্ষ> (স্বরাগমে) হরিষ, হরিস]। হর্ষ, আনন্দ।
তু.'দেখিতে হরিষ, পরশিতে বিষ, অমৃত বিষে জড়িত।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'শুনিয়া পুত্রের কথা জননী হরিষ।'
—চৈতন্য ভাগবত।
'সে পুরীতে হরিস পয়ান।'—গঙ্গামঙ্গল।

**হরিহর—১, ৪৫**
হরি ও হর, বিষ্ণু ও শিব, বিষ্ণু ও শিবের অভেদমূর্তি।

**হরীতকী—৭৪**
(আ.হরত্যাগি)। [সং.হরি (পীতবর্ণ)+ইত (প্রাপ্ত)+ক+ঈ]। কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত পীতবর্ণ কসায় ফল বিশেষ।
তু.'কদাচিৎ কুপ্যতি মাতা নোদরস্থা হরীতকী।'
'পঞ্চ হরীতকী দিয়া পরিহার করে।'
—রামায়ণ।

**হলাহল—১১৮**
[সং.আ+√হল্+অ—আহল (বিদারক); হল সদৃশ আহল; তু.ফা.হলাহল,'হল্‌হল্, হল্‌হলা (هلاهل, هلهل, هلهلا)]।
তীব্র বিষ, কালকূট।
তু.'প্রভুত্ব হলাহলের ঔষধ নাই।'
—কাদম্বরী।

**হস্ত—৫৯**
(আ.হশ্‌ত)। [সং.√হস্+ত (র্তৃ)]।
'প্রাধান্য হেতু অন্যাবয়বের উপহাসক,' ভুজ, কর।

**হস্তী—১৩**
(আ.হশ্‌তি)। [হস্ত+ইন]। শুণ্ডবান করী, গজ, কুঞ্জর, হাতি।

**হাএ—৩৭, ৪৮, ৬৫, ১২০**
[অব্যয়.হায়> হাএ]। খেদ, শোক ইত্যাদি সূচক শব্দ।
তু.'বোলে হাএ হাএ'—গোরক্ষ বিজয়।
'হায়রে বিধাতা নিদারুণ, কোন দোষে হইলি বিগুণ।'—ভারতচন্দ্র।
'হায় হায় হরি হরি বিদেশে বিপাকে মরি।—ভারতচন্দ্র।
"গরুজ্ঞানে গৃহস্থ করয়ে 'হায় হায়।"
—চৈতন্য ভাগবত।

**হাটকুড়া—৭৭, ১০৫**
(আ.হাটখুর, হাটখুরা)। (আটখুরা দ্রঃ)।

**হাঁটতে—৯০, ৯৮, ১২৯**

[বাঙ্.√হাঁট+আ=হাঁটা ক্রিয়া; হি.√হট্; তু.সং.√অট্]। পদব্রজে চলতে, পায়ে যেতে।

তু.'এত শুনি পাছু হাঁটে সে মহীরাবণ।'
—রামায়ণ।

'বাজা পাছুতে হাঁটিল।'—ভক্তমাল্ গ্রন্থ।
'হাঁটাবাক।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**হাঁটু—১১৩**

[সং.অষ্ঠীবৎ> বাঙ্.আঁঠু> হাঁটু, হাঁঠু; ওড়ি আণ্টু; অস.আঁঠু]। জানু, উরু পর্ব।

তু.'হাঁটু গাড়ি তুরঙ্গ পশিল।'—মহাভারত।
'বৈসে হাঁটু পাতি ভূঞ্জে।'—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘনরাম)।

'শক্তি খাট হলে হাঁটু ধরে উঠে কেন্দে।'
—শিবায়ণ।

**হাঁটুনামা—১১৩**

হাঁটুর নীচে (জল)।

**হাঁড়ি—১৩৬**

(আ.হাড়ি)। [হাঁড়া (ভাণ্ড)+ই=হাঁড়ি; হি.হংডী, হাঁডী; পা.হাংডী; মরাঠী-হংডী হাংডী; সিন্ধী-হংডী; গুজ, ওড়ি.হাংডী; মূল, সং.ভাণ্ড?]। রন্ধনের পাত্র বিশেষ মাটির তৈরী রন্ধন-পাত্র, পাতীল; ক্ষুদ্র জালার ন্যায় পাত্র-বিশেষ।

তু.'খুঁজিয়া পাইল যেন হাঁড়ির মত সরা।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

হাঁড়ির মুখের মত হইয়া গেল শরা।'
—শিবায়ণ।

'খুলি-হাঁড়ি ঢাকনী, বাহির করয়ে ফণী।'
—চণ্ডীদাস।

**হাঁড়ি হাঁড়ি—১৪৬**

অনেক হাঁড়ি ভর্তি।

**হাঁড়িয়া—৩৫, ৮৫**

[হাঁড়ি+ইয়া; তু.'হাণ্ডিয়া']। হাঁড়ির মত বড় ও গোল; বড় ও প্রচুর লোম বিশিষ্ট; বায়ু কোন (ঝটিকা)> ঝড়িয়া> হাঁড়িয়া> হাঁড়িয়া (বায়ু কোন)।

তু.'হাঁড়িয়া হাঁড়িয়া তাল দিল খাইতে মধুর।'—রামায়ণ।

**হাঁড়িয়া চামর—৩৫**

বড় ও প্রচুর লোম বিশিষ্ট চামর।

তু.'হাঁড়িয়া চামর।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**হাঁড়িয়া মেঘে—৮, ৮৬**

[হাঁড়িয়া দ্রঃ]। বায়ুকোণের নিবিড় নীল বাত্যাজনক মেঘ।

তু.'(চামুণ্ডা) হাঁড়িয়া মেঘের বর্ণ দেখিতে ভীষণ।'—রামায়ণ।

**হাট—১৫০**

[সং.হট্ট; হি, মরাঠী, ওড়ি, মৈ.হাট]। প্রকাশ্য ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান, নির্দিষ্ট দিনে বিকিকিনির স্থান।

তু.'অবাক হইনু হাটে দেখিনু গুবাক।'
—ভারতচন্দ্র।

'তোরে লৈয়া যাইমু হাটে।'
—মীনচেতন।

'হাটক না যাইব।'—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।
'কোন হাটে তুই বিকোতে চাস ওরে আমার গান।—রবীন্দ্রনাথ।

**হাড়—৮৭**

(আ.হার)। [সং হডড; হি.হাড়; পা. হডডী; মরাঠী-হড, হাড; গুজ.ওড়ি. হাড; সিন্ধী হড্ড, হডী; সিংহলী-আট; পূর্ব বাঙ্.হাড্ডি]। অস্থি, ফলের আঠি।

তু.'রাজা বলে মার, কামানে বেটার, হাড় মাস কর রতি তোলা।'—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘনরাম।)

**হাড়ি, হাড়ী, হাড়িপা, হাড়িফা**—১, ৪, ২৯, ৩০. ৩২, ৫২, ৫৪, ৭০, ১১৪
[সং.হড্ডিক; ওড়ি.হাড়ি; অস.'হারি'—মলহারক; 'হারী' (মলহারক) মূল?]। বাঙ্.হাড়ি বা হাড়ী শব্দের অর্থ নীচ-জাতিবিশেষ।

তু.'সুন্দরী স্মরণ করে হাড়ি ঝিয়ের পা।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (মানিক গাঙ্গুলী)।
এখানে গুপিচন্দ্রের গুরু হাড়িপা অর্থে ব্যবহৃত। 'পা' বা 'ফা' সম্মান সূচক উপাধি বিশেষ।

**হাত**—৩৯, ৫৩, ৬২, ৬৪
[সং.হস্ত> পালি, প্রা. হত্থ> বাঙ্.হাথ, হাত; হি.হথ, হাথ; পা.হত্থ; মরাঠী, ওড়ি.হাত; সিন্ধী-হথু; গুজ.হাথ]। হস্ত, মণিবন্ধ, করতল, কনুই অথবা বগল থেকে আঙ্গুলের প্রান্ত পর্যন্ত দেহাংশ।
তু.'হাথ পসারিলেক রাজা।'—রামায়ণ।
'উর্ধহাত বিশ্বনাথ নামগীত গাইছে।'
—ভারতচন্দ্র।
'অস্তি অস্তি বলি গর্ব্বে বুলাইল হাথ।'
—মহাভারত।
'হাথে বাঘহাতা দিল গলায় জিঞ্জির।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**হাতি**—৫৮, ১৩৭
[সং.হস্তী, হস্তিন> প্রা.হত্থি> বাঙ্.হাথী, হাতী, হাতি; হি, মৈ.হাথী; মরাঠী-হত্তী; ওড়ি.হাতী]। হস্তী, করী, গজ, কুঞ্জর।
তু.'চারুযুগ্ম উরু দেখি নিন্দে হাথ হাথী।'
—মহাভারত।
'গর্ব্বশালে মত্তহাতী, বান্ধা ছিল দিবারাতি,
ক্ষিপ্ত হৈল কটাক্ষ-অঙ্কুশে।'
—জগদানন্দ পদাবলী।
'নারায়ণ কৈল মোরে নারদের হাতী।'
—শিবায়ন।

**হাতিশালে**—১৩৭
হস্তীশালায়, পীলখানায়।

**হাদিসেতে**—৭০
(আ. হাদিছেতে)।

আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) প্রতি যে সমস্ত ওহী নাযিল করে-ছেন তা' দুই শ্রেণীর। যথাঃ ১। যে যে শব্দ বা বাক্যের সাথে যে ওহী নাযিল করা হয়েছে তা হুবহু বহাল রাখতে রাসুলুল্লাহ বাধ্য ছিলেন্। একে 'ওহীয়ে মাত্লু' বলে। মাতলু অর্থাৎ যা 'তেলাওয়াত' বা আবৃত্তি করা হয়েছে। কোরআন পাক এ শ্রেণীর ওহী। ২। দ্বিতীয় শ্রেণীর ওহীতে শুধু মাত্র বিষয়-বস্তু ওহী করা হত। ওহী দ্বারা' প্রাপ্ত মূল ভাবটিকে তাঁর নিজের ভাষায় প্রকাশ করার অধিকার রাসুলকে দেওয়া হয়েছিল। এ ওহীকে 'ওহীয়ে গা'য়ের মাত্লু' বলে। কোন কোন হাদিস এ শ্রেণীর ওহী প্রসুত।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) তাঁর নবী জীবনে যা বলেছেন, যা করেছেন বা অন্যের কোন কথা বা কার্যের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন তাকে 'সুন্নাহ্' বলা হয়। এক অর্থে সুন্নার অপর নাম হাদিস। ব্যাপক অর্থে হযরতের 'সাহাবা' ও তাবেয়ীনদের কথা, কার্য ও সম্মতিকেও হাদিস বলা হয়ে থাকে। এটিকে হাদিস না বলে কেউ কেউ 'আসার' ও বলে থাকেন।

হাদিস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মিঃ ALFRED GUILLAUME তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Traditions of Islam'-এ বলেন:

'The word hadith is a noun formed from the verb hadatha 'to be new' (cf. the Hebrew hadash

with same meaning and the noun hodesh 'new moon'). Properly hadith means 'news' and then a tale or verbal communication of any kind. It may with propriety be used of an account of a tribal raid, of old sagas, of incidents of the life of the prophet, and even of the Quran itself. The great impetus given to religious thought and speculation by Muhammad and the Quran could not fail to impress the Muhammadan writers, and thus the word has acquired to its narrowed technical connotation of an oral Tradition which can be traced back to a companion or to the prophet Muhammad.'
-page 10.

সংক্ষেপে বলতে গেলে আল্লার বাণী হচেছ কোরাণ আর হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) যে সমস্ত ধর্মীয় নির্দেশ দিয়ে গেছেন সেগুলি হচ্ছে হাদিস।

হাদিসের সংখ্যা অসংখ্য। নির্ভরতার দিক থেকে ছ'খানা পুস্তকে সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হাদিসগুলিকে 'সেহাহ্ সেত্তা' অর্থাৎ ছ'খানা নির্ভুল (গ্রন্থ) বলা হয়ে থাকে। এগুলি হচেছ: ১। বোখারী শরীফ, ২। মুসলিম শরীফ, ৩। আবু দাউদ, ৪। তিরমিযী শরীফ, ৫। নাসাই শরীফ, ৬। ইবনে মাযহা। কোন কোন আলেম 'ইবনে মাযহা'-র স্থলে 'মোআত্তা ইমাম মালেক' অথবা 'সুনানে দারমীকে' 'সেহাহ্ সেত্তার' অংশ বলে গণ্য করেন।

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমকে এক সঙ্গে 'শায়খাইন' বলা হয়ে থাকে এবং তাঁদের সংগৃহীত হাদিস গ্রন্থদ্বয় 'বোখারী শরীফ' ও 'মুসলীম শরীফ' কে এক সঙ্গে 'সহীআইন' বলা হয়ে থাকে। এই উভয় ইমাম বিশেষ করে ইমাম বোখারী অমানুষিক কষ্ট করে হাদিস সংগ্রহ করেন। তিনি সুদীর্ঘ ১৬ বছরে ৬ লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেন। সেগুলি থেকে তিনি মাত্র ৭৩৯৭টি হাদিস গ্রহণ করেন। তার থেকেও বাছাই করে তিনি মাত্র ২৭৬১টি হাদিস নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করেন।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) সাহাবীদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী হাদিস জানা ছিল হযরত আবু হোরায়রাহ্‌র (মৃত্যু ৫৭ হিযরী)। তিনি ৫৩৬৪টি হাদিস জানতেন। এর পরই হযরত আনাস বিন মালেকের স্থান (মৃত্যু ৯১ হিঃ)। তাঁর কাছ থেকে ২২৩৬টি হাদিস পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) সবচেয়ে বেশী হাদিস জানতেন সে সংখ্যা ছিল ২২১০।

এখানে 'হাদিসেতে' কোরাণ এবং হাদিস উভয় অর্থেই ব্যবহৃত।

**হানা**—৮১

[সং √হন্ > প্রা. √হণ্ (হণই) > বাঙ হান; হান (হনন, আঘাত) + আ = হানা] আঘাত, হনন, ঘা, আক্রমণ।

তু. 'পুনরপি আসিয়া কৃষ্ণেরে দিল হানা।'
—শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।

'বিপক্ষের প্রতি নাহি দেয় হানা।'
—রামায়ণ।

'শুম্ভ নিশুম্ভ যাবে স্বর্গে দিতে হানা।'
—চণ্ডিকা বিজয়।

'(দানা) রণস্থলে দেয় হানা।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'মৃগ হয়ে দিব কি সিংহের ঘরে হানা।'
—ভারতচন্দ্র।

**হানিলে—১৬৯**
[সং. √হন্> প্রা. √হণ (হণই) বাঙ্. হান; হি, মৈ. √হন; মরাঠী √হাণ]। আঘাত বা আক্রমণ করলে।
তু. 'বাণে বাণ হানি দ্রোণ কৈল সমাধান।'
—মহাভারত।
'আগে হান বুড়িকে মসানে।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'মাছিকে হানিতে তুমি ফেল কেন বাজ।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'(কুসুমশর) মোর মনে হানে।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**হাবাড়িয়া—১২৬**
এ শব্দের অর্থ বুঝা গেলনা। খুব সম্ভব পাঠে ভুল আছে।

**হাম—৬৬**
(আ. হামে)। ঘাম শব্দের বিকৃত রূপ বলে মনে হয়। অন্য পুঁথিতে ঘাম শব্দ।

**হার—৮৭**
[সং. √হৃ+অ]। কণ্ঠাভরণ, মালা।
তু. 'মুকুতার হার।'—ভারতচন্দ্র।
'মিনে সুতে মালতীর গেথে দেয় হার।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (মানিক)।

**হারাইবে—৯১**
[সং. √ হারি—হারয়> প্রাকৃত √ হার> বাঙ্ √হার্+আ= হারা ক্রিয়া (নষ্ট করা, হারান, খোয়ান)]। খোয়াবে, নষ্ট করবে।
তু. '(তুহুঁ) হেলে হারায়লি হিরণময়ী গোরী।'—গোবিন্দ দাস।
'হারায়ে অমূল্য মণি রাণী পেলে কোলে।'
—শ্রীধর্মমঙ্গল (ঘনরাম)।
'ডম্বুর হারায়ে যেন ফুকরে বাঘিণী।'
—রামায়ণ।
'হারায়ে যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া।'
—ভারতচন্দ্র।

**হাল—৬১**
[সং. √হল্+অ]। হল, লাঙ্গল।
তু. 'হাল কামাইয়ের দিন।'—শিবায়ণ।

**হালগরু—৬১**
(আ. হালগরূ)। লাঙ্গল ও বলদ। নারী পুরুষের যৌন মিলনের কথা এ উপমার সাহায্যে বর্ণিত হয়েছে।

**হালে—৮১, ১৩৫**
[সং. হি, মরাঠী- √হাল;
তু. সং 'হল্লন']। দোলে, টলমল করে, কাত হয়।
তু. '(চিকুর) বিললিত হালত, তিমির ভার যনু পবনে।'—নবদ্বীপ পরিক্রমা।
'পদতল-তলে মহীতল হালে।'
—নবদ্বীপ পরিক্রমা।
'মধ্য দেশ হালে তার বসন্ত রাতে।'
—চণ্ডিকা বিজয়।
'পড়িলী হালিআঁ রাধা ফুলের শরে।'
—শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন।

**হাসি—১৫, ৫৮, ৮৭**
[সং. হাস্য> প্রা. হস্স> বাঙ্> (হাস+ই) হাসি (?); হি. হঁসী; মরাঠী-হংশী, হশী)। হাস্য।
তু. 'মুখ-চান্দে হাসির মাধুরী।'
—নবদ্বীপ পরিক্রমা।
'হাসিতে তড়িৎ জিনে।'—ভারতচন্দ্র।

**হাসে—১১২**
[সং. √হস্+অ (ভা)=হাস (হাস্য) > হাস ক্রিয়া; সং √হস্; হি. √হঁস্; মরাঠী, মৈ. √হংস, √হস]। হাস্য করে।
তু. 'পদ্মিনী কেমনে, হাসে হৃষ্টমনে।'
—ভারতচন্দ্র।

'দেখি বসুমতী হাসে আনন্দিত মনে।'
—নবীনচন্দ্র।

**হাস্য—১৮৩**
[সং. √হস্+য (ভা)]। হাসি, পরিহাস।
তু. 'তারে হাস্য করিতে লক্ষী করিল সাজন।'—চৈতন্য চরিতামৃত।

**হাস্য পরিহাস্য—১৮৩**
[হাস্য-পরিহাস (সাধু)]। হাস্য-পরিহাস, হাস্য কৌতুক।
তু. 'নানা হাস্য পরিহাস্য।'—ভারতচন্দ্র।
'কৃষ্ণ-চন্দ্র চরিত' এবং দ্বিজ বংশীদাস রচিত বিষহরি ও পদ্মাবতী' তেও এ শব্দের ব্যবহার আছে।

**হিংসে—১০৪**
[সং √হিংস্ > প্রা. √হিংস > বাঙ্. √হিংস; মরাঠী-√হিংস]। হিংসা করে, পীড়ন করে।
তু. 'ব্রাহ্মণ হিংসিলে ভাই নাহিক নিস্তার।'
—মহাভারত।
'চাণুর প্রলম্বাদি, কংসাদি হিংসিলে শেষে।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (মানিক)।
'হেন জনে হিংস তুমি কিসের কারণ।'
—মহাভারত।

**হিঙ্গুল—৮৮**
(আ. হেঙ্গুল)। [সং. হিঙ্গু+√লা+অ (র্তৃ)]। পারদ-গন্ধক মিশ্রিত ঘোর রক্তবর্ণ পদার্থ, রাগদ্রব্য বিশেষ, রঞ্জক।
তু. 'হিঙ্গুল মণ্ডিত তার পায়ের অঙ্গুলি।'
—রামায়ণ।

**হিন্দু—১৬৭**
(আ. হেন্দু)। [মূল—সং. 'সিন্ধু' (নদ); প্রা. হিংদু; Av. hendu; ফা. হিন্দ্ (هند)—ভারত, হিন্দুজাতি; Hebrew—hand (India); Eng. India]। সিন্ধু নদের পরপারস্থ দেশের অধিবাসী। আর্যরা এদেশে এসে প্রথমে সিন্ধু নদের তীরে বসবাস করত বলে তাদের সগোত্রীয় ইরাণ বাসীরা তাদেরকে সিন্ধু বা সিন্দু বলত। কালক্রমে এ শব্দ হিন্দু নামে পরিচিত হয় এবং ভারতবর্ষের আর্যরা হিন্দু জাতি এবং তাদের ধর্ম হিন্দুধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করে।
তু. 'হিন্দুর আচারে দেহ মন।'
—চৈতন্য ভাগবত।
'আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।'
—চৈতন্য ভাগবত।

**হিমালয—৪০**
'হিমের আলয় তুল্য', হিমবান, হিমাচল। পুরাণে হিমালয় গিরিরাজ, তাঁর পত্নী মেনকা, পুত্র মৈনাক, কন্যা পার্বতী বা উমা।

**হিয়া—১৭**
[সং. হৃদয়> প্রা. হিঅ-অ> বাঙ্. (হিআ) হিয়া; হি. হিয়া; মরাঠী-হিয্যা; মৈ. হিআ, হিয়ে]। হৃদয়, মন।
তু. 'হিয়ার উপর শম্ভু পূজিত।'
—বিদ্যাপতি।
'কি হেরিলো অপরুব গোরি।
পৈঠল হিয়া মাহা মোরি॥'—বিদ্যাপতি।
'যত নিষেধিল প্রিয়া, তাহাতে না পাতিলাম হিয়া।'—মনসামঙ্গল (বিজয়)।
'সাধে করি দুই বিয়া, কেমনে ধরিছি হিয়া, দুই নারী ঘরে পতিরক্ষ।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'হিয়ার পুতলি মোর হরে নিল কে।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘনরাম)।

**হিলিকার—৩০**
হৃষ-ই কার-এর বিকৃত রূপ।

**হীরা—৩৫, ১২৪**
[সং. হীরক> প্রা. হীরঅ (সম্ভাব্য)> বাঙ্. হীরা]। হীরক, উজ্জ্বল প্রস্তর বিশেষ, বহুমূল্য রত্ন বিশেষ।
তু. 'নখ তোর হীরার ধার।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

'কথায় হীরার ধার, হীরা তার নাম।'
—ভারতচন্দ্র।

**হীরাধার—১৩৫**
(আ. হিরাধর)। হীরার মত তীক্ষ্ন ধার বিশিষ্ট। এখানে 'হিরাধর কড়ি' অর্থে খুব সম্ভব হীরা ধারণ করে যে কড়ি অর্থাৎ হীরার সঙ্গে বাঁধানো কড়ি।

**হীরামন—৩২, ৩৫**
(আ. হিরামন)। [হীরামণি> হীরামনি> হীরামন; হি. হীরামন]। একপ্রকার সুন্দর তোতাপাখী।। মণি-মাণিক্য। এখানে মণি-মাণিক্য, অর্থে।
তু. 'হীরামন হালমন শুয়া।'—বিদ্যাসুন্দর।
'এই ত আমার মন পিঞ্জরের হীরামন এলো।'—নবীন তপস্বিণী।
'হীরামন মাণিক্যে ভরা।'
—মনসা মঙ্গল (বিজয়)।

'হীরামন মাণিক্যে রচিত দেবালয়।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।

**হুঙ্কার—**
[হুম+কার]। 'হুম' শব্দের উচচারণ, হুঙ্কৃতি, হুমধ্বনি।
তু. 'নাচে প্রভু হুঙ্কার গর্জন।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

'হুঙ্কারে হুকুম পায়।'—ভারতচন্দ্র।
'নামাতে থাকিয়া মীন হুঙ্কার পুরএ।'
—মীনচেতন।

**হুতাশ—১৩০**
(আ. হুতাষ)। [হতাশ> হুতাশ]। হতাশ, নিরাশ।
তু. "(গৌরাঙ্গ) কেনে দেশে দেশে বুলে পাইয়া 'হুতাশ' (পাঠান্তরে 'হাতাস)।"
—চৈতন্য মঙ্গল।
'বাণ না মারিল দেবগণের হুতাশ।'
—মহাভারত।
'রাজা না ভাব হুতাশ।'
—বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়।
'(পাত্র) হুতাশ ভাবিয়া মনে হেঁট করে মাথা।'—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘনরাম)।
'হায় হায় হুতাশ করয়ে দিন রাত্রি।'
—ভক্তমাল গ্রন্থ।

**হুতাশন—২১, ১৪০**
(আ. হুতাসন)। [বহুব্রী]। 'হুতদ্রব্য-ভোজী', 'হুতভুক্' অগ্নি।
তু. 'আজি হৈতে সর্বভক্ষ হও হুতাশন।'
—মহাভারত।

**হুযুর—১৯**
[আর. হুযূর]। রাজা-বাদশা প্রভৃতির প্রতি অতি সম্মান সূচক শব্দ। প্রভু, মালিক, আপনি ইত্যাদি অর্থে।
তু. 'অপরাধ করিয়াছি হুজুরে হাজির আছি।'—ভারতচন্দ্র।
'তখনি দিয়া রসি করে হুজুরে হাজির করে।'—দাশুরায়।
'রাজার হুজুরে আরজি করিয়া, ইহারে করিব ডোরা।'—চণ্ডীদাস।

**হুশব্দ—৩৪, ৭৪**
(আ. হুসবদ)। [সং. হু+শব্দ; সং. হুম্; প্রা. হুঁ> বাঙ্. হুঁ (সক্রোধ হুঙ্কার)]।
তু. 'চোটের সহিত হানে বিপরীত হুঁ।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘনরাম)।

'যাও যাও হুঁ দেখাও দক্ষ দেই হাঁকিয়ে।'
—ভারতচন্দ্র।

**হ্‌স্‌কার**—৩০
হ্রস্ব 'ওকার-এর বিকৃত রূপ।

**হুহুঙ্কার**—৩৩, ৩৪, ৩৯, ৫১, ৭৪, ১৩০
[সং. হুংহুঙ্কার]। হুম্ হুম শব্দ উচ্চারণ, গর্জ্জন, সিংহনাদ।
তু. 'যার হুহুঙ্কারে গৌর-অবতার হয়।'
—নবদ্বীপ পরিক্রমা।
'মুহুর্মুহু যোদ্ধাগণ ছাড়ে হুহুঙ্কার।'
—মহাভারত।
'দিয়া ধনুটঙ্কার, ছাড়ে বীর হুহুঙ্কার।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'হুহুঙ্কার শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি।'
—চৈতন্য চরিতামৃত।

**হৃদএ, হৃদয়**—৮০, ৯২, ১২৩
[সং. √হৃ+অয় (র্ত্তৃ), 'দ' আগম]। 'বিষয়হার্য্য', চিত্ত, মন, বক্ষ, বক্ষস্থল।
তু. 'বাজনযন্ত্র হৃদযে কবি নেল।'
—বিদ্যাপতি।
'কঞ্চুকে যব করি দেল।
মুকুল হৃদয়ে তব ভেল॥'
—জ্ঞানদাস পদাবলী।
'(তনু চিকনিয়া) স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি।'—ভারতচন্দ্র।

**হৃদে**—১২৪
হৃদয়ে, মনে, বক্ষে।
তু. 'জগতের যতজীব হৃদে ভাবে মোরে।'
—দুর্গাপঞ্চরাত্রি।
'হৃদে ব্যাপ্ত রঙ্গ।'—চণ্ডিকা বিজয়।
'হৃদে হানে দশরথ।'—রামায়ণ।

**হেঁট**—১৯
(আ. হেট্ট)। [সং. অধস্, অধস্তাৎ> পালি হেঠ্‌ঠা, প্রা. হেট্‌ঠ, হেঠ্‌ঠ, হেংঠ (সম্ভাব্য)> বাঙ্. হেঠ, হেট, হেঁঠ, হেঁট; হি. মরাঠী, পা, গুজ. হেঠ]। অবনত, অধোগত।
তু. '(গোর্ক্ষ) জিব্বায় কামড় মারি মাথা কৈল হেট।'—মীনচেতন।
'(পুত্র) মাথা হেট কৈল।'—রামায়ণ।
'কিছুই না কহিয়া ভীম হেঁট কৈল মাথা।'
—মহাভারত।
'উচ্চ মাথা হৈল হেট।'—ভারতচন্দ্র।

**হেঁটমুণ্ড**—১১, ১৯
(আ. হেট্টমুণ্ড)। অবনত মস্তক।
তু. 'শুনিয়া দ্বিজের কথা, লক্ষপতি হেঁট মাথা।'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'ওঝা বলে তক্ষক হে হেট মুণ্ড কেনে।'
—বিষহরা ও পদ্মাবতীর পাঁচালী।
'হেট মুণ্ড হয়া দুগ্ধ খায় বঙ্করাজ।'
—মনসার ভাসান।
'শত্রু হইল হেঁট মাথা।'—শিবায়ন।

**হেতু**—৮, ২৬, ৪৮, ৮৫, ১৬১
[সং. √হি+তু (র্ত্তৃ)]। 'যা কার্যরূপতা প্রাপ্ত', কারণ, যুক্তি, নিমিত্ত, বীজ; উপায় (৪৮)।

**হেথা**—৫
(আ. হেথা, হেতা)। [এথা> (হ-আগমে) হেথা, হেতা]। এখানে, এস্থানে।
তু. 'কহ মামী হেতা তুমি কোথা পাইলে তাহা।'—শিবায়ন।
'রাবণ লিখিতে সীতার মনে হইল সাধ।
বিধির নির্বন্ধ হেথা পড়িল প্রমাদ॥'
—রামায়ণ।
'শূন্য পেযে হেথা সীতা হরিল রাবণ।'
—শ্রীধর্ম মঙ্গল (মানিক)।

**হেন**—৬, ৬৬, ৭০, ১৫৪
[মৈ. এহন(সং. সম> মৈ. সন> হন)> বাঙ এহেন> হেন; তু. হি. হেণ্ণি, হেণ্ণ]। এমন, এরূপ, অনুরূপ।

তু.'হেন কালে শ্রীরাম মায়ের পদ বন্দে।'
—রামায়ণ।
'হেন বুঝি কোটাল জিনিয়া আইল রণ।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'হেন মতে দুইজন আনন্দ-কন্দল।'
—চৈতন্য ভাগবত।
'কারবা বরে দৈত্য হৈল হেনমন।'
—চণ্ডিকা বিজয়।
'হেন মনে দুই জনে অধিবাস হইল।'
—চৈতন্য মঙ্গল।

**হেমন্ত—১৫১**
[সং. √হন্+অন্ত (ঝচ্)-ক; 'হিম বন্ত' মূল (?)]। 'সন্তাপ হন্তা', হেমন্তর্তু (সায়ণ), শরদন্ত। কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এ দু'মাস হেমন্তকাল। যোগের ভাষায় দেহের মধ্যে হেমন্ত সহ অন্যান্য ঋতু ও বিদ্যমান (পাদটীকা দ্রঃ)।

**হেমন্ত—৩৩**
[সং.হিমবন্ত> হেমন্ত (?)]। হিমবান্ পর্বত, হিমালয়।
তু.'হেমন্ত পর্বতে বৈসে সেই মুনিবর।'
—মহাভারত।

**হেমন্ত দুহিতা—৩৩**
(আ.হেমন্তের দুহিতা)। হেমন্ত নন্দিনী, হিমালয় কন্যা, উমা, পার্বতী (হিমালয় দ্রঃ)।
তু.'হেমন্তের ঘরে জন্ম লভিলা ভবানী।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'হেমন্তের ঝি।'—শিবায়ন।
'হেমন্তের ঝি।'—শ্রীধর্ম মঙ্গল (ঘনরাম)।
'হেমন্ত দুহিতা'—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।

**হেরেঙ্গা—৩২**
(পাদটীকা দ্রঃ)।

**হেলা—৭০, ৮২**
[সং. √হেড্+অ (ভা)+আ; ড> ল]। অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য, অশ্রদ্ধা।
তু.'হেলায় শ্রদ্ধায় নাম একবার বল॥।
অজামিল হেন পাপী পরিত্রাণ পাইলা ॥'
—শিবায়ন।

**হৈতে—১৩১**
[হইতে> হৈতে]। অপাদানে পঞ্চমী-বিভক্তি।
তু.'কোথা হৈতে হৈল সৌতি তব আগমন।'
—মহাভারত।
'ইহা হৈতে সর্বধর্ম হইব স্থাপন।'
—চৈতন্য ভাগবত।
'তোমাহৈতে শিব তার হৈব কামচারী।'
—কবি কঙ্কণ-চণ্ডী।
'আমা হৈতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা।'
—জ্ঞানদাস।

**হৈয়া, হইয়া—**
[√হ (প্রা.হো)-ই আ প্রত্যয়]।

**হৈল—২, ৩৩, ৬৬**
হইল> হৈল। [মাগধী-র বিদে (ভূতঃ)]

—:০:—



বাঃ সাঃ মুঃ-৭২/৭৩-৩৫০১ডি-৪,০০০।